দলিল লিখন ও রেজিস্ট্রেসন পদ্ধতি

ড. দেবীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

এম. এ., এল এল. বি., পি-এইচ. ডি,

ডবলিউ. বি. আর. এস.

অ্যাকাডেমিক পাবলিশার্স

১২/১এ, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০ ০৭৩

পিতৃদেব ৺তুলসীচরণ মুখোপাধ্যায়-এর
স্মৃতির উদ্দেশ্যে

মুখবন্ধ

রেজিস্ট্রেশন আইন ১৯০৮, আজ প্রায় ৮০ বছর ধরে আমাদের দেশে দলিল রেজিস্ট্রেশন করবার আইন হিসাবে প্রচলিত। সম্পত্তি হস্তান্তর করবার ক্ষেত্রে এটি একটি বিশেষ জরুরী আইন। শুধু মাত্র বড় শহর কিংবা নগরের ক্ষেত্রেই নয়, এই আইনের ব্যবহারিক প্রয়োজন অন্য ক্ষেত্রেও রয়েছে। ইংরেজী ভাষায় লেখা এই আইনের ব্যাখ্যা খুব বেশী লোকের কাছে পৌঁছতে পারে না। সেই জন্যেই ড. দেবীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় প্রণীত এই বইটি খুবই প্রয়োজনীয় বই। ড. মুখোপাধ্যায় পশ্চিমবংগ রেজিস্ট্রেশন সারভিসের এক উচ্চপদস্থ অফিসার। তিনি রেজিস্ট্রেশন আইনের প্রচালনের সঙ্গে অনেকদিন যুক্ত। যে প্রাঞ্জল ভাষায় তিনি এই আইন এবং আইন বিষয়ক প্রশাসনিক নির্দেশাবলীগুলি লিপিবদ্ধ করেছেন, যারা দলিল লেখা এবং কার্যকর করার ব্যাপারে যুক্ত আছেন, শুধুমাত্র তাদের জন্যই নয় সাধারণ লোকের কাছেও এই বইটি খুবই প্রয়োজনীয় হয়ে উঠবে।

এই নতুন বইয়ের সংস্করনের মুখবন্ধ আমি লিখতে পেরে খুব আনন্দিত। আমি বিশ্বাস করি এই বইটি সবার কাছে খুবই মূল্যবান বই হিসাবে পরিগণিত হবে এবং অনেকেই এই বই-এর সাহায্যে উপকার পাবেন।

বিমলচন্দ্র বসাক

জজ, হাইকোর্ট, কলিকাতা

পঞ্চম সংস্করণের ভূমিকা

দলিল লিখন ও রেজিস্ট্রেশন পদ্ধতি মানুষের নিকট সমাদর লাভ করেছে জেনে আনন্দ লাভ করছি। ক্রমান্বয়ে বইখানির আয়তনও বেড়েছে। বর্তমানে বিভিন্ন আইন ও নিয়মাবলীর প্রায়শ পরিবর্তনের জন্য নূতন-নূতন সংস্করণের প্রয়োজন হচ্ছে। চতুর্থ সংস্করণে বইখানিকে যথাসাধ্য সংশোধন করতে চেষ্টা করি। তাহা সত্বেও কিছু কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি রয়ে গেছে। পঞ্চম সংস্করণে সেগুলির সংশোধন সম্ভব হইল না। কিছু-কিছু নূতন বিষয় সংযোজিত হইল। মহামান্য হাইকোর্ট ও সুপ্রীম কোর্টের বিচারের পরিপ্রেক্ষিতে বিধানাবলীর ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করেছি। পরবর্তীকালে একটি সম্পূর্ণ বিচার সারণী ও প্রামান্য পুস্তক তালিকা যুক্ত করবার ইচ্ছা রইল।

অনেকে অধিকতর দলিলের আদর্শ সংযুক্ত করবার, পশ্চিমবংগে রেজিস্ট্রেশন বিভাগ সম্পর্কে আলোচনা, রেজিস্ট্রেশন সংক্রান্ত অন্যান্য আইনের আলোচনা করবার অনুরোধ করে থাকেন। সত্যই এই সকল বিষয় সম্পর্কে বিশদ আলোচনার অবকাশ আছে। এই প্রসংগে বই-এর চতুর্থ ও পঞ্চম পরিচ্ছেদ পাঠ করতে অনুরোধ করছি। সূচীপত্রে ভূমি সংস্কার আইনের উল্লেখ থাকলেও পঞ্চম পরিচ্ছেদে নিবন্ধীকরণ সংক্রান্ত বিভিন্ন আইনের আলোচনা করা হয়েছে।

রেজিস্ট্রেশন ডাইরেক্টরেট প্রাচীন ডাইরেক্টরেটগুলির মধ্যে একটি। স্বাধীনোত্তরযুগে পরিকল্পনা ও বিকাশের তাগিদে নূতন নূতন দপ্তর ও বিভাগ পশ্চিমবংগ সরকারেব অধীনে গড়িয়া উঠিয়াছে, ঐ সকল দপ্তর ও বিভাগ যে কোন আলোচনায় প্রাধান্য লাভ করে। সে তুলনায় রেজিস্ট্রেশন ডাইরেক্টরেট যথেষ্ট দৃষ্টিলাভ করে না। ফলে, এই বিভাগের অন্তর্গত কর্মীদিগের অবস্থা কার্য-পদ্ধতি ইত্যাদি অবহেলিত থাকে। এক প্রকার অচলাবস্থায় আসবার পর, এবং অধিকতর রাজস্ব আদায়েব তাগিদে সরকার কিছুকাল যাবৎ এই ডাইরেক্টরেট সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করছে। আশা করা যায় সরকার এই ডাইরেক্টরেটকে নূতনভাবে রূপদান করতে সচেষ্ট হবে। কেননা, পরিকল্পনার কাজে নিযুক্ত না হলেও রাজস্ব আদায়ের কতখানি ক্ষমতা এই ডাইরেক্টরেটের আছে তাহা অনুসন্ধান করবার যথেষ্ট অবকাশ আছে ; পরিকল্পনার অনেক দায়-দায়িত্বও এই

ডাইরেক্টরেটকে বহন করতে হয়। প্লানিং সংক্রান্ত ভূমি-বিষয়ক, বিবাহ ইত্যাদি বিষয়ক অনেক ডাটা এই বিভাগ হইতে লাভ করবার সম্ভাবনা আছে।

ভারতের অন্যান্য রাজ্যে প্রধান-প্রধান সকল প্রকার রেজিস্ট্রেশন ও রেকর্ড সংরক্ষণ একটি রেজিস্ট্রেশন দপ্তরের অধীনে; পশ্চিমবংগের ব্যবস্থা ভিন্ন; এখানে সোসাইটি রেজিস্ট্রেশন, জন্মমৃত্যু রেজিস্ট্রেশন, মানিলেনডিং অ্যাক্টের রেজিস্ট্রেশন, সিটিজেনসিপ রেজিস্ট্রেশন, দলিল রেজিস্ট্রেশন, বিভিন্ন আইনের অন্তর্গত বিবাহ রেজিস্ট্রেশন ভিন্ন ভিন্ন বিভাগের অধীনে। আরও আশ্চর্যের বিষয়, নিম্ন পর্যায়ে বিভিন্ন প্রকার রেজিস্ট্রেশন একই অফিসারের দ্বারা সম্পাদিত হইলেও রাজ্যস্তরে পৃথক-পৃথক সংস্থা দ্বারা ইহা পরিচালিত। বিবেচিত হয়, প্রশাসনিক দৃঢ়তার জন্য রাজ্যস্তর হইতে গণ-স্তর পর্যন্ত একটি সুনির্দিষ্ট কর্মপদ্ধতি প্রচলন করা শ্রেয়। এজন্য প্রধান প্রধান রেজিস্ট্রেশন সংক্রান্ত আইনগুলি কার্যকরী করিতে রাজ্যস্তর হইতে গণ-স্তর পর্যন্ত একই বিভাগের অধীনে আসা উচিত। সেজন্য মানি-লেনডিং অ্যাক্ট, সিটিজেনসিপ অ্যাক্ট, সোসাইটি রেজিস্ট্রেশন অ্যাক্ট, বিভিন্ন প্রকার ম্যারেজ রেজিস্ট্রেশন অ্যাক্ট একই ডাইরেক্টরের অধীনে আনয়ন করা যুক্তি সংগত কিনা তাহা বিবেচনা করবার সংগত কারণ আছে। এইভাবে একত্রিত করিয়া ইহাকে একটি পূর্ণ দপ্তরে রূপান্তরিত করিলে মনে হয় কাজ ভাল হইবে, সরকার অধিকতর রাজস্ব লাভ করিবে, স্থায়ী রেকর্ডপত্র সংরক্ষণের সুব্যবস্থা হইবে। স্ট্যাম্প আইনের পূর্ণ প্রশাসনিক দায়িত্বও এই বিভাগের থাকিবে।

রেজিস্টারিং অফিসারদিগের বিভিন্ন আইন সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞানের প্রয়োজন। সেজন্য সকল রেজিস্টারিং অফিসারের ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা আইনের ডিগ্রী হওয়া উচিত। অধিকতর রাজস্ব আদায়ের উদ্দেশ্যে স্ট্যাম্প আইনের অধীনে রেজিস্টারিং অফিসারদিগকে প্রয়োজনীয় ক্ষমতা প্রদান না করায় সরকার ক্ষতি-গ্রস্ত হইতেছে। অন্যান্য রাজ্যে এ সকল বিষয় লইয়া বহুদিন হইতে নানা প্রকার প্রচেষ্টা চলিতেছে; পশ্চিমবংগেও আশার কথা, অনুরূপ বিষয় সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা শুরু হইয়াছে। স্ট্যাম্প ও ডিউটি রেজিস্ট্রেশন সংক্রান্ত পূর্ণ দপ্তর গঠন করা যাইতে পারে। রেজিস্ট্রেশন অফিসগুলিতে কর্মী নিয়োগ সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট কোন ব্যবস্থা নাই বলিলেই চলে। নির্দিষ্ট মাপকাঠির ভিত্তিতে কর্মীনিয়োগ দরকার। সেক্রেটারিয়েট, ডাইরেক্টরেটের সঙ্গে এই সকল অফিসের কাজের তুলনা করা চলে না। এখানকার কাজ গণ-ভিত্তিক। শত শত জনসাধারণ প্রত্যহ রেজিস্ট্রেশন অফিসে আসেন; তাঁহারা নিশ্চয় ভদ্রব্যবহার এবং সুষ্ঠু কার্য ব্যবস্থা

চাহিবেন ; ন্যায়সংগত সময়ের মধ্যে তাঁহাদের কার্যসম্পন্ন না হইলে তাঁহারা বিক্ষুব্ধ হইবেন ; সরকারী ব্যবস্থা সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিতেও পারেন। এ সকল বিষয়ে সরকারের অধিকতর যত্নবান হইবার অবকাশ আছে। সাব অফিসগুলি জেলা অফিসগুলির একটি নির্দিষ্ট মান না থাকিলে কাজে যথেষ্ট অসুবিধা হয় ; কোন রেজিস্ট্রেশন অফিসে বাৎসরিক ২০,০০০ হাজার দলিল নিবন্ধীকৃত হইবে, আবার কোন অফিসে ৪০০০ হাজার নিবন্ধীকৃত হইবে—ইহা কোন ব্যবস্থা নহে। পুরুলিয়া একটি জেলা ; মেদিনীপুরও একটি জেলা। এই সকল দূর করিতে না পারিলে সুষ্ঠু কাজের পরিবেশ সৃষ্টি করিতে বিঘ্ন সৃষ্টি হয়।

রেজিস্ট্রেশন অফিসগুলি গণ-স্তরের অন্যান্য অফিস হইতে বিশেষভাবে পৃথক ; যেহেতু, রেজিস্টারিং অফিসারগণ ব্লক উন্নয়ন আধিকারিকের ন্যায় তবুও সব অফিস এবং ড্রইং ও ডিসবারসিং অফিসার, সেজন্য কর্মী সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ রেকর্ডপত্র রেজিস্ট্রেশন অফিসে সংরক্ষিত হয়। এই সকল কাজকর্ম করিবার জন্য অভিজ্ঞ উচ্চপর্যায়ের করণিক নিয়োগ অবশ্য প্রয়োজন। কেরল, তামিলনাড়ুতে সাব অফিসের প্রধান করণিক হেড অ্যাসিস্ট্যাণ্ট পর্যায়ের। পশ্চিমবংগে অধিকাংশ ক্ষেত্রে লোয়ার ডিভিশন করণিক এই সকল কার্য করিয়া আসিতেছেন। যে কোন একটি সাব-অফিসে কর্মী সংখ্যা ১২ হইতে ২০। একজন মাত্র 'গ্রুপ-ডি' স্তরের কর্মীকে অফিসের নানাবিধ কাজ করিতে হয় ; অবর নিবন্ধকের সহিত বাহিরের কাজে যাইতে হয় ; আবার, ট্রেজারী, ব্যাঙ্কে, জেলা অফিসে যাইতে হয়। একজন সামান্য বেতনভুক কর্মীকে এইভাবে কার্য করাইবার দৃষ্টান্ত অতি বিরল। যে কোন অফিসে হাজার-হাজার টাকা প্রত্যহ আদায় হয়। কিন্তু কোন ক্যাশিয়ার নাই ; সরকারী কোষাগারে প্রত্যহ উক্ত টাকা জমা দিবার কোন বাস্তব ব্যবস্থা নাই। জেলা অফিসগুলিরও শোচনীয় অবস্থা। সদর অফিসের বড়বাবু প্রধান করণিক আপার ডিভিসন পর্যায়ের ; শত-শত বৎসরের স্থায়ী রেকর্ড-পত্র রক্ষণাবেক্ষণের সরাসরি দায়িত্ব একজন আপার ডিভিসন পর্যায়ের করণিকের উপর ; বৎসরে লক্ষ-লক্ষ টাকা ব্যয় হইতেছে ; অথচ, কোন অ্যাকাউটেণ্ট নাই, ক্যাশিয়ার নাই। কাজের চাপ কতখানি তাহা নির্ধারণ করিবার কোন ব্যবস্থা নাই।

স্ট্যাম্পভেণ্ডর, দলিল লেখক ও কপিরাইটার রেজিস্ট্রেশন অফিসের কাজের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। যদিও তাঁহারা লাইসেন্স লাভ করিয়া কাজকর্ম করিয়া থাকেন, তথাপি তাঁহাদের কাজের জন্য সুষ্ঠু পরিবেশের প্রয়োজন। এ

ব্যাপারে তাঁহারা সরকারের সাহায্য আশা করিতে পারেন। বর্তমানে উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তি এই সকল কাজে নিযুক্ত হইতেছেন। কাজের মান যাহাতে উন্নত হয় সে সম্পর্কে লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

রেজিস্ট্রেশন অফিসে স্থায়ী রেকর্ড সংরক্ষিত হয়। এই রেকর্ডের পরিমাণ দিনে দিনে বাড়িয়া চলিতেছে। কেমন করিয়া এই সকল প্রাচীন রেকর্ডপত্রের সংস্কার করা হইবে, ঐগুলি সংরক্ষিত হইবে সে সম্পর্কে সরকারকে নির্দিষ্ট পথে অগ্রসর হইতে হইবে। দীর্ঘকাল ডাইরেক্টরেটটি দৃষ্টির অগোচরে থাকায়, সক্রিয়ভাবে বিবেচিত হয় নাই। সুষ্ঠু পরিকল্পনার মাধ্যমে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ইহাকে পুনরুজ্জীবিত করিতে বর্তমানে আমাদের সরকার সচেষ্ট হইতে উদ্যত হইয়াছে মনে হয়। আশার কথা। শেষ কথা: কাজে কমিটমেণ্ট চাই; এটাই যে কোন কর্মীর মূল্যায়নের প্রধান মাপকাঠি হওয়া উচিত। স্ট্যাম্প আইনের কয়েকটি আর্টিকেল ১৯৮৮ সালের ১লা জুলাই হইতে বর্ধিত হারে পশ্চিমবংগে প্রচলিত হইয়াছে; ব্যবহারকারীর সুবিধার জন্য উক্ত সংশোধন ও সন্নিবেশিত হইল।

দেবীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

মাতৃভাষাকে সরকারী কাজে ব্যবহার করবার জন্য আমাদের সরকার সচেষ্ট ; আয়োজনও চলেছে নানাভাবে ; অদূর ভবিষ্যতে সরকারী প্রচেষ্টা সফল হবে নিশ্চিত। আইনগুলিকে মাতৃভাষায় প্রকাশ করা এজন্য বিশেষ প্রয়োজন। রেজিস্ট্রেশন আইন সম্পর্কে কম-বেশি জ্ঞান অধিকাংশ নাগরিকেরই দরকার। তা ছাড়া যাঁরা দলিল লেখেন এবং যাঁরা রেজিস্ট্রেশন সংস্থায় কর্মরত তাঁদের সকলেরই নিবন্ধীকরণ আইন এবং দলিল নিবন্ধীকরণ সংক্রান্ত অন্যান্য আইন ও নিয়মাবলী বিশেষভাবে জানা প্রয়োজন ; এসকল প্রয়োজন মেটাবার জন্য এই বই লেখা।

আমি প্রায় আট বৎসরকাল রেজিস্ট্রেশন ডিপার্টমেণ্টে কর্মরত। আমার অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান দ্বারা এবং কতকগুলি প্রামাণ্য পুস্তকের সহায়তায় এই বই লিখেছি। হয়ত কিছু ভুল ত্রুটি থেকে গেছে সময় ও সুযোগের অভাবে। সহানুভূতি পেলে পরবর্তীকালে তা শোধরাতে চেষ্টা করব ; পাঠকের মতামত এজন্য সাদরে গৃহীত হবে।

এই বই লিখতে গিয়ে অনেকের কাছ থেকে বিভিন্নভাবে সাহায্য পেয়েছি, তাঁদের কাছে আমি চিরকৃতজ্ঞ। পশ্চিমবঙ্গ রেজিস্ট্রেশন সার্ভিসের একাধিক অফিসারের নিকট থেকে আমি উপদেশ পেয়েছি ; পশ্চিমবংগ সরকারের অন্যান্য ডিপার্টমেণ্টের কয়েকজন উচ্চপদস্থ অফিসারের উৎসাহ এবং উপদেশও লাভ করেছি ; কয়েকজন বেসরকারী আইনজ্ঞ ব্যক্তি আমায় প্রয়োজনে উপদেশ দিয়ে তাঁদের মতামত প্রকাশ করেছেন ; প্রয়োজনে যাঁদের কাছে গিয়েছি তাঁরা সকলেই সহযোগিতা করেছেন ; তাঁদের সহৃদয়তায় আমি মুগ্ধ ও অভিভূত। ছন্দা দেবী ও কল্যাণকুমার আমার লেখার কাজে যথেষ্ট সহায়তা করেছে।

পশ্চিমবংগ সরকার প্রকাশিত সরকারী কার্যে ব্যবহার্য পরিভাষা ব্যবহার করেছি ; উদ্দেশ্য, এইভাবে পরিভাষা ব্যবহার করতে করতে ওগুলি আপন হয়ে যাবে ; সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য চল্‌তি ইংরেজী প্রতিশব্দ লিখে দিয়েছি বোঝবার সুবিধার জন্য।

বারাসাত, ২৪ পরগণা। শ্রীদেবীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

সূচীপত্র

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ : নিবন্ধীকরণ সংক্রান্ত নানাবিধ দরখাস্তের নমুনা ৩৮১—৩৮৮

সপ্তম পরিচ্ছেদ : নিবন্ধীকরণ সংক্রান্ত বিভিন্ন উপদেশাবলী ৩৮৯—৪১৭

বিশেষ সংশোধন ও সংযোজন

১৯৮৮ সালের ১লা জুলাই হইতে ভারতীয় স্ট্যাম্প-আইন : পশ্চিমবংগ সংশোধন

ভারতীয় স্ট্যাম্প আইন, ১৯৮৭ (পশ্চিমবংগ সংশোধন) (পশ্চিমবংগ আইন—১৫ ; ১৯৮৭)

উক্ত সংশোধনী আইন দ্বারা স্ট্যাম্প আইনের কয়েকটি বিষয় পশ্চিমবংগের ক্ষেত্রে সংশোধন করা হইয়াছে। নিম্নে সংশোধনগুলি সম্পর্কে লিখিত হইল।

১। এই সংশোধনী আইন ১৯৮৮ সালের ১লা জুলাই হইতে কার্যকরী।

২। এই সংশোধন দ্বারা স্ট্যাম্প আইনের ধারা [৩এএ]-যাহা ১৯৭৩-এর পশ্চিমবংগ আইন—৮ দ্বারা অন্তর্গত করা হইয়াছিল তাহা নিরসন করা হইল। ধারা [৩এএ] দ্বারা অতিরিক্ত দশ পয়সা শুল্ক প্রদানের বিধান ছিল ; বর্তমান সংশোধনের ফলে অতিরিক্ত দশ পয়সা শুল্ক প্রদান করিতে হইবে না।

৩। নিম্নলিখিত আর্টিকেলগুলিতে মাশুল পরিমাণ সংশোধন করা হইয়াছে।

আর্টি ২.—অ্যাডমিনিসট্রেশনবণ্ড ঃ—

(বি) অন্যান্য ক্ষেত্রে······ ··৫০টা: (পুস্তক পৃষ্ঠা ২২৬)

আর্টি ৪.—এফিডেভিট (পু. পৃ. ২২৭) ঃ

সংশোধিত মাশুল—১০টা.

আর্টি ৫. একরারনামা বা একরারনামার মেমোরাণ্ডাম ঃ—

(ডি) ··· ··· ১০ টাকা. (পু. পৃ. ২২৮).

আর্টি ৭. নিয়োগপত্র ঃ—

·· ··· ··· ··· ৫০টা. (পু. পৃ. ২২৯).

আর্টি ১২. অ্যাওয়ার্ড ঃ—

(বি) ··· ··· ·· ··· ৫০ টাকা (পু. পৃ. ২৩০)

আর্টি ১৫. বণ্ড বা তমস্থক ঃ—পু. পৃ. ২৩২-৩৩ ; ২৬৮-৬৯)

এই আর্টিকেল সম্পূর্ণ সংশোধিত হইয়াছে। শতকরা ৪ টা. করিয়া মাশুল নিম্নলিখিতহারে স্থিরীকৃত হইয়াছে।

মূল্য	৫০ টাকার অনধিক হইলে—					২ টা.
„	৫০	„ অধিক,	১০০ টাকার অনধিক হইলে—			৪ টা.
„	১০০	„ „	২০০	„ „	„ —	৮ টা.
„	২০০	„ „	৩০০	„ „	„ —	১২ টা.
„	৩০০	„ „	৪০০	„ „	„ —	১৬ টা.
„	৪০০	„ „	৫০০	„ „	„ —	২০ টা.

মূল্য	৫০০	টাকার	অধিক,	৬০০	টাকার	অনধিক	হইলে	—২৪ টা.
"	৬০০	"	"	৭০০	"	"	"	—২৮ টা.
"	৭০০	"	"	৮০০	"	"	"	—৩২ টা.
"	৮০০	"	"	৯০০	"	"	"	—৩৬ টা.
"	৯০০	"	"	১০০০	"	"	"	—৪০ টা.

এবং এক হাজার টাকার অতিরিক্ত মূল্য হইলে, প্রতি ৫০০ টাকা বা উহার অংশের জন্য মাশুল প্রদেয় ··· ·· ··· ২০ টা.।

আর্টি. ১৬ : বটমরীবণ্ড :—(পৃ. পৃ. ২৩৩ ; ২৬৯)

মূল্যের উপর **আর্টিকেল** ১৫ অনুসারে মাশুল প্রদেয়।

দ্রষ্টব্য ঃ বণ্ড ও বটমরীবণ্ডে স্ট্যাম্প মাশুল প্রদানে আর কোন প্রকার পার্থক্য রহিল না।

আর্টি. ১৯. সার্টিফিকেট বা অন্য ডকুমেণ্ট ঃ—(পৃ. পৃ. ২৩৪)

(এ) ··· ··· ··· ··· ৬০ পয়সা।

আর্টি. ২৩ ঃ কন্‌ভেয়ানস ঃ (পৃ. পৃ. ২৩৫-২৩৬)

পণের পরিমাণ ১০০০ টাকার অনধিক হইলে — প্রতি ১০০টা. বা উহার অংশের জন্য ১০ টা. মাশুল প্রদেয়।

পণের পরিমাণ ১০০০ টাকার অধিক কিন্তু ৫০,০০০ টাকার অনধিক হইলে— প্রতি ৫০০ টাকা বা উহার অংশের জন্য ৫০ টা. মাশুল প্রদেয়।

দ্রষ্টব্য ঃ ১৬০০ টাকার উপরিউক্ত নিয়মে ১৬০০ টাকার মাশুল ২০০ টাকা ১৬০ টা. নহে।

পণের পরিমাণ ৫০,০০০ টাকার অধিক, কিন্তু ১,০০০০০ লক্ষ টাকার অনধিক হইলে — ৫০০০ টাকা যুক্ত ৫০,০০০ টাকার অতিরিক্ত প্রতি ৫০০ টাকা বা অংশের জন্য ৬০ টাকা মাশুল প্রদেয়।

দ্রষ্টব্য ঃ ৫২,৬০০ টাকার মাশুল = ৫০০০ + ৬০ + ৬০ = ৫১২০ টা.।

পণের পরিমাণ এক লক্ষ টাকার অধিক কিন্তু দুই লক্ষ টাকার অনধিক হইলে··· ... ... ১১,০০০ টা. যুক্ত এক লক্ষ টাকার অধিক প্রতি ৫০০ টাকা বা উহার অংশের জন্য ৭০ টাকা মাশুল প্রদেয়।

পণের পরিমাণ ২ লক্ষ টাকার অধিক হইলে ... ... ২৫,০০০ টাকা যুক্ত দুই লক্ষ টাকার অধিক প্রতি ৫০০ টাকা বা উহার অংশের জন্য ৮০ টাকা মাশুল প্রদেয়।

আর্টি. ২৪. কপি বা একস্‌ট্রাকট্‌ :— (পু. পৃ. ২৪৪)

(i) .. .. ১০ টাকা

(ii) ... ... ১০ টাকা

আর্টি. ২৫. অনুলিপি বা দোকরলিপি :— (পু. পৃ. ২৪৪)

(বি) .. . . ৫ টাকা।

আর্টি. ৩৬. লেটার অ্যালটমেণ্ট অব শেয়ার :— (পু. পৃ. ২৫২)

... ... ৬০ পয়সা।

আর্টি. ৪২. নোটারিয়াল অ্যাক্ট :— (পু. পৃ. ২৫৪)

... ... ১০ টাকা।

আর্টি. ৪৪. জাহাজের মাষ্টারের প্রটেস্ট নোট :— (পু. পৃ. ২৫৪)

... ... ১০ টাকা।

আর্টি. ৫০. বিল বা নোটের প্রোটেস্ট :— (পু. পৃ. ২৬০)

... ... ১০ টাকা।

আর্টি. ৫১. জাহাজের অধ্যক্ষ্যের প্রোটেস্ট :— (পু. পৃ. ২৬০)

... ... ১০ টাকা।

আর্টি. ৫৪. পুনঃসমর্পণপত্র বা রিকনভেয়ানস :— (পু. পৃ. ২৬২)

(বি) ... ... ১০০ টাকা।

আর্টি. ৫৫. না-দাবি বা রিলিজ :—(পু. পৃ. ২৬২)

(বি) … … … … ৫০ টাকা

আর্টি. ৫৭. জামিননামা : (পু. পৃ. ২৬৩)

(বি) … … … … ৫০ টাকা

৪। বর্তমান সংশোধনী আইন (১৫নং, ১৯৮৭) দ্বারা ১৯৬৪ সালের ১৭নং সংশোধনী আইনের বিলোপ করা হইল। ফলে, মাশুলের ১/৫ অংশ সারচার্জ হিসাবে অতিরিক্ত মাশুল প্রদানের যে বিধান ছিল তাহা বিলুপ্ত হইল।

১৯৬৪ সালের সংশোধনী আইন বিলোপের ফলে, সারচার্জ দিতে হইবে না, এবং মাশুলের পরিমাণকে ৫-এর গুণিতক করিবার বাধ্যতা রহিল না।

আয়কর আইন সংশোধন

(পু. পৃ. ৩০৮—৩১৮)

(১) ২৩০ (এ) ধারায় ১লা এপ্রিল ১৯৮৮ হইতে সম্পত্তির হস্তান্তর মূল্য দুই লক্ষ টাকা বা অনধিক দুই লক্ষ টাকা হইলে, দলিল নিবন্ধীকরণের জন্য আয়কর আধিকারিকের সার্টিফিকেট প্রদান করিতে হইবে না।

(২) আয়কর আইনের বিধানানুসারে **৩৭(জি) ফরমে** নোটিশ প্রদানের নিয়ম নিরসিত হইয়াছে।

রেজিস্ট্রেশন আইন ১৯০৮

পশ্চিমবংগ সরকার বিধাননগর এলাকাস্থ সম্পত্তি হস্তান্তর রেজিস্ট্রেশন আইনের ২২ [এ] ধারার নির্দেশানুসারে সরকারী নীতির (পাবলিক পলিসি) পরিপন্থীরূপে নিষিদ্ধ করিয়াছে।

দ্রষ্টব্য : ২২[এ] পশ্চিমবংগের সংশোধনী বিধান বিধায়, বোম্বাই, দিল্লী বা মাদ্রাজের রেজিস্ট্রার অব অ্যাসুরেনস এই বিধান মান্য করিবেন কিনা সে বিষয়ে সঠিক নির্দেশ প্রদানের অবকাশ আছে।

প্রথম পরিচ্ছেদ

রেজিস্ট্রেসন আইন

রেজিস্ট্রেসন আইনের উদ্দেশ্য—

(১) দলিলের অকৃত্রিমতা ও বিশুদ্ধতার চূড়ান্তরূপে নিশ্চয়তা বা গ্যারান্টি প্রদান করা ;

(২) সংব্যবহার অথবা কার্য সম্পাদনের প্রচারকার্যে সুযোগ প্রদান করা ;

(৩) প্রতারণা নিবারণ করা ;

(৪) কোন সম্পত্তি ইতঃপূর্বে হস্তান্তরিত হইয়াছে কিনা তাহা নির্ণয় করিবার সুযোগ প্রদান করা ,

(৫) সম্পত্তির উপর উচিত অধিকারের প্রমাণস্বরূপ দলিলকে নিরাপত্তা প্রদান করা এবং মূল দলিল হারাইলে বা ধ্বংসপ্রাপ্ত হইলে সম্পত্তির ন্যায়সঙ্গত অধিকার প্রমাণ করিবার সুযোগ প্রদান করা।

রেজিস্ট্রেসন কোন্ কোন্ বিষয় সম্পন্ন করিতে পারে না—

(১) কেবলমাত্র রেজিস্ট্রেসন কোন দলিলের সম্পাদন সন্দেহাতীত রূপে প্রমাণ করে না।

(২) কেবলমাত্র রেজিস্ট্রেসন সম্পত্তির ন্যায়সংগত অধিকার, স্বত্বাগম বা বিশ্বস্তত প্রমাণ করে না।

(৩) যে দলিল মূলতঃ প্রতারণামূলক, বে-আইনী বা আইনবহির্ভূত রেজিস্ট্রেসন সেই দলিলকে বৈধতা প্রদান করে না।

রেজিস্ট্রেসন আইন, ১৯০৮

[১৬ নং ১৮ই ডিসেম্বর ১৯০৮]

যেহেতু দলিল নিবন্ধীকরণ সংক্রান্ত বিধানাবলীর যুক্তিকরণ যুক্তিযুক্ত, সেহেতু ইহা নিম্নলিখিতরূপে বিধিবদ্ধ করা হইল—

প্রথম অংশঃ প্রারম্ভ

দলিল নিবন্ধীকরণের জন্য বিধানাবলী যুক্তিকরণের আইন—

ধারা ১ঃ সর্ট টাইটল, পরিধি এবং সূচনা—(১) এই আইন নিবন্ধীকরণ আইন, ১৯০৮ নামে পরিচিত।

(২) জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্য ব্যতীত নিবন্ধীকরণ আইন ১৯০৮ ভারতের সর্বত্র প্রযোজ্য : অবশ্য শর্ত এই যে কোন রাজ্য সরকার কোন জেলা বা কোন অঞ্চল এই আইনের আওতা হইতে বাহিরে রাখিতে পারে।

(৩) ১৯০৯ সালের ১লা জানুয়ারী হইতে এই আইন কাযকরী।

দ্রষ্টব্য : (১) এই আইনের উদ্দেশ্যাদির জন্য গেজেট অব ইনডিয়া ১৯০৮, পার্ট—৫, পৃঃ ৩২৫, সিলেক্ট কমিটির রিপোর্টের জন্য গেজেট অব ইনডিয়া পার্ট—৫, পৃঃ ৩৮৭ এবং কাউনসিল কার্য বিবরণীর জন্য গে. ই. ১৯০৮-এর পার্ট—৬, পৃঃ ১৪৮, ১৫৪, ১৮২ দ্রষ্টব্য।

(২) এই আইন বিভিন্ন সময়ে বিশেষ নির্দেশনামার দ্বারা ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রযুক্ত হইয়াছে। যথা, বেরার লজ অ্যাক্ট ১৯৪১, পন্থ্ পিগলোজ লজ রেগুলেশন ১৯২৯।

(৩) ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে এই আইনের একাধিক ধারা সংশোধিত হইযাছে অথবা নূতন ধারা সন্নিবেশিত হইয়াছে। যথা ১৯৬০ সালের অন্ধ্রপ্রদেশ আইন—৫, ১৯৪২ বাংলা আইন—৫, ১৯৫০ এর ২৯ নং, ১৯৫১ এর ৩১ নং, ১৯৫৬ এর ৬ নং, ১৯৭৮ এর ১৭, এবং ১৯৮১ এর ৪৩, বিহার আইন ১৯৪৭ এর ১৪, ১৯৫২ এর ২৪, বোম্বাই আইন ১৯২৯ এর ৫, ১৯৩০ এর ১৭, ১৯৩৩ এর ১৮, ১৯৩৮ এর ২৪, ১৯৩৯ এর ১৪, ১৯৪২ এর ১০, ১৯৬০ এর ৬, মহারাষ্ট্র আইন ১৯৬০ এর ১৯, ১৯৭১ এর ২০, সেনট্রাল প্রভিনস আইন ১৯৩৭ এর ১, ১৯৪৯ এর ৫৯, কেরালা আইন ১৯৫৯ এর ২, ১৯৬৮ এর ৭, মাদ্রাজ আইন ১৯৩৬ এর ৩, ১৯৫২ এর ১৭, উড়িষ্যা আইন ১৯৩৮ এর ৩, পাঞ্জাব আইন ১৯৪১ এর ৮ এবং ১৯৬১ এর ১৯।

উপরিউক্ত তালিকা সম্পূর্ণ নয়, উদাহরণ স্বরূপ প্রদত্ত হইল।

(৪) ১৯৬৯ সালের আইন—৪৫ এর অন্তর্গত ২-ধারার সাহায্যে 'ভারতীয় শব্দ নিরসিত হইয়াছে। সেজন্য ইহা রেজিস্ট্রেশন আইন ১৯০৮ রূপে পরিচিত হইয়াছে, কেহ যেন ভুলক্রমে ভারতীয় রেজিস্ট্রেসন আইন—১৯০৮ না লেখেন।

(৫) আমরা জানি, যে কোন সংবিধি বা স্ট্যাটিউটের বিভিন্ন অংশ থাকে, যেমন, টাইটল বা শিরোনাম, প্রিঅ্যামবল বা প্রস্তাবনা, হেডিংস, মারজিনাল নোটস, সিডিউল, ইত্যাদি। টাইটল বা শিরোনাম দুই প্রকার—লঙ টাইটল এবং সর্ট টাইটল। নিবন্ধীকরণ আইনের লঙ টাইটল হইল: দলিল নিবন্ধীকরণের জন্য বিধানাবলী যুক্তিকরণের আইন। ইহা শুরুতেই লিখিত হইয়াছে। সর্ট টাইটল হইল—রেজিস্ট্রেসন আইন ১৯০৮। প্রাচীনকালে লঙ টাইটলকে সংবিধির অংশরূপে গণ্য করিবার রীতি ছিল না। কিন্তু আধুনিককালে লঙ টাইটলকে আইনের ব্যাখ্যা করিবার সহায়করূপে বিবেচনা করা হইতেছে। যে সকল ক্ষেত্রে অস্পষ্টতা বা দ্ব্যর্থতা

থাকে, সেখানে লঙ টাইটলের সাহায্যে আইনের কোন অংশের ব্যাখ্যা করা হইয়া থাকে। সর্ট টাইটল সংবিধির অন্তর্গত হইলেও, আইনের ব্যাখ্যা করিবার জন্য ইহার সাহায্য সাধারণত লওয়া হয় না। প্রিঅ্যামবল বা প্রস্তাবনার সাহায্যে প্রয়োজনমত আইনের ব্যাখ্যা করা হইয়া থাকে।

মারজিনাল নোটগুলি আইনের ধারাতে বর্ণিত বিষয়ের সারাংশ বলা যাইতে পারে। কেহ কেহ ইহাকে সংবিধির অংশরূপে গণ্য করিলেও, মূলত এইগুলি আইনের অংশরূপে বিবেচিত হওয়া যুক্তিযুক্ত নয়, কারণ, মারজিনাল নোটগুলি সাধারণত আইনসভা কর্তৃক প্রদত্ত হয় না। বর্তমানে ইহাকে আইনের অংশরূপে গণ্য না করিবার প্রবণতা দেখা যাইতেছে। এক বা একাধিক আইনের ধারার উপর হেডিং থাকিতে পারে। ইহাদের আইনগত মর্যাদা মারজিনাল নোটের ন্যায়।

আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত পুস্তকে এসকল বিষয়ে সবিশেষ আলোচনা আছে। আগ্রহী পাঠক ম্যকসওয়েল এর 'দ্য ইনটারপ্রিটেশান অব স্ট্যাটিউট্স্' পাঠে লাভবান হইবেন

রেজিস্ট্রেসন আইন সম্পাদিত দলিলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, লেন-দেন বা ট্রানজাকশানের ক্ষেত্রে ইহার কোন এক্তিয়ার নাই। সম্পত্তি হস্তান্তর আইনে কেমন ভাবে স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তরিত হইবে সে সম্পর্কে লিখিত আছে। যেমন, পার্টিশান, পারিবারিক বন্দোবস্ত, মুক্তিপত্র, ইস্তফানামা ইত্যাদি সম্পত্তি হস্তান্তর আইন অনুসারে মৌখিক হইলেও সিদ্ধ (সম্পত্তি হস্তান্তর আইন, ধারা ৯ দেখুন)। আবার, সম্পত্তি হস্তান্তর আইনের ৫৪, ৫৯, ১০৭ এবং ১২৩ ধারাতে যে সকল হস্তান্তরের কথা বলা আছে, সেই সকল হস্তান্তর সংক্রান্ত দলিলের নিবন্ধীকরণ বাধ্যতামূলক। রেজিস্ট্রেসন আইনে কোন্ কোন্ দলিলের নিবন্ধীকরণ বাধ্যতামূলক, এবং কোন্গুলির বাধ্যতামূলক নয় তাহা ১৭ এবং ১৮ ধারায় বর্ণিত আছে।

ধারা ২ঃ সংজ্ঞাঃ কতকগুলি শব্দের আইনগত সংজ্ঞা ২ ধারায় বর্ণিত হইয়াছে, এই আইনের সহিত বিরোধ না থাকিলে, সংজ্ঞাগুলির অর্থ নিম্নলিখিতরূপ হইবে।

(১) অ্যাডিসান বা **ঠিকানা:** ইহার অর্থ এই যে, কোন ব্যক্তির ঠিকানা অর্থে সেই ব্যক্তির বাসস্থান বা গ্রাম, পেশা, জীবিকা, শ্রেণী ইত্যাদি এবং ভারতীয়ের ক্ষেত্রে পিতার নাম অথবা যে ক্ষেত্রে ব্যক্তি মাতার সন্তান রূপে পরিচিত সেখানে মাতার নাম।

দ্রষ্টব্যঃ মূল আইনে নেটিভ অব ইনডিয়া শব্দ ছিল, ১৯৫০ সালে আডপটেশন এবং অরডার বলে উক্ত নেটিভ শব্দ নিরসিত হইয়াছে।

মূল আইনে ভারতীয়ের ক্ষেত্রে জাতি বা কাস্ট্ লিখিবার বিধান ছিল। ১৯৫৬ সালের ১৭ নং আইনের ২ ধারা মূলে উহা নিরসিত হইয়াছে।

(২) বুক বা বহি : নিবন্ধীকরণ অফিসে যে সকল রেজিস্টার-বহি থাকে সেই বহি বা তাহার একাংশ।

(৩) ডিসট্রিক্ট বা সাব-ডিসট্রিক্ট (জেলা বা উপ-জেলা) বলিতে এই আইনের দ্বারা গঠিত জেলা বা উপ-জেলা।

(৪) ডিসট্রিক্ট-কোর্ট অর্থে জেলা কোর্ট এবং হাইকোর্ট ধরিতে হইবে।

(৫) 'এনডোর্সমেণ্ট' ও 'এনডোর্সড্' শব্দগুলির অর্থ এই যে, রেজিস্ট্রেসনের নিমিত্ত দলিলাদিতে রেজিস্টারিং অফিসারের দ্বারা লিখিত মন্তব্য প্রভৃতি; এক কথায়, 'পৃষ্ঠলেখ' বলা হইয়া থাকে।

(৬) ইম্মুভেবল প্রপারটি বা স্থাবর সম্পত্তি : ইহার অর্থ নিম্নলিখিতরূপ—জমিজমা, গৃহাদি, ক্রমাগত বা বংশগত ভাতা (হেরেডিটারি অ্যালাউন্স), পথের অধিকার, আলোক, ফেরি, মৎস্য ধরিবার অধিকার, অথবা ভূমিজাত অন্য যে কোন প্রকার লাভ বা সুবিধা এবং যাহা মাটির সহিত সংলগ্ন অথবা যাহা স্থায়িভাবে কোন কিছুর সহিত সংলগ্ন এবং 'কোন কিছু' মাটির সহিত সংলগ্ন তাহাই স্থাবর সম্পত্তি। কিন্তু ঘাস, বর্ধমান শস্য, বাড়ি-ঘর নির্মাণের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় কাঠের জন্য দণ্ডায়মান গাছ (টিম্বার) ইত্যাদি স্থাবর সম্পত্তির অন্তর্ভুক্ত নয়।

দ্রষ্টব্য : 'ক্রমাগত বা বংশগত ভাতা'র এইরূপ অর্থ বুঝিতে হইবে : সরকারী অধিদেয় বা ভাতা; ভূমি এবং গৃহ বাবদ প্রাপ্ত আয় হইতে চিরস্থায়ীভাবে যে অধিদেয় বা ভাতা প্রদান করা হয় সেই ভাতা; এবং বংশগত অফিস বাবদ যে ভাতা প্রাপ্ত হওয়া যায় সেই ভাতা—মাত্র এই তিন প্রকার ভাতা 'ক্রমাগত বা বংশগত ভাতা' অর্থে ধরিতে হইবে।

ফেরি—টোলরূপে পয়সা লইয়া মানুষ, পশু এবং জিনিষপত্র নৌকায় করিয়া নদী পারাপার করিবার অধিকার বুঝিতে হইবে।

মাটির সহিত সংলগ্ন—সম্পত্তি হস্তান্তর আইনে তিন প্রকারের কথা লিখিত আছে; যথা—(১) গাছ ইত্যাদি, যাহার শিকড় প্রাকৃতিক নিয়মে মাটিতে সংলগ্ন; (২) দেয়াল, গৃহ ইত্যাদি, যাহা মাটির সহিত অভিন্নভাবে যুক্ত; (৩) জানালা, দরজা ইত্যাদি, যাহা এমন বস্তুর সহিত সংযুক্ত (যেমন ঘর, বাড়ির সহিত) যে 'এমন বস্তুটি' (অর্থাৎ বাড়ি, ঘর ইত্যাদি) চিরস্থায়ীভাবে ভোগ করা হয়।

স্থাবর সম্পত্তির ব্যাখ্যা জটিলতাপূর্ণ, সম্পত্তি হস্তান্তর আইনের ৩ ধারায় বলা আছে টিম্বার, বর্ধমান শস্য, ঘাস স্থাবর নয়; জেনারেল কলজেস অ্যাক্ট এর ৩ (২৫) ধারায় ইহার ব্যাখ্যা আছে। স্থাবর সম্পত্তি হইতে উদ্ভূত ইন্টারেসট কিন্তু স্থাবর সম্পত্তি রূপে বিবেচিত হইবে।

(৭) 'লিজ' অর্থে কবুলিয়ত, প্রতিলিপি, ইজারা লইবার চুক্তি এবং অধিকার বা চাষ করিবার অঙ্গীকারও ধরিতে হইবে।

দ্রষ্টব্য ঃ স্ট্যাম্প আইনের ২ (১৬) ধারায় এবং সম্পত্তি হস্তান্তর আইনের ১০৫ ধারায় লিজের ডেফিনিশন আছে। এই সকল ডেফিনিশন হইতে লিজের বৈশিষ্ট্য-গুলি হইল: (১) এক প্রকার স্থাবর সম্পত্তির হস্তান্তর (২) সময় বা পিরিয়ড (৩) কনসিডারেশন বা মূল্য। আমলানামা বা লাইসেন্স হইতে লিজ পৃথক।

(৮) নাবালক বা মাইনর অর্থে যে অপ্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি পার্সোনাল ল'এর নিয়মানুসারে উপযুক্ত বয়স প্রাপ্ত হয় নাই সেই ব্যক্তি বুঝিতে হইবে।

দ্রষ্টব্য ঃ রেজিস্ট্রেসন আইনের জন্য পার্সোনাল ল'এর ক্ষেত্রে ১৮৭৫ সালের ভারতীয় মেজরিটি আইন প্রযোজ্য হইবে। সুতরাং কোন ব্যক্তি আঠার বৎসর সম্পূর্ণ অতিক্রম করিলে প্রাপ্তবয়স্ক বা সাবালক রূপে গণ্য হইবে। কিন্তু ইহা সাধারণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। যে সকল অপ্রাপ্তবয়স্কদিগের গার্জেন বা অভিভাবক কোন কোর্টের দ্বারা নির্দিষ্ট হইয়াছে অথবা যে সকল অপ্রাপ্তবয়স্কদিগের সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণের ভার কোন কোর্ট অব্ ওয়ার্ডসের উপর অর্পিত, সেই সকল অপ্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিগণ সাবালকত্ব প্রাপ্ত হইবে একুশ বৎসর বয়স সম্পূর্ণ রূপে অতিক্রম করিবার পর।

(৯) অস্থাবর সম্পত্তি অর্থে বাড়ি-ঘর নির্মাণের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় কাঠের জন্য নির্ধারিত বৃক্ষ, ঘাস, ফসল, বৃক্ষের রস ও ফল এবং স্থাবর সম্পত্তি ব্যতীত অন্যান্য যে কোন প্রকার সম্পত্তি।

দ্রষ্টব্য ঃ 'স্থাবর' ও 'অস্থাবর' শব্দ দুইটি দলিল নিবন্ধীকরণ ব্যাপারে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, কারণ, স্থাবর সম্পত্তির নিবন্ধীকরণ বাধ্যতামূলক হইলেও অস্থাবর সম্পত্তির নিবন্ধীকরণ বাধ্যতামূলক নহে, আবার, স্থাবর সম্পত্তি সংক্রান্ত দলিল ১নং রেজিস্টার বহিতে নকল হইয়া থাকে এবং অস্থাবর সম্পত্তি সংক্রান্ত দলিল ৪নং রেজিস্টার বহিতে নকল হইয়া থাকে। কিন্তু কোন সম্পত্তি স্থাবর কি অস্থাবর তাহা নির্ণয় করা অনেক সময় কঠিন হইয়া পড়ে। যেমন, বৃক্ষের কথাই ধরুন, 'বৃক্ষ' স্থাবর না অস্থাবর? কোন বৃক্ষ স্থাবর কি অস্থাবর তাহা দলিলের বর্ণনা হইতে বুঝিতে হইবে, যদি দলিলের মর্ম হইতে উপলব্ধ হয় যে হস্তান্তরের পর বৃক্ষটি কাটিয়া টিম্বার রূপে ব্যবহার করা হইবে তাহা হইলে উহা অস্থাবর সম্পত্তি বুঝিতে হইবে। কিন্তু বিক্রয়ের পরও যদি বৃক্ষটি কাটিয়া ফেলা না হয় এবং উহার উপস্বত্ব ভোগের জন্য পূর্বের ন্যায় রক্ষিত হয় তাহা হইলে উহা স্থাবর সম্পত্তি রূপে গণ্য হইবে। সম্পত্তি স্থাবর কি অস্থাবর তাহা দলিল পাঠে বুঝিতে হইবে, কোন প্রকার সন্দেহের অবকাশ থাকিলে দাতা-গ্রহীতাকে প্রশ্ন করিয়া জানিতে হইবে তাঁহাদের উদ্দেশ্য কি এবং সেই অনুসারে দলিল সংশোধন করিয়া লিখিতে নির্দেশ দিতে হইবে। যেমন, একটি মেসিনের কথা

চিন্তা করুন। কাজল তাহার হাস্কিং মেসিনটি আমিনার নিকট বিক্রয় করিল।' মেসিনটি যেখানে প্রোথিত আছে সেখানকার জমির পরিচয় (অর্থাৎ দাগ নং, খতিয়ান নং) তপশীলে বর্ণনা করিল। দলিলে কেবলমাত্র এই অল্প কথা লেখা থাকিলে সঠিক বোঝা যাইবে না মেসিনটি স্থাবর কি অস্থাবর। যদি পার্টির উদ্দেশ্য হয় মেসিনটি বরাবরের জন্য দলিলে বর্ণিত জমিতে প্রোথিত থাকিবে তবে ঐ মেসিনের হস্তান্তর স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর রূপে গণ্য করিতে হইবে। কোন ফল প্রদানকারী বৃক্ষকে অস্থাবর বিবেচনা করা অবিধেয় (এ, আই, আর ১৯৬৩, এলাহাবাদ ২১৪ , ১৯৮০ এলা ৩৯৪)।

(১০) **প্রতিনিধি বা রিপ্রেজেনটেটিভ :** নাবালকের গার্জেন, পাগল অথবা ইডিয়টের (নির্বোধ ব্যক্তি ; জড়ধী) তদারকী এবং সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কোর্ট কর্তৃক নিযুক্ত গার্জেনকে ধরিতে হইবে ; আইনের ভাষায় এই গার্জেনকে 'কমিটি', 'কিউরেটর' বলা হয়।

দ্রষ্টব্য ঃ 'ধরিতে হইবে' লেখার জন্য বুঝিতে হইবে সংজ্ঞা সম্পূর্ণ নয় , প্রতিনিধির অর্থ লইয়া মতভেদ আছে। যেখানে আইনানুগ অভিভাবক আছে, সেখানে প্রতিনিধি ঐ অভিভাবক ; যেখানে আইনানুগ অভিভাবক নাই, সেখানে বাস্তবপক্ষে যিনি অভিভাবকত্ব করেন তিনি প্রতিনিধি হইতে পারেন।

(১১) টাউট অর্থে এমন ব্যক্তিকে বুঝিতে হইবে—

(এ) যিনি সাধারণত ৮০ [জি] ধারার অধীনে প্রণীত নিয়মে প্রদত্ত অনুজ্ঞাপত্র ব্যতীত রেজিস্ট্রেসন অফিস এলাকায় দলিল নিবন্ধীকরণ সংক্রান্ত কাজে নিজেকে নিযুক্ত করিবার জন্য অথবা অন্য বিশেষ কোন ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিবার জন্য প্রায়শই যাতায়াত করেন ; অথবা

(বি) যিনি ৮০ [জি] ধারার অধীনে প্রণীত নিয়মাবলী মতে টাউট রূপে ঘোষিত হইবার যোগ্য।

দ্রষ্টব্য ঃ এই অংশটি বেংগল টাউটস অ্যাক্ট—৫, ১৯৪২ এর ৮ ধারার বক্তব্য ; ইহা রেজিস্ট্রেসন আইন ১৯০৮ এর ২ (১১) রূপে সন্নিবেশিত হইয়াছে। প্রসংগত উল্লেখ্য যে লিগাল প্রাকটিশানারস আইন ১৮৭৯ এর ২—ধারাতে টাউট সম্পর্কে সদৃশ ব্যাখ্যা প্রদান করা আছে—

দ্বিতীয় অংশ

রেজিস্ট্রেসন সংস্থা

ধারা ৩ ঃ মহা-নিবন্ধ পরিদর্শক—(১) রাজ্য সরকার স্ব-এলাকাস্থিত অঞ্চলের জন্য মহানিবন্ধ পরিদর্শক নামের আধিকারিক নিয়োগ করিবেন :

অবশ্য শর্ত এই যে মহানিবন্ধ পরিদর্শকের নিয়োগ না করিয়াও রাজ্য সরকার মহানিবন্ধ পরিদর্শকের দায়িত্ব, কর্তব্য ও ক্ষমতা—যাহা এই আইনে পরবর্তীকালে প্রদান করা হইয়াছে—অন্য এক বা একাধিক আধিকারিকের দ্বারা বিশেষ অঞ্চলের জন্য নিয়োগ পত্রের দ্বারা সম্পন্ন করাইতে পারেন।

(২) মহানিবন্ধ পরিদর্শক যুগপৎ সরকারের অন্যান্য অফিসের পদাধিকারীও হইতে পারেন।

ধারা ৪ঃ সিন্ধের শাখা মহানিবন্ধ পরিদর্শক—ভারত সরকার দ্বারা নিরসিত (অ্যাডাপটেশান অব ইনডিয়ান লজ অরডার, ১৯৩৭)।

ধারা ৫ঃ জেলা এবং উপজেলা—(১) এই আইনের উদ্দেশ্যে রাজ্য সরকার জেলা এবং উপজেলা গঠন করিবেন ; জেলা এবং উপজেলার সীমা নির্ধারণ করিবেন এবং সীমিত করিবেন।

(২) এই ধারাবলে যে সকল জেলা এবং উপজেলা গঠিত হয় উহাদের সীমা নির্ধারিত এবং সীমার পরিবর্তন সাধিত হয়, সে সকলই স্থানীয় সরকারী গেজেটে বা ঘোষপত্রে প্রজ্ঞাপিত হইবে।

(৩) সরকারী ঘোষপত্রে প্রজ্ঞাপনের পরে নির্ধারিত দিন হইতে কোন পরিবর্তন চালু হইবে।

দ্রষ্টব্য ঃ রেজিস্ট্রেসন আইনের জন্য কলিকাতা ভিন্ন অপর জেলার সীমা ম্যাজিসটেরিয়াল জেলার সমান। কলিকাতার রেজিস্ট্রেসন জিলা কলিকাতা হাইকোর্টের মৌল সিভিল জুরিসডিকশনের সমতুল।

কয়েকটি জেলার অতিরিক্ত জেলাশাসক জেলা নিবন্ধকরূপে কার্য করেন (জুডিসিয়াল ডিপার্টমেণ্ট নোটিফিকেশন নং ৭২৬ রেজিস্ট্রেসন তাং ১০.১১.৫৪) কলিকাতার জেলা এবং উপজেলা প্রেসিডেন্সী শহর কলিকাতাতে সীমাবদ্ধ (জুডিসিয়াল ডিপার্টমেণ্ট নোটিফিকেশন নং ৫০৫ রেজিস্ট্রেসন তাং ৭.৮.৫৪)।

ধারা ৬ঃ রেজিস্ট্রার এবং সাবরেজিস্ট্রার—রাজ্য সরকার যেমন যথোপযুক্ত বিবেচনা করিবেন, তেমন ব্যক্তিকে—তিনি পাবলিক অফিসার হইতে পারেন অথবা না হইতেও পারেন—জেলা নিবন্ধক এবং অবর নিবন্ধক নিযুক্ত করিবেন।

দ্রষ্টব্য ঃ এই ধারার সহিত ১৯১৪ সালের ৪নং আইন দ্বারা একটি প্রভাইজো এই মর্মে সংযোজিত হইয়াছিল যে রাজ্য সরকার শর্তসাপেক্ষে ইন্সপেক্টর জেনারেল অব রেজিস্ট্রেসনকে অবর-নিবন্ধক নিয়োগের ক্ষমতা প্রদান করিতে পারে। কিন্তু ১৯৩৭ সালের অ্যাডাপটেশন ও অর্ডার মূলে এই প্রভাইজো পুনরায় নিরসিত হয়।

ধারা ৭ঃ নিবন্ধক এবং অবর-নিবন্ধকের অফিস—(১) রাজ্য সরকার প্রতি জেলাতে একটি অফিস স্থাপন করিবেন যাহা রেজিস্ট্রার-এর অফিসরূপে চিহ্নিত

হইবে এবং প্রতি উপজেলাতে সাব-রেজিস্ট্রার অথবা জয়েণ্ট সাব-রেজিস্ট্রার-এর অফিস স্থাপন করিবেন।

(২) রাজ্য সরকার কোন রেজিস্ট্রার-এর অফিসের সহিত উক্ত রেজিস্ট্রার-এর অধীনস্থ কোন সাব-রেজিস্ট্রার-এর অফিসকে একত্রীভূত করিতে পারেন; এবং সরকার উক্ত সাব-রেজিস্ট্রার-এর উপর (যাঁহার অফিস একত্রীভূত বা এ্যামালগামেট করা হইয়াছে) তাঁহার নিত্য কর্তব্যকর্মের অতিরিক্ত তাঁহার উপরস্থ রেজিস্ট্রার-এর সমগ্র বা আংশিক দায়িত্ব কর্তব্য ও ক্ষমতা ন্যস্ত করিতে পারেন: অবশ্য শর্ত এই যে এইরূপ ক্ষমতা লাভের ফলে কোন অবর-নিবন্ধক রেজিস্ট্রেসন আইনের অন্তর্গত স্ব-আদেশের বিরুদ্ধে কোন আপীলের শুনানী গ্রহণ করিতে পারেন না।

দ্রষ্টব্য: কোন উপজেলাতে একাধিক অবর-নিবন্ধকের অফিস প্রতিষ্ঠিত হইলে, সব অফিসগুলিই জয়েণ্ট অফিসরূপে সূচিত হইবে।

জেলা শহরের সদরে স্থাপিত অবর-নিবন্ধকের অফিস উক্ত জেলার নিবন্ধকের সহিত একত্রীভূত করা হইয়াছে (বেঙ্গল গভর্ণমেণ্টের ১৮৭১ সালের ২১শে জুন নোটিফিকেশন)। এই সকল সাব-রেজিস্ট্রার সদর সাব-রেজিস্ট্রার, বা ডিসট্রিক্ট সাব-রেজিস্ট্রার নামে পরিচিত। ৬৮ এবং ৭২ ধারার ক্ষমতা ব্যতীত এই সদর সাব-রেজিস্ট্রার রেজিস্ট্রেসন আইনের অন্তর্গত রেজিস্ট্রার-এর অন্যান্য ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারেন।

৭(২) ধারার প্রোভাইজোতে যে আপীলের কথা বলা হইয়াছে উহা ৭২ ও ৭৩ ধারা উভয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য; ৭৩ ধারাতে 'অ্যাপলিকেশন' শব্দ ব্যবহার করা থাকিলেও উহা এক ধরনের আপীল ভিন্ন অন্য কিছু নয়। তবে একাধিক বিচারের রায়ে এইরূপ সাব্যস্ত হইয়াছে যে ৭৩ ধারার অ্যাপলিকেশন এই প্রোভাইজোর অন্তর্গত নয়। সে যাহাই হউক আইনের এই প্রকাশ্য নির্দেশ লঙ্ঘন করিয়া পশ্চিমবঙ্গে কয়েক জেলার সদর সাব-রেজিস্ট্রার এবং কলিকাতার রেজিস্ট্রার অব অ্যাস্যুরেন্সেস তাঁহাদের নিজস্ব অর্ডারের বিরুদ্ধে তাঁহারা নিজেরাই আপীল শুনিতেছেন। প্রতি জেলায় জেলা-নিবন্ধক নিয়োগ করিলে, জেলার সমস্যা মিটিবে। রেজিস্ট্রার অব অ্যাস্যুরেন্সেস-এ এ বিষয়ে বিচার-বিভাগীয় সুস্পষ্ট নির্দেশ থাকা উচিত; কলিকাতার সাব-রেজিস্ট্রার জেলা নিবন্ধকের সমমর্যাদাসম্পন্ন। যদিও নামে কিছু আসে যায় না, তথাপি ঐ নাম পরিবর্তন করিয়া অতিরিক্ত নিবন্ধক আখ্যা প্রদানে একে অপরের আপীল শুনিবার ক্ষমতা প্রদান করিলে সমস্যার সমাধান আইনানুগ হইতে পারে এবং এই পদটি সিনিয়র নিবন্ধক হইতে পূরণ করিতে হইবে; কেননা, কলিকাতা নিবন্ধকের অর্ডারের বিরুদ্ধে আপীল শুনিতে হইলে সমপদমর্যাদাযুক্ত নিবন্ধকের ঐ পদ অলঙ্কৃত করা উচিত। ইদানিংকালে কোন কোন অফিসার সাব-রেজিস্ট্রার অব অ্যাস্যুরেন্স পদটিকে জুনিয়র

নিবন্ধকের দ্বারা অলঙ্কৃত হওয়া উচিত এইরূপ বলিয়া থাকেন; তাঁহাদের মতে কলিকাতার সাব-রেজিস্ট্রারের কোন প্রশাসনিক ক্ষমতা নাই; তাঁহাদের যুক্তি ভ্রান্ত। প্রশাসনিক ক্ষমতা যথেষ্ট আছে; ক্ষমতা ব্যবহার করিবার যোগ্যতা এবং ইচ্ছা থাকা চাই। তাছাড়া প্রশাসনিক ক্ষমতা গুরুত্বপূর্ণ; কিন্তু বিভিন্ন আইন প্রয়োগের ক্ষমতাও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। ঐ পদে যোগ্যভাবে কর্ম সম্পাদন করিতে হইলে আইনের যে জ্ঞান প্রয়োজন তাহার অংশমাত্র রেজিস্ট্রেসনের অন্য কোন অফিসে প্রয়োজন হয় না। বহুপূর্বে কলিকাতার সাব-রেজিস্ট্রারের বেতন অন্যান্য জেলা নিবন্ধক অপেক্ষা অধিকতর ছিল। মনে রাখা দরকার কলিকাতার রেজিস্টারিং অফিসারদ্বয় পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতের শ্রেষ্ঠ আইনবিদ, সলিসিটর দ্বারা প্রণীত দলিলাদি লইয়া কার্য করেন; তাঁহাদের সহিত আইন বিষয়ের আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন।

ধারা ৮ঃ রেজিস্ট্রেসন অফিসের পরিদর্শক—(১) রাজ্য সরকার রেজিস্ট্রেসন অফিসগুলি পরিদর্শনের জন্য পরিদর্শক নিয়োগ করিতে পারেন এবং এই সকল আধিকারিকের কর্তব্যকর্ম ও নির্ধারণ করিয়া দিবেন।

(২) পরিদর্শকগণ মহা-নিবন্ধ পরিদর্শকের অধীনে থাকিবেন।

দ্রষ্টব্যঃ লক্ষণীয় রেজিস্ট্রেসন আইনে, অবর-নিবন্ধক, নিবন্ধক, এবং মহা-নিবন্ধ পরিদর্শকের কার্যাবলীর বিশদ বিবরণ প্রদান করা আছে। কিন্তু পরিদর্শকের ক্ষেত্রে বলা আছে, তাঁহারা রেজিস্ট্রেসন অফিসগুলি পরিদর্শন করিবেন এবং রাজ্য সরকার পরিদর্শকদিগের জন্য অন্যান্য কর্তব্যকর্মও নির্ধারণ করিয়া দিতে পারেন। অর্থাৎ পরিদর্শকদিগকে নানা প্রকার প্রশাসনিক কাজে লাগান যাইতে পারে।

১৯২৮ সালে রচিত রেজিস্ট্রেসন ম্যানুয়ালের পার্ট—৬ এর ২৫ নং চ্যাপটারে পরিদর্শকদিগের সম্পর্কে লিখিত আছে—

বৎসরে পরিদর্শক কমপক্ষে নয় মাস ট্যুর করিবেন; তিনি মুখ্যত মহানিবন্ধ পরিদর্শককে সদর অফিসগুলি বিশেষভাবে পরিদর্শনে সাহায্য করিবেন এবং বিভাগীয় এনকোয়ারী ইত্যাদি করিবেন। তিনি মহানিবন্ধ পরিদর্শকের নির্দেশানুসারে কোন সাব-রেজিস্ট্রী অফিস, এবং মুসলিম রেজিস্ট্রেসন অফিসগুলি পরিদর্শন করিবেন। (প্যারা—২৯০)।

বিভাগীয় তিনজন পরিদর্শক থাকায় তাঁহারা এখন নিয়মিত ভাবে সাব-রেজিস্ট্রেসন অফিসগুলিও পরিদর্শনে যাইতেছেন।

ধারা ৯ঃ মিলিটারি ক্যান্টনমেণ্টগুলি জেলা অথবা উপজেলা রূপে ঘোষিত হইতে পারেঃ ১৯২৭ সালে রচিত রিপিলিং এ্যাণ্ড অ্যামেনডিং অ্যাক্ট—১০ অনুসারে নিরসিত (সি. ৩ এবং সি. II)।

ধারা ১০ ঃ নিবন্ধকের অনুপস্থিতি বা শূন্যতা—(১) কর্তব্যকর্ম ব্যতীত যখন কোন নিবন্ধক—জেলা নিবন্ধক এবং প্রেসিডেন্সী শহরের নিবন্ধক ব্যতীত—তাঁহার জেলাতে অনুপস্থিত থাকেন, অথবা যদি নিবন্ধকের পদ অস্থায়ী কালের জন্য শূন্য থাকে তাহা হইলে মহানিবন্ধ পরিদর্শক ঐ শূন্য স্থান পূরণের ব্যবস্থা করিতে পারেন ; অন্যথা, সেই জেলাতে জেলা-বিচারক—যতদিন পর্যন্ত রাজ্য সরকার কোন ব্যবস্থা না করেন—ততদিন সেই জেলার নিবন্ধকের কাজ করিবেন।

(২) যে জেলার অন্তর্গত কোন প্রেসিডেন্সী শহর আছে সেই জেলার নিবন্ধকের অনুপস্থিতি কালে মহানিবন্ধ পরিদর্শক শূন্যস্থান পূরণের ব্যবস্থা করিবেন। রাজ্য সরকার ব্যবস্থা গ্রহণ করিলে উক্ত ব্যবস্থার পরিবর্তন হইতে পারে।

দ্রষ্টব্য ঃ ১০(১) ধারামতে জেলা নিবন্ধকের অনুপস্থিতিতে কিভাবে কার্য সম্পন্ন হইবে তাহা বলা আছে ; মহা-নিবন্ধ পরিদর্শক কোন নিবন্ধক নিয়োগ না করিলেও জেলার বিচারক নিবন্ধকের কায চালাইয়া যাইতে পারিবেন।

কিন্তু ১০(২) ধারায় ঐরূপ কোন স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা নাই। যে জেলার অন্তর্গত কোন প্রেসিডেন্সী শহর অবস্থিত, সেই জেলার নিবন্ধকের অনুপস্থিতিতে মহা-নিবন্ধ পরিদর্শককে নিবন্ধক নিয়োগ করিতেই হইবে ; ইহার অন্যথা হইবে না। এখন প্রশ্ন হইতে পারে, ১০(২) ধারা নির্দেশমূলক (ডাইরেক্টরি) অথবা বাধ্যতামূলক (ইম্পারেটিভ)। আইনশাস্ত্রে অভিজ্ঞজন জানেন আইনের ধারাগুলি প্রয়োজনানুসারে বিভিন্নরূপে চিহ্নিত ও ব্যাখ্যাত হইয়া থাকে। এখানে, আমরা দেখিতেছি, আইনের কোন ধারা ইমপারেটিভ বা ম্যানডেটরি বা বাধ্যতামূলক আবার কোন ধারা ডাইরেক্টরি বা পারমিসিভ ব নির্দেশমূলক। এখন কোন দুই ধারার লেখনী পদ্ধতি একরকম হইলেও একটি নির্দেশমূলক অপরটি বাধ্যতামূলক হইতে পারে। উচ্চ বিচারালয়ের বিচারকদিগের মন্তব্য এবং আইন প্রণয়ন পদ্ধতি ও আইনের ভাষ্য সংক্রান্ত পুস্তকে এই সকল উচ্চ পর্যায়ের আলোচনা পাওয়া যাইবে। সমস্ত বিষয় বিবেচনা করিয়া বলা যাইতে পারে, ১০(২) ধারা নির্দেশমূলক বা ডাইরেক্টরি। এই বিষয়ে অবশ্য ধারাটি সংশোধিত না হইলে সুপ্রীমকোর্টই চূড়ান্ত ব্যাখ্যা প্রদান করিতে পারে।

ধারা ১১ ঃ কার্যোপলক্ষে নিবন্ধকের অফিসে অনুপস্থিতি—জেলা নিবন্ধক তাঁহার করণ হইতে অনুপস্থিত থাকিবার কালে কোন অবর-নিবন্ধককে অথবা সেই জেলার অন্য কোন আধিকারিককে নিবন্ধকের সমস্ত কার্য—অবশ্য ৬৮ ও ৭২ ধারার কর্তব্যকর্ম ব্যতীত—পরিচালনা করিবার নির্দেশ দিতে পারেন।

দ্রষ্টব্য ঃ ১১ ধারার অন্তর্গত নিয়োগ নিয়মমত করা হইয়াছে এবং বিধানসঙ্গত বুঝিতে হইবে এবং নিবন্ধক নিয়োগের সর্বপ্রকার নির্দেশ মান্য করা না হইলেও উক্ত ত্রুটি ৮৭ ধারার দ্বারা সংশোধিত বিবেচনা করিতে হইবে।

ধারা ১২ ঃ অবর-নিবন্ধকের অনুপস্থিতি বা শূন্যতা—কোন অবর-নিবন্ধক অফিসে অনুপস্থিত থাকিলে, অথবা কোন অবর-নিবন্ধক অফিস অফিসার-শূন্য থাকিলে জেলা নিবন্ধক—যতদিন না ঐ শূন্যপদ নিয়মিত পূর্ণ হয়—সেই জেলার কোন অবর-নিবন্ধককে বা অপর কোন ব্যক্তিকে ততদিনের জন্য অথবা অনির্দিষ্ট কালের জন্য অবর-নিবন্ধক রূপে নিয়োগ করিতে পারেন।

দ্রষ্টব্য ঃ জেলা নিবন্ধকের উপরিউক্ত ক্ষমতাগুলি খুবই গুরুত্বপূর্ণ; কিন্তু ১৩ ধারা পরোক্ষভাবে উপরিউক্ত নিয়োগ ব্যবস্থা মহানিবন্ধ পরিদর্শকের ও রাজ্য সরকারের অনুমোদন শর্তাধীন করিয়াছে।

ধারা ১৩ ঃ ১০, ১১, ১২ ধারার নিয়োগ রাজ্য সরকারকে জ্ঞাত করা—(১) ১০, ১১, ১২ ধারার নিয়োগ ব্যবস্থা সম্পর্কে মহা-নিবন্ধ পরিদর্শক রাজ্য সরকারকে জানাইবেন। (২) রাজ্য সরকারের নির্দেশ অনুসারে এই রিপোর্ট সাধারণ বা বিশেষ হইতে পারে।

ধারা ১৪ ঃ রেজিস্টারিং অফিসারের সংস্থা—(১) এই অংশ নিরসিত হইয়াছে এ.ও. ১৯৩৭ দ্বারা। [এখানে ছিল ঃ এই আইনে নিযুক্ত রেজিস্টারিং অফিসার-দিগের জন্য স্থানীয় সরকার বিবেচনামত বেতন নির্ধারণ করিবেন অথবা ফিসের দ্বারা পারিশ্রমিক দিবেন অথবা অংশত ফিস এবং অংশত বেতন প্রদান করিবেন।]

(২) এই আইনের দ্বারা গঠিত অফিসগুলির জন্য সরকার যথোচিত সংস্থার ব্যবস্থা করিবেন।

ধারা ১৫ ঃ রেজিস্টারিং অফিসারের মোহর—নিবন্ধক এবং অবর-নিবন্ধকগণ মোহর ব্যবহার করিবেন; এই সিলমোহরগুলিতে ইংরাজীতে এবং রাজ্য সরকারের ইচ্ছানুযায়ী অপর কোন ভাষায় ঘোষিত থাকিবে "...এর নিবন্ধক বা অবর-নিবন্ধকের সিল"।

ধারা ১৬ ঃ রেজিস্টার-বহি এবং অগ্নিনিরোধক ব্যবস্থা—(১) এই আইনের জন্য প্রয়োজনীয় বহি ইত্যাদি প্রতি রেজিস্টারিং অফিসারের অফিসে সরবরাহ করিবার ব্যবস্থা রাজ্য সরকার গ্রহণ করিবেন।

(২) উপরিলিখিত বহিগুলিতে থাকিবে রাজ্য সরকারের অনুমোদিত মহানিবন্ধ পরিদর্শকের দ্বারা নির্দেশিত ফর্মগুলি। বহিগুলির পৃষ্ঠাসকল ধারাবাহিক ভাবে সংখ্যা দ্বারা চিহ্নিত থাকিবে এবং যে অফিসার ঐ বহি কার্যের জন্য ব্যবহার করিবেন, তিনি প্রথমেই সেই বহির প্রথম পৃষ্ঠাতে বহির পৃষ্ঠা সংখ্যা সম্পর্কে একটি সার্টিফিকেট প্রদান করিবেন।

(৩) রাজ্য সরকার প্রতি নিবন্ধকের অফিসে একটি করিয়া অদাহ্য বাক্স সরবরাহ করিবেন এবং দলিল সংক্রান্ত রেকর্ডপত্রাদির নিরাপত্তার যথোচিত ব্যবস্থা করিবেন।

তৃতীয় অংশ

নিবন্ধীকরণযোগ্য দলিল সম্পর্কে

ধারা ১৭ঃ বাধ্যতামূলক নিবন্ধীকরণ সংক্রান্ত দলিল—(১) নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্পর্কে লিখিত দলিলগুলির নিবন্ধীকরণ বাধ্যতামূলক যদি উক্ত দলিলে বর্ণিত সম্পত্তি এমন জেলার অন্তর্গত হয় যেখানে ১৮৬৪র ১৬ নং আইন, বা ভারতীয় রেজিস্ট্রেসন আইন, ১৮৬৬ অথবা ১৮৭১ বা ১৮৭৭ অথবা বর্তমান আইন চালু আছে এবং যে সকল দলিল উক্ত আইনগুলি চালু হইবার তারিখে অথবা তাহার পরে সম্পাদিত হইয়াছে—

(এ) স্থাবর সম্পত্তি সম্পর্কিত দানপত্র দলিল।

দ্রষ্টব্যঃ সম্পত্তি হস্তান্তর আইনে 'দান'-এর সংজ্ঞা লিখিত আছে; দানপত্র দাতা দান করিবার সময় তাঁহার যে সকল স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি আছে তাহা যদি কোন ব্যক্তিকে দান করেন এবং দানপত্র গ্রহীতা বা তাঁহার পক্ষে অন্য কেহ সেই দান গ্রহণ করেন তাহা হইলে উহা আইনতঃ 'দান রূপে' গ্রাহ্য হইবে, দাতার জীবদ্দশাতে গ্রহীতা দান গ্রহণ করিবেন। দান গ্রহণ করিবার পূর্বেই যদি দান-গ্রহীতা লোকান্তরিত হন, তাহা হইলে দানপত্র নাকচ হইবে। দান করিবার কালে দানপত্র দাতা যেন দান করিতে সক্ষম থাকেন।

দলিলে অন্ততঃপক্ষে দুইজন সাক্ষী থাকিবে।

স্থাবর সম্পত্তির রেজিস্ট্রেসন বাধ্যতামূলক, কিন্তু অস্থাবর সম্পত্তি সংক্রান্ত দান রেজিস্ট্রেসন মারফৎ করা যাইতে পারে অথবা কেবলমাত্র ডেলিভারি বা সমর্পণ দ্বারা করা যাইতে পারে।

সম্পত্তি হস্তান্তর আইনের ১২৬ ধারায় দানপত্রের রহিতকরণ সম্পর্কে লিখিত আছে। কোন দানপত্রে দাতা এবং গ্রহীতা যদি এমন চুক্তিতে আবদ্ধ থাকে যে ভবিষ্যতে কোন নির্দিষ্ট ঘটনা ঘটিলে দানপত্র রহিত হইবে তাহা হইলে সেইরূপ দানপত্র রহিত হইতে পারে, তবে যে নির্দিষ্ট ঘটনার কথা দলিলে উল্লিখিত হইবে তাহা শুধুমাত্র দানপত্র দাতার ইচ্ছার উপর নির্ভর করিবে না। কোন নির্দিষ্ট ঘটনা যদি কেবলমাত্র দানপত্র দাতার ইচ্ছানুরূপ হয়, তবে সেইরূপ শর্তে দানপত্র রহিত করিতে পারা যাইবে না। অর্থাৎ, দাতার মন-গড়া ঘটনার উল্লেখ মাত্রেই দলিল রহিতকরণ আইনসংগত হইবে না। দান গ্রহীতা দান গ্রহণ করিয়াছে কিন্তু দলিল রেজিস্ট্রেসনের পূর্বে দাতা মারা গেলে দলিলখানির রেজিস্ট্রেসন সম্ভব (শিশির বনাম তরংগিণী), মুসলিম আইনে মৌখিক দান শুদ্ধ যদি গ্রহীতা সে দান গ্রহণ করে। সম্পত্তি হস্তান্তর আইনের সপ্তম অধ্যায় প্রণিধান যোগ্য।

(বি) একশত টাকা বা ততোধিক মূল্যের কোন স্থাবর সম্পত্তি (উইল ভিন্ন) অন্য প্রকার নন্ টেসটামেনটারী দলিলের দ্বারা যদি কোন কায়েমী বা শর্তসূচক অধিকার স্বত্বাগম (টাইট্‌ল), স্বার্থ-সুবিধা (ইনটারেস্ট), বর্তমানে বা ভবিষ্যতে সৃষ্টি করিতে সূচিত করে, জ্ঞাপন করে, হস্তান্তর করে, সীমিত করে অথবা বিলোপ সাধন করে তবে সেই প্রকার দলিলের নিবন্ধীকরণ বাধ্যতামূলক।

দ্রষ্টব্য ঃ 'কায়েমী' এবং 'শর্তসূচক বা সাপেক্ষ' শব্দ দুইটির অর্থ সম্পত্তি হস্তান্তর-আইনের ১৯ এবং ২১ ধারায় যেরূপ বর্ণিত হইয়াছে সেইরূপ ধরিতে হইবে। ধরিলাম, ক, খ-কে খ-এর জীবদ্দশায় কোন সম্পত্তি ভোগ করিবার জন্য দান করিল; উপরন্তু দলিলে লিখিত হইল যে খ-এর মৃত্যুর পর খ-এর সাবালক পুত্র গ সেই সম্পত্তির অধিকারী হইবে। এখানে, খ-এর কায়েমী স্বার্থ এবং গ-এর সাপেক্ষ (কন্‌টিনজেণ্ট) স্বার্থ; খ-এর মৃত্যু হইলে এবং গ-এর সাবালকত্ব আসিলে গ-এর স্বার্থ কায়েমী (ভেস্‌টেড) হইবে।

দলিল (ডকুমেণ্ট) এবং নিদর্শনপত্র (ইনস্ট্রুমেণ্ট) শব্দ দুইটির মধ্যে পার্থক্য আছে যদিও আমরা লেখার মধ্যে সেই অর্থগত পার্থক্য মানিয়া চলিতে পারি নাই। জেনারেল কলজেস অ্যাক্ট এর ৩ (১৬) ধারা মতে দলিল অর্থে যে কোন বিষয় যাহা কোন বস্তুর উপর বর্ণ (লেটার), নকশা (ফিগার) বা চিহ্নের (মার্ক) দ্বারা অথবা উহাদের একাধিক উপায়ের দ্বারা লিখিত, প্রকাশিত অথবা বর্ণিত হইয়াছে। এভিডেন্‌স্ অ্যাকটের ৩ ধারাতে ডকুমেণ্ট শব্দের ব্যাখ্যা আছে। ঐ ব্যাখ্যাও জেনারেল কলজেস অ্যাকটের অনুরূপ : (i) যে কোন লেখ (ii) মুদ্রিত, লিথোগ্রাফ করা অথবা ফটোগ্রাফ করা শব্দ সমষ্টি (iii) ম্যাপ অথবা প্ল্যান (iv) প্রস্তর অথবা ধাতুর পাতের উপর উৎকীর্ণলিপি (v) ব্যঙ্গ চিত্র বা বর্ণনা। ভারতীয় দণ্ড-সংহিতার (৪৫ নং, ১৮৬০) ২৯ ধারাতে ডকুমেণ্ট শব্দের অর্থ প্রদত্ত আছে. কোন কিছুর উপর বর্ণ, নকশা, চিহ্ন অথবা উহাদের একাধিক উপায়ের দ্বারা বিষয়ের প্রমাণ স্বরূপ যে বিষয় বর্ণিত হয় তাহাই ডকুমেণ্ট বা দলিল।

স্ট্যাম্প আইনের ২ (১৪) ধারাতে নিদর্শনপত্রের অর্থ প্রদান করা আছে: নিদর্শনপত্র অর্থে সেই সকল দলিলের কথা বুঝিতে হইবে যাহা দ্বারা কোন অধিকার অথবা দায় সৃষ্টি হয়, হস্তান্তরিত হয়, সীমিত অথবা বর্ধিত হয়, বিনাশপ্রাপ্ত অথবা নথিভুক্ত হয়। নোটারিজ অ্যাক্ট ১৯৫২-এর ২ ধারাতে ইনস্ট্রুমেণ্ট সম্পর্কে অনুরূপ অর্থ প্রদান করা আছে।

দলিল এবং নিদর্শনপত্রের উপরিউক্ত ব্যাখ্যা হইতে আমরা বলিতে পারি সকল নিদর্শনপত্রই দলিল, কিন্তু সকল দলিল নিদর্শনপত্র নাও হইতে পারে; অর্থাৎ দলিল শব্দটি ব্যাপক অর্থে (জেনেরিক) প্রচলিত, আর নিদর্শনপত্র শব্দটি বিশেষ

(স্পেসিফিক) অর্থে প্রযোজ্য। রেজিস্ট্রেসন অ্যাক্ট-এ বর্ণিত, দলিল শব্দ ব্যবহৃত হইলেও, ইহা মূলত নিদর্শনপত্র ভিন্ন অন্য কোন প্রকার দলিল নহে। (ওবলা বনাম নারায়ন)। (সবিশেষ আলোচনার জন্য সঞ্জীব রাও লিখিত রেজিস্ট্রেসন আইন পৃঃ ১২৩-১২৫ এবং ১৩৫-১৩৭ দেখিতে পারেন)।

(সি) উপরের (বি)-অংশে বর্ণিত বিষয়গুলির জন্য যদি কোন দলিল দ্বারা টাকার আদান-প্রদান হয়, তাহা হইলে সেইরূপ দলিলের নিবন্ধীকরণও বাধ্যতামূলক।

(ডি) স্থাবর সম্পত্তি সংক্রান্ত যে সকল লিজ দলিলে বাৎসরিক খাজনা নির্ধারিত আছে সেই দলিলের অথবা এক বৎসরের অধিক কাল মেয়াদি লিজ দলিলের নিবন্ধীকরণ বাধ্যতামূলক।

দ্রষ্টব্য ঃ বাৎসরিক খাজনা অর্থে কেবলমাত্র এক বৎসরের জন্য প্রদত্ত লিজের খাজনা নয়, একাধিক বৎসরের জন্য প্রদত্ত লিজের বাৎসরিক খাজনা ধরিতে হইবে।

সম্পত্তির মূল্য বা খাজনার পরিমাণের উপর লিজ দলিলের রেজিস্ট্রেসন নির্ভর করে না, এক বৎসরের জন্য বা একাধিক বৎসরের জন্য খাজনা কিনা তাহাই লিজ দলিলের দ্রষ্টব্য বিষয়।

[(ই) যদি উইল ভিন্ন অন্য কোন প্রকার দলিলের দ্বারা আদালতের কোন আজ্ঞপ্তি (ডিক্রী) বা আদেশ (অর্ডার) বা রোয়েদাদ হস্তান্তরিত হয় এবং যদি উক্ত আজ্ঞপ্তি, আদেশ বা রোয়েদাদ একশত টাকা বা ততোধিক মূল্যের কোন স্থাবর সম্পত্তিতে কায়েমী বা শর্তসূচক অধিকার, স্বত্বাগম, স্বার্থ-সুবিধা বর্তমানে বা ভবিষ্যতে সৃষ্টি করে, জ্ঞাপন করে, হস্তান্তর করে, সীমিত করে অথবা বিলোপ সাধন করে তাহা হইলে সেই আজ্ঞপ্তি, আদেশ বা রোয়েদাদ সংক্রান্ত দলিলের নিবন্ধীকরণ বাধ্যতামূলক।]

অবশ্য শর্ত এই যে রাজ্য সরকারের সরকারী ঘোষপত্রের ঘোষণার দ্বারা লিজ সংক্রান্ত উপরিলিখিত (ডি)-উপধারার প্রয়োগ হইতে কোন জেলা বা জেলার অংশ মুক্ত রাখিতে পারেন, মুক্ত অঞ্চলের কেবলমাত্র সেই সকল সম্পাদিত লিজ এই সুবিধা প্রাপ্ত হইবে যে সকল লিজের মেয়াদ পাঁচ বৎসরের অধিক কাল নহে এবং যাহাতে বার্ষিক খাজনা পঞ্চাশ টাকার অধিক নহে।

(২) (১)-উপধারার অন্তর্গত (বি) ও (সি) দফা নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না :

(i) কোন বন্দোবস্ত বা আপস-রফা দলিল (কম্পোজিসান ডিড),

দ্রষ্টব্য ঃ কম্পোজিসান কথার অর্থ এই নয় যে শুধুমাত্র মোকদ্দমা বা পার্থক্যের মীমাংসা। এই প্রকার দলিলের দ্বারা খাতক (ডেটর) উত্তমর্ণের (ক্রেডিটরের) সহিত আপসে ঋণ মিটাইয়া ফেলেন। প্রায়োগিক বা টেকনিকাল অর্থে কম্পোজিসান

হইতেছে এক প্রকার চুক্তি যাহাতে উত্তমর্ণ খাতকের নিকট হইতে উত্তমর্ণের প্রাপ্য অপেক্ষা কম টাকা গ্রহণ করিতে সম্মত হন ; এই আবশ্যিক শর্তের অবর্তমানে অথবা যদি সম্পূর্ণ অর্থ প্রদান করিবার চুক্তি থাকে তবে সেইরূপ দলিলকে বন্দোবস্তপত্র বলা যাইবে না। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে স্ট্যাম্প আইনে বন্দোবস্তের ব্যাখ্যা উপরিলিখিত ব্যাখ্যার অনুরূপ নহে ; বন্দোবস্তপত্রের নমুনা যেখানে প্রদান করা হইয়াছে সেখানে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হইয়াছে। স্ট্যাম্প আইনের ব্যাখ্যা অনুসারে রচিত কম্‌পোজিসান দলিলের নিবন্ধীকরণ বাধ্যতামূলক কিনা সে সম্পর্কে মতভেদ আছে। বোম্বাই হাইকোর্ট বলিয়াছেন স্ট্যাম্প আইনের ব্যাখ্যা অনুসারে রচিত কম্পোজিসান দলিলের নিবন্ধীকরণ বাধ্যতামূলক নহে (চন্দ্রশেখর বনাম মগনবাঈ) ; কিন্তু প্রিভি কাউন্সিল অপর একটি কেসে রায় দিয়াছেন যে এইরূপ দলিল নিবন্ধীকরণ বাধ্যতামূলক (গোবিন্দরাম বনাম মদনগোপাল)।

উপরিউক্ত ভিন্ন মতামতের কারণ হইতেছে এই যে রেজিস্ট্রেসন আইন কোন বিশেষ পকার দলিলের নিবন্ধীকরণ অনাবশ্যক বিবেচনা করিলেও, অন্য আইনে ঐ প্রকার দলিলের নিবন্ধীকরণ বাধ্যতামূলক এরূপ নির্দেশ প্রদান করা থাকিতে পারে। এ প্রসঙ্গে ভারতীয় ট্রাস্ট আইন (২ নং, ১৮৮২)-এর নির্দেশ আলোচনা করা যাইতে পারে। ভারতীয় ট্রাস্ট আইনের ৫ ধারাতে নির্দেশ প্রদান করা আছে যে স্থাবর সম্পত্তি সংক্রান্ত কোন টেস্টামেনটারী নয় এমন ট্রাস্টনামা আইনত গ্রাহ্য হইবে না যদি উক্ত ট্রাস্টনামা লিখিত, দাতা অথবা গ্রহীতার স্বাক্ষরযুক্ত এবং নিবন্ধীকৃত না হয়। এরূপ ক্ষেত্রে কোন কম্পোজিসন দলিল যদি এক প্রকার ট্রাস্টনামা হয়, তবে উক্ত কম্পোজিসন দলিলের নিবন্ধীকরণ বাধ্যতামূলক। রেজিস্ট্রেসন আইন, এবং ট্রাস্ট আইন উভয়ের মধ্যেই বিশেষ বিষয় (স্পেশাল সাবজেক্ট) এবং সাধারণ বিষয় (জেনারেল সাবজেক্ট)-এর সম্পর্কে বিধান আছে। নিবন্ধীকরণের ব্যাপারে দুই আইনের বিধানে কোন বিরোধ নাই। ট্রাস্ট আইনে এমন কোন নির্দেশ নাই যে কম্পোজিশন বিষয়ক কোন ট্রাস্টনামার নিবন্ধীকরণের প্রয়োজন নাই। সুতরাং খাতক যখন কোন কম্পোজিসন দলিলমূলে উত্তমর্ণের ঋণ পরিশোধ করিবার নিমিত্ত তাহার স্থাবর সম্পত্তি কোন ট্রাস্টীর অনুকূলে কোন প্রকার হস্তান্তর করে তখন সেই প্রকার কম্পোজিসন দলিলের নিবন্ধীকরণ রেজিস্ট্রেসন আইনে অনাবশ্যক হইলেও ট্রাস্ট আইনে উহার রেজিস্ট্রেসন বাধ্যতামূলক ; সুতরাং, উক্ত দলিলের নিবন্ধীকরণ বাধ্যতামূলক। (বিশেষ আলোচনার জন্য এন্, এস্, আয়ার রচিত ভারতীয় ট্রাস্ট আইনের পৃঃ ৯৯-১০৫, এস, রাও রচিত রেজিস্ট্রেসন আইন পৃঃ ১৫৮-১৫৯ এবং এম্, সি ভৌমিক রচিত রেজিস্ট্রেসন আইন পৃঃ ৫০-৫১ দেখিতে পারেন)।

(ii) যদিও কোন যৌথ কারবারের পরিসম্পৎ (অ্যাসেট) সম্পূর্ণরূপে বা আংশিক স্থাবর সম্পত্তি হয়, তথাপি সেই যৌথ কারবারের মূলধনের শেয়ার সম্পর্কিত কোন দলিল।

দ্রষ্টব্য ঃ কোম্পানীর শেয়ার বিষয়ক কোন দলিল যদিও কার্যতঃ স্থাবর সম্পত্তি পরোক্ষভাবে হস্তান্তর করে তথাপি ইহার নিবন্ধীকরণ বাধ্যতামূলক নহে। কিন্তু এইরূপ কোন দলিল যদি কারবারের শেয়ার এবং একশত টাকা বা ততোধিক মূল্যের স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর করে তাহা হইলে সেইরূপ দলিল রেজিস্ট্রি করিতে হইবে।

(iii) নিম্নলিখিত ডিবেঞ্চারের ক্ষেত্রেও উপরিলিখিত (১)-উপধারার অন্তর্গত (বি) ও (সি)-দফা প্রযোজ্য নহে—যৌথ কোম্পানীর দ্বারা ইস্যু করা কোন ডিবেঞ্চার বা ঋণপত্র যাহার মাধ্যমে স্থাবর সম্পত্তির উপর কোন অধিকার, স্বত্বাগম বা স্বার্থ-সুবিধা ইত্যাদি সৃষ্টি, জ্ঞাপন, হস্তান্তর, সীমিত বা বিলোপ করিবে না, কিন্তু নিবন্ধীকৃত দলিল যেমন গ্রহীতাকে নিরাপত্তা প্রদান করে সেইরূপ নিরাপত্তার অধিকার দিবে ও এইরূপ নিবন্ধীকৃত দলিলের দ্বারা যৌথ কোম্পানী তাহার স্থাবর সম্পত্তির সামগ্রিক বা আংশিকভাবে অথবা স্থাবর সম্পত্তিজাত কোন স্বার্থ-সুবিধা ট্রাস্টী বা ন্যাসপালের নিকট ঋণপত্র গ্রহীতার মঙ্গলার্থে বন্ধক, সমর্পণ বা অন্যান্য প্রকার হস্তান্তর করে।

দ্রষ্টব্য ঃ ডিবেঞ্চার হইতেছে সেই প্রকার দলিল যাহা ঋণ সৃষ্টি করে অথবা ঋণ স্বীকার করে। ডিবেঞ্চার সম্পর্কে রেজিস্ট্রেসন আইন জটিলতাপূর্ণ। বর্তমানে ইহা স্বীকৃত হইয়াছে যে যদি কোন ডিবেঞ্চার কোন কোম্পানীর স্থাবর সম্পত্তির উপর স্থির অথবা পরিবর্তনশীল দায় (ফিক্সড্ বা ফ্লোটিং চার্জ) সৃষ্টি করে তবে সেইরূপ ডিবেঞ্চার নিবন্ধীকরণ বাধ্যতামূলক। রেজিস্ট্রেসন দুইবার দুইটি আইন অনুসারে করিতে হইবে —ভারতীয় নিবন্ধীকরণ আইন এবং ভারতীয় কোম্পানী আইন।

দফা-(iii) সেই সকল ডিবেঞ্চারের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যে সকল ডিবেঞ্চার নিবন্ধীকৃত কোন ট্রাস্ট দলিলের বলে ইস্যু করা হয়। অর্থাৎ সেই সকল ডিবেঞ্চারের নিবন্ধীকরণ প্রয়োজন হয় না, যে ডিবেঞ্চারের জন্য পূর্বেই কোন ডিবেঞ্চার ট্রাস্ট দলিল নিবন্ধীকৃত হইয়াছে।

(iv) যৌথ কোম্পানী দ্বারা ইস্যুকৃত ডিবেঞ্চার দলিলে পৃষ্ঠলেখ অথবা কোন ডিবেঞ্চার হস্তান্তর পত্র।

(v) যে দলিল একশত টাকা বা ততোধিক মূল্যের কোন স্থাবর সম্পত্তির উপর কোন অধিকার, স্বত্বাগম, স্বার্থ-সুবিধা ইত্যাদি সৃষ্টি, জ্ঞাপন, হস্তান্তর, সীমিত অথবা বিলোপ সাধন করে না কিন্তু কেবলমাত্র অপর একখানি দলিল—যাহা সম্পাদিত হইলে অধিকার, স্বত্বাগম, বা স্বার্থ-সুবিধা ইত্যাদি সৃষ্টি, জ্ঞাপন, হস্তান্তর, সীমিত অথবা

বিলোপ সাধন করিবে সেই দলিল লাভ করিবার অধিকার প্রদান করে সেই প্রকার দলিল।

দ্রষ্টব্য ঃ একটি উদাহরণ সহযোগে উপরিলিখিত দফাটির অর্থ ভালভাবে বুঝিতে পারা যাইবে; আমরা জানি যে স্থাবর সম্পত্তি সংক্রান্ত না-দাবি, পার্টিসান, অথবা বন্ধকনামা ইত্যাদির নিবন্ধীকরণ বাধ্যতামূলক; কারণ, এই সকল দলিল-মূলে অধিকার, স্বত্বাগম ইত্যাদি হস্তান্তরিত বা বিলোপ সাধিত ইত্যাদি হইয়া থাকে। কিন্তু না-দাবি, পার্টিসান ইত্যাদি সম্পর্কিত কোন চুক্তিপত্র বা একরারনামার নিবন্ধীকরণও কি বাধ্যতামূলক?—নিশ্চয় নহে; কারণ উপরের (v)-দফায় বলা হইয়াছে যে এইরূপ চুক্তিপত্র নিবন্ধীকৃত না হইলেও চলিবে; চুক্তিপত্রখানি কোন অধিকার ইত্যাদি হস্তান্তর করে না; উক্ত চুক্তিপত্র অনুসারে ভবিষ্যতে যে না-দাবি, পার্টিসান ইত্যাদি সম্পাদিত হইবে তাহার নিবন্ধীকরণ বাধ্যতামূলক। অনুরূপে বায়নাপত্রের নিবন্ধীকরণও বাধ্যতামূলক নহে যদিও পণের আংশিক টাকা বায়নার সময় প্রদান করা হয়; কারণ, সম্পত্তি হস্তান্তর আইনের (১৮৮২) ৫৪ ধারায় বলা হইয়াছে যে বিক্রয়ের চুক্তিপত্র বা বায়নানামা সম্মতিতে কোন স্বার্থ-সুবিধা বা চার্জ সৃষ্টি করে না। সুতরাং বলা যায় যে একখানি সাধারণ বায়নানামার নিবন্ধীকরণ বাধ্যতামূলক নহে; চার্জযুক্ত বায়নাপত্রের নিবন্ধীকরণ বাধ্যতামূলক। বর্তমানে চার্জযুক্ত বায়নাপত্র অনেক ক্ষেত্রে নিবন্ধীকৃত হইতেছে।

(vi) কোর্টের নির্দেশনামা বা আজ্ঞপ্তি [আদালতের বিচারাধীন নহে এমন কোন স্থাবর সম্পত্তির সম্পর্কে আপস মীমাংসার দ্বারা রচিত আজ্ঞপ্তি বা নির্দেশনামা ব্যতীত] অথবা,

(vii) সরকার কর্তৃক কোন স্থাবর সম্পত্তি অনুদান। অথবা,

(viii) কোন রাজস্ব আধিকারিক কৃত কোন বণ্টননামা নিদর্শনপত্র। অথবা,

(ix) ১৮৭১ সালের অথবা ১৮৮৩ সালের ভূমি উন্নয়ন আইনের অধীনে অনুদত্ত কোলেটারাল সিকুরিটি নিদর্শনপত্র অথবা কোন ঋণ অনুদান সম্পর্কে প্রদত্ত অর্ডার বা নির্দেশপত্র।

(x) ১৮৮৪ সালের কৃষি-ঋণ আইনের অধীনে ঋণ অনুদান সম্পর্কে রচিত নির্দেশপত্র বা ঋণ পরিশোধ সুনিশ্চিত করিবার জন্য লিখিত নিদর্শনপত্র।

(xএ) ১৮৯০ সালের দাতব্য উৎসর্জন আইনের (চ্যারিটেবল এনডাওমেণ্ট আইন) বলে দাতব্য উৎসর্জন সংস্থার কোষাধ্যক্ষকে কোন সম্পত্তি প্রদান করিবার অথবা তাঁহাকে কোন সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত করিবার নির্দেশপত্র।

(xi) কোন মর্টগেজ দলিলের পৃষ্ঠে সামগ্রিক বা আংশিক বন্ধকী-অর্থ প্রদান সম্পর্কে এনডোর্সমেণ্ট বা পৃষ্ঠলেখ এবং মর্টগেজ-মূলে প্রদেয় অর্থ প্রদানের জন্য প্রদত্ত এমন রসিদ যাহা মর্টগেজের বিলোপ সাধন করে না।

(xii) কোন পৌর বা রাজস্ব আধিকারিক দ্বারা সরকারী নিলামে বিক্রীত কোন সম্পত্তি সম্পর্কে ক্রেতাকে প্রদত্ত বিক্রয়ের প্রমাণপত্র।

ব্যাখ্যা ঃ কোন দলিলে বায়না বাবদ অর্থ অথবা ক্রয়মূল্য বাবদ সামগ্রিক বা আংশিক অর্থ প্রদান সম্পর্কে বর্ণনা থাকা সত্ত্বেও সেই দলিল যদি স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের চুক্তিমাত্র হয় তাহা হইলে সেইরূপ চুক্তিপত্র দলিলের নিবন্ধীকরণ বাধ্যতামূলক নহে এবং অতীতেও কখনো এইরূপ দলিলের নিবন্ধীকরণ বাধ্যতামূলক ছিল না।

(৩) কোন উইলের দ্বারা অর্পিত হয় নাই কিন্তু ১৮৭২ খ্রীস্টাব্দের ১লা জানুয়ারীর পর হইতে সম্পাদিত কোন দত্তক পুত্র গ্রহণ করিবার প্রাধিকারপত্রের নিবন্ধীকরণ বাধ্যতামূলক।

দ্রষ্টব্য ঃ স্বামী দলিলের দ্বারা তাঁহার স্ত্রীকে স্বামীর মৃত্যুর পর দত্তক গ্রহণ করিবার প্রাধিকার প্রদান করিয়া থাকেন। দত্তক গ্রহণ করিবার প্রাধিকার মৌখিক বা লিখিত হইতে পারে; উইলের মাধ্যম ব্যতীত অন্য প্রকার দলিলে লিখিত উপরি-উক্ত প্রাধিকারপত্রের নিবন্ধীকরণ বাধ্যতামূলক। দাতার মৃত্যুর পর কার্যকরী হইবে—এই শর্তে স্বতঃপ্রবৃত্ত সম্পত্তি হস্তান্তরকরণই হইতেছে উইল। সেইজন্য উইল নামাংকিত কোন দলিল যদি সম্পত্তি হস্তান্তর সম্পর্কে কোন বিবরণ না প্রদান করিয়া কেবলমাত্র দত্তক গ্রহণ করিবার প্রাধিকার প্রদান করে তাহা হইলে সেইরূপ দলিল নিবন্ধীকরণ বাধ্যতামূলক; তবে দত্তক গ্রহণ করিবার প্রাধিকার যদি কোন প্রকৃত উইলের মাধ্যমে প্রদত্ত হয় তবে সেই দলিলের নিবন্ধীকরণ বাধ্যতামূলক নহে; কারণ উহা মূলতঃ উইল এবং উইলের নিবন্ধীকরণ বাধ্যতামূলক নহে।

দত্তক গ্রহণের প্রাধিকারপত্র এবং দত্তক গ্রহণ-পত্র দুই প্রকারের দলিল; প্রথম প্রকারের দলিল নিবন্ধীকরণ বাধ্যতামূলক; কিন্তু দত্তক গ্রহণ-পত্র রেজিস্ট্রেসন বাধ্যতামূলক নহে। দত্তক গ্রহণ-পত্রে থাকে অতীতে যে দত্তক গৃহীত হইয়াছে তাহার বর্ণনা মাত্র। উইল দাখিলের সময়সীমা নাই; কিন্তু প্রাধিকার পত্রের সময়-সীমা আছে।

পার্টিসান—এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে সম্পত্তি হস্তান্তর আইনে পার্টিসান দলিলের নিবন্ধীকরণ বাধ্যতামূলক কি ঐচ্ছিক সে সম্পর্কে কিছু বলা হয় নাই। বরং মৌখিক পার্টিসান স্বীকৃত হইয়াছে (জিয়াউন্নেসা বনাম মোবারক)। কিন্তু রেজিস্ট্রেসন আইনের ১৭ ধারার বিধান অনুসারে একশত টাকা বা তদূর্ধ্ব মূল্যের স্থাবর সম্পত্তি সংক্রান্ত পার্টিসান দলিলের নিবন্ধীকরণ বাধ্যতামূলক; এই পার্টিসানের

শর্ত সংক্রান্ত মৌখিক সাক্ষ্য এভিডেন্স্ (বা সাক্ষ্য) আইনের ৯১ ধারা দ্বারা নিষিদ্ধ হইয়াছে। সুতরাং স্থাবর সম্পত্তি সংক্রান্ত পার্টিসান দলিলের নিবন্ধীকরণ অবশ্য কর্তব্য। ভূমি সংস্কার আইনের নির্দেশানুসারে পার্টিসান দলিলের সহিত প্রয়োজনীয় নোটিশ দিতে হইবে। ভূমি সংস্কার আইনের পার্টিসান সংক্রান্ত ধারা আলোচনা করুন।

পার্টিসান দলিল সম্পর্কে জটিলতা হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য, আমরা পার্টিসানের বিভিন্ন স্তরভেদ করিতে পারি। তিনটি স্তর যথাক্রমে—স্ট্যাটাসের পৃথকীকরণ, সীমানা সহযোগে সম্পত্তির বিভক্তিকরণ, পক্ষগণের নির্ধারিত অংশের দখলীকরণ। বিনা দলিলে অর্থাৎ মৌখিক চুক্তি দ্বারা তিনটি স্তরের বিষয় কার্যকরী করা সম্ভব। প্রথম ও তৃতীয় স্তর সম্পর্কে লিখিত হইলেও সেই সকল দলিলের নিবন্ধীকরণ বাধ্যতামূলক নহে . কারণ, সম্পত্তিগত পদমর্যাদার (স্ট্যাটাস) বিভক্তিকরণ, এবং নির্ধারিত অংশের দখলীকরণ রেজিস্ট্রেসন আইনের ১৭(১)(বি) ধারার আওতায় আসে না। কেবলমাত্র দ্বিতীয় স্তরের জন্য যেখানে সীমানা সহযোগে সম্পত্তির বিভক্তিকরণ হইয়া থাকে, সেখানে রচিত দলিলের নিবন্ধীকরণ বাধ্যতামূলক। এ প্রসঙ্গে আমাদের সুপ্রিম কোর্ট প্রদত্ত ননীবাঈ বনাম গীতাবাঈ মামলার জাজমেণ্ট সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ (এ, আই, আর ১৯৫৮ এস, সি, ৭০৬)। স্থাবর সম্পত্তির সীমানা সহযোগে পার্টিসান কি সম্পত্তি হস্তান্তর আইনের ৫৩ ধারামতে হস্তান্তর (ট্রান্সফার)? এই প্রশ্ন উঠিয়াছিল ওয়ামান রামকৃষ্ণ বনাম গণপত মহাদেও মামলাতে (এ, আই, আর ১৯৩৬ বম্বে ১০)। এই বিচারে সিদ্ধান্ত হয় যে সম্পত্তি হস্তান্তর আইনের ৫৩ ধারার জন্য স্থাবর সম্পত্তির সীমানা সহযোগে পার্টিসান ট্রান্সফাররূপে গণ্য হইবে। আত্রাবন্নেসা বিবি বনাম সাফাতুল্লা মিঞা মামলার বিচারে আদালত অনুরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন (এ, আই, আর ১৯১৬ কলিকাতা ৬৪৫)। কিন্তু পার্টিসান যে হস্তান্তর নয় এমন জাজমেণ্টও আছে—ইন্দোজি জিয়াজী বনাম রামচারলু (এ, আই, আর ১৯২০, মাদ্রাজ ২০), পোকার বনাম দুলারী (এ, আই, আর ১৯৩০, এলাহাবাদ ৬৮৭)।

যদিও বি, বি, মিত্র মহাশয়ের সম্পত্তি হস্তান্তর সংক্রান্ত পুস্তকে (১৯৮২ সংস্করণ পৃঃ ৪০) উক্ত আইনের ৫ ধারা বিশ্লেষণে লিখিত হইয়াছে যে পার্টিসান ট্রান্সফার নহে, তথাপি পাঁচ ধারার বিশ্লেষণে এবং অধিকাংশ বিচারের রায়ে ইহাই সিদ্ধান্ত হইয়াছে বলা যায় যে পার্টিসান এক প্রকার ট্রান্সফার (সঞ্জীব রাও রচিত রেজিস্ট্রেসন আইন পৃঃ ১৯০ দ্রষ্টব্য)।

আরবান ল্যাণ্ড (সিলিং ও রেগুলেশন) আইনে পার্টিসানকে ট্রান্সফার বিবেচনা করা হয় নাই এই কারণে যে উক্ত আইনে যৌথ মালিকের প্রত্যেকে সমপরিমাণ সম্পত্তির অধিকারী হইতে পারে।

স্বীকৃতিপত্র বা অ্যাডমিশান—কোন স্থাবর সম্পত্তি বিষয়ক স্বীকারপত্রের নিবন্ধীকরণ আবশ্যিক হইবে না যদি উক্ত স্বীকারপত্রে কোন বিশেষ স্থাবর সম্পত্তির টাইটল: অথবা দখল সম্পর্কে স্বীকার উক্তি, অথবা অস্বীকার উক্তি লিখিত থাকে। কোন মামলার নিষ্পত্তি সংক্রান্ত শুলাহনামাতে যদি প্রথম পক্ষ দ্বিতীয় পক্ষের কোন স্থাবর সম্পত্তি সম্পর্কে স্বীকার উক্তি করে তবে উক্ত শুলাহনামা রেজিস্ট্রেসন আইনের ১৭ ধারার আওতায় আসিবে না (গদাধর গোস্বামী বনাম নিধিরাম মোদক—এ, আই, আর ১৯১৯ কলিকাতা ৯১৩)।

তাৎক্ষণিক হস্তান্তরের (প্রেজেণ্ট ডিমাইজ) চুক্তিপত্র—কোন স্থাবর সম্পত্তির টাইট্‌ল্ ইত্যাদি সংক্রান্ত তাৎক্ষণিক হস্তান্তরের চুক্তিপত্রের নিবন্ধীকরণ বাধ্যতামূলক যদি উক্ত স্থাবর সম্পত্তির মূল্য একশত টাকা বা ততোধিক হয় (পুরনগির বনাম ভাওয়ানিগির এ, আই, আর ১৯৫৭, হিমাচল প্রদেশ ১১)।

নিয়োগপত্র—নাবালকের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য এবং উক্ত নাবালকের স্থাবর সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য যে নিয়োগপত্র মূলে অভিভাবক বা গার্জেন নিয়োগ করা হয় সেই নিয়োগপত্রের নিবন্ধীকরণ আবশ্যিক নহে (আমিরুদ্দিন বনাম এস, কে, চেট্টি—১৩ এম, এল, জে ৩০৭)

আপোষনামা—কোন স্থাবর সম্পত্তির ব্যাপারে যে বিরোধ থাকে, সেই বিরোধের নিষ্পত্তি সংক্রান্ত বিষয় লিখিত হয় আপোষনামাতে। ইহার নিবন্ধীকরণ বাধ্যতামূলক। কোন আপোষনামায় যদি পূর্বকৃত স্থাবর সম্পত্তি সংক্রান্ত চুক্তির উল্লেখ থাকে মাত্র, তবে সেরূপ আপোষনামার নিবন্ধীকরণ আবশ্যিক নহে (পিতাম্বর জৈন বনাম উদ্ধব মণ্ডল—১২ সি, ডব্লু, এন ৫৯)।

ইজমেণ্ট পত্র—পথাধিকার এক প্রকার ইজমেণ্ট, (রেজিস্ট্রেসন আইনে ২(৬) ধারাতে পথাধিকারকে স্থাবর সম্পত্তিরূপে বর্ণিত হইয়াছে। সুতরাং, কোন ইজমেণ্টপত্রে লিখিতভাবে পথাধিকার স্বীকার করা হইলে তাহার নিবন্ধীকরণ আবশ্যিক বিবেচিত হইবে (শীতলচন্দ্র বনাম শ্রীমতী এলেন ভিলানী—এ, আই, আর ১৯১৭ কলিকাতা ৬৮১)।

বিনিময় পত্র—দুই পক্ষের মধ্যে স্থাবর সম্পত্তির হস্তান্তরকে বিনিময় বলে। ট্রান্সফার অব প্রপারটি অ্যাক্ট ১৮৮২ ধারা ১১৮ তে বিনিময়ের ডেফিনিশন দেওয়া আছে। যখন দুই পক্ষ তাহাদের স্থাবর সম্পত্তির মালিকানা আপোষে হস্তান্তর করে তখন তাহা বিনিময়রূপে গণ্য হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে অস্থাবর সম্পত্তির পারস্পরিক হস্তান্তরও বিনিময়ের অন্তর্গত। সম্পত্তি হস্তান্তর আইনের ১১৮ ধারাতে লিখিত আছে একটি জিনিসের মালিকানার বদলে অপর একটি জিনিসের মালিকানার হস্তান্তর বিনিময়; কিন্তু ঐ একটি জিনিস অথবা জিনিসদ্বয় কথনই 'অর্থ' হইবে না।
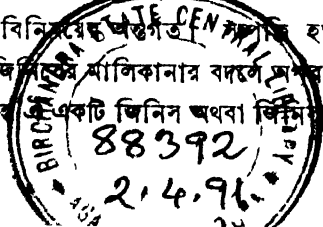
সুতরাং বলিতে পারি একশত টাকার অধিক মূল্যের স্থাবর সম্পত্তির হস্তান্তর সংক্রান্ত বিনিময় পত্রের নিবন্ধীকরণ আবশ্যিক (দলিপ সিং বনাম মুন্সী—এ, আই, আর ১৯১৪, লাহোর ১০৮)।

মোকর্দমা হইতে নিবৃত্ত করিবার শর্তে (কন্‌সিডারেশনে) যদি কোন সম্পত্তি হস্তান্তরিত হয়, তবে তাহা বিনিময়রূপে বিবেচিত হইবে না; কেননা, মোকর্দমা করিবার অধিকার আর স্বামিত্ব বা মালিকানা এক কথা নয় (ভি, জগন্নাথ রাও বনাম মহারাজা আর, কামার—এ, আই আর ১৯২৬, মাদ্রাজ ৫৪৩)।

কোন সম্পত্তির যৌথ মালিক যদি অন্য কোন সম্পত্তির মালিকের সহিত মৌখিক আপোষে সম্পত্তির মালিকানা হস্তান্তরের ব্যবস্থা করে তবে তাহা বিনিময়রূপে বিবেচিত হইবে; এবং নিবন্ধীকরণ ব্যতীত উহা আইনত গ্রাহ্য হইবে না (রাজনারায়ণ বনাম খোবদারী—৫ সি, ডব্লু, এন্ ৭২৪)।

পণ হিসাবে গ্রহীতা যখন কিছু অংশ টাকায় এবং বাকি অংশ তাহার কোন স্থাবর সম্পত্তির মালিকানা শর্তে প্রদান করে, তখন উক্ত দলিল বিনিময়রূপে বিবেচিত হইবে, বিক্রয়রূপে বিবেচিত হইবে না (ফতে সিং বনাম পৃথ্বি সিং—এ, আই, আর ১৯৩০, এলাহাবাদ ৪২৬)।

১৫০০ টাকা মূল্যের বাড়ির দ্বারা ৫০০ টাকা মূল্যের কোন জমির হস্তান্তর হইলে উহা বিনিময়রূপে বিবেচিত হইবে (ইসমাইল শা বনাম সালে মহম্মদ—এ, আই, আর ১৯২৫, লাহোর ৩২৬)।

পারিবারিক বন্দোবস্ত—যদিও আমাদের দেশে পারিবারিক বন্দোবস্ত সংক্রান্ত বিধানাবলী গ্রেট ব্রিটেনের অনুরূপ নহে (পোখার সিং বনাম শ্রীমতী দুলারী কানওয়ার—এ, আই, আর ১৯৩০, এলাহাবাদ ৮০৭) তথাপি বলা যাইতে পারে যে আমাদের দেশে পারিবারিক বন্দোবস্ত সংক্রান্ত বিধানাবলী গ্রেট ব্রিটেনের অনুসরণে গড়িয়া উঠিয়াছে। পরিবারের উপকারার্থে—যেমন পরিবারের সম্পত্তি সংরক্ষণের কারণে পরিবারের শান্তি বা নিরাপত্তা রক্ষার কারণে অথবা মামলা ও বিবাদ এড়াইবার কারণে যখন একই পরিবারভুক্ত ব্যক্তিগণের মধ্যে কোন লেনদেন নিষ্পন্ন হয়, তখন তাহাকে, লর্ড হলসবেরী বলেন, পারিবারিক বন্দোবস্ত আখ্যা দেওয়া হইয়া থাকে (লজ অব ইংল্যাণ্ড—লর্ড হলসবেরী, ভলুম—১৫ পৃঃ ২)।

পরিবারের সম্মান রক্ষার্থে পারিবারিক বন্দোবস্ত হইতে পারে। স্টেপেলটন বনাম স্টেপেলটন, ১৭৩২, তেকবাহাদুর ভুজিল বনাম দেবী সিং ভুজিল—এ, আই, আর ১৯৫৯ আসাম ১০৯)।

পরিবারিক বন্দোবস্ত মৌখিক হইতে পারে। অতীতের মৌখিক বন্দোবস্তের চুক্তি যদি পরবর্তীকালে মেমোরাণ্ডামের আকারে লিখিত হয়, তবে তাহার নিবন্ধীকরণ

আবশ্যিক নহে (টেক বাহাদুর ভুলজীল বনাম দেবী সিং ভুলজীল—এ, আই, আর ১৯৬৬ সুপ্রীম কোর্ট ২৯২)। তবে এই ধরনের বন্দোবস্তে পক্ষগণের পূর্বে সম্পত্তিতে যে স্বত্ব ছিল, লিখিত হইবার পর সেই স্বত্বে হেরফের হয় না। স্বত্বের হেরফের হইলে নিবন্ধীকরণ আবশ্যিক। প্রতি ক্ষেত্রে পক্ষগণের প্রকৃত উদ্দেশ্য কি তাহা লিখিত বক্তব্য হইতে নির্ধারণ করিতে হইবে (মাত্রোহনলাল বনাম নাগেশ্বর প্রসাদ—এ, আই, আর ১৯১৬, আউধ ৩৩৯)। এবং স্ট্যাম্প আইন, রেজিস্ট্রেসন আইন ও সম্পত্তি হস্তান্তর আইনের শর্তাবলী হইতে রেহাই পাইবার জন্য কোন লিখিত বক্তব্যকে পারিবারিক বন্দোবস্তরূপে চালাইবার চেষ্টা গর্হিত (আর, ভি, পাণ্ডে বনাম এন, ভি, পাণ্ডে—এ, আই, আর ১৯৩০ এলাহাবাদ ৪৯৮)।

এই প্রসঙ্গে এভিডেন্স আইনের (১নং ১৮৭২) ৯১ ধারা এবং ৯২ ধারার নির্দেশ স্মরণ করা যাইতে পারে; এভিডেন্স অ্যাক্টের ৯১ ধারায় বলা আছে যে যদি কোন বিষয় দলিলের আকারে লিখিত হয় এবং উক্ত দলিল পরবর্তীকালে সাক্ষ্যদানের নিমিত্ত ব্যবহৃত হয়, তবে উক্ত দলিলের সাক্ষ্য মৌখিক সাক্ষ্য অপেক্ষা শ্রেয়তর বিবেচিত হইবে (সরকার রচিত এভিডেন্স অ্যাক্ট পৃঃ ৭৭৫-৭৭৭ দেখিতে পারেন)। এলাহাবাদ হাইকোর্ট ফুল বেঞ্চে এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে যদি পারিবারিক বন্দোবস্তপত্র দলিলের আকারে লিখিত হয় এবং দলিলে বর্ণিত সম্পত্তির মূল্য একশত টাকা অথবা ততোধিক হয় তবে উক্ত বন্দোবস্তপত্রের নিবন্ধীকরণ আবশ্যিক, কেন না, রেজিস্ট্রেসন আইনের ৪৯ ধারা এবং এভিডেন্স আইনের ৯১ ধারার সুযোগ লইতে হইলে রেজিস্ট্রেসন বিধেয় (ভৌমিক—রেজিস্ট্রেসন আইন পৃঃ ৬৫) (রামগোপাল বনাম তুলসীরাম এ, আই, আর ১৯২৮ এলাহাবাদ ৬৪১)।

এভিডেন্স আইনের ৯২ ধারায় ৪নং প্রোভাইজো এইরূপ নির্দেশ প্রদান করে যে সম্পত্তি সংক্রান্ত কোন চুক্তি হস্তান্তর ইত্যাদি আইনানুসারে লিখিত হইবার নির্দেশ থাকে এবং যদি তাহা প্রচলিত বিধানানুসারে নিবন্ধীকৃত হইয়া থাকে, তবে পরবর্তীকালে উক্ত চুক্তি, হস্তান্তর ইত্যাদি সংক্রান্ত কোন মৌখিক চুক্তি সাক্ষ্যস্বরূপে গ্রহণ করা যাইবে না (সরকার—এভিডেন্স আইন, ১৮৭২ পৃঃ ৮০৪-৮১২)।

মরটগেজ—সম্পত্তি হস্তান্তর আইনের ৫৮ ধারাতে মরটগেজ সম্পর্কে লিখিত আছে যে ইহা এক প্রকার নির্দিষ্ট স্থাবর সম্পত্তির স্বত্বের হস্তান্তর ঋণ পরিশোধের স্বরূপে। উক্ত আইনের ৫৯ ধারায় বলা আছে যে যদি আসল টাকার পরিমাণ একশত টাকা অথবা ততোধিক হয় তবে সেই প্রকার মরটগেজ দলিলের নিবন্ধীকরণ বাধ্যতামূলক; এখানে মরটগেজ দাতা স্বাক্ষর করিবে দুইজন সাক্ষীর সম্মুখে যাহারা উক্ত দলিলে সাক্ষীরূপে স্বাক্ষর করিবেন।

কিন্তু জামিন স্বরূপ টাইটল দলিল জমা দিয়া যে ঋণ গ্রহণ করা হয়, সেইরূপ মরটগেজ মৌখিক হইতে পারে; এবং ইহার নিবন্ধীকরণ বাধ্যতামূলক নহে (গোকুলদাস বনাম ইস্টার্ণ মরগেজ কোম্পানী—১০ সি, ডব্লু, এন ১৭৬)। যে দলিলে সম্পত্তি চার্জ স্বরূপ থাকে, সেই দলিলের নিবন্ধীকরণ বাধ্যতামূলক (শিবরাজ বনাম সন্মুখসুন্দর স্বামী—এ, আই, আর ১৯৪০ মাদ্রাজ ১৪০)। চার্জ এবং মরটগেজের পার্থক্য প্রণিধানযোগ্য। মরটগেজে কোন নির্দিষ্ট স্থাবর সম্পত্তির স্বত্ব (ইন্টারেস্ট) হস্তান্তরিত হয়; চার্জের ক্ষেত্রে এরূপ স্থাবর সম্পত্তির স্বত্ব হস্তান্তরিত হইবার কোন বিশেষ ব্যবস্থা নাই; এমন কি চার্জ গঠন করিতে সম্পত্তি নির্দিষ্ট নাও হইতে পারে। চার্জ ও মরটগেজের মধ্যে কেবলমাত্র আকৃতিগত (ফরম) পার্থক্য নহে, প্রকৃতিগত (সাবস্ট্যান্স্) পার্থক্যও বিদ্যমান (বাপুরাও দজিবা বনাম নারায়ন গোবিন্দকল—১৯৫০ নাগপুর ১১৭)। চার্জ দ্বারা সম্পত্তির উপর অধিকার সৃষ্টি হয়, সম্পত্তির স্বত্বের উপর অধিকার সৃষ্টি হয় না (উত্তমচাঁদ বনাম বাসুদেও—এ, আই, আর ১৯৪৬ নাগপুর [illegible]); সুতরাং, এরূপ চার্জ দলিলের নিবন্ধীকরণ আবশ্যিক রেজিস্ট্রেসন আইনের ১৭ (১) (বি) ধারা মূলে (ইমপিরিয়াল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া বনাম বেঙ্গল ন্যাশানাল ব্যাঙ্ক লিমিটেড—এ, আই, আর ১৯৩১ কলিকাতা ২২৩)।

আমরা জানি মরটগেজ মূলে কোন বিশেষ স্থাবর সম্পত্তির স্বত্ব হস্তান্তরিত হয়, চার্জমূলে এইরূপ কোন সম্পত্তি হইতে ঋণ পরিশোধের অধিকার জন্মে মাত্র। আইনের ভাষায় মরটগেজ হইল এক প্রকার সম্পূর্ণ ও প্রকৃত অধিকার—জাস্ ইন্ রেম; চারজ এক প্রকার অপরিণত ও অসম্পূর্ণ অধিকার—জাস্ এ্যাড রেম।

সম্পত্তি হস্তান্তর আইনের ১০০ ধারাতে চার্জ সম্পর্কে নির্দেশ আছে: ঋণ পরিশোধের নিমিত্ত সম্পত্তি জামিন রাখাই চার্জ; এই ধরনের চার্জের ক্ষেত্রে সিম্পল মরটগেজের সকল বিধান প্রযোজ্য (সম্পত্তি হস্তান্তর আইন দেখিতে পারেন)।

দউল দরখস্ত—দউল দরখস্তনামা দ্বারা রায়ত নির্দিষ্ট হারে খাজনা দিবার অঙ্গীকারে কোন স্থাবর সম্পত্তি ভোগ করিবার কথা সম্পাদন করিলে তাহার নিবন্ধীকরণ আবশ্যিক নহে; কিন্তু এই প্রস্তাব যদি উক্ত স্থাবর সম্পত্তির মালিক গ্রহণ করিয়া সম্পাদন করে তবে উহার নিবন্ধীকরণ আবশ্যিক (সৈয়দ সফদার রাজা বনাম আমজাদ আলী)।

আমলনামা—আমলনামা দ্বারা সম্পত্তির মালিক গ্রহীতা-টেন্যাণ্টকে সম্পত্তি দখলের আজ্ঞা দিয়া থাকে; ইহা এক প্রকার আজ্ঞাপত্র বা পরওয়ানা। সম্পত্তির মালিক বা তাঁহার এজেন্ট এইরূপ আমলনামা সম্পাদন করিবেন; অন্যথা, তাহা আমলনামা হইবে না। প্রকৃত আমলনামার পরে কবুলিয়ত দলিল সম্পাদিত হইয়া থাকে। এরূপ আমলনামা লিজও নয়, লিজের একরারনামাও নহে; সুতরাং, ইহার

নিবন্ধীকরণ আবশ্যিক নহে (লক্ষ্মণচন্দ্র মণ্ডল বনাম উকিম ঢালী—এ, আই, আর ১৯২৪ কলিকাতা ৫৫৮)। অনেক সময় অবশ্য আমলনামা শিরোনামে লিজের সর্বপ্রকার শর্তাবলী লিখিত হয়; তখন ইহা লিজরূপে গণ্য এবং রেজিস্ট্রেসন ব্যতীত, সাক্ষ্য রূপে গৃহীত হইবে না (এলাহি বনাম হুকুম—১৮ সি, ডব্লু, এন্ ৩৮)

লাইসেন্স—ইজমেণ্ট আইন ১৮৮২ এর ৫২ ধারাতে লাইসেন্সের সংজ্ঞা প্রদান করা আছে। যখন দাতা তাহার কোন স্থাবর সম্পত্তিতে এক বা একাধিক গ্রহীতাকে উক্ত স্থাবর সম্পত্তিতে কোন কিছু করিতে নির্দেশ প্রদান করে—যাহা উক্ত নির্দেশ ব্যতীত বেআইনী বিবেচিত হইত—এবং কোন কিছু করিবার অধিকারে উক্ত স্থাবর সম্পত্তিতে কোন প্রকার স্বত্বাগম যদি না হয়, তবে তাহা লাইসেন্স রূপে বিবেচিত হইবে। লাইসেন্স এক প্রকার অনুমতিপত্র মাত্র; ইহা যেকোন সময় প্রত্যাহার করা যাইতে পারে। অনুমতি পত্র রচনার কোন বিশেষ বিধান নাই।

শান্তাবাঈ বনাম বোম্বাই রাজ্য—(এ, আই, আর ১৯৫৮ সুপ্রীম কোর্ট ৫৩২) বিচারে লাইসেন্স সম্পর্কে বলা আছে যে—

(ক) লাইসেন্স চুক্তির দ্বারা ব্যক্তিগত অধিকার স্বীকার করে, যেমন কাহারো সম্পত্তিতে প্রবেশের অধিকার এবং সেখানে কিছু করিবার অধিকার।

(খ) লাইসেন্সের সহিত বিশেষ ধরনের অনুমতি থাকিতে পারে; এরূপ ক্ষেত্রে উক্ত অধিকার প্রফিট এ প্রেনডারের ন্যায় বিবেচিত হইবে। স্থাবর সম্পত্তি হইতে যে উপসত্ব লাভ হয় তাহাকে প্রফিট এ প্রেনডার বলা যাইতে পারে; ইজমেণ্টে স্থাবর সম্পত্তির স্বত্বে অধিকার থাকে; প্রফিট এ প্রেনডারে স্বত্বে কোন অধিকার জন্মে না, কেবলমাত্র উপস্বত্বে অধিকার থাকে (মডার্ন রিয়েল প্রপারটি—চেশায়ার পৃঃ ৪৬৭)। সুতরাং, পাথর খাদ খননের লাইসেন্সে খনিজ পদার্থের লাভ উপস্বত্বের অধিকার অথবা প্রফিট এ প্রেনডার বলা যাইতে পারে।

লীজ এবং লাইসেন্সের মধ্যে পার্থক্য এই যে লীজে স্থাবর সম্পত্তিতে একচেটিয়া ও সংরক্ষিত (এক্‌স্‌ক্লুসিভ) অধিকার প্রদান করা থাকে, লাইসেন্সে এরূপ কোন সংরক্ষিত অধিকার থাকে না (হল্‌স্‌বেরী রচিত লজ অব ইংলণ্ড ২০ খণ্ড পৃঃ ৮, উডফলস রচিত ল অব ল্যাণ্ডলর্ড এ্যাণ্ড টেনাণ্ট পৃঃ ৬) (ইণ্ডিয়ান হোটেল্‌স কোং লিমিটেড বনাম ফিরোজ সোরাবজী—এ, আই, আর ১৯২৩ বোম্বাই ১২৮; গোপালদাস জেঠমল বনাম হায়দ্রাবাদ মিউনিসিপ্যালিটি)। লাইসেন্সের নিবন্ধীকরণ আবশ্যিক নহে।

কৃষি লীজ—সম্পত্তি হস্তান্তর আইনের ১১৭ ধারা দ্বারা কৃষির উদ্দেশ্যে রচিত সকল প্রকার লীজ মৌখিক হইতে পারে (গিরিবালা বনাম দ্বারকা—এ, আই, আর ১৯৩২ কলিকাতা ৭১৫)। সেইজন্য কৃষি লীজ উক্ত আইনের পঞ্চম অধ্যায় এবং

১০৭ ধারার এক্তিয়ারের বাহিরে রাখা হইয়াছে। মৌখিক কৃষি লীজের প্রয়োজন নাই; কিন্তু উক্ত কৃষি লীজ লিখিত হইলে, রেজিস্ট্রেসন আবশ্যিক (আলী হোসেন সেখ বনাম জনাব আলী মণ্ডল—এ, আই, আর ১৯৩৬ কলিকাতা ৭৭০)।

সুতরাং আমরা বলিতে পারি, সম্পত্তি হস্তান্তর আইনের ১১৭ ধারা অনুসারে কৃষি লীজ লিখিত হইবার বাধ্যবাধকতা নাই; মৌখিক চুক্তি দ্বারা কৃষি লীজ কার্যকরী করা যাইতে পারে; এবং যখন মৌখিক চুক্তির দ্বারা কৃষি লীজ কার্যকরী করা হয় তখন নিবন্ধীকরণও আবশ্যিক নহে। কিন্তু কৃষি লীজ যদি লিখিত হয় এবং এক বৎসরের অধিককালের হয় রেজিস্ট্রেসন আইনের ১৭ ধারা অনুসারে উহার নিবন্ধীকরণ বাধ্যতামূলক। এরূপ লীজ নিবন্ধীকৃত না হইলে রেজিস্ট্রেসন আইনের ৪৯ ধারা অনুসারে এবং এভিডেনস আইনের ৯১ ধারা অনুসারে সাক্ষ্য রূপে গৃহীত হইবে না (সীতা মহারাণী বনাম ছেদী মাহাতো—এ, আই আর ১৯৫৫ সু. কো. ৩২৮)।

ধারা ১৮ঃ ঐচ্ছিক নিবন্ধীকরণের দলিল—নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্পর্কিত দলিল এই আইনের দ্বারা নিবন্ধীকৃত হইতে পারে; অর্থাৎ ইহাদের নিবন্ধীকরণ বাধ্যতামূলক নহে—

একশত টাকা অপেক্ষা কম মূল্যের কোন স্থাবর সম্পত্তি উইল এবং দানপত্র ভিন্ন অন্য প্রকার দলিলের দ্বারা কোন কায়েমী বা শর্তসূচক অধিকার, স্বত্বাগম, স্বার্থ-সুবিধা বর্তমানে বা ভবিষ্যতে সৃষ্টি করে, জ্ঞাপন করে, হস্তান্তর করে, সীমিত করে অথবা বিলোপ সাধন করে তাহা হইলে সেইরূপ দলিলের নিবন্ধীকরণ বাধ্যতামূলক নহে।

(বি) (এ)-উপধারায় বর্ণিত বিষয়গুলির জন্য যদি কোন দলিল-মূলে অর্থের আদান-প্রদান হয় তাহা হইলে সেইরূপ দলিলের নিবন্ধীকরণ বাধ্যতামূলক নহে।

(সি) অনধিক এক বৎসরের জন্য স্থাবর সম্পত্তি সম্পর্কিত লীজের এবং যে সকল লীজ ১৭ ধারা অনুসারে নিবন্ধীকরণ হইতে অব্যাহতি পাইয়াছে সেই সকল লীজের নিবন্ধীকরণ বাধ্যতামূলক নহে।

দ্রষ্টব্যঃ সম্পত্তি হস্তান্তর আইনের ১০৭ ধারা অনুসারে লীজের মেয়াদ যত কালেরই হউক না কেন সে লীজের নিবন্ধীকরণ কিন্তু বাধ্যতামূলক। সুতরাং, (সি)-দফা প্রধানতঃ কৃষির উদ্দেশ্যে লীজ প্রদানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

[(সি সি) যদি কোন দলিলের দ্বারা আদালতের কোন আজ্ঞপ্তি, আদেশ বা রোয়েদাদ হস্তান্তরিত হয় এবং যখন ঐরূপ আজ্ঞপ্তি, আদেশ বা রোয়েদাদ একশত টাকা অপেক্ষা কম মূল্যের কোন স্থাবর সম্পত্তিতে কায়েমী বা শর্তসূচক অধিকার, স্বত্বাগম, স্বার্থ-সুবিধা বর্তমানে বা ভবিষ্যতে সৃষ্টি করে, জ্ঞাপন করে, হস্তান্তর করে, সীমিত করে অথবা বিলোপ সাধন করে তাহা হইলে সেই প্রকার একশত টাকা অপেক্ষা কম

মূল্যের স্থাবর সম্পত্তি সম্বন্ধীয় আজ্ঞপ্তি, আদেশ বা রোয়েদাদ নিবন্ধীকরণ বাধ্যতামূলক নহে।]

(ডি) যদি অস্থাবর সম্পত্তি সম্পর্কিত উইল ভিন্ন অন্য কোন প্রকার দলিল কোন অধিকার, স্বত্বাগম অথবা স্বার্থ-সুবিধা সৃষ্টি করে, জ্ঞাপন করে, হস্তান্তর করে, সীমিত করে বা বিলোপ সাধন করে তবে সেইরূপ দলিল নিবন্ধীকরণ বাধ্যতামূলক নহে।

(ই) উইল নিবন্ধীকরণ বাধ্যতামূলক নহে।

দ্রষ্টব্যঃ উইল সম্পর্কে পূর্বে কিছু বলা হইয়াছে। স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তি সম্পর্কিত উইলের নিবন্ধীকরণ বাধ্যতামূলক নহে। উইল বে-আইনীভাবে নিবন্ধীকৃত হইলেও কার্যকরী হইবে। নিরূপণপত্র এবং উইলের মধ্যে পার্থক্য এই যে নিরূপণপত্র সম্পাদন করিবার অব্যবহিত পর হইতেই কার্যকরী হইতে পারে, কিন্তু উইল কার্যকরী হইবে উইল-দাতার মৃত্যুর পরে। উইল করিতে বা উইল রহিত করিতে স্ট্যাম্প মাশুল দিতে হয় না। উইলের ক্ষেত্রে রেজিস্ট্রেসন আইনের ২১ ধারা প্রযোজ্য নহে; অর্থাৎ উইলে সম্পত্তির সম্পূর্ণ বিবরণ না দিলেও চলে। নিবন্ধীকরণের জন্য যে কোন অফিসে উইল দাখিল করা যাইতে পারে।

(এফ্) ১৭ ধারার যে সকল দলিলের নিবন্ধীকরণ বাধ্যতামূলক করা হইয়াছে সেই সকল দলিল ব্যতীত অন্যান্য যে কোন প্রকার দলিল নিবন্ধীকরণ বাধ্যতা-মূলক নহে।

দ্রষ্টব্যঃ ১৮ ধারাতে বলা হইয়াছে, একশত টাকা অপেক্ষা কম মূল্যের সম্পত্তি হস্তান্তর বাধ্যতামূলক নয়। কিন্তু ভূমি সংস্কার আইন (১৯৫৫)-এর ৫ ধারাতে বলা আছে যে কোন রায়ৎ তাহার হোল্ডিং কেবলমাত্র নিবন্ধীকৃত দলিলমূলে হস্তান্তর করিতে পারে।

১৭ ধারা এবং ১৮ ধারাতে যথাক্রমে আবশ্যিক নিবন্ধীকরণ এবং ঐচ্ছিক নিবন্ধী-করণের রূপরেখা প্রদত্ত হইয়াছে। ১৭ ধারার সহযোগী হইতেছে ৪৯-ধারা যেখানে ১৭ ধারার বিধান লঙ্ঘনে কি অসুবিধা হইবে তাহা বর্ণিত হইয়াছে; ১৮ ধারার সহযোগী হইতেছে ৫০ ধারা যেখানে ১৮ ধারার বিধান লঙ্ঘনের ফলাফল লিখিত আছে। ১৮ ধারায় বর্ণিত দলিল নিবন্ধীকৃত না হইলেও সে দলিলের বৈধতা বিনষ্ট হইবে না; তবে ১৮ ধারায় বর্ণিত দলিল যদি নিবন্ধীকৃত হয় তবে উক্ত ধারায় বর্ণিত অনুরূপ অনিবন্ধীকৃত দলিল অপেক্ষা উক্ত নিবন্ধীকৃত দলিল আইনে অগ্রগণ্যতা লাভ করিবে।

এ প্রসঙ্গে সম্পত্তি হস্তান্তর আইন ১৮৮২-এর ৪ ধারা, ৫৪ ধারা, ৫৯ ধারা, ১০৭ ধারা এবং ১২৩ ধারার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাইতেছে; এই ধারাগুলিতে কিছু

কিছু দলিলের নিবন্ধীকরণ আবশ্যিক করা হইয়াছে; কিন্তু সেগুলির রেজিস্ট্রেসন আইনের বিধানানুসারে নিবন্ধীকরণ ঐচ্ছিক; যেহেতু ট্রান্সফার অব প্রপারটি অ্যাক্টে ঐগুলির নিবন্ধীকরণের কথা বলা হইয়াছে সেজন্য ঐসকল দলিল রেজিস্ট্রী করিতে হইবে। সংক্ষেপে ঐ ধারাগুলির বক্তব্য নিম্নে প্রদত্ত হইল:

সম্পত্তি হস্তান্তর আইনের ৪ ধারাতে বলা আছে যে সম্পত্তি হস্তান্তর আইনের যে সকল অধ্যায় এবং ধারাগুলি কোন প্রকার চুক্তি সংক্রান্ত, সেগুলি ভারতীয় চুক্তি আইন ১৮৭২ এর অংশ স্বরূপ বিবেচনা করিতে হইবে।

৫৪ ধারা, প্যারাগ্রাফ ২ এবং ৩ এবং ৫৯, ১০৭ ও ১২৩ ধারা ভারতীয় চুক্তি আইন ১৮৭২-এর অংশস্বরূপ বিবেচনা করিতে হইবে।

সম্পত্তি হস্তান্তর আইনের ৫৪ ধারাতে তিনটি প্যারা—প্রথম প্যারাতে 'বিক্রয়'-এর সংজ্ঞা', দ্বিতীয় প্যারাতে কেমন করিয়া বিক্রয় কার্যকরী হইবে, তৃতীয় প্যারাতে বিক্রয়ের চুক্তি সম্পর্কে লিখিত আছে।

বিক্রয় হইতেছে মূল্যের বিনিময়ে মালিকানার হস্তান্তর; মূল্য বর্তমানে সম্পূর্ণ প্রদান করা যাইতে পারে, মূল্য সম্পূর্ণ ভবিষ্যতে প্রদান করিবার অঙ্গীকারে হইতে পারে, অথবা অংশত প্রদত্ত এবং অংশত অঙ্গীকারাবদ্ধ হইতে পারে। একশত টাকা বা ততোধিক মূল্যের ট্যানজিবল স্থাবর সম্পত্তি অথবা রিভারসান বা অন্যপ্রকার ইনট্যানজিবল জিনিসের হস্তান্তর কেবলমাত্র নিবন্ধীকৃত নিদর্শনপত্রের (ইনস্ট্রুমেণ্ট) মাধ্যমে সম্পন্ন করা যাইবে। একশত টাকার কম মূল্যের ট্যানজিবিল স্থাবর সম্পত্তির হস্তান্তর নিবন্ধীকৃত নিদর্শনপত্র অথবা সম্পত্তি সমর্পণের দ্বারা (ডেলিভারী) সম্পন্ন করা যাইতে পারে।

ট্যানজিবিল স্থাবর সম্পত্তির ডেলিভারী তখনই সম্পন্ন হয় যখন বিক্রেতা ক্রেতাকে অথবা ক্রেতার নিযুক্তককে সম্পত্তিতে দখল প্রদান করে।

পক্ষগণের মধ্যে স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের চুক্তির শর্তাবলীকে বিক্রয়ের চুক্তি বলে।

বিক্রয়ের চুক্তি দ্বারা সম্পত্তিতে কোন প্রকার স্বত্বাগম হয় না বা চার্জ সৃষ্টি হয় না।

সম্পত্তি হস্তান্তর আইনের ৫৯ ধারাতে ঋণ পরিশোধ সংক্রান্ত মরটগেজের কথা বলা আছে। আসল টাকার পরিমাণ একশত টাকা বা ততোধিক হইলে টাইটল দলিল জমা প্রদানে যে মরটগেজ হয় সেই প্রকার মরটগেজ ব্যতীত অন্য প্রকার মরটগেজ কার্যকরী হইবে নিবন্ধীকরণের দ্বারা; এই মরটগেজ দাতা দুইজন সাক্ষীর সম্মুখে স্বাক্ষর করিবেন।

একশত টাকার কম আসল টাকা হইলে, মরটগেজ উক্ত ভাবে নিবন্ধীকরণের দ্বারা কার্যকরী হইতে পারে, অথবা সম্পত্তি ডেলিভারীর দ্বারাও কার্যকরী হইতে পারে।

সম্পত্তি হস্তান্তর আইনের ১০৭ ধারাতে স্থাবর সম্পত্তির লীজের সম্পর্কে লিখিত আছে। বাৎসরিক অথবা বৎসরাধিক অথবা বাৎসরিক খাজনা স্থিরীকৃত স্থাবর সম্পত্তি সংক্রান্ত লীজ কার্যকরী হয় নিবন্ধীকরণের দ্বারা।

স্থাবর সম্পত্তি সংক্রান্ত অন্যান্য প্রকার লীজের কার্যকারিতা নিবন্ধীকরণের দ্বারা অথবা দখল প্রদান সংক্রান্ত চুক্তির দ্বারা সম্পন্ন করা যাইতে পারে।

স্থাবর সম্পত্তি সংক্রান্ত নিবন্ধীকৃত লীজের নিদর্শনপত্র অথবা যেখানে একাধিক নিদর্শনপত্রের মাধ্যমে লীজ কার্যকরী করা হয় সেই সকল নিদর্শনপত্রে লেসর এবং লেসী উভয়েই সম্পাদন করিবে।

রাজ্যসরকার সরকারী গেজেটে বিজ্ঞপ্তির দ্বারা প্রথম প্যারাতে বর্ণিত লীজ ব্যতীত অন্য প্রকার লীজ অনিবন্ধীকৃত নিদর্শনপত্র অথবা মৌখিক চুক্তির দ্বারা সম্পন্ন করিবার নির্দেশ প্রদান করিতে পারে, এরূপ ক্ষেত্রে দখল ডেলিভারী দিবারও প্রয়োজন হয় না।

সম্পত্তি হস্তান্তর আইনের ১২৩ ধারাতে কেমন করিয়া দান কার্যকরী করিতে হইবে সে সম্পর্কে বলা আছে। স্থাবর সম্পত্তির দান কেবলমাত্র নিবন্ধীকৃত নিদর্শনপত্রের মাধ্যমে কার্যকরী হইবে, এই নিদর্শনপত্র দাতা অথবা দাতার তরফে স্বাক্ষরযুক্ত হইবে; এবং উক্ত স্বাক্ষর ন্যূনপক্ষে দুইজন সাক্ষীর দ্বারা প্রত্যয়িত হইবে।

অস্থাবর সম্পত্তির দান উপরিউক্ত ভাবে স্বাক্ষরযুক্ত হইয়া নিবন্ধীকরণের দ্বারা সম্পন্ন হইতে পারে অথবা ডেলিভারীর দ্বারাও সম্পন্ন হইতে পারে।

বিক্রীত পণ্যদ্রব্য যেমন ভাবে ডেলিভারী হয় উক্ত দান ডেলিভারীও অনুরূপ ভাবে হইতে পারে।

ধারা ১৯ঃ রেজিস্টারিং অফিসারের অজানা ভাষায় লিখিত দলিল—কোন দলিল নিবন্ধীকরণের জন্য যথাযথ দাখিল করা সত্ত্বেও যদি সেই দলিলের ভাষা রেজিস্টারিং অফিসারের অজ্ঞাত হয় এবং সেই ভাষা যদি জেলায় সাধারণের ব্যবহৃত ভাষা না হয় তবে উক্ত দলিলের নিবন্ধীকরণ রেজিস্টারিং অফিসার দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হইবে। কিন্তু ঐরূপ দলিল নিবন্ধীকরণের জন্য গ্রহণযোগ্য হইবে যদি ঐ ['দলিলের একটি হুবহু নকল' অংশটি রেজিস্ট্রেসন আইন ১৯৭৮ (পশ্চিমবঙ্গ সংশোধন) বলে নিরসিত হইয়াছে।] দলিলের একটি হুবহু নকল এবং জেলাতে ব্যবহৃত ভাষায় উক্ত দলিলের একটি প্রকৃত অনুবাদ-সহ দলিলখানি দাখিল করা হয়।

দ্রষ্টব্যঃ কিন্তু যদি এমন হয় যে রেজিস্টারিং অফিসারের অজ্ঞাত ভাষায় দলিল লিখিত অথচ ঐ ভাষা জেলার সাধারণ ভাষা তবে সেই দলিল নিবন্ধীকরণের অযোগ্য বিবেচিত হইবে না।

ধারা ১৯ [এ] ঃ অবিকল নকল দাখিল না করিলে নিবন্ধীকরণের জন্য দলিল গৃহীত হইবে না—এই আইনের অন্যত্র অথবা প্রচলিত অন্য আইনে যে কোন প্রকার বিধান থাকা সত্ত্বেও, নিবন্ধীকরণ আধিকারিক নিবন্ধীকরণের জন্য কোন দলিলের দাখিল গ্রহণ করিবেন না, যদি না উক্ত দলিল প্রস্তুত করা হয় এবং দাখিল করা হয় অবিকল নকল সহ সেই নিয়মানুসারে যে নিয়ম এই প্রসঙ্গে প্রণীত হইবে।

দ্রষ্টব্য ঃ এই ধারায় দুই প্রকারের ব্যবস্থার কথা বলা হইয়াছে, প্রথমত, দলিল প্রণয়ন করিবাব জন্য সরকার বিশেষ নিয়ম করিতে পারেন, সরকার দলিল লেখকের জন্য নূতন নিয়ম প্রণয়ন করিয়াছেন। দ্বিতীয়ত, ফাইলিং কপি রুলস প্রণয়ন করিয়া সরকার দলিলের সহিত নকল প্রদানের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

ধারা ২০ ঃ দলিলের তোলাপাঠে লিখন ইত্যাদি—(১) যদি কোন দলিলে ইন্‌টারলাইনেশান (তোলাপাঠে লেখা), ব্ল্যাঙ্ক (শূন্যতা), ইরেজার (ঘষিয়া মুছিয়া ফেলা) অথবা অলটারেশান (পরিবর্তন) থাকে তাহা হইলে সেই ত্রুটিগুলি সম্পাদনকারী স্বাক্ষর দ্বারা প্রত্যয়ন করিবে, অন্যথা, রেজিস্টারিং অফিসার স্ববিচক্ষণায় ঐরূপ দলিল গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিতে পারেন।

(২) কিন্তু উপরিউক্ত কোন প্রকার ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও যদি কোন দলিল রেজিস্টারিং অফিসার রেজিস্টারী করেন তাহা হইলে উক্ত দলিল নকল করিবার সময়ে রেজিস্টার বহিতে দলিলের ইন্‌টারলাইনেশান, ব্ল্যাঙ্ক, ইরেজার অথবা অলটারেশান সম্পর্কে মন্তব্য লিখিয়া রাখিবেন।

ধারা ২১ ঃ সম্পত্তির বর্ণনা, ম্যাপ ও প্ল্যান—(১) স্থাবর সম্পত্তি সংক্রান্ত উইল ভিন্ন অন্য কোন প্রকার দলিলে লিখিত সম্পত্তি সনাক্তকরণের জন্য সন্তোষজনক বিবরণ না থাকিলে উক্ত দলিল নিবন্ধীকরণের নিমিত্ত গ্রহণযোগ্য হইবে না।

(২) শহরাঞ্চলের গৃহ (এই গৃহ যখন দলিল-মূলে বিক্রয় করা হইবে) সম্মুখস্থিত রাস্তার (রাস্তার নাম উল্লেখ করিতে হইবে) উত্তরে কি দক্ষিণে তাহা লিখিতে হইবে, গৃহের অতীত এবং বর্তমান মালিকানার উল্লেখ করিতে হইবে, এবং বাড়ির নম্বর থাকিলে সেই নম্বরও দিতে হইবে।

(৩) অন্যান্য গৃহাদিও অনুরূপে বর্ণিত হইবে :

যদি বাড়ির নাম থাকে তবে বাড়ির নাম এবং যে স্থানে অবস্থিত সেই অঞ্চলের নাম দ্বারা, বাহ্যিক আধেয় দ্বারা, যে সকল রাস্তা এবং সম্পত্তি প্রান্তে অবস্থিত সেই সকল রাস্তা ও সম্পত্তির উল্লেখ দ্বারা, বর্তমান মালিকানার দ্বারা, এবং সম্ভব হইলে সরকারী ম্যাপ বা জরিপের নথিপত্রের উল্লেখ দ্বারা গৃহাদির বর্ণনা দিতে হইবে।

দ্রষ্টব্য ঃ গৃহ বা বাড়ি অর্থে দোকান ঘর, গুদাম ঘর, পণ্যাগার, গোয়াল ঘর অনুরূপ গৃহাদিও ধরিতে হইবে।

(৪) উইল ভিন্ন অন্য কোন প্রকার দলিলে কোন ম্যাপ বা প্ল্যান সংযুক্ত থাকিলে সেই ম্যাপ বা প্ল্যানের প্রকৃত নকল এক কপি না দিলে সেই দলিল গ্রহণযোগ্য হইবে না; একাধিক জেলায় অবস্থিত সম্পত্তি বিষয়ক ম্যাপ বা প্ল্যান সংযুক্ত থাকিলে, যতগুলি জেলায় সম্পত্তি অবস্থিত, ততগুলি ম্যাপ বা প্ল্যানের প্রকৃত নকল দিতে হইবে।

দ্রষ্টব্য ঃ ২১ ও ২২ ধারা যুক্ত করিয়া পাঠ করা বিধেয়। ২২ (২) ধারা হইতে জানিতে পারি যে ২১ (১) এবং ২১ (৪) এর বাধ্যতামূলক আদেশমূলক; এবং ২১ (২) ও ২১ (৩) নির্দেশমূলক; অবশ্য, রাজ্যসরকার ২১ (৩) উপধারাকে নিয়ম করিয়া আদেশমূলক করিতে পারে।

কোন দলিল স্থাবর সম্পত্তি সংক্রান্ত না হইলে ২১ ধারার আওতায় আসিবে না (হোসেন আবদুল রহমান কোং বনাম লক্ষ্মীচাঁদ—এ, আই, আর ১৯২৫ বোম্বাই ৩৪); যথা, একটি দলিল রেজিস্ট্রী করিবার চুক্তিপত্র (তুলকচাঁদ বনাম গকুল, বোম্বাই); স্পেস সাক্সেশানিস সংক্রান্ত মুক্তিপত্র (আবদুল হোসেন বনাম গুলাম, বোম্বাই); [স্পেস সাক্সেশানিস কি? কাহারো মৃত্যু হইলে তাহার সম্পত্তিতে অপরের উত্তরাধিকার হইবার অধিকার হইতেছে স্পেস সাকসেশানিস; ইহা উত্তরাধিকারের সম্ভাবনা মাত্র এবং ইহা হস্তান্তরযোগ্য নহে; সম্পত্তি হস্তান্তর আইনের ধারা ৬ দ্রষ্টব্য]; নাবালক এবং তাহার সম্পত্তির জন্য অভিভাবক নিয়োগপত্র অথবা খাজনা ইত্যাদি আদায়ের জন্য প্রদত্ত মোক্তারনামা (অমিরদন বনাম মুঠুকুমার; কেশভ বনাম কেস্থ, মাদ্রাজ)।

স্থাবর সম্পত্তি সনাক্তকরণের জন্য সম্পত্তির যথাযথ বর্ণনা দিতে হইবে। স্থাবর সম্পত্তি সংক্রান্ত কোন দলিলে যদি উক্ত সম্পত্তি সনাক্তকরণের জন্য যথাযথ নির্দেশ ও বর্ণনা না থাকে, তবে উক্ত দলিলের রেজিস্ট্রেসন উক্ত হস্তান্তরকে সিদ্ধ বা বৈধ করিতে পারে না। এবং পরবর্তীকালে কোন ক্রেতা উক্ত সম্পত্তি ক্রয় করিলে তাহার ক্ষতি হইবে না (বৈজনাথ বনাম শিউ সহায়, কলিকাতা)।

দলিলে সম্পত্তির বর্ণনা যথেষ্ট কিনা তাহা নির্ভর করে প্রতি ক্ষেত্রের বাস্তব ঘটনা বা তথ্যের উপর (ফ্যাক্ট)। সুতরাং, ভুল বর্ণনা, অবর্ণনা অথবা অপ্রতুল বর্ণনা নির্ভর করে বাস্তব তথ্যের উপর (প্রমথ বনাম নগেন্দ্র, কলিকাতা)।

ধারা ২২ ঃ সরকারী ম্যাপ বা জরীপ সাহায্যে বাড়ি-জমির বর্ণনা— (১) রাজ্য সরকারের মতে শহরাঞ্চলের গৃহাদি ব্যতীত অন্যান্য গৃহাদি এবং জমি যদি সরকারী ম্যাপ অথবা নথিপত্র-মূলে বর্ণনা করা সম্ভব হয়, তবে রাজ্য সরকার এই আইনের অধীনে রুল প্রণয়ন করিয়া ২১ ধারার উদ্দেশ্য সাধনের জন্য উক্ত গৃহাদি এবং

জমি সরকারী ম্যাপ অথবা জরিপের নথিপত্র-মূলে বর্ণনা করিবার নির্দেশ দিতে পারেন।

(২) যদি ২২ ধারার (১)-উপধারা-মূলে অন্য কোন প্রকার রুল প্রণয়ন না করা হয় তবে ২১ ধারার (২) এবং (৩)-উপধারায় বর্ণিত শর্তগুলি কোন দলিলে সম্পত্তির বিবরণ প্রদানকালে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পালিত না হইলেও সেই দলিল নিবন্ধীকরণের অযোগ্য হইবে না যদি দলিলে বর্ণিত সম্পত্তির বিবরণ সেই সম্পত্তি সনাক্তকরণের পক্ষে যথেষ্ট হয়।

দ্রষ্টব্য ঃ ২২ ধারার (১)-উপধারা-মূলে রাজ্য সরকার রুল প্রণয়ন করিতে পারে, এই রুলের দ্বারা সম্পত্তির বিবরণ প্রদান সম্পর্কে শর্ত আরোপ করা যাইতে পারে, যদি এমন রুল প্রণীত হয় যে ২১ ধারার (২) এবং (৩)-উপধারার শর্তগুলি পূরণ করিতেই হইবে তাহা হইলে ২১ (২) এবং ২১ (৩)-এর শর্ত পালন না করিলে দলিল গ্রহণযোগ্য হইবে না। ২২ (১)-উপধারা-মূলে যদি কোন রুল প্রণীত না হয় তবে ২১(২) এবং ২১(৩)-এর শর্ত পূরণ না হইলেও ২২(২)-উপধারা-মূলে কোন দলিল নিবন্ধীকরণের জন্য গ্রহণযোগ্য হইবে যদি দলিলে লিখিত সম্পত্তির বর্ণনা সেই সম্পত্তি সনাক্তকরণের পক্ষে যথেষ্ট হয়।

ধারা ২২ [এ] ঃ সরকারী নীতি বিরোধী দলিলের নিবন্ধীকরণ—(১) রাজ্য সবকার সরকাবী গেজেটে বিজ্ঞপ্তির দ্বারা ঘোষণা করিতে পারে যে কোন দলিল অথবা কোন বিশেষ শ্রেণীর দলিল সমষ্টি—যে সম্পর্কে উক্ত নোটিফিকেশনে বিনির্দিষ্ট থাকিবে—সরকারী নীতির (পাবলিক পলিসি) বিরোধী রূপে গণ্য হইবে।

(২) কোন দলিল নিবন্ধীকরণের জন্য দাখিল হইলে রেজিস্টারিং অফিসার পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন যে দলিলখানি উক্ত (১)-উপধারায় কথিত বিজ্ঞপ্তির অন্তর্ভুক্ত কি না; এবং এই উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় সাক্ষ্য প্রমাণাদি হয় পারটি দাখিল করিবে অথবা রেজিস্টারিং অফিসার প্রয়োজনীয় সাক্ষ্য প্রমাণাদি পার্টিকে দাখিল করিতে নির্দেশ দান করিবেন।

(৩) এই আইনে অন্যত্র প্রতিকূল কোন প্রকার নির্দেশ থাকিলেও রেজিস্টারিং অফিসার কোন দলিল অথবা কোন শ্রেণীর দলিল সমষ্টির নিবন্ধীকরণ প্রত্যাখ্যান করিবেন যদি উক্ত দলিলের ক্ষেত্রে (১)-উপধারার বিজ্ঞপ্তি প্রয়োগযোগ্য হয়।

দ্রষ্টব্য ঃ এই ধারাটি রেজিস্ট্রেসন আইন ১৯৮১ (পশ্চিমবঙ্গ সংশোধন) মতে যুক্ত হইয়াছে। বলা নিষ্প্রয়োজন, ইহা কেবল পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে প্রয়োজ্য। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে ১৯৩৮ এর বোম্বে অ্যাক্ট-২৪ দ্বারা উক্ত রাজ্যের জন্য অনুরূপ সংশোধন সন্নিবেশিত আছে।

এই ধারা বলে রেজিস্টারিং অফিসারের নিবন্ধীকরণ প্রত্যাখ্যান করিবার ক্ষমতা বর্ধিত হইয়াছে।

কিন্তু কখন রেজিস্টারিং অফিসার প্রত্যাখ্যান করিবেন, কোন সুস্পষ্ট নির্দেশ নাই, সম্পাদনের তারিখ হইতে চারি মাসের মধ্যে প্রত্যাখানাদেশ প্রদান করিতে হইবে। ৩৬ ও ৩৮ ধারার সুবিধা এ ক্ষেত্রে পাওয়া যাইবে কিনা সন্দেহ। প্রচলিত নিয়মের সংশোধন প্রয়োজন মনে হয়।

চতুর্থ অংশ

দলিল দাখিলের সময়

ধারা ২৩ঃ দলিল দাখিলের সময়—২৪, ২৫ এবং ২৬ ধারার শর্তসাপেক্ষে, উইল ভিন্ন অন্য কোন প্রকার দলিল নিবন্ধীকরণের জন্য গ্রহণযোগ্য হইবে না যদি সেই দলিল উপযুক্ত আধিকারিকের নিকট দলিল সম্পাদনের তারিখ হইতে চারি মাসের মধ্যে দাখিল করা না হয়।

কিন্তু ডিক্রী অথবা অর্ডার যে তারিখে প্রদত্ত হইয়াছে সেই তারিখ হইতে চারি মাসের মধ্যে অথবা যে ক্ষেত্রে উক্ত ডিক্রী বা অর্ডার আপীলযোগ্য সে সকল ক্ষেত্রে চূড়ান্ত ডিক্রী বা অর্ডার প্রদানের দিন হইতে চারি মাসের মধ্যে দাখিল করিতে হইবে।

দ্রষ্টব্য ঃ সাধারণতঃ সম্পাদনের তারিখ হইতে চারি মাসের মধ্যে নিবন্ধীকরণের জন্য দলিল উপযুক্ত রেজিস্টারিং অফিসারের নিকট দাখিল করিতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ, ডিক্রী অথবা অর্ডার যে তারিখে বিচারক দ্বারা স্বাক্ষরিত হয় সেই তারিখ হইতে চারি মাসের মধ্যে দাখিল করিতে হইবে।

'মাস' অর্থে ইংরাজী মাস বুঝিতে হইবে। সম্পাদনের তারিখ হইতে চারি মাস গণনা করিতে হইলে সম্পাদনের তারিখ বাদ দিতে হইবে। ইহা জেনারেল কলজেস অ্যাক্টে 'হইতে' শব্দের যে অর্থ করা হইয়াছে সেই অনুসারে স্থিরীকৃত। দাখিলের শেষ দিন রবিবার ছুটি থাকিলে পরের দিনে দাখিল করা যাইবে। একটি চার্ট সুবিধার জন্য দেওয়া হইল:

চার্ট

সম্পাদনের তারিখ	চারি মাস কাল শেষ হইবার তারিখ
২৭ ফেব্রুয়ারী	২৭ জুন
ফেব্রুয়ারীর শেষ তারিখ	৩০ জুন

সম্পাদনের তারিখ	চারি মাস কাল শেষ হইবার তারিখ
৩১ মার্চ	৩১ জুলাই
২৯ আগস্ট	২৯ ডিসেম্বর
২৯ অক্টোবর	২৮ ফেব্রুয়ারী (লিপইয়ার হইলে ২৯ ফেব্রুয়ারী)
৩০ অক্টোবর	ঐ তারিখ
৩১ অক্টোবর	ঐ তারিখ

দলিল সম্পাদনের তারিখ হইতে চারি মাস উত্তীর্ণ হইবার পর রেজিস্টারিং অফিসার উক্ত দলিল গ্রহণ করেন এবং রেজিস্ট্রী করেন; বিচারে সিদ্ধান্ত হয় রেজিস্টারিং অফিসার তাঁহার অধিক্ষেত্রের বাহিরে কার্য করিয়াছেন; এবং এই ত্রুটি ৮৭ ধারার দ্বারা সংশোধন করা যাইবে না (কেশর ভেঁনকটাপ্পায়া বনাম নয়ানী ভেনকটবঙ্গরাও, মাদ্রাজ)।

২৩ ধারা, ২৪-ধারা অনুসারে দলিল দাখিল না করিয়া যদি কোন বাদী কোন কারণে দলিলখানি আবেদনপত্রের সহিত বিচারালয়ে আবেদন করেন এই মর্মে যে বিচারালয় যেন অবর-নিবন্ধককে দলিলখানি রেজিস্ট্রী করিতে নির্দেশ প্রদান করেন; বিচারালয় বাদীর পক্ষে রায় প্রদান করিলেন; অবর-নিবন্ধক ডিক্রীর নির্দেশানুসারে দলিলখানি রেজিস্ট্রী করিলেন। আপীলে সিদ্ধান্ত হইল, নিম্ন আদালত রেজিস্ট্রেসন আইনের ৭৭-ধারা অনুসারে বাদীর আবেদন গ্রহণ করেন নাই। এবং উক্ত নিবন্ধীকৃত দলিল সাক্ষ্য স্বরূপে গ্রহণ করা যাইবে না (মাখনলাল বনাম কুন্দনলাল)।

দলিলে যে তারিখ থাকে সেই তারিখে দলিলখানি প্রস্তুত করা হইয়াছে এইরূপ সাধারণত বিবেচনা করা হয়, যদিও ইহাকে চূড়ান্ত প্রাকপ্রমাণ (কনক্লুসিভ প্রিসাম্পশান) রূপে গ্রহণ করা চলে না (মীনাকুমারী বনাম বিজয় সিং, এ, আই, আর, ১৯১৬ প্রিভি কাউন্সিল ২৩৮)। কিন্তু রেজিস্ট্রেসন আইনে এমন কোন আবশ্যিক বিধান নাই যাহা দ্বারা দলিল তারিখ যুক্ত করিতে বাধ্য করা যাইতে পারে। নিবন্ধীকরণের জন্য দাখিলীকৃত কোন দলিল বস্তুত কখন সম্পাদিত হইয়াছে সে সম্পর্কে লিখিত বা মৌখিক (ডকুমেণ্টারী বা প্যারল) সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য (চন্দ্রকিশোর বনাম দীনেন্দ্রনাথ, কলিকাতা)। অর্থাৎ, সম্পাদনের তারিখ জানিবার জন্য রেজিস্টারিং অফিসার সাক্ষ্য প্রমাণাদি গ্রহণ করিতে পারেন। এবং ইহা সত্য যে ২৩, ২৪ ধারার জন্য সম্পাদনের তারিখ প্রদর্শন করাইতে না পারিলে দলিলের নিবন্ধীকরণ সম্ভব নয় (জংলী রায় বনাম ঘুরা রায়, কলিকাতা)।

সম্পাদন অর্থে স্বেচ্ছাকৃত সম্পাদন বুঝিতে হইবে; সম্পাদনকারী তাঁহার অপ্রতিবন্ধক সংকল্প দ্বারা (ফ্রি উইল) দলিলে যে স্বাক্ষর করেন তাহাই সম্পাদন।

কোন ক্ষেত্রে বাদী এবং প্রতিবাদীর মধ্যে দীর্ঘকাল ধরিয়া বিবাদ চলিতেছিল ; পরে উভয়কে বাধ্য করান হয় একটি চুক্তি করিতে এবং প্রতিবাদীকে ভয় দেখাইয়া দলিলে স্বাক্ষর গ্রহণ করা হয় ; বিচারালয় এইরূপ সিদ্ধান্তে আসেন যে উক্ত স্বাক্ষর রেজিস্ট্রেসন আইনানুসারে আদৌ সম্পাদন নহে (চন্দ্র কিশোর বনাম দীনেন্দ্রনাথ কলিকাতা)। রেজিস্টারিং অফিসার ভলানটারি সম্পাদন সম্পর্কে প্রশ্নাদি করিতে পারেন ; প্রয়োজনে সাক্ষ্যও গ্রহণ করিতে বাধা নাই ।

নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিবন্ধীকরণের জন্য দলিল দাখিল করিতে না পারিলে, পরবর্তীকালে উক্ত দলিলের কপি অন্য দলিলের সহিত সংযুক্ত করিয়া অথবা অন্য দলিলের মধ্যে পূর্বের অনিবন্ধীকৃত দলিলের প্রসঙ্গ তুলিয়া ঐ দলিলকে পরবর্তী দলিলের অংশরূপে উল্লেখ করিয়া রেজিস্ট্রী করা যাইবে না (শেতারাম বনাম লালা গোপী কৃষ্ণদাস, মাদ্রাজ)।

অপর্যাপ্ত ষ্ট্যাম্প শুল্ক যুক্ত দলিলের দাখিলীকরণ বে-আইনী নয় ; রেজিস্ট্রেসন আইন অথবা ষ্ট্যাম্প আইনের কোথাও উক্তরূপ দলিলের দাখিলীকরণ অবৈধ বলা নাই। রেজিস্টারিং অফিসার দলিলখানি গ্রহণ করিয়া ইম্পাউণ্ড করিবেন (ইম্পাউণ্ড সংক্রান্ত নিয়ম রেজিস্ট্রেসন নিয়মাবলীতে—নিবন্ধ ২৮, ২৯ এবং অন্যত্র লিখিত আছে)। কালেক্টর উপযুক্ত ষ্ট্যাম্প ডিউটি আদায় করিবার জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন। কিন্তু রেজিস্ট্রেসন আইনানুসারে দলিলের প্রেজেনটেশন যথাযথ-ভাবে করা হইয়াছে বুঝিতে হইবে, যদিও রেজিস্ট্রেসনের কাজে কিছু সময় অতিরিক্ত অতিবাহিত হইল (শরমা বনাম জয়েন্নোল্লা, কলিকাতা)। বিচারালয় এমন বিধানও দিয়াছেন যে অপর্যাপ্ত ষ্ট্যাম্প শুল্ক প্রদত্ত দলিলের নিবন্ধীকরণ অসিদ্ধ নহে (বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য বনাম গোবিন্দচন্দ্র দাস, এ. আই. আর ১৯২৯, কলিকাতা ২৩৫)।

এই প্রসঙ্গে বলিতে বাধ্য হইতেছি, পশ্চিমবঙ্গ সরকার রচিত রেজিস্ট্রেসন নিয়মাবলীতে ইমপাউণ্ড সম্পর্কে যে বিধান আছে তাহা সম্পূর্ণ নহে। ষ্ট্যাম্প ডিউটি কম হইলেও যখন নিবন্ধীকরণের জন্য দলিল দাখিল করিতে বাধা থাকিতে পারে না, তখন ৫২ ধারার কার্য অসম্পূর্ণ রাখিয়া দলিল ইমপাউণ্ড করিবার একমাত্র পন্থা হিসাবে রেজিস্ট্রেসন নিয়মে সীমিত করায়, রেজিস্টারিং অফিসারের ক্ষমতা অহেতুক হ্রাস করা হইয়াছে ; এবং একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় রেজিস্ট্রেসন আইনের ৬০ ধারার নির্দেশানুসারে প্রদেয় সারটিফিকেট লিখিত হইবার পূর্বে দলিল ইম্পাউণ্ড করা যাইতে পারে। পদ্ধতি হিসাবে এই অলিখিত দ্বিতীয় পদ্ধতি লিখিত প্রথম পদ্ধতি অপেক্ষা কম শ্রেয়তর নয়।

ধারা ২৩ [এ] : কতকগুলি দলিলের পুনর্নিবন্ধীকরণ—নিবন্ধীকরণ আইনে এই ধারার প্রতিকূল কিছু লিখিত থাকিলেও ২৩ [এ] ধারা নাকচ করা চলিবে

না। নিবন্ধীকরণযোগ্য কোন দলিল নিবন্ধীকরণের জন্য যদি কোন নিবন্ধক বা অবর-নিবন্ধক এমন এক ব্যক্তির নিকট হইতে উক্ত দলিল দাখিল লইয়া রেজিষ্ট্রী করেন যে ব্যক্তি প্রকৃতপক্ষে সেই দলিল দাখিল করিবার যোগ্য নহে তাহা হইলে সেই দলিলের গ্রহীতা যে দিন প্রথম বুঝিতে পারিবেন যে দলিলের নিবন্ধীকরণ আইনানুগ হয় নাই সেইদিন হইতে চারি মাসের মধ্যে উক্ত গ্রহীতা জেলা-নিবন্ধকের নিকট ষষ্ঠ অংশের শর্তানুযায়ী পুনর্নিবন্ধীকরণের জন্য উক্ত দলিলখানি দাখিল করিবেন অথবা উপযুক্ত প্রতিনিধি দ্বারা দাখিল করাইবেন। জেলা-নিবন্ধক যদি নিশ্চিত হন যে সত্যই উক্ত দলিল এমন এক ব্যক্তির দ্বারা দাখিল হইয়াছে যে ব্যক্তি সেই দলিল দাখিল করিবার যোগ্য নহে, তাহা হইলে তিনি উক্ত দলিল পুনর্নিবন্ধীকরণের জন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন; এইরূপ পুনর্নিবন্ধীকরণ এই শর্তে হইবে যে যেন উক্ত দলিল পূর্বে নিবন্ধীকৃত হয় নাই, যেন উপযুক্ত ব্যক্তির দ্বারা দ্বিতীয় বার দাখিল এই আইনের চতুর্থ অংশে বর্ণিত নির্ধারিত সময়ের মধ্যে হইয়াছে। দলিল নিবন্ধীকরণ সংক্রান্ত এই আইনে বর্ণিত সকল শর্তই এইরূপ পুনর্নিবন্ধীকৃত দলিলের উপরও বর্তাইবে এবং যদি এই ধারার শর্তানুসারে পুনর্নিবন্ধীকৃত হয় তাহা হইলে প্রথম নিবন্ধকরণের তারিখ হইতে উক্ত দলিল নিবন্ধীকৃত হইয়াছে এইরূপ ধরিতে হইবে।

অবশ্য অনুবিধি এই যে ১৯১৭ সালের ১২ই সেপ্টেম্বর হইতে তিন মাসের মধ্যে কোন গ্রহীতা যদি এই ধারা তাঁহার দলিলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয় দলিলখানি পুনর্নিবন্ধীকরণের জন্য স্বয়ং বা অন্যের দ্বারা দাখিল করিতে পারেন তা যে কোন সময়েই তিনি জানিয়া থাকুন না কেন যে দলিলখানির নিবন্ধীকরণ অসিদ্ধ।

দ্রষ্টব্য ঃ ···দলিলের গ্রহীতা প্রথম যেদিন বুঝিতে পারিবেন···উপরের ধারায় লিখিত এই অংশটির ব্যাখ্যা প্রয়োজন।

'দলিলের গ্রহীতা' অর্থে নিবন্ধীকরণ আইনের ৩২ এবং ৪০ ধারায় যে সকল ব্যক্তির নাম করা হইয়াছে তাহাদের সকলকেই বুঝিতে হইবে; ৩২ এবং ৪০ ধারা পাঠ করুন।

"প্রথম যেদিন বুঝিতে পারিবেন" ইহার অর্থ সুস্পষ্ট নহে; কোন বিচারের রায়ে এইরূপ মত প্রকাশ করা হইয়াছে যে বিশেষ ক্ষেত্র ব্যতীত সাধারণতঃ 'গ্রহীতা'র বক্তব্যই সত্য বলিয়া মানিয়া লইতে হইবে, দ্বিতীয়তঃ, 'গ্রহীতা' যে তারিখের কথা তাহার বক্তব্যে উল্লেখ করিবে নিবন্ধক যেন তাহা অবিশ্বাস না করেন, অর্থাৎ, নিবন্ধক বক্তব্যে উক্ত তারিখ সত্য রূপে মানিয়া লইলে আইনের উদ্দেশ্য সফল হইল জানিতে হইবে। নিবন্ধকই এক্ষেত্রে স্বয়ং বিচার করিয়া সন্তুষ্ট হইবেন; দেওয়ানী আদালতের ইহা বিচার্য নহে। আবার, অনেক ক্ষেত্রে বাস্তব অবস্থা অনুসারে দিন বা তারিখ সাব্যস্ত করিতে হইবে। কোন একটি মামলার কথা ধরুন। এই মামলা সংক্রান্ত কোন দলিলের নিবন্ধীকরণ বিচারকারী আদালত-সিদ্ধ বলিয়া ঘোষণা করিল; কিন্তু

উক্ত রায়ের বিরুদ্ধে আপীল হওয়ায় আপীল আদালত রায় দিল যে উক্ত দলিলের নিবন্ধীকরণ অসিদ্ধ। এ ক্ষেত্রে আপীল আদালতের দ্বারা রায় প্রদানের তারিখ হইতে চারি মাস গণনা করিতে হইবে। বলা নিষ্প্রয়োজন যে 'অন্যের' দ্বারা অর্থে আইনগ্রাহ্য অন্য ব্যক্তির কথা বলা হইয়াছে ; এই তৃতীয় ব্যক্তির রেজিস্ট্রেসন আইন অনুসারে দলিল দাখিল করিবার আইনতঃ ক্ষমতা থাকা প্রয়োজন।

২৩ [এ] ধারাস্থ অনুবিধির সুবিধা যাঁহারা লাভ করেন তাঁহাদের প্রথম জানিবার দিন সম্পর্কে কোন প্রকার আইনের নিষেধাজ্ঞা নাই, অর্থাৎ গ্রহীতা যে কোন সময়ে অবগত হইয়া থাকিতে পারেন, সে বিষয়ে নিবন্ধকের জানিবার কোন কিছু নাই।

ধারা ২৪ : একাধিক সম্পাদনকারীর ভিন্ন সময়ে দলিল সম্পাদন—যদি কোন দলিলে একাধিক সম্পাদনকারী থাকে এবং সম্পাদনকারীগণ ভিন্ন ভিন্ন তারিখে সম্পাদন করেন তাহা হইলে সেইরূপ নিবন্ধীকরণ এবং পুনর্নিবন্ধীকরণের জন্য প্রত্যেক সম্পাদনকারীর দ্বারা দলিল সম্পাদনের তারিখ হইতে চারি মাসের মধ্যে দাখিল করা যাইবে।

দ্রষ্টব্য : ২৪ ধারা অনুসারে একখানি দলিল নিবন্ধীকরণের জন্য একাধিকবার দাখিল করা যাইতে পারে। ধরুন, একখানি বিক্রয় কোবালা দলিলে তিনজন বিক্রেতা আছে ; তাহারা একত্রে দলিলখানি সম্পাদন করিয়া নিবন্ধীকরণের জন্য হাজির হইতে পারিল না, প্রথম বিক্রেতা দলিলখানি সম্পাদন করিয়া দাখিল করিল ; দলিলখানি নিবন্ধীকরণের জন্য গৃহীত হইল, দলিলখানির নিবন্ধীকরণ সমাপ্ত হইবার পর দ্বিতীয় এবং তৃতীয় বিক্রেতা সেই দলিলখানি পুনরায় সম্পাদন করিয়া পুনর্নিবন্ধীকরণের জন্য দাখিল করিতে পারে এবং দাখিল করিবার জন্য তাহারা সম্পাদনের তারিখ হইতে চারি মাস সময় পাইবে।

ধারা ২৫ : অনিবার্য কারণবশতঃ দলিল দাখিল করিতে বিলম্ব হইলে ব্যবস্থা—(১) যদি জরুরী প্রয়োজন অথবা অপরিহার্য দুর্ঘটনা হেতু ভারতে সম্পাদিত কোন দলিল, ডিক্রী বা অর্ডার পূর্ব বর্ণিত সময়ের মধ্যে (অর্থাৎ সম্পাদনের তারিখ হইতে চারি মাসের মধ্যে) নিবন্ধীকরণের জন্য দাখিল করা সম্ভব না হয়, তাহা হইলে যে সকল ক্ষেত্রে দলিল দাখিল করিতে বিলম্ব চারি মাসের অধিক নহে সেই সকল ক্ষেত্রের জন্য নিবন্ধক নির্দেশ দিতে পারেন যে ঐরূপ দলিল নিবন্ধীকরণের জন্য গ্রহণ করা যাইতে পারে। অবশ্য, নিবন্ধীকরণযোগ্য করিতে হইলে জরিমানাও দিতে হইবে ; এই জরিমানা উক্ত দলিলে ধার্যযোগ্য রেজিস্ট্রেসন ফিস্-এর দশ গুণের অধিক হইবে না।

(২) নিবন্ধকের নিকট হইতে উক্ত নির্দেশ পাইবার প্রত্যাশায় অবর-নিবন্ধকের নিকট দরখাস্ত করা যাইতে পারে ; অবর-নিবন্ধক এইরূপ দরখাস্ত প্রাপ্ত হইবামাত্র

তাহা সেই নিবন্ধকের নিকট প্রেরণ করিবেন তিনি (অবর-নিবন্ধক) যে নিবন্ধকের অধীনে আধিকারিক।

দ্রষ্টব্য ঃ সম্পাদনের তারিখ হইতে চারি মাসের মধ্যে দলিল দাখিল করিতে না পারিলে এই ধারার সাহায্যে আরো চারি মাস সময় পাওয়া যাইতে পারে। এই অধিক সময় প্রদান করিবার ক্ষমতা জেলা-নিবন্ধকের ; এই ক্ষমতা নিবন্ধক স্ববিবেকে ব্যবহার করিবেন। নিবন্ধক চারি মাসের অধিক সময় প্রদান করা যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিলে দলিল গ্রহণ করিতে নির্দেশ দিবেন ; তবে তিনি জরিমানা ধার্য করিতে বাধ্য ; এই জরিমানা কখনো উচিত রেজিস্ট্রেসন ফিস্‌-এর দশ গুণের অধিক হইবে না।

বিলম্বের জন্য সময় প্রার্থনা করিয়া দরখাস্ত সরাসরি নিবন্ধকের নিকটও করা যাইতে পারে। দরখাস্তের মধ্যে কি জন্য সম্পাদনের তারিখ হইতে চারি মাসের মধ্যে দলিল দাখিল করা সম্ভব হয় নাই তাহার কারণ দর্শাইতে হইবে ; 'জরুরী প্রয়োজন' অথবা 'অপরিহার্য দুর্ঘটনা' সম্পর্কে দরখাস্তে বিবৃত করিয়া নিবন্ধককে সন্তুষ্ট করিতে হইবে। নিবন্ধক দরখাস্ত পাঠে সন্তুষ্ট না হইলে বিলম্বের জন্য সময় নাও দিতে পারেন।

প্রসংগত উল্লেখ করা যাইতে পারে যে লিমিটেশন অ্যাক্টের ধারা-৫, এবং রেজিস্ট্রেসন আইনের ধারা-২৫ এক প্রকার। ২৫-ধারা বলে নিবন্ধক বিলম্ব প্রমার্জন করেন (কনডোন করেন) এবং লিমিটেশন অ্যাক্টের ৫-ধারা মূলে বিচারালয় অনুরূপ বিলম্ব প্রমার্জন করিয়া থাকেন।

বিলম্বহেতু দরখাস্ত সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিবন্ধক স্ববিবেকে স্থির করিবেন ; এখানে তাঁহার সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত। তাঁহার উত্তরবর্তী অথবা কোন দেওয়ানী আদালত নিবন্ধকের স্ববিবেক চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত সম্পর্কে প্রশ্ন করিতে পারেন না (খান মহম্মদ বনাম আবদুল গফ্‌ফর খান ; দুর্গা সিং বনাম মথুরা সিং, এলাহাবাদ)।

রেজিস্টারিং অফিসার ভুলক্রমে দলিল দাখিলের নির্ধারিত সময় উত্তীর্ণ হইবার পরে দলিলখানি গ্রহণ করিয়া রেজিস্ট্রী করিলে সেই নিবন্ধীকরণ আইনের দৃষ্টিতে বাতিল (ভয়েড) (মহম্মদ ইয়াইয়া আলী শা বনাম সরদার আলী শা ; এ, আই, আর ১৯৩৯, লাহোর ২৯২)।

রেজিস্ট্রারের নির্দেশে অবর-নিবন্ধক ২৫ ধারার আবেদন অগ্রাহ্য করিলে, পারটি ৭২ ধারা অনুসারে রেজিস্ট্রারের নিকট আপীল করিতে পারিবেন ; ৭২ ধারামতে সুবিচার না পাইলে পারটি ৭৭ ধারার সুযোগ লইতে পারিবেন।

ধারা ২৬ ঃ ভারতের বাহিরে সম্পাদিত দলিল—যদি কোন দলিল সকল অথবা সকলের মধ্যে কয়েক জন সম্পাদনকারীর দ্বারা ভারতের বাহিরে সম্পাদিত হয়

এবং সম্পাদনের তারিখ হইতে চারি মাসের মধ্যে উক্ত দলিল নিবন্ধীকরণের জন্য দাখিল না করা হয় তাহা হইলে রেজিস্টারিং অফিসার নিম্নলিখিত শর্তগুলি সম্পর্কে সন্তুষ্ট হইলে উচিত রেজিস্ট্রেসন ফিস্ গ্রহণ করিয়া উক্ত দলিল নিবন্ধীকরণের জন্য গ্রহণ করিতে পারেন।

(এ) দলিলখানি যে ভারতের বাহিরে সম্পাদিত হইয়াছিল সে সম্পর্কে রেজিস্টারিং অফিসারকে সন্তুষ্ট করিতে হইবে।

(বি) দলিলখানি যে ভারতে আগমনের দিন হইতে চাবি মাসের মধ্যে রেজিস্ট্রেসনের জন্য দাখিল করা হইয়াছে সে সম্পর্কেও রেজিস্টারিং অফিসারকে সন্তুষ্ট করিতে হইবে।

দ্রষ্টব্য ঃ উক্ত দলিল কিন্তু জরিমানা প্রদান করিয়া ২৫ ধারামতে বিলম্বের কারণ দর্শাইয়া আরো চারি মাস সময় পাইবে না। উক্ত দলিল ভারতে অনুপ্রবেশের পর হইতে তিন মাসের মধ্যে ষ্ট্যাম্প যুক্ত করা যাইবে (ষ্ট্যাম্প আইন ১৮৯৯, ১৮ ধারা)।

রেজিস্টারিং অফিসার, দলিল ভারতে প্রবেশের তারিখ সম্পর্কে স্ববিবেকে সন্তুষ্ট হইবেন, রেজিস্টারিং অফিসার কি কারণে প্রবেশের তারিখ সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হইয়াছেন তাহা কোন দেওয়ানী আদালত প্রশ্ন করিতে পারেন না।

ধারা ২৭ ঃ উইল নিবন্ধীকরণের জন্য অথবা আমানতের জন্য যে কোন সময় দাখিল করা যাইতে পারে। উইল আমানতের (ডিপজিটের) নিয়ম পরে লিখিত হইয়াছে।

দ্রষ্টব্য ঃ উইলই একমাত্র দলিল যাহার দাখিল করিবার সময় সীমাবদ্ধ নহে। সম্পাদনের তারিখ হইতে যে কোন সময় উইল দাখিল করা যাইতে পারে।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে দত্তক গ্রহণের প্রাধিকারপত্রের সময়-সীমা কিন্তু অন্যান্য দলিলের ন্যায় নির্দিষ্ট, উইলের ন্যায় প্রাধিকারপত্রের সময় সম্পর্কিত কোন সুবিধা নাই (রাজা কেশর ভেংকটপায়া বনাম রাজা নয়নী ভেংকটরঙ্গরাও, মাদ্রাজ)।

উইলের নিবন্ধীকরণ বাধ্যতামূলক নহে।

রেজিস্ট্রেসন আইনের ২১ ধারার বিধান উইলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নহে।

উইল যে কোন স্থানের রেজিস্টারিং অফিসারের নিকট দাখিল করা যাইতে পারে।

সীল কভারে উইল রেজিস্ট্রেসন অফিসে জমা (ডিপজিট) রাখা যায়, কিন্তু উহা নিবন্ধীকরণ নহে (আবদুল রেজাক বনাম আমীর হালদার, কলিকাতা)

পঞ্চম অংশ

নিবন্ধীকরণের স্থল

ধারা ২৮ঃ স্থাবর সম্পত্তি সংক্রান্ত দলিল নিবন্ধীকরণের স্থান—এই অংশে ভিন্ন প্রকারে কিছু লিখিত না থাকিলে, ১৭ (১)-উপধারার (এ), (বি), (সি), (ডি) এবং (ই) দফায় এবং ১৭ (২)-উপধারায় বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি সম্পর্কিত দলিল এবং ১৮ ধারার (এ), (বি), (সি) এবং (সিসি) দফায় উল্লিখিত দলিল নিবন্ধীকরণের জন্য কেবলমাত্র সেই অবর-নিবন্ধকের অফিসে দাখিল করিতে হইবে যাঁহাব উপজেলায় (এলাকার মধ্যে) দলিলে বর্ণিত সমগ্র সম্পত্তি অথবা আংশিক সম্পত্তি অবস্থিত।

দ্রষ্টব্য ঃ স্থাবব সম্পত্তি বিষয়ক কোন দলিল রেজিস্ট্রী করিতে হইলে সম্পত্তি যে অবর-নিবন্ধকের এলাকাব অবস্থিত সেই অবর-নিবন্ধকের অফিসে দলিলখানি রেজিস্ট্রী করিতে হইবে। অন্যথা, নিবন্ধীকরণ সিদ্ধ হইবে না। ২৮ ধারা অমান্য করিলে ৮৭ ধারাব দ্বারাও সংশোধিত হইবার সম্ভাবনা নাই। স্থাবর সম্পত্তি যদি দুই বা ততোধিক অবব-নিবন্ধকের উপজেলায় অবস্থিত হয়, তাহা হইলে যে কোন একজন অবর-নিবন্ধকের অফিসে ঐরূপ সম্পত্তি বিষয়ক দলিল রেজিস্ট্রী করা যাইতে পারে। তবে এই ধাবার সুযোগ লইয়া অনেকে নিকটতম রেজিস্ট্রেসন অফিসে ভিন্ন এলাকার সম্পত্তি সম্পর্কিত দলিল নিবন্ধীকরণের জন্য উক্ত নিকটতম রেজিস্ট্রেসন অফিসের এলাকাধীন অপ্রকৃত বা মিথ্যা কোন সম্পত্তির উল্লেখ করিয়া দলিল নিকটতম অবর-নিবন্ধকের অফিস হইতে রেজিস্ট্রী করান। এইরূপ পন্থা যে আইনতঃ সিদ্ধ নহে তাহা একাধিক বিচাবে প্রমাণিত হইয়াছে (মহম্মদ খাজা বনাম মোনাপ্পা ১৯৫৩ এ, আই, আর ২৮০, হায়দ্রাবাদ)

কোন দলিলে বর্ণিত স্থাবব সম্পত্তির কিছু অংশ ভারতে অবস্থিত এবং অবশিষ্ট অংশ ভাবতের বাহিবে অবস্থিত হইলেও সেইরূপ দলিলের নিবন্ধীকবণ ভারতে সম্ভব।

তবে, ভারতে অবস্থিত সম্পত্তির নিবন্ধীকরণ আইনের দৃষ্টিতে কার্যকরী জানিতে হইবে।

২৮ ধারার বিধান অনুধাবন করিয়া বিচারালয় এই সিদ্ধান্ত লইয়াছেন যে উপযুক্ত রেজিস্ট্রেসন অফিসে দলিল দাখিল কারবার মূলতঃ দায়িত্ব দাখিলকারকের (শিউদয়াল বনাম হরিরাম, এলাহাবাদ)।

অধিকাংশ বিচারের রায়ে এইরূপ সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে দলিলের দাতা গ্রহীতা উভয়ে প্রতারণার ব্যাপারে যুক্ত না থাকিলে, দলিলেব নিবন্ধীকরণ বাতিল হইবে

না। দাতা ছলনার আশ্রয় লইয়া গ্রহীতার অজ্ঞাতে কোন সম্পত্তি হস্তান্তরের উদ্দেশ্যে দাতার সুবিধামত রেজিস্ট্রেশন অফিসে দলিলখানি রেজিস্ট্রী করিবার জন্য উক্ত অফিসের এলাকাভুক্ত কিছু সম্পত্তির বিবরণ দানে দলিলখানি রেজিস্ট্রী করাইলে উহা পরবর্তীকালে নাকচ হইবে না (যশোদা কাউর বনাম জনক মিশির,এ, আই, আর, ১৯২৫, পাট ৭৮৭)

'আংশিক সম্পত্তি' অর্থে 'বেশি সম্পত্তি' বিবেচনা করিবার কারণ নাই। 'আংশিক সম্পত্তি'র অর্থ উদার ও সহজ ভাবে করিতে হইবে (হরিরাম বনাম শেওদয়াল ; দলচাঁদ বনাম লাহিড়ী ; এলাহাবাদ)।

ধারা ২৯ : অন্য দলিল নিবন্ধীকরণের স্থান—(১) ২৮ ধারায় যে সকল দলিলের উল্লেখ করা হইয়াছে সেই সকল দলিল ব্যতীত এবং ডিক্রী বা অর্ডারের কপি ব্যতীত অন্যান্য যে কোন প্রকার দলিল নিবন্ধীকরণের জন্য দাখিল করা হয় সেই অবর-নিবন্ধকের অফিসে যাঁহার এলাকার মধ্যে উক্ত দলিল সম্পাদিত হইয়াছে ; অথবা দলিলের দাতা এবং গ্রহীতাগণের ইচ্ছানুযায়ী রাজ্য সরকারের অধীনস্থ যে কোন অবর-নিবন্ধকের অফিসে দাখিল করা যাইতে পারে।

(২) যে অবর-নিবন্ধকের এলাকার মধ্যে মূল ডিক্রী বা অর্ডার প্রকাশিত হয় সেই অবর-নিবন্ধকের নিকট উক্ত ডিক্রী বা অর্ডারের কপি নিবন্ধীকরণের জন্য দাখিল করিতে হইবে ; অথবা, যদি ডিক্রী বা অর্ডার স্থাবর সম্পত্তি সম্পর্কিত না হয়, তাহা হইলে ডিক্রী বা অর্ডারের গ্রহীতাগণের ইচ্ছানুযায়ী রাজ্য সরকারের অধীনস্থ যে কোন অবর-নিবন্ধকের অফিসে উক্ত ডিক্রী বা অর্ডারের কপি নিবন্ধীকরণের জন্য দাখিল করা যাইবে।

দ্রষ্টব্য : স্থাবর সম্পত্তি সম্পর্কিত ডিক্রী বা অর্ডারের কপি একাধিক অবর-নিবন্ধকের অফিসে নিবন্ধীকরণের জন্য দাখিল করা যাইতে পারে , যে অবর-নিবন্ধকের এলাকার মধ্যে ডিক্রী বা অর্ডার প্রদানকারী কোর্ট অবস্থিত সেই অবর-নিবন্ধকের অফিসে উক্ত ডিক্রী বা অর্ডারের কপি নিবন্ধীকরণের জন্য দাখিল করা যায় ; আবার উক্ত ডিক্রী বা অর্ডার যে অবর-নিবন্ধকের এলাকাস্থিত স্থাবর সম্পত্তি সম্পর্কিত, সেই অবর-নিবন্ধকের অফিসেও উক্ত ডিক্রী বা অর্ডারের কপি নিবন্ধীকরণের জন্য দাখিল করা যাইবে ; পার্টি সুবিধামত যে কোন এক অফিসে নিবন্ধীকরণের জন্য ডিক্রী বা অর্ডারের কপি দাখিল করিতে পারেন।

ধারা ৩০ : নিবন্ধক দ্বারা রেজিস্ট্রেসনের বিশেষ ব্যবস্থা—(১) কোন নিবন্ধক, তাঁহার স্ববিবেকে সেই সকল দলিল নিবন্ধীকরণের জন্য দাখিল লইতে পারেন যে সকল দলিল উক্ত নিবন্ধকের অধীনস্থ অবর-নিবন্ধকগণ রেজিস্ট্রী করিতে

পারেন। (অর্থাৎ জেলা নিবন্ধক জেলাস্থিত যে কোন অঞ্চলের সম্পত্তি সম্পর্কিত দলিল নিবন্ধীকরণের জন্য দাখিল লইতে পারেন।)

(২) প্রেসিডেন্সী শহরের নিবন্ধক এবং দিল্লী জেলার নিবন্ধক ২৮ ধারায় বর্ণিত যে কোন প্রকার দলিল নিবন্ধীকরণের জন্য দাখিল লইতে পারেন। এইরূপ দলিল ভারতের যে কোন অংশে অবস্থিত সম্পত্তি বিষয়ক হইতে পারে।

দ্রষ্টব্য ঃ কলিকাতা, বোম্বাই এবং মাদ্রাজ—এই তিনটি শহরকে প্রেসিডেন্সী শহর বলা হয়।

'দিল্লী জেলার নিবন্ধক' অংশটি ১৯৬৯ সালে রচিত ভারতীয় রেজিস্ট্রেসন আইন (সংশোধন) এর ধারা ২ [বি] অনুসারে যুক্ত হইয়াছে। ১৯৪৮ এর অ্যাডাপটেশন ও অরডার বলে লাহোর জেলার নিবন্ধক অংশটি ৩০ (২) ধারা হইতে নিরসিত হইয়াছে।

৩০ (১) ধারায় লিখিত রেজিস্ট্রার অর্থে ৭-ধারা বলে প্রাধিকৃত সাবরেজিস্ট্রারও ধরিতে হইবে (যোগেশ্বর নারায়ন বনাম রায় রাধা, কলিকাতা)

৩০ (১) ধারা অনুসারে জেলা নিবন্ধক স্ববিবেকে (ডিসক্রিশন) জেলাস্থিত সম্পত্তি সংক্রান্ত দলিল গ্রহণ করিতে পারেন।

যদিও বিচারের রায়ে (কুকাজি বনাম বাসন্তী লাল, এ, আই, আর ১৯৫৫, এম, বি ৯৩) স্থিরীকৃত হইয়াছে যে স্ববিবেক ব্যবহার সম্পর্কে নিবন্ধককে কোন লিখিত কারণ দর্শাইতে হইবে না, তথাপি অনুমিত হয়, ডিসক্রিশন একসারসাইজ (স্ববিবেক ব্যবহার) সম্পর্কে লিখিত যুক্তি সংরক্ষণ বিধেয়। কেননা, স্ববিবেকের কাজ সাধারণত বিচারিক পদ্ধতিতে (জুডিসিয়াল প্রসেস) সম্পন্ন করা হইয়া থাকে। বিনা কারণে, আবেদনকারীর আবেদন স্ববিবেকে নাকচ করিবার অধিকার থাকিলেও, উক্ত ক্ষমতা প্রয়োগের ঔচিত্য সম্পর্কে প্রশ্ন করা এবং ন্যাচারাল জাসটিসের বিধান লংঘন করা হইয়াছে এইরূপ বিবেচনা করা অসঙ্গত নহে।

ঢাকা এবং লাহোর জেলার নিবন্ধকের ৩০ (২) ধারার ক্ষমতা আছে (১৯৫০ এর পাক রেজিস্ট্রেসন সংশোধন আইন ৬৯)।

ধারা ৩১ ঃ আবাসে নিবন্ধীকরণ ব্যবস্থা।—সাধারণতঃ এই আইনের অধীনে কোন দলিল নিবন্ধীকরণ অথবা দলিল আমানত সেই আধিকারিকের অফিসে করিতে হইবে যিনি নিবন্ধীকরণ অথবা আমানতের জন্য উক্ত দলিল গ্রহণ করিতে প্রাধিকৃত হইয়াছেন।

অবশ্য, কোন ব্যক্তি যদি দলিল নিবন্ধীকরণের জন্য তাঁহার আবাসে উক্ত দলিল দাখিল করিতে অথবা কোন উইল আমানত দিতে ইচ্ছা করেন তাহা হইলে উপরিউক্ত আধিকারিককে বিশেষ কারণ দর্শাইলে আধিকারিক সেই ব্যক্তির আবাসে গমন

করিয়া নিবন্ধীকরণের জন্য দলিল গ্রহণ করিতে অথবা আমানতের জন্য উইল লইতে পারেন।

দ্রষ্টব্য ঃ 'বিশেষ কারণ'-এর পর্যাপ্তি সম্পর্কে বিবেচনা করিবেন রেজিস্টারিং অফিসার স্বয়ং। কোন আদালত তাঁহার সিদ্ধান্ত সম্পর্কে কৈফিয়ত তলব করিতে পারিবে না (ইসাক মহম্মদ বনাম খাতিজা বাঈ, বোম্বাই)। পার্টি দরখাস্তে যে বিশেষ কারণের উল্লেখ করিবেন তাহা পাঠ করিয়া রেজিস্টারিং অফিসার সন্তুষ্ট হইলেই হইল ; রেজিস্টারিং অফিসার সন্তুষ্ট না হইলে তিনি পার্টির প্রার্থনা না-মঞ্জুর করিতে পারেন। সুতরাং মনে রাখিবেন উচিত কারণ না দর্শাইতে পারিলে বা কোন কারণ না দর্শাইলে রেজিস্টারিং অফিসার কোন ব্যক্তির গৃহ ইত্যাদিতে যাইয়া নিবন্ধীকরণের জন্য দলিল দাখিল লইবেন না।

যেহেতু ৩১ ধারায় অত্যধিক জরুরী অবস্থার জন্য ব্যবস্থা করা আছে, সেজন্য কোন রেল স্টেশন, আদালত গৃহ, ট্রেনের মধ্যে, অ্যামবুলেন্স কার, চলতি পথ ইত্যাদিতেও নিবন্ধীকরণের জন্য দলিল রেজিস্টারিং অফিসারের নিকট দাখিল করা যাইতে পারে (উদয়ভান সিং বনাম বাসদেও সিং, এ, আই, আর ১৯২০, আউধ ১৬০)।

কোন ব্যক্তি তাঁহার গৃহে গমন করিয়া দলিল দাখিল লইবার প্রার্থনা জানাইলে রেজিস্টারিং অফিসারকে স্বয়ং যাইতে হইবে। দলিল দাখিল লইবার জন্য তিনি কোন কমিশনার প্রেরণ করিতে পারেন না।

ষষ্ঠ অংশ

নিবন্ধীকরণের জন্য দলিল দাখিল

ধারা ৩২ ঃ দলিল নিবন্ধীকরণের জন্য দাখিলকারী—৩১, ৮৮ এবং ৮৯ ধারায় বর্ণিত কেসগুলি ব্যতীত, এই আইনের অধীনে নিবন্ধীকরণের জন্য (নিবন্ধীকরণ আবশ্যিক বা ঐচ্ছিক—যাহাই হউক না কেন) প্রত্যেক দলিলই যথাযথ রেজিস্ট্রেসন অফিসে দাখিল করিতে হইবে—

(এ) দলিলের দাতা অথবা গ্রহীতার দ্বারা ; ডিক্রী অথবা অর্ডারের কপির ক্ষেত্রে গ্রহীতার দ্বারা ; অথবা,

(বি) উক্ত ব্যক্তিদিগের প্রতিনিধি বা অ্যাসাইনের (রিপ্রেজেন্টেটিভ বা অ্যাসাইনের) দ্বারা ; অথবা,

(সি) উক্ত ব্যক্তিগণ বা প্রতিনিধি বা অ্যাসাইনের নিযুক্তকের (এজেন্টের) দ্বারা ; নিযুক্তক মোক্তারনামা দ্বারা প্রাধিকৃত হইলে দলিল দাখিল করিতে পারিবেন ;

মোক্তারনামা কি-প্রকারে সম্পাদন এবং প্রমাণীকরণ করিতে হইবে তাহা পরবর্তী ধারাতে বর্ণিত হইয়াছে।

দ্রষ্টব্য ঃ অ্যাসাইন অর্থাৎ যাহাকে কোন সম্পত্তি অথবা অধিকার হস্তান্তর করা হয় সেই ব্যক্তি। দলিলের দাতা অথবা গ্রহীতা অ্যাসাইনকে নিবন্ধীকরণের জন্য দলিল দাখিল করিবার ক্ষমতা প্রদান করিতে পারে। ধরুন, রাম যদুর অনুকূলে একখানি বন্ধকনামা সম্পাদন করিল; যদু তখন উক্ত বন্ধকনামাজাত তাহার অধিকার মধুর অনুকূলে হস্তান্তর করিল (অর্থাৎ অ্যাসাইন করিল)। এই অধিকার প্রাপ্ত হওয়ায় মধু উক্ত বন্ধকনামা নিবন্ধীকরণের জন্য দাখিল করিতে পারে।

উপরিলিখিত ধারা হইতে আমরা জানিতে পারি নিবন্ধীকরণের জন্য কোন্ কোন্ ব্যক্তি দলিল দাখিল করিতে পারেন। সুবিধার জন্য, নামগুলি বিশদভাবে নিম্নে প্রদত্ত হইল :

(১) দলিল সম্পাদনকারী বা দাতা, বা (২) দাতার প্রতিনিধি অথবা অ্যাসাইন ; বা, (৩) দাতা, অথবা দাতার প্রতিনিধি অথবা দাতার অ্যাসাইনের নিযুক্তক (এজেণ্ট) ; বা, (৪) দলিলের গ্রহীতা, বা, (৫) গ্রহীতার প্রতিনিধি অথবা অ্যাসাইন ; বা, (৬) গ্রহীতা, অথবা গ্রহীতার প্রতিনিধি, অথবা গ্রহীতার অ্যাসাইনের নিযুক্তক।

কেবলমাত্র সাবালক ব্যক্তি দলিল দাখিল করিতে পারিবে; নাবালক দলিল দাখিল করিতে পারে না।

রেজিস্ট্রেসন আইনে দলিল দাখিল করিবার ব্যাপারে কঠোর ব্যবস্থা করা হইয়াছে প্রতারণা নিবারণের উদ্দেশ্যে। দলিলের সহিত যাহার প্রত্যক্ষ সম্পর্ক আছে সেই ব্যক্তি মাত্র দলিল দাখিল করিতে পারিবে (মধু মোল্লা বনাম বাবোনসা কারিকর, এ, আই, আর কলিকাতা ৫৬৫)।

লর্ড বাকমাস্টার প্রিভি কাউন্সিলে একটি বিচারে মন্তব্য করেন যে দলিল দাখিলীকরণ একটি তথ্যগত বিষয়, ইহাতে আনুষ্ঠানিক পদ্ধতির অবকাশ নাই।

দাখিলীকরণ সম্পর্কে কয়েকটি উদাহরণ প্রদত্ত হইল :—

(ক) একজন মহিলা ডুলিতে করিয়া রেজিস্ট্রেসন অফিসে আসিলেন, পরদানশীন বলিয়া তাঁহার পিতা দলিলখানি নিবন্ধকের নিকট অর্পন করিলে পরদানশীন মহিলা দলিলের সম্পাদন ও মূল্য প্রাপ্তির কথা নিবন্ধকের নিকট স্বীকার করেন; যদিও পিতার ৩৩ ধারা অনুসারে কোন মোক্তারনামা ছিল না, তথাপি উক্ত প্রেজেনটেশন বৈধ (বিলাইতি বেগম বনাম ফজ হোসেন খান, এলাহাবাদ)।

(খ) কোন মরটগেজরের উপস্থিতিতে তাহার কর্মচারী অবর-নিবন্ধকের নিকট একখানি মরটগেজ দলিল দাখিল করিলেন, মরটগেজর দলিলের সম্পাদন ইত্যাদি

স্বীকার করিলেন। উক্ত প্রেজেনটেশন বৈধ (কর্তা কিশান বনাম হরনারায়ন চাঁদ, এলাহাবাদ)।

(গ) একজন পরদানশীন মহিলা রেজিস্ট্রেসন অফিসের বাহিরে গাড়িতে বসিয়া ছিলেন ; তাঁহার স্বামী একখানি দলিল লইয়া অবর-নিবন্ধকের নিকট জমা দিলেন ; অবর-নিবন্ধক দলিলখানি সম্পর্কে অফিসের বাহিরে আসিয়া পরদানশীন মহিলাকে জিজ্ঞাসাবাদ করিলেন ; মহিলা দলিলের সম্পাদন ইত্যাদি স্বীকার করিলেন ; অবর-নিবন্ধক সন্তুষ্ট হইবার পর দলিলে লিখিলেন, উক্ত মহিলা দলিলখানি দাখিল করিয়াছেন ; বিচারে সিদ্ধান্ত হয় দলিলখানি যথাযথ দাখিল করা হইয়াছিল (চৌধারী বার্ক রেজা বনাম শ্রীমতী আকবরী, এ, আই, আর ১৯৪০, আউধ ১৫২)।

ধারা ৩৩ : ৩২ ধারার জন্য স্বীকৃত মোক্তারনামা—(১) ৩২ ধারার প্রয়োজনে কেবলমাত্র নিম্নলিখিত মোক্তারনামাগুলি গ্রাহ্য হইবে :

(এ) যদি মোক্তারনামাদাতা মোক্তারনামা সম্পাদন করিবার সময়ে ভারতের মধ্যে এমন কোন অঞ্চলে বসবাস করেন, যে অঞ্চলে এই রেজিস্ট্রেসন আইন বলবৎ, তাহা হইলে মোক্তারনামাদাতা যে জেলায় বা উপজেলায় বসবাস করেন সেই জেলার বা উপজেলার নিবন্ধক বা অবর-নিবন্ধকের সম্মুখে যে মোক্তারনামা সম্পাদন করেন এবং যাহা নিবন্ধক বা অবর-নিবন্ধক দ্বারা প্রমাণীকৃত (অথেনটিকেটেড) হয় সেই প্রকার মোক্তারনামা।

দ্রষ্টব্য : প্রমাণীকৃত মোক্তারনামা নিবন্ধক বা অবর-নিবন্ধকের সম্মুখে সম্পাদন করিতে হইবে। অবশ্য, যে সকল মোক্তারনামা কমিশন দ্বারা প্রমাণীকৃত তাহা সহি-সম্পাদন করিয়া অপর ব্যক্তির দ্বারা দাখিল করা চলে ; অথবা আবাসেও দাখিল করা চলে। প্রমাণীকৃত মোক্তারনামা-মূলে সম্পাদিত দলিল নিবন্ধক বা অবর-নিবন্ধকের অফিসে দাখিল করা যায়। মোক্তারনামা প্রমাণীকৃত না হইলে সেই মোক্তারনামা-বলে অপর কোন সম্পাদিত দলিল দাখিল করা যায় না। প্রমাণীকৃত মোক্তারনামা এবং নিবন্ধীকৃত মোক্তারনামার পার্থক্য প্রণিধানযোগ্য। নিবন্ধীকৃত মোক্তারনামার বলে প্রিন্সিপাল দ্বারা সম্পাদিত দলিল নিবন্ধীকরণের জন্য দাখিল করা যায় না। নিবন্ধীকৃত মোক্তারনামা ৪নং রেজিস্টার বহিতে নকল হইয়া থাকে ; প্রমাণীকৃত মোক্তারনামার কোন নকল থাকে না। ইহার একটি সারাংশ রেজিস্টারিং অফিসার রেজিস্টার বহিতে লিখিয়া রাখেন। একই মোক্তারনামার অবশ্য প্রমাণীকরণ এবং নিবন্ধীকরণ—দুইই হইতে পারে। এ সম্পর্কে পরে আলোচিত হইয়াছে। মোক্তারনামা আবার দুই প্রকারের হইয়া থাকে ; যথা, খাসমোক্তারনামা এবং আমমোক্তারনামা। খাসমোক্তারনামায় মোক্তারকে একটি মাত্র কার্য করিবার

ক্ষমতা প্রদান করা থাকে, আম্‌মোক্তারনামায় মোক্তারকে একাধিক কার্য করিবার ক্ষমতা প্রদান করা থাকে।

(বি) যদি মোক্তারনামাদাতা মোক্তারনামা সম্পাদন করিবার সময়ে ভারতের এমন কোন অঞ্চলে বসবাস করেন যে অঞ্চলে এই আইন বলবৎ নয়, তাহা হইলে মোক্তারনামাদাতা কোন ম্যাজিস্ট্রেটের সম্মুখে মোক্তারনামাখানি সম্পাদন করিবেন এবং ম্যাজিস্ট্রেট উহা প্রামাণিক করিবেন।

(সি) যদি মোক্তারনামাদাতা মোক্তারনামা সম্পাদন করিবার সময়ে ভারতের বাহিরে অবস্থান করেন, তাহা হইলে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের মধ্যে যে কোন একজনের সম্মুখে মোক্তারনামাখানি সম্পাদন করিতে হইবে; এবং যাঁহার সম্মুখে মোক্তারনামাখানি সম্পাদিত হইবে তিনিই উহা প্রামাণিক করিবেন।

লেখ্য প্রামাণিক (নোটারি পাবলিক); আদালত; বিচারক; বাণিজ্যদূত (কন্‌সাল); উপ-বাণিজ্যদূত (ভাইস্‌-কন্‌সাল) অথবা কেন্দ্রীয় সরকারের কোন প্রতিনিধি।

অবশ্য, নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে এই ধারার (এ) ও (বি)-দফার শর্ত পূরণার্থে মোক্তারনামা সম্পাদন করিবার জন্য কোন রেজিস্ট্রেসন অফিসে বা কোন বিচারালয়ে হাজির হইতে হইবে না—

(i) যে সকল ব্যক্তি দৈহিক অক্ষমতা হেতু রেজিস্ট্রেসন অফিসে অথবা বিচারালয়ে মারাত্মক অসুবিধা বা ঝুঁকি ব্যতীত হাজির হইতে পারেন না;

(ii) দেওয়ানী অথবা ফৌজদারী বিধানানুসারে যে সকল ব্যক্তি জেলে আবদ্ধ;

(iii) যে সকল ব্যক্তি সশরীরে কোর্টে হাজির হইবার দায় হইতে বিধিসংগত-ভাবে মুক্ত।

[ব্যাখ্যা—এই উপধারায় ভারত অর্থে জেনারেল কলজেস অ্যাক্ট ১৮৯৭ এর (৩) ধারার অন্তর্গত (২৮) কলজে যেরূপ অর্থ করা আছে, সেরূপ বুঝিতে হইবে।]

(২) উপরিলিখিত প্রত্যেক ব্যক্তির ক্ষেত্রে নিবন্ধক, অবর-নিবন্ধক অথবা শাসক (ম্যাজিস্ট্রেট) যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে মোক্তারনামা সম্পাদনকারীর দ্বারা স্বেচ্ছায় সম্পাদিত হইয়াছে তাহা হইলে উক্ত আধিকারিক মোক্তারনামাদাতাকে অফিসে অথবা কোর্টে হাজির হইবার দায় হইতে অব্যাহতি দান করিয়া মোক্তারনামাখানির সম্পাদন প্রত্যয়ন (অ্যাটেস্ট) করিতে পারেন।

(৩) মোক্তারনামার স্বতঃপ্রবৃত্ত সম্পাদন সম্পর্কে সাক্ষ্য-প্রমাণাদি লইবার জন্য নিবন্ধক, অবর-নিবন্ধক অথবা শাসক স্বয়ং মোক্তারনামাদাতার আলয়ে অথবা মোক্তারনামাদাতা যদি কোন কারাবাসে অন্তরীণ থাকেন তবে কারাবাসে গমন

করিতে পারেন এবং মোক্তারনামাদাতাকে পরীক্ষা করিতে পারেন ; অথবা, নিবন্ধক, অবর-নিবন্ধক বা শাসক মোক্তারনামাদাতাকে পরীক্ষা করিবার জন্য কমিশন ইস্যু করিতে পারেন।

(৪) এই ধারায় বর্ণিত মোক্তারনামা যদি পূর্ব বর্ণিত রীতিতে সম্পাদিত এবং প্রমাণীকৃত হয় তবে আর অতিরিক্ত প্রমাণ ব্যতীতই উক্ত মোক্তারনামা প্রদর্শন মাত্রে উহার সত্যতা প্রতিপাদিত হইবে।

দ্রষ্টব্য ঃ ৩৩ ধারায় রচিত মোক্তারনামা, দাতা যে অঞ্চলে বসবাস করেন, সেই অঞ্চলের জন্য নিযুক্ত আধিকারিকের নিকট মোক্তারনামাখানি অথেনটিকেট করাইতে হইবে। বসবাস (রিসাইড) শব্দটির ব্যাখ্যা এই আইনে প্রদত্ত হয় নাই। কিন্তু বিচারের রায়ে এইরূপ সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে বসবাস অর্থে স্থায়ী বসবাস এবং অস্থায়ী বসবাস উভয়ই হইবে (শরৎচন্দ্র বনাম বিজয়চাঁদ মহতাব, এ, আই, আর ১৯৩৭ প্রিভি কাউন্সিল ৪৬)।

যে গৃহে মোক্তারনামাদাতা বসবাস করেন, সে গৃহের মালিক হইবার বাধ্যবাধকতা নাই (কিশোরচন্দ্র সিংদেও বনাম গনেশ প্রসাদ ভগত, এ, আই, আর ১৯৫৪, সুপ্রীম কোর্ট ৩১৬)

বসবাসের স্থান অবশ্য আকস্মিক অবস্থানের স্থান অথবা অবসর বিনোদনের স্থান হইতে পৃথক। স্থানটি বসবাসের জন্য অথবা আকস্মিক অবস্থানের জন্য কিনা তাহা নির্ভর করে পারিপার্শ্বিক প্রমাণাদির উপর ; এবং বাস্তব তথ্যের উপর ভিত্তি করিয়া সিদ্ধান্ত লইতে হইবে।

সিভিল প্রসিডিওর কোড, ১৯০৮ এর ২০ ধারায় 'বসবাস' শব্দের যে অর্থ গ্রহণ করা হয় এক্ষেত্রেও তদনুরূপ বুঝিতে হইবে (রাম কুবের বনাম হরচরণ, এলাহাবাদ)। 'বসবাস' শব্দটি 'নিবেশ' শব্দ (ডোমিসিল, ডোমিসাইল) হইতে পৃথক।

৩৩ ধারার অনুবিধির (প্রোভাইজো) ক্ষেত্রগুলি ব্যতীত, বিধান এই যে দাতা মোক্তারনামা রেজিস্টারিং অফিসারের সম্মুখে সম্পাদন করিবেন এবং আধিকারিক তাহা অথেনটিকেট করিবেন। দাতা সম্পাদন শুধুমাত্র স্বীকার করিলে চলিবে না ; তাঁহাকে রেজিস্টারিং অফিসারের সম্মুখে সম্পাদন করিতে হইবে (সুলতান আহমদ বনাম সিরাজুল, এলাহাবাদ)। তবে পরদানশীন মহিলা যদি পরদার পশ্চাতে রেজিস্টারিং অফিসারের সম্মুখে (উপস্থিতিতে) মোক্তারনামা স্বাক্ষর করেন, তবে তাহা আইনত সিদ্ধ (সুলতান আহমদ বনাম গওহর, এলাহাবাদ)।

মোক্তারনামা অথেনটিকেশনের জন্য কোন বিশেষ ফর্‌ম্‌ ব্যবহারের আইনে বিধান নাই (সুলতান আহমদ বনাম গওহর বেগম, এ, আই, আর, ১৯৪০, এলাহাবাদ ১০৮)।

নিবন্ধীকৃত মোক্তারনামার জন্য পরবর্তীকালে কোন পৃথক প্রমাণের প্রয়োজন হয় না কেননা, ভারতীয় এভিডেন্স্ আইনের (৩) ধারায় বর্ণিত কোর্ট অর্থে রেজিস্টারিং অফিসারও কলিকাতা প্রভৃতি হাইকোর্টের সিদ্ধান্ত অনুসারে কোর্টরূপে বিবেচিত হইবে (কৃষ্টনাথ বনাম ব্রাউন, সালিমাতুল বনাম কৈলাশপতি, কলিকাতা ; যামা বনাম গোবিন্দ, বোম্বাই)। ভিন্ন সিদ্ধান্তও অবশ্য আছে। আগ্রহী পাঠক সরকারের এভিডেন্স্ গ্রন্থ দেখিতে পারেন (ত্রয়োদশ সংস্করণ পৃঃ ২১-২৪)।

ধারা ৩৪ : রেজিস্ট্রেসনের পূর্বে রেজিস্টারিং অফিসারের অনুসন্ধান— (১) এই অংশের এবং ৪১, ৪৩, ৪৫, ৬৯, ৭৫, ৭৭, ৮৮ ও ৮৯ ধারার বিধানাধীনে এই আইনের বলে কোন দলিল নিবন্ধীকৃত হইবে না যদি দলিল সম্পাদনকারীগণ অথবা তাঁহাদের প্রতিনিধিগণ, অ্যাসাইন অথবা নিযুক্তকগণ ২৩, ২৪, ২৫ এবং ২৬ ধারার অধীনে দলিল দাখিল করিবার জন্য যে সময় প্রদান করা হইয়াছে সেই সময়ের মধ্যে রেজিস্টারিং অফিসারের নিকট হাজির না হন।

অবশ্য অনুবিধি এই যে, জরুরী প্রয়োজন অথবা অপরিহার্য দুর্ঘটনা হেতু যদি সকল সম্পাদনকারী সময়মত হাজির হইতে না পারেন তবে যে সকল ক্ষেত্রে হাজির হইবার বিলম্বের কাল চারি মাসাধিক নহে সেই সকল ক্ষেত্রে জেলা-নিবন্ধক নির্দেশ দিতে পারেন যে উপযুক্ত রেজিস্ট্রেসন ফিসের অনধিক দশ গুণ জরিমানা প্রদান করিলে উক্ত দলিল নিবন্ধীকৃত হইতে পারে। (২৫ ধারা মতে প্রদেয় জরিমানার সহিত এই জরিমানার কোন সম্পর্ক নাই ; নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে দলিল দাখিল না করিলে এবং সম্পাদন স্বীকারের জন্য হাজির না হইলে উভয় জরিমানাই দিতে হইবে।)

(২) ৩৪ (১)-উপধারা মতে সম্পাদনকারীগণ এক সময়ে অথবা ভিন্ন ভিন্ন সময়ে হাজির হইতে পারেন।

(৩) সম্পাদনকারীগণ হাজির হইলে রেজিস্টারিং অফিসার নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্পর্কে অনুসন্ধান করিয়া জানিবেন ; (এ) সম্পাদনকারীগণ সত্য সত্যই দলিল সম্পাদন করিয়াছেন কিনা তাহা রেজিস্টারিং অফিসার জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া জানিবেন ;

(বি) দলিল সম্পাদন করিয়াছেন বলিয়া যে সকল ব্যক্তি তাঁহার সম্মুখে হাজির হইবেন তাঁহাদের পরিচয় সম্পর্কে জানিয়া তিনি সন্তুষ্ট হইবেন ;

(সি) প্রতিনিধি, অ্যাসাইন অথবা নিযুক্তক রূপে কোন ব্যক্তি হাজির হইলে তাঁহার উক্ত অধিকারের যোগ্যতা সম্পর্কে জ্ঞাত হইয়া রেজিস্টারিং অফিসার সন্তুষ্ট হইবেন।

(৪) ৩৪ (১)-উপধারার অনুবিধি অনুসারে নির্দেশ লাভ করিবার জন্য (নিবন্ধকের

নির্দেশের জন্য) দরখাস্ত অবর-নিবন্ধকের নিকট পেশ করা যাইতে পারে ; অবর-নিবন্ধক বিলম্ব না করিয়া উক্ত দরখাস্ত তাঁহার ঊর্ধ্বতন নিবন্ধকের নিকট প্রেরণ করিবেন।

(৫) এই ধারার কোন শর্তই ডিক্রী অথবা অর্ডার-এর কপির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না।

দ্রষ্টব্য ঃ দলিল দাখিল করিতে বিলম্ব হইলে ২৫ ধারা মতে সময় প্রার্থনা করা যাইতে পারে ; সম্পাদনকারী হাজির হইতে বিলম্ব করিলে ৩৪ (১)-এর অনুবিধি অনুসারে সময় প্রার্থনা করা যাইতে পারে। যে কোন একটি দলিল ২৫ ধারার এবং ৩৪ (১) অনুবিধির সুবিধা ভোগ করিতে পারে।

৩৪ (৩)-উপধারা অনুসারে রেজিস্টারিং অফিসার যে অনুসন্ধান করিবেন তাহা সীমাবদ্ধ ; তিনি শুধু জানিবেন সম্পাদনকারী সম্পাদন স্বীকার করে কি না। সম্পাদনের বিষয়ে কোনরূপ সাক্ষ্য রেজিস্টারিং অফিসার গ্রহণ করিতে পারেন না। সম্পাদনকারী ভুল ধারণার বশবর্তী হইয়া অথবা তাঁহার নিকট দলিলের বিষয়বস্তু ভ্রমপূর্ণ বর্ণনা করায় তিনি দলিল সম্পাদন করিয়াছেন কি না সে সকল বিষয়ে রেজিস্টারিং অফিসার কোন অনুসন্ধান করিতে পারেন না। পণের বাবদ অর্থ যথাযথ প্রদান করা হইয়াছে কি না সে বিষয়েও রেজিস্টারিং অফিসার কোন অনুসন্ধান করিতে পারেন না।

রেজিস্ট্রেসন আইনে 'সম্পাদন' শব্দটির ব্যাখ্যা প্রদত্ত হয় নাই। ষ্ট্যাম্প আইনে 'সম্পাদন' অর্থে 'স্বাক্ষর' লিখিত হইয়াছে ; অর্থাৎ দলিল স্বাক্ষরিত হইলে সম্পাদিত হইয়াছে বুঝিতে হইবে। রেজিস্ট্রেসন আইনের জন্য কলিকাতা ধর্মাধিকরণ (হাইকোর্ট) 'সম্পাদন' শব্দের যেরূপ ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন সেই ব্যাখ্যা আমাদের রেজিস্ট্রেসন আইনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কলিকাতা ধর্মাধিকরণ 'সম্পাদন' শব্দের অর্থে সম্পাদনকারীর দ্বারা 'স্বেচ্ছায় স্বাক্ষর' করা বলিয়াছিলেন। যদি সম্পাদনকারীকে অবরুদ্ধ করিয়া, অথবা শারীরিক ক্ষতির ভীতি প্রদর্শন করিয়া অথবা বল প্রয়োগ করিয়া স্বাক্ষর করিতে বাধ্য করা হয় তবে সেইরূপ সম্পাদন গ্রাহ্য হইবে না ; কারণ, এইরূপ সম্পাদন স্বতঃপ্রবৃত্ত সম্পাদন নহে। কিন্তু ভুল ধারণার বশবর্তী হইয়াও যদি সম্পাদনকারী স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া স্বাক্ষর করেন তবে সেইরূপ স্বাক্ষর রেজিস্ট্রেসন আইনে সম্পাদন রূপে গ্রাহ্য হইবে। 'ভুল ধারণা'র প্রতিকার পাইতে হইলে দেওয়ানী আদালতের আশ্রয় লইতে হইবে। কিন্তু অনেকে ভিন্ন মতও পোষণ করেন। প্রসন্ন বনাম মথুরা ; নওয়াব বনাম অরজন প্রভৃতি বিচারের রায়ে এমন মতামত প্রকাশিত হইয়াছে যে রেজিস্টারিং অফিসারের ক্ষমতা এ ব্যাপারে খুবই সীমিত ; রেজিস্ট্রেসনের ব্যাপারে 'সম্পাদন-স্বীকার' অর্থে 'স্বাক্ষর স্বীকার' বুঝিতে হইবে ; স্বাক্ষর কি ভাবে

গ্রহণ করা হইয়াছে সে সম্পর্কে রেজিস্টারিং অফিসার কোন প্রকার অনুসন্ধান করিতে পারেন না। আবার সাদা কাগজে সহি করাইয়া দাতার অনভিপ্রেত এমন কিছু লিখিয়া দাখিল করিলে এবং দাতা সে বিষয় রেজিস্টারিং অফিসারের গোচরে আনয়ন করিলে সে দলিলের সম্পাদন অস্বীকৃত হইয়াছে বুঝিতে হইবে। এরূপ ক্ষেত্রে রেজিস্টারিং অফিসার দলিলখানি রিফিউজ করিবেন। [এবাদত বনাম ফরিদ; যোগেশ প্রসাদ বনাম রাম। (ভৌমিক পৃঃ ১৪০)]

এই আইনের ৩৪ ধারার জন্য বিবাহিতা নাবালিকার পিতা নাবালিকার প্রতিনিধি বা অ্যাসাইন রূপে গ্রাহ্য হইবে না। পিতা অবশ্য বৈধ অভিভাবক হইতে পারেন।

ধারা ৩৫ঃ সম্পাদন স্বীকার এবং অস্বীকার সংক্রান্ত পদ্ধতি— (১) (এ) যদি দলিলের সকল সম্পাদনকারী রেজিস্টারিং অফিসারের সম্মুখে সশরীরে উপস্থিত হন এবং সম্পাদনকারীগণকে রেজিস্টারিং অফিসার ব্যক্তিগতভাবে জানেন অথবা রেজিস্টারিং অফিসার যদি অন্যভাবে সন্তুষ্ট হন যে উপস্থিত ব্যক্তিগণ সত্য সত্যই দলিলের সম্পাদনকারী এবং উক্ত সম্পাদনকারীগণ দলিলের সম্পাদন স্বীকার করেন তাহা হইলে রেজিস্টারিং অফিসার ৫৮ হইতে ৬১ ধারার নির্দেশ অনুসারে দলিলখানি রেজিস্ট্রী করিবেন।

(বি) যদি কোন ব্যক্তির পক্ষে উক্ত ব্যক্তির প্রতিনিধি, অ্যাসাইন অথবা নিযুক্তক রেজিস্টারিং অফিসারের নিকট উপস্থিত হইয়া দলিলের সম্পাদন স্বীকার করেন তাহা হইলে রেজিস্টারিং অফিসার উক্ত দলিলখানি ৫৮ হইতে ৬১ ধারার নির্দেশ অনুসারে রেজিস্ট্রী করিবেন।

(সি) দলিল সম্পাদনকারীর মৃত্যু হইলে যদি মৃত সম্পাদনকারীর প্রতিনিধি বা অ্যাসাইন রেজিস্টারিং অফিসারের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া সম্পাদন স্বীকার করেন তাহা হইলে রেজিস্টারিং অফিসার ৫৮ হইতে ৬১ ধারার নির্দেশ অনুসারে উক্ত দলিল রেজিস্ট্রী করিবেন।

(২) সে সকল ব্যক্তি রেজিস্টারিং অফিসারের সম্মুখে উপস্থিত হন, তাঁহাদের সেই অধিকারে উপস্থিত হইবার যোগ্যতা সম্পর্কে অথবা রেজিস্ট্রেসন আইনে বর্ণিত অন্য কোন বিষয় সম্পর্কে স্বয়ং সন্তুষ্ট হইবার জন্য রেজিস্টারিং অফিসার অফিসে উপস্থিত যে কোন ব্যক্তিকে পরীক্ষা করিতে পারেন।

(৩) (এ) যে ব্যক্তির দ্বারা দলিল সম্পাদিত হইয়াছে তিনি যদি সম্পাদন অস্বীকার করেন; অথবা

(বি) যদি সম্পাদনকারী রেজিস্টারিং অফিসারের নিকট নাবালক, জড়ধী (অর্থাৎ নির্বোধ ব্যক্তি বা ইডিয়ট) অথবা পাগল বা বিকৃতমস্তিষ্ক (লুনাটিক) রূপে প্রতীয়মান হয় ; অথবা

(সি) যদি মৃত সম্পাদনকারীর প্রতিনিধি বা অ্যাসাইন দলিলের সম্পাদন অস্বীকার করেন।

তাহা হইলে রেজিস্টারিং অফিসার উক্ত সম্পাদন অস্বীকারকারী ব্যক্তিগণের এবং নাবালক, জড়ধী, পাগলের দলিলের রেজিস্ট্রী করিতে অস্বীকার করিবেন (অর্থাৎ রেজিস্টারিং অফিসার দলিলের নিবন্ধীকরণ প্রত্যাখ্যান করিবেন)।

অবশ্য এই রেজিস্টারিং অফিসার যদি নিবন্ধক হন, তাহা হইলে তিনি এই আইনের ১২ অংশে বর্ণিত কার্যপ্রণালী অনুসারে কার্য করিবেন।

(পুনশ্চঃ অনুবিধি এই যে, রাজ্য সরকার ইচ্ছা করিলে সরকারী ঘোষপত্রে কোন অবর-নিবন্ধকের নাম প্রজ্ঞাপন দ্বারা ঘোষণা করিতে পারেন যে উক্ত অবর-নিবন্ধক সম্পাদন অস্বীকৃত দলিল সম্পর্কে উপরিলিখিত উপধারার জন্য এবং এই আইনের ১২ অংশের জন্য নিবন্ধক রূপে কার্য করিবেন।)

দ্রষ্টব্য ঃ যে ব্যক্তিকে কোন সম্পত্তি অথবা সম্পত্তির অধিকার সম্পূর্ণরূপে বা আংশিক হস্তান্তর করা যায় সেই ব্যক্তিকে অ্যাসাইন বলা যায়।

কলিকাতা ধর্মাধিকরণ দানপত্র দলিলের গ্রহীতাকে দানপত্র দাতার 'অ্যাসাইন'-রূপে গণ্য করিয়াছেন ; সুতরাং দানপত্রদাতা দানপত্র সম্পাদন করিয়া উক্ত দানপত্র নিবন্ধীকরণের পূর্বে মারা গেলে দানপত্রের গ্রহীতা অ্যাসাইন রূপে উক্ত দলিল রেজিস্ট্রী করিয়া লইতে পারেন (অক্ষয় বনাম মন্মথ, কলিকাতা)। এইরূপ ক্ষেত্রে দানপত্রদাতার বৈধ প্রতিনিধির সম্মতি না লইয়া নিবন্ধীকরণ আইনানুগ বলিয়া বিবেচিত হইবে।

পণের টাকা সম্পূর্ণ পরিশোধ করা হয় নাই এরূপ আপত্তি করিলেও রেজিস্টারিং অফিসার দলিলখানি গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিতে পারেন না। তাঁহার কর্তব্য হইতেছে সম্পাদনকারী প্রকৃতপক্ষে স্বেচ্ছায় দলিল সম্পাদন করিয়াছে কি না সে সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া। সম্পাদন অর্থে সর্বক্ষেত্রে সহি বা স্বাক্ষর নহে, দাতার নাম দলিলে লিখিয়া, অপর ব্যক্তি প্রাধিকৃত হইলে সম্পাদন স্বীকার করিতে পারেন, অর্থাৎ দাতা স্বয়ং বা এজেন্টের মারফত হাজির হইয়া সম্পাদন স্বীকার করিতে পারেন। ইহা প্রিভি কাউন্সিলের রায়। সুতরাং উক্ত রায়ের পরিপ্রেক্ষিতে যদি কোন দলিলে 'ক'-এর এজেন্ট রূপে 'খ' স্বাক্ষর করে তাহা হইলে 'গ' সেই সম্পাদন রেজিস্টারিং অফিসারের নিকট স্বীকার করিতে পারে যদি 'গ' 'ক'-এর দ্বারা আমমোক্তার-মূলে উক্ত মর্মে প্রাধিকৃত হয়।

দলিলের সম্পাদন স্বীকার করিতে অস্বীকার করিলে অথবা সম্পাদন স্বীকার করিতে হইবে বলিয়া স্বেচ্ছায় অফিসে হাজির হইতে অবহেলা করিলে বুঝিতে হইবে যে সম্পাদনকারী সম্পাদন অস্বীকার করিয়াছে ; যেমন, সমন পাইয়াও কোন সম্পাদনকারী নির্দিষ্ট দিনে অফিসে হাজির না হইলে, সম্পাদনকারী সম্পাদন স্বীকার করে নাই বিবেচনা করিতে হয় ; এরূপ দলিল রেজিস্টারিং অফিসার ৩৫ ধারা মতে নাকচ করিবেন, কারণ এরূপ আচরণ সম্পাদন অস্বীকারের সামিল। দাতা প্রকাশ্যে সরাসরি দলিলের সম্পাদন অস্বীকার করিলে দলিলখানি ৩৫ ধারা মতে নাকচ হইবে ; তবে এক্ষেত্রে রেজিস্টারিং অফিসার দলিলখানি পার্টিকে ডেলিভারী দিবেন না ; বরং তিনি উক্ত অস্বীকার সম্পর্কে একটি রিপোর্ট সহ দলিলখানি কাল বিলম্ব না করিয়া জেলা নিবন্ধকের নিকট প্রেরণ করিবেন।

রেজিস্ট্রেসন আইনের ২ (১০) ধারায় রিপ্রেজেন্টেটিভ বা প্রতিনিধি শব্দের অর্থ প্রদান করা আছে। দলিল সম্পাদন করিয়া দাতা মারা গেলে, দাতার প্রতিনিধি দলিলখানির সম্পাদন স্বীকার করিয়া রেজিস্ট্রী করিয়া দিতে পারেন। এখানে প্রশ্ন হইতেছে, সকল প্রতিনিধিকে সম্পাদন স্বীকার করিতে হইবে কিনা। পশ্চিমবঙ্গে প্রচলিত সরকারী রেজিস্ট্রেসন ম্যান্থুয়ালে বলা আছে যে সকল প্রতিনিধি আসিয়া সম্পাদন স্বীকার করা দলিলখানি রেজিস্ট্রেসনের জন্য কর্তব্য। এলাহাবাদ হাইকোর্ট এইরূপ সিদ্ধান্তে আসিয়াছেন যে মৃত ব্যক্তির সকল বৈধ-প্রতিনিধি দলিলের সম্পাদন স্বীকার করিলে রেজিস্টারিং অফিসার উক্ত দলিল নিবন্ধীকরণের জন্য অগ্রসর হইবেন। এই পন্থা গ্রহণ না করিয়া রেজিস্টারিং অফিসার যদি একাধিক প্রতিনিধি থাকা সত্বেও একজনের সম্পাদন স্বীকারে দলিলখানির নিবন্ধীকরণের জন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করেন, তবে রেজিস্টারিং অফিসারের ঐ কাজ আইনের দৃষ্টিতে অযৌক্তিক হইবে (ইমপ্রপার) (আবদুল আজিজ খান বনাম শ্রীমতী কানিজ ফতিমা এ, আই, আর ১৯৩৩, এলাহাবাদ ৩০২)। কলিকাতা এবং মাদ্রাজ ধর্মাধিকরণ এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে মৃত ব্যক্তির সকল প্রতিনিধিকে উপস্থিত থাকিয়া রেজিস্ট্রেসনের জন্য দলিল দাখিল করিবার কোন বাধকতা নাই ; এবং যদি বিবেচনা করাও হয় যে সকল প্রতিনিধিকে উপস্থিত থাকিতে হইবে, তবে কয়েকজন প্রতিনিধির অনুপস্থিতিজনিত ত্রুটি পদ্ধতিগত ত্রুটি হিসাবে ৮৭ ধারা বলে সংশোধন করা যাইবে (গয়েশ আলী সরকার বনাম চিন্তাহরণ চন্দ্র এ, আই, আর, ১৯৩২, কলিকাতা ১১০ ; মধু মোল্লা বনাম ববুসা কারিকর এ, আই আর ১৯২৮, কলিকাতা ৫৬৫ ; শ্রীমতী সুজন বিবি বনাম শ্রীমতী আসাফা খাতুন, কলিকাতা)।

দানপত্র দলিলের গ্রহীতা অ্যাসাইনীরূপে স্বীকৃতি পাইলেও অন্যান্য দলিলের গ্রহীতা বিশেষভাবে প্রাধিকৃত না হইলে অ্যাসাইনীরূপে বিবেচিত হইবে না।

অ্যাসাইনী দুই ধরনের হইতে পারে—বিশেষ ব্যবস্থাদ্বারা অ্যাসাইনী, এবং বিধানানুসারে অ্যাসাইনী ; কোন বিক্রয় দলিলে দাতা গ্রহীতাকে অ্যাসাইনীরূপে স্বীকার করিলে, গ্রহীতা দাতার অ্যাসাইনীরূপে প্রয়োজনে কাজ করিতে পারিবে। উইলের একসিকিউটর—উইলদাতার অ্যাসাইনী ; অনুরূপে ট্রাস্টীও অ্যাসাইনী—দ্বিতীয় প্রকার অ্যাসাইনী।

সম্পাদন অস্বীকার (ডিনাই) সম্পর্কে রেজিস্ট্রেসন আইনে কোন ব্যাখ্যা নাই। দলিলের সম্পাদন স্বীকার (অ্যাডমিট) করিতে অমত (রিফিউস্) করা সম্পাদন অস্বীকার করার পর্যায়ে আসে (রাধা কিশেন বনাম চুনীলাল, কলিকাতা)। কোন দলিলের শেষে তোলা-পাঠে ইত্যাদি লিখিত আছে ; সে কারণ, সম্পাদনকারী উক্ত দলিলের সম্পাদন স্বীকার করিতে অমত করিল ; রেজিস্টারিং অফিসার আইন-সংগতভাবেই উক্ত দলিলের নিবন্ধীকরণ প্রত্যাখ্যান করেন ; এক্ষেত্রে, সম্পাদনকারী দলিলের সম্পাদন অস্বীকার করিয়াছেন বিবেচনা করিতে হইবে (বীরাপ্পা চেট্টীয়ার বনাম বিশ্বনাথ আয়ার, মাদ্রাজ)। সম্পাদনকারী যদি বলেন যে তিনি সাদা কাগজে স্বাক্ষর করিয়াছেন তাহা হইলে উক্ত উক্তি দ্বারা তিনি দলিলের সম্পাদন অস্বীকার করিতেছেন বুঝিতে হইবে (এবাদাত আলী বনাম মহম্মদ ফরিদ এ, আই, আর ১৯১৬, পাটনা ২০৬)। দলিলের লিখিত বিষয় শুনিয়া দাতা যদি আপত্তি করে তবে তাহা সম্পাদন অস্বীকার বুঝিতে হইবে (ওয়াজিরা বনাম মহম্মদী, পাঞ্জাব)। কলিকাতা, বোম্বাই ধর্মাধিকরণ এইরূপ সিদ্ধান্ত দিয়াছেন যে সম্পাদনকারী যদি ইচ্ছাকৃতভাবে অথবা অবহেলা সহকারে সম্পাদন স্বীকার না করেন, তবে তাহা সম্পাদন অস্বীকার বুঝিতে হইবে (লক্ষ্মীনারায়ণ বনাম সাতকড়ি ; কুদরতী বনাম নাজিবুননেছা, কলিকাতা)।

সপ্তম অংশ

সম্পাদনকারীগণের দ্বারা সাক্ষীদিগকে উপস্থিত করিবার ব্যবস্থা

ধারা ৩৬ঃ সম্পাদনকারী, সাক্ষীর উপস্থিতি সংক্রান্ত পদ্ধতি— যদি কোন দলিল দাখিলকারী অথবা দলিল দাখিল করিতে সক্ষম কোন দলিলের গ্রহীতা উক্ত দলিল নিবন্ধীকরণের জন্য কোন ব্যক্তির উপস্থিতি বা সাক্ষ্য প্রয়োজন মনে করিয়া সেই মর্মে ইচ্ছা প্রকাশ করেন তাহা হইলে রেজিস্টারিং অফিসার স্ববিবেকে রাজ্য সরকার কর্তৃক নির্ধারিত অফিসার বা কোর্টকে সমন ইস্যু করিতে প্রার্থনা জানাইতে পারেন। এই সমনে কোন নির্দিষ্ট সময়ে প্রয়োজনীয় ব্যক্তিকে

অথবা সেই ব্যক্তির দ্বারা প্রাধিকৃত নিযুক্তককে রেজিস্টারিং অফিসারের সম্মুখে হাজির হইতে নির্দেশ প্রদান করা থাকে।

দ্রষ্টব্য ঃ 'স্ববিবেক যুক্তিযুক্ত এবং অভ্রান্ত হওয়া প্রয়োজন; খামখেয়ালী বা স্বেচ্ছাচারী এবং অসংযত বা কল্পনা-পূর্ণ স্ববিবেকে আইনানুগ হইবে না।

রেজিস্টারিং অফিসার নিম্নলিখিত অফিসার অথবা কোর্টকে সমন ইস্যু করিবার জন্য অনুরোধ জানাইবেন—

(১) রেজিস্টারিং অফিসার যখন (এ) জেলার সদরে কর্মনিরত থাকেন, অথবা, (বি) জেলার সদর মহকুমার মধ্যে যে কোন অঞ্চলে কর্মনিরত থাকেন তখন জেলা সমাহর্তাকে (জেলা কলেক্টর) ;

(২) রেজিস্টারিং অফিসার যখন (এ) সদর মহকুমা ব্যতীত অন্য কোন মহকুমা সদরে, অথবা, (বি) সেই মহকুমার মধ্যে অন্য যে কোন অঞ্চলে কর্মনিরত থাকেন তখন মহকুমা শাসককে ;

অধিকন্তু উপরিলিখিত (১) (বি) এবং (২) (বি)-এর ক্ষেত্রে যদি মুন্সেফের বিচারালয় এবং অবর-নিবন্ধকের অফিস একই অঞ্চলে অবস্থিত হয়, তাহা হইলে রেজিস্টারিং অফিসার মুন্সেফের কোর্টকে সমন ইস্যু করিতে অনুরোধ করিবেন।

ধারা ৩৭ ঃ অফিসার বা কোর্ট দ্বারা সমন জারি—এইরূপ ক্ষেত্রে প্রদেয় পিওনের ফিস্ প্রদান করা হইলে অফিসার বা কোর্ট প্রয়োজনীয় ব্যক্তিকে নিবন্ধীকরণ অফিসে হাজির হইবার জন্য সমন জারি করিবার ব্যবস্থা করিবেন।

ধারা ৩৮ ঃ রেজিস্ট্রেসন অফিসে হাজিরার দায় হইতে মুক্ত ব্যক্তি—(১) (এ) যে ব্যক্তি দৈহিক অক্ষমতা হেতু রেজিস্ট্রেসন অফিসে মারাত্মক অসুবিধা বা ঝুঁকি ব্যতীত হাজির হইতে পারেন না ; অথবা

(বি) দেওয়ানী অথবা ফৌজদারী নিয়মানুসারে যে ব্যক্তি জেলে অবরুদ্ধ ; অথবা

(সি) যে ব্যক্তি বিধসংগতভাবে সশরীরে কোর্টে হাজির হইবার দায় হইতে মুক্ত এবং এই রেজিস্ট্রেসন আইনের পরবর্তী বিধানানুসারে যে ব্যক্তি রেজিস্ট্রেসন অফিসে সশরীরে হাজির হইবার দায় হইতে মুক্ত ; সেই সকল ব্যক্তিকে নিবন্ধীকরণ অফিসে সশরীরে হাজির হইতে হইবে না।

(২) উপরিলিখিত প্রত্যেক ব্যক্তির ক্ষেত্রে হয় রেজিস্টারিং অফিসার স্বয়ং সম্পাদনকারীর আলয়ে অথবা সম্পাদনকারী জেলে কারারুদ্ধ থাকিলে সেই কারাবাসে যাইয়া জিজ্ঞাস্য বিষয় জানিবেন অথবা জিজ্ঞাস্য বিষয় জানিবার জন্য কমিশন ইস্যু করিবেন।

দ্রষ্টব্য ঃ পর্দানশীন মহিলা, রাজ্য সরকার যে সম্মানীয় ব্যক্তিগণকে আদালতে হাজির হইবার দায় হইতে অব্যাহতি দিয়াছেন সেই সকল ব্যক্তি এবং রেজিস্ট্রেসন

আইনের ৮৮ ধারায় বর্ণিত সরকারী কর্মচারীগণ বিধিসংগতভাবে রেজিস্ট্রেসন অফিসে হাজির হইবার দায় হইতে মুক্ত।

জেলে কমিশন করাইতে হইলে কমিশন প্রার্থনাকারী পূর্ব হইতে জেল কর্তৃপক্ষের অনুমতি লইবেন।

লক্ষ্যণীয় যে ৩৮ (১) (এ) ধারায় বলা হইয়াছে যে, কোন ব্যক্তি শারীরিক অক্ষমতা হেতু অফিসে আসিতে অক্ষম হইলে, সে ক্ষেত্রে কমিশনের প্রার্থনা জানাইতে পারা যাইবে। এখন প্রশ্ন হইতেছে শারীরিক ক্ষমতা বা অক্ষমতা কেমন করিয়া প্রমাণিত হইবে। ইহা রেজিস্টারিং অফিসারের ডিস্‌ক্রিসনারি পাওয়ার বা স্ববিবেকী ক্ষমতা। তিনি সন্তুষ্ট হইলে কোনপ্রকার সাক্ষ্য প্রমাণাদির প্রয়োজন নাই। যদি তিনি কোন প্রকার সাক্ষ্য প্রমাণাদি দাবি করেন (যেমন ডাক্তারের সার্টিফিকেট ইত্যাদি) তবে তাহা প্রদান করিতে হইবে। অন্যথায়, তিনি কমিশন প্রার্থনা না-মঞ্জুর করিতে পারেন। সম্পাদনকারীর গৃহে যাইয়া যদি বিবেচিত হয় যে সম্পাদনকারী অফিসে যাইয়া রেজিস্ট্রী কার্য সম্পাদন করিতে সক্ষম তবে রেজিস্টারিং অফিসার নিবন্ধীকরণ কার্য অসমাপ্ত রাখিয়া ফিরিয়া আসিতে পারেন এবং মিথ্যা উক্তির জন্য মামলা রুজু করিতে পারেন। বিধানানুসারে যে সকল ব্যক্তি কোর্টে হাজির হইবার দায় হইতে মুক্ত তাহাদের সম্পর্কে সিভিল প্রসিডিওর কোডের (১৯০৮) ১৩২ এবং ১৩৩ ধারায় লিখিত আছে।

ধারা ৩৯ঃ সমন, কমিশন ও সাক্ষী সংক্রান্ত বিধান—এই আইনের বিধানানুসারে সমন, কমিশন প্রভৃতি সমন, কমিশন এবং সাক্ষীকে হাজির হইতে বাধ্যকরণ সম্পর্কে প্রচলিত বিধি অনুসারে হইবে ; এবং দেওয়ানী আদালতের বিচার্য মামলায় উক্ত ক্ষেত্রের জন্য পারিশ্রমিকের যেমন ব্যবস্থা আছে রেজিস্ট্রেসন আইনের অধীনেও তদ্রূপ ব্যবস্থা থাকিবে ; অবশ্য ইতঃপূর্বে যে ধারাগুলি লিখিত হইল সেগুলি ব্যতীত এই সকল প্রচলিত বিধি রেজিস্ট্রেসন আইনের পরিপ্রেক্ষিতে প্রয়োজনানুরূপ পরিবর্তন করিয়া প্রয়োগ করিতে হইবে।

দ্রষ্টব্য ঃ কোড অব সিভিল প্রসিডিওর (১৯০৮) এর অরডার ১৬ এবং ২৬-এ কমিশন সমন ইত্যাদি সম্পর্কে বিধান আছে।

অষ্টম অংশ

উইল এবং দত্তক গ্রহণ করিবার প্রাধিকারপত্র দাখিলকরণ সম্পর্কে

ধারা ৪০ঃ উইল, প্রাধিকারপত্র দাখিল করিবার যোগ্য ব্যক্তি—(১) উইলকারী অথবা তাঁহার মৃত্যুর পর সেই উইলের এক্‌জিকিউটর (বা অছি)

বা সেই উইলে উল্লিখিত অপর কোন ব্যক্তি (যেমন লিগেটী বা উত্তরদায়গ্রাহক) নিবন্ধীকরণের জন্য নিবন্ধক বা অবর-নিবন্ধকের নিকট উইল দাখিল করিতে পারেন।

(২) কোন দত্তক গ্রহণ করিবার প্রাধিকারপত্রের দাতা অথবা দাতার মৃত্যুর পর গ্রহীতা অথবা দত্তকপুত্র নিবন্ধক বা অবর-নিবন্ধকের নিকট নিবন্ধীকরণের জন্য প্রাধিকারপত্র দাখিল করিতে পারেন।

দ্রষ্টব্য ঃ উইল অর্থে উইলের ক্রোড়পত্র (কডিসিল) এবং দাতার মৃত্যুর পর কার্যকরী হইবে এই শর্তে লিখিত স্বতঃপ্রবৃত্ত কোন সম্মতিপ্রদানপত্র বুঝিতে হইবে।

৪০ ধারা মতে উইলকারীর জীবিতাবস্থায় একমাত্র উইলকারীই উইল নিবন্ধীকরণের জন্য দাখিল করিতে পারেন। কিন্তু ৪২ ধারা মতে উইলকারী স্বয়ং অথবা প্রাধিকৃত নিযুক্তকের দ্বারা নিবন্ধকের নিকট উইল ডিপজিট রাখিতে পারেন। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে উইল ডিপজিট এবং উইল নিবন্ধীকরণ দুইটি সম্পূর্ণ ভিন্ন ব্যবস্থা। উইল ডিপজিট বা জমা রাখিলেই উইল নিবন্ধীকৃত হয় না। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে যেহেতু উইলকারীর জীবিতাবস্থায় উইলকারী ভিন্ন অপর কেহই নিবন্ধীকরণের জন্য উইল দাখিল করিতে পারে না, সেইহেতু কমিশনে উইল নিবন্ধীকরণের ব্যবস্থা করিতে হইলে, উইল আবাসেই দাখিল করিতে হইবে ; এবং ফিস-টেবলের আর্টিকেল 'জে' অনুসারে ৫০ টাকা ফিস্ দিতে হইবে। "অপর কোন ব্যক্তি" অর্থে উত্তরদায়-গ্রাহক (বা লিগেটী) অথবা যাহার অনুকূলে উইল সম্পাদিত হইয়াছে সেইরূপ ব্যক্তিকে (ডিভাইসী) বুঝিতে হইবে।

দত্তক গ্রহণ করিবার প্রাধিকারপত্রের গ্রহীতা অথবা দত্তকপুত্র যদি নাবালক হয় তবে উক্ত নাবালকের অভিভাবক উক্ত প্রাধিকারপত্র নিবন্ধীকরণের জন্য দাখিল করিতে পারেন। দত্তক গ্রহণের প্রাধিকারপত্র সম্পাদনের তারিখ হইতে চারি মাসের মধ্যে দাখিল করিতে হইবে।

উইলদাতার মৃত্যুর পর এক্‌জিকিউটর উইলখানি রেজিস্ট্রী করিতে পারেন ; এরূপ ক্ষেত্রে সাক্ষ্য-প্রমাণাদি লইতে হয় ; ইহার এনডোরসমেণ্ট পৃথক ; রেজিস্ট্রেশন সংস্থার সরকারী ম্যানুয়ালে এনডোরসমেণ্ট কেমন হইবে তাহার নমুনা দেওয়া আছে। ৪০ ধারাতে অ্যামবিগুলেটরী অর্থাৎ পরিবর্তনযোগ্য বা সংহরণযোগ্য (রিভোকেবল) দলিলের সম্পর্কে আলোচনা আছে।

ধারা ৪১ ঃ উইল ও প্রাধিকারপত্রের নিবন্ধীকরণ—(১) উইলকারী অথবা প্রাধিকারপত্রদাতা উইল অথবা প্রাধিকারপত্র নিবন্ধীকরণের জন্য দাখিল করিলে অন্যান্য দলিল যে প্রকারে নিবন্ধীকৃত হয় উক্ত উইল অথবা প্রাধিকারপত্রও সেই প্রকারে নিবন্ধীকৃত হইবে।

(২) উইলকারী অথবা প্রাধিকারপত্রদাতা ভিন্ন অন্য কেহ উপযুক্ত ব্যক্তি উইল অথবা দত্তক গ্রহণ প্রাধিকারপত্র নিবন্ধীকরণের জন্য দাখিল করিলে রেজিস্টারিং অফিসার নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্পর্কে সন্তুষ্ট হইয়া উক্ত দলিল রেজিস্ট্রী করিবেন—

(এ) যে উইল অথবা প্রাধিকারপত্র উইলকারী অথবা প্রাধিকারপত্রদাতার দ্বারা সম্পাদিত হইয়াছিল ;

(বি) যে উইলকারী অথবা প্রাধিকারপত্রদাতা মৃত ; এবং

(সি) যে উইল বা প্রাধিকারপত্র দাখিলকারী ৪০ ধারা মতে উক্ত দলিল দাখিল করিবার যোগ্য।

নবম অংশ

উইল আমানত সম্পর্কে

ধারা ৪২ : উইল গচ্ছিতকরণ—উইলকারী স্বয়ং অথবা বিধিসংগতভাবে প্রাধিকৃত নিযুক্তকের দ্বারা সীলমোহরাঙ্কিত খামে আবৃত উইল কোন নিবন্ধকের নিকট আমানত রাখিতে পারেন। উইলকারীর নাম এবং তাঁহার নিযুক্তকের নাম (যদি নিযুক্তক মারফত উইল ডিপজিট করা হইয়া থাকে) এবং খামের মধ্যস্থিত দলিলের প্রকৃতি সম্পর্কে একটি বিবরণ খামের উপরিভাগে লিখিত থাকিবে।

দ্রষ্টব্য : ৪২-ধারায় যে নিযুক্তকের বা এজেন্টের কথা বলা হইয়াছে সেই নিযুক্তক প্রাধিকৃত হইবে প্রচলিত সাধারণ বিধান অনুসারে ; রেজিস্ট্রেসন আইনের ৩৩-ধারায় বর্ণিত পদ্ধতি অনুসারে এইরূপ নিযুক্তক প্রাধিকৃত হইবার প্রয়োজন নাই।

৪২-ধারা হইতে ৪৬-ধারার উদ্দেশ্য হইতেছে এই যে, সীলমোহরাঙ্কিত খামের মধ্যে রক্ষিত উইলের বিষয়বস্তু উইলকারীর জীবিতাবস্থায় গোপন থাকিবে ; উইলকারীর মৃত্যুর পর উইলের বিষয়বস্তু প্রকাশিত হইবে (আবদুল রেজ্জাক বনাম আমীর হায়দার, কলিকাতা)।

উইলকারীর জীবদ্দশায় যে কোন সময়ে উইল নিবন্ধকের নিকট আমানত রাখা যাইবে। কোন অবর-নিবন্ধকের নিকট উইল আমানত রাখা যায় না। উইল আমানত রাখিলেই উহার রেজিস্ট্রেসন সম্পন্ন হইল না।

ধারা ৪৩ : উইল গচ্ছিত সংক্রান্ত পদ্ধতি—এইরূপ খাম প্রাপ্ত হইলে নিবন্ধক স্বয়ং সন্তুষ্ট হইবেন যে উইল আমানতের জন্য দাখিলকারী ব্যক্তিই উইলকারক অথবা তাঁহার নিযুক্তক ; নিবন্ধক সন্তুষ্ট হইবার পর উইল আবৃত খামের বহির্ভাগে লিখিত বিবরণ ৫নং রেজিস্টার বহিতে নকল করিবেন ; ঐ রেজিস্টার বহিতে এবং

খামের উপরে খাম দাখিলের এবং খাম গ্রহণের বৎসর, মাস, দিন এবং সময় লিখিয়া রাখিবেন, উইলকারকের অথবা তাঁহার নিযুক্তকের সনাক্তকারীর নাম এবং খামের সীলের উপর পঠনযোগ্য উৎকীর্ণ লিপিও নিবন্ধক ৫নং রেজিস্টার বহিতে এবং খামের উপর লিখিয়া রাখিবেন।

(২) তারপর নিবন্ধক সীলমোহরাঙ্কিত খাম অদাহ্য বাক্সের মধ্যে সংরক্ষণের জন্য স্থাপন করিবেন।

ধারা ৪৪ঃ সীলকরা খাম প্রত্যাহার—যে উইলকারক ঐরূপ খাম আমানত রাখিয়াছেন তিনি উহা তুলিয়া লইতে ইচ্ছা করিলে স্বয়ং অথবা বিধিসংগতভাবে প্রাধিকৃত নিযুক্তক দ্বারা সেই নিবন্ধকের নিকট দরখাস্ত করিতে পারেন যে নিবন্ধক উক্ত খাম আমানত রাখিয়াছেন; এবং উক্ত নিবন্ধক যদি নিশ্চিন্ত হন যে দরখাস্তকারীই উক্ত উইলকারক বা উইলকারকের নিযুক্তক তাহা হইলে নিবন্ধক খামখানি প্রত্যর্পণ করিবেন।

ধারা ৪৫ঃ আমানতকারীর মৃত্যু অন্তে কার্য পদ্ধতি—(১) যে ব্যক্তি ৪২-ধারা মতে সীলমোহরাঙ্কিত খামে করিয়া দলিল আমানত রাখিয়াছেন তাঁহার মৃত্যুর পর যে কোন ব্যক্তি নিবন্ধকের নিকট (যে নিবন্ধকের নিকট উক্ত খাম জমা আছে সেই নিবন্ধকের নিকট) উক্ত খাম খুলিবার জন্য দরখাস্ত করিতে পারেন। উক্ত নিবন্ধক যদি নিশ্চিত হন যে উইলকারক মারা গিয়াছেন তাহা হইলে তিনি দরখাস্তকারীর উপস্থিতিতে খামখানি খুলিবেন এবং দরখাস্তকারীর ব্যয়ে ৩নং রেজিস্টার বহিতে উক্ত উইল নকল করাইবেন।

(২) নকল হইবার পর নিবন্ধক পুনরায় উক্ত উইল আমানত রাখিবেন।

দ্রষ্টব্যঃ উইলকারীর মৃত্যুর পর যে কোন ব্যক্তি খাম খুলিবার জন্য দরখাস্ত করিতে পারেন। তবে নিবন্ধক কোর্টের বিনা অনুমতিতে কখনই সীলমোহরাঙ্কিত খামে রক্ষিত উইল পরিত্যাগ করিবেন না।

রেজিস্ট্রেসন আইন, ১৯৭৮ (পশ্চিমবঙ্গ সংশোধন) বলে ৪৫-ধারার নিম্নলিখিত সংশোধন হইয়াছে:—

৪৫ (১) উপধারায় '৩নং রেজিস্টার বহিতে উক্ত উইল নকল করাইবেন' এর পরিবর্তে '৩নং রেজিস্টার বহিতে ফাইল করিবার জন্য একখানি প্রকৃত নকল প্রস্তুত করাইবেন' এবং ৪৫ (২) উপধারায় 'নকল হইবার পর' এর পরিবর্তে 'প্রকৃত নকল ফাইল করা হইয়াছে' পড়িতে হইবে। এই সংশোধন কেরালা আইনের সংশোধনের অনুকরণে করা হইয়াছে।

ধারা ৪৬ঃ (১) পূর্ববর্ণিত কোন শর্তেই ১৮৬৫ সালের ভারতীয় উত্তরাধিকার আইনের ২৫৯-ধারার বিধান অথবা ১৮৮১ সালের প্রোবেট এবং প্রশাসন আইনের

৮১-ধারার বিধান অথবা বিচারালয়ে উইল প্রদর্শন করাইবার জন্য বিচারালয়ের আদেশ দানের ক্ষমতা কোনক্রমেই পরিবর্তন করা সম্ভব হইবে না।

(২) বিচারালয় দ্বারা ঐরূপ কোন আদেশ হইলে নিবন্ধক ৪৫-ধারামতে ইতঃপূর্বে উইল নকল না হইয়া থাকিলে খাম খুলিয়া ৩নং বহিতে উইলখানি নকল করাইবেন এবং বিচারালয়ের আদেশে যে উইলখানি বিচারালয়ে প্রেরিত হইয়াছে সেই মর্মে নকলের স্থানে মন্তব্য লিখিয়া রাখিবার ব্যবস্থা করিবেন।

দ্রষ্টব্য ঃ ভারতীয় উত্তরাধিকার আইনের ২৫৯ ধারা এবং প্রবেট ও প্রশাসন আইনের ৮১ ধারা—উভয় ধারাই—ভারতীয় উত্তরাধিকার আইন ১৯২৫ এর ২৯৪ ধারায় সন্নিবেশিত হইয়াছে। রেজিস্ট্রেশন আইন, ১৯৭৮ (পশ্চিমবঙ্গ সংশোধন) বলে ৪৬-ধারার নিম্নলিখিত সংশোধন হইয়াছে :—

৪৬ (২) উপধারার 'ইতঃপূর্বে উইল নকল না হইয়া থাকিলে' এর পরিবর্তে 'উইলের অবিকল নকল ইতঃপূর্বে ফাইল করা না হইয়া থাকিলে' এবং ৪৬ (২) উপধারায় '৩নং বহিতে উইলখানি নকল করাইবেন' এর পরিবর্তে '৩নং রেজিস্টার বহিতে ফাইল করিবার জন্য একখানি প্রকৃত নকল প্রস্তুত করাইবেন' পড়িতে হইবে। এই সংশোধন কেরালা সংশোধন আইন, ১৯৬৮-এর অনুরূপ।

দশম অংশ

নিবন্ধীকরণ এবং অ-নিবন্ধীকরণের ফল সম্পর্কে

ধারা ৪৭ ঃ নিবন্ধীকৃত দলিল কার্যকরী হইবার তারিখ—নিবন্ধীকরণের দিন হইতে দলিল ক্রিয়াবান হয় না ; নিবন্ধীকরণ না হইলেও যে দিন হইতে দলিল কার্যকর হয় সেইদিন হইতেই দলিল ক্রিয়াবান হইবে।

দ্রষ্টব্য ঃ সাধারণতঃ সম্পাদনের তারিখ হইতে দলিল ক্রিয়াবান হয় (রামনারায়ন বনাম বাসদেও, এলাহাবাদ)। তাহা হইলে একই সম্পত্তি সম্পর্কে দুইখানি দলিল নিবন্ধীকৃত হইলে কোন্‌খানি কার্যকরী হইবে ? দুইখানি দলিলের মধ্যে যে দলিলের সম্পাদন প্রথমে হইয়াছে সেই দলিলখানি সাধারণতঃ ক্রিয়াবান হইবে।

আবার ধরুন, রাম শ্যামকে কিছু সম্পত্তি দলিল-মূলে বিক্রয় করিল ; কিন্তু সেই দলিল নিবন্ধীকৃত হইবার পূর্বেই শ্যাম উক্ত সম্পত্তি যদুকে দলিল-মূলে বিক্রয় করিয়া উক্ত দলিল রেজিস্ট্রী করিয়া দিল। কিন্তু রাম প্রথমে যে দলিল শ্যামের অনুকূলে

সম্পাদন করিয়াছিল সেই দলিল পরে রেজিস্ট্রী করিয়া দিল। এইরূপ ব্যবস্থা বে-আইনী নহে।

সম্পাদনের তারিখ হইতে সাধারণতঃ দলিল ক্রিয়াবান হয় সত্য, কিন্তু কয় প্রকার দলিলের ক্ষেত্রে ইহার ব্যতিক্রম প্রণিধানযোগ্য : যেমন, দানপত্র দলিল দানগ্রহণের তারিখ হইতে ক্রিয়াবান হয় ; উইল ক্রিয়াবান উইলকারকের মৃত্যুর পর হইতে ; যদি দলিলের পার্টি সিদ্ধান্ত করেন যে কোন নির্দিষ্ট শর্ত পূরণ না হইলে দলিল কার্যকরী হইবে না ; তাহা হইলে শর্ত পূরণের পূর্বে দলিলখানি কার্যকরী হইতে পারে না। সম্পত্তি হস্তান্তরকরণ পত্রে হস্তান্তরকরণের কোন নির্ধারিত দিন দলিলে লিখিত থাকিলে সেই নির্ধারিত দিন হইতে দলিল ক্রিয়াবান হইবে—সম্পাদনের তারিখ হইতে নহে। অবশ্য কোন নির্ধারিত তারিখের উল্লেখ না থাকিলে সম্পাদনের তারিখ হইতে দলিল ক্রিয়াবান হইবে। সম্পত্তি হস্তান্তর আইনের ৫৪ ধারা অনুসারে রেজিস্ট্রেসনের পরে সম্পত্তির মালিকানা হস্তান্তরিত হয় এবং দলিলখানি রেজিস্ট্রী না হওয়া পর্যন্ত ক্রেতার সম্পত্তিতে মালিকানা বর্তায় না (তিলকধারী সিং বনাম গৌরী নারায়ন এ আই আর ১৯২১, পাটনা ১৫০)।

ধারা ৪৮ : মৌখিক চুক্তি সত্ত্বেও কখন নিবন্ধীকৃত দলিল বলবৎ হয়— রেজিস্ট্রেসন আইনের অধীনে নিবন্ধীকৃত উইল ভিন্ন সকল প্রকার স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি সম্পর্কিত দলিল ঐ সম্পত্তি সম্পর্কিত অপর কোন মৌখিক চুক্তি বা ঘোষণা অগ্রাহ্য করিয়া বলবৎ হইবে। অবশ্য এই শর্ত সেই সকল ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না যে সকল ক্ষেত্রে উক্ত মৌখিক চুক্তির সঙ্গে সঙ্গে অথবা অব্যবহিত পরেই সম্পত্তির উপর দখল হস্তান্তরিত হইয়াছে এবং এইরূপ ব্যবস্থা প্রচলিত বিধান অনুসারে আইনানুগ হইবে।

অবশ্য অনুবিধি এই যে ১৮৮২ সালের সম্পত্তি হস্তান্তর আইনের ৫৮-ধারায় ব্যাখ্যাত স্বত্বাগম-দলিল (টাইটেল ডিড, অর্থাৎ সম্পত্তির উপর ন্যায্য অধিকারের প্রমাণস্বরূপ দলিল) আমানত দ্বারা বন্ধকীপত্র সেই সম্পত্তি সম্পর্কে পরে সম্পাদিত ও নিবন্ধীকৃত অপর কোন বন্ধকীপত্রকে অগ্রাহ্য করিয়া বলবৎ রহিবে।

ধারা ৪৯ : নিবন্ধীকরণ আইনের ১৭-ধারা অনুসারে অথবা ১৮৮২ সালের সম্পত্তি হস্তান্তরকরণ আইনের যে কোন বিধান অনুসারে যে সকল দলিলের নিবন্ধীকরণ বাধ্যতামূলক সেই সকল দলিল নিবন্ধীকৃত না হইলে উক্ত অ-নিবন্ধীকৃত দলিল—

(এ) স্থাবর সম্পত্তির (মালিকানায়) পরিবর্তন সাধন করিতে পারিবে না ; অথবা

(বি) দত্তক গ্রহণ করিবার ক্ষমতা প্রদান করিবে না ; অথবা

(সি) স্থাবর সম্পত্তি সংক্রান্ত অথবা দত্তক গ্রহণের জন্য ক্ষমতা প্রদান সংক্রান্ত কোন সংব্যবহারের বা কার্যসম্পাদনের সাক্ষ্য বা প্রমাণ রূপে গ্রহণযোগ্য হইবে না।

[অবশ্য অনুবিধি এই যে, স্থাবর সম্পত্তি সম্পর্কিত কোন অ-নিবন্ধীকৃত দলিল যাহার এই আইনে অথবা সম্পত্তি হস্তান্তর আইনে নিবন্ধীকরণ বাধ্যতামূলক সেইরূপ অ-নিবন্ধীকৃত দলিল ১৮৭৭ সালের বিশেষ প্রতিকার আইনের দ্বিতীয় অধ্যায়ে বর্ণিত স্বতন্ত্র কার্য সম্পাদনঘটিত মামলায় কোন চুক্তির সাক্ষ্য বা প্রমাণ রূপে গ্রহণযোগ্য হইবে; অথবা ১৮৮২ সালের সম্পত্তি হস্তান্তর আইনের ৫৩ [এ]-ধারার নিমিত্ত কোন চুক্তির আংশিক কার্য সম্পাদনের প্রমাণস্বরূপ উক্ত অ-নিবন্ধীকৃত দলিল গ্রহণযোগ্য হইবে; অথবা, যাহা কোন নিবন্ধীকৃত দলিল-মূলে কার্যকরী করিতে হয় না সেইরূপ সহায়ক কিন্তু অপ্রধান কার্যসম্পাদনের প্রমাণস্বরূপ উক্ত অ-নিবন্ধীকৃত দলিল গ্রহণযোগ্য হইবে।]

দ্রষ্টব্য: তৃতীয় ব্রাকেট যুক্ত অনুবিধি অংশটি ১৯২৯ এর সংশোধন আইন—২১ দ্বারা সংযুক্ত হইয়াছে এবং ১. ৪. ১৯৩০ হইতে বলবৎ। পদ্ধতিগত এই সংশোধন ভূতাপেক্ষ; তবে বলবতের তারিখের পূর্বে যে সকল মামলা রুজু হইয়াছে সেগুলির ক্ষেত্রে এই সংশোধন প্রযুক্ত হইবে না (অশ্বিনী বনাম নলীনাক্ষ, কলিকাতা)।

সম্পত্তি হস্তান্তর আইন এবং রেজিস্ট্রেসন আইনে যে সকল দলিলের নিবন্ধীকরণ আবশ্যিক করা হইয়াছে সেগুলি রেজিস্ট্রেসন আইনের ৪৯-ধারার দ্বারা কার্যকরী করিবার জন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে। ৪৯-ধারা দু'টি অংশে বিভক্ত। প্রথমত, যে সকল দলিলের নিবন্ধীকরণ আবশ্যিক, সেগুলি নিবন্ধীকৃত না হইলে, দলিলে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তির কোন রকম পরিবর্তন সাধিত হইবে না। দ্বিতীয়ত, যে সকল দলিলের নিবন্ধীকরণ আবশ্যিক, সেগুলি নিবন্ধীকৃত না হইলে কোন ট্রানজাকশানের সাক্ষ্য রূপে উক্ত অ-নিবন্ধীকৃত দলিল গ্রাহ্য হইবে না (তিলকধারী বনাম খেদন, কলিকাতা)।

যেক্ষেত্রে কার্য সম্পাদনের (ট্রানজাকশান) শর্তাবলী নিদর্শনপত্ররূপে লিখিত হয় নাই, সেখানে ৪৯-ধারা প্রযুক্ত হইবে না (নারসী বনাম পরষত্তম, বোম্বাই)। একখানি বাটোয়ারা তালিকাতে কয়েকজন শরিক স্বাক্ষর যুক্ত করিয়া একজন শরিকের সম্পত্তি নির্দিষ্ট করিয়া দিলেন; ইহা নিদর্শনপত্র নহে, সুতরাং ইহা ৪৯ ধারার আওতায় আসে না; ইহাতে ষ্ট্যাম্প দিবার প্রয়োজন নাই; এবং নিবন্ধীকরণের ও প্রয়োজন নাই (খেকুরা বনাম সুখরাজ, এলাহাবাদ)।

৪৯-ধারার প্রয়োগের জন্য নিম্নলিখিত শর্তগুলি পালনীয়—(১) একটি দলিল থাকিতে হইবে, (২) সম্পত্তি হস্তান্তর আইন অথবা রেজিস্ট্রেসন আইনের ১৭ ধারা অনুসারে দলিলখানির নিবন্ধীকরণ আবশ্যিক, (৩) দলিলখানি পূর্বে নিবন্ধীকৃত হয় নাই।

এই শর্তগুলি পূরণ হইলে নিম্নলিখিতগুলি ফলশ্রুতি হিসাবে পাওয়া যায়—

(ক) অ-নিবন্ধীকৃত দলিলের দ্বারা উক্ত দলিলে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তির পরিবর্তন সাধিত হয় না; (খ) অ-নিবন্ধীকৃত দলিল দত্তক গ্রহণ করিবার প্রাধিকার প্রদান করে না; (গ) উক্তশ্রেণীর দলিলদ্বয় সাক্ষ্য রূপে গৃহীত হইবে না।

৪৯-ধারার অনুবিধিদ্বারা কয়েকটি ক্ষেত্রে দলিল সাক্ষ্য রূপে গ্রহণ করিবার অনুমতি প্রদান করা আছে:

(ক) অ-নিবন্ধীকৃত দলিল স্পেসিফিক রিলিফ আইনের দ্বিতীয় অধ্যায়ের অন্তর্গত স্বতন্ত্র কার্য সম্পাদন ঘটিত চুক্তির মামলায় সাক্ষ্য রূপে গৃহীত হইবে;

(খ) ১৮৮২ সালের সম্পত্তি হস্তান্তর আইনের ৫৩ [এ] ধারার অন্তর্গত কোন চুক্তির ফলে আংশিক কার্য সম্পাদনের প্রমাণস্বরূপ অ-নিবন্ধীকৃত দলিল সাক্ষ্য রূপে গৃহীত হইবে;

(গ) অ-নিবন্ধীকৃত দলিল কোন সহায়ক কিন্তু অ-প্রধান কার্য সম্পাদনের (ট্রানস্যাকশান)—যাহা নিবন্ধীকৃত নিদর্শনপত্র দ্বারা কার্যকরী করিতে হয় না— প্রমাণস্বরূপে গৃহীত হইতে পারে।

এই অনুবিধি রেজিস্ট্রেসনের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করে না; ইহা কেবলমাত্র কয়েকটি বিশেষ ক্ষেত্রে সাক্ষ্য প্রমাণ সংক্রান্ত বিধানাবলী হইতে নিষেধাজ্ঞা অপসারিত করে (বলরাম বনাম মহাদেও, নাগপুর)।

ধারা ৫০: স্থাবর সম্পত্তি সংক্রান্ত নিবন্ধীকৃত দলিলের অ-নিবন্ধীকৃত দলিল অপেক্ষা অগ্রাধিকার—(১) ১৭-ধারার অন্তর্গত (১)-উপধারার অধীনে (এ), (বি), (সি) এবং (ডি) খণ্ডে বর্ণিত এবং ১৮-ধারার (এ) এবং (বি) খণ্ডে বর্ণিত সকল প্রকার দলিল যথাযথ নিবন্ধীকৃত হইলে উক্ত দলিল যে সম্পত্তি সম্পর্কে লিখিত হইয়াছে, সেই সম্পত্তি সম্পর্কে অ-নিবন্ধীকৃত অন্য যে কোন প্রকার দলিল—অবশ্য, ডিক্রী এবং অর্ডার ব্যতীত—কার্যকরী হইবে না।

(২) ১৭-ধারার (১)-উপধারার অনুবিধি অনুসারে রেহাইপ্রাপ্ত কোন লিজ দলিলের ক্ষেত্রে; অথবা ১৭-ধারার (২)-উপধারা অনুসারে রেহাইপ্রাপ্ত অন্য কোন দলিলের ক্ষেত্রে; অথবা এই আইন কার্যকরী হইবার প্রারম্ভে তৎকালে প্রচলিত বিধি অনুযায়ী অগ্রগণ্যতা বা পূর্বিতা ছিল না এমন নিবন্ধীকৃত দলিলের ক্ষেত্রে ৫০-ধারার (১)-উপধারা প্রযোজ্য হইবে না।

ব্যাখ্যা: (উপরে যে অ-নিবন্ধীকৃত দলিলের কথা উল্লিখিত হইয়াছে তাহা নিম্নলিখিত অ-নিবন্ধীকৃত দলিল বুঝিতে হইবে)—কোন অ-নিবন্ধীকৃত দলিল সম্পাদিত হইয়াছিল এমনই স্থানে এবং এমনই সময়ে, যে স্থানে এবং যে সময়ে ১৮৬৪ সালের ১৬ নং আইন, অথবা ১৮৬৬ সালের ভারতীয় নিবন্ধীকরণ আইন প্রচলিত

ছিল; 'অ-নিবন্ধীকৃত' অর্থে উক্ত আইনের বিধানানুসারে নিবন্ধীকৃত নহে বুঝিতে হইবে। যে ক্ষেত্রে ১৮৭১ সালের ১লা জুলাই-এর পর দলিল সম্পাদিত হইয়াছে কিন্তু ১৮৭১ সালের ভারতীয় নিবন্ধীকরণ অথবা ১৮৭৭ সালের ভারতীয় নিবন্ধীকরণ আইন অথবা অত্র আইনের বিধানানুসারে যে দলিল নিবন্ধীকৃত নহে এমন অ-নিবন্ধীকৃত দলিল।

একাদশ অংশ

রেজিস্টারিং অফিসারের ক্ষমতা এবং কর্তব্য সম্পর্কে

[এ] রেজিস্টার বহি এবং ইন্‌ডেক্‌স্‌ বহি সম্পর্কে—

ধারা ৫১ : বিভিন্ন অফিসে সংরক্ষিত রেজিস্টার বহি—(১) নিম্নলিখিত বহিগুলি বিভিন্ন রেজিস্ট্রেসন অফিসে সংরক্ষিত হইবে :

[এ] প্রত্যেক রেজিস্ট্রেসন অফিসে থাকিবে—

১নং বহি : উইল ভিন্ন স্থাবর সম্পত্তি সংক্রান্ত দলিলের রেজিস্টার বহি।

২নং বহি : কোন দলিল রেজিস্ট্রী করিতে অস্বীকার করিবার কারণ লিপিবদ্ধ করিবার রেজিস্টার বহি।

৩নং বহি : উইল এবং দত্তক গ্রহণ করিবার প্রাধিকারপত্রের রেজিস্টার বহি।

৪নং বহি : অন্যান্য প্রকার দলিল সংক্রান্ত রেজিস্টার বহি।

[বি] কেবলমাত্র নিবন্ধকের অফিসে থাকিবে—৫নং বহি : উইল আমানতের রেজিস্টার বহি।

(২) ১৭, ১৮ ও ৮৯ ধারামতে স্থাবর সম্পত্তি সংক্রান্ত উইল ভিন্ন সকল প্রকার দলিল ১নং বহিতে লিপিবদ্ধ করা হইবে, অথবা মেমোরাণ্ডা ফাইল করা হইবে।

(৩) ১৮-ধারার (ডি) এবং (এফ) খণ্ডে বর্ণিত অস্থাবর সম্পর্কিত দলিল ৪নং রেজিস্টার বহিতে লিপিবদ্ধ করা হইবে।

(৪) যেখানে নিবন্ধক এবং অবর-নিবন্ধকের একই অফিস সেখানে একাধিক সেট্‌ রেজিস্টার বহির প্রয়োজন হইবে না।

দ্রষ্টব্য : কোন দলিল যথাযথ রেজিস্টার বহিতে নকল না হইয়া ভিন্ন রেজিস্টার বহিতে নকল হইলে উক্ত দলিলের নিবন্ধীকরণ নাকচ হয় না। ৬৮-ধারা ও ৮৭-ধারা মতে জেলা-নিবন্ধকের অনুমতিক্রমে এইরূপ ভ্রম সংশোধিত হয় (সতীন্দ্রনাথ বনাম যতীন্দ্রনাথ, প্রিভি কাউন্সিল)।

রেজিস্ট্রেসন আইন, ১৯৭৮ (পশ্চিমবঙ্গ সংশোধন) দ্বারা—৫১-ধারার নিম্নলিখিত সংশোধন করা হইয়াছে :—

৫১ (২) উপধারা হইতেছে : ১৭, ১৮, ও ৮৯ ধারামতে স্থাবর সম্পত্তি সংক্রান্ত উইল ভিন্ন সকল প্রকার দলিলের অবিকল নকল ও মেমোরাণ্ডা ১নং বহিতে ফাইল করিতে হইবে ; এবং

৫১ (৩) উপধারায় 'দলিল ৪নং রেজিস্টার বহিতে লিপিবদ্ধ করা হইবে' বাক্যাংশের পরিবর্তে 'দলিলের অবিকল নকল ৪নং রেজিস্টার বহিতে ফাইল করা হইবে' এইরূপ পড়িতে হইবে।

ধারা ৫২ : দলিল দাখিল হইলে রেজিস্টারিং অফিসারের কর্তব্য— (১) (এ) কোন দলিল দাখিলের সময় তারিখ, ঘণ্টা, দলিল দাখিলের স্থান (অর্থাৎ কোথায় দলিল দাখিল হইল) এবং দলিল দাখিলকারকের স্বাক্ষর প্রত্যেক দলিলের পৃষ্ঠায় লিখিত থাকিবে ,

(বি) এইরূপ দাখিলীকৃত দলিলের জন্য রেজিস্টারিং অফিসার একখানি রসীদ্ দলিল দাখিলকারীকে প্রদান করিবেন , এবং

(সি) ৬২-ধারার বিধানাধীনে, যে সকল দলিল নিবন্ধীকরণের জন্য গৃহীত হয় সেই সকল দলিল গ্রহণের ক্রম অনুসারে অপ্রয়োজনীয় বিলম্ব না করিয়া নির্দিষ্ট রেজিস্টার বহিতে নকল করিতে হইবে।

(২) এই সকল রেজিস্টার বহি মহানিবন্ধ পরিদর্শকের নির্দেশ অনুযায়ী নির্ধারিত সময় অন্তর প্রামাণিক করা হইবে।

দ্রষ্টব্য : রেজিস্ট্রেসন আইন, ১৯৭৮ (পশ্চিমবঙ্গ সংশোধন) (পশ্চিমবঙ্গ আইন ১৯৭৮ এর ১৭নং) দ্বারা ৫২-ধারার নিম্নলিখিত সংশোধন করা হইয়াছে :—

৫২ ধারাব অন্তর্গত (১) (এ) উপধারার অন্তে 'এবং' শব্দ যুক্ত হইবে

৫২ ধারার অন্তর্গত (১) (বি) উপধারার অন্তে অবস্থিত 'এবং' শব্দ নিরসিত হইবে

৫২ ধারার অন্তর্গত (১) (সি) উপধারা নিরসিত হইবে

৫২ (১) উপধারার পরে নিম্নলিখিত উপধারাগুলি যুক্ত হইবে :—

৫২ [১ এ]—৬২-ধারার শর্তাধীনে যে দলিল—এই দলিল অবশ্য ৫২ (৩) উপধারায় বর্ণিত দলিল শ্রেণীভুক্ত নহে—নিবন্ধীকরণের জন্য গৃহীত হয়, সেই দলিল, অপ্রয়োজনীয় বিলম্ব না করিয়া, উপযুক্ত রেজিস্টার বহিতে গ্রহণের ক্রমানুসারে নকল করিতে হইবে ;

৫২ [১ বি]—৬২ ধারা, (৩) ও (৪) উপধারার অন্তর্গত নিয়মাবলী এবং ৮৯ [এ] ধারার শর্তাধীনে, (৩)-উপধারায় বর্ণিত দলিল শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত কোন দলিল যদি নিবন্ধীকরণের জন্য গ্রহণ করা হয়, তবে সেই দলিলের একখানি অবিকল নকল,

অপ্রয়োজনীয় বিলম্ব না করিয়া, নির্দিষ্ট রেজিস্টার বহিতে গ্রহণের ক্রমানুসারে ফাইল করা হইবে ;

৫২ (২) উপধারার পরে নিম্নলিখিত উপধারাগুলি যুক্ত হইবে :—

৫২ (৩)—রাজ্য সরকার মধ্যে মধ্যে রুল করিয়া নির্দিষ্ট করিয়া দিতে পারেন কোন্ শ্রেণীর দলিলের জন্য উপধারা [১ বি] এর অধীনে নির্দিষ্ট রেজিস্টার বহিতে অবিকল নকল ফাইল করিতে হইবে ;

৫২ (৪)—[১ বি] উপধারাতে যে অবিকল নকলের উল্লেখ করা হইয়াছে তাহা এই সম্পর্কে প্রণীত রুল অনুসারে পরিষ্কারভাবে হস্তলিখিত, মুদ্রিত, টাইপকৃত, লিথোগ্রাফকৃত অথবা অন্যভাবে প্রস্তুত করিতে হইবে।

এই আইনের (অর্থাৎ, ১৯৭৮ এর পশ্চিমবঙ্গ আইন-১৭) শর্তাবলী 'সিডিউলে' লিখিত রূপান্তর সাপেক্ষে (৩) উপধারামূলে প্রণীত রুলে নির্দিষ্ট দলিল শ্রেণীর ক্ষেত্রে কার্যকরী হইবে।

[৫২ (৫) উপধারায় কথিত সিডিউল দ্বারা ১৯, ৪৫, ৪৬, ৫১, ৫৪, ৫৫, ৬০, ৬১ এবং ৬২ ধারার প্রয়োজনীয় সংশোধন ও রূপান্তর লিপিবদ্ধ আছে। উক্ত ধারাগুলি আলোচনার ক্ষেত্রে ঐ সংশোধন ও রূপান্তর লিখিত হইয়াছে।]

ধারা ৫৩ : ধারাবাহিক এনট্রি—প্রত্যেক রেজিস্টার বহির জন্য প্রয়োজনীয় এনট্রি ধারাবাহিকভাবে হইবে। অর্থাৎ সংখ্যা গণনা ধারাবাহিকভাবে বৎসরের প্রথমে আরম্ভ হইবে এবং বৎসরান্তে শেষ হইবে।

ধারা ৫৪ : ইনডেক্স ও এনট্রি—উক্ত রেজিস্টার বহিতে লিখিত বিষয়বস্তুর ইনডেক্স ভিন্ন ভাবে রক্ষিত হইবে। যতদূর সম্ভব দলিল নকল হইবার অথবা মেমোরাণ্ডাম ফাইল করিবার পরই উহাদের ইনডেক্সের কার্য সম্পন্ন করিতে হইবে।

দ্রষ্টব্য : কোন দলিলের ইনডেক্স ভুলক্রমে না হইলেও উক্ত দলিলের নিবন্ধীকরণ নাকচ হয় না (সীতারাম বনাম রাজনারায়ন, আউধ)।

রেজিস্ট্রেসন আইন, ১৯৭৮ (পশ্চিমবঙ্গ সংশোধন) বলে ৫৪ ধারার নিম্নলিখিত সংশোধন করা হইয়াছে :—

'দলিল নকল হইবার' পরিবর্তে 'দলিলের অবিকল নকল' পড়িতে হইবে।

ধারা ৫৫ : ইনডেক্স ও বিষয়বস্তু—(১) প্রত্যেক রেজিস্ট্রেসন অফিসে চারিখানি ইনডেক্স থাকিবে, যথা—১নং ইনডেক্স, ২নং ইনডেক্স, ৩নং ইনডেক্স এবং ৪নং ইনডেক্স।

(২) ১নং ইনডেক্সে ১নং রেজিস্টার বহিতে নকলীকৃত দলিলের এবং ফাইলকৃত মেমোরাণ্ডামের সকল দাতার এবং গ্রহীতার নাম ও অ্যাডিসান লিখিত থাকিবে।

(৩) ২১ ধারা অনুযায়ী উপরিউক্ত প্রতি দলিলে এবং মেমোরাণ্ডামে লিখিত সম্পত্তির বিবরণাদি মহানিবন্ধ পরিদর্শকের নির্দেশানুসারে ২নং ইনডেক্সে লিখিত থাকিবে।

(৪) ৩নং ইনডেক্সে থাকিবে উইলের এবং দত্তকগ্রহণ প্রাধিকার পত্রের সম্পাদনকারীদিগের নাম এবং অ্যাডিসান; উইলে লিখিত এক্জিকিউটারদিগের এবং প্রাধিকার পত্রে উল্লিখিত ব্যক্তিদিগের নাম এবং অ্যাডিসানও উল্লিখিত থাকিবে। উইলকারীর এবং প্রাধিকার পত্রদাতার মৃত্যুর পর (কিন্তু মৃত্যুর পূর্বে নহে) উইলের এবং প্রাধিকার পত্রের গ্রহীতাগণের নাম ও অ্যাডিসান ৩নং ইনডেক্সে লিখিত থাকিবে।

(৫) ৪নং ইনডেক্সে ৪নং রেজিস্টার বহিতে নকলীকৃত দলিলের দাতা এবং গ্রহীতার নাম ও অ্যাডিসান লিপিবদ্ধ থাকিবে।

(৬) প্রতি ইনডেক্স মহানিবন্ধ পরিদর্শকের নির্দেশানুযায়ী প্রস্তুত হইবে এবং তাঁহার নির্দেশানুসারে অন্যান্য বিবরণ লিপিবদ্ধ থাকিবে।

দ্রষ্টব্য : আমরা জানি, সম্পত্তি হস্তান্তর আইনের (৩)-ধারার অন্তর্গত ১নং ব্যাখ্যা মতে দলিলের নিবন্ধীকরণ এক প্রকার নোটিশ; দলিল নকল হইলে অথবা দলিলের নকল নির্দিষ্ট রেজিস্টার বহিতে ফাইল করা হইলে নোটিশ রূপে বিবেচিত হইবে (বেনারস ব্যাঙ্ক লিঃ বনাম হরপ্রসাদ, লাহোর)। কিন্তু নির্দিষ্ট রেজিস্টার বহিতে নকল করা হইয়াছে কিনা অথবা দলিলের অবিকল নকল ফাইল করা হইয়াছে কিনা তাহা ইনডেক্স রেজিস্টারের সাহায্যে তল্লাস করিতে হইবে। ১নং ইনডেক্সের উদ্দেশ্য হইতেছে, তল্লাস কাযের অসুবিধা দূর করা। একখানি দলিলে একাধিক দাতা থাকিতে পারে; কোন্ কোন্ দাতা দলিলখানি সম্পাদন করিয়াছে তাহা ১নং ইনডেক্সে জানা যাইবে (হুইটলে স্টোক্স—অ্যাংলো ইনডিয়ান কোড্স্, ভল—২, পৃঃ, ১১২২; সঞ্জীব রাও এর রেজিস্ট্রেসন আইন, পৃঃ ৫৮৬)।

৫৫-ধারা বলে মহানিবন্ধ পরিদর্শক ইনডেক্স রেজিস্টারে বিশেষ বিবরণ সন্নিবেশিত করিবার জন্য নির্দেশ প্রদান করিতে পারেন; কিন্তু তাঁহার এই নির্দেশ স্থাবর সম্পত্তি সংক্রান্ত ২২ (২) উপধারার নির্দেশ বাতিল করিতে পারে না (হোসেন আবদুল রহমান কোং বনাম লক্ষ্মীচাঁদ খেতী, বোম্বাই)।

রেজিস্ট্রেসন আইন ১৯৭৮ (পশ্চিমবঙ্গ সংশোধন) বলে ৫৫-ধারার নিম্নলিখিত সংশোধন করা হইয়াছে :—

৫৫ (২) উপধারার 'নকলীকৃত' শব্দের পরিবর্তে 'অবিকল নকল ফাইলকৃত' পড়িতে হইবে।

৫৫ (৪) উপধারার যে সংশোধন করা হইয়াছে, তাহা এই পুস্তকের অনুবাদকে

সংশোধন করিবার প্রয়োজন পড়ে না। তবে, সংশোধন এই রূপ করা আছে : '৩নং রেজিস্টার বহিতে উইল এবং দত্তকগ্রহণের প্রাধিকার পত্রের যে নকল করা আছে' ইহার পরিবর্তে '৩নং রেজিস্টার বহিতে উইল এবং দত্তকগ্রহণের প্রাধিকার পত্রের যে অবিকল নকল ফাইল করা আছে' পড়িতে হইবে।

৫৫ (৫) উপধারায় 'নকলীকৃত' শব্দের পরিবর্তে 'অবিকল নকল ফাইলকৃত' পড়িতে হইবে।

ধারা ৫৫ [এ] : কয়েকক্ষেত্রে বহি এবং ইনডেক্সের নকল মুলের ন্যায় গণ্য—প্রচলিত অন্যান্য আইনের বিধান সত্বেও, ভারতীয় স্বাধীনতা আইন, ১৯৪৭-এর (৩)-ধারা বলে নিযুক্ত বাওনডারি কমিশনের রোয়েদাদে যে সকল জেলা এবং উপ-জেলা অংশত পূর্ববঙ্গ (বাংলাদেশ) এবং অংশত পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে সেই সকল এলাকাস্থিত রেজিস্ট্রেসন অফিসগুলিতে যে সকল দলিল ১৯৪৭ সালের ১৪ই আগস্টের পূর্বে নিবন্ধীকৃত হইয়াছে, সেই দলিল সংক্রান্ত ৫১ (১) উপধারায় বর্ণিত বহি এবং ৫৫ ধারায় বর্ণিত ইনডেক্সাবলীর নকলাদি মহানিবন্ধ পরিদর্শক দ্বারা স্থিরীকৃত নির্দেশানুসারে প্রামাণীকৃত হইলে ঐ নকলীকৃত বহি এবং নকলীকৃত ইনডেক্স মূল বহি এবং ইনডেক্সের সমতুল এবং স্থলাভিষিক্ত বিবেচনা করিতে হইবে ; এবং এই আইনে বহি এবং ইনডেক্স সংক্রান্ত সর্বপ্রকার উল্লেখে এই নকল-গুলিকেও ধরিতে হইবে।

দ্রষ্টব্য : ভারতীয় রেজিস্ট্রেসন আইন (পশ্চিমবঙ্গ সংশোধন) ১৯৫০ (২৯ নং ১৯৫০ এর) ৫৫ [এ] ধারা যুক্ত করে ভারতীয় রেজিস্ট্রেসন আইন (পশ্চিমবঙ্গ সংশোধন). আইন ১৯৫১ (১৯৫১ এর ৩১ নং) দ্বারা উপরিলিখিতরূপে ৫৫ [এ] ধারা পরিবর্তিত হয়।

ধারা ৫৬ : ১৯২৯ সালের ভারতীয় নিবন্ধীকরণ (সংশোধন) আইনের ২-ধারার দ্বারা ৫৬-ধারা নিরসন করা হইয়াছে। এই ধারায় ১, ২, ৩নং ইনডেক্সের কপি রেজিস্ট্রারের নিকট পাঠাইবার দায়িত্ব ছিল অবর-নিবন্ধকের।

ধারা ৫৭ : বহি এবং ইনডেক্স তল্লাস এবং প্রত্যায়িত নকল প্রদান সম্পর্কে—(১) উপযুক্ত ফিস্ প্রদান করিলে ১নং এবং ২নং রেজিস্টার বহি এবং ১নং বহিতে নকলীকৃত দলিল সম্পর্কে লিখিত ১নং এবং ২নং ইনডেক্স যে কোন ব্যক্তি পরিদর্শন করিতে পারেন ; এবং ৬২-ধারার বিধানাধীনে কোন ব্যক্তি দরখাস্ত করিলে উক্ত বহিতে লিখিত বিষয়ের নকল পাইবেন।

(২) ৬২-ধারার বিধানাধীনে সম্পাদনকারীগণ অথবা তাঁহাদের নিযুক্তকগণ ৩নং রেজিস্টার বহিতে এবং ৩নং ইনডেক্সে স্ব-স্ব দলিল সম্পর্কে লিখিত বিষয়ের নকল লইতে পারিবেন।

(৩) ঐ একই ধারার বিধানাধীনে সম্পাদনকারী, গ্রহীতা, তাঁহাদের নিযুক্তক অথবা তাঁহাদের প্রতিনিধি ৪নং রেজিস্টার বহিতে এবং ৪নং ইনডেক্সে স্ব-স্ব দলিল সম্পর্কে লিখিত বিষয়ের নকল লইতে পারিবেন।

দ্রষ্টব্য : ১নং রেজিস্টার বহি ও ১নং ইনডেক্স যে কোন ব্যক্তি যে কোন দলিল সম্পর্কে স্বয়ং তল্লাস এবং পরিদর্শন করিবেন এবং নকলও পাইবেন ; ৩নং-এর ক্ষেত্রে সে সুযোগ নাই। ৩নং রেজিস্টার বহি এবং ৩নং ইনডেক্স উইল ও প্রাধিকারপত্র সম্পর্কে রচিত। দাতা বা তাঁহার নিযুক্তক কেবলমাত্র সেই উইলের বা প্রাধিকারপত্রের নকল লইতে পারিবেন, যে উইল বা প্রাধিকারপত্র তিনি সম্পাদন করিয়া রেজিস্ট্রী করিয়াছেন ; তাঁহার মৃত্যুর পর যে কোন ব্যক্তি উক্ত সুযোগ ভোগ করিতে পারিবেন ; ৩নং রেজিস্টার বহির তল্লাস স্বয়ং রেজিস্টারিং অফিসার করিবেন।

আবার ৪নং-এর ক্ষেত্রেও ১নং-এর ন্যায় সুযোগ নাই : ৪নং রেজিস্টার বহি এবং ৪নং ইনডেক্স যে কোন ব্যক্তি তল্লাস-পরিদর্শন করিতে পারেন না বা নকলও লইতে পারেন না। দলিলের দাতা, গ্রহীতা অথবা তাঁহাদের নিযুক্তক বা প্রতিনিধি কেবলমাত্র সেই দলিলের নকল লইতে পারিবেন যে দলিলের তিনি দাতা অথবা গ্রহীতা (অথবা তাঁহাদের নিযুক্তক বা প্রতিনিধি)। ৪নং রেজিস্টার বহির তল্লাস স্বয়ং রেজিস্টারিং অফিসার করিবেন।

(৪) কেবলমাত্র রেজিস্টারিং অফিসার এই ধারার অধীনে ৩নং এবং ৪নং রেজিস্টার বহিতে লিখিত বিষয়ের প্রয়োজনীয় তল্লাস করিবেন।

(৫) এই ধারা-মূলে প্রদত্ত সকল নকলই রেজিস্টারিং অফিসার স্বাক্ষর করিবেন এবং শীলমোহরাঙ্কিত করিবেন। মূল দলিলের বিষয়বস্তু প্রমাণের জন্য এইরূপ নকল গ্রাহ্য হইবে।

দ্রষ্টব্য : প্রত্যায়িত নকল এভিডেন্স আইনে ৬৫ ধারানুসারে মূল দলিলের বিষয়বস্তু প্রমাণে গ্রাহ্য হয় না যদি না এ ব্যাপারে উক্ত নকল গৌণ সাক্ষ্য রূপে গ্রহণের জন্য লওয়া হয় (মান্না বনাম নাজমাম)। মূল দলিল হারাইয়া গেলে প্রত্যায়িত নকল দলিলের বিষয়বস্তু প্রমাণে সাক্ষ্য রূপে গৃহীত হইবে (হরিশ বনাম প্রসন্ন)।

[বি] নিবন্ধীকরণের জন্য গ্রহণ করিবার পরবর্তী প্রণালী—

ধারা ৫৮ : গৃহীত দলিলের বিবরণ—(১) কোন দলিল নিবন্ধীকরণের জন্য গ্রহণ করা হইলে, নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্পর্কে উক্ত দলিলে লিখিতভাবে মন্তব্য করা থাকিবে ; তবে কোন ডিক্রী অথবা অর্ডারের কপির ক্ষেত্রে ৮৯ ধারামূলে রেজিস্টারিং অফিসারের নিকট প্রেরিত কপির ক্ষেত্রে এই ধারা প্রযোজ্য নহে।

(এ) সম্পাদন স্বীকারকারীর স্বাক্ষর, অ্যাড্রিসান এবং যদি দলিলের সম্পাদন প্রতিনিধি, অ্যাসাইন অথবা নিযুক্তকের দ্বারা স্বীকৃত হয় তাহা হইলে উক্ত প্রতিনিধি, অ্যাসাইন অথবা নিযুক্তকের নাম এবং অ্যাড্রিসান সম্পর্কে দলিলের পৃষ্ঠায় লিখিতভাবে মন্তব্য করা থাকিবে।

(বি) এই আইনের কোন বিধানানুসারে উক্ত দলিলের জন্য অপর যে যে ব্যক্তিকে পরীক্ষা করা হয়, তাঁহাদের স্বাক্ষর এবং অ্যাড্রিসান সম্পর্কে দলিলের পৃষ্ঠায় লিখিতভাবে মন্তব্য করা থাকিবে। (সাধারণতঃ সনাক্তকারীর নাম ও অ্যাড্রিসান দলিলের পৃষ্ঠায় লিখিত হয়।)

(সি) রেজিস্টারিং অফিসারের সম্মুখে দলিলের সম্পাদন হেতু কোন অর্থপ্রদান অথবা কোন অস্থাবর সম্পত্তি অর্পণ সম্পর্কে এবং সামগ্রিক বা আংশিক পণের টাকা প্রাপ্তি স্বীকার সম্পর্কে উক্ত দলিলের পৃষ্ঠায় লিখিতভাবে মন্তব্য করা থাকিবে।

(২) যদি কোন ব্যক্তি দলিলের সম্পাদন স্বীকার করা সত্ত্বেও উক্ত দলিলে তাহা অনুমোদন স্বরূপে স্বাক্ষর না করেন তাহা হইলেও রেজিস্টারিং অফিসার উক্ত দলিল রেজিস্ট্রী করিবেন; তবে রেজিস্টারিং অফিসার ঐরূপ অস্বীকার উক্তি সম্পর্কে একটি মন্তব্য দলিলের পৃষ্ঠায় লিখিয়া রাখিবেন।

ধারা ৫৯ : এনডোর্সমেণ্টে তারিখ-সহ স্বাক্ষর—কোন দলিলে ৫২ এবং ৫৮-ধারা মতে লিখিত এনডোর্সমেণ্টগুলি এবং রেজিস্টারিং অফিসারের সম্মুখে লিখিত এনডোর্সমেণ্টগুলি রেজিস্টারিং অফিসার তারিখ সহ স্বাক্ষর করিবেন।

দ্রষ্টব্য : রেজিস্টারিং অফিসার পার্টির উপস্থিতিতে স্বাক্ষর করিতে বাধ্য নহেন; দিনের শেষে তিনি সমস্ত দলিলে স্বাক্ষর একই সঙ্গে করিতে পারেন।

ধারা ৬০ : নিবন্ধীকরণের সার্টিফিকেট—(১) দাখিলীকৃত দলিলে ৩৪, ৩৫, ৫৮ এবং ৫৯ ধারার বিধানগুলি পালিত হইবার পর সেই দলিলে রেজিস্টারিং অফিসার একটি প্রমাণপত্র লিখিয়া দিবেন। ঐ প্রমাণপত্রে "নিবন্ধীকৃত" এই কথাটি থাকিবে; যে রেজিস্টার বহিতে উক্ত দলিল নকল করা হয় সেই রেজিস্টার বহির নম্বর এবং যে পৃষ্ঠায় নকল করা হয় সেই পৃষ্ঠার নম্বরও উক্ত প্রমাণপত্রে লিখিত থাকিবে।

(২) এইরূপ প্রমাণপত্রে রেজিস্টারিং অফিসারের তারিখসহ স্বাক্ষর এবং সীলমোহর থাকিবে; এইরূপ থাকিলে বুঝিতে হইবে যে আইনের বিধানানুযায়ী উক্ত দলিল নিবন্ধীকৃত হইয়াছে এবং ৫৯-ধারামতে সকল এনডোর্সমেণ্টই যথাযথ সন্নিবেশিত হইয়াছে।

দ্রষ্টব্য : যদি কোন কারণে ৬০-ধারা অনুসারে প্রমাণপত্র না প্রদান করা হয়, তাহা হইলেও দলিলের বৈধতা নষ্ট হয় না।

রেজিস্ট্রেসন আইন ১৯৭৮ (পশ্চিমবঙ্গ সংশোধন) বলে ৬০-ধারার নিম্নলিখিত সংশোধন করা হইয়াছে :—

'যে রেজিস্টার বহিতে উক্ত দলিল নকল করা হয় সেই রেজিস্টার বহির নম্বর এবং যে পৃষ্ঠায় নকল করা হয় সেই পৃষ্ঠার নম্বরও উক্ত প্রমাণপত্রে লিখিত থাকিবে'— এই বাক্যের পরিবর্তে নিম্নলিখিত বাক্য পাঠ করিতে হইবে :—

যে রেজিস্টার বহিতে উক্ত দলিলের অবিকল নকল ফাইল করা হয় সেই রেজিস্টার বহির নম্বর এবং অবিকল নকলের পৃষ্ঠা নম্বর উক্ত প্রমাণপত্রে লিখিত থাকিবে।

ধারা ৬১ : এনডোর্সমেণ্ট সার্টিফিকেট নকলের দলিল প্রত্যার্পণ— (১) ৫৯ এবং ৬০-ধারায় যে সকল এনডোর্সমেণ্ট এবং প্রমাণপত্রের কথা উক্ত হইয়াছে, সেগুলি রেজিস্টার বহিতে পৃষ্ঠার প্রান্তদেশে নকল করিতে হইবে ; এবং ২১-ধারামতে ম্যাপ অথবা প্ল্যানের কপি প্রদান করিলে, সেই কপি ১নং রেজিস্টার বহিতে ফাইল করা হইবে।

(২) উক্ত কার্য সম্পন্ন হইবার পর কোন দলিলের নিবন্ধীকরণ সম্পূর্ণ হইয়াছে বুঝিতে হইবে এবং তখন দাখিলকারীকে অথবা ৫২-ধারামতে প্রদত্ত রসিদে লিখিত মনোনীত ব্যক্তিকে দলিলখানি ফেরত দিতে হইবে।

দ্রষ্টব্য : রেজিস্ট্রেসন আইন ১৯৭৮ (পশ্চিমবঙ্গ সংশোধন) বলে ৬১-ধারার নিম্নলিখিত সংশোধন করা হইয়াছে :—

৬১ (১) উপধারায় 'পৃষ্ঠার প্রান্তদেশে' শব্দদ্বয়ের পরিবর্তে কেবলমাত্র 'পৃষ্ঠায়' পড়িতে হইবে।

ধারা ৬২ : অজানা ভাষায় লিখিত দলিল ঘটিত পদ্ধতি— (১) ১৯-ধারামতে অজানা ভাষায় লিখিত কোন দলিল নিবন্ধীকরণের জন্য দাখিল করা হইলে উক্ত দলিলের অনুবাদ যথাযথ রেজিস্টার বহিতে মূল দলিলের ন্যায় নকল করা হইবে এবং উক্ত অনুবাদ ও অজানা ভাষায় লিখিত মূল দলিলের কপিটি রেজিস্ট্রেসন অফিসে ফাইল করা থাকিবে।

দ্রষ্টব্য : যে দলিলের ভাষা জেলাতে সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয় না এবং যে ভাষা রেজিস্টারিং অফিসারের অজানা সেইরূপ দলিলের একখানি অবিকল নকল এবং প্রচলিত ভাষায় লিখিত একখানি অনুবাদ উক্ত দলিল নিবন্ধীকরণের জন্য দাখিল করিবার সময় ১৯-ধারামতে প্রদান করা বাধ্যতামূলক।

রেজিস্ট্রেসন আইন ১৯৭৮ (পশ্চিমবঙ্গ সংশোধন) বলে ৬২ (১) উপধারা নিম্নলিখিতরূপ বুঝিতে হইবে :

৬২ (১) : ১৯ ধারা অনুসারে কোন দলিল নিবন্ধীকরণের জন্য দাখিল করা হইলে, দলিলখানির অবিকল নকল এবং অনুবাদ যথাযথ বহিতে ফাইল করিতে হইবে।

উক্ত সংশোধন কেরালা সংশোধনের অনুরূপ।

(২) ৫৯ এবং ৬০-ধারামতে এন্ডোর্সমেণ্ট এবং প্রমাণপত্র মূল দলিলে লিখিত হইবে এবং ৫৭, ৬৪, ৬৫ ও ৬৬ ধারামতে কপি ও মেমোরাণ্ডা প্রস্তুত করিবার উদ্দেশ্যে অনুবাদ দলিলকেই মূল দলিল রূপে গণ্য করিয়া কার্য করিতে হইবে।

ধারা ৬৩ : শপথ গ্রহণের ক্ষমতা—(১) প্রত্যেক রেজিস্টারিং অফিসার বিবেচনা করিলে এই আইনের বিধানাধীনে যে কোন পরীক্ষিত ব্যক্তিকে শপথ গ্রহণ করাইতে পারেন।

(২) যে সকল ব্যক্তিকে শপথ গ্রহণ করান হয় রেজিস্টারিং অফিসার বিবেচনা করিলে সেই সকল ব্যক্তির বক্তব্য লিখিয়া রাখিতে পারেন; তারপর তিনি বক্তব্য বিষয় শপথকারীকে পাঠ করিয়া শুনাইবেন; যদি লিখিত বক্তব্যের ভাষা শপথকারী বুঝিতে না পারেন, তাহা হইলে শপথকারী যে ভাষা জানেন সেই ভাষাতে রেজিস্টারিং অফিসার শপথকারীকে লিখিত বক্তব্যের মর্ম বুঝাইয়া দিবেন। শপথকারী লিখিত বক্তব্য বিষয়ের সত্যতা স্বীকার করিলে রেজিস্টারিং অফিসার উহাতে স্বাক্ষর করিবেন।

(৩) কোন্ ব্যক্তি কিরূপ অবস্থায় উক্ত বক্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন তাহা প্রমাণ করিবার জন্য উপরিউক্ত স্বাক্ষরযুক্ত বক্তব্যপত্র গ্রাহ্য হইবে।

দ্রষ্টব্য : শপথ (ওথ্) অর্থে প্রতিজ্ঞা (অ্যাফারমেশন) ও খ্যাপন বা ঘোষণা (ডিক্লারেশন) হইতে পারে কেবলমাত্র তাঁহাদের ক্ষেত্রে যাঁহারা শপথের পরিবর্তে প্রতিজ্ঞা বা খ্যাপন করিতে অনুমতি প্রদত্ত [হুইটলে স্টোকস—অ্যাংলো-ইনডিয়ান কোডস, ভল-২, পৃঃ ১১২৫ ; জেনারেল কলজেস অ্যাক্ট, ১৮৯৭ (১০ অব ১৮৯৭) এর ৩ (৩৭) উপধারা]।

ইনডিয়ান ওথস অ্যাক্ট, ১৮৭৩ (১৮৭৩ এর ১০নং) এর (৬)-ধারা বলে কয়েকশ্রেণীর মানুষ শপথ গ্রহণ হইতে রেহাই পাইয়াছেন : যেখানে সাক্ষী, দোভাষী অথবা জুরী একজন হিন্দু অথবা মুসলমান অথবা উক্ত সাক্ষী ইত্যাদিদিগের শপথ লইতে আপত্তি থাকে, তবে তিনি শপথের পরিবর্তে প্রতিজ্ঞা করিতে পারেন। অন্যান্য ক্ষেত্রে সাক্ষী, দোভাষী অথবা জুরীকে শপথ লইতে হইবে।

রেজিস্ট্রেসন আইনের ৬২-ধারা বলে সাবরেজিস্ট্রার শপথ গ্রহণ করাইতে পারেন এবং শপথকারী ব্যক্তি যে বক্তব্য রাখিবেন সাবরেজিস্ট্রার তাহা ভিন্ন কাগজে লিখিয়া রাখিতে পারেন। শপথকারী ব্যক্তি যদি অবর-নিবন্ধকের নিকট মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান করেন, তবে উক্ত ব্যক্তি যে অপরাধ করেন তাহা রেজিস্ট্রেসন আইনের ৮২ (এ) ধারা এবং ইনডিয়ান পেনাল কোডের ১৯৩ ধারা বলে শাস্তিযোগ্য হইবে (নারায়নস্বামী আয়ার, মাদ্রাজ)।

রেজিস্টারিং অফিসার শপথ গ্রহণ করিবার ক্ষমতা বিশেষ ক্ষেত্র ব্যতীত ব্যবহার করিবেন না; যখন কাহারো বক্তব্য সম্পর্কে সন্দেহ হইবে তখনই মাত্র শপথ লওয়া বিধেয়; অন্যথা এই ডিসক্রিশানারী ক্ষমতার সঠিক ব্যবহার হয় নাই বিবেচনা করা যাইতে পারে (মীর সৈয়দ হাসান বনাম শ্রীমতী তায়েবা বেগম, এ, আই আর ১৯১৪, আউধ ৫২)।

রেজিস্ট্রেসন নিয়মাবলী ১৯৬২, নবম অধ্যায় দেখুন।

[সি] অবর-নিবন্ধকের বিশেষ কর্তব্যকর্ম—

ধারা ৬৪ : একাধিক উপ-জেলা সংক্রান্ত সম্পত্তি—কোন অবর-নিবন্ধক উইল ভিন্ন অন্য কোন স্থাবর সম্পত্তি সংক্রান্ত দলিল রেজিস্ট্রী করিবার সময় যদি তাঁহার এলাকাধীন সম্পত্তির বিবরণ ভিন্ন অন্য কোন (এক বা একাধিক) অবর-নিবন্ধকের এলাকাধীন সম্পত্তির বিবরণও উক্ত দলিলে প্রাপ্ত হন, তাহা হইলে প্রথম অবর-নিবন্ধক দ্বিতীয় অবর-নিবন্ধকের নিকট দ্বিতীয় অবর-নিবন্ধকের এলাকাধীন হস্তান্তরিত সম্পত্তি সম্পর্কে একটি মেমোরাণ্ডাম এবং উক্ত দলিলে লিখিত এনডোর্সমেণ্ট এবং সার্টিফিকেট কিছু থাকিলে তৎসহ প্রেরণ করিবেন। মেমোরাণ্ডাম প্রাপ্ত হইয়া দ্বিতীয় অবর-নিবন্ধক উহা ১নং রেজিস্টার বহিতে ফাইল করিবেন; তবে শর্ত এই যে, মেমোরাণ্ডাম এক অবর-নিবন্ধক অপর অব-নিবন্ধককে তখনই সরাসরি পাঠাইতে পারিবেন যে সকল ক্ষেত্রে তাঁহারা একই নিবন্ধকের অধীন।

ধারা ৬৫ : একাধিক জেলাস্থিত সম্পত্তি সংক্রান্ত পদ্ধতি—(১) কোন অবর-নিবন্ধক উইল ভিন্ন অন্য কোন স্থাবর সম্পত্তি সংক্রান্ত দলিল রেজিস্ট্রী করিবার সময় যদি উক্ত দলিলে তাঁহার এলাকাধীন সম্পত্তির বিবরণ ব্যতীত ভিন্ন জেলাস্থিত সম্পত্তির বিবরণ প্রাপ্ত হন, তাহা হইলে সেই অবর-নিবন্ধক উক্ত জেলার নিবন্ধকের নিকট উক্ত দলিলের নকল, উক্ত দলিলে লিখিত এনডোর্সমেণ্ট ও সার্টিফিকেট কিছু থাকিলে তৎসহ এবং উক্ত দলিলের সহিত ২১-ধারামতে ম্যাপ বা প্ল্যান থাকিলে সেই ম্যাপ বা প্ল্যানের কপিসহ প্রেরণ করিবেন।

(২) উক্ত নিবন্ধক দলিলের নকল ইত্যাদি প্রাপ্ত হইয়া উহা ১নং রেজিস্টার বহিতে ফাইল করিবেন এবং যে সকল উপ-জেলায় উক্ত দলিলে বর্ণিত সম্পত্তি অবস্থিত সেই সকল উপ-জেলার অবর-নিবন্ধকের নিকট নিবন্ধক মেমোরাণ্ডাম প্রেরণ করিবেন; তখন অবর-নিবন্ধক উক্ত মেমোরাণ্ডাম ১নং বহিতে ফাইল করিবেন।

দ্রষ্টব্য : একই জেলার মধ্যে কোন সম্পত্তি যদি দুই বা ততোধিক উপ-জেলায় অবস্থিত হয়, তবে উক্ত সম্পত্তি সম্পর্কে উইল ভিন্ন অন্য কোন প্রকার দলিল কেবল-মাত্র সেই সকল অবর-নিবন্ধকের অফিসে নিবন্ধীকরণের জন্য দাখিল করা যাইবে যে অবর-নিবন্ধকের উপ-জেলায় দলিলে বর্ণিত সম্পত্তির কিছু অংশও অবস্থিত। এরূপ

ক্ষেত্রে যে অবর-নিবন্ধকের অফিসে দলিল প্রথম নিবন্ধীকৃত হয় তাঁহার দায়িত্ব হইতেছে সেই দলিল সম্পর্কে মেমোরাণ্ডাম সরাসরি অন্যান্য সেই সকল অবর-নিবন্ধকের অফিসে প্রেরণ করা, যে সকল অবর-নিবন্ধকের উপ-জেলায় দলিলে বর্ণিত সম্পত্তির কোন অংশও অবস্থিত ; মনে রাখিতে হইবে যে এই সকল অবর-নিবন্ধক একই জেলা-নিবন্ধকের অধীন। কিন্তু কোন দলিলে বর্ণিত সম্পত্তি যদি ভিন্ন ভিন্ন জেলায় অবস্থিত হয়, তবে কোন জেলার যে অঞ্চলে দলিলে বর্ণিত সম্পত্তি অবস্থিত সেই অঞ্চলের জন্য নিয়োজিত অবর-নিবন্ধকের অফিসে দলিলখানি নিবন্ধীকরণের জন্য দাখিল করা যাইবে ; তখন সেই অবর-নিবন্ধকের দায়িত্ব হইবে সেই দলিলের অবিকল নকল ইত্যাদি অন্য জেলার নিবন্ধকের নিকট প্রেরণ করা ; অন্য জেলার নিবন্ধক তখন সেই কপিমূলে মেমোরাণ্ডাম তাঁহার অধীনস্থ অবর-নিবন্ধকের অফিসে ফাইল করিবার জন্য প্রেরণ করিবেন।

[ডি] নিবন্ধকের বিশেষ কর্তব্যকর্ম—

ধারা ৬৬ : স্থাবর সম্পত্তি সংক্রান্ত নিবন্ধীকৃত দলিল বিষয়ক পদ্ধতি— (১) উইল ভিন্ন অন্য কোন দলিল নিবন্ধীকরণের সময় নিবন্ধকের অধীনস্থ কোন অবর-নিবন্ধকের উপ-জেলাস্থিত সম্পত্তির বিবরণ উক্ত দলিলে থাকিলে সেই দলিল (নিবন্ধকের দ্বারা) নিবন্ধীকরণের সময় নিবন্ধক উক্ত দলিলের মেমোরাণ্ডাম তাঁহার অধীনস্থ উক্ত অবর-নিবন্ধকের অফিসে প্রেরণ করিবেন।

(২) কোন দলিলে ভিন্ন ভিন্ন জেলাস্থিত সম্পত্তির বিবরণ থাকিলে উক্ত দলিল যে নিবন্ধকের দ্বারা নিবন্ধীকৃত হইবে তিনি অন্য যে জেলায় দলিলে বর্ণিত সম্পত্তির অংশ আছে সেই জেলার নিবন্ধকের নিকট উক্ত দলিলের নকল এবং ২১-ধারামতে ম্যাপ বা প্ল্যানের কপি—যদি অবশ্য দলিলের সহিত ম্যাপ বা প্ল্যান কিছু থাকে—প্রেরণ করিবেন।

(৩) ভিন্ন জেলার নিবন্ধক দলিলের নকল ইত্যাদি প্রাপ্ত হইয়া উহা ১নং বহিতে ফাইল করিবেন এবং তাঁহার জেলাস্থিত যে সকল উপ-জেলায় দলিলের নকলে বর্ণিত সম্পত্তি অবস্থিত, সেই সকল উপ-জেলার অবর-নিবন্ধকের নিকট মেমোরাণ্ডাম প্রেরণ করিবেন।

(৪) অবর-নিবন্ধক উক্ত মেমোরাণ্ডাম প্রাপ্ত হইয়া ১নং বহিতে ফাইল করিবেন।

দ্রষ্টব্য : জেলা নিবন্ধকের জেলাস্থিত সম্পত্তি সংক্রান্ত দলিল নিবন্ধীকরণের বিশেষ দায়িত্ব ৬৬-ধারাতে ন্যস্ত করা আছে। এই ধারার সহিত ৭ (২) উপধারার কোন সংঘাত নাই। জেলা সদরস্থিত অবর-নিবন্ধককে ৭ (২) উপধারা মূলে নিবন্ধকের দায়িত্ব অর্পণ করা আছে পশ্চিমবঙ্গে। প্রথমে বেঙ্গল গর্ভনমেণ্ট

নোটিফিকেশন, ২১শে জুন ১৮৭১ দ্বারা জেলা সদরস্থিত অবর-নিবন্ধকের অফিস জেলা নিবন্ধকের অফিসের সহিত সংযুক্ত করা হয়। ৭২ ও ৬৮ ধারার ক্ষমতা ব্যতীত এই অবর-নিবন্ধকগণ নিবন্ধকের সকল ক্ষমতা প্রয়োগের অধিকারী হইয়াছেন। ১৮৭১ এর এই নোটিফিকেশন রহিত করিয়া বাংলা সরকার (মিনিস্ট্রী অব এডুকেশন) ৭ (২) উপধারার ক্ষমতা বলে ১৯২৩ এর ২৬শে জুন ১২০১-মিস্ নোটিফিকেশন জারি করেন; ইহার বলে দার্জিলিং সহ সকল জেলার সদর অফিসস্থ অবর-নিবন্ধকেব অফিস জেলা নিবন্ধকের অফিসের সহিত সংযুক্ত করা হইয়াছে। ফলে, সদর সাবরেজিস্ট্রার ৬৮ ধারার অন্তর্গত পরিচালনা ও তদারকির কাজ ব্যতীত নিবন্ধকের সকল কার্য করিতে পারেন (বেঙ্গল ম্যানুয়াল ১৯২৮, পৃঃ ৩৭, ১১৯-১২০)।

অনুরূপে কলিকাতার অবর-নিবন্ধকের অফিস কলিকাতার নিবন্ধকের অফিসের সহিত সংযুক্ত করা হইয়াছে; এবং ৭ (২) উপধারা অনুসারে কলিকাতার অবর-নিবন্ধক ৬৮ ও ৭২ ধারাব ক্ষমতা ব্যতীত কলিকাতা নিবন্ধকের অন্যান্য ক্ষমতা ব্যবহার করিতে পারেন (বেঙ্গল গর্ভনমেণ্ট অরডার নং ১১২৮-পি, ডেটেড ২২শে মার্চ ১৮৯২; বেঙ্গল ম্যানুয়াল, ১৯২৮, পৃঃ ১২০)।

উপরের নোটিফিকেশন এবং ৭ (২) উপধারার প্রয়োগ পশ্চিমবঙ্গে একরূপ হইতেছে না। জেলা নিবন্ধকগণ ৬৬-ধারার বিশেষ দায়িত্ব পালন করিতেছেন না, যেখানে সর্বক্ষণের জন্য নিবন্ধক নিযুক্ত আছেন—যেমন, হুগলী, হাওড়া, ২৪পরগনা, মেদিনীপুর ইত্যাদি—সেখানেও নিবন্ধকগণ এই কার্য কবিতেছেন না, যদিও রেজিস্ট্রেসন আইনে ৬৬-ধারার ক্ষমতা নিবন্ধকের 'স্পেশাল ডিউটি'। অফিসে সশরীরে উপস্থিত থাকিলেও নিবন্ধকগণ এই স্পেশাল ডিউটি পালন করিতেছেন না কেন তাহা বোঝা যায় না। অথচ, বারাসাতের অতিরিক্ত নিবন্ধক কলিকাতার নিবন্ধক যথাক্রমে ৬৬ ও ৬৭ ধারার কার্য নিয়মিত করিতেছেন। নিবন্ধকদিগের অভিজ্ঞতা সরকার ঠিকভাবে কাজে লাগাইতেছেন না, সদর অবর-নিবন্ধকদিগের কাজের বোঝা কমান দরকার এবং ইহাই অনেকগুলি কারণের একটি কারণ কেন সর্বক্ষণের নিবন্ধক প্রয়োজন। নিবন্ধক ৬৮ ধারার কাজ করিবেন, ৬৬ ধারা, ৭২ ধারা ইত্যাদি ধারার কাজ কবিবেন না অফিসে হাজির থাকা সত্বেও—ইহা বর্তমানের পরিপ্রেক্ষিতে ব্যবস্থা না অব্যবস্থা তাহা সরকার অথবা উচ্চ বিচারালয়কে বলিয়া দিতে হইবে। কর্মচারী নিযোগ, বদলী, ডেপুটেশন গ্রহণ করা ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ; কিন্তু কাজ বিভাগের দ্বারা দলিলগুলি ভালভাবে পরীক্ষা করিয়া রেভিনিউ বাড়াইবার চেষ্টা, দলিল যথাযথ রেজিস্ট্রী করিবার চেষ্টাও কম গুরুত্বপূর্ণ নহে।

ধারা ৬৭ঃ ৩০(২) উপধারার নিবন্ধীকরণ পদ্ধতি—৩০ ধারার (২)-উপধারামতে কোন দলিল নিবন্ধীকৃত হইলে এনডোর্সমেণ্ট এবং প্রমাণপত্র-সহ উক্ত

দলিলের নকল সেই সকল নিবন্ধকের নিকট প্রেরিত হইবে যাঁহাদের জেলায় উক্ত দলিলে বর্ণিত সম্পত্তির অংশ অবস্থিত। নিবন্ধক নকল প্রাপ্ত হইয়া ৬৬-ধারার (১)-উপধারামতে উক্ত নকল সম্পর্কে ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন।

দ্রষ্টব্য ঃ ৩০-ধারার (২)-উপধারামতে কেবলমাত্র কলিকাতা, বোম্বাই, দিল্লী এবং মাদ্রাজ শহরের লেখ্য নিবন্ধকগণ (রেজিস্ট্রার অব অ্যাস্যুয়রেন্স্) ভারতের যে কোন অংশের সম্পত্তি সম্পর্কিত দলিল রেজিস্ট্রী করিতে পারেন। জেলা-নিবন্ধকগণ তাহাদের স্ব স্ব জেলাস্থিত সম্পত্তির বর্ণনা দলিলে অন্ততঃপক্ষে সামান্যতম অংশ না থাকিলে উক্ত দলিল রেজিস্ট্রী করিতে পারে না। জেলা-নিবন্ধক এবং লেখ্য-নিবন্ধকগণের মধ্যে পার্থক্য প্রণিধানযোগ্য।

৬৪-ধারা হইতে ৬৭-ধারা পর্যন্ত রেজিস্টারিং অফিসারের বিশেষ কর্তব্যকর্ম সম্পর্কে লিখিত হইয়াছে, কোন রেজিস্টারিং অফিসার কোন দলিল সম্পর্কে এই কয়টি ধারার প্রয়োগে ভুল করিলে তাহার জন্য দলিলখানির নিবন্ধীকরণ অসিদ্ধ হইবে না।

[ই] নিবন্ধক এবং মহা-নিবন্ধ পরিদর্শকের নিয়ন্ত্রণ করিবার ক্ষমতা সম্পর্কে—

ধারা ৬৮ ঃ নিবন্ধকের নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা—(১) জেলা-নিবন্ধকের তত্ত্বাবধানে এবং অধীনে সেই জেলাস্থিত অবর-নিবন্ধকগণ তাঁহাদের স্ব স্ব অফিসের কর্তব্যকর্ম সম্পাদন করিবেন।

(২) প্রত্যেক নিবন্ধক প্রযোজন মনে করিলে অধীনস্থ অবর-নিবন্ধকদিগকে অবর-নিবন্ধকদিগের কোন কর্ম সম্পর্কে অথবা কর্তব্যকর্মে অবহেলা বা ত্রুটি সম্পর্কে বর্তমান রেজিস্ট্রেসন আইন অনুযায়ী আদেশ প্রদান করিতে পারিবেন, অবর-নিবন্ধকগণ ভুলক্রমে উপযুক্ত রেজিস্টার বহিতে কোন দলিল নিবন্ধীকরণের নিমিত্ত নকল না করিয়া অপর কোন বহিতে নকল করিয়া থাকেন তবে নিবন্ধক উক্ত বিচ্যুতি সংশোধনের আদেশ প্রদান করিতে পারেন; কোন দলিল উপযুক্ত রেজিস্ট্রেসন অফিসে নিবন্ধীকৃত না হইয়া ভুলক্রমে অপর কোন অফিসে নিবন্ধীকৃত হইলে, নিবন্ধক উক্ত বিচ্যুতি সংশোধনের আদেশ প্রদান করিতে পারেন। (নিবন্ধক এই সকল আদেশ প্রদানের প্রাধিকার পাইয়াছেন সর্ব সময়ের জন্য, কোন অভিযোগ বা নালিশ প্রাপ্ত হইবার শর্ত সাপেক্ষ নহে।)

ধারা ৬৯ ঃ মহানিবন্ধ পরিদর্শকের নিয়ন্ত্রণ ও নিয়ম করিবার ক্ষমতা— (১) মহা-নিবন্ধ পরিদর্শক রাজ্য সরকারের অধীনস্থ সকল নিবন্ধীকরণ অফিস তত্ত্বাবধান করিবেন এবং নিবন্ধীকরণ আইনের সমঞ্জসে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্পর্কে নিয়মাবলী মধ্যে মধ্যে প্রণয়ন করিবার ক্ষমতা তাঁহার আছে—

(এ) বহি এবং দলিলপত্রের নিরাপদ সংরক্ষণের ব্যবস্থা সম্পর্কে নিয়ম প্রণয়ন করিবেন।

(বি) প্রতি জেলাতে কোন্ ভাষা সাধারণতঃ প্রচলিত সে সম্পর্কে (নিয়ম প্রণয়ন করিয়া) ঘোষণা করিবেন।

(সি) ২১-ধারার জন্য কোন্ আঞ্চলিক বিভাগ স্বীকৃত হইবে সে সম্পর্কে (নিয়ম প্রণয়ন করিয়া) ঘোষণা করিবেন।

(ডি) ২৫ এবং ৩৪-ধারামতে প্রদেয় জরিমানার পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করিবার উদ্দেশ্যে নিয়ম প্রণয়ন করিবেন।

(ই) ৬৩-ধারা অনুসারে রেজিস্টারিং অফিসারদের উপর ন্যস্ত স্ববিবেকের (অর্থাৎ ডিস্ক্রিশানের) ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করিয়া নিয়ম রচনা করিবেন।

(এফ) দলিলের মেমোরাণ্ড যে ফর্মে করিতে হইবে তাহা নিয়ম করিয়া নির্ধারণ করিবেন।

(জি) ৫১-ধারামতে নিবন্ধক এবং অবর-নিবন্ধকের দ্বারা তাঁহাদের অফিসে যে সকল বহি রক্ষিত হয় সেই সকল বহির প্রমাণীকরণ নিয়ন্ত্রণ করিয়া নিয়ম রচনা করিবেন।

(জিজি) ৮৮-ধারার (২)-উপধারামূলে দলিলাদি নিবন্ধীকরণের জন্য দাখিল করিবার রীতি নিয়ন্ত্রণ করিয়া নিয়ম রচনা করিবেন।

(এইচ্) ১, ২, ৩ এবং ৪ নং ইন্ডেক্সে কোন্ কোন্ বিষয়ের বিবরণ থাকিবে সে সম্পর্কে (নিয়ম রচনা করিয়া) ঘোষণা করিবেন।

(আই) রেজিস্ট্রেসন অফিসগুলিতে কোন্ কোন্ ছুটি পালিত হইবে সে সম্পর্কে (নিয়ম প্রণয়ন করিয়া) ঘোষণা করিবেন।

(জে) সাধারণতঃ নিবন্ধক এবং অবর-নিবন্ধকদিকের কার্যবাহ নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য নিয়ম প্রণয়ন করিবেন।

(২) এই সকল বিষয়ে নিয়ম রচনা করিয়া রাজ্য সরকারের অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করিতে হইবে ; অনুমোদন লাভের পর উক্ত নিয়মাবলী সরকারী ঘোষপত্রে প্রকাশিত হইবে ; প্রকাশিত হইবার পর উক্ত নিয়মাবলী এই আইনের অধীনে রচিত হইয়াছে এইরূপ জ্ঞানে কার্যকরী হইবে।

ধারা ৭০ ঃ মহা-নিবন্ধ পরিদর্শকের ফাইন মকুব করিবার ক্ষমতা— মহা-নিবন্ধ পরিদর্শক স্ববিবেকে যথাযথ রেজিস্ট্রেসন ফিসের অতিরিক্ত ২৫ বা ৩৪-ধারামতে প্রদানযোগ্য জরিমানা সম্পূর্ণ বা আংশিক মকুব করিতে পারেন।

একাদশ [এ] অংশ ঃ ফটোগ্রাফির দ্বারা দলিল নকলের সম্পর্কে—

এই অংশটি কেবলমাত্র বোম্বাই রাজ্যে (বর্তমানে গুজরাট ও মহারাষ্ট্রে) প্রচলিত বলিয়া এখানে লিখিত হইল না।

দ্বাদশ অংশ

দলিলের নিবন্ধীকরণ প্রত্যাখ্যান সম্পর্কে

ধারা ৭১ঃ প্রত্যাখ্যানাদেশের লিখিত কারণ—(১) কোন অবর-নিবন্ধক কোন দলিলের নিবন্ধীকরণ প্রত্যাখ্যান করিতে প্রয়োজন বোধ করিলে একটি প্রত্যাখ্যানাদেশ দিবেন এবং ২নং বহিতে সেই প্রত্যাখ্যানাদেশের কারণ লিখিয়া রাখিবেন ; আর সেই দলিলে 'নিবন্ধীকরণ প্রত্যাখ্যাত' (রেজিস্ট্রেসন রিফিউস্‌ড) এই কয়টি কথা লিখিয়া দিবেন। উক্ত দলিলের দাতা বা গ্রহীতার যে কেহ দরখাস্ত দ্বারা প্রার্থনা করিলে উক্ত প্রত্যাখ্যানাদেশ সম্পর্কে লিখিত কারণের একটি নকল বিনা ব্যয়ে এবং অপ্রয়োজনীয় বিলম্ব না করিয়া প্রদান করা হইবে। অবশ্য ব্যতিক্রম এই যে, যদি দলিলে বর্ণিত সম্পত্তি অবর-নিবন্ধকের উপ-জেলাস্থিত না হয়, তাহা হইলে সেই দলিল উক্ত অবর-নিবন্ধকের নিকট দাখিল করিলে তিনি দলিলখানি লিখিতভাবে ৭১ (১)-ধারা অনুসারে প্রত্যাখ্যান করিবেন না (এইরূপ ক্ষেত্রে অবর-নিবন্ধক দাখিলকারীকে দলিলখানি ফেরত দিয়া উপযুক্ত অফিসে দাখিল করিবার জন্য নির্দেশ দিবেন মাত্র)।

(২) কোন দলিলে "নিবন্ধীকরণ প্রত্যাখ্যাত" এইরূপ লিখিত থাকিলে সেই দলিল পরবর্তী বিধানানুসারে নিবন্ধীকরণের নির্দেশ প্রদান না করা পর্যন্ত কোন রেজিস্টারিং অফিসার নিবন্ধীকরণের জন্য গ্রহণ করিতে পারিবেন না।

দ্রষ্টব্যঃ (ক) মণ্ডিকা বনাম জিয়াবুদ্দিন বিচারের রায়ে আদালত এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন যে অবর-নিবন্ধক প্রত্যাখ্যানাদেশ রেকর্ড না করিলে বা দলিলে 'নিবন্ধীকরণ প্রত্যাখ্যাত' এই আদেশ লিপিবদ্ধ না করিলেও ৭১-ধারার কার্যবাহ ব্যাহত হয় না ; অর্থাৎ অবর-নিবন্ধকের এই ত্রুটির জন্য ৭১-ধারার প্রয়োগ শিথিল হইবে না। সুতরাং সমন জারি হওয়া সত্ত্বেও যদি সম্পাদনকারী নির্দিষ্ট দিনে অবর-নিবন্ধকের সমীপে উপস্থিত না হন তাহা হইলে অবর-নিবন্ধক রেজিস্ট্রেসন আইনের ৩৫-ধারামতে সম্পাদনকারী সম্পাদন অস্বীকার করিয়াছেন এই মর্মে দলিলখানির নিবন্ধীকরণ প্রত্যাখ্যান করিবেন ; সেজন্য দুই নম্বর রেজিস্টার বহিতে প্রত্যাখ্যানাদেশ রেকর্ড করিবেন এবং প্রত্যাখ্যাত দলিলের পৃষ্ঠদেশে 'নিবন্ধীকরণ প্রত্যাখ্যাত' আদেশ লিখিবেন। কিন্তু অবর-নিবন্ধক ভুলবশতঃ এইরূপ কার্যবাহ গ্রহণ না করিয়া যদি দলিলখানি দাখিলকারককে প্রত্যর্পণ করেন এবং দলিলের পৃষ্ঠদেশে লেখেন 'দাখিলকারকের অনুরোধে দলিলখানি প্রত্যর্পিত হইল' তবে তাঁহার এই ভুলের জন্য ৭১-ধারার কার্যবাহ ব্যাহত হইবে না ; অর্থাৎ দলিলখানি যথাযথ প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে এইরূপ গণ্য হইবে (শিবরাম বনাম কৃষ্ণ)। বিশদ আলোচনার জন্য ভৌমিকের রেজিস্ট্রেসন আইন, পৃষ্ঠা ২২৫-২২৬ দেখুন।

(খ) ৭১-ধারায় লিখিত হইয়াছে যে বিনা ব্যয়ে দাতা বা গ্রহীতা ২নং রেজিস্টার বহিতে লিখিত প্রত্যাখ্যানাদেশের নকল পাইবেন। 'ব্যয়' অর্থে রেজিস্ট্রেসন আইনের দ্বারা ধার্য ফিস্-সংক্রান্ত 'ব্যয়' বুঝিতে হইবে। কিন্তু দাতা, গ্রহীতা ভিন্ন অপর কেহ উক্ত আদেশের জন্য নকল প্রার্থনা করিলে রেজিস্ট্রেসন ফিস্ টেবেলে বর্ণিত আর্টিকেল [এফ্] অনুসারে ফিস্ দিতে হইবে। এমন কি দাতা, গ্রহীতা প্রথমবার ভিন্ন দ্বিতীয়, তৃতীয় ইত্যাদি বারে উক্ত আদেশের জন্য নকলের প্রার্থনা করিলে রেজিস্ট্রেসন ফিস্ দিতে হইবে।

শ্রী ভৌমিক তাঁহার 'রেজিস্ট্রেসন আইন' পুস্তকের ২২৬ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন যে উপরিউক্ত প্রতি ক্ষেত্রে ষ্ট্যাম্প আইনের আর্টিকেল ২৪ অনুসারে উক্ত আদেশ লইবার জন্য ষ্ট্যাম্প মাশুল দিতে হইবে। কিন্তু সম্ভবতঃ পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে শ্রী ভৌমিকের এই উক্তি সত্য নহে। ১৮২৮ সালের বেঙ্গল ম্যানুয়ালের ১৮০ প্যারাতে লিখিত আছে সত্য, যে ষ্ট্যাম্প মাশুল দিতে হইবে। কিন্তু ১৯৩০ সালের সরকারী নির্দেশ জ্ঞাপন করা হইয়াছে যে লিগাল্ রিমেমব্রান্সারের মতানুসারে ১৮০ প্যারা সংশোধিত হইয়াছে। লিগাল্ রিমেমব্রান্সারের মতানুসারে প্রত্যাখ্যানাদেশের নকল লইতে প্রথমবারে দাতা বা গ্রহীতাকে কোন ষ্ট্যাম্প মাশুল দিতে হইবে না। তবে দাতা, গ্রহীতা ভিন্ন অপর কোন তৃতীয় ব্যক্তি উক্ত আদেশের নকল প্রার্থনা করিলে রেজিস্ট্রেসন ফিস্ ও ষ্ট্যাম্প মাশুল দিতে হইবে (১৯৩১ সালের ২২শে এপ্রিল আদেশ দেখুন, বেঙ্গল ম্যানুয়াল ১৯২৮ এবং উক্ত সংশোধন স্লিপ আলোচনা করুন)। সুতরাং হাইকোর্ট বা সুপ্রিম কোর্টের ভিন্ন রুলিং ব্যতিরেকে পশ্চিমবঙ্গে উক্ত আদেশের নকল লইবার জন্য কোন প্রকার ষ্ট্যাম্প মাশুল দিতে হইবে না।

তবে এমন মতামত প্রকাশ করা বোধ হয় অমূলক হইবে না যে, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উপরিউক্ত নির্দেশ ষ্ট্যাম্প আইনের নির্দেশ বিরোধী এবং অযৌক্তিক। ষ্ট্যাম্প আইনের আর্টিকেল ২৪ অনুসরণ করিলে যখন রেজিস্ট্রেসন আইনের কোন ধারার কার্যবাহ ব্যাহত হয় না, তখন ষ্ট্যাম্প আইনের নির্দেশ অমান্য করা যৌক্তিকতার পরিচায়ক নহে। চূড়ান্ত বিচারের ভার অবশ্য মাননীয় আদালতের।

(গ) 'নিবন্ধীকরণ প্রত্যাখ্যাত' এই আদেশ প্রদানের পর অবর-নিবন্ধক স্বেচ্ছায় উক্ত দলিলখানি নিবন্ধীকরণের জন্য পুনরায় গ্রহণ করিতে পারেন না। এইরূপ আদেশ লিখিত হইবার পর হইতে ত্রিশ দিনের মধ্যে উক্ত অবর-নিবন্ধকের ঊর্ধ্বতন আধিকারিক নিবন্ধকের নিকট পার্টিকে আবেদন জানাইতে হইবে। এই বিষয়-সংক্রান্ত একটি জটিল প্রশ্নের আলোচনা করা যাইতে পারে। ধরুন, একখানি দলিলে অবর-নিবন্ধক 'ক' এবং অবর-নিবন্ধক 'খ' উভয়ের এলাকাধীন সম্পত্তির হস্তান্তর সম্পর্কে

লিখিত আছে ; দলিলখানি প্রথমে অবর-নিবন্ধক 'ক'-এর অফিসে দাখিল হইল ; কিন্তু তিনি দলিলখানির নিবন্ধীকরণ প্রত্যাখ্যান করিলেন। পার্টি যথারীতি নিবন্ধকের নিকট আবেদন জানাইলেন। নিবন্ধক দলিলখানি নিবন্ধীকরণের জন্য আদেশ প্রদান করিলেন। এখন প্রশ্ন পার্টি কি অবর-নিবন্ধক 'খ'-এর অফিসে দলিলখানি দ্বিতীয়বার দাখিল করিতে পারেন ? পূর্ণ বনাম কিরণ বিচারের রায়ে কলিকাতা হাইকোর্ট এই মত প্রকাশ করিয়াছেন যে পার্টিকে অবর-নিবন্ধক 'ক'-এর অফিসেই দলিলখানি দ্বিতীয়বার দাখিল করিতে হইবে। কিন্তু শ্রী ভৌমিক ভিন্ন মত পোষণ করেন ; কয়েকটি যুক্তিযুক্ত কারণ প্রদর্শন করিয়া তিনি অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে পার্টির উক্ত যে কোন অফিসে দ্বিতীয়বার দলিল দাখিল করিবার ক্ষমতা থাকা উচিত। [ভৌমিক—রেজিস্ট্রেসন—পৃষ্ঠা ২২৬-২২৮] আমাদের মনে হয় শ্রী ভৌমিক আইনের প্রয়োগের দিকটি যথাযথ বিবেচনা করেন নাই। লিখিত আইন হইতে যুক্তির মাল-মশলা সংগ্রহ করিয়া তিনি যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন তাহা অনবদ্য হইলেও প্রয়োগে উহা অহেতুক জটিলতার সৃষ্টি করিবে। ইহা ব্যতীত, যেমন, দ্বিতীয়বার দলিলখানি নিবন্ধীকরণের জন্য শুধুমাত্র যে অবর-নিবন্ধক 'খ'-এর অফিসে দাখিল করা যাইবে তাহা নহে ; পশ্চিমবঙ্গের যে কোন জেলা-নিবন্ধক, কলিকাতা, মাদ্রাজ এবং বোম্বাই-এর যে কোন অ্যাস্যুর‍্যান্স অফিসেও, শ্রী ভৌমিকের ব্যাখ্যানুসারে, দাখিল করা যাইতে পারে। লিখিত আইনকে প্রশাসনিক দিক হইতে কেমন করিয়া প্রয়োগ করা সম্ভব হইবে সেই দিকেও দৃষ্টি রাখা উচিত।

দ্বিতীয়তঃ, ৭২ এবং ৭৩-ধারা অনুধাবন করিলে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, যে অবর-নিবন্ধক দলিলখানির নিবন্ধীকরণ প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন, কেবলমাত্র সেই অবর-নিবন্ধকের ঊর্ধ্বতন নিবন্ধকের নিকট আপীল বা আবেদন করা যাইতে পারে। বিপরীত কার্যবাহে স্বাধীনতার দাবি কেন ?

তৃতীয়তঃ, রেজিস্ট্রেসন আইনের কার্যবাহ এই ক্ষেত্রে কতখানি বিচার-কাযক্রম বা কতখানি প্রশাসনিক কার্যবাহ সে সম্পর্কে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত না হইলে এ প্রশ্নের সঠিক উত্তর সম্ভব নয় মনে করি।

ধারা ৭২ ঃ নিবন্ধকের নিকট আপীল—(১) সম্পাদন অস্বীকার হেতু (কোন দলিলের সম্পাদন অস্বীকৃত হইলে সেই দলিলের নিবন্ধীকরণ প্রত্যাখ্যাত হইবে) প্রত্যাখ্যান ব্যতীত কোন দলিলের নিবন্ধীকরণ (এই নিবন্ধীকরণ বাধ্যতামূলক বা ঐচ্ছিক—যাহাই হউক না কেন) অন্য যে কোন কারণে প্রত্যাখ্যান করা হইলে, অবর-নিবন্ধকের ঐরূপ আদেশের বিরুদ্ধে প্রত্যাখ্যানাদেশের তারিখ হইতে ত্রিশ দিনের মধ্যে উক্ত অবর-নিবন্ধকের ঊর্ধ্বতন জেলা-নিবন্ধকের নিকট আপীল করা যাইবে।

(২) নিবন্ধক দলিলখানি নিবন্ধীকরণের আদেশ প্রদান করিলে এবং আদেশ প্রদানের তারিখ হইতে ত্রিশ দিনের মধ্যে উক্ত দলিল যদি অবর-নিবন্ধকের নিকট যথাযথ ভাবে দাখিল করা হয়, তবে অবর-নিবন্ধক যতদূর সম্ভব ৫৮, ৫৯ ও ৬০ ধারার কার্যপ্রণালী অনুসরণ করিয়া দলিলখানি রেজিস্ট্রী করিবেন। এইরূপ নিবন্ধীকরণ প্রথম দাখিলের তারিখ হইতে কার্যকরী হইবে।

দ্রষ্টব্য ঃ যদি দলিলের সম্পাদনকারী উক্ত দলিলের সম্পাদন রেজিস্টারিং অফিসারের নিকট অস্বীকার করেন, তাহা হইলে সেই দলিলের নিবন্ধীকরণ রেজিস্টারিং অফিসার প্রত্যাখ্যান করিবেন; এইরূপ সম্পাদন অস্বীকারহেতু প্রত্যাখ্যানাদেশের বিরুদ্ধে প্রতিকার পাইতে হইলে ৭৩-ধারামতে নিবন্ধকের নিকট দরখাস্ত করিতে হয়। আমরা জানি আরো অনেক কারণে কোন দলিলের নিবন্ধীকরণ প্রত্যাখ্যাত হইতে পারে; এই সকল ক্ষেত্রে প্রতিকার পাইতে হইলে ৭২-ধারামতে 'আপীল করিতে হয়। 'আপীল' এবং 'আবেদনের' (দরখাস্তের দ্বারা) পার্থক্য লক্ষ্যণীয়।

দলিলের দাতা বা গ্রহীতা প্রয়োজনানুসারে আপীল করিতে পারে; সম্ভবতঃ দাতা বা গ্রহীতার প্রতিনিধি, অ্যাসাইন বা নিযুক্তকও আপীল করিতে পারে।

৭২-ধারামতে আপীল এবং ৭৩-ধারামতে দরখাস্ত নিবন্ধকের নিকট প্রত্যাখ্যানাদেশের একটি কপি এবং প্রত্যাখ্যাত মূল দলিলসহ লিখিতভাবে করিতে হইবে।

আপীল বা দরখাস্ত ডাকযোগে নিবন্ধকের নিকট প্রেরণ করা যায় কিনা, সে সম্পর্কে একাধিক মত পাওয়া যায়। বিচারালয়ের কোন রায়ে স্বীকৃত হইয়াছে যে আপীল বা দরখাস্ত ডাকযোগে প্রেরণ করা যাইতে পারে; কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের নির্বাহিক আজ্ঞায় বলা হইয়াছে যে আপীল বা দরখাস্ত ব্যক্তিগতভাবে নিবন্ধকের নিকট দাখিল করিতে হইবে; অন্যথা প্রেরিত আপীল বা দরখাস্ত সম্পর্কে কোনরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইবে না। সুতরাং ব্যক্তিগতভাবেই আপীল বা দরখাস্ত করা বিধেয়।

অবশ্য যদি কোন ব্যক্তি ভুলক্রমে 'দরখাস্ত'কে 'আপীল' নামে অভিহিত করিয়া অথবা আপীলকে দরখাস্ত নামে অভিহিত করিয়া নিবন্ধকের নিকট উহা পেশ করেন তাহা হইলে ঐরূপ দরখাস্ত বা আপীল অগ্রাহ্য হইবে না।

৭২, ৭৩ এবং ৭৭-ধারায় জন্য ত্রিশ দিন গণনা করা হইবে সেই দিন হইতে, যেদিন ঐ সকল বিষয় সম্পর্কে পার্টিকে সংবাদ প্রদান করা হয়। কিন্তু অবর-নিবন্ধক প্রত্যাখ্যানাদেশের কপি প্রদান করিতে যে সময় ব্যয় করেন তাহা উক্ত ত্রিশ দিনের মধ্যে ধরিতে হইবে। সেইজন্য প্রত্যাখ্যান সম্পর্কে লিখিত কারণের কপি অযথা বিলম্ব না করিয়া প্রদান করিবার ব্যবস্থা আছে।

দরখাস্ত বা আপীল ত্রিশ দিন অতিবাহিত হইবার পরে পেশ করিলে নিবন্ধক কোন প্রকার অনুসন্ধান না করিয়াই উক্ত দরখাস্ত বা আপীল অগ্রাহ্য করিবেন। নিবন্ধকের আদেশ যথার্থ হইলে ৭৭-ধারা অনুসারে আদালতে কোন কেস করা চলিবে না।

আপীলে কোর্ট-ফি ষ্ট্যাম্প লাগে; কিন্তু দরখাস্তে উহার প্রয়োজন হয় না।

৭২-ধারা অনুসারে জেলা-নিবন্ধকের নিকট আপীল চলে; কিন্তু সেজন্য জেলা-নিবন্ধকের অফিস আদালত রূপে গণ্য হইবে না এবং তিনি কোন সাক্ষীকে তাঁহার সমীপে হাজির হইতে বাধ্য করিতে পারেন না। ৭২-ধারা হইতে ৭৫ (৪)-ধারার পার্থক্য প্রণিধানযোগ্য। ৭৫ (৪)-ধারার নির্দেশানুসারে নিবন্ধক কোন সাক্ষীকে তাঁহার সমীপে হাজির হইতে বাধ্য করিতে পারেন। তবে ৭২-ধারার কার্যক্রমে যদি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া সাক্ষ্য ইত্যাদি প্রদান করে তবে নিবন্ধক তাহা গ্রহণ করিতে পারেন।

দ্বিতীয়তঃ, ৭২-ধারায় জেলা-নিবন্ধককে নিতান্ত সীমাবদ্ধ ক্ষমতা প্রদান করা হইয়াছে। তিনি কেবলমাত্র অনুসন্ধান করিবেন—কেন সম্পাদনকারী নির্দিষ্ট সময় মধ্যে (সম্পাদনের তারিখ হইতে চারি মাস) অবর-নিবন্ধকের সমীপে উপস্থিত হইতে পারেন নাই। নিবন্ধকের চূড়ান্ত ক্ষমতা হইতেছে এই যে, তিনি দলিলখানির নিবন্ধীকরণের আদেশ দিতে পারেন অথবা নিবন্ধীকরণ প্রত্যাখ্যান করিতে পারেন।

ধারা ৭৩ঃ নিবন্ধকের নিকট দরখাস্ত—(১) কোন দলিলের সম্পাদনকারীর প্রতিনিধি বা অ্যাসাইন উক্ত দলিলের সম্পাদন অস্বীকার করিলে অবর-নিবন্ধক সম্পাদন অস্বীকার করিবার কারণে উক্ত দলিলের নিবন্ধীকরণ (রেজিস্ট্রেসন) প্রত্যাখ্যান করিবেন। এইরূপ ক্ষেত্রে উক্ত দলিলের গ্রহীতা বা গ্রহীতার প্রতিনিধি, অ্যাসাইন বা নিযুক্তক দলিলখানির নিবন্ধীকরণের জন্য উক্ত অবর-নিবন্ধকের উর্ধ্বতন নিবন্ধকেব নিকট অবর-নিবন্ধক কর্তৃক দলিলখানি প্রত্যাখ্যাত হইবার পর হইতে ত্রিশ দিনের মধ্যে দরখাস্ত করিতে পারেন।

(২) এইরূপ দরখাস্ত লিখিতভাবে করিতে হইবে। ৭১-ধারা অনুসারে লিখিত প্রত্যাখ্যানাদেশের কপি উক্ত দরখাস্তের সহিত দিতে হইবে। আর্জির সত্য-পাঠ যেমন প্রচলিত বিধি অনুসারে প্রতিপাদিত হয়, এই দরখাস্তের সত্য-পাঠও দরখাস্তকারীর দ্বারা অনুরূপে প্রতিপাদিত হইবে।

দ্রষ্টব্যঃ সম্পাদনকারী এবং তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার প্রতিনিধি বা অ্যাসাইন দলিলের সম্পাদন অস্বীকার করিতে পারেন; কিন্তু নিযুক্তক পারেন না। তবে গ্রহীতা বা তাঁহার প্রতিনিধি, অ্যাসাইন বা নিযুক্তক দরখাস্ত করিতে পারেন। অবর-নিবন্ধকের প্রত্যাখ্যানাদেশ এরূপ ক্ষেত্রে কেবলমাত্র ৩৫-ধারার ৩(এ) বা ৩(সি) উপধারা অনুসারে হইবে।

ধারা ৭৪ঃ দরখাস্তের বিষয়ে নিবন্ধকের পদ্ধতি—৭৩-ধারার ক্ষেত্রে এবং যে ক্ষেত্রে নিবন্ধকের সমীপে দাখিলিকৃত দলিলের সম্পাদন অস্বীকৃত হয় সেই সকল ক্ষেত্রে নিবন্ধক যত শীঘ্র সম্ভব নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্পর্কে অনুসন্ধান করিবেন—

(এ) দলিলখানি সম্পাদিত হইয়াছে কিনা ;

(বি) দলিলখানি রেজিস্ট্রেসনের যোগ্য করিবার জন্য দরখাস্তকারী বা দলিল-দাখিলকারী প্রচলিত বিধির শর্তগুলি পালন করিয়াছেন কিনা।

দ্রষ্টব্যঃ প্রচলিত বিধি অর্থে বর্তমান বেজিস্ট্রেসন আইনের বিধি বুঝিতে হইবে। 'সম্পাদন' প্রমাণ করিতে হইলে সম্পাদনকারীর স্বাক্ষর প্রমাণিত হওয়া প্রযোজন।

ধারা ৭৫ঃ নিবন্ধকের আদেশ এবং আনুষংগিক পদ্ধতি—(১) যদি দলিলখানির সম্পাদন প্রমাণিত হয় এবং যদি আইনের প্রয়োজনীয় শর্তগুলি পালিত হয়, তাহা হইলে নিবন্ধক উক্ত দলিল নিবন্ধীকরণের (রেজিস্ট্রেসন) আদেশ দিবেন।

(২) উপরিউক্ত আদেশ প্রদানের তারিখ হইতে ত্রিশ দিনের মধ্যে দলিলখানি যথাযথভাবে দাখিল করা হইলে ৫৮, ৫৯ এবং ৬০-ধারার বিধানগুলি যথাসম্ভব পালন করিয়া রেজিস্টারিং অফিসার উক্ত দলিল রেজিস্ট্রী করিবেন।

(৩) প্রথম যে সময় দলিলখানি যথাযথ দাখিল করা হইয়াছিল সেই সময় হইতে উক্ত দলিলের রেজিস্ট্রেসন কার্যকরী হইবে।

(৪) দেওয়ানী আদালতের ন্যায় নিবন্ধক ৭৪-ধারা অনুসারে অনুসন্ধানের জন্য সাক্ষীগণকে তলব করিতে পারেন এবং তাহাদিগকে উপস্থিত হইতে বাধ্য করিতে পারেন এবং (দেওয়ানী আদালতের ন্যায়) তিনি সাক্ষীদিগকে সাক্ষ্য প্রদান করিতে বাধ্য করিতে পারেন ; উপরিউক্ত অনুসন্ধান কার্যের জন্য কাহাকে সম্পূর্ণ বা আংশিক ব্যয়ভার বহন করিতে হইবে সে সম্পর্কে নিবন্ধক নির্দেশ দিতে পারেন। ১৯০৮ সালের দেওয়ানী প্রক্রিয়া-সংহিতার অধীনে কোন মামলায় যেমন মামলার ব্যয় আদায় হয়, এ ক্ষেত্রেও সেইরূপ আদায় হইবে।

দ্রষ্টব্যঃ 'দেওয়ানী আদালতের ন্যায়' এইরূপ লিখিত হওয়ায় বুঝিতে হইবে নিবন্ধক দেওয়ানী আদালত নহে। সুতরাং স্পেসিফিক রিলিফ অ্যাক্ট ১৯৬৩ এর-৩১ ধারা অনুসারে দলিলখানি নাকচ করিবার জন্য আদালতে আবেদন করা চলে (মহিমা বনাম যুগল, কলিকাতা)।

৭৫-ধারার কার্যক্রমে অবর-নিবন্ধক যখন পুনরায় দলিলখানি রেজিস্ট্রী করিবেন তখন সম্পাদনকারীর সম্মতির জন্য তাঁহাকে অপেক্ষা করিতে হইবে না। এক্ষেত্রে তিনি নিবন্ধকের 'আদেশ' মান্য করিবেন মাত্র। সুতরাং, দ্বিতীয়বার ৩২-ধারার

নিয়মানুসারে দলিলখানি দাখিল করিবার প্রযোজন নাই। তবে একথাও স্বীকার্য যে, দ্বিতীয়বার যথাযথ দলিলখানি ৩২-ধারা অনুসারে দাখিল না করিয়া, অবর-নিবন্ধককে নিবন্ধকের আদেশ দেখাইয়া রেজিস্ট্রী কবিতে বাধ্য করা যায না। তবে ছোটি বনাম কলেক্টর, কলিকাতা বিচারের রায়ে লর্ড বাক্‌মাস্টার এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে যখন সম্পাদন প্রমাণিত হইয়াছে এবং প্রথমবারে যথাযথ দলিলখানি দাখিল হইয়াছিল তখন দ্বিতীয়বার ৩২-ধারামতে যথাযথ দাখিল করিবার কোন প্রয়োজন নাই। লক্ষণীয় অবর-নিবন্ধকের দ্বিতীয়বাব দলিলখানি দাখিল লইবার ক্ষমতা আছে এবং নিবন্ধকের ৭৫-ধারার 'আদেশ' সে ক্ষমতা হরণ করিতে পারে নাই।

৭৭-ধারার অন্তর্গত অম্বা বনাম শ্রীনিবাস, প্রিভি কাউন্সিল বিচারের রায়ে আদালত নির্দেশ দিয়াছিলেন যে ত্রিশ দিনের মধ্যে পুনরায় দলিলখানি দাখিল করা হইলে অবর-নিবন্ধক দলিলখানি বেজিস্ট্রী করিবেন, দ্বিতীয়বাব দলিলখানি একজন অনুপযুক্ত ব্যক্তি (অর্থাৎ ৩২-ধারানুসারে নহে) অবব-নিবন্ধকের নিকট দাখিল করায় দলিল-খানির নিবন্ধীকরণ বিচারে নাকচ হইয়া যায়।

ধারা ৭৬ঃ নিবন্ধকের প্রত্যাখ্যানাদেশ—(১) কোন নিবন্ধক, (এ) দলিলে বর্ণিত সম্পত্তি তাঁহার জেলাস্থিত নহে অথবা দলিলখানি কোন অবর-নিবন্ধকের অফিসে রেজিস্ট্রী করা উচিত—এই দুইটি কাবণ ব্যতীত অন্য কোন কারণে কোন দলিলের নিবন্ধীকরণ (বেজিস্ট্রেসন) প্রত্যাখ্যান করিলে অথবা (বি) ৭২ বা ৭৫-ধারা অনুসারে কোন দলিল রেজিস্ট্রী করিবার জন্য নির্দেশ প্রদান করিতে অস্বীকার করিলে, তিনি ঐরূপ প্রত্যাখ্যানেব কারণ ২ নং বহিতে লিপিবদ্ধ কবিবেন। দলিলেব দাতা বা গ্রহীতা যে কেহ দরখাস্ত করিলে তিনি তজ্জন্য বিলম্ব না করিয়া উল্লিখিত কারণের একটি নকল প্রদান করিবেন।

(২) এই ধারা (অর্থাৎ ৭৬-ধারা) এবং ৭২-ধাবামূলে নিবন্ধকের আদেশের বিরুদ্ধে কোন আপীল চলিবে না।

দ্রষ্টব্যঃ ৭১ (১)-ধারামতে যেমন অবব-নিবন্ধকদিগকে দলিলেব পৃষ্ঠায় "নিবন্ধীকরণ প্রত্যাখ্যাত', এই কথা দুইটি লিখিতে হয়, ৭৬-ধারামতে নিবন্ধক-দিগকে দলিলে এইরূপ লিখিবার কোন স্পষ্ট ব্যবস্থা নাই; আইনের এই অস্পষ্টতা প্রণিধানযোগ্য।

ধারা ৭৭ঃ নিবন্ধকের প্রত্যাখ্যানাদেশের বিরুদ্ধে মামলা—(১) যে ক্ষেত্রে নিবন্ধক ৭২ এবং ৭৬-ধারা অনুসারে দলিল রেজিস্ট্রী করিবার জন্য আদেশ প্রদান করিতে অস্বীকার করেন, এইরূপ দলিলের গ্রহীতা এবং গ্রহীতার প্রতিনিধি, অ্যাসাইন বা নিযুক্ত নিবন্ধক দ্বারা উক্ত আদেশ দানের তারিখ হইতে ত্রিশ দিনের মধ্যে সেই

দেওয়ানী আদালতে মকদ্দমা রুজু করিবেন যে আদালতের আদিম ক্ষেত্রাধিকারের স্থানীয় সীমার মধ্যে সেই রেজিস্ট্রেসন অফিস অবস্থিত যেখানে দলিলখানি নিবন্ধী-করণের জন্য প্রথম ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছিল। মামলাটি দায়ের করা হইবে সেইরূপ ডিক্রী লাভের প্রত্যাশায় যাহাতে নির্দেশ প্রদান করা থাকিবে যে ডিক্রী প্রদানের পর হইতে ত্রিশ দিনের মধ্যে দলিলখানি উক্ত রেজিস্ট্রেসন অফিসে যথারীতি দাখিল করিলে দলিলখানির নিবন্ধীকরণ যেন সম্পন্ন করা হয়।

(২) উক্ত ডিক্রী অনুসারে কোন দলিল নিবন্ধীকরণের জন্য দাখিল করা হইলে সেই দলিলের ক্ষেত্রে ৭৫-ধারার (২) এবং (৩) উপধারা প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সাধনে প্রযোজ্য হইবে এবং এই আইনে (রেজিস্ট্রেসন আইনে) অপর কিছু সন্নিবেশিত থাকিলেও এইরূপ মকদ্দমায় সাক্ষ্য প্রমাণের জন্য দলিলখানি গ্রহণযোগ্য হইবে।

দ্রষ্টব্যঃ (ক) ৭২ হইতে ৭৭ ধারা পর্যন্ত লিখিত হইয়াছে কেমন করিয়া একখানি প্রত্যাখ্যাত দলিল পুনর্নিবন্ধীকরণের জন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করা যাইতে পারে। পুনরায় নিবন্ধীকরণের আদেশ হওয়া সত্বেও কি অবর-নিবন্ধক উক্ত দলিলের নিবন্ধীকরণ পুনরায় প্রত্যাখ্যান করিতে পারেন? পার্টি রেজিস্ট্রেসন আইনে নির্দেশিত নিয়মগুলির যে কোন একটি পালন করিতে না পারিলে, অবর-নিবন্ধক পুনরায় দলিলখানির নিবন্ধীকরণ প্রত্যাখ্যান করিতে পারেন।

(খ) ৭৫ বা ৭৭-ধারার কার্যক্রমানুসারে কোন দলিল নিবন্ধীকৃত হইলে সেই দলিল সম্পাদনের তারিখ হইতে এবং প্রথমবার যখন যথাযথ দাখিল করা হইয়াছিল সেই সময় হইতে কার্যকরী হইবে, ৭৫ বা ৭৭-ধারার কার্যক্রমে যেদিন বাধ্যতামূলক-ভাবে রেজিস্ট্রী হইল সেইদিন হইতে নহে; এক্ষেত্রে ৪৭-ধারার প্রয়োগ বিধেয় নহে।

ত্রয়োদশ অংশ

রেজিস্ট্রেসন তল্লাস এবং নকলের ফিস্ সম্পর্কে

ধারা ৭৮ঃ রাজ্য সরকার দ্বারা ফিস নির্ধারণ—রাজ্য সরকার নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্পর্কে প্রদেয় ফিসের একটি তালিকা বা সারণী প্রণয়ন করিবেন—

(এ) দলিল নিবন্ধীকরণের (রেজিস্ট্রেসনের) জন্য প্রদেয় ফিসের তালিকা;

(বি) রেজিস্টার বহি তল্লাস করিবার জন্য প্রদেয় ফিসের তালিকা;

(সি) কোন দলিলের, কোন লিখিত এনট্রীর, অথবা কোন লিখিত কারণের নকল প্রদান করিবার জন্য প্রদেয় ফিসের তালিকা এবং রাজ্য সরকার নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্পর্কে প্রদেয় অতিরিক্ত ফিসের একটী সারণী প্রণয়ন করিবেন—

(ডি) ৩০-ধারামূলে রেজিস্ট্রেসনের জন্য;

(ই) কমিশন ইস্যু করিবার জন্য ;

(এফ্) অনুবাদ ফাইল করিবার জন্য ;

(জি) কাহারো ব্যক্তিগত আবাসে উপস্থিতির জন্য ,

(এইচ্) দলিল নিরাপদে সংরক্ষণের জন্য এবং দলিল ফেরত দিবার জন্য ; এবং

(আই) এই আইনের উদ্দেশ্য সফল করিবার জন্য অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে রাজ্য সরকার প্রয়োজনীয় ফিসের তালিকা প্রণয়ন করিবেন।

দ্রষ্টব্য ঃ রাজ্য সরকার মধ্যে মধ্যে ফিসের তালিকা পরিবর্তন করিতে পারেন।

ধারা ৭৯ ঃ ফিস প্রকাশন—উক্ত প্রদেয় ফিসের তালিকা সরকারী ঘোষপত্রে প্রকাশিত হইবে ; ঐ ফিস-তালিকার একটি কপি ইংরাজীতে এবং আর একটি কপি জেলাস্থিত ভাষায় প্রতি রেজিস্ট্রেসন অফিসে জনসাধারণের দৃষ্টিগোচরে রক্ষিত থাকিবে।

ধারা ৮০ ঃ দাখিলের সঙ্গে ফিস প্রদেয়—এই আইনমূলে দলিল রেজিস্ট্রেসনের জন্য প্রদেয় ফিসাদি দলিল দাখিলের সময় প্রদান করিতে হইবে।

[১৯৪২ সালের বঙ্গীয় টাউট আইন-৫ এর ৯-ধারামূলে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সন্নিবেশিত হইয়াছে।]

ত্রয়োদশ [এ] অংশ ঃ টাউটদিগের সম্পর্কে

ধারা ৮০ [এ] ঃ টাউটের তালিকা প্রণয়ন ও প্রকাশন—(১) প্রত্যেক জেলা-নিবন্ধক তাঁহার নিজস্ব অফিসের জন্য ও তাঁহার অধীনস্থ অফিসগুলির জন্য এবং প্রত্যেক মহকুমা শাসক তাঁহার এলাকাধীন রেজিস্ট্রেসন অফিসগুলির জন্য যে সকল ব্যক্তির সম্পর্কে স্বয়ং বা ৮০ [বি]-ধারামূলে অবর-নিবন্ধকের নিকট হইতে রিপোর্ট অনুসারে এই মর্মে যথেষ্ট প্রমাণ পান যে ঐ সকল ব্যক্তি টাউটের কর্মে লিপ্ত, তাহা হইলে সেই সকল ব্যক্তির নামের তালিকা প্রণয়ন করিয়া প্রকাশ করিতে পারেন। এই তালিকা প্রযোজনানুসারে তাঁহারা পরিবর্তন করিতে পারেন।

(২) কোন ব্যক্তির নাম তালিকাভুক্তিকরণের পূর্বে সেই ব্যক্তিকে তাঁহার নাম তালিকাভুক্তিকরণের বিপক্ষে কারণ দর্শাইবার সুযোগ দিতে হইবে।

(৩) এই ধারামূলে মহকুমা শাসক প্রণীত তালিকায় কোন ব্যক্তির নাম সন্নিবেশিত হইলে সেই ব্যক্তি তালিকায় নাম প্রকাশের পর হইতে ত্রিশ দিনের মধ্যে সেই জেলার নিবন্ধকের নিকট তাঁহার নাম তালিকা হইতে অপসারণ করিবার জন্য লিখিতভাবে দরখাস্ত করিতে পারেন ; নিবন্ধক প্রয়োজনানুসারে অনুসন্ধান করিয়া যেরূপ আদেশ দিবেন তাহাই চূড়ান্ত আদেশরূপে গণ্য হইবে।

ধারা ৮০ [বি] ঃ টাউট সম্পর্কে অবর-নিবন্ধকের অনুসন্ধান—কোন ব্যক্তিকে টাউট রূপে সন্দেহ করিলে তাহার বিরুদ্ধে জেলা-নিবন্ধক অথবা মহকুমা শাসক তাঁহাদের স্ব স্ব এলাকাধীন অবর-নিবন্ধকের নিকট অনুসন্ধান করিবার জন্য নির্দেশ দিতে পারেন ; উল্লিখিত ব্যক্তির আচরণ সম্পর্কে অবর-নিবন্ধক অনুসন্ধান করিবেন ; ৮০ [এ] (২) উপধারা অনুযায়ী অভিযুক্ত ব্যক্তিকে তাহার স্বপক্ষে বলিবার সুযোগ দিবেন। এইরূপ অনুসন্ধান করিবার পর অবর-নিবন্ধক যদি অভিযুক্ত ব্যক্তিকে টাউট রূপে স্থির করেন তাহা হইলে সেই মর্মে উপযুক্ত প্রাধিকারীর (অথরিটি অর্থাৎ নিবন্ধক বা মহকুমা শাসক) নিকট রিপোর্ট করিবেন। এই রিপোর্টের বলে উক্ত প্রাধিকারী টাউটের তালিকায় উক্ত ব্যক্তির নাম অন্তর্ভুক্ত করিতে পারেন। অবশ্য অভিযুক্ত ব্যক্তির নাম টাউট তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করিবার পূর্বেই যদি সেই ব্যক্তি উক্ত প্রাধিকারীর নিকট তাহার বক্তব্য পেশ করিতে চাহে, তাহা হইলে প্রাধিকারী উক্ত ব্যক্তির বক্তব্য শুনিবেন।

ধারা ৮০ [সি] ঃ রেজিস্ট্রেসন অফিসে টাউটের তালিকা—প্রত্যেক রেজিস্ট্রেসন অফিসে উক্ত অফিসের এলাকাস্থিত টাউটের একটি তালিকা ঝুলানো থাকিবে।

ধারা ৮০ [ডি] ঃ টাউটদের স্থান রেজিস্ট্রেসন অফিসের বাহিরে—রেজিস্টারিং অফিসার রেজিস্ট্রেসন অফিসের সীমার মধ্যে তালিকাভুক্ত টাউটদিগের প্রবেশ নিষিদ্ধ করিয়া দিতে পারেন।

ধারা ৮০ [ই] ঃ টাউটদিগের সম্পর্কে অনুমান—রেজিস্টারিং অফিসারের লিখিত অনুমতি ব্যতীত ৮০ [ডি] ধারামূলে বহিষ্কৃত ব্যক্তির কেহ রেজিস্ট্রেসন অফিসের সীমার মধ্যে প্রবেশ করিলে সেই ব্যক্তিকে ৮২ [এ] ধারা অনুসারে শাস্তির জন্য টাউট রূপে গণ্য করা হইবে। অবশ্য অনুবিধি এমন যে এই ধারা সেই সকল টাউট ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না যাঁহারা নিবন্ধীকরণের জন্য আনীত কোন দলিলের পার্টি অথবা যাঁহারা রেজিস্টারিং অফিসার দ্বারা আহূত হইয়াছেন।

ধারা ৮০ [এফ্] ঃ টাউটের গ্রেপ্তার ও বিচার—(১) রেজিস্টারিং অফিসার লিখিত আদেশের দ্বারা রেজিস্ট্রেসন অফিসের সীমার মধ্যে অনধিকার প্রবেশকারী টাউটকে গ্রেপ্তার করাইয়া তাঁহার সম্মুখে হাজির করাইতে পারেন।

(২) টাউট তাঁহার দোষ স্বীকার করিলে ১৮৯৮ সালের ফৌজদারী প্রক্রিয়া-সংহিতার ৪৮০ এবং ৪৮১ ধারামূলে তাহার বিচার এবং শাস্তির ব্যবস্থা করা হইবে। ধৃত টাউট যদি তাহার দোষ স্বীকার না করে তবে উক্ত ফৌজদারী প্রক্রিয়া-সংহিতার ৪৮২ ধারামূলে তাহার বিচার হইবে।

(৩) ফৌজদারী প্রক্রিয়া-সংহিতার ৪৮০, ৪৮১ এবং ৪৮২-ধারার ক্ষেত্রে রেজিস্টারিং অফিসার দেওয়ানী আদালত রূপে গণ্য।

ত্রয়োদশ [বি] অংশ ঃ দলিল-লেখকদিগের সম্পর্কে

ধারা ৮০ [জি] ঃ (১) মহানিবন্ধ পরিদর্শক এই আইনের অধীনে মধ্যে মধ্যে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্পর্কে নিয়মাবলী প্রণয়ন করিতে পারিবেন—

(এ) কি প্রকারে এবং কোন্ কোন্ শর্তে দলিল-লেখকদিগকে লাইসেন্স প্রদান করা হইবে।

(বি) লাইসেন্স করিবার জন্য কোন ফিস্ দিতে হইলে ফিসের পরিমাণ নির্দিষ্ট করিয়া দিবেন।

(সি) যে সকল দলিল-লেখক বিনা লাইসেন্সে রেজিস্ট্রেসন অফিস সীমার বাহিরে দলিলাদি লিখিয়া থাকেন তাহাদিগকে এই আইনের অধীনে টাউট রূপে গণ্য করিবার শর্তাবলী মহানিবন্ধ পরিদর্শক ঘোষণা করিবেন।

(২) এইরূপে নিয়মাবলী প্রণীত হইবার পর উহা রাজ্য সরকারের অনুমোদনের জন্য প্রেরিত হইবে; উক্ত নিয়মাবলী অনুমোদিত হইলে উহা সরকারী ঘোষপত্রে প্রকাশিত হইবে; তখন উহা এই আইনের অংশ রূপে গণ্য হইবে।

দ্রষ্টব্য ঃ রেজিস্ট্রেসন আইন ১৯৮১ (পশ্চিমবঙ্গ সংশোধন—পশ্চিমবঙ্গ আইন ১৯৮১ এর ৪৩ নং) দ্বারা মূল আইনের ৮০ [জি] এর পরিবর্তে নিম্নলিখিত ৮০ [জি] ধারা প্রতিকল্পিত হইয়াছে :—

ধারা ৮০ [জি] ঃ দলিল লেখক সম্পর্কে মহা-নিবন্ধ পরিদর্শকের রুল প্রণয়নের ক্ষমতা—(১) এই আইনের সমঞ্জসে দলিল লেখকদিগকে লাইসেন্স প্রদান করিবার, উক্ত লাইসেন্স রহিত করিবার, যে সকল শর্তে এবং যে কর্তৃপক্ষের দ্বারা উক্ত লাইসেন্স প্রদত্ত হইবে সেই সম্পর্কে এবং নিবন্ধীকরণের জন্য দাখিল হইবে যে দলিল সেই দলিলের লিপিবদ্ধকরণ সম্পর্কিত যাবতীয় উদ্দেশ্যে, মহা-নিবন্ধ পরিদর্শক সময়ে সময়ে প্রয়োজনীয় নিয়মাবলী প্রণয়ন করিবেন।

(২) উপরি উক্ত নিয়মাবলী-প্রণয়নের পর রাজ্য সরকারের নিকট অনুমোদনের জন্য উপস্থাপিত করিতে হইবে; অনুমোদন লাভের পর ঐগুলি সরকারী গেজেটে প্রকাশিত হইবে; প্রকাশিত হইবার পর নিয়মাবলী এই আইনে বিধিবদ্ধ হইয়াছে এই বিবেচনায় কার্যকরী হইবে।

ত্রয়োদশ [সি] অংশ

হস্তান্তরিত স্থাবর সম্পত্তি গ্রহণ

রেজিস্ট্রেসন আইন, ১৯৮৪ (পশ্চিমবঙ্গ সংশোধন) (পশ্চিমবঙ্গ আইন ১৯৮৪ এর ২৩ নং) বলে রেজিস্ট্রেসন আইন ১৯০৮ পশ্চিমবঙ্গে প্রযোগের ক্ষেত্রে সংশোধিত হইয়াছে।

নিম্নলিখিত ধারাগুলি ত্রযোদশ [সি] অংশে বর্ণিত ৮০ [এইচ্]-ধারা কার্যকরী করিবার জন্য লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

ধারা-১ঃ ক্ষুদ্র শিরোনাম, ব্যাপ্তি এবং আরম্ভ—

(১) এই আইন নিবন্ধীকরণ আইন, ১৯৮৪ (পশ্চিমবঙ্গ সংশোধন) আখ্যা প্রদান করা যাইতে পারে ;

(২) ইহা সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে প্রসারিত ;

(৩) এই ধারা এবং ২-ধারা বর্তমানে প্রচলিত হইল ;

এবং ৩ ধারা—সেই তারিখ হইতে প্রচলিত হইবে যে তারিখ সম্পর্কে রাজ্য সরকার সরকারী গেজেটে বিজ্ঞপ্তির দ্বারা স্থিরীকৃত করিবেন এবং ভিন্ন-ভিন্ন এলাকার জন্য পৃথক-পৃথক দিন স্থির করা যাইতে পারে।

ধারা-২ঃ এই আইনের প্রযোগ নিবন্ধীকরণ আইন ১৯০৮ (পরবর্তীকালে মুখ্য আইনরূপে নির্দেশিত হইয়াছে) পশ্চিমবঙ্গে প্রযোগের ক্ষেত্রে যেমন নির্দেশিত হয় সেইরীতি এবং উদ্দেশ্য অনুসারে সংশোধিত হইবে।

ধারা-৩ঃ ১৯০৮ এর ১৬ নং আইনে নূতন অংশ ১৩ [সি] এর সন্নিবেশ মূল আইনে ১৩ [বি] অংশের পর নিম্নলিখিত অংশ সন্নিবেশিত হইবে—

১৩ [সি] অংশ

কয়েক ক্ষেত্রে হস্তান্তরিত স্থাবর সম্পত্তি গ্রহণ

ধারা ৮০ [এইচ্]—যে স্থাবর সম্পত্তির গ্রহণের ক্ষেত্রে ব্যবস্থা অবলম্বন করা যাইতে পারে—(১) নিবন্ধীকরণ আধিকারিকের নিকট অথবা অন্য কোনভাবে প্রতিবেদন (রিপোর্ট) প্রাপ্ত হইয়া যদি রাজ্য সরকার এমন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে একজন অপরজনকে এমন এক আপাত পণে (অ্যাপারেন্ট্ কনসিডারেশন) স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর করিয়াছে যে ঐ আপাত পণ উক্ত সম্পত্তির ক্ষেত্রে ন্যায্য বাজার মূল্য (ফেয়ার মারকেট ভ্যালু) অপেক্ষা কম এবং পক্ষদ্বয়ের মধ্যে হস্তান্তর জনিত পণের যে চুক্তি হইয়াছে তাহা হস্তান্তর সংক্রান্ত নিদর্শনপত্রে

যথার্থ রূপে লিখিত হয় নাই, তাহা হইলে রাজ্য সরকার ল্যানড্ অ্যাকুইজিসন আইন ১৮৯৪-এর ব্যবস্থা অনুসারে উক্ত সম্পত্তি গ্রহণ করিবার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় প্রসিডীংস আরম্ভ করিতে পারেন।

(২) উপরিউক্ত প্রকারের হস্তান্তর রেজিস্টারিং অফিসারের দৃষ্টিগোচর হইলে তিনি তাহা রাজ্য সরকারের বিচার বিভাগে জানাইবেন।

ব্যাখ্যা ঃ যে সকল শব্দ ও অভিব্যক্তি (এক্সপ্রেশান) এখানে ব্যবহৃত হইয়াছে কিন্তু নিরূপিত (ডিফাইনড্) হয় নাই অথচ সেগুলি ইনকাম ট্যাক্স আইন ১৯৬১ এর ২২ [এ] অধ্যায়ে নিরূপিত বা ব্যাপ্যাত হইয়াছে সেই সকল শব্দাবলী উক্ত আইনে যে অর্থে প্রযুক্ত হয়, এখানেও তদ্রূপ হইবে।

দ্রষ্টব্য ঃ পশ্চিমবঙ্গ সরকার, বিচার বিভাগ, বিজ্ঞপ্তি নং ১৮৭৯ রে, তাং কলিকাতা ৩-রা সেপ্টেম্বর, ১৯৮৪ অনুসারে পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্র উপরিউক্ত ধারা ১৫ই সেপ্টেম্বর ১৯৮৪ হইতে প্রচলিত করিয়াছে। প্রশ্ন হইতেছে, ১৫ই সেপ্টেম্বর ১৯৮৪-এর পূর্বে যে সকল দলিল নিবন্ধীকৃত হইয়াছে, সেগুলির ক্ষেত্রে উক্ত ধারা প্রযোজ্য কিনা। আইনে যখন এ বিষয়ে পরিষ্কার নির্দেশ নাই তখন নিঃসন্দেহে বলা যায়; নিবন্ধীকৃত দলিলের ক্ষেত্রে উক্ত ধারা প্রযোজ্য নয় (ম্যাক্সওয়েল—দি ইনটারপ্রিটেশন অব স্টাটিউটস, পৃঃ ২১৫-২২৭)। তবে যে দলিল নিবন্ধীকরণের জন্য গৃহীত হইয়াছে মাত্র, নিবন্ধীকরণ কার্য সম্পূর্ণ হয় নাই, সে দলিলের ক্ষেত্রে উক্ত ধারা প্রযোজ্য।

চতুর্দশ অংশ

শাস্তিবিধান সম্পর্কে

ধারা ৮১ ঃ ক্ষতিসাধনের শাস্তি—এই আইনের অধীনে নিযুক্ত প্রত্যেক রেজিস্টারিং অফিসার এবং এই আইনের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য রেজিস্টারিং অফিসারের অফিসে নিযুক্ত ব্যক্তিগণ যাঁহারা দলিল এনডোর্স, নকল, অনুবাদ বা রেজিস্ট্রী করেন তাঁহারা যদি দাখিলীকৃত বা আমানতকৃত দলিল জ্ঞানতঃ অশুদ্ধভাবে এনডোর্স, নকল, অনুবাদ বা রেজিস্ট্রী করেন, তাহা হইলে উক্ত অপরাধী ব্যক্তি জ্ঞানতঃ বা স্বেচ্ছায় অন্যায় কার্য করিবার জন্য ভারতীয় দণ্ড-সংহিতার 'ক্ষতি' শব্দের যেরূপ ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে সেইরূপ ক্ষতি সাধন করিবার জন্য শাস্তি পাইবেন। এই শাস্তির ফলে সাত বৎসর পর্যন্ত কারাবাস হইতে পারে, অথবা জরিমানা হইতে পারে, অথবা উভয় প্রকার দণ্ডের ব্যবস্থা হইতে পারে।

দ্রষ্টব্য ঃ দণ্ড-সংহিতার ৪৪-ধারায় 'ক্ষতি' (বা ইনজুরি) অর্থে বেআইনীভাবে কাহারো দেহে, মনে, সুনামে অথবা সম্পত্তিতে অনিষ্ট করার কথা বলা হইয়াছে।

নিবন্ধীকরণ সংক্রান্ত কোন কার্য স্বেচ্ছায় জ্ঞানতঃ অশুদ্ধভাবে সম্পাদন করিলে তাহা দণ্ডনীয় অপরাধ হইবে। এই দণ্ড বিচারালয়ের দ্বারা নিয়মিত বিচার মারফৎ প্রদত্ত হইয়া থাকে। সুতরাং অপরাধ প্রমাণ করিতে হইলে যথারীতি সাক্ষী প্রভৃতির প্রয়োজন হইবে।

রেজিস্ট্রেসন আইন ১৯৭৮ (পশ্চিমবঙ্গ সংশোধন) (পশ্চিমবঙ্গ আইন ১৭, ১৯৭৮) দ্বারা ৮১ ধারার নিম্নলিখিত সংশোধন করা হইয়াছে :—

(i) মূল আইনে মারজিনাল নোটে অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে আছে 'অথবা রেজিস্ট্রী করিতে' সংশোধনে উহা করা হইয়াছে 'রেজিস্ট্রী করিতে অথবা ফাইল করিতে'। (প্রসংগত উল্লেখিত হইতেছে যে মূল আইনে যে মারজিনাল নোট আছে, এই পুস্তকে সেই মারজিনাল নোটের সঠিক অনুবাদ নাই ; কারণ, মারজিনাল নোট আইনের অংশ নয় এবং বিচারালয় উহা গ্রাহ্য করেন না ; এ ব্যাপারে আইন প্রণয়নের ভাষা এবং ব্যাখ্যা সংক্রান্ত পুস্তকে সবিশেষ আলোচনা আছে।)

(ii) 'বা রেজিস্ট্রী করেন' (তৃতীয় লাইন) শব্দগুলির পরিবর্তে 'রেজিস্ট্রী করেন বা প্রকৃত নকল ফাইল করেন' শব্দগুলি প্রতিকল্পিত হইবে ;

(iii) 'বা বেজিস্ট্রী করেন' (পঞ্চম লাইন) শব্দগুলির পরিবর্তে 'রেজিস্ট্রী করেন বা দলিলের প্রকৃত নকল ফাইল করেন' শব্দগুলি প্রতিকল্পিত হইবে।

ধারা ৮২ : মিথ্যাচারের শাস্তি—(এ) এই আইন নির্বাহের কালে অথবা এই আইনমূলে কোন কার্যবাহ বা অনুসন্ধানের কালে কোন আধিকারিকের সমীপে কোন ব্যক্তি স্বেচ্ছায় মিথ্যা বিবরণ—শপথ গ্রহণে বা বিনা শপথ গ্রহণে, বিবরণ লিপিবদ্ধ হউক বা না হউক—প্রদান করিলে সেই ব্যক্তি আইনতঃ দণ্ডনীয় হইবে।

(বি) কোন ব্যক্তি স্বেচ্ছায় রেজিস্টারিং অফিসারকে ১৯ অথবা ২১-ধারার কার্যবাহ কালে কোন দলিলের মিথ্যা নকল বা মিথ্যা অনুবাদ অথবা ম্যাপ বা প্ল্যানের কোন মিথ্যা কপি প্রদান করিলে সেই ব্যক্তি আইনতঃ দণ্ডনীয় হইবে।

(সি) নিজেকে অপর এক ব্যক্তি রূপে প্রতীয়মান করিয়া কোন ব্যক্তি দলিল দাখিল করিলে, কোন স্বীকৃতি বা এজাহার প্রদান করিলে অথবা কোন সমনের বা কমিশনের ব্যবস্থা করাইলে অথবা এই আইনমূলে কোন অনুসন্ধানের বা কার্যবাহের ক্ষেত্রে কোন কার্য করিলে সেই ব্যক্তি আইনতঃ দণ্ডনীয় হইবে।

(ডি) কোন ব্যক্তি এই আইনে শাস্তিযোগ্য কোন কায করিতে প্রোৎসাহিত করিলে সেই ব্যক্তি আইনতঃ দণ্ডনীয় হইবে।

উপরিউক্ত সকল ক্ষেত্রেই দণ্ডের পরিমাণ সাত বৎসর পর্যন্ত কারাবাস হইতে পারে অথবা জরিমানা হইতে পারে অথবা উভয়ই হইতে পারে।

দ্রষ্টব্য : 'মিথ্যা বিবরণ' বিশেষ সীমিত অর্থে গ্রহণ করিতে হইবে ; এই আইনের নির্দেশানুসারে কার্যনির্বাহ কালে কোন আধিকারিকের সমীপে যদি কেহ ইচ্ছাকৃত 'মিথ্যা বিবরণ' প্রদান করেন, তবেই আইনতঃ দণ্ডনীয় হইবেন (সম্রাজ্ঞী বনাম জগৎ ; ভৌমিক পৃঃ ২৫৩)। অবর-নিবন্ধক কেবলমাত্র দলিলের সম্পাদন সম্পর্কে অনুসন্ধান করিতে পারেন ; সুতরাং, অন্য বিষয়ে অবর-নিবন্ধকের অনুসন্ধান করিবার ক্ষমতা নাই ; এবং এরূপ ক্ষেত্রে মিথ্যা বিবরণের জন্য কোন প্রকার দণ্ডের ব্যবস্থা করা যাইবে না। মনে করুন, কোন অবর-নিবন্ধকের নিকট এমন একখানি দলিল দাখিল করা হইল, যে দলিল উক্ত অবর-নিবন্ধকের আইনতঃ রেজিস্ট্রী করিবার ক্ষমতা নাই ; কিন্তু সে সম্পর্কে ওয়াকিবহাল না থাকায় অবর-নিবন্ধক পার্টিকে প্রশ্ন করিয়া জানিলেন যে, পার্টি মিথ্যা বিবরণ প্রদান করিতেছে, এরূপ ক্ষেত্রে মিথ্যা বিবরণের জন্য কোন প্রকার শাস্তির ব্যবস্থা করা অবর-নিবন্ধকের পক্ষে সম্ভব নয়।

রেজিস্ট্রেসন আইন ১৯৭৮ (পশ্চিমবঙ্গ সংশোধন) দ্বারা ৮২ ধারার নিম্নলিখিত সংশোধন করা হইয়াছে :—

'১৯ অথবা ২১ ধারার' শব্দগুলির পরিবর্তে 'এই আইনের অথবা এই আইনের অধীনস্থ কোন নিয়মাবলীর' শব্দগুলি প্রতিকল্পিত হইবে।

[১৯৪২ সালের বঙ্গীয় আইন ৫-এর ১০-ধারামূলে নিম্নলিখিত ধারাটি সন্নিবেশিত হইয়াছে।]

ধারা ৮২ [এ] ঃ শাস্তি—এই আইনমূলে রচিত টাউট তালিকাভুক্ত কোন ব্যক্তি টাউটের ন্যায় কাজ করিলে দণ্ডনীয় হইবেন ; এই দণ্ড তিন মাস পর্যন্ত কারাবাস হইতে পারে অথবা পাঁচশত টাকা পর্যন্ত জরিমানা হইতে পারে অথবা উভয়ই হইতে পারে।

ধারা ৮৩ ঃ রেজিস্টারিং অফিসার অভিশংসন শুরু করিতে পারেন—
(১) নিজস্ব অফিসিয়াল পদে আসীন থাকাকালীন কোন রেজিস্টারিং অফিসারের জানিতে এই আইনঘটিত যে কোন অপরাধের জন্য অভিযোগ বা প্রসিকিউসান মহানিবন্ধ পরিদর্শক, নিবন্ধক বা অবর-নিবন্ধক যাঁহার এলাকায় এই অপরাধ করা হইয়াছে তাঁহার অনুমতিক্রমে আনয়ন করা যাইতে পারে ; এইরূপ অভিযোগ মহানিবন্ধ পরিদর্শক, নিবন্ধক বা অবর-নিবন্ধকও স্বয়ং আনয়ন করিতে পারেন।

(২) অন্ততঃপক্ষে দ্বিতীয় শ্রেণীর ক্ষমতাপ্রাপ্ত ম্যাজিস্ট্রেটের আদালত বা আধিকারিকের দ্বারা এই আইনের অধীনে শাস্তিযোগ্য অপরাধ বিচার্য হইবে।

দ্রষ্টব্য ঃ ৮৩(১) উপধারামতে অপরাধ সম্পর্কে অভিযোগ করিতে পারেন বেসরকারী ব্যক্তি বা এই আইনমূলে নিযুক্ত কোন অবর-নিবন্ধক, নিবন্ধক বা

মহানিবন্ধ পরিদর্শক। বেসরকারী কোন ব্যক্তিকে এই ধারামূলে অভিযোগ আনয়ন করিতে হইলে প্রথমতঃ মহানিবন্ধ পরিদর্শক, নিবন্ধক বা অবর-নিবন্ধকের অনুমোদন গ্রহণ করিতে হইবে; দ্বিতীয়তঃ, বেসরকারী ব্যক্তি যে অপরাধ সম্পর্কে অভিযোগ আনয়ন করিবেন সে অপরাধ সম্পর্কে কোন রেজিস্টারিং অফিসার যেন ওয়াকিবহাল থাকেন; অর্থাৎ রেজিস্টারিং অফিসারের অজ্ঞাতে এই আইনঘটিত কোন অপরাধ করা হইলে সে সম্পর্কে এই ধারা অনুসারে কোন কেস্ করা চলিবে না। মকদ্দমা রুজু করিবার অনুমতি গ্রহণ সম্পর্কে হাইকোর্ট একমত নহে; অধিকাংশ হাইকোর্টের মতে পুলিশ বা বেসরকারী ব্যক্তিকে অভিযোগ আনয়ন করিতে এই ধারার শর্ত মানিবার প্রয়োজন নাই; কিন্তু এলাহাবাদ ও রেঙ্গুন হাইকোর্ট বিপরীত মত পোষণ করেন।

ধারা ৮৪ঃ রেজিস্টারিং অফিসার সরকারী কর্মচারী—(১) এই আইনের অধীনে নিযুক্ত প্রত্যেক রেজিস্টারিং অফিসার ভারতীয় দণ্ড সংহিতার ক্ষেত্রে সরকারী কর্মচারী রূপে গণ্য হইবে।

(২) রেজিস্টারিং অফিসারের প্রয়োজনে প্রত্যেক ব্যক্তি রেজিস্টারিং অফিসারকে প্রয়োজনীয় সংবাদ দান করিতে আইনতঃ বাধ্য থাকিবে।

(৩) এই আইনের অধীনস্থ কার্যবাহ ভারতীয় দণ্ড-সংহিতার ২২৮-ধারায় বর্ণিত "বিচারিক কার্যবাহ" প্রণালীর অন্তর্ভুক্ত হইবে।

দ্রষ্টব্যঃ ৮৪ (২) উপধারা হইতে আমরা জানিতে পারি যে রেজিস্টারিং অফিসারের প্রশ্নের উত্তর প্রদান করা বাধ্যতামূলক; যে কোন ব্যক্তিকে তিনি প্রশ্ন করিয়া জানিতে পারেন; কোন ব্যক্তি সংবাদ পরিবেশন করিতে অস্বীকার করিলে তিনি আইনতঃ দণ্ডনীয় হইবেন। ৮৪ (২) উপধারা অনুসারে রেজিস্টারিং অফিসারদিগকে যে ক্ষমতা প্রদান করা হইয়াছে তাহা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কেননা প্রত্যেক ব্যক্তি সংবাদ পরিবেশন করিতে বাধ্য। অর্থাৎ সংবাদ পরিবেশন না করিলে দণ্ড-সংহিতার ১৭৫-ধারা অনুসারে দণ্ডনীয় হইবেন। তবে প্রত্যেক 'ব্যক্তি' অর্থে যে সকল ব্যক্তি অফিসে উপস্থিত বুঝিতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ লক্ষণীয়, সংবাদ (ইন্‌ফরমেশন) পরিবেশন করিতে বাধ্য—সাক্ষ্য (এভিডেন্স) নহে। কখন সংবাদ পরিবেশন করিতে বাধ্য? সম্ভবতঃ দলিলখানি নিবন্ধীকরণের জন্য যেদিন প্রথম অবর-নিবন্ধকের নিকট দাখিল করা হয়, নিবন্ধীকরণের দিন ব্যতীত পরবর্তীকালে সংবাদ পরিবেশন করিতে পার্টি বাধ্য নাও হইতে পারে। ধরুন, রেজিস্টারিং অফিসার সন্দেহ করিলেন যে অফিসে সংরক্ষিত রেজিস্টার বহিতে কোন দলিলের, নকল ট্যাম্পার করা হইয়াছে। রেজিস্টারিং অফিসার সন্দেহ অপনোদনের জন্য পার্টিকে মূল দলিলখানি তাঁহার নিকট হাজির করিতে বাধ্য করিতে পারেন না। অর্থাৎ এরূপ ক্ষেত্রে ৮৪-ধারার সুযোগ

গ্রহণ করিয়া পার্টিকে দণ্ড-সংহিতার ১৭৫-ধারা অনুসারে শাস্তির ব্যবস্থা করিতে পারেন না (ফুলচাঁদ ব্রজবাসী প্রসঙ্গে বিচারের রায়)।

রেজিস্টারিং অফিসার আদালত নহে। কেবলমাত্র দণ্ড-সংহিতার ২২৮-ধারার জন্য রেজিস্টারিং অফিসারের কার্যবাহ বিচারিক কার্যবাহ রূপে গণ্য হইবেন ; দণ্ড-সংহিতার ২২৮-ধারাতে বিচারিক কার্যবাহে নিযুক্ত কোন অফিসারকে উদ্দেশ্যমূলকভাবে অপমান বা তাঁহার কার্যে বিঘ্ন সৃষ্টি সম্পর্কে লিখিত আছে।

পঞ্চদশ অংশ

বিবিধ

ধারা ৮৫ : বেওয়ারিশ দলিল বিনাশ করণ—উইল ভিন্ন অন্য কোন প্রকার দলিল রেজিস্ট্রেসন অফিসে দুই বৎসরের অধিককাল বেওয়ারিশ পড়িয়া থাকিলে তাহা বিনষ্ট করা যাইতে পারে।

দ্রষ্টব্য : উইল কখনই বিনষ্ট করা হয় না ; অন্যান্য দলিল বিনষ্ট হয় ; নিবন্ধীকৃত দলিলের ক্ষেত্রে নিবন্ধীকরণের তারিখ হইতে এবং প্রত্যাখ্যাত দলিলের ক্ষেত্রে প্রত্যাখ্যানের তারিখ হইতে দুই বৎসর গণনা করিতে হইবে।

ধারা ৮৬ : কখন রেজিস্টারিং অফিসার দায়ী নয়—সরকারী পদাধিকারবলে যদি কোন রেজিস্টারিং অফিসার কোন কর্ম সরল বিশ্বাসে সম্পন্ন করেন বা প্রত্যাখ্যান করেন তবে সেজন্য কোন মকদ্দমা, দাবি বা অভিযাচনে তাঁহাকে দায়ী করা যাইবে না।

ধারা ৮৭ : নিয়োগ ও পদ্ধতিগত ত্রুটি এবং কাজের বৈধতা—যদি কোন রেজিস্টারিং অফিসার নিয়োগে ত্রুটি করেন অথবা যদি কোন রেজিস্টারিং অফিসারের কার্য প্রণালীতে ত্রুটি থাকে তথাপি এই আইন অনুসারে অথবা এতদ্বারা নিয়মিত অপর কোন আইন অনুসারে রেজিস্টারিং অফিসার সরল বিশ্বাসে উক্তরূপ কোন কর্ম সম্পন্ন করিলে তাহা অসিদ্ধ রূপে গণ্য হইবে না।

দ্রষ্টব্য : অনিচ্ছাপূর্বক রেজিস্টারিং অফিসারগণ কার্য প্রণালীতে কোনরূপ ত্রুটি করিয়া ফেলিলে কোন দলিলের নিবন্ধীকরণ (রেজিস্ট্রেসন) যাহাতে নাকচ না হয় সেজন্য ৮৭-ধারার বিধান। 'নিয়োগ ত্রুটি' অর্থে রেজিস্টারিং অফিসারের দ্বারা নিযুক্ত কোন অফিসারের নিয়োগে ত্রুটি বুঝিতে হইবে ; এইরূপ ত্রুটিপূর্ণভাবে নিযুক্ত কোন অফিসারের দ্বারা নিবন্ধীকৃত কোন দলিলের নিবন্ধীকরণ ৮৭-ধারা অনুসারে নাকচ হইবে না।

ধারা ৮৮ঃ সরকারী কর্মচারী ও জনকৃত্যকারী দ্বারা সম্পাদিত দলিলের নিবন্ধীকরণ—(১) এই আইনের অন্য কোনরূপ ব্যবস্থার বিধান থাকিলেও নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে সশরীরে অথবা নিযুক্তক মারফত কোন রেজিস্ট্রেসন অফিসে সরকারী প্রাধিকারবলে তাঁহাদের দ্বারা সম্পাদিত অথবা তাঁহাদের অনুকূলে সম্পাদিত কোন দলিল নিবন্ধীকরণের জন্য অথবা ৫৮-ধারার নির্দেশানুসারে স্বাক্ষর করিবার জন্য হাজির হইতে হইবে না—

(এ) সরকারী আধিকারিকগণ ; অথবা

(বি) কোন মহাপরিপালক, ন্যাসপাল অথবা কোন সরকারী প্রতিনিধি ;

(সি) কোন মহাধর্মাধিকরণের নিবন্ধক, শেরিফ বা রিসিভার ;

(ডি) রাজ্য সরকার দ্বারা সরকারী ঘোষপত্রে প্রজ্ঞাপিত কোন সরকারী অফিসের পদাধিকারী।

(২) কোন সরকারী আধিকারিক অথবা ৮৮ (১) উপধারায় লিখিত অন্য কোন পদাধিকারী কোন দলিল সম্পাদন করিলে অথবা তাঁহার অনুকূলে কোন দলিল সম্পাদিত হইলে সেই দলিল ৬৭-ধারামূলে রচিত নিয়মাবলী অনুসারে নিবন্ধীকরণের জন্য দাখিল করা যাইবে।

(৩) ৮৮-ধারা অনুসারে কোন দলিল রেজিস্টারিং অফিসারের নিকট দাখিল করা হইলে রেজিস্টারিং অফিসার প্রয়োজনবোধে উক্ত দলিল সম্পর্কে সরকারের কোন সচিবের নিকট হইতে অথবা ৮৮ (১) উপধারায় বর্ণিত ব্যক্তির নিকট হইতে সংবাদ লইবেন ; এইরূপে উক্ত দলিলের সম্পাদন সম্পর্কে সন্তুষ্ট হইয়া তিনি দলিলখানি রেজিস্ট্রী করিবেন।

ধারা ৮৯ঃ কোন কোন আদেশ, প্রমাণ পত্র ইত্যাদির কপি প্রদান—(১) ১৮৮৩ সালের ভূমি সংস্কার ঋণদান আইনমূলে যে অফিসার ঋণ প্রদান করেন তিনি যে রেজিস্টারিং অফিসারের এলাকাধীন সমগ্র বা আংশিক সম্পত্তির উন্নতি বিধানের ব্যবস্থা করা হইয়াছে অথবা যে সম্পত্তি বন্ধক রাখা হইয়াছে সে সম্পত্তি সম্পর্কে—উক্ত রেজিস্টারিং অফিসারকে তাঁহার আদেশপত্রের একখানি কপি প্রেরণ করিবেন। রেজিস্টারিং অফিসার উহা ১নং বহিতে ফাইল করিবেন।

(২) ১৯০৮ সালের দেওয়ানী প্রক্রিয়া-সংহিতামূলে কোন বিচারালয়ে কোন স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের সার্টিফিকেট প্রদান করিলে, সেই বিক্রয় সার্টিফিকেটের একখানি কপি যে রেজিস্টারিং অফিসারের এলাকাধীনে উক্ত সম্পত্তি অবস্থিত সেই রেজিস্টারিং অফিসারের নিকট প্রেরণ করিবেন। রেজিস্টারিং অফিসার উহা ১নং বহিতে ফাইল করিবেন।

(৩) ১৮৮৪ সালের কৃষি ঋণদান আইনমূলে যে সকল আধিকারিক সম্পত্তি বন্ধক রাখিয়া ঋণ প্রদান করিবার ব্যবস্থা করেন সেই সকল আধিকারিক ঋণ পরিশোধের নিমিত্ত বন্ধকী দলিলের একটি কপি অথবা যদি লিখিত আদেশ দ্বারা সম্পত্তি বন্ধক রাখিয়া ঋণ প্রদান করা হয় তবে সেই লিখিত আদেশের একটি কপি সেই রেজিস্টারিং অফিসারের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে, যাঁহার এলাকার মধ্যে উক্ত বন্ধকী সম্পত্তি সম্পূর্ণরূপে বা আংশিক অবস্থিত। ঐ রূপ কপি প্রাপ্ত হইলে রেজিস্টারিং অফিসার উহা ১নং বহিতে ফাইল করিবেন।

(৪) সরকারী নিলামে বিক্রীত স্থাবর সম্পত্তি সম্পর্কে রাজস্ব আধিকারিক ক্রেতাকে যে বিক্রয় প্রমাণপত্র প্রদান করেন, সেই বিক্রয় প্রমাণপত্রের একটি কপি সেই রেজিস্টারিং অফিসারের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে যাঁহার এলাকাধীনে উক্ত নিলামে বিক্রীত সম্পত্তি সম্পূর্ণরূপে বা আংশিক অবস্থিত। বিক্রয় প্রমাণপত্রের কপি প্রাপ্ত হইয়া রেজিস্টারিং অফিসার উহা বহিতে ফাইল করিবেন।

রেজিস্ট্রেসন আইন ১৯৭৮ (পশ্চিমবঙ্গ সংশোধন) এর দ্বারা ৮৯ [এ] ধারা যুক্ত হইয়াছে।

ধারা ৮৯ [এ] : দলিলের নকল ফাইল সংক্রান্ত নিয়ম প্রণয়ন ক্ষমতা।—(১) রাজ্য সরকার এই আইনের অধীনে দলিলের অবিকল নকল নির্দিষ্ট বহিতে ফাইল করিবার জন্য যাবতীয় নিয়মাবলী প্রণয়ন করিতে পারেন।

(২) উপরি উক্ত ক্ষমতার সার্বিক ব্যাপকতার হানি না করিয়া এই প্রকার নিয়মাবলী বিশেষভাবে নিম্নলিখিত বিষয়ের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারে—

(এ) যে ব্যক্তি নিবন্ধীকরণের জন্য দলিল দাখিল করেন তাহার দ্বারা উক্ত দলিলের অবিকল নকল প্রদান,

(বি) দলিলের অবিকল নকল প্রণয়ন করিবার রীতি,

(সি) উক্ত অবিকল নকল ফাইল করিবার রীতি।

ধারা ৯০ : সরকারের দ্বারা বা অনুকূলে সম্পাদিত দলিলের অব্যাহতি—(১) নিম্নলিখিত দলিল বা ম্যাপের কোনকালে প্রয়োজন ছিল না বা প্রয়োজন হইবে না—

(এ) ভূমি-রাজস্বের ভূ-বাসন কার্যে অথবা ভূ-বাসন সম্পর্কে পুনঃপরীক্ষাকার্যে নিযুক্ত আধিকারিকের দ্বারা যে সকল দলিল উক্ত ভূ-বাসনের রেকর্ড-স্বরূপে ইস্যু করা হয়, গৃহীত হয় অথবা প্রত্যয়ন (অ্যাটেস্ট) করা হয়, সেই সকল দলিল।

(বি) ভূমি জরিপ কার্যে বা ভূমি জরিপের পুনঃপরীক্ষাকার্যে নিযুক্ত সরকারী কর্মচারী দ্বারা উক্ত জরিপের রেকর্ডস্বরূপে যে সকল দলিল এবং ম্যাপ ইস্যু করা

হয়, গৃহীত হয় অথবা প্রমাণীকৃত (অথেনটিকেট) করা হয়, সেই সকল দলিল এবং ম্যাপ।

(সি) গ্রামের রেকর্ড প্রণয়নের কার্যে নিযুক্ত কোন পার্টওয়ারিশ বা অন্য কোন অফিসার যে সকল প্রচলিত আইনমূলে মধ্যে মধ্যে রাজস্ব অফিসে ফাইল করেন, সেই সকল দলিল।

(ডি) যে সকল সনদ, ইনাম টাইট্‌ল দলিল অথবা অন্য যে সকল দলিল মারফতে সরকার ভূমি অথবা ভূমির স্বত্ব প্রদান করেন বা স্বত্ব নিয়োগ করেন সেই সকল দলিল।

(ই) বোম্বাই ভূমি-রাজস্ব সংহিতার ৭৪ অথবা ৭৬-ধারামূলে প্রদত্ত নোটিশ সকল।

(২) এই আইনের ৪৮ এবং ৪৯-ধারার জন্য উপরিউক্ত সকল প্রকার দলিল এবং ম্যাপ এই আইনমূলে যথাযথ নিবন্ধীকৃত—এইরূপ গণ্য করিতে হইবে।

ধারা ৯১ : দলিলের তল্লাস ও নকল—রাজ্য সরকার যেমন নিয়ম প্রণয়ন করিবেন এবং ফিস্ প্রদান করিবার যেমন ব্যবস্থা করিবেন, সেই অনুসারে ৯০-ধারায় (এ), (বি), (সি) এবং (ই) খণ্ডে বর্ণিত সকল প্রকার দলিল ও ম্যাপ এবং (ডি)-খণ্ডে বর্ণিত সকল প্রকার দলিলের রেজিস্টার বহি জনসাধারণের পরিদর্শনের জন্য উন্মুক্ত থাকিবে এবং উপরিউক্ত নিয়মাদি অনুসারে উক্ত দলিলাদির নকল জনসাধারণের চাহিদামতো প্রদান করা হইবে।

ধারা ৯২ : ১৯৩৭ সালে বর্জিত। (ব্রহ্মদেশে প্রচলিত নিবন্ধীকরণ রুলকে অনুমোদন করে এই ধারা।)

ধারা ৯৩ : ১৯৩৮ সালে নিরসিত। (এই ধারায় রেজিস্ট্রেসন আইনের সংশোধন সংক্রান্ত অনুসূচী বা সিডিউল ছিল তাহা এবং এই আইনের সহিত অন্যান্য আইনের যে সম্পর্ক সংক্রান্ত বিধান ছিল তাহার নিরসন করা হয়।)

অনুসূচী (দি সিডিউল)

রেজিস্ট্রেসন আইন, ১৯৭৮ (পশ্চিমবঙ্গ সংশোধন) দ্বারা এই অনুসূচী ৯১ ধারার পর যুক্ত হইয়াছে। এই অনুসূচীতে ১৯, ৪৫, ৪৬, ৫১, ৫৪, ৫৫, ৬০, ৬১, ৬২ ধারার কিছু কিছু সংশোধনের উল্লেখ আছে ; যেহেতু ধারাগুলি আলোচনাকালে সংশোধনগুলিও উল্লেখ করা হইয়াছে, সেজন্য ঐগুলি এখানে আর পৃথক করিয়া লেখা হইল না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

রেজিস্ট্রেসন নিয়মাবলী, ১৯৬২

ভূমিকা

নিয়ম ১ঃ নাম—পশ্চিম বাংলা নিবন্ধীকরণ নিয়মাবলী, ১৯৬২ নামকরণ করা হইয়াছে।

নিয়ম ২ঃ সংজ্ঞা—কতকগুলি বিশেষ শব্দের সংজ্ঞা—

(i) 'এই আইন' অর্থে 'ভারতীয় নিবন্ধীকরণ আইন ১৯০৮' বুঝিতে হইবে।

(ii) 'পরিশিষ্ট' অর্থে এই নিযমাবলীর পরিশেষে প্রদত্ত পরিশিষ্ট।

(iii) 'রেজিস্টারিং অফিসার' অর্থে নিবন্ধক এবং অবর-নিবন্ধক উভয়ই হইতে পারে।

(iv) 'রেজিস্ট্রেসন অফিস' অর্থে নিবন্ধকের অফিস এবং অবর-নিবন্ধকের অফিস—উভয়ই হইতে পারে।

(v) 'রুল বা নিয়ম' অর্থে রেজিস্ট্রেসন আইনমূলে রচিত প্রচলিত নিয়ম বুঝিতে হইবে।

(vi) 'সেক্সন বা ধারা' অর্থে রেজিস্ট্রেসন আইনের ধারা বুঝিতে হইবে।

অধ্যায় ১

রেজিস্টার বহি প্রভৃতির সংরক্ষণ এবং দলিল বিনাশ

নিয়ম ৩ঃ রেজিস্টার বহির ফরম—৫১-ধারায় নির্দেশিত ১নং, ৩নং এবং ৪নং রেজিস্টার বহি ১-পরিশিষ্টে প্রদত্ত ১নং ফরম্ অনুসারে রাখিতে হইবে; ৫১-ধারায় নির্দেশিত ২নং এবং ৫নং রেজিস্টার বহি ১-পরিশিষ্টে প্রদত্ত যথাক্রমে ২নং এবং ৩নং ফরমে রাখিতে হইবে।

নিয়ম ৪ঃ রেজিস্টার সংরক্ষণ পদ্ধতি—১, ৩ এবং ৪নং রেজিস্টার বহির পৃষ্ঠার বাম পার্শ্বে প্রথমেই কাল কালিতে দলিল নম্বর এবং সাল, পরে লাল কালিতে দলিলে প্রদত্ত ষ্ট্যাম্পের মূল্য, ৪৩-নিয়মে লিখিত সার্টিফিকেটসহ দলিলের অন্যান্য এনডোর্সমেণ্ট, থাম্ব ইম্প্রেসান বহির টিপের ক্রমিক নং লাল কালিতে লিখিতে হইবে। কাল কালিতে দলিলের নকল হইবে রেজিস্টার বহির পৃষ্ঠাতে; দলিল নকল হইবার পর লাল কালিতে ষ্ট্যাম্প ভেণ্ডারের এনডোর্সমেণ্ট লাল কালিতে নকল করিতে হইবে।

পৃষ্ঠার দক্ষিণ প্রান্তদেশে ২০ (২)-উপধারা অনুসারে প্রয়োজনীয় নোট লাল কালিতে দিতে হইবে।

নিয়ম ৫ঃ রেজিস্টার বহির পৃথক ভল্যুম—(১) প্রয়োজন হইলে একাধিক ১নং এবং ৪নং রেজিস্টার বহি একই সঙ্গে লিখিত হইতে পারে।

(২) ২, ৩ এবং ৫নং রেজিস্টার বহি শেষ না হওয়া পর্যন্ত বৎসরের পর বৎসর উহাতে লিখিয়া যাইতে হইবে; প্রয়োজনে ১নং এবং ৪নং রেজিস্টার বহি একাধিক বৎসর ব্যবহার করা যাইবে।

অবশ্য পাঁচ বৎসর পূর্ণ হইলে ৩নং রেজিস্টার বহি (উক্ত বহির পৃষ্ঠা অলিখিত থাকিলেও) ক্লোজ করিয়া দিতে হইবে।

নিয়ম ৬ঃ ফাইল বহি—(১) [এ] ১নং রেজিস্টার বহি ব্যতীত প্রতি অবর-নিবন্ধক এবং জেলা অবর-নিবন্ধক দুইখানি ফাইল-বহি রাখিবেন।

(এ) একখানি ফাইল-বহিতে ৬৪, ৬৫ এবং ৬৬-ধারামূলে নিবন্ধীকৃত দলিলের প্রেরিত মেমোরাণ্ডাম ফাইল করিবেন।

(বি) অপর ফাইল-বহিতে ৮৯-ধারামূলে প্রেরিত নিম্নলিখিত দলিলগুলি ফাইল করা হইবে—

(i) দেওয়ানী আদালত এবং রেভিনিউ অফিসারের নিকট হইতে প্রাপ্ত সেল সার্টিফিকেটের কপি।

(ii) ১৮৮৩ সালের ভূমি সংস্কার ঋণদান আইন এবং ১৮৮৪ সালের কৃষক ঋণদান আইনমূলে প্রেরিত দলিলাদির কপি।

[বি] প্রত্যেক নিবন্ধক ১নং রেজিস্টার বহির অংশ রূপে দুইখানি পৃথক ফাইল-বহি রাখিবেন, (এ) একখানি ফাইল-বহি ৬৫ এবং ৬৬-ধারামূলে প্রাপ্ত দলিলের, ম্যাপের ও প্ল্যানের কপির জন্য এবং (বি) দ্বিতীয়খানি ৬-নিয়মের অন্তর্গত [এ]-ক্লজের (বি)-ক্লজমূলে প্রাপ্ত সেল সার্টিফিকেটের দলিলাদির কপির জন্য।

(২) উপরিউক্ত ফাইল-বহিস্থিত যে সকল দলিলপত্রের সম্পর্কে লিখিত হইয়াছে, সেগুলি ধারাবাহিকভাবে পৃথক নম্বর প্রদান করিয়া সুবিধাজনক ভলুমে বৎসরান্তে বাঁধাইতে হইবে। ১নং রেজিস্টার বহির সহিত একই সিরিজে এই ভলুমগুলিতে নম্বর দিতে হইবে। প্রতি ভলুমের পৃষ্ঠা নম্বরও ধারাবাহিকভাবে দিতে হইবে।

নিয়ম ৭ঃ অতিরিক্ত রেকর্ডস—উপরিউক্ত বইগুলি ব্যতীত নিম্নলিখিত বইগুলিও প্রত্যেক রেজিস্ট্রেসন অফিসে সংরক্ষিত হইবে।

(১) ক্যাটালগ অব্ বুক্স্ (পরিশিষ্ট ১, ফরম্ ২২)

(২) ক্যাস বহি (পরিঃ ১, ফঃ ২৪)

(৩) আসবাবপত্রের স্টক বহিঃ (পরিঃ ১, ফঃ ২৫)

(৪) ফি বহি (পরিঃ ১, ফঃ ১১)

(৫) ৫২ (১) (বি) ধারার রসীদ বহি (পরিঃ ১, ফঃ ৮)

(৬) মিস্লেনিয়াস রসীদ বহি (পরিঃ ১, ফঃ ১০)

(৭) ২৫ এবং ৩৪-ধারার জন্য ফাইনের রেজিস্টার (পরিঃ ১, ফঃ ২৮)

(৮) তল্লাস এবং নকলের দরখাস্তের জন্য রেজিস্টার (পরিঃ ১, ফঃ ১৮)

(৯) ভিজিট ও কমিশন রেজিস্টার (পরিঃ ১, ফঃ ৯)

(১০) চালান বহি (পরিঃ ১, ফঃ ২৩)

(১১) রিফাণ্ড রেজিস্টার (পরিঃ ১, ফঃ ২৯)

(১২) মোক্তারনামা রেজিস্টার (পরিঃ ১, ফঃ ১৭)

(১৩) থাম্ব ইম্প্রেসান রেজিস্টার (পরিঃ ১, ফঃ ৪)

(১৪) অ্যাড্মিসান পেনডিং রেজিস্টার (পরিঃ ১, ফঃ ২৭)

(১৫) ইমপাউণ্ড রেজিস্টার (পরিঃ ১, ফঃ ৭)

(১৬) অন্যান্য অফিস হইতে প্রাপ্ত কপি, মেমোরাণ্ডা, সেল সার্টিফিকেট, সর্ট-নোটের রেজিস্টার (পরিঃ ১, ফঃ ৩১)

(১৭) অন্যান্য অফিসে প্রেরিত কপি, মেমোরাণ্ডা এবং সর্টনোটের রেজিস্টার (পরিঃ ১, ফঃ ২৬)

(১৮) প্রসেস ফিস্ এবং কোর্ট ফিস্ রেজিস্টার (পরিঃ ১, ফঃ ৩০)

(১৯) প্রাপ্ত চিঠির রেজিস্টার (পরিঃ ১, ফঃ ৩৪)

(২০) প্রেরিত চিঠির রেজিস্টার (পরিঃ ১, ফঃ ৩৯)

(২১) অ্যাক্সেপ্ট্যান্স পেনডিং রেজিস্টার (পরিঃ ১, ফঃ ১৯)

নিয়ম ৮ঃ নিবন্ধকের অফিসে সংরক্ষিত অতিরিক্ত রেকর্ডস—(১-ধারামতে রক্ষিত এবং ৫নং রেজিস্টার বহি এবং উপরিলিখিত বহি এবং রেজিস্টারগুলি ব্যতীত নিম্নলিখিত অতিরিক্ত রেজিস্টারগুলি নিবন্ধকের অফিসে সংরক্ষিত হইবে—

(১) ১০৩ নিয়মানুসারে (অধীনস্থ অবর-নিবন্ধকদিগের অফিস হইতে) প্রাপ্ত বেওয়ারিশ উইল দলিলের রেজিস্টার (পরিঃ ১, ফঃ ৫)

(২) ৭২-ধারা অনুসারে আপীলের রেজিস্টার (পরিঃ ১, ফঃ ৩২)

(৩) ৭৩-ধারামূলে দরখাস্তের এবং ৭৪-ধারা অনুসারে প্রোসিডিংসের রেজিস্টার (পরিঃ ১, ফঃ ৩৩)

(৪) পুনরায় নকলীকৃত রেকর্ডের রেজিস্টার (পরিঃ ১, ফঃ ৩৮)

নিয়ম ৯ঃ জেলাস্থ কেন্দ্রীয় রেকর্ড অফিস—জেলাস্থিত সকল অফিসের রেকর্ডপত্রের কেন্দ্রীয় রেকর্ড অফিস হইতেছে উক্ত জেলাস্থিত সদর অফিস ; এবং সদর

অফিসের রেকর্ডের সহিত ১০-নিয়মানুসারে প্রেরিত অন্যান্য অফিসের রেকর্ডপত্রাদিও সংরক্ষিত হইবে।

নিয়ম ১০ঃ জেলা অফিসে রেকর্ড স্থানান্তরকরণ—প্রতি বৎসর জানুয়ারী মাসে সকল অবর-নিবন্ধকের অফিসের নিম্নলিখিত রেকর্ডপত্রাদি উর্ধ্বতন জেলা-নিবন্ধকের অফিসে প্রেরিত হইবে।

(এ) সমাপ্ত ১নং, ২নং, ৩নং, ৪নং রেজিস্টার বহিসকল, মোক্তারনামা রেজিস্টার বহি, মেমো ও কপির ফাইল-বহি; অবশ্য ৩নং রেজিস্টার বহি সমাপ্ত না হইলেও উক্ত বহি খুলিবার তারিখ হইতে পাঁচ বৎসর উত্তীর্ণ হইলে সদর অফিসে প্রেরণ করিতে হইবে।

(বি) ১, ২, ৩ এবং ৪নং ইনডেক্স্।

(সি) ৬২-ধারা অনুসারে ফাইলকৃত নকল এবং অনুবাদের ফাইল।

(ডি) সমাপ্ত থাম্ব-ইমপ্রেসান রেজিস্টার।

অবশ্য পরিস্থিতি অনুসারে নিবন্ধক অন্য সময়েও রেকর্ড স্থানান্তরকরণের আদেশ প্রদান করিতে পারেন।

নিয়ম ১১ঃ নিবন্ধকের অফিসের স্থায়ী রেকর্ড—নিম্নলিখিত রেকর্ডগুলি নিবন্ধকের অফিসে স্থায়ীভাবে সংরক্ষিত হইবে—

(১) ক্যাটালগস্;

(২) কাজীর রেকর্ড;

(৩) রিফিউসাল রেজিস্টার ব্যতীত অন্যান্য রেজিস্টার বহিসকল এবং ঐ সংক্রান্ত ইনডেক্স এবং বিভিন্ন রেজিস্ট্রেসন আইনমূলে ফাইলকৃত অনুবাদ ও নকল;

(৪) ১৮৬৪ সালের ১৬নং আইন-এর পূর্বেকার রেজিস্টার বহি এবং তৎসংক্রান্ত ইনডেক্স;

(৫) বিনাশকৃত রেকর্ডের তালিকা এবং বিনাশকরণের রিপোর্ট;

(৬) বিনাশকৃত বেওয়ারিশ দলিলের তালিকা এবং বিনাশকরণের রিপোর্ট;

(৭) কপি, মেমোরাণ্ডা এবং সেল সার্টিফিকেটের ফাইল-বহি;

(৮) ১০৩ নিয়মমূলে রক্ষিত বেওয়ারিশ উইলের রেজিস্টার বহি।

নিয়ম ১২ঃ অপর রেজিস্ট্রেসন অফিসের স্থায়ী রেকর্ড—অন্যান্য রেজিস্ট্রেসন অফিসে নিম্নলিখিত রেকর্ডগুলি স্থায়ীভাবে সংরক্ষিত হইবে—

(১) ক্যাটালগস্; (২) বিনাশকৃত রেকর্ডের তালিকা; (৩) বিনাশকৃত বেওয়ারিশ দলিলের তালিকা।

নিয়ম ১৩ঃ কলিকাতা অফিসের রেজিস্টার—১৮৬৪ সালের আইন-১৬ এবং ১৮৬৬ সালের আইন-২০'র অধীনে বর্ণিত 'জেনারেল রেজিস্ট্রী' অফিসের বহি

এবং ইনডেক্স সকল কলিকাতা রেজিস্ট্রেসন অফিসে সংরক্ষিত হইবে। কিন্তু ১৮৬৪ সালের আইন-১৬'র ৪৫-ধারাতে যে সকল ডিক্রী এবং অর্ডারের মেমোরাণ্ডা সম্পর্কে বর্ণিত হইয়াছে এবং ৪২-ধারা অনুসারে যে সকল প্রাপ্ত দলিলের সংক্ষিপ্তসার রেজিস্টার বহিতে সন্নিবেশিত হইয়াছে সেগুলি সংরক্ষিত থাকিবে না।

নিয়ম ১৪ঃ রেকর্ড নিরাপত্তার দায়িত্ব—প্রত্যেক রেজিস্টারিং অফিসার তাঁহার অফিসের যাবতীয় রেকর্ডপত্রের নিরাপদ সংরক্ষণের জন্য দায়ী থাকিবেন।

নিয়ম ১৫ঃ বেওয়ারিশ দলিল বিনাশ সংক্রান্ত নির্দেশ—(১) দুই বৎসরের অধিককাল কোন দলিল রেজিস্ট্রেসন অফিসে বেওয়ারিশ পড়িয়া থাকিলে তাহা ৮৫-ধারার নির্দেশানুসারে বিনাশ করা হইয়া থাকে, কিন্তু রেজিস্টার বহির যে পৃষ্ঠাতে উক্ত বিনাশকৃত দলিল নকল করা হইয়াছিল সেই পৃষ্ঠার প্রান্তদেশে এইরূপ বিনাশকরণ সম্পর্কে নোট দিতে হইবে ; ফি-বহিতেও যে স্থলে দলিলখানি এনট্রী করা হইয়াছিল তাহার শেষ কলমে অনুরূপ নোট দিতে হইবে। সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাখ্যাত বেওয়ারিশ দলিল দুই বৎসরান্তে বিনাশ করা হইলে ২নং রেজিস্টার বহিতে যেখানে প্রত্যাখ্যানাদেশ লিখিত আছে সেখানে উক্ত বিনাশ সম্পর্কে নোট দিতে হইবে। উক্ত নোটগুলি অবশ্যই রেজিস্টারিং অফিসারের ইনিসিয়াল যুক্ত হইবে।

(২) কোন দলিল বিনাশসাধনের পূর্বে রেজিস্টারিং অফিসার দলিল দাখিলকারীকে উক্ত দলিল ফেরত লইতে প্রবৃত্ত করিবেন।

অধ্যায় ২

রেজিস্টার বহির প্রমাণীকরণ

নিয়ম ১৬ঃ রেজিস্টার বহির সার্টিফিকেট—যখন কোন রেজিস্টার বহি খোলা হয়, তখন উক্ত রেজিস্টার বহির পৃষ্ঠাগুলি গণনা করিয়া রেজিস্টার বহির প্রথম পৃষ্ঠার শীর্ষে বামদিকে সার্টিফিকেট প্রদান করিতে হইবে—"এই বহিতে ধারাবাহিকভাবে গণিত…(পৃষ্ঠা সংখ্যা দিতে হইবে) পৃষ্ঠা আছে।" কোন রেজিস্টার বহি সমাপ্ত হইলে নিম্নলিখিত সার্টিফিকেট দিতে হইবে।

রেজিস্টার বহিতে লিখিত অংশের সর্বশেষে "এই বহি সমাপ্ত হইল" ; এবং প্রথম পৃষ্ঠার শীর্ষে দক্ষিণদিকে লিখিত পৃষ্ঠার সংখ্যা, অলিখিত পৃষ্ঠা সংখ্যা, বাতিল পৃষ্ঠা সংখ্যা, দলিল, ম্যাপ, প্ল্যানের সংখ্যা, যে যে পৃষ্ঠায় ম্যাপ বা প্ল্যান সংযুক্ত আছে সেই সেই পৃষ্ঠার নম্বর ইত্যাদি সম্পর্কে আর একটি সার্টিফিকেট প্রদান করিতে হইবে—"প্রমাণিত করা যাইতেছে যে এই বহিতে…(দলিলের সংখ্যা) দলিল…

(পৃষ্ঠা সংখ্যা) পৃষ্ঠায় নকল করা হইয়াছে , এবং পৃষ্ঠা…(পৃষ্ঠা নম্বর)—অলিখিত অথবা বাতিল এবং (ম্যাপ বা প্ল্যান সংখ্যা) ম্যাপ, প্ল্যান সংযুক্ত করা আছে‥ (পৃষ্ঠা নম্বর) পৃষ্ঠাতে।"

নিয়ম ১৭ঃ কপি ও নোট প্রমাণীকরণ—(১) রেজিস্টার বহিতে নকলীকৃত দলিলের কোন সংশোধন এবং ২০ (২) উপধারামূলে প্রদত্ত নোটগুলি রেজিস্টারিং অফিসার ইনিসিয়াল দ্বারা প্রামাণিক করিবেন।

(২) রেজিস্টার বহির যে সকল পৃষ্ঠাতে দলিল নকল করা হয় সেই সকল পৃষ্ঠাতে রেজিস্টারি অফিসার ইনিসিয়াল প্রদান করিবেন এবং প্রত্যেক দলিলের নকল হইবার পর 'সত্য নকল'—এই সার্টিফিকেট প্রদান করিয়া স্বহস্তে তারিখসহ পূর্ণ স্বাক্ষর প্রদান করিবেন।

(৩) যেক্ষেত্রে দলিলের নকল কালো কালি দ্বারা করা হয় সেক্ষেত্রে তোলাপাঠে লিখন (ইনটারলাইনেশান) এবং সংশোধন লাল কালি দ্বারা করিতে হইবে; অনুরূপে যেক্ষেত্রে লাল কালি দ্বারা নকল করা হইয়াছে সেক্ষেত্রে তোলাপাঠে লিখন এবং সংশোধনের জন্য কালো কালি ব্যবহার করিতে হইবে।

(৪) কোর্ট আদেশে দলিল রহিতকরণ—১৮৭৭ সালের বিশেষ প্রতিকার আইনের ৩৯ ধারা অনুসারে আদালত দ্বারা বাতিলকৃত কোন দলিল সম্পর্কে ডিক্রীর কপি প্রাপ্ত হইলে রেজিস্টারিং অফিসার উক্ত দলিল রেজিস্টার বহির যে পৃষ্ঠায় নকল করা হইয়াছে সেই পৃষ্ঠাতে বাতিলকরণ সম্পর্কে নোট প্রদান করিবেন।

(৫) কোন আদালত যদি কোন দলিলকে জাল (ফোরজারি) বলিয়া ঘোষণা করেন অথবা আদালত যদি ঘোষণা করেন যে দলিলখানি উপযুক্ত ব্যক্তির দ্বারা সম্পাদিত হয় নাই বা সম্পাদন স্বীকৃত হয় নাই এবং উক্ত বিচারালয় এই সম্পর্কে ডিক্রীর কপি রেজিস্টারিং অফিসারের নিকট প্রেরণ করিলে রেজিস্টারিং অফিসার রেজিস্টার বহির যে পৃষ্ঠাতে উক্ত দলিল নকল করা হইয়াছে সেই পৃষ্ঠাতে উক্ত বিষয় সম্পর্কে যথাযথ নোট প্রদান করিবেন এবং দলিলখানি প্রাপ্ত হইলে উক্ত দলিলেও 'জাল' (ফোরজারি) সম্পর্কে নোট প্রদান করিবেন।

নিয়ম ১৭ [এ]ঃ দেশ বিভাগ জনিত প্রমাণীকরণ—(১) ১৯৪৭ সালের ভারতীয় স্বাধীনতা আইনের ৩-ধারামূলে গঠিত বাউণ্ডারী কমিশনের রোয়েদাদের ফলে যে সকল জেলা এবং উপ-জেলা অংশতঃ পূর্ববঙ্গের এবং অংশতঃ পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে সেই সকল জেলা এবং উপ-জেলাস্থিত রেজিস্ট্রেসন অফিসে ১৯৪৭ সালের ১৪ই আগস্টে এবং তাহার পূর্বে যে সকল দলিল নিবন্ধীকৃত হইয়াছে সেই সকল দলিল সংক্রান্ত ৫১ (১)-উপধারামতে সংরক্ষিত বহির (রেজিস্টার) এবং ৫৫-ধারামতে সংরক্ষিত ইনডেক্সের সকল কপিই সেই সকল সরকারী

আধিকারিকের দ্বারা প্রমাণীকৃত হইবে যাহাদের হেপাজতে উক্ত কপিগুলি সংরক্ষিত হয়।

(২) পুনরায় উক্ত নকলীকৃত রেকর্ডসকল নির্ধারিত রেজিস্টারে (পরিঃ ১, ফঃ ৩৮) ইনডেক্স্ করিতে হইবে; এই ইনডেক্স্ও সেই আধিকারিকের অধীনে সংরক্ষিত হইবে যাঁহাদের অধীনে উক্ত পুনঃনকলীকৃত রেকর্ডগুলি সংরক্ষিত থাকে।

নিয়ম ১৮ঃ সংশোধন পদ্ধতি—(১) রেজিস্ট্রেসন অফিসে সংরক্ষিত রেজিস্টার বহির ভুল শব্দ ও অঙ্ক মুছিয়া বা চাঁচিয়া ফেলিয়া সংশোধন করা নিষিদ্ধ।

(২) ভুল অঙ্ক বা শব্দ কলম দ্বারা কাটিয়া দিয়া পুনরায় শুদ্ধ অঙ্ক বা শব্দ (পার্শ্বে বা উপরে কালি দ্বারা) লিখিয়া সংশোধন করিতে হইবে; ভুল দোবারা করিয়া সংশোধন করা চলিবে না।

(৩) উক্ত কাটাকুটির উভয় পার্শ্বে ইনিসিয়াল দ্বারা রেজিস্টারিং অফিসার প্রত্যয়ন করিবেন।

অধ্যায় ৩

বিভিন্ন জেলায় স্বীকৃত সাধারণ ভাষা

নিয়ম ১৯ঃ জেলাস্থ সাধারণ ভাষা—১৯-ধারার জন্য নিম্নলিখিত ভাষাগুলি জেলার সাধারণ ভাষা রূপে গণ্য হইবেঃ দার্জিলিং ব্যতীত পশ্চিমবঙ্গের সকল জেলাতে ইংরাজী এবং বাংলা; দার্জিলিং জেলাতে ইংরাজী, হিন্দী এবং বাংলা।

অধ্যায় ৪

আঞ্চলিক বিভাগ

নিয়ম ২০ঃ আঞ্চলিক বিভাগ—২১(৩)-উপধারার জন্য নিম্নলিখিত বিভাগগুলি স্বীকৃত—

(এ) রেজিস্ট্রেসন জেলা, উপ-জেলা এবং থানা বা পুলিশ ফাঁড়ি,

(বি) পরগণা এবং মৌজা—যেখানে এইগুলি বিদ্যমান; এবং

(সি) সমাহারকরণ (কালেক্টরেট্) জেলাসকল—যদি সমাহারকরণ জেলাসকল রেজিস্ট্রেসন জেলাগুলি হইতে ভিন্ন হয়।

অধ্যায় ৫

নিবন্ধীকরণের জন্য দলিল গৃহীত হইবার পূর্ববর্তী প্রণালী

নিয়ম ২১ঃ দলিল গ্রহণের গ্রাহ্যতা—কোন দলিল নিবন্ধীকরণের (রেজিস্ট্রেসনের) জন্য দাখিল করা হইলে রেজিস্টারিং অফিসার প্রথমেই নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্পর্কে স্বয়ং নিঃসন্দেহ হইবেন—

(এ) দলিলখানি উপযুক্ত অফিসে দাখিল করা হইয়াছে (ধারা ২৮, ২৯ ও ৩০)।

(বি) দলিলখানি যথাযথ ষ্ট্যাম্পযুক্ত অথবা দলিলখানি ষ্ট্যাম্প শুল্ক প্রদান হইতে রেহাইপ্রাপ্ত অথবা দলিলখানিতে ষ্ট্যাম্প মাশুল প্রদান করিতে হয় না।

(সি) দলিলখানি যদি রেজিস্টারিং অফিসারের জ্ঞাত ভাষায় এবং জেলাস্থিত সাধারণ ভাষায (নিয়ম ১৯) লিখিত না হয় তাহা হইলে উক্ত দলিলের একখানি প্রকৃত অনুবাদ এবং দলিলখানির একটি নকল সংযুক্ত আছে (ধারা ১৯)।

(ডি) দলিলখানিতে কাটাকুটি, দোবারা, শূন্যস্থান, পরিবর্তন অথবা ঘর্ষণ দ্বারা মুছিয়া ফেলা ইত্যাদি সহি দ্বারা প্রত্যয়ন করা আছে অথবা উক্ত কাটাকুটি ইত্যাদি সম্পর্কে (দলিলের শেষ পৃষ্ঠার সর্বশেষে) 'কৈফিয়ৎ' প্রদান করা আছে।

(ই) দলিলখানি উইল ভিন্ন অন্য কোন প্রকার স্থাবর সম্পত্তি সংক্রান্ত দলিল হইলে উক্ত দলিলে সম্পত্তির বর্ণনা ২১-ধারা এবং ২২ নিয়ম অনুসারে যথেষ্ট রূপে সম্পত্তি সনাক্তকরণের জন্য প্রদান করা আছে ।

(এফ) উইল ভিন্ন অন্য কোন প্রকার দলিলে ম্যাপ বা প্ল্যান সংযুক্ত থাকিলে, ৬৫ হইতে ৬৭-ধারা অনুসারে উক্ত দলিলের যতগুলি কপি প্রেরণ করিতে হইবে ততগুলি ম্যাপ বা প্ল্যানের প্রকৃত কপি সংযুক্ত আছে [২১ (৪) ধারা]।

(জি) উইল ভিন্ন অন্য কোন প্রকার দলিল হইলে দলিলখানি ২৩-ধারা হইতে ২৬-ধারায় নির্দেশিত সময়ের মধ্যে দাখিল করা হইয়াছে।

(এইচ্) দলিলখানি উপযুক্ত দাখিলকারকের দ্বারা দাখিল করা হইয়াছে (ধারা ৩২, ৪০)।

(আই) ৮৮-ধারার নির্দেশানুসারে রেজিস্ট্রেসন অফিসে হাজির হইবার দায় হইতে রেহাই প্রাপ্ত কোন সরকারী আধিকারিকের দ্বারা অথবা কোন সরকারী কৃত্যকারীর দ্বারা (পাবলিক ফাংসনারির দ্বারা) দলিলখানি সম্পাদিত হইয়া থাকিলে অথবা দলিলখানি তাহাদের অনুকূলে সম্পাদিত হইয়া থাকিলে উক্ত দলিলের সহিত উক্ত আধিকারিক বা কৃত্যকারীর দ্বারা লিখিত একখানি কভারিং চিঠি সংযুক্ত থাকিবে; দলিলখানিতে লিখিত বিষয়েব সংক্ষিপ্তসার, দাতা এবং গ্রহীতার নাম এই চিঠিতে লিখিত থাকিবে। উপরন্তু দলিলখানি উক্ত আধিকারিক বা কৃত্যকারীর দ্বারা সম্পাদিত হইয়া থাকিলে, দলিলখানি যে আধিকারিক বা কৃত্যকারীর দ্বারা সম্পাদিত হইয়াছে সেই মর্মে স্বীকার উক্তি থাকিবে।

(জে) দলিলখানি ১৯৪৯ সালের কর প্রদান আইনের ৩-ধারার আওতায় পড়িলে দলিল দাখিলকারী দলিলখানির সহিত উক্ত ৩-ধারার নির্দেশানুসারে রেজিস্টারিং অফিসারের নিকট প্রয়োজনীয় সার্টিফিকেটখানিও পেশ করিয়াছেন।

দ্রষ্টব্য ঃ কর প্রদান আইনের ৩-ধারায় নির্দেশ আছে যে চাষের জমি ভিন্ন অন্যান্য প্রকার সম্পত্তি সম্পর্কিত কোন দলিল রেজিস্ট্রেসন আইনের ১৭(১) উপধারার অন্তর্গত (এ), (বি), (সি) বা (ই)-খণ্ডে রেজিস্ট্রী করা যাইবে না যদি আয়কর আধিকারিকের নিকট হইতে সংগৃহীত সার্টিফিকেট দলিলটির সহিত সংযুক্ত না থাকে। যে সকল ব্যক্তি ভারতভূমি চিরতরে ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন বা যাইতে ইচ্ছুক তাঁহারা সম্পত্তি হস্তান্তরকালে দলিলের সহিত আয়কর আধিকারিকের নিকট হইতে সার্টিফিকেট সংগ্রহ করিয়া রেজিস্টারিং অফিসারের নিকট পেশ করিবেন ; আয়কর ফাঁকি দিয়া যাহাতে কোন ব্যক্তি তাঁহার সম্পত্তি হস্তান্তর করিয়া ভারতভূমি না ত্যাগ করিতে পারেন-সেই উদ্দেশ্যে এই ব্যবস্থা।

(ক) দলিলখানি ১৯৫৭ সালের ওয়েল্থ্ ট্যাক্স আইনের (১৯৫৭'র xxvii আইন) ৩৪-ধারার আওতায় পড়িলে দলিল দাখিলকারী উক্ত ৩৪-ধারার নির্দেশানুসারে প্রয়োজনীয় সার্টিফিকেট দলিলখানির সহিত দাখিল করিয়াছেন।

দ্রষ্টব্য ঃ ওয়েল্থ্ ট্যাক্স আইনের ৩৪-ধারায় নির্দেশ আছে যে ভারতীয় নিবন্ধীকরণ আইনের (১৯০৮) ১৭ (১)-উপধারার অন্তর্গত ক্লজ্ (এ), (বি), (সি) এবং (ই) অনুসারে যে সকল দলিল নিবন্ধীকরণযোগ্য, সেই সকল দলিলে কৃষিজমি ভিন্ন অন্য প্রকার এক লক্ষ টাকা মূল্যের অধিক সম্পত্তি হস্তান্তর ইত্যাদি করিবার ব্যবস্থা থাকিলে সেই দলিল ওয়েল্থ্ ট্যাক্স অফিসারের সার্টিফিকেট ব্যতীত রেজিস্ট্রী করা যাইবে না ; ওয়েল্থ্ ট্যাক্স অফিসার নিম্নলিখিত রূপ সার্টিফিকেট দিবেন—

(এ) ওয়েল্থ্ ট্যাক্স আইনের অধীনে যে সকল লায়াবিলিটি আছে তাহা দলিলের সম্পাদনকারী সম্পূর্ণ পরিশোধ করিয়াছেন অথবা পরিশোধ করিবার উপযুক্ত ব্যবস্থা করিয়াছেন ; অথবা

(বি) ওয়েল্থ্ ট্যাক্স আইনের অধীনে যে সকল লায়াবিলিটি আছে তাহা আদায় করিতে দলিলখানি রেজিস্ট্রী করিলে কোনরূপ অসুবিধা হইবে না।

প্রসংগত মনে রাখিতে হইবে যে দলিল গ্রহণের জন্য যে সকল শর্ত ২১-নিয়মে সন্নিবেশিত আছে, তাহা সম্পূর্ণ নহে ; যেমন, দলিল গ্রহণ করিতে হইলে নিম্নলিখিত শর্তগুলিও পালন করিতে হইবে ঃ

(i) পশ্চিমবঙ্গ ভূমি সংস্কার আইনের ৫-ধারা অথবা ১৪ ধারা অনুসারে কৃষি জমি সংক্রান্ত সম্পত্তির হস্তান্তরের নিমিত্ত দলিলের সহিত নোটিশ দিতে হইবে।

(ii) আয়কর আইনের ২৬৯ পি-ধারা অনুসারে ৫০,০০০ টাকা মূল্যের অধিক মূল্যের বিক্রয় সংক্রান্ত দলিলের সহিত নির্ধারিত ফরমে স্টেটমেণ্ট দুই কপি দিতে হইবে।

(iii) ৫০,০০০ টাকার অধিক মূল্যের সম্পত্তি হস্তান্তরিত হইলে, আয়কর আধিকারিকের সার্টিফিকেট ২৩০ ধারা অনুসারে প্রদেয়।

(iv) স্থাবর সম্পত্তি আরবান ল্যান্ড্ (সিলিং ও রেগুলেশন) আইনের আওতায় পড়িলে, উক্ত সম্পত্তি হস্তান্তরের পূর্বে উক্ত আইনের ২৬ ধারার কার্যবাহ সম্পন্ন করিতে হইবে।

(v) বাড়ি ও বাসস্থান আরবান ল্যানড (সিলিং ও রেগুলেশন) আইনের আওতাভুক্ত হইলে নির্দিষ্ট ফরমে ডিকলাবেশন দিতে হইবে।

(vi) অকৃষি সম্পত্তির হস্তান্তর কালে প্রয়োজনীয় নোটিশ দিতে হইবে।

(vii) ফাইলিং সিসটেম অব রেজিস্ট্রেসন চালু হইলে উক্ত নিয়মানুসারে অবিকল নকল ইত্যাদি দলিলের সহিত দাখিল করিতে হইবে।

নিয়ম ২২ঃ অগ্রাহ্য দলিলের জন্য পদ্ধতি—(১) ২১-নিয়মে (সি) হইতে (এইচ্) খণ্ড পর্যন্ত যে কোন একটি শর্ত পূরণ না হইলে অথবা দলিল দাখিলকারী রেজিস্ট্রেসন ফিস প্রদান না করিলে, দলিলখানিতে "নিবন্ধীকরণ প্রত্যাখ্যাত" এবং ২নং রেজিস্টার বহিতে উক্ত প্রত্যাখ্যান সম্পর্কে আদেশ লিপিবদ্ধ করিয়া দলিলখানি দাখিলকারীকে তৎক্ষণাৎ ফেরত দেওয়া হইবে।

অবশ্য ২৩-ধারা হইতে ২৬-ধারার মধ্যে দলিল দাখিলের জন্য যে সময় নির্দিষ্ট করা আছে সেই সময়ের মধ্যে উক্ত দলিল সম্পর্কে আইনেব প্রয়োজন মিটাইতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া পার্টি অনুরোধ করিলে দলিলখানি তৎক্ষণাৎ প্রত্যাখ্যান বা রিফউস না করা যাইতে পারে।

(২) কোন দলিলে সম্পাদনের তারিখ না থাকিলে অথবা সম্পাদনের তারিখ পরিবর্তন করা হইলে অথবা উক্ত দলিলের জন্য ষ্ট্যাম্প কাগজ ক্রয় করিবার তারিখের পূর্বেকার কোন অপ্রকৃত তারিখ সম্পাদনের তারিখ রূপে লিখিত থাকিলে দলিলখানি রেজিস্ট্রেসনের জন্য গ্রহণ করা হইবে না; অবশ্য ২২, ২৫ বা ২৬-ধারামূলে দলিল দাখিল করিবার যে সময় নির্দিষ্ট আছে সেই সময়ের মধ্যে সত্য সম্পাদনের তারিখ দলিলে প্রদান করা হইলে দলিলখানি গৃহীত হইবে।

ব্যাখ্যাঃ (i) কোন দলিলের সম্পাদনের তারিখ হইতেছে সেইদিন যেদিন সম্পাদনকারী দলিল স্বাক্ষর করেন; সুতরাং আপাতঃ দৃষ্টিতে দলিলে বর্ণিত তারিখ সম্পাদনের তারিখ রূপে গণ্য হইলেও মূলতঃ ঐরূপ ধারণা ভ্রান্ত।

(ii) আদালত সেল সার্টিফিকেটে যে তারিখে স্বাক্ষর প্রদান করেন সেই তারিখ আদালত কর্তৃক উক্ত সেল সার্টিফিকেট সম্পাদনের তারিখ রূপে গণ্য করিতে হইবে।

(iii) ২৫-ধারা এবং ৩৪-ধারামূলে জরিমানা প্রদান হইতে অব্যাহতি পাইবার উদ্দেশ্যে কোন দলিলের সম্পাদন-তারিখ পরিবর্তন করা হইলে উক্ত পরিবর্তিত

তারিখ গ্রাহ্য হইবে না ; প্রথমে যে সম্পাদন-তারিখ লিখিত হইয়াছিল সেইটিই গ্রাহ্য হইবে।

নিয়ম ২২ [এ] ঃ সরকারী দলিল সংক্রান্ত পদ্ধতি—(১) ৮৮-ধারার নির্দেশানুসারে পদাধিকারবলে কোন সরকারী আধিকারিক বা কৃত্যকারিক কোন দলিল সম্পাদন করিলে বা তাঁহাদের অনুকূলে কোন দলিল সম্পাদিত হইলে তাঁহাদিগকে উক্ত দলিল রেজিষ্ট্রেসনের জন্য রেজিষ্ট্রেসন অফিসে সশরীরে বা এজেণ্ট মারফত হাজির হইতে হয় না। তাঁহারা ডাকযোগে অথবা মেসেনজার মারফত দলিল দাখিল করিতে পারেন , তবে দলিলের সহিত নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্বলিত একটি কভারিং চিঠি থাকিবে—

(i) দলিলে লিখিত বিষয়বস্তুর সারমর্ম, দাতা এবং গ্রহীতার নাম চিঠিতে লিখিত থাকিবে।

(ii) দলিলখানি তাঁহার দ্বারা সম্পাদিত হইয়াছে কিনা সে সম্পর্কে চিঠিতে লিখিত থাকিবে।

(iii) মেসেনজার মারফত দলিলখানি পাঠান হইয়া থাকিলে চিঠিতে মেসেনজারের নাম থাকিবে।

(২) উক্তরূপে কোন দলিল প্রেরিত হইলে যদি রেজিস্টারিং অফিসার নিশ্চিন্ত হন যে, ২১-নিয়মের (সি) হইতে (জি)-ক্লজ পর্যন্ত যে শর্তগুলির সম্পর্কে লিখিত হইয়াছে সেগুলি পূরণ করা হইয়াছে এবং ফিস্ (রেজিষ্ট্রেসন) প্রদানযোগ্য হইলে সেই ফিস্ প্রদান করা হইয়াছে তাহা হইলে রেজিস্টারিং অফিসার উক্ত দলিল নিবন্ধীকরণের জন্য গ্রহণ করিবেন।

(৩) উক্তরূপ কোন দলিল মেসেনজার মারফত প্রেরিত হইলে ৫২-ধারার নির্দেশানুসারে এন্‌ডোর্সমেণ্ট ২-পরিশিষ্টস্থ ২নং ফর্মের নোট (১)-এর মত এবং ডাকযোগে প্রেরিত হইলে এন্‌ডোর্সমেণ্ট ২-পরিশিষ্টস্থ ২নং ফর্মের নোট (২)-এর মত লিখিত হইবে, এবং উভয় ক্ষেত্রেই ৫৮-ধারার নির্দেশানুসারে এন্‌ডোর্সমেণ্ট ২-পরিশিষ্টস্থ ৩নং ফর্মের নোট (৪)-এ যে ফর্ম্ প্রদান করা হইয়াছে সেইভাবে লিখিত হইবে।

(৪) যদি উক্তরূপ দলিল মেসেনজার মারফত দাখিল করা হয়, প্রেজেনটেসান-এনডোর্সমেণ্টের নিচে মেসেনজার স্বাক্ষর করিবেন এবং ৫২-ধারার রসীদ উক্ত মেসেনজারকে প্রদান করিতে হইবে ; কিন্তু দলিল ডাকযোগে প্রেরিত হইলে, উক্ত রসীদও প্রেরকের নিকট ডাকযোগে পাঠান যাইতে পারে।

(৫) উক্তরূপ দলিলের জন্য রেজিষ্ট্রেসন ফিস্ মনি অর্ডারে প্রেরণ করিলেও গ্রহণ করা যাইতে পারে ; অবশ্য শর্ত এই যে দলিল দাখিলের জন্য যে নির্ধারিত

সময় নির্দিষ্ট করা আছে, সেইসময়ের মধ্যে যেন উক্ত ফিস্ রেজিস্টারিং অফিসারের নিকট পৌঁছায়।

(৬) ফিস্ প্রদানযোগ্য এমন কোন দলিল রেজিস্টারিং অফিসারের নিকট যদি ফিস্ ব্যতীত প্রেরণ করা হয়, তাহা হইলে রেজিস্টারিং অফিসার ৫২-ধারার এনডোর্সমেণ্ট এবং সম্ভব হইলে ৫৮-ধারার এনডোর্সমেণ্ট দলিলখানিতে রেকর্ড করিয়া 'পেনডিং অ্যাডমিসান' রেজিস্টারে প্রয়োজনীয় এনট্রী করিবেন এবং ২৫ (২) উপনিয়মমূলে রক্ষিত রসীদ-বহি (পরিঃ ১, ফঃ ৮) হইতে একখানি রসীদ দাখিলকারীকে ডাকযোগে প্রেরণ করিবেন।

(৭) নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ফিস্ প্রাপ্ত হইলে অ্যাড্‌মিসিবিলিটির সার্টিফিকেটে তাহা নোট করিতে হইবে এবং তখন দলিলখানি নিবন্ধীকরণের জন্য গৃহীত হইবার হেতু ফি-বহিতে এবং পেনডিং অ্যাড্‌মিসান রেজিস্টারে প্রয়োজনীয় এনট্রী করা হইবে; যে ব্যক্তি ফিস্ প্রদান করেন, তাঁহাকে একখানি রসীদ (পরিঃ ১, ফঃ ১০ মিস্ঃ রসীদ) প্রদান করিতে হইবে।

(৮) মেসেনজার মারফত অথবা মনি অর্ডারযোগে প্রেরিত ফিস্ যদি ধার্য ফিস্ অপেক্ষা কম হয় তবে তাহা গৃহীত হইবে না।

(৯) উপরিলিখিত কভারিং চিঠি প্রেরণ করা বাধ্যতামূলক নহে; রেজিস্ট্রেসন অফিসে হাজির হইবার দায় হইতে মুক্তিপ্রাপ্ত যে সকল আধিকারিকের সীল এবং স্বাক্ষরের সহিত রেজিস্টারিং অফিসার ব্যক্তিগতভাবে পরিচিত থাকিলে অথবা অন্য কোন প্রকারে রেজিস্টারিং অফিসার উক্ত সীল এবং স্বাক্ষরের সত্যতা সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হইলে দলিলখানি নিবন্ধীকরণের জন্য গৃহীত হইবে; ইহার জন্য আর কোন সংবাদের প্রয়োজন হইবে না।

নিয়ম ২৩ঃ নিবন্ধীকরণের জন্য দলিল গ্রহণ—দলিল যেরূপ ধারাবাহিকভাবে দাখিল করা হয়, সেইরূপে সাধারণতঃ গৃহীত হইবে; দাখিল অনুসারে দলিলগুলি পরীক্ষা করা হইবে এবং উহাতে এনডোর্সমেণ্ট ইত্যাদি লেখা হইবে। দলিল দাখিলের জন্য যে সময় নির্ধারিত আছে সাধারণতঃ সেই সময়ের বাহিরে কোন দলিল গ্রহণ করা হইবে না।

দ্রষ্টব্য ঃ জেলা-নিবন্ধকের এবং জেলা অবর-নিবন্ধকের অফিসে বেলা দশ ঘটিকা হইতে বেলা এক ঘটিকা পর্যন্ত সাধারণতঃ দলিল দাখিল লওয়া হয়; অন্যান্য সকল অবর-নিবন্ধকের অফিসে বেলা দশ ঘটিকা হইতে বেলা দুই ঘটিকা পর্যন্ত দলিল দাখিল লওয়া হইয়া থাকে। (অবশ্য বিশেষ ক্ষেত্রে রেজিস্টারিং অফিসার নির্ধারিত সময়ের পরেও দলিল দাখিল লইতে পারেন।)

নিয়ম ২৪ঃ এলাকা পরিবর্তনে নিবন্ধীকরণ সংক্রান্ত ব্যবস্থা—স্থাবর সম্পত্তি সংক্রান্ত কোন দলিল উপযুক্ত রেজিস্টারিং অফিসারের নিকট দাখিল করা হইলে তিনি উক্ত দলিল গ্রহণ করিয়া রেজিস্ট্রেসন কার্য সম্পন্ন করিবেন যদিও উক্ত দলিলে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি দলিল দাখিল হইবার পরে কিন্তু নিবন্ধীকরণ (রেজিস্ট্রেসন) কার্য সম্পন্ন হইবার পূর্বে, উক্ত রেজিস্টারিং অফিসারের এলাকার বহির্ভূত করা হয়। এইরূপ ক্ষেত্রে অবশ্য উক্ত রেজিস্টারিং অফিসার পুনরায় কোনরূপ ফিস্ গ্রহণ না করিয়া একটি মেমোরাণ্ডাম উক্ত সম্পত্তি যে অফিসের এলাকাভুক্ত হইয়াছে সেই অফিসে ফাইল করিবার জন্য প্রেরণ করিবেন।

কিন্তু যদি স্থাবর সম্পত্তি সংক্রান্ত কোন দলিল রেজিস্টারিং অফিসার দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হইবার পর উক্ত দলিল নিবন্ধকের নিকট আপীলাধীনে থাকাকালীন অথবা কোন আদালতের বিচারাধীনে থাকাকালীন উক্ত দলিলে বর্ণিত সম্পত্তি ভিন্ন রেজিস্টারিং অফিসারের এলাকাভুক্ত হয় তাহা হইলে নিবন্ধক অথবা কোর্ট দলিলখানি নিবন্ধীকরণের আদেশ প্রদান করিলে, উক্ত দলিলে বর্ণিত সম্পত্তি যে অফিসের এলাকাভুক্ত হইয়াছে সেই অফিসে রেজিস্ট্রেসনের জন্য দলিলখানি পুনরায় দাখিল করিতে হইবে।

নিয়ম ২৫ঃ অনিবার্য কারণ সংক্রান্ত বিলম্বের জন্য পদ্ধতি—(১) কোন অবর-নিবন্ধকের নিকট ২৫ (১)-উপধারামতে কোন দলিল দাখিল করা হইলে অবর-নিবন্ধক ২১ নিয়মানুযায়ী সকল বিষয়াদি পরীক্ষা করিবেন ; ৫২(১)-উপধারার অন্তর্গত (এ) খণ্ডে এবং সম্ভব হইলে ৫৮-ধারায় বর্ণিত এনডোর্সমেণ্টগুলি দলিলে লিপিবদ্ধ করিবেন। তারপর রেজিস্টারিং অফিসার ২৫(২)-উপধারামতে প্রদত্ত দরখাস্ত (এই দরখাস্তে পার্টি বিলম্বের কারণ বর্ণনা করিয়া থাকেন, তাঁহার মতামত সহ (অবর-নিবন্ধকের দলিলখানি গ্রহণ করিবার স্বপক্ষে অথবা বিপক্ষে তাঁহার মতামত প্রকাশ করিতে পারেন) নিবন্ধকের নিকট প্রেরণ করিবেন।

(২) ৫২ (১) উপধারার (বি) খণ্ডানুযায়ী ভিন্ন একখানি রসীদ বহি হইতে উক্ত দলিলের জন্য একখানি রসীদ যথাসম্ভব পূরণ করিয়া প্রদান করা হইবে (১ পরিশিষ্টের ৮নং ফর্মের রসীদ)।

(৩) নিবন্ধক দলিলখানি রেজিস্ট্রেসনের জন্য গ্রহণ করিতে যদি আদেশ প্রদান করেন, তাহা হইলে অবর-নিবন্ধক দলিল দাখিলকারীকে নিম্নলিখিত বিষয়ের জন্য একখানি নোটিশ প্রেরণ করিবেন।

(i) ২৫ (২) উপনিয়মানুসারে যে রসীদ দাখিলকারীকে প্রদান করা হইয়াছিল তাহা রেজিস্টারিং অফিসারের নিকট পেশ করিতে হইবে ;

(ii) নোটিশে প্রদত্ত তারিখে অথবা প্রদত্ত তারিখের মধ্যে যে কোন একদিন দলিল দাখিলকারীকে অবর-নিবন্ধকের অফিসে হাজির হইতে হইবে; এবং

(iii) দলিলদাখিলকারীকে দলিলখানি রেজিস্ট্রেসনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে যদি ইতিপূর্বেই উক্ত দলিলের সম্পাদন স্বীকার না রেকর্ড করা হইয়া থাকে। (অর্থাৎ সম্পাদনকারীকে এবং সনাক্তকারীকে সম্পাদন স্বীকার করিবার জন্য এবং সনাক্তকরণের জন্য অবর-নিবন্ধকের নিকট হাজির করাইবার ব্যবস্থা দলিল দাখিলকারীকে করিতে হইবে।) দলিল দাখিলকারী উপরিউক্ত (ii) এবং (iii)-এর নির্দেশগুলি পূরণ করিলে দলিলখানির রেজিস্ট্রেসন কার্য আরম্ভ করা হইবে।

(৪) উক্ত ফিস্ এবং ফাইন দলিল দাখিলকারকের নিকট হইতে অথবা (২)-উপনিয়মানুসারে প্রদত্ত রসীদে দাখিলকারী যে ব্যক্তির নাম লিখিতভাবে অথরাইজ করেন অর্থাৎ বরাত দিয়া থাকেন সেই ব্যক্তির নিকট হইতে অথবা দলিলের গ্রহীতা যদি দাখিলকারক না হয় তবে দলিল গ্রহীতার নিকট হইতে গ্রহণ করা যাইবে। তারপর ফি-বহিতে এবং রসীদে প্রয়োজনীয় বিষয় সম্পর্কে লিখিতে হইবে। মূল রসীদ প্রদান না করিয়া গ্রহীতা যদি ফিস্ প্রদান করেন তাহা হইলে গ্রহীতাকে আর একখানি রসীদ প্রদান করা হইবে (রসীদ—পরি: ১, ফ: ১০ অনুসারে হইবে)।

(৫) রেজিস্টারিং অফিসার যদি নিঃসন্দেহে জানিতে পারেন যে (৩)-উপ-নিয়মানুসারে প্রেরিত নোটিশ পার্টি যথাযথ প্রাপ্ত হইয়াছে তাহা হইলে দলিল-দাখিলকারক বা (৪)-উপনিয়মে বর্ণিত যে কোন ব্যক্তি নোটিশে নির্ধারিত দিনে ফিস্ এবং ফাইন প্রদান না করিলে উক্ত দলিল রেজিস্টারিং অফিসার রিফিউস্ করিতে পারেন।

নিয়ম ২৬ঃ প্রত্যয়ন সংক্রান্ত বিষয়—(১) কোন দলিলের সম্পাদনকারী স্বয়ং উপস্থিত থাকিলে ২০-ধারা অনুযায়ী কেবলমাত্র সম্পাদনকারীই উক্ত দলিলের সকল ইণ্টারলাইনেশান, ব্ল্যাঙ্ক, ইরেজার এবং অলটারেশান প্রত্যয়ন (অ্যাটেস্ট) করিবেন।

(২) যদি সম্পাদনকারীর পরিবর্তে তাঁহার প্রতিনিধি বা নিযুক্তক (এজেণ্ট) উপস্থিত থাকেন তাহা হইলে দলিলের কোন ইণ্টারলাইনেশান, ব্ল্যাঙ্ক, ইরেজার বা অলটারেশান গুরুত্বপূর্ণ না হইলে সেগুলি প্রতিনিধি বা নিযুক্তক প্রত্যয়ন করিতে পারেন; অথবা উপরিউক্ত ত্রুটিগুলির জন্য যথাযথ কারণ দর্শাইয়া (রেজিস্টারিং অফিসারকে সন্তুষ্ট করিতে পারিলে) নিযুক্তক বা প্রতিনিধি ইণ্টারলাইনেশান, অলটারেশান ইত্যাদি প্রত্যয়ন করিতে পারেন।

দ্রষ্টব্য ঃ কাটাকুটি, দোবারা, তোলা-পাঠে লিখন ইত্যাদি সম্পর্কে ২০-ধারা ও ২৬-নিয়মের নির্দেশ মানিতে হইবে।

নিয়ম ২৭ ঃ অনুপযুক্ত অফিসে দলিল দাখিল—(১) কোন রেজিস্টারিং অফিসারের অফিসে যে দলিল আইনতঃ নিবন্ধীকৃত হইতে পারে না, সেইরূপ দলিল দাখিল করা হইলে রেজিস্টারিং অফিসার "উপযুক্ত অফিসে দাখিল করিবার জন্য ফেরত দেওয়া হইল" এই কথা কয়টি লিখিয়া দিয়া দাখিলকারককে দলিলখানি ফেরত দিবেন।

(২) ২৭ (১) উপনিয়মানুসারে কোন দলিল ফেরত দেওয়া হইলে, ২নং রেজিস্টার বহিতে সে সম্পর্কে কোন মন্তব্য লিখিতে হয় না এবং প্রত্যর্পিত দলিলে কোন সীলও দেওয়া থাকিবে না।

নিয়ম ২৮ ঃ প্রয়োজনীয় ষ্ট্যাম্পযুক্ত নয় এমন দলিলের ইম্পাউণ্ড—(১) দাখিলীকৃত কোন দলিল যদি উপযুক্তরূপে ষ্ট্যাম্পযুক্ত না থাকে তাহা হইলে রেজিস্টারিং অফিসার উক্ত দলিলখানি দাখিলকারককে ফেরত না দিয়া ১৮৯৯ সালের ভারতীয় ষ্ট্যাম্প আইনের ৩৩-ধারামতে ইমপাউণ্ড করিবেন এবং সেই সঙ্গে ইমপাউণ্ড রেজিস্টারে উক্ত দলিল সম্পর্কে প্রয়োজনীয় বিবরণ লিপিবদ্ধ করিবেন।

(২) এরূপ ক্ষেত্রে রেজিস্টারিং অফিসার কোন ফিস্ গ্রহণ করিবেন না, ২৫ (২) উপনিয়মের জন্য ভিন্নভাবে রক্ষিত রসীদ বহি হইতে একখানি রসীদ দলিল দাখিলকারককে প্রদান করিবেন, আর রসীদের উপর লাল কালিতে লিখিত থাকিবে—"দলিলখানি ইমপাউণ্ড করা হইয়াছে।"

(৩) সমাহর্তার (কালেকটারের) নিকট উক্ত দলিল প্রেরণ করিবার পূর্বে রেজিস্টারিং অফিসার নিম্নলিখিত বিষয়গুলি দলিলে রেকর্ড করিবেন—

(i) এই এনডোর্সমেণ্টটি—"১৮৯৯ সালের ভারতীয় ষ্ট্যাম্প আইনের ৩৮ ধারার অন্তর্গত (২)-উপধারামতে ইমপাউণ্ড করিয়া সমাহর্তার নিকট প্রেরণ করা হইল।"

(ii) রেজিস্ট্রেসন আইনের ৫২ (১) উপধারার অন্তর্গত (এ)-খণ্ডানুযায়ী এনডোর্সমেণ্ট।

(iii) সম্ভব হইলে ৫৮-ধারার এনডোর্সমেণ্টগুলি।

নিয়ম ২৯ ঃ ইম্পাউণ্ডযুক্ত দলিল প্রত্যার্পিত হইবার পরবর্তী ব্যবস্থা—(১) কালেকটারের নিকট দলিলখানি যথাযথ সার্টিফিকেট প্রাপ্ত হইয়া ফেরত আসিলে রেজিস্টারিং অফিসার নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্পর্কে অনুরোধ করিয়া দলিল দাখিলকারককে নোটিশ প্রদান করিবেন [কালেকটার তিনপ্রকার সার্টিফিকেট প্রদান দিতে পারেন ; যথা, দলিলখানিতে উপযুক্তরূপে ষ্ট্যাম্প প্রদান করা আছে অথবা

দলিলখানিতে ষ্ট্যাম্প ডিউটি প্রদেয় নহে অথবা ঘাটতি ষ্ট্যাম্প ডিউটি প্রদত্ত হইয়াছে]।

(এ) নোটিশে নির্ধারিত তারিখে দলিল দাখিলকারীকে প্রথমে দলিল দাখিল করিবার সময় যে রসীদ প্রদান করা হইয়াছিল সেই রসীদ সহ হাজির হইতে হইবে ;

(বি) নোটিশে নির্ধারিত তারিখে দলিল দাখিলকারীকে প্রয়োজনীয় ফিসআদি প্রদান করিতে হইবে ; এবং

(সি) যদি ২৫-নিয়মানুসারে ব্যবস্থা অবলম্বন করিবার পূর্বে সম্পাদন স্বীকার সম্পর্কে দলিলে এনডোর্সমেণ্ট রেকর্ড করা না হইয়া থাকে তবে দলিল দাখিলকারীকে সে সম্পর্কে যথোচিত ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে।

উপরিউক্ত (বি) এবং (সি)-এর শর্তগুলি পূরণ করা হইলে উক্ত দলিলখানি নিবন্ধীকরণের জন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইবে।

(২) উপরিলিখিত ফিস্ দাখিলকারীর নিকট হইতে গ্রহণ করা যাইবে, দাখিল-কারীর দ্বারা রসীদে উল্লিখিত মনোনীত ব্যক্তির নিকট হইতে গ্রহণ করা যাইবে অথবা দলিলে বর্ণিত গ্রহীতার নিকট হইতে গ্রহণ করা যাইবে।

(৩) উক্তরূপে ন্যায্য ফিস্ প্রদত্ত হইলে রেজিস্টারিং অফিসার ১নং পরিশিষ্টের ১০নং ফরমে (ফিস্‌রিসিট) ফিস্-দাতাকে একখানি রসীদ দিবেন, তারপর ফি-বহিতে এবং ২৫ (২) উপনিয়মে প্রদত্ত রসীদে প্রয়োজনীয় এনট্রী করিবেন।

(৪) উপরের (২) উপনিয়মে লিখিত ব্যক্তির মধ্যে কেহ ফিস্ নোটিশে লিখিত সময়ের মধ্যে প্রদান না করিলে উক্ত দলিল রিফিউস করা হইবে; দলিলখানি রিফিউস করিবার পূর্বে রেজিস্টারিং অফিসার স্বয়ং নিশ্চিন্ত হইবেন যে প্রেরিত নোটিশ দলিল দাখিলকারক যথাসময়ে প্রাপ্ত হইয়াছেন।

নিয়ম ৩০ ঃ অজানা ভাষায় লিখিত ষ্ট্যাম্পভেনডরের সার্টিফিকেট—ষ্ট্যাম্প ভেণ্ডারের এনডোর্সমেণ্টের ভাষা রেজিস্টারিং অফিসার না বুঝিতে পারিলে এবং সেই জেলার সাধারণ ভাষায় উহা লিখিত না হইলে দলিল দাখিলকারীকে উক্ত এনডোর্সমেণ্টের একটি অনুবাদ ফাইল করিতে হইবে ; দাখিলকারীকে উক্ত অনুবাদ "সত্য অনুবাদ" এই মর্মে একটি সার্টিফিকেট প্রদান করিতে হইবে ; উপরন্তু দাখিলকারীকে উক্ত অনুবাদ প্রত্যয়ন করিতে হইবে।

নিয়ম ৩১ ঃ রেজিস্টারিং অফিসার সংশ্লিষ্ট দলিল দাখিল সংক্রান্ত পদ্ধতি—(১) যদি কোন দলিল সম্পর্কে রেজিস্টারিং অফিসার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট থাকেন তাহা হইলে উক্ত দলিল নিবন্ধীকরণের জন্য তাঁহার নিকট দাখিল করা হইলে অথবা অনুরূপ কোন দলিল নিবন্ধীকরণের জন্য প্রয়োজনীয় মোক্তারনামা প্রামাণিক (অথেনটিকেট) করিবার জন্য দাখিল করা হইলে রেজিস্টারিং

অফিসার দাখিলকারীকে ২৯-ধারা, ৩০-ধারা অথবা ৩৩ (১) (এ) ধারার বিধানানুসারে অন্য রেজিস্ট্রেসন অফিসে উক্ত দলিল বা মোক্তারনামা দাখিল করিবার জন্য সুপারিশ করিবেন।

(২) উক্তরূপ সুপারিশ করা সত্ত্বেও পার্টি সেই রেজিস্টারিং অফিসারের নিকট উক্ত দলিল বা মোক্তারনামা রেজিস্ট্রী বা অথেনটিকেট করাইতে একান্তভাবে চাহিলে, রেজিস্টারিং অফিসার উক্ত দলিল রেজিস্ট্রী করিবেন বা মোক্তারনামা প্রামাণিক করিবেন ; এই রেজিস্টারিং অফিসার স্বয়ং নিবন্ধক না হইলে (অর্থাৎ এই রেজিস্টারিং অফিসার অবর-নিবন্ধক হইলে), তাঁহার ঊর্ধ্বতন নিবন্ধকের নিকট এই বিষয়ে রিপোর্ট করিবেন ; কিন্তু নিবন্ধক হইলে মহানিবন্ধ-পরিদর্শকের নিকট রিপোর্ট করিবেন।

নিয়ম ৩২ ঃ ভারতস্থ ও বহিস্থ সম্পত্তি সংক্রান্ত দলিল—কোন দলিলে বর্ণিত সম্পত্তির কিছু অংশ ভারতের মধ্যে (জম্মু ও কাশ্মীর ব্যতীত) এবং অপর অংশ ভারতের বাহিরে অবস্থিত হইলে, ভারতস্থিত সম্পত্তি যে রেজিস্টারিং অফিসারের এলাকাভুক্ত সেই রেজিস্টারিং অফিসারের অফিসে উক্ত দলিল রেজিস্ট্রী করা যাইবে ; কিন্তু এরূপ ক্ষেত্রে নিবন্ধীকরণ প্রমাণপত্রে লিখিত থাকিবে যে কেবলমাত্র ভারতস্থিত সম্পত্তির উপর এই নিবন্ধীকরণ কার্যকরী হইবে।

অধ্যায় ৬

ভিজিট ও কমিশন

নিয়ম ৩৩ ঃ ভিজিট কমিশনের জন্য অর্থ প্রদান—ভিজিটের দরখাস্ত করিতে হয় ৩১-ধারার অনুবিধিমূলে, ৩৩ (৩) উপধারামূলে অথবা ৩৮ (২) উপধারামূলে ; এবং কমিশন ইস্যু করিবার জন্য দরখাস্ত করিতে হয় ৩৩ (৩) উপধারামূলে অথবা ৩৮ (২) উপধারামূলে। উক্ত ভিজিট অথবা কমিশনের জন্য দরখাস্তের সহিত প্রয়োজনীয় ফিসআদি এবং রেজিস্টারিং অফিসার বা কমিশনারের এবং পিওন বা অপর কোন অনুগামী ব্যক্তির পাথেয় প্রদান করিতে হইবে। এই সকল বিষয় ভিজিট কমিশন রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে। উপরিউক্ত ফিস্ এবং পাথেয় প্রদান না করা হইলে ভিজিট করা হইবে না, অথবা কমিশন ইস্যু করা হইবে না।

অবশ্য ৩৩ (১) উপনিয়মভুক্ত অনুবিধির ক্ষেত্রে এবং যে সকল ক্ষেত্রে পাথেয় (টি, এ,) সঙ্গে সঙ্গে ধার্য করা সম্ভব হইবে না, সেই সকল ক্ষেত্রে ভিজিট বা কমিশনের কার্য সম্পন্ন হইবার পর পাথেয় ধার্য করিয়া আদায় করা যাইবে।

নিয়ম ৩৪ঃ অর্থ প্রদানের রসীদ—৩১-ধারার অনুবিধিমূলে অথবা ৩৩ (৩) উপধারামূলে অথবা ৩৩-নিয়মের অনুবিধি অনুসারে ভিজিটের জন্য ৩৩-নিয়মানুসারে ফিসআদি প্রদান করা হইলে রেজিস্টারিং অফিসার মিস্‌লেনিযাস রসীদ বহি হইতে একখানি রসীদ প্রদান করিবেন (মিস্‌ঃ রসীদ-পরি ১, ফঃ ১০)।

নিয়ম ৩৫ঃ কমিশনের এনডোরসমেণ্ট ফরম—কমিশনের জন্য দলিলে লিখিবার এনডোর্সমেণ্ট ২নং পরিশিষ্টের ৫নং ফরম অনুসারে হইবে।

নিয়ম ৩৬ঃ কমিশন ইস্যু—(১) রেজিস্টারিং অফিসার তাঁহার সংস্থার কোন বেতনভুক কর্মচারীকে কমিশন ইস্যু করিতে পারিবেন।

অবশ্য অনুবিধি এই যে, যে ব্যক্তিকে পরীক্ষা করিতে হইবে তিনি যদি ভিন্ন জেলা বা উপ-জেলায অবস্থান করেন তাহা হইলে সেই জেলা বা উপ-জেলার রেজিস্টারিং অফিসারেব নিকট কমিশন ইস্যু করা হইবে। কমিশন-দলিল প্রাপ্ত হইয়া এবং (যদি পাথেয যে অফিসে দলিল দাখিল করা হইয়াছে সেখানে প্রদান করা না হইয়া থাকে তবে) দরখাস্তকারীর নিকট হইতে পাথেয় প্রাপ্ত হইয়া ভিন্ন জেলা বা উপ-জেলার রেজিস্টারিং অফিসার স্বয়ং বা তাঁহার সংস্থার কোন বেতনভুক কর্মচারীকে তিনি আদেশ প্রদান করিলে সেই কর্মচারী কমিশন কার্য সম্পন্ন করিবেন। এনডোর্সমেণ্ট ৩৫-নিয়ম অনুসারে হইবে।

(২) ৩৬ (১) উপনিয়মানুসারে ভিন্ন এলাকার অফিসারকে কমিশন ইস্যু করা হইলে যদি পাথেয় জমা দেওয়া থাকে তবে উক্ত পাথেয় দরখাস্তকারীর খরচে ভিন্ন এলাকার অফিসারকে প্রেরণ করিতে হইবে; কমিশন ফিস্‌ (অর্থাৎ [কে (১) (এ)] বা [জে (১) (এ)]) কিন্তু কমিশন ইস্যুকারী রেজিস্টারিং অফিসার তাঁহার অফিসের অ্যাকাউণ্টে জমা রাখিবেন।

দ্রষ্টব্যঃ কমিশন দলিল দাখিল করিবার সময় ৩৬ (২) উপনিয়মানুসারে পাথেয় প্রেরণ করিবার ব্যবস্থা না করিয়াও যে ভিন্ন এলাকার অফিসার কমিশন কার্য সম্পন্ন করিবেন তাহার অফিসে পাথেয় খরচ জমা দেওয়া যাইবে এবং এই ব্যবস্থাই শ্রেয়তর।

নিয়ম ৩৭ঃ কমিশনারের পরীক্ষা—রেজিস্টারিং অফিসার কমিশনারকে কমিশন-দলিলের স্বতঃপ্রবৃত্ত সম্পাদন স্বীকার সম্পর্কে এবং কমিশন-কার্য সম্পাদন সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করিতে পারেন।

নিয়ম ৩৮ঃ কমিশন কার্য-এর পরবর্তী পদ্ধতি—(১) কমিশন-কার্য সম্পন্ন করিবার পর ২-পরিশিষ্টের ৬নং ফরম অনুসারে কমিশন-দলিলে এনডোর্সমেণ্ট লিখিয়া যে অফিস হইতে কমিশন ইস্যু করা হইয়াছিল সেই অফিসে দলিলখানি ফেরত পাঠাইতে হইবে। প্রয়োজনানুসারে এনডোর্সমেণ্ট পরিবর্তন করা যাইবে।

যখন রেজিস্টারিং অফিসার স্বয়ং সম্পাদনকারীর গৃহে গমন করিয়া দলিলের সম্পাদন স্বীকার রেকর্ড করেন তখনও ২-পরিশিষ্টের ৬নং ফরম ব্যবহার করিতে হইবে।

(২) রিপোর্ট সহ দলিল ফেরত আসিলে কমিশন সংক্রান্ত লিখিত রিপোর্টের নিচে ২-পরিশিষ্টের ৭নং ফরম অনুসারে রেজিস্টারিং অফিসার একটি এনডোর্সমেণ্ট লিপিবদ্ধ করিবেন।

অধ্যায় ৭

২৫(১) এবং ৩৪(১) ধারামতে প্রদেয় জরিমানা

নিয়ম ৩৯ঃ জরিমানার ক্রম—(১) ২৫(১) উপধারা এবং ৩৪(১)-এর অনুবিধিমূলে নিম্নলিখিত স্কেলে জরিমানা ধার্য হইবে—

বিলম্বের কাল	জরিমানার পরিমাণ
(এ) বিলম্ব সাত দিনের অধিককাল না হইলে	জরিমানা উপযুক্ত রেজিস্ট্রেসন ফিসের দুই গুণ হইবে।
(বি) বিলম্ব সাত দিনের অধিককাল কিন্তু একমাসের অধিককাল না হইলে	জরিমানা উপযুক্ত রেজিস্ট্রেসন ফিসের চারি গুণ হইবে।
(সি) বিলম্ব এক মাসের অধিককাল কিন্তু চারিমাসের অধিককাল না হইলে	জরিমানা উপযুক্ত রেজিস্ট্রেসন ফিসের দশ গুণ হইবে।

(২) উপরিউক্ত জরিমানা উপযুক্ত রেজিস্ট্রেসন ফিস্ সহ বুঝিতে হইবে। নিবন্ধক যে চিঠির দ্বারা জরিমানা আদায়ে দলিল রেজিস্ট্রী করিতে বা রেজিস্ট্রেসনের জন্য দলিল দাখিল লইতে নির্দেশ প্রদান করেন, সেই চিঠির নম্বর এবং তারিখ সহ্ আদায়ীকৃত ফাইন ইত্যাদি উক্ত দলিলে নোট করিতে হইবে।

দ্রষ্টব্যঃ উপরিউক্ত স্কেলে জরিমানা প্রদান করিয়া কোন দলিল নিবন্ধীকরণের ব্যবস্থা করা হইলে তাহার জন্য পুনরায় রেজিস্ট্রেসন ফিস্ দিতে হয় না; কারণ, ধার্য জরিমানার মধ্যে রেজিস্ট্রেসন ফিস্ এবং জরিমানা উভয়ই ধরা আছে বুঝিতে হইবে।

নিয়ম ৪০ঃ দ্বিতীয় এবং পরবর্তী সময়ে জরিমানা নির্ণয়—৩৪(১) উপধারার অন্তর্গত অনুবিধি অনুসারে সম্পাদন স্বীকারের জন্য হাজির হইতে বিলম্ব করিলে যে ফাইন (জরিমানা) প্রদান করিতে হয় তাহা একই দলিলের ক্ষেত্রে দ্বিতীয়বার, তৃতীয়বার এবং পরবর্তীকালে প্রত্যেকবার প্রদান করিবার ক্ষেত্রে শেষবার পর্যন্ত মোট যে সময় হয় সেই সময়ের জন্য প্রদেয় মোট জরিমানা হইতে পূর্বে যে জরিমানা প্রদান

করা হইয়াছে তাহা বিয়োগ করিয়া যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহা হইবে দ্বিতীয়বার, তৃতীয়বার এবং পরবর্তী প্রত্যেক বারের দেয় জরিমানার পরিমাণ।

দ্রষ্টব্য ঃ ৪০-নিয়ম সেই সকল দলিলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যে দলিলের সম্পাদনকারী একাধিক এবং সম্পাদনকারীগণ একই সময়ে হাজির হইয়া সম্পাদন স্বীকার করেন না। জরিমানা প্রদান করিয়া ৩৪(১) অনুবিধিমতে সম্পাদন স্বীকার করিবার জন্য চারি মাস পর্যন্ত সময় পাওয়া যায়। এখন ধরুন, কোন দলিলে তিনজন সম্পাদনকারী আছে; প্রথম সম্পাদনকারী সাত দিন বিলম্বে হাজির হইল এবং সম্পাদন স্বীকার করিয়া চলিয়া গেল। অনুরূপে, দ্বিতীয় সম্পাদনকারী ১৫ দিন বিলম্বে হাজির হইয়া সম্পাদন স্বীকার করিয়া চলিয়া গেল ইত্যাদি। এখন, এই একই দলিলের ক্ষেত্রে বিভিন্ন বারে আসিয়া সম্পাদন স্বীকারের জন্য জরিমানা গণনা করিবার রীতি ৪০-নিয়মানুসারে অনুসৃত হইবে।

নিয়ম ৪১ ঃ দলিলের একাধিক কপিতে জরিমানা নির্ণয়—যে ক্ষেত্রে কোন দলিল এক বা একাধিক হুবহু নকল সহ একই পার্টির দ্বারা একই সময়ে রেজিস্ট্রেসনের জন্য দাখিল করা হয়, সে ক্ষেত্রে ২৫(১) উপধারা এবং ৩৪(১) উপধারার অনুবিধি অনুসারে যদি জরিমানা প্রদান করিতে হয় তাহা হইলে সেই জরিমানা কেবলমাত্র মূল দলিলখানির উপর ধার্য হইবে; নকলগুলির জন্য ভিন্নভাবে কোন জরিমানা ধার্য করিতে হইবে না।

দ্রষ্টব্য ঃ কোন দলিল এবং তাহার ডুপ্লিকেট, ট্রিপ্লিকেট ইত্যাদি কপির নিবন্ধীকরণের (রেজিস্ট্রেসনের) জন্য মূল দলিল এবং ডুপ্লিকেট, ট্রিপ্লিকেট ইত্যাদির জন্য ভিন্ন ভিন্ন ভাবে রেজিস্ট্রেসন ফিস্ দিতে হইলেও, ৪১-নিয়মানুসারে ২৫ (১) উপধারা ও ৩৪ (১)-উপধারার অনুবিধি অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে জরিমানা দিতে হয় না; প্রয়োজন হইলে শুধুমাত্র মূল দলিলের জন্যই জরিমানা দিতে হয়।

নিয়ম ৪২ ঃ জরিমানা মুকুব—(১) ৭০-ধারামতে উক্তরূপ আইন প্রদান হইতে মকুব লাভের জন্য দরখাস্ত রেজিস্টারিং অফিসারের নিকট করা যাইতে পারে; কিন্তু জরিমানা প্রথমে প্রদান করিয়া উক্ত দরখাস্ত পেশ করিতে হয়; জরিমানা জমা না দিলে মকুবের জন্য দরখাস্ত গৃহীত হইবে না।

(২) জরিমানা মকুবের দরখাস্ত রেজিস্টারিং অফিসার গ্রহণ করিলে তিনি তাহা তাঁহার মতামত সহ নিবন্ধকের মাধ্যমে মহানিবন্ধ-পরিদর্শকের নিকট প্রেরণ করিবেন।

অধ্যায় ৮

নিবন্ধীকরণের জন্য দলিল দাখিল লইবার পরবর্তী প্রণালী

নিয়ম ৪৩ঃ গ্রাহ্যতার প্রমাণ—২১-নিয়মে যে সকল বিষয়ের সম্পর্কে লিখিত হইয়াছে সেগুলি বৈধভাবে পালিত হইলে ২-পরিশিষ্টের ১নং ফরম অনুসারে অ্যাডমিসিবিলিটির সার্টিফিকেট দলিলখানির সম্মুখভাগে এনডোর্স করিতে হইবে; উক্ত এনডোর্সমেণ্টের নিচে রেজিস্টারিং অফিসার তারিখসহ স্বাক্ষর করিবেন।

নিয়ম ৪৪ঃ একাধিক পৃষ্ঠাযুক্ত দলিল—একাধিক পৃষ্ঠাযুক্ত দলিল দাখিল হইলে প্রতি পৃষ্ঠাতে (পশ্চাতে) রেজিস্টারিং অফিসার তারিখসহ স্বাক্ষর করিবেন, অফিস সীলমোহরের ছাপও প্রতি পৃষ্ঠাতে (পশ্চাতে) থাকিবে।

নিয়ম ৪৫ঃ দেয়ক ও জরিমানা গ্রহণ—(১) ৪৩-নিয়মানুসারে অ্যাডমিসিবিলিটির সার্টিফিকেট লিখিত হইবার পর রেজিস্টারিং অফিসার রেজিস্ট্রেসন ফিস্ গ্রহণ করিবেন এবং যদি প্রদেয় হয় তবে ২৫ (১) উপধারামতে ফাইনও গ্রহণ করিবেন; উক্ত ফিস্আদি এবং ফাইন যদি প্রদেয় হয় তবে সেই ফাইন অ্যাডমিসিবিলিটির সার্টিফিকেটের নিম্নে লিপিবদ্ধ করিবেন; সেই সঙ্গে ফি বহিতেও প্রয়োজনীয় এনট্রী করিতে হইবে।

(২) প্রদত্ত ফিসের (এবং যদি প্রদেয় হয় তবে ফাইনের) সমষ্টি ১-পরিশিষ্টের ৮নং ফরম অনুসারে রসীদে লিখিয়া ৫২ (১) (বি)-ধারামতে প্রদান করিতে হইবে।

নিয়ম ৪৬ঃ এনডোর্সমেণ্ট—(১) ৫২ এবং ৫৮-ধারামতে এনডোর্সমেণ্টগুলি ২-পরিশিষ্টের ২নং এবং ৩নং ফরমে হইবে।

৪১ (২) উপধারামতে দত্তক গ্রহণ করিবার প্রাধিকারপত্র অথবা উইল নিবন্ধীকরণের (রেজিস্ট্রেসনের) জন্য গ্রহণের এনডোর্সমেণ্ট ২-পরিশিষ্টের ১১নং ফরমে হইবে।

নিবন্ধক বা দেওয়ানী আদালতের আদেশানুসারে যে দলিলের নিবন্ধীকরণ সম্পন্ন হয়, সেই দলিল নিবন্ধীকরণের জন্য গ্রহণের এনডোর্সমেণ্ট ২-পরিশিষ্টের ১২ নং ফরমে হইবে।

(২) ৫২, ৫৮ এবং ৬০-ধারামতে অথবা অন্যান্য লিখিত এনডোর্সমেণ্টগুলি লাল কালিতে লিখিত হইবে এবং তাহাতে স্বাক্ষরগুলি কালো কালিতে হইবে।

(৩) প্রত্যেক এনডোর্সমেণ্ট রেজিস্টারিং অফিসারকে স্বহস্তে লিখিতে হইবে; রীতিসিদ্ধ (ফরমাল) অংশগুলির জন্য অবশ্য রবার ষ্ট্যাম্প ব্যবহার করা যাইতে পারে; এ সম্পর্কে বিশেষ ক্ষেত্রে মহানিবন্ধ-পরিদর্শক ভিন্ন আদেশ প্রদান করিতে পারেন।

মহানিবন্ধ-পরিদর্শক রেজিস্টারিং অফিসারকে রেজিস্টারিং অফিসারের কোন করণিক দ্বারা বা তাঁহার অফিসে সংযুক্ত কোন অবর-নিবন্ধক দ্বারা এনডোর্সমেণ্টগুলি লিখাইয়া লইবার ক্ষমতা প্রদান করিতে পারেন।

নিয়ম ৪৭ ঃ সম্পাদনকারী সনাক্তকরণ—(১) রেজিস্ট্রেসনের জন্য দাখিলীকৃত কোন দলিলের সম্পাদনকারীর সহিত রেজিস্টারিং অফিসার ব্যক্তিগতভাবে পরিচিত না থাকিলে সেই সম্পাদনকারীর সনাক্তকরণের জন্য রেজিস্টারিং অফিসারের পরিচিত কোন ব্যক্তিকে অথবা সম্মানীয় কোন ব্যক্তিকে সনাক্তকারী রূপে হাজির করিতে হইবে।

(২) সনাক্তকারী সত্য সত্যই যে সম্পাদনকারীর পরিচিত সে সম্পর্কে রেজিস্টারিং অফিসার স্বয়ং সন্তুষ্ট হইবেন ; এবং সনাক্তকারী যে ব্যক্তিকে সনাক্ত করিতে চাহেন, সেই ব্যক্তির নাম এবং পরিচয় রেজিস্টারিং অফিসার সনাক্তকারীকে জিজ্ঞাসা করিবেন।

নিয়ম ৪৮ ঃ নিরক্ষর ব্যক্তির স্বাক্ষর—কোন ব্যক্তি লিখিতে না পারিলে তিনি ঢেরা-সহি দ্বারা বা কলম স্পর্শ করিয়া স্বাক্ষর করিতে পারেন, পরে লিখনক্ষম কোন ব্যক্তি প্রথমোক্ত ব্যক্তির সম্পূর্ণ নাম লিখিয়া নিজ নাম স্বাক্ষর করিবেন এইজন্য যে প্রথমোক্ত ব্যক্তি তাঁহার উপস্থিতিতে ঢেরা-সহি প্রদান করিয়াছে অথবা কলম স্পর্শ করিয়াছে।

দ্রষ্টব্য ঃ অন্যের সাহায্যে স্বাক্ষর সাধারণতঃ 'ব-কলমে' স্বাক্ষর নামে পরিচিত ; ধরুন, রমেন্দ্রনাথ ভদ্র লিখিতে পারেন না, পরিতোষ শীল রমেন্দ্রনাথের নাম নিম্নলিখিতভাবে ব-কলমে স্বাক্ষর করেন—

রমেন্দ্রনাথ ভদ্র
বঃ পরিতোষ শীল

বা

রমেন্দ্রনাথ ভদ্র
লেখকঃ পরিতোষ শীল

স্বাক্ষর নানাভাবে গ্রাহ্য হয় ; যথা ঃ (১) স্বহস্তে স্বাক্ষর, (২) ঢেরা-সহি অর্থাৎ কলম দিয়া দাগ দেওয়া (×), অথবা (৩) যে কলমে ব-কলমে নালটি লিখিত হয় সেই কলমটি স্পর্শ করিয়া সম্মতিদানসূচক স্বাক্ষর। টিপসহি দ্বারাও স্বাক্ষর হয় ; ইহা সর্বাপেক্ষা প্রচলিত এবং নিরাপদ স্বাক্ষর।

নিয়ম ৪৯ ঃ টিপছাপ—(১) দলিলের সম্পাদনকারী (i) লিখিতে অক্ষম হইলে, অথবা (ii) রেজিস্টারিং অফিসারের সহিত ব্যক্তিগতভাবে পরিচিত না হইলে তিনি (দলিলের সম্পাদনকারী) দলিলে তাঁহার নাম সাক্ষর করিবেন (যদি

লিখিতে না জানেন তবে ৪৮-নিয়মানুসারে ব-কলমে স্বাক্ষর করিবেন)। উপরন্তু, বাম হাতের বুড়ো আঙ্গুলের ছাপও উক্ত দলিলে এবং টিপ-বহিতে দিতে হইবে।

অবশ্য অনুবিধি এই যে বাম হাতের বুড়ো আঙ্গুল ত্রুটিপূর্ণ (অঙ্গহীন) বা আহত হইলে ডান হাতের বুড়ো আঙ্গুলের বা অপর কোন আঙ্গুলের টিপ-ছাপ লইতে হইবে। কিন্তু কোন সম্পাদনকারী যদি বসন্ত, লেপ্রসী অথবা অন্য প্রকার সংক্রামক রোগাক্রান্ত হয়, তাহা হইলে উক্ত রোগাক্রান্ত সম্পাদনকারীর টিপ-ছাপ গ্রহণ করিতে হইবে না; বাম হাতের বুড়ো আঙ্গুল ভিন্ন অন্য কোন আঙ্গুলের টিপ-ছাপ গ্রহণ করা হইলে, সেই আঙ্গুলের উল্লেখ করিয়া টিপ-বহিতে এবং দলিলে নোট প্রদান করিতে হইবে; সংক্রামক রোগের জন্য টিপ-ছাপ গ্রহণ করা সম্ভব না হইলে সে সম্পর্কেও কারণসহ নোট প্রদান করিতে হইবে।

(২) একখানি টিনপ্লেটে ছাপা-কালি (অর্থাৎ যে কালিতে বই ছাপা হয়) উত্তমরূপে লেপন করিয়া সেই টিনপ্লেটের উপর সম্পাদনকারীর আঙ্গুল ঢিলাভাবে ঘুরাইয়া লইয়া টিপ লইতে হইবে।

দ্রষ্টব্য ঃ টিপ-ছাপ সাধারণতঃ দুইপ্রকারে তোলা হইয়া থাকে—সোজা ছাপ এবং ঘোরানো ছাপ। আঙ্গুলে কালি লাগাইয়া কোন কাগজের উপর উক্ত আঙ্গুল সোজাসুজি বসাইয়া দিলে যে ছাপ উঠে তাহাকে সোজা ছাপ বলে। ঘোরানো ছাপ লইতে হইলে কালির পাত্রে বাম হাতের বুড়ো আঙ্গুলটি উপুড় করিয়া ঐ অবস্থায় আঙ্গুলটি ঘুরাইয়া আঙ্গুলে কালি মাখাইয়া লইতে হয় এবং পরে কাগজে অনুরূপভাবে আস্তে আস্তে আঙ্গুলটি বাঁকাইয়া ছাপ তুলিতে হয়। জোর প্রয়োগে বা আঙ্গুলে বেশি কালি মাখাইলে ছাপ স্পষ্ট হয় না।

টিনপ্লেটে বা প্লেটে কালি খুব পাতলা করিয়া লাগাইতে হয়; পরে রোলার বা আঙ্গুল দ্বারা ভাল করিয়া ঘষিয়া লইতে হয়। প্লেটে বা টিনপ্লেটে ময়লা বা ধূলা যেন না থাকে।

(৩) টিপ-বহির প্রতি টিপেই রেজিস্টারিং অফিসার ইনিসিয়াল করিবেন; যে কর্মচারী টিপ গ্রহণ করেন তিনিও প্রতি টিপের ক্ষেত্রে ইনিসিয়াল করিবেন; পর্দানশীন মহিলার ক্ষেত্রে সনাক্তকারী ইনিসিয়াল করিবেন।

(৪) যখন একই সম্পাদনকারী একাধিক দলিল একই দিনে রেজিস্ট্রী করেন, তখন টিপের বহিতে একটিমাত্র টিপ লইলে চলিবে; যতগুলি দলিল ততগুলি টিপ-ছাপ টিপ-বহিতে লইতে হইবে না (কিন্তু প্রত্যেক দলিলে টিপ-ছাপ লইতে হইবে)।

(৫) কোন পদস্থ ব্যক্তি রেজিস্টারিং অফিসারের অপরিচিত হইলেও যদি তাঁহার সনাক্তকরণ সম্পর্কে কোন প্রকার সন্দেহের অবকাশ না থাকে তবে সেই সকল

ব্যক্তিকে আঙ্গুলের ছাপ প্রদান হইতে রেজিস্টারিং অফিসার স্ববিবেকে অব্যাহতি দিতে পারেন। এই অব্যহতি প্রদান সম্পর্কে রেজিস্টারিং অফিসার দলিলে নোট প্রদান করিবেন।

(৬) লিখিত অক্ষম সনাক্তকারীর সম্পর্কেও উপরিউক্ত নিয়মাবলী প্রয়োজনীয় পরিবর্তনে প্রযোজ্য হইবে।

দ্রষ্টব্য ঃ যে সনাক্তকারী লিখিতে পারেন না, তাঁহার নাম ব-কলমে স্বাক্ষরিত হইবে ; তাঁহাকেও সম্পাদনকারীর ন্যায় টিপ-ছাপ দিতে হইবে।

প্রসংগত উল্লেখযোগ্য যে প্রতিক্ষেত্রেই দাতার স্বাক্ষর টিপের বহিতে লইতে হইবে (১৯৮৪ সালে মহানিবন্ধ পরিদর্শকের সারকুলার)।

নিয়ম ৫০ ঃ টিপছাপ সংক্রান্ত অতিরিক্ত ব্যবস্থা—রেজিস্টারিং অফিসারের উপস্থিতিতে সম্পাদনকারী বা সনাক্তকারীর টিপ-ছাপ টিপ-বহিতে এবং দলিলে লইতে হইবে।

টিপ বহিতে আঙ্গুলের ছাপের যে ক্রমিক নং প্রদান করা হয়, সেই ক্রমিক নং দলিলের পৃষ্ঠায় গৃহীত টিপের পাশেও লিখিতে হইবে। ভিজিট-কমিশনের জন্য একখানি পৃথক টিপের বহি থাকিবে।

নিয়ম ৫১ ঃ একাধিক ব্যক্তির দ্বারা দলিল নিবন্ধীকরণ—(১) যদি কোন দলিলে একাধিক সম্পাদনকারী থাকে এবং একাধিক সম্পাদনকারীর মধ্যে কেহ যদি উক্ত দলিলের সম্পাদন অস্বীকার করেন, তবে যে ব্যক্তি সম্পাদন অস্বীকার করিবেন, কেবলমাত্র সেই ব্যক্তির সম্পর্কে দলিলখানি আংশিকভাবে প্রত্যাখ্যাত হইবে ; আর যাঁহারা সম্পাদন স্বীকার করিবেন তাঁহাদের সম্পর্কে দলিলখানি নিবন্ধীকৃত হইবে। পুনরায়, একাধিক সম্পাদনকারী আছে এমন দলিলের কোন কোন সম্পাদনকারী হাজির হইয়া সম্পাদন স্বীকার করিলে, কেবলমাত্র যাঁহারা হাজির হইয়া স্বীকার করেন, তাঁহাদের সম্পর্কে দলিলখানি নিবন্ধীকৃত হইবে ; আর যাঁহারা সম্পাদন স্বীকারের জন্য হাজির হইবেন না, তাঁহাদের সম্পর্কে রেজিস্ট্রেসন প্রত্যাখ্যাত হইবে।

(২) কয়েকজন প্রতিনিধি দ্বারা সম্পাদন অস্বীকার—মৃত সম্পাদনকারীর কোন কোন প্রতিনিধি যদি সম্পাদন স্বীকার করেন এবং অপর কয়েকজন সম্পাদন অস্বীকার করেন তবে দলিলখানি ৭৩-ধারার বিধানাধীনে সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাখ্যাত হইবে।

দ্রষ্টব্য ঃ ৫১ (১) এবং ৫১ (২)এর পার্থক্য প্রণিধানযোগ্য। ৫১ (১)-এ একাধিক সম্পাদনকারীর মধ্যে যাঁহারা সম্পাদন স্বীকার করেন তাঁহাদের সম্পর্কে দলিলখানি নিবন্ধীকৃত হয়, আর যাঁহারা সম্পাদন অস্বীকার করেন বা সম্পাদন স্বীকার করিবার জন্য অফিসে যথাসময়ে হাজির না হন, কেবলমাত্র এই সকল সম্পাদন অস্বীকারকারীর

সম্পর্কেই দলিলখানি আংশিকভাবে রিফিউস্ করা হইবে। কিন্তু ৫১ (২) নিয়মে সম্পাদনকারীর প্রতিনিধিগণ দ্বারা (রিপ্রেজেনটেটিভ দ্বারা) সম্পাদন স্বীকার সম্পর্কে লিখিত হইয়াছে। কোন দলিলের সম্পাদনকারী দলিলখানির সম্পাদন স্বীকার করিবার পূর্বে ইহলোক ত্যাগ করিলে, সম্পাদনকারীর প্রতিনিধি উক্ত দলিল নিবন্ধীকরণের জন্য প্রতিনিধিরূপে সম্পাদন স্বীকার করিতে পারেন; প্রতিনিধি একজন মাত্র হইলে তিনি সম্পাদন স্বীকার করিলে দলিলখানি নিবন্ধীকৃত হইতে পারে; তিনি সম্পাদন অস্বীকার করিলে দলিলখানি সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাখ্যাত হইবে। কিন্তু যেক্ষেত্রে মৃত সম্পাদনকারীর প্রতিনিধি একাধিক এবং প্রতিনিধিদিগের কেহ কেহ সম্পাদন স্বীকার করেন এবং অপরে সম্পাদন অস্বীকার করেন সেক্ষেত্রে দলিলখানি সম্পূর্ণরূপে রিফিউস্ করা হইবে; যদিও সকলের মধ্যে কয়েকজন প্রতিনিধি সম্পাদন স্বীকার করিয়াছেন এবং অপর কয়েকজন সম্পাদন অস্বীকার করিয়াছেন। দশজন প্রতিনিধির মধ্যে মাত্র একজন প্রতিনিধি সম্পাদন অস্বীকার করিলে দলিলখানি সম্পূর্ণরূপে রিফিউস্ করা হইবে। প্রতিনিধি কর্তৃক সম্পাদন অস্বীকৃত হওয়ার জন্য দলিল প্রত্যাখ্যাত হইলে ৭৩-ধারার সুযোগ পার্টি পাইবে।

আমরা দেখিতেছি, রেজিস্ট্রেসন নিয়মাবলী সকল প্রতিনিধিকে সম্পাদন স্বীকারের কথা বলিতেছে; ৩৫-ধারার আলোচনা কালে বলিয়াছি, এলাহাবাদ হাইকোর্ট সকল প্রতিনিধির দ্বারা সম্পাদন স্বীকারের কথা বলিলেও (আবদুল আজিজ খান বনাম শ্রীমতী কানিজ ফতিমা) কলিকাতা ও মাদ্রাজ হাইকোর্ট দ্বিমত প্রকাশ করিয়াছেন (গয়েস আলী বনাম চিন্তাহরণ, মধু বনাম ববুশা, সুজনবিবি বনাম আশাফা খাতুন, কলিকাতা; পাকরান বনাম কানাম্মদ, মাদ্রাজ)।

রেজিস্ট্রেসন রুল সংশোধন না হওয়া পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গে রেজিস্টারিং অফিসারদিগকে রুল মান্য করিয়া চলিতে হইবে; এরূপ ক্ষেত্রে পার্টি প্রয়োজন হইলে ৭৩-ধারায় নিবন্ধকের নিকট দরখাস্ত করিতে পারেন।

দলিল সম্পাদন করিয়া দাতা দলিলখানি নিবন্ধীকরণের পূর্বে মারা গেলেন; ওয়ারিশ বিধবা স্ত্রী, এক নাবালক পুত্র, এক নাবালিকা কন্যা। বিধবা স্ত্রী স্বয়ং এবং নাবালক সন্তানদ্বয়ের অভিভাবিকা রূপে দলিলখানি দাখিল করিতে ও রেজিস্ট্রী করিতে পারেন (ভিত্তরাজ বনাম নারায়ণ, এ, আই, আর, ১৯১৫, নাগ ৩৩; দত্তত্রয় কেশভ নায়েক বনাম গংগাবাঈ নারায়ণ নায়েক, বোম্বাই); এরূপ ক্ষেত্রে রেজিস্টারিং অফিসার প্রমাণাদি সাপেক্ষে দলিলখানি রেজিস্ট্রী করিলে ৫১-নিয়ম লংঘন করেন নাই বিবেচিত হইতে পারে।

মাদ্রাজ হাইকোর্ট অরুণাচল মুদালী বনাম বেংকটচল পিল্লাই (এ, আই, আর, ১৯৩৪, মাদ্রাজ ৪২৫) বিচারের রায়ে এই সিদ্ধান্ত দিয়াছেন যে রেজিস্টারিং অফিসার

কোন এক ব্যক্তিকে ভুল ক্রমে কোন মৃত ব্যক্তির প্রতিনিধি স্থির করিয়া উক্ত মৃত ব্যক্তির দ্বারা সম্পাদিত দলিলখানি রেজিস্ট্রী করিলে ইহা পদ্ধতিগত ত্রুটি রূপে গণ্য হইবে, দলিলের নিবন্ধীকরণ অগ্রাহ্য হইবে না।

একজন হিন্দু একখানি দানপত্র দলিল তাঁহার স্ত্রীর অনুকূলে সম্পাদন করিয়া মারা যান। পরবর্তীকালে দলিলখানি স্ত্রীর দ্বারা নিবন্ধীকৃত হয়। এরূপ ক্ষেত্রে স্ত্রী যেহেতু দাতার সম্পত্তির ব্যাপারে পরিপালনাদেশ (লেটারস অব অ্যাডমিনিস্ট্রেসন) পাইবার যোগ্য, সেহেতু তিনি রেজিস্ট্রেসন আইনের ৩৫-ধারায় বর্ণিত প্রতিনিধিরূপে স্বামী দ্বারা সম্পাদিত দানপত্র দলিলের সম্পাদন স্বীকার করিতে পারেন; যদিও তিনি অত্র দলিলে স্বয়ং গ্রহীতা, তাহাতে কিছু আসে যায় না (ভবতোষ বনাম সোলেমান, কলিকাতা)। মৃতের অ্যাসাইন রূপেও স্ত্রী উক্ত দলিলের সম্পাদন স্বীকার করিতে পারিতেন (অক্ষয় বনাম মন্মথ, এ, আই, আর, ১৯১৭, কলিকাতা ২৬৯)।

নিয়ম ৫২ঃ চারিমাসের মধ্যে সম্পাদনকারীর অনুপস্থিতি—(১) ২৩-ধারাতে দলিল দাখিল করিবার জন্য যে চারিমাস সময় প্রদান করা আছে, সেই সময়ের মধ্যে অবর-নিবন্ধকের নিকট দলিল দাখিল করা সত্ত্বেও সম্পাদনকারী উক্ত চারিমাসের মধ্যে হাজির হইয়া সম্পাদন স্বীকার না করিলে অবর-নিবন্ধক চারি মাসান্তে যথারীতি দলিলখানির নিবন্ধীকরণ (রেজিস্ট্রেসন) প্রত্যাখ্যান করিবেন। তখন পার্টি প্রত্যাখ্যানের তারিখ হইতে ত্রিশ দিনের মধ্যে ৭২-ধারামতে নিবন্ধকের নিকট আপীল করিতে পারিবেন।

অবশ্য অনুবিধি এই যে যদি উক্ত চারিমাস সমাপ্ত হইবার পূর্বে উক্ত দলিলের দাখিলকারক বা গ্রহীতা সম্পাদনকারীকে ৩৬-ধারামতে হাজির করাইবার জন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করেন অথবা ৩৮-ধারামতে পরীক্ষা করিবার জন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করেন তাহা হইলে অবর-নিবন্ধক উক্ত দলিলের নিবন্ধীকরণ (রেজিস্ট্রেসন) প্রত্যাখ্যান করিবেন না এবং সে সম্পর্কে কোন আদেশও রেকর্ড করিবেন না। কিন্তু এরূপ ক্ষেত্রে চারি মাসান্তে অবর-নিবন্ধক প্রয়োজনীয় আদেশের জন্য নিবন্ধকের নিকট রিপোর্ট করিবেন।

(২) ৫২ (১) উপনিয়মে উল্লিখিত ৭২-ধারামতে আপীল কেসে দলিলের সম্পাদনকারীকে নিবন্ধকের নিকট হাজির হইয়া ২৩-ধারা অনুসারে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অবর-নিবন্ধকের সমীপে হাজির হইতে না পারিবার কারণস্বরূপ জরুরী প্রয়োজনের অথবা অনিবার্য দুর্ঘটনার সাক্ষ্য-প্রমাণ করিতে হইবে।

নিবন্ধকের নিকট উক্তরূপে হাজির হইয়া জরুরী প্রয়োজন অথবা অনিবার্য দুর্ঘটনা সম্পর্কে কারণ দর্শাইলে নিবন্ধক দলিলখানি রেজিস্ট্রী করিবার জন্য অবর-নিবন্ধককে নির্দেশ দান করিবেন। অন্যথা নিবন্ধক দলিলখানি রেজিস্ট্রী করিতে নির্দেশ দান

করিবেন না। নিবন্ধক রেজিস্ট্রী করিতে নির্দেশ প্রদান করিলে ৩৪ (১) উপধারার অনুবিধি অনুসারে জরিমানা ধার্য করা হইবে।

(৩) ৫২ (১) উপনিয়মের অনুবিধির ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত পন্থা অবলম্বন করিতে হইবে।

[৫২(১) উপনিয়মের অনুবিধিতে লিখিত আছে যে দলিল দাখিলকারী অথবা গ্রহীতা ৩৬-ধারা বা ৩৮-ধারামতে ব্যবস্থা অবলম্বন করিলে অবর-নিবন্ধক দলিলখানি রিফিউস্ না করিয়া সম্পাদনের তারিখ হইতে চারি মাসান্তে নিবন্ধকের নিকট রিপোর্ট করিবেন।]

(এ) অবর-নিবন্ধকের নিকট হইতে উক্ত রিপোর্ট প্রাপ্ত হইয়া নিবন্ধক নির্দেশ দিবেন যে ৩৬-ধারা ও ৩৮ ধারার কার্যবাহ সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত দলিলখানি পেন্ডিং রাখিতে হইবে; অবশ্য কোনক্রমেই এই পেন্ডিং রাখিবার কাল সম্পাদনের তারিখ হইতে আট মাসের অধিক হইবে না। যথারীতি সমন জারি হওয়া সত্ত্বেও যদি সম্পাদনকারী রেজিস্টারিং অফিসারের সমীপে হাজির না হয় অথবা যখন রেজিস্টারিং অফিসার বা কমিশনার সম্পাদনকারীর গৃহে গমন করেন তখন যদি সম্পাদনকারী রেজিস্টারিং অফিসারের বা কমিশনারের সমীপে ইচ্ছাপূর্বক হাজির না হয় তাহা হইলে সাব্‌রেজিস্ট্রার দলিলখানি ৩৫-ধারামতে রিফিউস্ করিবেন।

(বি) সমন প্রাপ্ত হইয়া সম্পাদনকারী হাজির হইয়া সম্পাদন স্বীকার করিলে তাহা দলিলে রেকর্ড করা হইবে এবং সম্পাদনকারীকে হাজির হইতে বিলম্ব হইবার কারণ দর্শাইয়া একখানি দরখাস্ত অবর-নিবন্ধক মারফৎ নিবন্ধককে করিতে নির্দেশ প্রদান করা হইবে। এইরূপ দরখাস্ত অবর-নিবন্ধক তাঁহার মতামতসহ নিবন্ধকের নিকট প্রেরণ করিবেন। দরখাস্ত প্রাপ্ত হইয়া নিবন্ধক ৩৪ (১) অনুবিধিমূলে নির্দেশ প্রদান করিবেন।

(সি) উক্ত দরখাস্তে বিলম্বে হাজির হইবার যে কারণ বিবৃত হইয়াছে নিবন্ধক তাহা বিবেচনা করিয়া অবর-নিবন্ধককে প্রয়োজনীয় ফাইন বা জরিমানা গ্রহণে দলিলখানি রেজিস্ট্রী করিতে নির্দেশ দান করিতে পারেন।

দ্রষ্টব্য ঃ ফাইন নির্ধারিত হয় ৩৪(১) উপধারার অন্তর্গত অনুবিধি অনুসারে; আর ফাইনের স্কেল সম্পর্কে জানিতে হইবে ৩৯ (১) উপনিয়মে।

(ডি) দরখাস্তে লিখিত বিলম্বের কারণ পাঠে নিবন্ধক সন্তুষ্ট না হইলে নিবন্ধক অবর-নিবন্ধককে দলিলখানির রেজিস্ট্রেসন প্রত্যাখ্যান করিতে নির্দেশ দিবেন।

(ই) যদি সম্পাদনকারী বিলম্বে হাজির হইবার জন্য কারণ দর্শাইতে অস্বীকার করেন অথবা অক্ষম হন তাহা হইলেও অবর-নিবন্ধক নিবন্ধকের নিকট আদেশের জন্য লিখিবেন।

(এফ্) উপরের (ই)-খণ্ডে বর্ণিত রিপোর্ট প্রাপ্ত হইয়া নিবন্ধক অবর-নিবন্ধককে দলিলখানির নিবন্ধীকরণ প্রত্যাখ্যান করিতে নির্দেশ দিবেন।

(জি) উপরের (ডি) এবং (এফ্) খণ্ড মতে নিবন্ধকের আদেশ প্রাপ্ত হইয়া অবর-নিবন্ধক ৩৪-ধারামতে সম্পাদনকারী সম্পাদনের তারিখ হইতে চারি মাসের মধ্যে হাজির না হওয়ার জন্য প্রত্যাখ্যানাদেশ রেকর্ড করিবেন (২নং রেজিস্টার বহিতে)।

(৪) ৫২ (১) উপনিয়মের বিধানাবলী প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সাধনে নিবন্ধকের নিকট দাখিলীকৃত দলিলের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হইবে। এইরূপ ক্ষেত্রে অবশ্য নিবন্ধকের আদেশের বিরুদ্ধে উক্ত নিবন্ধকের নিকট কোন আপীল করা চলিবে না।

দ্রষ্টব্য ঃ অবর-নিবন্ধকের নিকট দলিল দাখিল হইবার পর সেই দলিল প্রত্যাখ্যাত হইলে নিবন্ধকের নিকট আপীল করা যায় ; কিন্তু নিবন্ধকের নিকট দলিল দাখিল হইবার পর দলিলখানি প্রত্যাখ্যাত হইলে সেই প্রত্যাখ্যানাদেশের বিরুদ্ধে ঐ নিবন্ধকের নিকট বা রেজিস্ট্রেসন ডিপার্টমেণ্টের অন্য কোন আধিকারিকের নিকট আপীল করিবার কোন ব্যবস্থা নাই। এইরূপ ক্ষেত্রে প্রতিকারের জন্য পার্টিকে রেজিস্ট্রেসন আইনের ৭৭-ধারা অনুসারে দেওয়ানী আদালতের সাহায্য লইতে হইবে। নিবন্ধকের আদেশের বিরুদ্ধে সেখানে আবেদন করা যাইবে।

নিয়ম ৫৩ ঃ আটমাসের মধ্যে সম্পাদনকারীর অনুপস্থিতি—(১) ২৫-ধারা অনুসারে দলিল দাখিল করিবার সময় বৃদ্ধি করা সত্ত্বেও যদি সম্পাদনের তারিখ হইতে আটমাসের মধ্যে সম্পাদনকারী হাজির হইয়া সম্পাদন স্বীকার না করেন তাহা হইলে উক্ত আটমাস সময়ান্তে অবর-নিবন্ধক দলিলখানির নিবন্ধীকরণ যথারীতি প্রত্যাখ্যানাদেশ রেকর্ড করিবেন ; পার্টি প্রযোজন বোধ করিলে প্রত্যাখ্যানাদেশের তারিখ হইতে ত্রিশ দিনের মধ্যে ৭২-ধারা অনুসারে নিবন্ধকের নিকট আপীল করিতে পারিবেন। অবশ্য অনুবিধি এই যে, অবর-নিবন্ধক প্রত্যাখ্যানাদেশ লিপিবদ্ধ করিবেন না যদি দলিল দাখিলকারী বা দলিলের গ্রহীতা উক্ত আটমাস সময় শেষ হইবার পূর্বে ৩৬-ধারা অথবা ৩৮-ধারা অনুসারে ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া থাকেন ; কিন্তু এইরূপ ক্ষেত্রে আট মাসান্তে অবর-নিবন্ধক আদেশের জন্য নিবন্ধককে রিপোর্ট করিবেন।

(২) ৭২-ধারামূলে আপীলের ক্ষেত্রে (৫৩ (১) উপনিয়মে লিখিত আপীল-কেসের ক্ষেত্রে) নিবন্ধক অবর-নিবন্ধককে দলিলখানি রেজিস্ট্রী করিবার নির্দেশ দিবেন না, যদি না সম্পাদনকারী নিবন্ধক-সমীপে হাজির হইয়া এই মর্মে কারণ প্রদর্শন করেন যে জরুরী প্রয়োজন অথবা অনিবার্য দুর্ঘটনার জন্য ২৫-ধারামতে বর্ধিত সময়ের মধ্যে

অবর-নিবন্ধকের অফিসে (সম্পাদন স্বীকারের জন্য) হাজির হওয়া সম্ভব হয় নাই। নিবন্ধক যদি দলিলখানি রেজিস্ট্রী করিবার আদেশ প্রদান করেন তাহা হইলে ৩৪ (১)-ধারার অনুবিধিমূলে, ২৫ (১)-ধারামূলে প্রদত্ত জরিমানা ছাড়াও জরিমানা প্রদান করিতে হইবে।

(৩) ৫৩ (১) উপনিয়মের অন্তর্গত অনুবিধির ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত পন্থা অবলম্বন করিতে হইবে—

(এ) অবর-নিবন্ধকের নিকট হইতে রিপোর্ট প্রাপ্ত হইলে পর নিবন্ধক ৩৬-ধারা বা ৩৮-ধারামতে কার্য সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত দলিলখানি পেন্ডিং রাখিতে নির্দেশ দিবেন ; কিন্তু সম্পাদনের তারিখ হইতে কোনক্রমেই বার মাসের অধিককাল উক্ত দলিল পেন্ডিং রাখা চলিবে না। যথারীতি সমন প্রাপ্ত হওয়া সত্ত্বেও যদি সম্পাদনকারী রেজিস্টারিং অফিসারের সমীপে ইচ্ছাপূর্বক হাজির না হয়, অথবা যখন রেজিস্টারিং অফিসার বা কমিশনার সম্পাদনকারীর গৃহে গমন করেন তখন যদি সম্পাদনকারী রেজিস্টারিং অফিসারের বা কমিশনারের সম্মুখে ইচ্ছাপূর্বক হাজির না হয়, তাহা হইলে সাব্‌রেজিস্ট্রার দলিলখানি ৩৫-ধারামতে রিফিউস্‌ করিবেন।

(বি) সমনপ্রাপ্ত সম্পাদনকারী হাজির হইয়া সম্পাদন স্বীকার করিলে উক্ত সম্পাদন স্বীকারের রেকর্ড করা হইবে এবং সম্পাদনকারীকে বিলম্বে হাজির হইবার কারণ দর্শাইয়া একখানি দরখাস্ত অবর-নিবন্ধক মারফত নিবন্ধকের নিকট করিতে হইবে ; অবর-নিবন্ধক এইরূপ দরখাস্ত প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার মন্তব্যসহ দরখাস্তখানি নিবন্ধকের নিকট প্রেরণ করিবেন।

(সি) বিলম্বে হাজির হইবার (দরখাস্তে প্রদত্ত) কারণ বিবেচনা করিয়া নিবন্ধক অবর-নিবন্ধককে ৩৪ (১) উপধারার অন্তর্গত অনুবিধিমূলে জরিমানা গ্রহণে দলিলখানি রেজিস্ট্রী করিবার নির্দেশ দিতে পারেন। ২৫ (১) উপধারা অনুসারে গৃহীত জরিমানার সঙ্গে এই জরিমানার কোন সম্পর্ক নাই ; দুই ধারায় দুই উদ্দেশ্যে অতিরিক্ত সময় প্রদান করা হয় ; দলিল দাখিল করিতে বিলম্ব ঘটায় ২৫ (১)-ধারামূলে জরিমানা প্রদান করা হইয়াছে ; আবার সম্পাদন স্বীকার করিতে বিলম্ব হওয়ায় ৩৪ (১) অনুবিধিমূলে দ্বিতীয়বার জরিমানা দিতে হইতেছে। অতএব দুইটি জরিমানা দুইবার দিতে হইবে।

(ডি) দরখাস্তে লিখিত বিলম্বের কারণ পাঠে নিবন্ধক সন্তুষ্ট না হইলে নিবন্ধক অবর-নিবন্ধককে দলিলখানির নিবন্ধীকরণ প্রত্যাখ্যান করিতে নির্দেশ দিবেন।

(ই) যদি সম্পাদনকারী বিলম্বে হাজির হইবার জন্য কারণ দর্শাইতে অস্বীকার করেন অথবা অক্ষম হন তাহা হইলেও অবর-নিবন্ধক নিবন্ধকের নিকট আদেশের জন্য লিখিবেন।

(এফ্) উপরের (ই)-খণ্ডে বর্ণিত রিপোর্ট প্রাপ্ত হইয়া নিবন্ধক অবর-নিবন্ধককে দলিলখানির নিবন্ধীকরণ প্রত্যাখ্যান করিতে নির্দেশ দিবেন।

(জি) উপরের (ডি) এবং (এফ্)-খণ্ড মতে নিবন্ধকের আদেশ প্রাপ্ত হইয়া অবর-নিবন্ধক ৩৪-ধারামূলে সম্পাদনকারী সম্পাদনের তারিখ হইতে আটমাসের মধ্যে হাজির না হওয়ার জন্য প্রত্যাখ্যানাদেশ রেকর্ড করিবেন (২নং রেজিস্টার বহিতে)।

(৪) ৫৩ (১) উপনিয়মের বিধানাবলী প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সাধনে নিবন্ধকের নিকট দাখিলীকৃত দলিলের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হইবে। এইরূপ ক্ষেত্রে অবশ্য নিবন্ধকের আদেশের বিরুদ্ধে উক্ত নিবন্ধকের নিকট কোন আপীল করা চলিবে না।

দ্রষ্টব্য : নিবন্ধকের আদেশের বিরুদ্ধে দেওয়ানী আদালতে আবেদন করা যায়। ৫২ নিয়মের দ্রষ্টব্য দেখুন।

নিয়ম ৫৪ : স্বেচ্ছাকৃত অস্বীকার বা উপস্থিতিতে অবহেলা—বিধিমতে সমন জারি হওয়া সত্ত্বেও যদি কোন দলিলের সম্পাদনকারী নির্ধারিত দিনে রেজিস্ট্রারিং অফিসারের অফিসে ইচ্ছাপূর্বক হাজির না হন তাহা হইলে রেজিস্টারিং অফিসার ৩৫-ধারামতে উক্ত দলিল সম্পর্কে প্রত্যাখ্যানাদেশ লিপিবদ্ধ করিবেন।

নিয়ম ৫৫ : ভারতের বাহিরে সম্পাদিত দলিল—(১) ২৬-ধারায় (ভারতের বাহিরে সম্পাদিত দলিলের সম্পর্কে লিখিত ধারা) বর্ণিত দলিলের ক্ষেত্রেও ৫২-নিয়মের প্রণালী প্রযোজ্য হইবে; কেবলমাত্র ব্যতিক্রম এই যে দলিলখানি ভারতে পৌছানোর দিন হইতে সময় গণনা করা হইবে; সম্পাদনের তারিখ হইতে নহে।

দ্রষ্টব্য : ভারতের মধ্যে সম্পাদিত দলিলের সময় গণনা করা হয় সম্পাদনের তারিখ হইতে, আর ভারতের বাহিরে সম্পাদিত দলিলের ক্ষেত্রে সময় গণনা করা হয় দলিলখানি ভারতে পৌছানোর তারিখ হইতে।

(২) কিন্তু উক্ত দলিল কোন কারণেই ভারতে পৌছানোর তারিখ হইতে আট মাসাধিকে রেজিস্ট্রেসনের জন্য গৃহীত হইবে না।

নিয়ম ৫৬ : অংশত ভারতে অংশত বাহিরে সম্পাদিত দলিল—কোন দলিলে কয়েকজন সম্পাদনকারী ভারতের মধ্যে (জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্য ব্যতীত) সম্পাদন করিলে এবং অপর কয়েকজন ভারতের বাহিরে সম্পাদন করিলে দলিলদাখিলকারী ইচ্ছানুসারে ২৬-ধারার পরিবর্তে ২৩ অথবা ২৫-ধারামূলে ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারেন; এরূপ ক্ষেত্রে ২৩ বা ২৫-ধারার বিধানাবলী উক্ত দলিলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।

নিয়ম ৫৭ : চারমাস পরে দলিল নিবন্ধীকরণ—(১) কোন দলিল সম্পাদনের তারিখ হইতে চারিমাসের মধ্যে দাখিল করা না হইলে বা কোন

দলিলের সম্পাদন উক্ত সময়ের মধ্যে স্বীকৃত না হইলে নিবন্ধক উক্ত দলিল রেজিস্ট্রী করিতে নির্দেশ দিতে পারেন ; এরূপ ক্ষেত্রে—

(এ) তিনি স্বয়ং দলিলখানি প্রয়োজনীয় ফিস্ এবং ফাইন গ্রহণে রেজিস্ট্রী করিতে পারেন (এখানে সাধারণ রেজিস্ট্রেসন ফিস্ এবং ফাইন ছাড়াও 'এইচ' ফিস্ লইতে হইবে) ; অথবা

(বি) উপযুক্ত অবর-নিবন্ধককে ফাইন গ্রহণে দলিলখানি রেজিস্ট্রী করিতে নির্দেশ দিতে পারেন।

(২) এই সকল ক্ষেত্রে যে তারিখে নিবন্ধকের নিকট হইতে তাঁহার নির্দেশের জন্য দরখাস্ত করা হইয়াছিল সেই তারিখে দলিলখানি দাখিল করা হইয়াছে এইরূপ সাব্যস্ত করিতে হইবে।

নিয়ম ৫৮ঃ প্রত্যাখ্যানাদেশ—(১) ৭১ বা ৭৬-ধারামূলে রেজিস্টারিং অফিসার কোন দলিল রিফিউস্ করিলে সেই প্রত্যাখ্যানাদেশ স্বহস্তে ২নং রেজিস্টার বহিতে (পরি ঃ ১ ফঃ ২) কারণসহ লিপিবদ্ধ করিবেন।

(২) একাধিক সম্পাদনকারীর মধ্যে যদি কোন সম্পাদনকারী বিধান মানিতে অস্বীকার করে তবে প্রত্যাখ্যানাদেশের মধ্যে সেই ব্যক্তির নাম উল্লেখ করিতে হইবে। রেজিস্টারিং অফিসার সম্পাদন স্বীকারকারীর পরিচয় সম্পর্কে সন্দিহান হইলে সন্দেহের কারণও প্রত্যাখ্যানাদেশে লিখিতে হইবে।

অধ্যায় ৯

শপথ গ্রহণ এবং রেকর্ডকরণ

নিয়ম ৫৯ঃ কখন শপথ লইতে হইবে—৬৩-ধারা বলে রেজিস্টারিং অফিসারের যে ডিসক্রিশনের দায়িত্ব ন্যস্ত করা আছে তাহা রেজিস্টারিং অফিসার মৌখিক উক্তির সত্যতা সম্পর্কে সন্দেহ না হইলে ব্যবহার করিবেন না।

নোটঃ জেনারেল ক্লজেস আইন ১৮৯৭ এর ৩ (৩৭) উপধারামতে 'শপথ' অর্থে প্রতিজ্ঞা ও খ্যাপন বুঝিতে হইবে সেই সকল ব্যক্তির ক্ষেত্রে যাঁহারা আইনানুসারে শপথের পরিবর্তে প্রতিজ্ঞা বা খ্যাপন করিতে অনুমতিপ্রদত্ত। কাহারা প্রতিজ্ঞা করিতে পারেন, তাহা ভারতীয় শপথ আইন ১৮৭৩ এর ৬-ধারায় লিখিত আছে।

দ্রষ্টব্যঃ ৬৩ ধারার দ্রষ্টব্য অংশে বিস্তারিত আলোচনা দেখুন।

নিয়ম ৬০ঃ শপথের ফরম—৬৩-ধারামূলে রেজিস্টারিং অফিসার যে শপথ বা প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করিবেন তাহা ১৮৭৩ সালে রচিত ভারতীয় শপথ আইনের ৭-ধারামূলে

কলিকাতা হাইকোর্ট দ্বারা প্রণীত নির্ধারিত ফরমে হইবে ; ইহা পরিশিষ্ট-৩-এ প্রদত্ত হইয়াছে।

নিয়ম ৬১ঃ শপথ পৃথকভাবে গ্রহণীয়—শপথমূলে গৃহীত বিবৃতি দলিলে লিখিত হইবে না; রেজিস্টারিং অফিসার স্বহস্তে ভিন্ন কাগজে লিখিয়া গার্ড ফাইলে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করিবেন ; অবশ্য এই সম্পর্কে দলিলে নোট দিবেন।

অধ্যায় ১০

নিবন্ধীকরণের জন্য দলিল গৃহীত হইবার পরবর্তী প্রণালী

নিয়ম ৬২ঃ দলিল নকলের সময়—কোন দলিলের সম্পাদন স্বীকৃত হইলে এবং বিধির অন্যান্য শর্তাবলী পালিত হইলে পর দলিলখানি উপযুক্ত রেজিস্টার বহিতে নকল করা হইবে।

নিয়ম ৬৩ঃ দলিলের অনুলিপি রেজিস্ট্রেসন—একই দলিলের একাধিক কপি মূল দলিলের সঙ্গে একই সময়ে রেজিস্ট্রেসনের জন্য গৃহীত হইলে, মূল দলিল এবং কপিগুলির নম্বর ভিন্ন ভিন্ন ভাবে দিতে হইবে এবং ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ফি-বহি ও রেজিস্টার বহিভুক্ত করিতে হইবে; প্রত্যেক কপিতেই সমস্ত এনডোর্সমেণ্টগুলি লিখিত হইবে, কিন্তু রেজিস্টার বহিতে একাধিকবার দলিলখানি নকল করিবার প্রয়োজন নাই। ডুপ্লিকেট, ট্রিপ্লিকেট বা অন্যান্য কপির এনডোর্সমেণ্ট (ষ্ট্যাম্প ভেণ্ডারের এনডোর্সমেণ্ট সহ) এবং কৈফিয়ৎ নকল করিতে হইবে; আর নকলের ক্ষেত্রে মূল দলিলের নম্বর, যে রেজিস্টার বহিতে মূল দলিল নকল করা হইয়াছে সেই রেজিস্টার বহির পৃষ্ঠা এবং ভল্যুম নম্বর নিম্নলিখিতভাবে লিখিয়া রাখিতে হইবে—

মূল দলিল নং............নকল করা হইয়াছে......... নং পৃষ্ঠাতে...............
সালের.........ভল্যুমে।

নিয়ম ৬৪ঃ প্ল্যান প্রত্যয়ন—কোন দলিলে ২১(৪) উপধারামূলে ম্যাপ বা প্ল্যান সংযুক্ত থাকিলে সেই ম্যাপ বা প্ল্যানের কপির সত্যতা নির্ণয়ার্থে ঐ ম্যাপ বা প্ল্যানের কপিতে উক্ত দলিলের সম্পাদনকারী বা নিযুক্তক স্বাক্ষর-যুক্ত করিবেন। মূল ম্যাপ বা প্ল্যান দলিল গ্রহণের পর রেজিস্টারিং অফিসার তারিখসহ তাঁহার স্বাক্ষর-যুক্ত করিবেন এবং সীলমোহরের ছাপও দিবেন।

দ্রষ্টব্যঃ আমরা জানি, কোন দলিলের সহিত ম্যাপ বা প্ল্যান সংযুক্ত করিয়া দিলে রেজিস্ট্রেসন অফিসে সংরক্ষণের জন্য উক্ত প্ল্যান বা ম্যাপের হুবহু কপি দিতে

হয়; এই কপি যে মূল প্ল্যান বা ম্যাপের সত্য কপি তাহা সূচিত করিবার জন্য কপিতে সম্পাদনকারী বা এজেন্ট (নিযুক্তক) স্বাক্ষর করিবেন।

নিয়ম ৬৫ঃ পুনর্নিবন্ধীকৃত দলিলের প্ল্যান—ম্যাপ অথবা প্ল্যান সংযুক্ত কোন দলিল পুনর্নিবন্ধীকরণের (রি-রেজিস্ট্রেসনের) জন্য দাখিল করা হইলে পার্টিকে এরূপ ক্ষেত্রে ২১(৪) ধারামতে নূতন করিয়া ম্যাপ বা প্ল্যানের কপি দিতে হইবে না, তবে রেজিস্টারিং অফিসার পুনরায় নিবন্ধীকৃত দলিল রেজিস্টার বহির যে পৃষ্ঠায় নকল হইয়াছে, সেখানে এই মর্মে একটি সার্টিফিকেট দিবেন যে পুনরায় নিবন্ধীকৃত এই দলিল সংক্রান্ত ম্যাপ বা প্ল্যানের কপি, দলিলখানি যখন প্রথম রেজিস্ট্রী করা হইয়াছিল তখন দাখিল করা হইয়াছিল।

নিয়ম ৬৬ঃ পুনর্নিবন্ধীকরণ পদ্ধতি—পুনরায় নিবন্ধীকরণের জন্য দাখিলীকৃত দলিল সর্বপ্রকারে নূতন দলিলের ন্যায় গণ্য হইবে, ইহা পুনরায় নকল করা হইবে, সম্পূর্ণ ফিস্ দিতে হইবে, নূতন এনডোর্সমেণ্টের জন্য প্রয়োজনে ৭৩ নং নিয়মানুসারে নূতন পৃষ্ঠা উক্ত দলিলে যুক্ত করিতে হইবে। কেবলমাত্র নূতন এনডোর্সমেণ্টগুলি এবং অ্যাড্‌মিসিবিলিটির সার্টিফিকেট নকল কবিবার সময় রেজিস্টার বহির পৃষ্ঠার বাম উপান্তে লিখিত হইবে, দলিলখানি পূর্বে রেজিস্ট্রী করিবার কালে যে সকল এনডোর্সমেণ্ট দলিলে লিখিত হইয়াছিল, সেগুলি পৃষ্ঠার মধ্যে (রেজিস্টার বহির) দলিলখানি নকলের সঙ্গে সঙ্গে লাল কালিতে পর পর লিখিত হইবে।

নিয়ম ৬৭ঃ অনুবাদ ও প্রতিলিপি—(১) ১৯ এবং ৬২-ধারামূলে দলিলের যে অনুবাদ এবং কপি দিবার নির্দেশ আছে তাহা কার্টিজ কাগজে লিখিত হইবে।

দ্রষ্টব্যঃ ভিন্ন ভাষায় লিখিত দলিলের কপি এবং অনুবাদ উক্ত দলিল রেজিস্ট্রীকালীন দিতে হয়, ১৯ এবং ৬২-ধারা দেখুন।

(২) এই অনুবাদ এবং কপি পৃথক ফাইলে সংরক্ষিত হইবে এবং রেজিস্টার বহির যে পৃষ্ঠায় অনুবাদ নকল করা হইয়াছে, সেই পৃষ্ঠার দক্ষিণ উপান্তে ঐরূপ ফাইলকরণ সম্পর্কে নোট দিতে হইবে।

(৩) যথেষ্ট সংখ্যক অনুবাদ এবং কপি উক্ত ফাইলে জমা হইলে উহা একখানি ভল্যুমে বাঁধাইতে হইবে।

(৪) অনুবাদ নকল করিবার সময় রেজিস্টার বহির যে পৃষ্ঠায় নকল করা হয়, সেই পৃষ্ঠার বাম উপান্তে ৪৩ নিয়মের এনডোর্সমেণ্ট, ৪৬(১) উপনিয়মের, ৬০-ধারার এনডোর্সমেণ্ট এবং ৪৫ (১) উপনিয়মের এনট্রিগুলি নকল করিতে হইবে।

নিয়ম ৬৮ঃ নকলনবীশ ও পরীক্ষকের স্বাক্ষর—(১) মূল দলিল রেজিস্টার বহিতে নকল হইবার পর সেই দলিলের নকলনবীশ ব্যতীত অন্য কোন

কর্মীর দ্বারা দলিলখানি নকলের সহিত কমপেয়ার করিতে হইবে; অফিসে কর্মীসংখ্যা যথেষ্ট হইলে নকলনবীশ ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তি দলিলখানি কমপেয়ারের জন্য পাঠ করিবেন। এইরূপে প্রত্যেক দলিল নকল হইবার পর নকলনবীশ, দলিল-পাঠক, কমপেয়ারকারক, তারিখ এবং ডেসিগ্‌নেশন সহ স্বাক্ষর করিবেন।

(২) এনডোর্সমেণ্টগুলি লিখিত হইবার পর নকলনবীশ, দলিল-পাঠক এবং কমপেয়ারকারক পৃষ্ঠার বাম উপান্তে তারিখসহ স্বাক্ষর করিবেন।

নিয়ম ৬৯ঃ নিবন্ধীকরণের চূড়ান্ত পৃষ্ঠলেখ-এর বিন্যাস—রেজিস্টারিং অফিসার সত্য নকলের সার্টিফিকেট ১৭(২)-উপনিয়মানুসারে তারিখসহ স্বাক্ষর করিবার পর ৬০-ধারা অনুসারে ২নং পরিশিষ্টের ৪নং ফরমে এনডোর্সমেণ্ট লিখিবেন; তারপর দলিলখানির নিবন্ধীকরণ কার্য সম্পন্ন হইবে।

নিয়ম ৭০ঃ পরিবর্তন ইত্যাদি সংক্রান্ত নোট—কোন দলিলের মধ্যে তোলা-পাঠে-লিখন (ইন্‌টারলাইনেশান), ব্ল্যাঙ্ক, ইরেজার এবং পরিবর্তন হুবহু নকল করা হইবে না; ঐগুলি সম্পর্কে দলিলে কৈফিয়ত দেওয়া থাকিলেও রেজিস্টারিং অফিসারকে ২০(২) উপধারা অনুসারে (রেজিস্টার বহিস্থ পৃষ্ঠার দক্ষিণ উপান্তে) যথাযথ নোট দিতে হইবে।

নিয়ম ৭১ঃ অনুচিত বহিতে নকল—(১) কোন দলিল ভুলক্রমে উপযুক্ত রেজিস্টার বহিতে নকল না হইয়া অন্য বহিতে নকল হইলে রেজিস্ট্রারের আদেশ লইয়া উক্ত দলিল উপযুক্ত রেজিস্টার বহিতে নকল করিতে হইবে; ভুলক্রমে নকলটি বাতিল করিতে হইবে না; উপযুক্ত রেজিস্টার বহিতে (ঐ রেজিস্টার বহিতে) যে নম্বরের দলিল সর্বশেষে নকল হইয়াছিল, সেই দলিলের নম্বরের সহিত 'এস্' এই অক্ষরটি সংযুক্ত করিয়া বর্তমান দলিলের নম্বর দিতে হইবে।

(২) উক্তরূপ ক্ষেত্রে, ৬০-ধারামূলে সার্টিফিকেট নিম্নলিখিত ফরমে যে রেজিস্টার বহিতে দলিলখানি যথারীতি পুনরায় নকল করা হইল, সেই রেজিস্টার বহির নকলীকৃত পৃষ্ঠার বাম উপান্তে একটি সার্টিফিকেট দিতে হইবে; দলিলখানি পাওয়া গেলে তাহাতেও এই সার্টিফিকেট দিতে হইবে—

"পুনরায় নিবন্ধীকৃত হইল, নিবন্ধকের............তারিখের............নং আদেশ-মূলে............নং 'এস্' দলিলরূপে............নং বহিতে, ভল্যুম নং.................. পৃষ্ঠা নং............

(সীল) রেজিস্টারিং অফিসারের স্বাক্ষর

(৩) ভুলক্রমে যে রেজিস্টার বহিতে দলিলখানি প্রথমে নকল করা হইয়াছিল সেই রেজিস্টার বহির যে পৃষ্ঠায় দলিলখানি প্রথমে নকল করা হইয়াছিল সেই পৃষ্ঠার

দক্ষিণ উপান্তে উপযুক্ত রেজিস্টার বহিতে নকল সম্পর্কে একটি প্রতিনির্দেশ লিখিত থাকিবে।

(৪) দলিলখানি পার্টিকে ফেরত দিবার পর উক্ত ভুল ধরা পড়িলে উপরিউক্ত প্রণালী অনুসৃত হইবে; কেবল ভুলক্রমে যে রেজিস্টার বহিতে দলিলখানি প্রথমে নকল করা হইয়াছিল সেই রেজিস্টার বহির যে পৃষ্ঠাতে দলিলখানি নকল হইয়াছিল সেই পৃষ্ঠার প্রান্তদেশে উপযুক্ত রেজিস্টার বহির ভল্যুম নং এবং পৃষ্ঠা নং সম্পর্কে নোট দিতে হইবে।

(৫) উপরিউক্ত (১) ও (৪) উপনিয়মের উভয়বিধ অবস্থাতেই উপযুক্ত ইন্‌ডেক্‌সেও পুনরায় নূতন করিয়া এনট্রী করিতে হইবে; ইন্‌ডেক্‌সে পূর্বে যে এনট্রী করা হইয়াছিল তাহা কাটিয়া দিতে হইবে না।

নিয়ম ৭২ঃ অবৈধ অফিসে দলিল নিবন্ধীকরণ—(১) ভুলক্রমে কোন রেজিস্টারিং অফিসার ২৮-ধারার নির্দেশ অমান্য করিয়া স্থাবর সম্পত্তি সংক্রান্ত কোন দলিল রেজিস্ট্রী করিবার পর ভুল ধরা পড়িলে তিনি উক্ত দলিলের দাতা এবং গ্রহীতাকে এই মর্মে উপদেশ দিবেন যে তাঁহারা যেন যে জেলাস্থিত সম্পত্তি উক্ত দলিলে বর্ণিত আছে সেই জেলার নিবন্ধকের নিকট নিম্নলিখিত নির্দেশ সংগ্রহ করেন; নিবন্ধক তাঁহার অধীনস্থ সেই অবর-নিবন্ধককে নির্দেশটি দিবেন যাঁহার উপ-জেলায় উক্ত দলিলে বর্ণিত সম্পত্তি অবস্থিত; নিবন্ধক উক্ত অবর-নিবন্ধককে দলিলখানি পুনরায় রেজিস্ট্রী করিতে নির্দেশ দান করিবেন।

(২) উক্ত নির্দেশ প্রাপ্ত হইয়া উপযুক্ত রেজিস্টারিং অফিসার কোনরকম ফিস্ বা ফাইন না গ্রহণ করিয়া দলিলখানি ২৩ হইতে ২৬-ধারায় যে সময় নির্ধারিত হইয়াছে সেই সময়ের মধ্যে দাখিল করা হইলে উহা পুনরায় রেজিস্ট্রী করিবেন; ৫৮-ধারার এনডোর্সমেণ্ট পুনরায় রেকর্ড করিতে হইবে না; তবে ৬০-ধারার এনডোর্সমেণ্ট নিম্নলিখিতরূপে পুনরায় রেকর্ড করিতে হইবে।

"পুনরায় নিবন্ধীকৃত হইল, বহি নং............ভল্যুম নং..................পৃষ্ঠা ....দলিল নং...............অবর-নিবন্ধকের অফিস............ সালের ....নিবন্ধকের...............তারিখের আদেশক্রমে ১৯০৮ সালের ভারতীয় নিবন্ধীকরণ আইনের ৬৮-ধারা অনুসারে।"

নিয়ম ৭৩ঃ পৃথক কাগজে পৃষ্ঠলেখ—(১) কোন দলিলের পৃষ্ঠায় এনডোর্সমেণ্ট লিখিবার স্থানাভাব ঘটিলে রেজিস্টারিং অফিসার পার্টিকে প্রয়োজনীয় কার্টিজ পেপার দলিলে সংযুক্ত করিয়া দিতে নির্দেশ দিবেন; পার্টির নিকট হইতে উক্ত পেপার লওয়া সম্ভব না হইলে অফিস হইতে কাগজ লইয়া দলিলে যুক্ত করিয়া এনডোর্সমেণ্ট লিখিলে

চলিবে। কোন দলিলে এইরূপ ভিন্ন পেপার সংযুক্ত করিয়া এনডোর্সমেণ্ট লেখা হইলে রেজিস্টারিং অফিসার দলিলে এ সম্পর্কে নোট দিয়া স্বাক্ষর করিবেন।

(২) এইরূপ যত কাগজ যুক্ত হইবে, প্রত্যেক কাগজেই সীলমোহর এবং তারিখসহ রেজিস্টারিং অফিসারের স্বাক্ষর থাকিবে।

নিয়ম ৭৪ : দলিলের মুদ্রিত ইত্যাদি ফরম—(১) একই ফরমে লিখিত বহু দলিল রেজিস্ট্রী করিবার প্রয়োজন হইলে ব্ল্যাঙ্ক ফরম ভল্যুমে বাঁধাই করিয়া রেজিস্ট্রেসন অফিসে নকলস্বরূপে সংরক্ষণের জন্য জমা দেওয়া যাইতে পারে; এই ভল্যুমের পৃষ্ঠাও ধারাবাহিকভাবে গণিত হইবে।

(২) এই সকল ফরমগুলি ছাপান অথবা কাগজে লিথ্ করিয়া লিখিত হইলেও চলিবে। ফরমে প্রয়োজনীয় বিবরণাদি—অর্থাৎ নাম, টাকার পরিমাণ, চৌহদ্দি, জমির পরিমাণ ইত্যাদি লিখিবার জন্য যথেষ্ট স্থান রাখিতে হইবে; বাম উপান্তে এক ইঞ্চি পরিমাণ শূন্য স্থান বাঁধাই করিবার জন্য রাখিতে হইবে এবং এনডোর্সমেণ্ট ইত্যাদি লিখিবার জন্যও প্রয়োজনীয় ব্ল্যাঙ্ক স্থান রাখিতে হইবে।

(৩) বাঁধাই করা ভল্যুমের পরিবর্তে লুজ ফরম দিলে, সেগুলি ভল্যুম করিয়া লইতে হইবে; কেবলমাত্র একই প্রকারের ফরম দ্বারা একটি ভল্যুম করা যাইবে; এবং যে ব্যক্তি ফরম জমা দিবে সেই ব্যক্তির নাম ভল্যুমের উপরে লিখিত থাকিবে; এই ভল্যুমগুলি ১ অথবা ৪নং রেজিস্টার বহিরূপে গণ্য হইবে।

(৪) এইরূপ ফরমে লিখিত কোন দলিল দাখিল করা হইলে দলিলখানির হস্তলিখিত বিষয়গুলি অফিসে সংরক্ষিত ফরমে নকল করা হইবে।

(৫) এই নিয়মমূলে যে সকল দলিল দাখিল করা হয়, সেই দলিলগুলি নিবন্ধীকরণের অগ্রাধিকার দিতে হইবে; এবং দলিলকারক অফিস পরিত্যাগ করিবার পূর্বে দলিল ফেরত দিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে হইবে।

দ্রষ্টব্য : কোন দলিলের ফরম জমা দিয়া দলিল রেজিস্ট্রী করিতে হইলে নিম্নলিখিত শর্তগুলির প্রতি নজর রাখিতে হইবে—

(অ) একই ফরমে বহু দলিল রেজিস্ট্রী হওয়া প্রয়োজন। (আ) ফরম হুবহু এক রকম হইবে। (ই) দাতা বা গ্রহীতা যে কোন এক ব্যক্তিকে প্রত্যেক দলিলে একই হইতে হইবে। (ঈ) দলিলের অনুরূপ ফরম হাতে লিখিবার স্থানগুলি অপূর্ণ রাখিয়া অফিসে জমা দিতে হইবে। উপনিয়ম (৫) ৫৪১-রেজিস্ট্রেসন, তারিখ ২৬ এপ্রিল ১৯৬৩ তে নিরসিত হইয়াছে (কলিকাতা গেজেট পৃঃ ১৫৮৫-১৬৫০)।

নিয়ম ৭৫ : অনুপূরক দলিল—(১) নিবন্ধীকৃত কোন দলিলের ভুল বা ত্রুটি রেজিস্ট্রেসনের পরে ধরা পড়িলে, সেই ভুল বা ত্রুটি অপর একটি অনুপূরক (সাপ্লিমেন্টারী) দলিল দ্বারা সংশোধন করা যায়; এইরূপ সংশোধনপত্র দলিল

রেজিস্ট্রী করা হইলে সংশোধন সম্পর্কে একটি নোট রেজিস্টার বহির যেখানে মূল দলিল নকল করা হইয়াছে সেই পৃষ্ঠার প্রান্তদেশে দিতে হইবে; নোটটি নিম্নলিখিতরূপ হইবে—

"......অফিসের পৃষ্ঠা নং......ভল্যুম......১৯......এর......নং দলিলমূলে এই দলিলখানি সংশোধিত হইয়াছে।"

(২) যে ভল্যুমে মূল দলিল নকল করা হইয়াছে সেই ভল্যুম ইতিমধ্যে সদর অফিসে প্রেরণ করা হইলে, অবর-নিবন্ধক অনুপূরক দলিলমূলে সংশোধন সম্পর্কে জেলা অবর-নিবন্ধককে রেজিস্টার বহিতে উপরিউক্ত নোট প্রদান করিবার জন্য জানাইবেন। তখন জেলা অবর-নিবন্ধক তাঁহার স্বাক্ষর সহ উক্তরূপ নোট রেজিস্টার বহির যে স্থলে মূল দলিল নকল করা হইযাছে সেই পৃষ্ঠার প্রান্তদেশে প্রদান করিবেন।

নিয়ম ৭৬ঃ অবিলম্বে দলিল প্রত্যার্পণ—(১) রেজিস্ট্রেসনের পর দলিল-দাখিলকারীকে অথবা তাঁহার দ্বারা প্রাধিকারদত্ত ব্যক্তিকে যত শীঘ্র সম্ভব দলিল ফেরত দিতে হইবে। পার্টির নিকট হইতে রসীদখানি ফেরত লইয়া উপযুক্ত কাউন্টার ফয়েলের সহিত পেস্ট করিয়া রাখিতে হইবে।

(২) ৫২ [(১) (বি)]-ধারামূলে প্রদত্ত দলিল ফেরত দিবার যে তারিখ দেওয়া থাকে সেই তারিখের মধ্যে দলিল ফেরত দিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে হইবে।

অধ্যায় ১১

দলিলের মেমোরাণ্ডা এবং কপি

নিয়ম ৭৭ঃ দলিলের প্রতিলিপি ও মেমোরাণ্ডা প্রণয়ন—(১) ৬৪-ধারা হইতে ৬৬-ধারামূলে প্রণীত মেমোরাণ্ডা ১ পরিশিষ্টের ৬নং ফরমে করিতে হইবে।

(২) ৬৫-ধারা হইতে ৬৭-ধারামূলে প্রণীত কপিগুলি ১, ৩ এবং ৪নং রেজিস্টার বহির ন্যায় কাগজে লিখিত হইবে।

নিয়ম ৭৮ঃ ভিন্ন জেলার প্রতিলিপি ও মেমোরাণ্ডা—(১) যখন কোন দলিলের কপি ভিন্ন জেলার নিবন্ধকের নিকট ৬৫ (১) উপধারামূলে, ৬৬ (২) উপধারা-মূলে অথবা ৬৭-ধারামূলে প্রেরিত হয় তখন সেই জেলার অবর-নিবন্ধকের অফিসের জন্য প্রয়োজনীয় মেমোরাণ্ডা পাঠাইবার প্রয়োজন নাই; কারণ, ভিন্ন জেলার নিবন্ধক কপিখানি প্রাপ্ত হইয়া প্রয়োজনীয় মেমোরাণ্ডা তাঁহার অধীনস্থ অবর-নিবন্ধকের অফিসে প্রেরণ করিবার ব্যবস্থা করিবেন।

(২) যে রেজিস্টারিং অফিসারের অফিসে দলিলখানি রেজিস্ট্রী করা হইয়াছে সেই অফিস হইতেই সরাসরি ৬৪-ধারামূলে এবং ৬৬ (১) উপধারামূলে মেমোরাণ্ডা প্রেরণ করা হইবে।

(৩) উর্ধ্বতন নিবন্ধকের অফিসের সহিত কোন অবর-নিবন্ধকের অফিস ৭ (২)-উপধারামূলে সংযোজিত হইলে এইরূপ অবর-নিবন্ধকের অফিসে ৬৪-ধারামূলে, ৬৫ (২)-উপধারামূলে, অথবা ৬৬-ধারার (১) ও (৩)-উপধারামূলে কোন মেমোরাণ্ডা প্রেরণ করিতে হইবে না।

(৪) যেখানে যৌথভাবে একাধিক অফিসার নিযুক্ত আছেন, সেখানে কোন্ অফিসে মেমোরাণ্ডা ইত্যাদি প্রেরণ করিতে হইবে তাহা নিবন্ধক ঠিক করিয়া দিবেন।

(৫) মেমোরাণ্ডা ও কপি পাঠাইতে হইবে এমন দলিলের যদি ডুপ্লিকেট, ট্রিপ্লিকেট কপি রেজিস্ট্রী হইয়া থাকে, তবে ডুপ্লিকেট, ট্রিপ্লিকেট কপির জন্য ভিন্ন করিয়া মেমোরাণ্ডাম পাঠাইতে হইবে না, কেবলমাত্র মূল দলিলের মেমোরাণ্ডাম বা কপি পাঠাইতে হইবে; তবে মেমোরাণ্ডামের শেষ কলমে লাল কালিতে লিখিয়া দিতে হইবে মূল দলিলের কত কপি রেজিস্ট্রী হইয়াছে।

(৬) যে অঞ্চলে এই রেজিস্ট্রেসন আইন প্রচলিত নয়, সেখানে মেমো বা কপি পাঠাইতে হইবে না।

নিয়ম ৭৯ঃ অন্য রাজ্যের জন্য বাংলা হিন্দীর প্রতিলিপি—ভিন্ন রাজ্যের কোন নিবন্ধকের নিকট ৬৫, ৬৬ (২) অথবা ৬৭-ধারামূলে বাংলা অথবা হিন্দী ভাষায় কপি পাঠাইবার সময় ইংরাজীতে লিখিত একখানি মেমোরাণ্ডাম পাঠাইতে হইবে; এই মেমোতে দাতা এবং গ্রহীতার নাম ও ঠিকানা (আ্যাড্রেসান) এবং সম্পত্তির সম্পূর্ণ বিবরণ থাকিবে।

নিয়ম ৮০ঃ প্রতিলিপি প্রভৃতি প্রেরণের তারিখ—যে তারিখে কোন দলিলের কপি বা মেমো প্রেরণ করা হয়, সেই তারিখ দলিলখানি রেজিস্টার বহির যে পৃষ্ঠায় নকল করা হইয়াছে সেই পৃষ্ঠার দক্ষিণ উপান্তে লিখিয়া রাখিতে হইবে, উক্ত প্রেরণ-তারিখ রেজিস্টারিং অফিসারের ইনিসিয়ালযুক্ত থাকিবে।

নিয়ম ৮১ঃ প্রতিলিপি প্রভৃতি প্রাপ্তি—(১) ৬৪, ৬৫, ৬৬ বা ৬৭-ধারামূলে প্রেরিত প্রত্যেক মেমো বা কপির সহিত একখানি রসীদ দিতে হইবে (রসীদের নমুনা—পরি: ১, ফ: ১২); মেমো বা কপি প্রাপ্ত হইবামাত্র অফিসার রসীদখানি স্বাক্ষর করিয়া যে অফিস হইতে তিনি মেমো বা কপি প্রাপ্ত হইলেন সেই অফিসে রসীদখানি পাঠাইয়া দিবেন।

(২) রসীদখানি ফেরত পাইতে অধিক বিলম্ব হইলে মেমো বা কপি প্রেরণকারী অফিসার তাগিদ দিবেন এবং মেমো রেজিস্টারের 'রিমার্ক' কলমে উক্ত তাগিদ সম্পর্কে নোট রাখিবেন।

(৩) এই সকল রসীদ প্রাপ্ত হইয়া দলিলের ক্রমিক নম্বর অনুসারে একটি ভিন্ন ফাইলে সংরক্ষণ করিতে হইবে।

অধ্যায় ১২

ইনডেক্স

নিয়ম ৮২ঃ ইনডেক্স বিন্যাস—১ পরিশিষ্টের ১৩, ১৪, ১৫ এবং ১৬নং ফরমে যথাক্রমে ১, ২, ৩ এবং ৪নং ইনডেক্স প্রস্তুত হইবে।

নিয়ম ৮৩ঃ ইনডেক্স প্রণালী—সকল ইনডেক্সই বর্ণানুক্রমে ইংরাজীতে হইবে; আবার প্রত্যেক বর্ণের অধীনস্থ নামগুলি যেখানে কন্‌সোন্যান্ট বর্ণে আরম্ভ সেখানে প্রথম ভাওয়েল দ্বারা এবং যেখানে ভাওয়েল দ্বারা আরম্ভ সেখানে দ্বিতীয় ভাওয়েল দ্বারা সাজাইতে হইবে।

নিয়ম ৮৪ঃ বানান রীতি—(১) দলিল ইংরাজী ভাষায় লিখিত বা সম্পাদিত হইলে, দলিলে নামগুলি (ব্যক্তির ও স্থানের) যেভাবে বানান করা আছে সেই ভাবে ইনডেক্স করিতে হইবে।

(২) দলিল কোন দেশীয় ভাষায় লিখিত বা সম্পাদিত হইলে ব্যক্তির ও স্থানের নামগুলি হার্ন্টার সাহেবের অক্ষরান্তরীকরণের নিয়মানুসারে ইংরাজীতে বানান করিয়া ইনডেক্স করিতে হইবে।

নিয়ম ৮৫ঃ নাম ইনডেক্স—(১) ইউরোপীয় নামের ক্ষেত্রে সারনেম বা গোত্রনাম ধরিয়া ইনডেক্স করিতে হইবে।

(২) ভারতীয় নামগুলি দলিলে যেমন লিখিত হয় সেইভাবে প্রথম বর্ণ ধরিয়া ইনডেক্স করিতে হইবে; কিন্তু পদবীগুলি—যথা সইয়দ, সেখ ইত্যাদি যদি নামের প্রথমে থাকে তবে সেগুলি ইনডেক্সের সময় নামের শেষে দেখাইতে হইবে।

নিয়ম ৮৬ঃ প্রতিনিধি প্রভৃতির ইনডেক্স—কোন দলিল যদি কোন ব্যক্তির প্রতিনিধি, অভিভাবক অথবা নিযুক্তক দ্বারা সম্পাদিত হয় তাহা হইলে সেই ব্যক্তির নাম এবং তাহার প্রতিনিধি, অভিভাবক বা নিযুক্তকের নামেরও ইনডেক্স করিতে হইবে।

নিয়ম ৮৭ঃ তিন নম্বর ইনডেক্সে ভিন্ন কালির ব্যবহার—(১) ৪২-ধারা অনুসারে যে সকল ব্যক্তি সীল করা খামে উইল আমানত রাখেন, বর্ণানুসারে সেই সকল ব্যক্তির নাম ইনডেক্স করিয়া ৫নং বহিতে সংযুক্ত করিয়া রাখিতে হইবে, এই সকল ব্যক্তির নাম সেই সময় ৩নং ইনডেক্সে এনট্রী করিতে হইবে না; পরে যখন উইলকারীর মৃত্যুর পর উক্ত উইল ৩নং রেজিস্টার বহিতে নকল হয়, তখন উক্ত আমানতকারীর নাম কালো কালিতে ৩নং ইনডেক্সে এনট্রী করিতে হয়।

(২) কোন উইলের বা দত্তকগ্রহণ প্রাধিকারপত্রের গ্রহীতার নাম ও অ্যাডিসান উইলকারী বা প্রাধিকারপত্রদাতার মৃত্যুর পর লাল কালিতে ইনডেক্স করিতে হইবে।

নিয়ম ৮৮ঃ দাতা, গ্রহীতার পৃথক এনট্রি—(১) কোন দলিলে একাধিক দাতা এবং গ্রহীতা থাকিলে, তাহাদের নাম পৃথকভাবে ইনডেক্স করিতে হইবে। ধরা যাক, কোন দলিলে এ, বি, সি—এই তিনজন সম্পাদনকারী আছে; এ ক্ষেত্রে তিনটি এনট্রী হইবে—যথা, এ এবং অপর দুইজন, বি এবং অপর দুইজন, সি এবং অপর দুইজন। একাধিক গ্রহীতা থাকিলে অনুরূপে পৃথক এনট্রী করিতে হইবে।

(২) একটি দলিলে একাধিক মৌজার সম্পত্তি থাকিলে ২নং ইনডেক্সে পৃথক এনট্রী করিতে হইবে। এ, বি, সি—তিনটি মৌজা থাকিলে তিনটি এনট্রী হইবে: যথা, এ এবং অপর দুইটি।

অবশ্য অনুবিধি এই যে অবর-নিবন্ধক তাঁহার উপ-জেলাস্থিত নয় এমন সম্পত্তি ইনডেক্স (২নং ইনডেক্স) করিবেন না। কিন্তু নিবন্ধকের ক্ষেত্রে এই নিয়ম প্রযোজ্য নয়; নিবন্ধক ভিন্ন এলাকার সম্পত্তি সম্বলিত দলিল রেজিস্ট্রী করিলে ভিন্ন এলাকার সম্পত্তির ও ইনডেক্স করিবেন।

(৩) ৩০ (২) উপধারামূলে কলিকাতার নিবন্ধক কোন দলিল রেজিস্ট্রী করিলে সমস্ত সম্পত্তিরই ইনডেক্স করিবেন।

(৪) দলিলে কোন ব্যক্তির তরফে নাম থাকিলে সেই ব্যক্তির প্রত্যেক নামই ইনডেক্স করিতে হইবে।

নিয়ম ৮৯ঃ প্রতিলিপি প্রভৃতির ইনডেক্স—(১) মেমো, সেল সার্টিফিকেট এবং অন্যান্য আদেশপত্রাদি (যাহা ৬নং নিয়মে সবিশেষ লিখিত হইয়াছে) মূল দলিলের ন্যায় ইনডেক্স করিতে হইবে; কিন্তু এনট্রীগুলি লাল কালিতে হইবে।

(২) ১নং ইনডেক্সে সেল সার্টিফিকেট হইতে ডিক্রী অধিকারী (ডিক্রী হোলডার), নীলাম খরিদ্দার এবং ডিক্রীর দেনাদারদিগের (জাজ্‌মেণ্ট ডেটর) নাম ইনডেক্স করিতে হইবে এবং মেমোরাণ্ডা হইতে পার্টির নাম ইনডেক্স করিতে হইবে।

নিয়ম ৯০ঃ ইনডেক্স বাঁধান—১, ২ এবং ৪নং ইনডেক্স বাঁধান ভল্যুমে হইবে। ৩নং ইনডেক্স লুজ শীটে হইবে; বৎসরান্তে লুজ শীটগুলি অবর-নিবন্ধকদিগের নিকট

হইতে প্রাপ্ত হইয়া নিবন্ধক সদর অফিসের ৩নং ইনডেক্স শীটগুলির সহিত একত্র করিয়া ভল্যুমে বাঁধাইবার ব্যবস্থা করিবেন; পৃষ্ঠাগুলি নতুন করিয়া গণনা করিতে হইবে; একটি সূচীপত্র থাকিবে; এই সূচীপত্রে প্রত্যেক অফিসের নাম এবং ঐ অফিসের জন্য নির্ধারিত পৃষ্ঠা সংখ্যা লিখিত থাকিবে। যে সকল রেজিস্ট্রেসন অফিসে ৩নং বহিতে কোন দলিল রেজিস্ট্রী হয় নাই সেই সকল অফিসের নাম সূচীপত্রের নিচে লিখিয়া রাখিতে হইবে।

অধ্যায় ১৩

মোক্তারনামার বিশেষ ব্যবস্থা

নিয়ম ৯১ঃ মোক্তারনামা স্বীকৃতি—(১) মোক্তারনামামূলে নিযুক্তককে (এজেন্টকে) মোক্তারনামাদাতার পক্ষে এই আইনের অধীনে প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে কার্য করিবার প্রাধিকার প্রদান না করিলে সেই মোক্তারনামা গ্রাহ্য হইবে না।

(২) ৩৩(১)(এ) ধারামূলে এই সকল মোক্তারনামা প্রামাণিক করা (অথেনটিকেট করা) হইবে না যদি সেই মোক্তারনামামূলে (ক) মোক্তারনামাদাতার দ্বারা কোন সম্পাদিত দলিল নিবন্ধীকরণের জন্য দাখিল না করা যায় বা, (খ) মোক্তারনামাদাতার অনুকূলে সম্পাদিত দলিল নিবন্ধীকরণের জন্য দাখিল না করা যায়, বা (গ) মোক্তারনামাদাতার দ্বারা সম্পাদিত দলিলের সম্পাদন স্বীকার না করা যায়, বা (ঘ) ৭২-ধারামূলে দরখাস্ত দাখিল না করা যায়।

নিয়ম ৯২ঃ তোলাপাঠে লিখন ইত্যাদি বিষয়ে নোট—(১) ৩৩(১)(এ)-ধারামূলে যে মোক্তারনামা অথেনটিকেট করা হয় সেই মোক্তারনামায় কোন ইনটারলাইনেশান (তোলা-পাঠে লেখা), ব্ল্যাঙ্ক (শূন্যস্থান), ইরেজিং (ঘর্ষণ) এবং অলটারেশান (পরিবর্তন) থাকিলে তাহা একটি ফুট নোটে সবিস্তারে রেজিস্টারিং অফিসারের দ্বারা লিখিত থাকিবে (এই নোট মোক্তারনামাতে লিখিত হইবে এবং উহাতে রেজিস্টারিং অফিসারের স্বাক্ষর থাকিবে)।

(২) যদি কোন মোক্তারনামায় কোন ইনটারলাইনেশান ইত্যাদি কিছুই না থাকে, তাহা হইলেও সেই মর্মে ফুট নোটে রেজিস্টারিং অফিসারের দ্বারা লিখিত হইবে।

(৩) মোক্তারনামা রেজিস্টারে ঐ ফুট নোটের নকল প্রতিক্ষেত্রে রাখিতে হইবে।

নিয়ম ৯৩ঃ মোক্তারনামা প্রমাণীকরণ—মোক্তারনামা প্রামাণিক করা হইবে—

(i) ২নং পরিশিষ্টের ৮ (এ) নং ফরমে যদি সম্পাদনকারী রেজিস্ট্রেসন অফিসে হাজির হয়।

(ii) ২নং পরিশিষ্টের ৮ (বি) নং ফরমে যদি ৩৩ (৩)-ধারামূলে রেজিস্টারিং অফিসার সম্পাদনকারীর গৃহে গমন করিয়া মোক্তারনামা সম্পাদনকারীকে পরীক্ষা করেন।

(iii) ২নং পরিশিষ্টের ৭নং ফরমে যদি সম্পাদনকারীকে কমিশনে পরীক্ষা করা হয়।

নিয়ম ৯৪ : মোক্তারনামার অনুবাদ—মোক্তারনামা জেলার সাধারণ ভাষায় লিখিত না হইলে মোক্তারনামাদাখিলকারী দলিলখানির একটি যথার্থ ইংরাজী অনুবাদ রেজিস্টারিং অফিসারের নিকট ফাইল করিতে বাধ্য। দাখিলকারীই ঐ অনুবাদ তস্দিক (অ্যাটেস্ট) করিবেন। কোন দলিল নিবন্ধীকরণের জন্য এজেন্ট যদি এমন অথেনটিকেটেড মোক্তারনামা দাখিল করেন যাহা জেলার সাধারণ ভাষায় লিখিত নয় অথবা অথেনটিকেট করা নয়, তাহা হইলেও অনুরূপ ইংরাজী অনুবাদ দাখিল করিতে হইবে।

নিয়ম ৯৫ : খাসমোক্তারনামার পৃষ্ঠলেখ—(১) ৩২-ধারা, ৩৪-ধারা অথবা ৭৩-ধারার জন্য কোন খাস-মোক্তারনামা ব্যবহার করা হইলে, সেই খাস-মোক্তারনামায় ২-পরিশিষ্টের ৯নং ফরমে একটি এনডোর্সমেণ্ট লিখিয়া সঙ্গে সঙ্গে পার্টিকে খাস-মোক্তারনামাখানি ফেরত দিতে হইবে। [পরি: ২, ফঃ ৯—তথ্য দাখিল করা হইয়াছিল ১৯...সালের ...নং দলিল রেজিস্ট্রেসনের জন্য; অথবা, ১৯...সালের ৭৩-ধারামূলে......নং দরখাস্তের সহিত।]

(২) কিন্তু আমমোক্তারনামার ক্ষেত্রে উক্তরূপ কিছুই লিখিতে হইবে না; আমমোক্তারনামাখানি পরিদর্শন করিবার পর পার্টিকে ফেরত দিতে হইবে।

অধ্যায় ১৪

উইল সম্পর্কে প্রণালী

নিয়ম ৯৬ : উইল আমানত—(১) কেবলমাত্র ৪২-ধারার বিধানানুসারেই উইল আমানতের জন্য গ্রহণ করা হইবে। কেহ উইল ডাকযোগে প্রেরণ করিলে খামে টিকিট না লাগাইয়া উইলখানি প্রেরককে ফেরত পাঠাইয়া দিতে হইবে।

(২) ৫২ (১) (বি)-ধারামূলে যে রসীদ প্রদান করা হয় তাহাতে ১-পরিশিষ্টের ৮নং ফরমের হেডিংগুলি যথাসম্ভব পূরণ করিয়া দিতে হইবে। ৪২-ধারামূলে আমানতকৃত

উইলের সম্পর্কে রসীদে একটি নোট দিতে হইবে এই মর্মে যে উইলখানি ৪২-ধারামূলে আমানতের জন্য গ্রহণ করা হইয়াছে।

(৩) যে ব্যক্তি উইল আমানতের জন্য নিবন্ধকের নিকট উপস্থিত হন, নিবন্ধক তাঁহাকে ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিবেন যে, সরকার উইলকারীর মৃত্যুর তারিখ জানিবার জন্য কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন না; অথবা সরকার উইলকারীর মৃত্যুর পর উইলের স্বত্বভোগীদিগকে কোনরূপ সংবাদ দিবার ব্যবস্থা করিবেন না।

(৪) আমানতের জন্য সীল করা খাম দাখিল করা হইলে ২-পরিশিষ্টের ১০নং ফরম অনুসারে খামের উপর এনডোর্সমেন্ট রেকর্ড করা হইবে।

নিয়ম ৯৭ঃ পাঁচ নম্বর বহিতে এনট্রী—৪৩-ধারার বিধানানুসারে ৫নং রেজিস্টার বহিতে যে সকল এনট্রী করা হয়, সেই এনট্রীর প্রত্যেকটিতেই নিবন্ধক তারিখসহ পূর্ণ স্বাক্ষর করিবেন।

নিয়ম ৯৮ঃ সীল কভার প্রত্যাহার—সীল করা খামে সংরক্ষিত উইল যখন ৪৪-ধারামূলে উঠাইয়া লওয়া হয় তখন ৫নং রেজিস্টার বহিতে উঠাইয়া লওয়া সম্পর্কে নোট দিতে হইবে। যে ব্যক্তি উইল উঠাইয়া লইলেন তাঁহার এবং নিবন্ধকের স্বাক্ষর থাকিবে ৫নং রেজিস্টার বহির উক্ত নোট নেওয়া এনট্রীতে এবং ৯৬(২)-নিয়মমূলে যে রসীদখানি উক্ত পার্টি ফেরত দিবে তাহা নিবন্ধকের অফিসে ফাইল করা থাকিবে।

নিয়ম ৯৯ঃ সীল কভার উন্মোচন—(১) ৪৫-ধারামূলে উইল সংরক্ষিত আছে এমন সীলমোহরাঙ্কিত খামখানি অনাবৃত করা হইলে, সে বিষয় সম্পর্কে ৫নং রেজিস্টার বহিতে নোট লিখিতে হইবে; এই নোটে নিবন্ধকের স্বাক্ষর থাকিবে।

(২) দেওয়ানী আদালতের নির্দেশে সীল করা খামখানি অনাবৃত করা হইলে সে সম্পর্কেও উক্ত নোট লিখিতে হইবে।

নিয়ম ১০০ঃ বিচারালয়ে প্রেরিত উইলের সহিত নথিপত্র—৪৬-ধারামূলে কোন উইল কোর্টে প্রেরণ করিবার সময় নিম্নলিখিত তথ্যগুলি তাহার সহিত প্রেরণ করিতে হইবে—

(এ) ৩নং রেজিস্টার বহিতে উইলখানি নকল করিবার জন্য যদি কোন ফিস্ প্রদেয় হয় তবে সেই ফিস্ এবং খাম অনাবৃত করিবার ফিস্ সম্পর্কে একটি মেমোরাণ্ডাম এবং (বি) আদালত ফিস আদি গ্রহণ করিয়া যেন নিবন্ধকের নিকট উহা প্রেরণ করেন—এই মর্মে একখানি চিঠি।

নিয়ম ১০১ঃ সীল কভার মাসিক পরীক্ষা—৪২-ধারামূলে উইল নিবন্ধকের অফিসে আমানত রাখিতে হইলে, উইল খামের মধ্যে পুরিয়া সীল করিয়া দিতে হয়; এই খাম অথবা অন্যান্য খাম (নিচে এ সম্পর্কে লিখিত আছে) নিবন্ধক প্রতিমাসে

পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন ; এবং মহানিবন্ধ-পরিদর্শকের নির্দেশানুসারে এ সম্পর্কে নোট রাখিতে হইবে।

যখন সীল করা খামে ড্যামেজ পরিলক্ষিত হয় তখন ঐ সীল করা খামখানি আর একখানি খামে ঢুকাইয়া নিবন্ধকের উপস্থিতিতে সীল করিতে হইবে। এইরূপ করিবার কারণ রেকর্ড করিতে হইবে ; মূল খামের উপর যে সকল এনট্রী ছিল সেগুলি বহির্ভাগের খামের উপরও লিখিত হইবে ; উহাতে তারিখসহ নিবন্ধকের স্বাক্ষর থাকিবে। নিবন্ধক বহির্ভাগের এই খাম যে কোন সময় ফেলিয়া দিয়া নতুন খাম পূর্ববর্ণিত নিয়মানুসারে ব্যবহার করিতে পারেন।

নিয়ম ১০২ : উইল ও প্রাধিকারপত্র রহিতকরণ—উইল বা দত্তক গ্রহণ করিবার প্রাধিকারপত্রের রহিতকরণপত্র ৩নং রেজিস্টার বহিতে রেজিস্ট্রী করিতে হইবে।

নিয়ম ১০৩ : নিবন্ধীকৃত প্রত্যাখ্যাত উইল আমানত—প্রত্যাখ্যাত উইল অথবা নিবন্ধীকৃত উইল দুই বৎসরের অধিককাল কোন অবর-নিবন্ধকের অফিসে বেওয়ারিশ পড়িয়া থাকিলে, নিরাপদে সংরক্ষণের জন্য উহা নিবন্ধকের অফিসে প্রেরণ করিতে হইবে ; এই সকল বেওয়ারিশ উইল এবং সদর অফিসের বেওয়ারিশ উইল একত্রে বেওয়ারিশ উইলের রেজিস্টারে জমা করিতে হইবে ; বেওয়ারিশ দলিলের রিটার্ণপত্রে এই সকল জমাকৃত উইলের বিবরণ প্রদান করিতে হইবে না।

দ্রষ্টব্য : কোন উইলই বিনষ্ট করা যাইবে না। কিন্তু অন্যান্য বেওয়ারিশ দলিল নির্দিষ্ট সময় অন্তর বিনষ্ট হয়।

অধ্যায় ১৫

সমন

নিয়ম ১০৪ : ৭৫ ধারার সমন—৭৫ (৪)-ধারামূলে নিবন্ধক সরাসরি সমন জারি করিবেন ১৯০৮ সালের দেওয়ানী প্রক্রিয়া-সংহিতার প্রথম সিডিউলের ৫ এবং ১৬-অর্ডারে বর্ণিত প্রণালী অনুসারে।

নিয়ম ১০৫ : সমনের দরখাস্ত—(১) ৩৬-ধারা অনুসারে রেজিস্টারিং অফিসারের নিকট সমন জারি করিবার প্রার্থনা করিয়া দরখাস্ত করিতে হইলে দরখাস্তের সঙ্গে যে ব্যক্তিকে সমন করা হইবে তাঁহার খরচপত্রাদি এবং যে পিওন সমন জারি করিবেন তাঁহার ফিস্ প্রদান করিতে হইবে।

(২) যে অফিসার বা কোর্ট মারফত সমন জারি করা হয় সেখানে দুই কপি সমন ফিস্ আদি সহ রেজিস্টারিং অফিসার প্রেরণ করিবেন।

নিয়ম ১০৬ঃ সমনের সহিত অনুবাদ—যেখানে সমন জারি করা হইবে সেখানকার দেশীয় ভাষা যদি ভিন্ন হয় তবে সমনের সঙ্গে একটি ইংরাজী অনুবাদও প্রেরণ করিতে হইবে।

নিয়ম ১০৭ঃ ৩৭ ধারার সমনে হাজিরা—(১) ৩৭-ধারামূলে সমন যদি কোন দলিলের সম্পাদনকারীর উদ্দেশ্যে ইস্যু করা হয় তবে সম্পাদনকারীকে স্বয়ং অথবা সম্পাদনকারীর দ্বারা প্রাধিকৃত এজেণ্টকে হাজির হইতে হইবে। সমনে এই মর্মে লিখিত থাকিবে।

(২) এইরূপ সমন যদি কোন ব্যক্তিকে সাক্ষ্য প্রদানের জন্য ইস্যু করা হয় তবে সেই ব্যক্তিকে স্বয়ং হাজির হইতে হইবে।

নিয়ম ১০৮ঃ সমনে অনুপস্থিতি জনিত ব্যবস্থা—(১) ৩৭-ধারামূলে কোন ব্যক্তির উপর নিয়মমত সমন জারি করা সত্ত্বেও যদি সেই ব্যক্তি হাজির না হয়, অথবা যদি সেই ব্যক্তির উপর সমন জারি করা সম্ভব না হয়, তাহা হইলে রেজিস্টারিং অফিসার সমন ইস্যুকারী কোর্ট বা অফিসারকে এই মর্মে অনুরোধ করিবেন যে, উক্ত কোর্ট বা অফিসার যেন উক্ত ব্যক্তিকে হাজির করাইবার জন্য আইনানুগ অন্যান্য ব্যবস্থা অবলম্বন করেন। (রেজিস্টারিং অফিসার অবর-নিবন্ধক হইলে, তিনি নিবন্ধকের অনুমতি লইয়া তবে কোর্ট বা অফিসারকে উক্তরূপ অনুরোধ করিবেন।)

(২) এইরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইলে যথাযথ ফিস্ প্রভৃতিও প্রদান করিতে হইবে।

অধ্যায় ১৬

দলিলের নকলাদি এবং রেজিস্টার বহি হইতে সংবাদ পরিবেশন

নিয়ম ১০৯ঃ তল্লাস ও নকলের জন্য দরখাস্ত—(১) ইনডেক্স তল্লাস অথবা নিবন্ধীকৃত দলিলের নকল পরিদর্শন করিতে হইলে পরিঃ ১-এর ৩৬নং ফরমে দরখাস্ত করিতে হইবে।

(২) কোন দলিলের নকল লইতে হইলে অথবা রেজিস্টার বহির কোন এনট্রীর নকল লইতে হইলে পরিঃ ১-এর ৩৭নং ফরমে দরখাস্ত করিতে হইবে।

(৩) উক্ত দরখাস্ত গৃহীত হইবার পর ধারাবাহিকভাবে সার্চ-রেজিস্টারে এনট্রী করিতে হইবে; উপযুক্ত কলমে প্রদত্ত ফিস্ আদি নোট করিতে হইবে; ফিস্ আদি প্রদান হইতে রেহাইপ্রাপ্ত দরখাস্তও এনট্রী করিতে হইবে এবং ফিসের কলমে ফিস প্রদান হইতে রেহাই সম্পর্কে নোট দিতে হইবে।

(৪) (এ) নিবন্ধীকৃত কোন দলিলের নকল প্রার্থনা করিবার পূর্বে যথাযথ ইনডেক্স অনুসন্ধান এবং রেজিস্টার বহি পরিদর্শনের দরখাস্ত ফিস্ আদিসহ করিতে হইবে।

(বি) রেজিস্টার বহির কোন এনট্রী পরিদর্শন করিবার জন্য দরখাস্ত দ্বারা প্রার্থনা করিবার পূর্বে যথাযথ ইনডেক্স তল্লাস করিবার জন্য দরখাস্ত করিতে হইবে ; অবশ্য যে ক্ষেত্রে তল্লাসের জন্য ফিস্ প্রদান করিতে হয় না সেখানে তল্লাসের জন্য দরখাস্ত করিতে হইবে না।

(৫) নিবন্ধকের অফিসে সংরক্ষিত রেজিস্টার বহির কোন নকলের জন্য অবর-নিবন্ধকের নিকট লিখিতভাবে প্রার্থনা করিলে, কোনরূপ বিলম্ব না করিয়া তাহা নিবন্ধকের নিকট প্রেরণ করা হইবে।

(৬) উপরিউক্ত (৫)-উপনিয়মানুসারে নিবন্ধকের নিকট দরখাস্ত প্রেরণ করিবার সময় প্রয়োজনীয় নকলের জন্য ফিস্ অথবা ফিস্ প্রাপ্তির রসীদ দরখাস্তের সঙ্গে দিতে হইবে।

(৭) ১৯০৯ সালের ১লা জানুয়ারীর পূর্বে সংরক্ষিত বহিগুলির তল্লাস করিবার এবং উহার এনট্রীর নকল লইবার সুযোগ নিবন্ধক এই আইনের ন্যায় প্রদান করিবেন।

(৮) ৫৭-ধারার (২) ও (৩)-উপধারার বিধানাধীনে বিভাগীয় নিয়মানুসারে রক্ষিত এনট্রীর নকল এবং ৭২ ও ৭৪-ধারামূলে নিবন্ধকের কার্যপত্রের জন্য দরখাস্ত ও পেপারের নকল এবং রেজিস্ট্রেসন অফিসে ফাইলকৃত অন্যান্য কাগজপত্রাদির নকল যে কোন ব্যক্তিকে প্রদান করা হইবে যদি সেই ব্যক্তি [এফ্] ও [জি] আর্টিকেল অনুসারে প্রয়োজনীয় ফিস্ আদি প্রদান করেন।

নিয়ম ১১০ ঃ সংবাদ পরিবেশন ও দেয়ক সংক্রান্ত মেমো—(১) কোন কোর্ট বা রেভিনিউ অফিসার কোন সংবাদের জন্য লিখিলে যদি সেজন্য রেজিস্ট্রেসন অফিসের কোন কর্মচারী দ্বারা তল্লাস অথবা নকল করিবার প্রয়োজন হয় তবে সে কাজের জন্য প্রয়োজনীয় ফিস আদিও দিতে হইবে। কোর্টের নির্দেশ মানিবার পূর্বে যদি প্রয়োজন হয় তবে কোর্টকে প্রদেয় ফিস্ প্রেরণ করিবার জন্য লিখিতে হইবে।

(২) ৫৭-ধারার বিধানাধীনে, প্রকৃত সরকারী কাযের জন্য সরকারী কর্মচারী ইনডেক্স তল্লাস ও রেজিস্টার বহি পরিদর্শন করিতে পারেন।

নিয়ম ১১১ ঃ কোর্টে রেকর্ড উপস্থাপন—কোর্টে কোন রেজিস্টার বহি বা অন্য কোন রেকর্ড হাজির করিবার প্রয়োজন হইলে রেজিস্ট্রেসন অফিসের কোন কর্মচারী উক্ত রেকর্ড কোর্টে হাজির করিবেন। কোর্ট যখন কোন রেজিস্টার বহি বা অন্য রেকর্ড কোর্টে হাজির করিবার নির্দেশ প্রদান করেন তখন ফিস্ টেবেলের [এফ্] আর্টিকেল অনুসারে কোর্ট পার্টির নিকট হইতে রেকর্ড পরিদর্শনের জন্য ফিস্ গ্রহণ করিয়া যে অফিসের রেকর্ড তলব করা হইয়াছে সেই অফিসে প্রেরণ করিবেন।

অধ্যায় ১৭

সীল

নিয়ম ১১২ : সীল সংরক্ষণ ব্যবস্থা—(১) ১৫-ধারা অনুসারে সীল রেজিস্টারিং অফিসারের ব্যক্তিগত হেপাজতে থাকিবে।

(২) অব্যবহার্য সাল নিবন্ধক বা জেলা অবর-নিবন্ধকের সম্মুখে বিনষ্ট করিতে হইবে; তিনি ফারনিচার রেজিস্টারে এ সম্পর্কে নোট দিবেন।

নিয়ম ১১৩ : সীল প্রাপ্তিতে বিলম্ব—সাময়িকভাবে যদি কোন রেজিস্টারিং অফিসারের সীলমোহর না থাকে তবে তিনি সে সম্পর্কে তাঁহার ডায়রীতে নোট রাখিবেন; সীল না থাকিলেও দলিল রেজিস্ট্রী হইবে; তবে দলিলগুলি রেজিস্টারিং অফিসারের হেপাজতে থাকিবে যতক্ষণ না দলিলগুলি সীলমোহরযুক্ত হয়।

অধ্যায় ১৮

অফিসের কার্যপ্রণালী

নিয়ম ১১৪ : দলিল দাখিলের সময়—সদর অফিসে বেলা দশটা হইতে একটা এবং অন্যান্য সাবঅফিসে বেলা দশটা হইতে বেলা দুই ঘটিকা পযন্ত দলিল দাখিল করা যাইবে। এই সম্পর্কে প্রত্যেক অফিসে প্রকাশ্যস্থানে নোটিশ জনসাধারণের অবগতির জন্য প্রদর্শিত থাকিবে। বিশেষ ক্ষেত্রে রেজিস্টারিং অফিসার স্ববিবেচনায় নির্ধারিত সময়ের পরেও দলিল দাখিল লইতে পারেন।

দ্রষ্টব্য : অফিস ১০.৩০ মিঃ হইতে ৫.৩০ ঘটিকা পর্যন্ত চলিলে দাখিলের সময় যথাক্রমে ১০.৩০ হইতে ১.৩০ পি. এম এবং ১০.৩০ হইতে ২.৩০ পি. এম।

নিয়ম ১১৫ : প্রাত্যহিক নোটিশ—(এ) ডেলি নোটিশ মারফত কত ক্রমিক নম্বর পর্যন্ত দলিল ফেরত হইবে তাহা প্রত্যহ ডেলি নোটিশে দেখাইতে হইবে (পরিঃ ১, ফঃ ২১)।

(বি) তল্লাস, পরিদর্শন ও নকলের জন্য কোন্ কোন্ বৎসরের রেজিস্টার বহি ও ইনডেক্স অফিসে আছে সে সম্পর্কে প্রত্যেক রেজিস্ট্রেসন অফিসে নোটিশ জনসাধারণের অবগতির জন্য দিতে হইবে।

নিয়ম ১১৬ : দলিল গ্রহণ ও প্রত্যার্পণ—রেজিস্টারিং অফিসার স্বয়ং দলিল দাখিল গ্রহণ করিবেন। তিনি ৫২-ধারামূলে রসীদ পার্টিকে দিবেন এবং রেজিস্ট্রীকৃত দলিল পার্টিকে ডেলিভারী দিবেন। শেষোক্ত কাজ দুইটি তিনি স্বয়ং না করিতে

পারিলে কোন করণিক বা মোহরারকে তাঁহার সম্মুখে উক্ত কাজ করিবার নির্দেশ দিতে পারেন।

নিয়ম ১১৭ঃ ক্যাটালগ ও বহির তুলনা—কোন অফিসের চার্জ লইবার সময় রেজিস্টারিং অফিসার ক্যাটলগ অব্ বুক্‌সের সহিত উক্ত অফিসে প্রাপ্ত বহির মিল করিয়া দেখিয়া লইবেন; এই ভেরিফিকেশান সম্পর্কে ক্যাটালগ বহিতে একটি সার্টিফিকেট নোট করিবেন।

নিয়ম ১১৮ঃ ক্যাস বহি ও ফি-বহিতে দেয়ক এবং ট্রেজারীতে জমা—(১) এই আইনমূলে আদায়ীকৃত ফিস্ এবং ফাইন ফি-বহিতে লিখিতে হইবে এবং নিয়মানুসারে ট্রেজারীতে উক্ত অর্থ জমা দিতে হইবে; সর্বপ্রকার আয় এবং ব্যয় ক্যাশ বহিতে লিখিতে হইবে। ট্রেজারীতে জমা না দেওয়া পর্যন্ত অথবা উপযুক্ত দাতাকে অর্থ প্রদান না করা পর্যন্ত রেজিস্টারিং অফিসার ব্যক্তিগতভাবে ক্যাশ নিরাপদ সংরক্ষণের জন্য দায়ী।

(২) সদরে এবং মহকুমায় প্রত্যহ চালানে টাকা ট্রেজারী বা সাব-ট্রেজারীতে জমা দিতে হইবে।

নোটঃ 'প্রত্যহ' অর্থে সকল "সাব-ট্রেজারী দিন" বুঝিতে হইবে।

(৩) অন্যান্য অফিসে দশ টাকা বা দশের গুণিতক যত টাকা থাকে সেই টাকা ডাকযোগে ট্রেজারীতে নিবন্ধকের নামে জমা দিতে হইবে। কি কি বাবদ টাকা প্রেরিত হইল তাহা মনি অডার কুপনে লিখিয়া দিতে হইবে। অবশ্য মহানিবন্ধ-পরিদর্শকের পূর্বানুমতি লইয়া জেলা-নিবন্ধক নির্দেশ দিতে পারেন যে, যে সকল রেজিস্ট্রেসন অফিস ট্রেজারী বা সাব ট্রেজারী হইতে দূরবর্তী নহে সেই সকল অফিস হইতে চালানে টাকা জমা দিলে যদি ব্যয় সংক্ষেপ ও সুবিধাজনক হয় এবং যদি তাহাতে কোন ঝুঁকি না থাকে তাহা হইলে সেই সকল অফিস চালানে টাকা জমা দিতে পারে।

(৪) নিম্নলিখিত ফিস্ রেজিস্টারিং অফিসার রিফাণ্ড দিতে পারেন—

(i) কোন দলিলের নিবন্ধীকরণ বা প্রমাণীকরণ প্রত্যাখ্যাত হইলে প্রত্যাখ্যাত দলিলের জন্য যে ফিস্ প্রদত্ত হইয়াছে সেই ফিস্;

(ii) নিবন্ধীকৃত বা প্রমাণীকৃত কোন দলিলে অতিরিক্ত ফিস্ লওয়া হইয়া থাকিলে প্রয়োজনাতিরিক্ত ফিস্;

(iii) ভিজিট বা কমিশন কার্য সম্পাদন করিবার পূর্বেই যদি ভিজিট বা কমিশনের দরখাস্ত উঠাইয়া লওয়া হয়, তাহা হইলে ভিজিট বা কমিশনের জন্য প্রদত্ত ফিস্ এবং পাথেয়স্বরূপ প্রদত্ত ফিস;

(iv) তল্লাস বা পরিদর্শনের দরখাস্ত যদি দরখাস্ত করিবার তারিখ হইতে ত্রিশ দিনের মধ্যে তল্লাস বা পরিদর্শন না করিয়া ফেরত লওয়া হয়, তবে সেই তল্লাস বা পরিদর্শনের ফিস্ ; কিন্তু যদি ইনডেক্স বা রেজিস্টার বহি দরখাস্তকারীকে দেখিবার জন্য দেওয়া হইয়া থাকে তবে উক্ত ফিস্ ফেরত দেওয়া হইবে না ; এবং

(v) নকল লইবার জন্য প্রদত্ত দরখাস্ত যদি নকলের কার্য আরম্ভ করিবার পূর্বেই ফেরত লওয়া হয় তবে নকলের জন্য প্রদত্ত ফিস্ রিফাণ্ড রেজিস্টারে রিফাণ্ড সংক্রান্ত এনট্রী করিতে হইবে।

(৫) ট্রেজারী রুলের এস্, আর ৪৩-এর নিচে যে নোট প্রদান করা আছে সেই নোটের শর্তাধীনে ভিজিট-কমিশনের জন্য যে পাথেয় আদায় করা হয় তাহা ট্রেজারীতে জমা না দিয়া যে ব্যক্তি উক্ত পাথেয় পাইবেন তাঁহাকে সরাসরি প্রদান করা হইবে। উক্ত নোটে নির্দেশ আছে যে প্রত্যেক মাসের শেষ দিনে বা শেষ দিন ছুটি থাকিলে পরের দিনে পাথেয় বাবদ কত টাকা গৃহীত হইয়াছে তাহার বিবরণ একটি চালানে লিখিয়া ট্রেজারী বা সাব-ট্রেজারীতে পাঠাইতে হইবে। ইহার সহিত পেমেণ্ট ভাউচারও সংযুক্ত করিয়া দিতে হইবে।

দ্রষ্টব্য ঃ নিকটস্থ ব্যাঙ্ক হইতে ড্রাফট মারফত ফিসাদি জমা দিবার ব্যবস্থা প্রচলিত হইয়াছে ; যেখানে ট্রেজারী নাই, সেখানে ব্যাঙ্ক ড্রাফটে ফিসাদি জমা দিবার নির্দেশ আছে।

নিয়ম ১১৯ ঃ ছুটির দিন—(১) কলিকাতার নিবন্ধক এবং অবর-নিবন্ধকের অফিস ব্যতীত অন্যান্য রেজিস্ট্রেসন অফিসে পরিশিষ্ট ৪ অনুসারে ছুটির দিন পালিত হইবে।

(২) ১৮৮১ সালের নেগোসিয়েবল ইন্সট্রুমেণ্টস্ অ্যাক্ট-এর ২৫-ধারায় যে সকল ছুটির দিনের উল্লেখ আছে সেই ছুটির দিনগুলি কলিকাতার নিবন্ধক এবং অবর-নিবন্ধকের অফিসে পালিত হইবে।

অধ্যায় ১৯

দলিল লেখক

[দলিল লেখক আইন ১৯৮১ দ্বারা নিম্নলিখিত অধ্যায় নিরসিত হইয়াছে। তবে আইনগত প্রয়োজনের জন্য অধ্যায়টি রাখা হইল]

নিয়ম ১২০ ঃ যে সকল ব্যক্তির নিম্নলিখিত গুণগুলি আছে তাঁহারা সরাসরি জেলা-নিবন্ধকের নিকট অথবা স্থানীয় অবর-নিবন্ধক মারফত ৮০ [জি]-ধারায় লিখিত

দলিল-লেখকের লাইসেন্সের জন্য ১-পরিশিষ্টের ৪০নং ফরমে প্রশংসাপত্র থাকিলে প্রশংসাপত্রসহ দরখাস্ত করিতে পারেন।

ব্যক্তিকে জেলাস্থিত লোক হইতে হইবে ; অবশ্য যে রেজিস্ট্রেসন অফিসের অধীনে ব্যক্তি কাজ করিতে ইচ্ছুক, সেই অফিসের এলাকাস্থিত হইলে ভাল হইবে। ব্যক্তির বয়স ২১ বৎসরের কম হইলে চলিবে না ; দরখাস্তকারীর স্থানীয় ভাষায় ভাল করিয়া দলিল ড্রাফট করিবার দক্ষতা থাকা চাই ; হস্তাক্ষর সুন্দর হইতে হইবে ; দরখাস্তকারীর সম্পত্তি হস্তান্তর আইন (১৮৮২), প্রজাস্বত্ব আইন (১৮৮৫), ভারতীয় ষ্ট্যাম্প আইন (১৮৯৯) এবং ভারতীয় নিবন্ধীকরণ আইনের (১৯০৮) প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ ধারাগুলি সম্পর্কে বাস্তব জ্ঞান থাকা চাই এবং ব্যক্তির আচরণ ও চরিত্র ভাল হইতে হইবে।

উক্ত দরখাস্ত দরখাস্তকারীকে স্বহস্তে লিখিতে হইবে (অর্থাৎ টাইপ করিয়া দরখাস্ত প্রেরণ করিলে তাহা গ্রাহ্য হইবে না)।

নিয়ম ১২১ ঃ (১) নিবন্ধক যদি সন্তুষ্ট হন যে, দরখাস্তকারী দলিল-লেখক হইবার উপযুক্ত, তাহা হইলে তিনি দরখাস্তকারীকে লাইসেন্স-ফি বাবদ পাঁচ টাকা জমা দিতে নির্দেশ দিবেন। উক্ত ফিস্ প্রদান করা হইলে দলিল-লেখকের জন্য রক্ষিত রেজিস্টার-বহিতে (পরিঃ ১, ফঃ ৪২) যে অবর-নিবন্ধকের অফিসের জন্য উক্ত লাইসেন্স ইস্যু করা হইল সেই অবর-নিবন্ধকের অফিসের জন্য উক্ত দলিল-লেখকের নাম এনট্রী করা যাইবে। সেই সঙ্গে দলিল-লেখকের নাম উক্ত অবর-নিবন্ধককে জানাইতে হইবে, তিনি তাঁহার অফিসে রক্ষিত দলিল-লেখকের রেজিস্টার বহিতে (পরিঃ ১, ফঃ ৪৩) প্রয়োজনীয় এনট্রী করিবেন।

(২) এই রূপ ইস্যু হইবার তারিখে যে সকল ব্যক্তি দলিল-লেখকের কাযে কর্মরত আছেন তাঁহারা ১২০-নিয়ম অনুসারে সকল শর্ত পূরণ করিয়া দরখাস্ত করিলে ১২১(১)-উপনিয়মে দরখাস্ত মঞ্জুর করিবার সময় অগ্রাধিকার পাইবেন।

নিয়ম ১২২ ঃ (১) ১২১-নিয়মানুসারে যে বৎসরে লাইসেন্স ইস্যু করা হয়, সেই লাইসেন্স উক্ত বৎসরের ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত কার্যকরী থাকিবে ; নিবন্ধক ইহা অবশ্য প্রতি বৎসর রিনিউ করিতে পারেন যদি লাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্যক্তির শারীরিক যোগ্যতা থাকে, ভাল আচরণ এবং সন্তোষজনক কর্ম সম্পাদনের দৃষ্টান্ত থাকে ; রিন্যুয়াল-ফি এক টাকা করিয়া দিতে হইবে। অবর-নিবন্ধকের মাধ্যমে নিবন্ধকের নিকট রিনুযালের জন্য দরখাস্ত ১৫ই ডিসেম্বর হইতে ১৫ই জানুয়ারীর মধ্যে করিতে হইবে ; এই দরখাস্তের সহিত চালান বা মনি-অর্ডার রসীদ (রিন্যুয়াল-ফি এক টাকা যে প্রদান করা হইয়াছে তাহার প্রমাণস্বরূপে) যুক্ত করিয়া দিতে হইবে ; যে সকল দলিল-লেখকের লাইসেন্স নিবন্ধক রিনিউ করিবেন না, অথবা যে সকল দলিল-লেখক এই

নিয়মানুসারে রিন্যুয়ালের জন্য দরখাস্ত করিতে না পারেন, তাঁহাদের নাম দলিল-লেখকের রেজিস্টার বহি হইতে নিবন্ধক এবং অবর-নিবন্ধক কাটিয়া দিবেন। অবশ্য যথানিয়মে দরখাস্ত করিতে না পারায় যে দলিল-লেখকের লাইসেন্স নাকচ করা হইয়াছে, তিনি পুনরায় নতুন লাইসেন্সের জন্য দরখাস্ত করিতে পারেন।

(২) (i) কোন দলিল-লেখকের লাইসেন্স ছিঁড়িয়া গেলে, দলিল-লেখক ডুপ্লিকেট লাইসেন্সের জন্য দরখাস্ত দ্বারা প্রার্থনা জানাইতে পারেন। এরূপ ক্ষেত্রে বিনামূল্যে একখানি ডুপ্লিকেট লাইসেন্স দলিল-লেখককে দেওয়া হইবে; ছেঁড়া লাইসেন্স বাতিল করিয়া কাউন্টার ফয়েলের সহিত পেস্ট করিয়া রাখিতে হইবে।

(ii) কোন দলিল-লেখকের লাইসেন্স হারাইয়া গেলে, দলিল-লেখককে লিখিত-ভাবে ডুপ্লিকেট লাইসেন্সের জন্য দরখাস্ত করিতে হইবে এবং এইজন্য দলিল-লেখককে নিম্নলিখিত হারে ফিস্ দিতে হইবে—

ছাপান ফরমের মূল্য বার পয়সা এবং রেজিস্ট্রেসন অফিসে নকলের জন্য যে হারে (আর্টি [জি]) ফিস্ লওয়া হয় সেই হারে লাইসেন্সের ছাপান এবং লিখিত শব্দের জন্য মোট যত ফিস্ প্রদেয় তত ফিস্ দিতে হইবে।

(৩) নতুন লাইসেন্স, ডুপ্লিকেট লাইসেন্স, লাইসেন্স রিন্যুয়াল ইত্যাদির জন্য যাবতীয় ফিস্ নিবন্ধকের নিকট নগদে, ট্রেজারী চালানে বা মনি-অর্ডার যোগে প্রদান করা যাইবে; যে টাকা নগদে প্রদত্ত হয় তাহা ক্যাশ বহিতে দেখাইতে হইবে।

নিয়ম ১২৩ঃ লাইসেন্সপ্রাপ্ত দলিল-লেখকদিগের একটি নামের তালিকা রেজিস্ট্রেসন অফিসে জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণকারী কোন স্থানে টাঙ্গাইয়া রাখিতে হইবে। তালিকার নিচে নিম্নলিখিত সাবধানতামূলক নোট লিখিত থাকিবে—এই তালিকাতে যে সকল ব্যক্তির নাম নাই, তাঁহারা রেজিস্ট্রেসন অফিসের মধ্যে অথবা রেজিস্ট্রেসন অফিসের কম্পাউণ্ডের মধ্যে প্রবেশ করিলে টাউট রূপে বিবেচিত হইতে পারেন এবং তাঁহাদের নাম ৮০ [এ] (১)-উপধারামতে রচিত ও প্রকাশিত টাউটের তালিকায় সন্নিবেশিত হইতে পারে, অবশ্য কয়েকটি ক্ষেত্রে এইরূপ ব্যক্তির নাম টাউট-তালিকায় সন্নিবেশিত হইবে না—যথা, এই ব্যক্তি যদি তাঁহার নিজস্ব কোন দলিল নিবন্ধীকরণের জন্য অফিসে প্রবেশ করেন বা তাঁহার নিজের প্রয়োজনে তল্লাস, নকল বা অন্য কোন কাজে অফিসে প্রবেশ করেন, অথবা উক্ত প্রকার (অপর ব্যক্তির) কোন কাজের জন্য আমমোক্তারনামা বলে অফিসে প্রবেশ করেন, অথবা ভারতীয় নিবন্ধীকরণ আইনের (১৯০৮) ৫২-ধারামতে প্রদত্ত রসীদে যদি এই ব্যক্তির নাম এনডোর্স করা থাকে এবং সেই রসীদ সহ অফিসে প্রবেশ করেন, তাহা হইলে এইরূপ ব্যক্তির নাম টাউটের তালিকায় সন্নিবেশিত হইবে না।

নিয়ম ১২৪ ঃ রেজিস্টারিং অফিসারের অধীনে ও তত্ত্বাবধানে লাইসেন্সপ্রাপ্ত দলিল-লেখকগণ কাজকর্ম করিবেন এবং তাঁহাদিগকে অফিসে প্রবেশ করিতে এবং অফিস সীমার মধ্যে বসিতে দেওয়া হইবে।

নিয়ম ১২৫ ঃ কোন রেজিস্ট্রেসন অফিসের দলিল-সংখ্যার পরিপ্রেক্ষিতে নিবন্ধক সেই অফিসের জন্য দলিল-লেখক সংখ্যা নির্ধারণ করিবেন ; সাধারণতঃ প্রতি তিন শত দলিলের জন্য একজন করিয়া দলিল-লেখক থাকিবেন। অবশ্য কোন একজন দলিল-লেখক কত দলিল লিখিবেন তাহার কোন সীমা থাকিবে না।

দ্রষ্টব্য ঃ ধরুন কোন অফিসে বৎসরে ৩৬০০ দলিল নিবন্ধীকৃত হয় ; 'প্রতি ৩০০ দলিলের জন্য একজন দলিল-লেখক' এই নিয়মানুসারে ১২ জন দলিল-লেখক থাকিতে পারে ; কিন্তু ১২ জনের মধ্যে কে কত দলিল লিখিবে তাহার নিশ্চয়তা নাই। একজন দলিল-লেখক বৎসরে ২০০ দলিল লিখিতে পারেন, আর একজন বৎসরে ৬০০ বা কম-বেশি দলিল লিখিতে পারেন—তাহাতে কিছু আসে যায় না।

নিয়ম ১২৬ ঃ লাইসেন্সপ্রাপ্ত দলিল-লেখকগণ মহানিবন্ধ-পরিদর্শকের দ্বারা নির্ধারিত হারে দলিল লিখিবার জন্য পারিশ্রমিক বাবদ ফিস্ লইবেন ; এই ফিসের তালিকা সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণকারী রেজিস্ট্রেসন অফিসের কোন স্থানে টাঙ্গাইয়া রাখিতে হইবে ; কোন লাইসেন্সপ্রাপ্ত দলিল-লেখক নির্ধারিত হার অপেক্ষা অধিকতর ফিস্ গ্রহণ করিলে তাঁহার লাইসেন্স বাতিল হইবে ; লাইসেন্সপ্রাপ্ত দলিল-লেখক পরিঃ ১-এর ৪৪নং ফরমে পার্টিকে পারিশ্রমিক গ্রহণ করিবার জন্য রসীদ দিবেন।

লাইসেন্সপ্রাপ্ত দলিল-লেখক নিম্নলিখিত হারে ফিস্ গ্রহণ করিবেন—

(১) দলিলের মুসাবিদা (ড্রাফ্ট্) করিবার জন্য (অথবা ভিন্নভাবে মুসাবিদা না করিয়া দলিল লিখিবার জন্য) ; প্রতি তিনশত শব্দ বা তাহার কোন অংশের জন্য—

(এ) কলিকাতা, সাউথ সাবারবান এবং হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটির এলাকাস্থিত রেজিস্ট্রেসন অফিসে—২·৫০।

(বি) অন্যান্য অফিসে—২·৫০।

(২) মুসাবিদা দেখিয়া দলিল লিখিবার জন্য এবং দলিল রেজিস্ট্রী করাইবার জন্য সর্বপ্রকার সাহায্য করিবার জন্য ; প্রতি তিনশত শব্দ বা তাহার কোন অংশের জন্য—

(এ) কলিকাতা, সাউথ সাবারবান এবং হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটির এলাকাস্থিত রেজিস্ট্রেসন অফিসে—১·২৫।

(বি) অন্যান্য অফিসে—১·০০।

(৩) ভারতীয় নিবন্ধীকরণ আইনের ৫২-ধারামূলে পার্টি দলিল-লেখককে দলিল ডেলিভারী লইবার জন্য অথরাইজ করিলে প্রতি দলিলের জন্য ৩০ পয়সা।

(৪) সকল প্রকারের দরখাস্ত লিখিবার জন্য এবং তাহা ফাইল করিবার জন্য; প্রতি দরখাস্তে ২৫ পয়সা।

(৫) সমন লিখিবার ও ফাইল করিবার জন্য ১২ পয়সা।

(৬) ১৮৮৫ সালের বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইনের অধীনে নোটিশাদি লিখিবার ও ফাইল করিবার জন্য প্রতি নোটিশে ৩৫ পয়সা।

(৭) ইনডেক্স তল্লাস অথবা ভল্যুম পরিদর্শনের জন্য (প্রতি ব্যক্তি অথবা সম্পত্তির প্রত্যেক আইটেম পিছু)—প্রতি বৎসরের জন্য ৩৫ পয়সা।

ব্যাখ্যা ঃ ১৯৫১ সালের কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল আইনের ৫-ধারার অন্তর্গত (ii)-ক্লজে 'কলিকাতা' শব্দের যেমন ব্যাখ্যা প্রদান করা আছে, এই রুলে 'কলিকাতা'ও সেই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে বুঝিতে হইবে।

নিয়ম ১২৭ ঃ জেলা-নিবন্ধক রীতিসিদ্ধ প্রোসিডিং দ্বারা দলিল-লেখকের লাইসেন্স বাতিল করিতে পারেন ; যে দলিল-লেখকের আচরণ অসৎ এবং যে দলিল-লেখক এই রুলের এবং লাইসেন্সের কোন শর্ত অমান্য করেন তাঁহার লাইসেন্স নিবন্ধক বাতিল করিতে পারেন। সাধারণতঃ এই প্রকার প্রোসিডিং-এ চার্জ গঠন করিতে হইবে এবং দোষী দলিল-লেখককে চার্জের একটি কপি প্রেরণ করা হইবে। দলিল-লেখকের উপস্থিতিতে সাক্ষ্য রেকর্ড করা হইবে, তবে দোষী দলিল-লেখককে সাক্ষ্যপ্রমাণাদি দিবার এবং নিজেকে সমর্থন করিবার যথেষ্ট সুবিধা প্রদান করা হইবে এবং অবশেষে যুক্তিসহ লিখিত অর্ডার প্রদান করা হইবে। নিবন্ধকের এই অর্ডারে দলিল-লেখক সন্তুষ্ট হইতে না পারিলে, অর্ডার প্রদানের তারিখ হইতে ত্রিশ দিনের মধ্যে মহানিবন্ধ-পরিদর্শকের নিকট আপীল করিতে পারেন।

নিয়ম ১২৮ ঃ ১নং পরিশিষ্টের ৪৫নং ফরমে লাইসেন্সপ্রাপ্ত দলিল-লেখক একখানি রেজিস্টার বহি রাখিবেন ; এই রেজিস্টার বহি রেজিস্টারিং অফিসার এবং এই ডিপার্টমেণ্টের অন্যান্য অফিসারদিগকে পরীক্ষা করিয়া দেখিবার জন্য সর্বদা প্রস্তুত রাখিতে হইবে। কোন রেজিস্টার শেষ হইলে দলিল-লেখক তাহা তিন বৎসরকাল সংরক্ষণ করিবেন।

নিয়ম ১২৯ ঃ লাইসেন্সবিহীন কোন দলিল-লেখক যদি রেজিস্ট্রেসন অফিসের সীমার মধ্যে অথবা অফিস-সীমার নিকটে কোন ব্যক্তিকে তাহার দ্বারা অথবা লাইসেন্সবিহীন অপর কোন দলিল-লেখক দ্বারা কোন দলিল লিখাইবার জন্য পীড়াপীড়ি করেন, অথবা ৮০ [জি]-ধারার অধীনস্থ কোন নিয়মের উদ্দেশ্য বিফল করিবার জন্য কোন প্রকার বেআইনী কাজ করেন তবে সেই ব্যক্তি টাউট রূপে গণ্য হইবেন এবং ৮০ [এ] (১)-উপধারামতে গঠিত এবং প্রকাশিত টাউটের তালিকায় উক্ত ব্যক্তির নাম সন্নিবেশিত হইবে।

পশ্চিমবঙ্গ নিবন্ধীকরণ (দলিল লেখক) নিয়মাবলী, ১৯৮২

রেজিস্ট্রেসন আইন ১৯০৮ (১৯০৮এর ১৬নং) এর ১৯[এ] এবং ৮০ [জি] ধারার দ্বারা ক্ষমতা যুক্ত হইয়া এবং ৬৯ ধারার সহপাঠে পশ্চিমবঙ্গের মহানিবন্ধ পরিদর্শক নিম্নলিখিত নিয়মাবলী প্রণয়ন করেন ঃ—

নিয়ম ১ ঃ শিরোনাম, ব্যাপ্তি ও সূচনা—

(১) ইহা পশ্চিমবঙ্গ নিবন্ধীকরণ (দলিল লেখক) নিয়মাবলী, ১৯৮২ নামে পরিচিত ;

(২) এই নিয়ম সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে প্রচলিত ,

(৩) রাজ্য সরকার সরকারী গেজেটে বিজ্ঞপ্তির দ্বারা এই রুল কার্যকরী হইবার তারিখ ঘোষণা করিবেন।

দ্রষ্টব্য ঃ অনবধানবশত ভারতীয় রেজিস্ট্রেসন আইনের উল্লেখ করা হইয়াছে রুলের প্রসঙ্গে. বর্তমানে উহা রেজিস্ট্রেসন আইন ১৯০৮ নামে পরিচিত , সেজন্য, বাংলায় আমরা রেজিস্ট্রেসন আইন ১৯০৮ লিখিয়াছি। এই রুল ১৯৮৪ সালের এপ্রিল মাসে পশ্চিমবঙ্গে প্রচলিত হয়।

নিয়ম ২ ঃ সংজ্ঞা—

এই নিয়মাবলীতে প্রসংগক্রমে অন্যপ্রকার প্রয়োজন না হইলে ,

(এ) 'আইন' অর্থে (ভারতীয়) নিবন্ধীকরণ আইন, ১৯০৮ (১৯০৮ এর ১৬ নম্বর) বুঝিতে হইবে .

(বি) 'দলিল লেখক' অর্থে যিনি দলিল প্রণয়নের পেশাতে নিযুক্ত, যথা দলিল লেখার কাজ, মালিকানা নির্ণয়, মুসাবিদাকরণ, নিবন্ধীকরণের জন্য দলিল ষ্ট্যাম্পযুক্ত করা এবং যিনি এই নিয়মে লাইসেন্স প্রাপ্ত তাঁহাকে বুঝিতে হইবে ,

(সি) 'ফরম' অর্থে এই রুলে সংলগ্ন ফরম বুঝিতে হইবে ,

(ডি) 'লাইসেন্স' অর্থে এই রুলে প্রদত্ত দলিল লেখকের লাইসেন্স বুঝিতে হইবে ;

(ই) 'লাইসেন্স অথরিটি' অর্থে রেজিস্ট্রেসন আইন, ১৯০৮ এর ২-ধারায় বর্ণিত জেলা ও উপজেলায় জন্য নিযুক্ত জেলা নিবন্ধক বুঝিতে হইবে।

নিয়ম ৩ ঃ নিরসন—পশ্চিমবঙ্গ নিবন্ধীকরণ নিয়মাবলী ১৯৬২ এর নিয়ম ১২০ হইতে নিয়ম ১২৯ নিরসিত হইল।

অবশ্য অনুবিধি এই যে নিরসিত নিয়মগুলির বলে যে আদেশ প্রদান করা হইয়াছে বা ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে সেগুলি পশ্চিমবঙ্গ নিবন্ধীকরণ (দলিল

লেখক) নিয়মাবলী ১৯৮২ এর অনুরূপ শর্তের অধীনে অবলম্বিত হইযাছে বিবেচনা করিতে হইবে।

নিয়ম ৪ঃ লাইসেন্সবিহীন ব্যক্তির উপর নিষেধাজ্ঞা—এই নিয়মে লাইসেন্স প্রাপ্ত নয় এমন ব্যক্তি দলিল লেখকের পেশায় নিযুক্ত হইতে পারিবেন না। অবশ্য অনুবিধি এই যে অ্যাডভোকেট, প্লিডার অথবা সলিসিটরের বৃত্তিতে নিযুক্ত ব্যক্তিদিগের এই লাইসেন্স প্রয়োজন হইবে না।

নিয়ম ৫ঃ লাইসেন্স প্রাপ্তির যোগ্যতা—কোন ব্যক্তিকে দলিললেখকের লাইসেন্স প্রদান করা যাইতে পারে,—

(i) যিনি ভারতের নাগরিক;

(ii) যিনি একুশ বৎসর বয়স অতিক্রম করিয়াছেন;

(iii) যিনি মাধ্যমিক অথবা সমতুল পরীক্ষায় কৃতকার্য হইয়াছেন অথবা এই নিয়ম চালু হইবার অব্যবহিত পূর্বে যিনি পাঁচ বৎসর অথবা ততোধিক বৎসর দলিল প্রণয়নের কর্মে নিযুক্ত আছেন;

(iv) জেলা নিবন্ধক দ্বারা পরিচালিত দলিল লেখক লাইসেন্স প্রদানের নিমিত্ত পরীক্ষায কৃতকার্য হইয়াছেন, এবং

(v) যিনি সুন্দরভাবে লিখিতে পারেন।

অবশ্য অনুবিধি এই যে চার নম্বর নিয়মের ব্যবস্থা বর্তমান লাইসেন্সধারীদিগের ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হইবে না, যদিও তাঁহারা এই নিয়মাবলীর দ্বারা পরিচালিত হইবেন।

পুনশ্চ অনুবিধি এই যে নকলনবীশের জন্য লাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্যক্তি দলিল লেখকের লাইসেন্স পাইবার যোগ্য নহে।

নিয়ম ৬ঃ অবগুণ—(১) কোন ব্যক্তিকে লাইসেন্স প্রদান করা হইবে না—

(এ) যদি তিনি যোগ্য বিচারালয় দ্বারা অপ্রকৃতিস্থমনা ঘোষিত হইয়া থাকেন,

(বি) যদি তিনি দোষী দেউলিয়া হইয়া থাকেন অথবা নির্দোষী দেউলিয়া হইয়াও বিচারালয় হইতে এই মর্মে প্রমাণপত্র গ্রহণ করেন নাই যে তাঁহার দেউলিয়া অবস্থা দুর্ভাগ্যজনিত, তাঁহার অসদাচরণ জনিত নহে;

(সি) অ্যাডভোকেট অথবা উকিলের ক্ষেত্রে যদি তিনি উপযুক্ত বিচারালয়ের নির্দেশে ব্যবহারজীবির কর্ম হইতে বঞ্চিত থাকেন অথবা সাময়িকভাবে বিরত থাকেন;

(ডি) যদি তিনি নৈতিক নীতির জন্য ফৌজদারী আদালত দ্বারা শাস্তিপ্রাপ্ত হইয়া থাকেন এবং শাস্তিপ্রদানের অথবা শাস্তিভোগের তারিখ (যে তারিখ পরে আসিবে সেই তারিখ) হইতে তিন বৎসর অতিক্রান্ত না হইয়া থাকে;

(ই) যদি তিনি মূক-বধির হইয়া থাকেন;

(এফ) যদি তিনি লেপ্রসী রোগাক্রান্ত অথবা দুরারোগ্য সংক্রামক ব্যাধি দ্বারা আক্রান্ত হইয়া থাকেন,

(জি) অবসরপ্রাপ্ত আধিকারিকের ক্ষেত্রে যদি তাঁহার অবসর গ্রহণ অসদাচরণের জন্য হইয়া থাকে;

(এইচ্) যদি কখনও তাঁহার লাইসেন্স নাকচ হইয়া থাকে এবং লাইসেন্স নাকচ সংক্রান্ত আদেশনামা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের দ্বারা রহিত না হইয়া থাকে;

(আই) যদি তিনি অপর কোন লাভজনক বৃত্তি অথবা চাকরিতে নিযুক্ত থাকেন;

(জে) যদি তিনি এমন অবসরপ্রাপ্ত সরকারী আধিকারিক হইয়া থাকেন যাঁহার পেনসন সম্পূর্ণ অথবা অংশত অসদাচরণ বা অবহেলার জন্য স্থগিত হইযাছে এবং স্থগিতের কাল শেষ হয় নাই।

(২) লাইসেন্স প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ লাইসেন্স প্রদান সংক্রান্ত প্রত্যাখ্যানাদেশ কারণসহ রেকর্ড করিবেন এবং দরখাস্তকারীকে এককপি আদেশ প্রেরণ করিয়া তাঁহার সিদ্ধান্ত জানাইয়া দিবেন।

নিয়ম ৭ঃ বিভিন্ন শ্রেণীর দলিল লিখিবার জন্য যোগ্য ব্যক্তি— (১) নন-টেস্টামেনটারী সকল প্রকার দলিল কেবলমাত্র লাইসেন্সপ্রাপ্ত দলিললেখকগণ লিখিবেন। অনুবিধি এই যে যদি কোন দলিল অ্যাডভোকেট, প্লিডার বা সলিসিটর প্রণয়ন করিয়া থাকেন, তবে এই লাইসেন্সের প্রয়োজন নাই।

(২) লাইসেন্সপ্রাপ্ত দলিললেখক, অ্যাডভোকেট অথবা সলিসিটর দলিল প্রণয়ন না করিলে, দলিল নিবন্ধীকরণের জন্য গৃহীত হইবে না।

অনুবিধি এই যে নিয়ম ৭ (১) এবং নিয়ম ৭ (২) সেই সকল দলিলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না যে সকল দলিল ভারত সরকার, রাজ্য সরকার অথবা স্থানীয় কর্তৃপক্ষের দ্বারা বা তরফে বা তাঁহাদের অনুকূলে সম্পাদিত হইয়াছে; অনুবিধির এই সুবিধা অন্যান্য বডি করপোরেট অথবা প্রতিষ্ঠান পাইতে পারে যদি রাজ্য সরকার সরকারী গেজেটে সেই মর্মে বিজ্ঞপ্তি প্রদান করে।

পুনশ্চ অনুবিধি এই যে নিয়ম ৭ (১) এবং নিয়ম ৭ (২), যে সকল দলিল ভারতের অন্য রাজ্যে অথবা বিদেশে প্রণীত ও সম্পাদিত হইয়াছে সে সকল দলিলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না।

(৩) টেস্টামেনটারী দলিল দাতা স্বয়ং অথবা দাতার দ্বারা প্রাধিকৃত ব্যক্তি লিখিতে পারেন।

দ্রষ্টব্যঃ সম্পাদনকারীর মৃত্যুর পর যে দলিলের নির্দেশাদি কার্যকরী হয় তাহাকে টেস্টামেনটারী দলিল বলে; যথা, উইল, দত্তকগ্রহণের প্রাধিকারপত্র ইত্যাদি; অন্যান্য দলিল নন-টেস্টামেনটারী।

'স্থানীয় কর্তৃপক্ষ' অর্থে করপোরেশন, মিউনিসিপ্যালিটি, পঞ্চায়েত প্রভৃতি বুঝিতে হইবে। রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষৎ, সি.এম.ডি.এ., সমবায় সমিতি প্রভৃতি কোন্ পর্যায়ে পড়ে তাহা বলা নাই; রাজ্য সরকার সরকারী গেজেটে সুনির্দিষ্টভাবে না ঘোষণা করা পর্যন্ত নিয়ম ৭ (১), ৭ (২) ভারত সরকার, রাজ্য সরকার এবং স্থানীয় কর্তৃপক্ষ ব্যতীত পশ্চিমবঙ্গে সকলকেই মানিতে হইবে।

নিয়ম ৮ঃ লাইসেন্সের জন্য দরখাস্ত—অ্যাপেনডিক্সে প্রদত্ত ১নং ফরমে দলিল লেখকের লাইসেন্সের জন্য দরখাস্ত করিতে হইবে; সার্টিফিকেট ইত্যাদির প্রত্যায়িত নকল সহ স্বহস্তে লিখিত দরখাস্তখানি স্থানীয় অবর-নিবন্ধক মারফত জেলা-নিবন্ধকের নিকট জমা দিতে হইবে। জেলা-নিবন্ধক দরখাস্তকারীর এই রুলের নিয়মানুসারে দলিল লেখক হইবার যোগ্যতা সম্পর্কে সন্তুষ্ট হইলে, দরখাস্তকারীকে নির্ধারিত লাইসেন্স দেয়ক প্রদান করিতে নির্দেশ দান করিবেন। লাইসেন্স সংক্রান্ত দেয়ক (ফিস্) প্রদান করা হইলে, নির্দিষ্ট অবর-নিবন্ধকের অফিসের অধীনে দরখাস্তকারীর নাম দলিল লেখকের রেজিস্টার বহিতে (অ্যাপেনডিক্সের তিন নম্বর ফরম) সন্নিবেশিত হইবে এবং অ্যাপেনডিক্সের ২নং ফরমে উক্ত অবর-নিবন্ধক মারফত লাইসেন্সখানি দরখাস্তকারীকে প্রদান করিতে হইবে। দলিল লেখকের নাম প্রয়োজনীয় অন্যান্য বিবরণ সহ অবর-নিবন্ধকের নিকট দলিল লেখকের রেজিস্টার বহিতে (৪নং ফরম, অ্যাপেনডিক্স) সন্নিবেশের জন্য প্রেরণ করিতে হইবে। লাইসেন্সখানি প্রদানের তারিখ হইতে কার্যকরী হইবে এবং যে বৎসর প্রদত্ত হইল সেই বৎসরের ৩১শে ডিসেম্বর অবধি উক্ত লাইসেন্স কার্যকরী থাকিবে।

নিয়ম ৯ঃ লাইসেন্স রিনিউয়াল—এই রুলের অধীনে যে লাইসেন্স প্রদান করা হয় তাহা প্রতি বৎসর জেলা-নিবন্ধক রিনিউ করিতে অথবা পুনস্বীকৃতি দান করিতে পারেন সদাচরণ, আশানুরূপ কর্ম সম্পাদন, শারীরিক সক্ষমতা এবং নির্ধারিত রিনিউয়াল দেয়ক প্রদানের শর্তে। রিনিউয়াল ফিস জমা দিবার নজির স্বরূপ ট্রেজারী চালানের কপি, ব্যাঙ্কড্রাফট অথবা মনি অরডার রসিদ সহ রিনিউয়ালের জন্য দরখাস্ত প্রতি বৎসর সেপ্টেম্বর মাসে অবর-নিবন্ধকের নিকট জমা দিতে হইবে। রিনিউয়ালের দরখাস্ত অবশ্য লেটফিস প্রদানে ঐ বৎসরের ৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যে জমা দিতে পারা যাইবে যদি দরখাস্তকারী প্রমাণ করিতে পারেন যে অনিবার্য কারণবশত বিলম্ব হইয়াছে।

নিয়ম ১০ঃ রিনিউ না করিবার শর্ত—(১) লাইসেন্স রিনিউ করা হইবে না—

(i) যদি অনুজ্ঞাধারী অনুজ্ঞাপত্রের কোন শর্ত পালন করিতে অসমর্থ হইয়া থাকেন বা হয়েন, এই নিয়মাবলীর কোন রুল লঙ্ঘন করেন অথবা এই নিয়মাবলীর

বলে যে আদেশ প্রদান করা হইয়াছে তাহার অবমাননা করায় দোষী বিবেচিত হইয়া থাকেন ;

(ii) যে সময়ের জন্য লাইসেন্স বা অনুজ্ঞা পত্র সাসপেনড করা হইয়াছে ,

(iii) অনুজ্ঞাপত্র লাভের পর ৬ নিয়মের যে কোন শর্তে অনুজ্ঞাধারী অনুপযুক্ত বিবেচিত হইয়াছেন।

(২) এই নিয়মাবলীর যে কোন শর্তে জেলা নিবন্ধক কোন দলিল লেখকের অনুজ্ঞাপত্র রিনিউয়াল প্রত্যাখ্যান করিলে, উক্ত দলিল লেখকের নাম দলিল লেখকের রেজিস্টার বহিদ্বয় (সদরে এবং অবর-নিবন্ধকের অফিসে রক্ষিত) হইতে অপসৃত হইবে।

নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে রিনিউয়ালের জন্য দরখাস্ত করিতে না পারিলে নতুন অনুজ্ঞাপত্রের জন্য আবেদন করিতে পারেন।

নিয়ম ১১ঃ আপীল—অনুজ্ঞাপত্র প্রদান করিতে অস্বীকার করিলে অথবা অনুজ্ঞাপত্রের রিনিউয়াল প্রত্যাখ্যান করিলে, মহা-নিবন্ধ পরিদর্শকের নিকট উক্ত আদেশ প্রাপ্ত হইবার পর সাত দিনের মধ্যে আপীল করা যাইবে। মহা-নিবন্ধ পরিদর্শকের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত।

দ্রষ্টব্য ঃ যদিও নিয়মাবলীতে পরিষ্কার করিয়া বলা হয় নাই, তথাপি জেলা-নিবন্ধক এবং মহা-নিবন্ধ পরিদর্শক শাস্তিদানকারী ব্যক্তিকে তাঁহার বক্তব্য রাখিবার সুযোগ প্রদান করিবেন, আশা করা যায়, ন্যাচারাল জাসটিসের নিয়ম মানিয়া জুডিসিয়াল পদ্ধতিতে জেলা নিবন্ধক এবং মহানিবন্ধ পরিদর্শক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন।

নিয়ম ১২ঃ দলিললেখকের অনুজ্ঞাপত্রের সহিত যুক্ত শর্তাবলী—নিম্নলিখিত শর্তাবলী দলিল লেখকের অনুজ্ঞাপত্রের সহিত যুক্ত আছে বিবেচনা করিতে হইবে—

(এ) দলিল লেখকের অনুজ্ঞাপত্র প্রদান সংক্রান্ত নিয়মাবলী অনুজ্ঞাধারী মান্য করিবেন ;

(বি) দেয়ক সারণিতে এই রুলের অধীনে যে পারিশ্রমিক বা ফিসের নির্দেশ প্রদান করা আছে, অনুজ্ঞাধারী তাহার অধিক ফিস তাঁহার দলিল লেখকের কাজের জন্য গ্রহণ করিবেন না ,

(সি) স্থানীয় ভাষায় তাঁহার অফিসের কোন প্রকাশ্য স্থানে দেয়ক অনুসূচী প্রদর্শিত থাকিবে ;

(ডি) অ্যাপেনডিক্সে প্রদত্ত ৫নং ফরমে তিনি একটি রেজিস্টার বহি রাখিবেন ; এই রেজিস্টার বহি রেজিস্টারিং অফিসার বা অপর কোন পরিদর্শনকারী আধিকারিক

যে কোন সময় দেখিতে পারেন। রেজিস্টার বহি শেষ হইলে দলিল লেখক উহা তিন বৎসরের জন্য সংরক্ষণ করিবেন,

(ই) অ্যাপেনডিক্সে প্রদত্ত ৬নং ফরম অনুসারে তিনি পার্টিকে রসীদ প্রদান করিতে বাধ্য থাকিবেন, রসীদে এই রুলের অধীনে তিনি যে অর্থ প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহা লিখিত থাকিবে, দলিল লেখক চেকমুড়ি তিন বৎসরের জন্য সংরক্ষণ করিবেন,

(এফ) প্রয়োজনে তিনি তাঁহার লাইসেন্স রেজিস্টারিং অফিসারকে দেখাইতে বাধ্য থাকিবেন,

(জি) তিনি দলিল পঠনযোগ্য করিয়া লিখিবেন, এবং অনুজ্ঞাপত্র প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ যখন যেমন নির্দেশ প্রদান করেন সেই অনুসারে তিনি দলিল লিখিবেন,

(এইচ্) তিনি এই মর্মে পার্টিকে জ্ঞাত করাইবেন যে পার্টি, নিযুক্তক অথবা মোক্তার স্বয়ং দলিল, দরখাস্ত এবং ফিসাদি রেজিস্টারিং অফিসার অথবা তাঁহার দ্বারা নির্ধারিত অধিকারিককে প্রদান করিবেন,

(আই) পার্টি প্রদত্ত দলিলাদি এবং কাগজপত্র দেখিয়া তিনি দলিল লিখিবেন। কোন পার্টি প্রকৃত কাগজপত্র যথা পরচা, নিবন্ধীকৃত দলিল ইত্যাদি জমা দিতে না পারিলে, দলিল লেখক বিশেষ অবস্থায় দলিল লিখিতে পারেন রেজিস্টারিং অফিসারের অনুমতিক্রমে, এরূপ ক্ষেত্রে, তিনি সম্পাদনকারীর দ্বারা স্বাক্ষরযুক্ত সম্পত্তির বিবরণ এবং মৌল বিষয় সংরক্ষণ করিবেন। রেজিস্টারি অফিসার এই সকল রেকর্ড যে কোন সময় পরিদর্শন করিতে পারেন।

দ্রষ্টব্য ঃ এখানে রেকর্ডপত্র দেখিয়া দলিল লিখিবার নির্দেশ আছে। ইহাতে দলিল লেখকের দায়িত্ব বাড়িয়াছে, ভূয়া দলিলের বিরুদ্ধে এই ব্যবস্থা। এখানে লক্ষণীয়, দলিল লেখক নিবন্ধীকৃত দলিল, পরচা ইত্যাদি দেখিয়া দলিল লিখিলে তাঁহাকে রেকর্ডের কপি রাখিবার নির্দেশ রুলে নাই, আমার মনে হয়, কোন্ রেকর্ড দৃষ্টে দলিললেখক দলিল লিখিলেন, তাহা মূল দলিলের মধ্যে একটি জায়গা করিয়া লিখিয়া দেওয়া ভাল। এরূপ ক্ষেত্রে দলিল লেখককে কোন পৃথক রেকর্ড রাখিবার প্রয়োজন হইবে না। দলিল লেখা এবং নিবন্ধীকরণ সংক্রান্ত নানা বিষয়ে জটিলতা বৃদ্ধি পাওয়ায় অফিসের সহিত দলিল লেখকদিগের দায়িত্বও বৃদ্ধি পাইযাছে। লিখিবার পূর্বে দলিল লেখক জানিয়া লইবেন পরচা অথবা মালিকানা সংক্রান্ত দলিলাদি আছে কিনা, ল্যাণ্ডসিলিং-এর কাগজপত্র আছে কিনা, আয়কর আইনের কাগজপত্র আছে কিনা, ভূমিসংস্কার আইনের কাগজপত্র আছে কিনা, ইত্যাদি ইত্যাদি।

দ্বিতীয় ক্ষেত্রে যেখানে পার্টি মালিকানা সংক্রান্ত কোন রেকর্ডপত্র দেখাইতে পারিবেন না সেখানে দলিল লেখক রেজিস্টারিং অফিসারের অনুমতি লইয়া দলিল লিখিতে পারেন।

এরূপক্ষেত্রে সম্পাদনকারী দ্বারা স্বাক্ষর যুক্ত সম্পত্তির বিবরণ এবং দলিলের মৌল বিষয় দলিল লেখককে সংরক্ষণ করিয়া রাখিতে হইবে। লক্ষণীয়, কতদিন এই সকল নথিপত্র সংরক্ষিত থাকিবে, এ ব্যাপারে রুলে কোন নির্দেশ নাই। এ ব্যাপারে সরকারী নির্দেশের প্রয়োজন আছে।

(জে) দলিল লেখক পার্টিকে ভারতীয় ষ্ট্যাম্প আইন ১৮৯৯ এর ২৭ ও ৬৪-ধারার লক্ষণাবলী বুঝাইয়া দিবেন। কোন পার্টি তাঁহার নির্দেশানুসারে কার্য করিতে অস্বীকার করিলে, তিনি লিখিতভাবে বিষয়টি রেজিস্টারিং অফিসারের নজরে আনয়ন করিবেন; দলিল লেখক এই রুলের নির্দেশমতো কার্য না করিলে ভারতীয় ষ্ট্যাম্প আইন ১৮৯৯ এর ৬৪ ধারামতে এবং এই রুল অমান্য করিবার অপরাধে দণ্ডনীয় হইবেন।

দ্রষ্টব্যঃ কোন পার্টি দলিল লেখকের উপদেশানুসারে ষ্ট্যাম্প শুল্ক প্রদানে অসম্মত হইলে দলিল লেখক লিখিতভাবে রেজিস্টারিং অফিসারকে জানাইবেন; না জানাইলে, তিনি ষ্ট্যাম্প ডিউটি ফাঁকি দিবার চক্রান্তে লিপ্ত বিবেচিত হইতে পারেন; দলিল লেখকের দায়িত্ব সম্পর্কে বিচারালয়ে কোন প্রকার সন্দেহ করিবার অবকাশ না রাখিবার জন্য রুলে এইরূপ বিধানের ব্যবস্থা করা হইয়াছে; বলা নিষ্প্রয়োজন, দলিল লেখক রেজিস্টারিং অফিসারকে যে লিখিতভাবে জানাইবেন, সে ব্যাপারে তিনি অতি অবশ্য অফিস হইতে রসীদ লইবেন।

লক্ষণীয়, ১৯৮২ সালের রুলে দলিল লেখক কেবলমাত্র দলিল লিখিবার জন্য দায়ী রহিবেন না; তিনি সক্রিয়ভাবে সরকারী কাজে সাহায্যও করিবেন এরূপ বিবেচনা করা হইয়াছে; বর্তমান ও পূর্ববর্তী উপনিয়ম তাহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

নিয়ম ১৩ঃ অনুজ্ঞাপত্রের প্রতিলিপি প্রদান—(i) দলিল লেখকের অনুজ্ঞাপত্রখানি জীর্ণ হইলে, উপযুক্ত দেয়ক প্রদান করিয়া অনুজ্ঞাপত্রের প্রতিলিপির জন্য আবেদন করিতে পারেন; মূল জীর্ণ অনুজ্ঞাপত্রখানি নাকচ করিয়া চেকমুড়ির সহিত (কাউনটার ফয়েলের সহিত) সংযুক্ত করিয়া রাখিতে হইবে।

(ii) অনুজ্ঞাপত্রখানি হারাইয়া গেলে, দলিল লেখক উপযুক্ত দেয়ক প্রদান করিয়া উহার একখানি প্রতিলিপির জন্য আবেদন করিলে নির্ধারিত মুদ্রিত ফরমে অনুজ্ঞাপত্রের প্রতিলিপি পাইতে পারেন।

(iii) লাইসেন্স, প্রতিলিপি এবং রিনিউয়াল প্রভৃতির জন্য দেয়কাদি জেলা-নিবন্ধকের নিকট নগদে, ট্রেজারীর মাধ্যমে পোষ্ট-অফিসের মনি অরডার মাধ্যমে, অথবা ব্যাঙ্ক ড্রাফটের মাধ্যমে জমা দিতে হইবে।

নিয়ম ১৪ঃ দলিল লেখক তালিকা—লাইসেন্সপ্রাপ্ত দলিল-লেখকদিগের নামের একটি তালিকা রেজিস্ট্রেসন অফিসে জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণকারী কোন

স্থানে প্রদর্শিত থাকিবে। তালিকার নিচে নিম্নলিখিত সাবধানতামূলক নোট লিখিত থাকিবে—এই তালিকাতে যে সকল ব্যক্তির নাম নাই, তাঁহারা রেজিস্ট্রেসন অফিসের মধ্যে অথবা রেজিস্ট্রেসন অফিসের এলাকার (কমপাউনডের) মধ্যে প্রবেশ করিলে টাউটরূপে বিবেচিত হইতে পারেন এবং তাঁহার নাম ৮০ [এ] (১)-উপধারামতে রচিত ও প্রকাশিত তালিকায় সন্নিবেশিত হইতে পারে, অবশ্য কয়েকটি ক্ষেত্রে এইরূপ ব্যক্তির নাম টাউট-তালিকায় সন্নিবেশিত হইবে না—যথা, এই ব্যক্তি যদি তাঁহার নিজস্ব কোন দলিল নিবন্ধীকরণের জন্য অফিসে প্রবেশ করেন বা তাঁহার নিজের প্রয়োজনে তল্লাস, নকল বা অন্য কোন কাজে অফিসে প্রবেশ করেন, অথবা উক্ত প্রকার (অপর ব্যক্তির) কোন কাজের জন্য আমমোক্তারনামা বলে অফিসে প্রবেশ করেন, অথবা নিবন্ধীকরণ আইন ১৯০৮ এর ৫২-ধারামতে প্রদত্ত রসীদে যদি এই ব্যক্তির নাম এনডোরস্ করা থাকে এবং সেই রসীদ সহ অফিসে প্রবেশ করেন, তাহা হইলে এইরূপ ব্যক্তির নাম টাউটের তালিকায় সন্নিবেশিত হইবে না।

দ্রষ্টব্য ঃ এই নিয়ম ১৯৬০ সালে রচিত নিয়ম ১২৩ এর অনুরূপ।

নিয়ম ১৫ ঃ অনুসন্ধানের অনুমতি—কোন ব্যক্তিকে টাউটরূপে সন্দেহ করিয়া অবর-নিবন্ধক যখন ঐ ব্যক্তির নাম জেলা নিবন্ধকের নিকট প্রেরণ করিবেন, তখন তিনি রেজিস্ট্রেসন আইন ১৯০৮ এর ৮০ [বি] ধারা অনুসারে অনুসন্ধান করিবার কারণ দর্শাইবেন। জেলা নিবন্ধকের নিকট হইতে প্রয়োজনীয় নির্দেশ লাভের পর অবর-নিবন্ধক ৮০ [বি]-ধারামূলে অনুসন্ধান কার্য আরম্ভ করিবেন।

নিয়ম ১৬ ঃ দলিল লেখকের অধিকার—অনুজ্ঞাপ্রাপ্ত দলিল লেখকগণ অবর-নিবন্ধকের নিয়ন্ত্রণাধীনে ও তত্ত্বাবধানে অফিসের এলাকার মধ্যে বসিতে পারিবেন এবং অনুজ্ঞাপত্রমূলে প্রাধিকৃত হইয়া কাজ-কর্ম করিবার জন্য অফিসে প্রবেশ করিতে পারিবেন।

দ্রষ্টব্য ঃ ১৬ নিয়মে বলা হইয়াছে, দলিল লেখকগণ অফিস প্রীসিংকট্স্‌এ বসিবার অনুমতি পাইবেন, এবং পরের ছত্রে বলা আছে যে অনুজ্ঞাপত্রের অধিকারী হইবার জন্য 'অফিসে' প্রবেশ করিতে পারিবেন; সুতরাং, বলিতে পারা যায় প্রীসিংকট্স্ এবং অফিসঘর—দুইটি ভিন্ন; প্রীসিংকট্স্ অর্থে অফিস সংলগ্ন এলাকা যাহা রেজিস্ট্রেসন অফিসের এলাকাভুক্ত বুঝিতে হইবে; যেখানে, অফিস সংলগ্ন এলাকা নাই, সেখানে বসিবার অনুমতি পাইবার সম্ভাবনা নাই। তবে এই নিয়মে দলিল লেখকগণের সরকারী স্থান লাভের অধিকারকে স্বীকার করে; এবং দলিল লেখকগণ বসিবার স্থান লাভের জন্য সংগতভাবে দাবী জানাইতে পারেন।

নিয়ম ১৭ ঃ দলিল লিখন প্রণালী—(i) পার্টির নিকট হইতে সরকারী রেকর্ড অথবা নিদর্শনপত্র লাভ করিয়া দলিল লেখক উক্ত নথিপত্রের সাহায্যে নিবন্ধীকরণের

জন্য দলিল লিখিবেন; রেজিস্টারিং অফিসার এই বিষয়ে মধ্যে মধ্যে অনুসন্ধান করিবেন প্রতারণামূলক দলিল প্রণয়ন ও নিবন্ধীকরণ দমন করিবার জন্য।

(ii) নিবন্ধীকরণের জন্য দলিল প্রণয়নে অনুজ্ঞাপত্রপ্রদানকারী কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে ষ্ট্যাম্প কাগজ এবং অন্যান্য নথিপত্র ব্যবহার সংক্রান্ত মধ্যে মধ্যে যে নির্দেশ পাওয়া যাইবে সেই নির্দেশ প্রত্যেক দলিল লেখক পালন করিবেন।

নিয়ম ১৮ঃ দলিল প্রত্যয়ন—(i) দলিল লেখক যে দলিল প্রণয়ন করিবেন, তাহা তিনি নিম্নলিখিতভাবে প্রত্যয়ন করিবেন ঃ—

"শ্রী ... ... (সম্পূর্ণ নাম) যিনি ... ... নিবন্ধীকরণ অফিসের অধীনে ১৯......... সালের ... ... নং অনুজ্ঞাপত্রের অধিকারী দলিলখানি প্রণয়ন করিয়াছেন।"

... ...

(দলিল লেখকের স্বাক্ষর)

(ii) মুদ্রিত অথবা টাইপকৃত দলিলের ক্ষেত্রে টাইপকারকের নাম ও স্বাক্ষর এবং প্রেসের নাম ব্যতীত দলিললেখক, অ্যাডভোকেট অথবা সলিসিটরের নাম ও স্বাক্ষর এবং সরকারী সংস্থা, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, অথবা করপোরেট বডির দলিলের ক্ষেত্রে যে ব্যক্তি দলিল লিখিয়াছেন তাঁহার সম্পূর্ণ নাম ও স্বাক্ষর দলিলে থাকিবে।

(iii) উকিলের মুসাবিদাকৃত দলিলে উকিলের নাম ও স্বাক্ষর থাকিবে; আর থাকিবে উক্ত উকিলের রেজিস্ট্রেসন নম্বর অথবা যে বার কাউনসিলের সহিত তিনি যুক্ত সেই বার কাউনসিলের নাম।

নিয়ম ১৯ঃ টাউট—যদি কোন ব্যক্তিকে রেজিস্ট্রেসন অফিসের এলাকার মধ্যে অথবা এলাকার সন্নিকটে জনসাধারণকে কোন বিশেষ দলিল লেখক দ্বারা দলিল লেখাইবার জন্য প্ররোচিত করিতে দেখা যায় অথবা যদি কাহাকেও ৮০ [জি] ধারার অধীনে প্রণীত নিয়মাবলীর শর্তাদি বিফল করিতে তৎপর দেখা যায়, তবে উক্ত ব্যক্তিকে রেজিস্ট্রেসন আইন ১৯০৮ এর ২ ধারার অন্তর্গত ১১ নং ক্লজে বর্ণিত টাউট রূপে গণ্য করা হইবে এবং তাঁহার নাম ৮০ [এ] (১) উপধারার অধীনে প্রণীত ও প্রকাশিত টাউট তালিকাতে সন্নিবেশ করিবার জন্য বিবেচিত হইবে।

দ্রষ্টব্য ঃ নিয়ম ১৯ পশ্চিমবঙ্গ রেজিস্ট্রেসন রুল ১৯৬২ এর ১২৯ নিয়মের অবিকল অনুরূপ।

বেঙ্গল টাউটস্ আইন—৫ অব্ ১৯৪২ এর ৮ ধারাতে টাউটের ব্যাখ্যা প্রদান করা আছে; উক্ত আইন বলে পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে উহা রেজিস্ট্রেসন আইনের ২ ধারার অন্তর্গত ১১ নং ক্লজরূপে সন্নিবেশিত হইয়াছে।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে লিগাল প্রাকটিসানারস আইন ১৮৭৯ এর ২ ধারাতে টাউট সম্পর্কে সদৃশ ব্যাখ্যা প্রদান করা আছে।

নিয়ম ২০ঃ দলিল লেখকের অনুজ্ঞাপত্র রহিতকরণ—(১) এই নিয়মের অধীনে কোন দলিল লেখককে প্রদত্ত অনুজ্ঞাপত্র জেলা নিবন্ধক রহিত করিতে পারিবেন, যদি—

(এ) উক্ত অনুজ্ঞাপত্র গত পর পর দুই বৎসরে তিনবার সাসপেণ্ড হইয়া থাকে; অনুবিধি এই যে সকল ক্ষেত্রে অনুজ্ঞাপত্র সাময়িক স্থগিতকরণের কারণ এই রুলে নির্দেশিত ফিস অপেক্ষা অধিকতর ফিস লওয়া হইয়াছে অথবা দাবী করা হইয়াছে, সেক্ষেত্রে অনুজ্ঞাপত্র বাতিল করা যাইতে পারে যদি উক্ত স্থগিতকরণ গত পর-পর দুই বৎসরে দুইবার হইয়া থাকে;

(বি) উক্ত দলিল লেখক ছয় নিয়মে বর্ণিত যে কোন কারণে অযোগ্য বিবেচিত হইয়া থাকেন।

(২) এই রুলের ব্যবস্থা, অথবা অনুজ্ঞাপত্রের নির্দেশাবলী অথবা যে কোন প্রকার অসদাচরণের জন্য জেলা নিবন্ধক যে কোন দলিল লেখকের অনুজ্ঞাপত্র বাতিল করিতে সক্ষম।

(৩) জেলা নিবন্ধক নিয়মিত কার্যধারার মাধ্যমে দলিল লেখকের লাইসেন্স রহিত করিবেন। সাধারণত, এইরূপ কার্যধারায় প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী অভিযোগ গঠন করিতে হইবে, অভিযোগের প্রতিলিপি অভিযুক্ত দলিল লেখককে প্রদান করিতে হইবে, দলিল লেখকের সম্মুখে সাক্ষ্য গ্রহণ করিতে হইবে, দলিল লেখককে স্বপক্ষে সাক্ষ্য প্রমাণ দিবার জন্য পর্যাপ্ত সুযোগ দিতে হইবে এবং এই সম্পর্কে কারণ সহ লিখিত আদেশ থাকিবে। জেলা নিবন্ধকের অনুজ্ঞাপত্র বাতিল সংক্রান্ত সিদ্ধান্তে মর্মাহত হইয়া দলিল লেখক মহানিবন্ধ পরিদর্শকের নিকট উক্ত প্রদানের তারিখ হইতে ষাট দিনের মধ্যে আপীল করিতে পারেন।

দ্রষ্টব্যঃ ২০ (৩) উপনিয়ম যে কার্যধারার নির্দেশ প্রদান করিয়াছে, তাহা বিচারিক পদ্ধতির অন্তর্গত। সুতরাং অনুজ্ঞাপত্র রহিতকরণ সংক্রান্ত আদেশের সিদ্ধান্ত বিচারিক পদ্ধতির মাধ্যমে হইবে; কেন না, প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের কাজে ন্যায্য ব্যবহার পালিত হইয়াছে কিনা, তাহা মহাধর্মাধিকরণ, মহাধিকরণ বিচার করিয়া দেখিবেন। এ, কে, ক্রাইপক বনাম ইউনিয়ন অব ইনডিয়া (এ, আই, আর ১৯৭০ সু. কো. ১৫০) এই সিদ্ধান্ত দিয়াছেন যে প্রশাসনিক কার্যপদ্ধতি ও কোয়েসাই বিচারিক পদ্ধতির পার্থক্য দ্রুত বিলুপ্তির পথে (জারনাল অব্ দি ইন্ডিয়ান ল ইনসটিটিউট ভল্যুম ২৫, ১৯৮৩, নং ২ জুডিসিয়াল ইনসিস্টেন্স্ অন ফেয়ারনেস ইন

অ্যাডমিনিসট্রেটিভ প্রসেস—এ, জাকব)। সুতরাং, জেলা নিবন্ধক বিচারিক পদ্ধতির প্রাথমিক নিয়মগুলি মানিয়া কার্য করিবেন আশা করা যায়।

লক্ষ্য করিয়াছেন, ২০ (৩) উপ-নিয়মের শেষাংশে লেখা আছে, জেলা নিবন্ধক কারণসহ লিখিত আদেশ দিতে বাধ্য থাকিবেন। এইরূপ আদেশকে স্পিকিং অরডার অথবা যুক্তিযুক্ত আদেশ বলিয়াছেন বিচারালয়। যে আদেশ যুক্তিযুক্ত নহে, বিচারালয় তাহা অবোধ্য আদেশ বলিতে পারেন (ব্রিটেনের হাউস অব লর্ডসএর বিচারিক সিদ্ধান্ত লনডন ও এন্, ডবলিউ, রেলওয়ে মামলা; ল অব স্পিকিং অরড়ারস—এ, স্, মিশ্র); পি, এফ, যোসেফ বনাম সুপারিনটেনডেণ্ট অব্ পোষ্ট অফিসেস কেরালা) মহাধর্মাধিকরণ বলিয়াছেন যে যুক্তিযুক্ত আদেশের দ্বারা নিম্ন কর্তৃপক্ষ উচ্চ কর্তৃপক্ষকে জানাইয়া দিয়া থাকেন উক্ত আদেশ কোন্ উদ্দেশ্যে করা হইয়াছে (এ, আই, আর, ১৯৬১, কে, ১৯৭)। বলা নিষ্প্রয়োজন, মহানিবন্ধ পরিদর্শককেও সিদ্ধান্ত লইবার জন্য বিচারিক পদ্ধতি অবলম্বন করিতে হইবে।

নিয়ম ২১ঃ দলিল লেখকের অনুজ্ঞাপত্রের সাময়িক স্থগিতাদেশ— এই নিয়মের অধীনে অনুজ্ঞাপ্রাপ্ত দলিল লেখকের অনুজ্ঞাপত্র সাময়িকভাবে স্থগিত হইকে পারে যদি উক্ত দলিল লেখক—

(১) নিয়ম ১১ অনুসারে রসীদ প্রদান করিতে রেজিস্টার বহি রক্ষা করিতে না পারেন;

(২) টাউটের ন্যায় আচরণ করেন;

(৩) এই নিয়মাবলীর ব্যবস্থাদি অথবা অনুজ্ঞাপত্রের কোন শর্ত লঙ্ঘন করেন অথবা এই নিয়মের অধীনে প্রদত্ত বিধিসংগত আদেশ অমান্য করিবার জন্য দোষী সাব্যস্ত হইয়া থাকেন;

(৪) রেজিস্ট্রেসন অফিসের কোন কর্মীর সহিত কোন অবৈধ কার্যকলাপে অংশ গ্রহণ করিবার জন্য অথবা প্ররোচিত করিবার জন্য দোষী সাব্যস্ত হইয়া থাকেন;

(৫) রেজিস্ট্রেসন অফিসে অভদ্র আচরণ করেন।

নিয়ম ২২ঃ সাময়িক স্থগিতাদেশের কর্তৃপক্ষ, পদ্ধতি এবং আপীল— (১) এক সঙ্গে তিন বৎসরের অনধিক কালের জন্য জেলা নিবন্ধক এই নিয়মের অধীনে প্রদত্ত অনুজ্ঞাপত্রের উপর সাময়িক স্থগিতাদেশ আরোপ করিতে পারেন।

(২) যথাবিহিত কার্যধারার মাধ্যমে সাময়িক স্থগিতাদেশ প্রদান করিতে হইবে। অভিযুক্ত দলিল লেখককে আত্মপক্ষ সমর্থনে বক্তব্য রাখিবার পর্যাপ্ত সুযোগ দিতে হইবে। স্থগিতাদেশ প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত লিখিতভাবে রেকর্ডভুক্ত হইবে এবং উক্ত সিদ্ধান্তের একটি প্রতিলিপি অভিযুক্ত দলিল লেখককে প্রদান করিতে হইবে।

দ্রষ্টব্য ঃ সাসপেনশন আদেশও যথাবিহিত বিচারিক পদ্ধতির সাহায্যে করিতে হইবে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অধীনে কর্মরত সরকারী কর্মচারীর সাসপেনশনে কিন্তু এই ধরনের পদ্ধতিগত বিধান নাই। সাসপেনশনকে সেখানে শাস্তিরূপে বিবেচিত হয় নাই; এখানে সাসপেনশন মূলত শাস্তিস্বরূপ; সরকারী কর্মচারী সাময়িকভাবে কর্মচ্যুত হইলেও বেতন পাইয়া থাকেন এবং নির্দোষ সাব্যস্ত হইলে বক্রী সমস্ত বেতন পাইয়া থাকেন; ধরা হয়, কর্মচ্যুত হইয়াও তিনি যেন কর্মে নিযুক্ত ছিলেন; কিন্তু কোন দলিল লেখক সাময়িকভাবে কর্মচ্যুত হইবার পর পুনরায় কাজে বহাল হইলেও তিনি কর্মচ্যুত সময়কালের জন্য কোন পারিশ্রমিক ইত্যাদি পাইবেন না; তাঁহার সুনামের যে ক্ষতি হইল, তাহার পূরণেরও কোন সম্ভাবনা নাই; সুতরাং এ ক্ষেত্রে সাসপেনশন শাস্তি বিবেচনা করা বিধেয়, এবং সেজন্য এই নিয়মে বিচারিক পদ্ধতি অবলম্বনের নির্দেশ প্রদান করা আছে।

(৩) সাসপেনশনের তারিখ হইতে ষাট দিনের মধ্যে মহানিবন্ধ পরিদর্শকের নিকট আপীল করা যাইতে পারে।

দ্রষ্টব্য ঃ মহানিবন্ধ পরিদর্শক বিচারিক পদ্ধতিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন। তাঁহার সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত; উত্তর বিচারকর্তা হিসাবে তিনি জেলা নিবন্ধকের আদেশ রদ-বদল করিতে পারেন। এখানেও সন্তুষ্ট না হইলে সংবিধানের ২২৬ আরটিকেলের সাহায্য লওয়া যাইবে।

নিয়ম ২৩ ঃ দলিল লেখকের অনুজ্ঞাপত্র প্রদান সংক্রান্ত পরীক্ষা—
(১) প্রতি জেলাতে অনুজ্ঞাপত্র প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ 'দলিল লেখকের লাইসেন্সিং টেস্ট' নামক পরীক্ষা গ্রহণ করিবেন। অনুজ্ঞাপত্র প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ যেমন সঙ্গত ও প্রয়োজনীয় বিবেচনা করিবেন তেমন পরীক্ষাসংক্রান্ত সময়, স্থান এবং পরীক্ষার ভাষা সম্পর্কে বিজ্ঞপ্তি প্রদান করিবেন।

(২) ষ্ট্যাম্প ও রেজিস্ট্রেসন আইন, দলিল প্রণয়ন, দলিলের মুসাবিদাকরণ এবং অনুজ্ঞাপত্রপ্রদানকারী কর্তৃপক্ষ অন্য যে বিষয় নির্ধারণ করিবেন সেই বিষয়ে পরীক্ষা গ্রহণ করা হইবে।

দ্রষ্টব্য ঃ সাধারণত ষ্ট্যাম্প আইন, রেজিস্ট্রেসন আইন এবং দলিল প্রণয়ন সংক্রান্ত নিয়মের উপর পরীক্ষা হইবে। অনুজ্ঞাপত্রপ্রদানকারী কর্তৃপক্ষ 'অন্য বিষয়'-ও পরীক্ষার জন্য নির্ধারণ করিতে পারেন। এখন, জেলা-নিবন্ধক যিনি অনুজ্ঞাপত্র-প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ কোন্ বিষয় পরীক্ষার অন্তর্ভুক্ত করিবেন, সে সম্পর্কে স্পষ্ট নির্দেশ থাকা প্রয়োজন; বিচারের মাপকাঠি সদৃশ্য হওয়া প্রয়োজন; দ্বিতীয়ত জেলা-নিবন্ধক যে কোন 'বিষয়' নির্ধারণ করিতে পারেন না; তিনি রসায়নবিদ্যা, পদার্থবিদ্যা, ইতিহাস, অর্থশাস্ত্র, রাষ্ট্রবিজ্ঞান 'বিষয়' হিসাবে গ্রহণ করিতে পারেন; সুতরাং 'বিষয়'

অর্থে 'প্রাসঙ্গিক বিষয়' বুঝিতে হইবে ; যথা—আরবান ল্যাণ্ড (সিলিং ও রেগুলেশন) আইন, ভূমিসংস্কার আইন, আয়কর আইনের অংশ, কমপ্রিহেনসিভ এরিয়া সংক্রান্ত আইন, সম্পত্তি হস্তান্তর আইনের অংশ, এভিডেনস আইনের অংশ, কনট্রাকট আইনের অংশ, ইত্যাদি। এ সম্পর্কে সরকারী নির্দেশ থাকা বিধেয়।

(৩) প্রতি দরখাস্তের সহিত এই নিয়মে নির্ধারিত পরীক্ষা দেয়ক সংগ্রহ করিতে হইবে।

নিয়ম ২৪ঃ প্রতি অফিসের জন্য দলিল লেখক সংখ্যা—কোন রেজিস্ট্রেসন অফিসের জন্য দলিল লেখক সংখ্যা প্রয়োজন অনুসারে নির্ধারণ করিবেন জেলা-নিবন্ধক। সাধারণভাবে, বাৎসরিক প্রতি দুইশত দলিলের জন্য একজন দলিল লেখক নিযুক্ত হইতে পারে।

দ্রষ্টব্য ঃ এই ধরনের নিয়ম বেশ জটিলতাপূর্ণ; এবং সহজেই বিচারালয়ের আশ্রয় লইয়া প্রশাসনিক ব্যবস্থায় হস্তক্ষেপ করা যায়। যেহেতু, নিয়মগুলি আইন-সভায় আলোচনা হয় না, এবং আইনসভার কার্যবিবরণীতে নিয়মাবলী সংক্রান্ত কোন প্রকার আলোচনা থাকে না, সেজন্য নিয়মগুলির ব্যাখ্যা ব্যক্তি বিশেষে ভিন্ন হইতে পারে। মনে হয়, নিয়মাবলী অনুমোদনের বর্তমান পদ্ধতির সংস্কার সাধন প্রয়োজন।

প্রতিটি নিয়ম প্রণয়নের পশ্চাতে যে যুক্তি থাকে, তাহা লিপিবদ্ধ করা উচিত ; আইনসভার বিশেষ কমিটি এই নিয়মাবলী এবং যুক্তি অনুধাবন করিয়া অনুমোদন করিলে নিয়মাবলী কার্যকরী হওয়া উচিত। দ্বিতীয় স্তরের ব্যবস্থা সময় সাপেক্ষ হইতে পারে ; প্রথম স্তরের ব্যবস্থা আবশ্যিক করিতে বাধা কোথায় জানি না।

নিয়ম ২৫ঃ অধিক্ষেত্র—অনুজ্ঞাপ্রাপ্ত দলিল লেখক, অ্যাডভোকেট, উকিল, সলিসিটর যে দলিল লিখিবেন তাহা রাজ্যের যে কোন রেজিস্ট্রেসন অফিসে নিবন্ধীকরণের জন্য গৃহীত হইবে।

নিয়ম ২৬ঃ দেয়ক—

(এ) লাইসেন্স ফি ... ... ২৫ টাকা

(বি) লাইসেন্স রিনিউয়াল ফি (বাৎসরিক) ... ... ১৫ টাকা

(সি) লেট ফি (লাইসেন্স রিনিউয়ালের জন্য) ... ... ১৫ টাকা

(ডি) ডুপ্লিকেট লাইসেন্স ফি ... ... ৫ টাকা

(ই) পরীক্ষা ফি (দলিল লেখকের লাইসেন্সিং টেস্টে বসিবার জন্য) ১০ টাকা

নিয়ম ২৭ঃ অনুজ্ঞাপ্রাপ্ত দলিল লেখকদিগকে প্রদেয় অনুমোদিত দেয়ক সারণি—

(এ) (১)	সম্পত্তির মূল্য অনধিক ১০,০০০ টাকা হইলে ...	মূল্যের উপর শতকরা এক টাকা কিন্তু কোন ক্ষেত্রেই ১৫ টাকার কম নহে।
(২)	সম্পত্তি মূল্য ১০,০০০ টাকার অধিক কিন্তু ১৫,০০০ টাকার অনধিক হইলে	১০০ টাকা এবং ১০,০০০ টাকার অধিক মূল্যের জন্য শতকরা $\frac{১}{২}$ টাকা।
(৩)	সম্পত্তি মূল্য ১৫,০০০ টাকার অধিক কিন্তু ২৫,০০০ টাকার অনধিক হইলে	১২৫ টাকা এবং ১৫,০০০ টাকার অধিক মূল্যের জন্য প্রতি ১০০০ টাকা বা তাহার অংশের জন্য ৩ টাকা।
(৪)	সম্পত্তি মূল্য ২৫,০০০ টাকার অধিক কিন্তু ৫০,০০০ টাকার অনধিক হইলে	১৫৫ টাকা এবং ২৫,০০০ টাকার অধিক মূল্যের জন্য প্রতি ১০০০ টাকা বা তাহার অংশের জন্য ২ টাকা।
(৫)	সম্পত্তি মূল্য ৫০,০০০ টাকার অধিক কিন্তু ১,০০,০০০ লক্ষ টাকার অনধিক হইলে	২০৫ টাকা এবং ৫০,০০০ টাকার অধিক মূল্যের জন্য প্রতি ১০০০ টাকা বা তাহার অংশের জন্য ১ টাকা।
(৬)	সম্পত্তি মূল্য ১,০০,০০০ লক্ষ টাকার অধিক হইলে	৩০০ টাকা।

(বি) দলিলে সম্পত্তির মূল্য না থাকিলে, দলিল লেখকের পারিশ্রমিক হইবে ১৫ টাকা যদি দলিলের শব্দ সংখ্যা ছয় শতের অধিক না হয়। ছয় শতের অধিক শব্দ সংখ্যা হইলে, অতিরিক্ত প্রতি একশত শব্দ বা তাহার অংশের জন্য ২ টাকা করিয়া ধরিতে হইবে।

দ্রষ্টব্য ঃ বায়না পত্র, অংশ নামা, ট্রাস্ট নামা, নিরূপণ পত্র, পার্টনারশিপ রিভোকেশন বা রহিতকরণ পত্র, বন্ধকের একরারনামা ইত্যাদি দলিলের ক্ষেত্রে দলিল লেখকের পারিশ্রমিক সম্পর্কে প্রশ্ন উঠিতে পারে।

(সি) রেজিস্ট্রেসন আইনের ৫২ ধারা মূলে দলিল ফেরত লইবার জন্য প্রাধিকৃত হইলে, প্রতি দলিল ডেলিভারী লইবার পারিশ্রমিক ৫০ পয়সা।

(ডি) দরখাস্ত লিখিবার জন্য :—

(১) মুদ্রিত ফরম হইলে—৫০ পয়সা প্রতি পৃষ্ঠার জন্য।

(২) হস্তলিখিত ফরম—১·০০ টাকা প্রতি পৃষ্ঠা।

(ই) সমন লিখিবার জন্য এবং ফাইল করিবার জন্য—১·০০ টাকা প্রতিক্ষেত্রে

(এফ) পশ্চিমবঙ্গ ভূমি সংস্কার আইন ১৯৫৫ এর নির্দেশানুসারে মুদ্রিত ফরমে নোটিশ লিখিবার জন্য ... ... প্রতি ফরমের জন্য ৫০ পয়সা।

(জি) ইনডেক্স তল্লাসের জন্য অথবা রেজিস্টার বহি পরিদর্শনের জন্য ১·০০ টাকা।

পরিশিষ্ট

১নং ফরম

(নিয়ম ৮)

দলিললেখকের অনুজ্ঞাপত্রের জন্য দরখাস্ত

১. দরখাস্তকারীর নাম

২. পিতার নাম

৩. বাড়ির ঠিকানা

৪. বয়স

৫. শিক্ষাগত যোগ্যতা

৬. দরখাস্তকারী যে-যে ভাষা পড়িতে ও লিখিতে পারেন

৭. পূর্ব অভিজ্ঞতা

৮. দরখাস্তকারী রেজিস্ট্রেসন আইন ১৯০৮, পশ্চিমবঙ্গ ভূমি সংস্কার আইন ১৯৫৫, ষ্ট্যাম্প আইন ১৮৯৯, সম্পত্তি হস্তান্তর আইন ১৮৮২ এর বিশেষ-বিশেষ ধারাগুলির সম্পর্কে ওয়াকিবহাল কিনা

৯. যে অফিসের জন্য অনুজ্ঞাপত্র প্রার্থনা করা হইয়াছে

১০. দরখাস্তের তারিখ

দরখাস্তকারীর স্বাক্ষর

এন. বি.

(i) দরখাস্তখানি দরখাস্তকারীকে স্বহস্তে লিখিতে হইবে।

(ii) দরখাস্তের সহিত দুইখানি পাসপোর্ট সাইজের ফটোগ্রাফ সংযুক্ত করিতে হইবে।

... ...

জেলা নিবন্ধকের আদেশ—

স্বাক্ষর

২নং ফরম
(নিয়ম ৮)

দলিললেখকের অনুজ্ঞাপত্র

……জেলা নিবন্ধকের অফিস
দলিললেখকের অনুজ্ঞাপত্র

১. নাম
২. পিতার নাম
৩. ঠিকানা

পাসপোর্ট সাইজ ফটোগ্রাফ
সাঁটিবার স্থান

পশ্চিমবঙ্গ নিবন্ধীকরণ (দলিললেখক) নিয়মাবলী, ১৯৮২ এর দ্বারা ক্ষমতাযুক্ত হইয়া জেলা নিবন্ধক … … (জেলার নাম) … … খুশি হইয়া শ্রী … … কে অনুজ্ঞাপ্রাপ্ত দলিললেখক রূপে … … রেজিস্ট্রেসন অফিসের অধীনে কার্য করিবার জন্য অনুজ্ঞাপত্র প্রদান করিতেছেন।

তাঁহার অনুজ্ঞাপত্র নং … …
স্থান … … জেলা নিবন্ধক … …
তারিখ … …

রিনিউয়াল সংক্রান্ত এনডোরসমেণ্ট

ক্রমিক নং	তারিখ	প্রেরিত টাকার পরিমাণ	প্রেরণ-সংক্রান্ত বিবরণ	রিনিউকরণের কাল	রিনিউকারী কর্তৃপক্ষের স্বাক্ষর ও উপাধি

৩নং ফরম

(নিয়ম ৮)

জেলা অফিসে রক্ষিত অনুজ্ঞাপ্রাপ্ত দলিললেখকের রেজিস্টার বহি

রেজিস্ট্রেসন অফিসের নাম··· ··· ···

ক্রমিক নং	দলিল লেখকের নাম পিতার নাম, ফটোগ্রাফ	ঠিকানা	অনুজ্ঞাপত্র প্রদান করিবার তারিখ ও অনুজ্ঞাপত্র নং	অনুজ্ঞাপত্র রিনিউ য়ালের তারিখ	নূতন অনুজ্ঞাপত্র বা রিনিউয়াল জনিত প্রদত্ত ফিস ও প্রেরণ সংক্রান্ত বিবরণ	মন্তব্য	নিবন্ধকের স্বাক্ষর

৪নং ফরম

(নিয়ম ৮)

অবর-নিবন্ধকের অফিসে রক্ষিত অনুজ্ঞাপ্রাপ্ত দলিললেখকের রেজিস্টার বহি

ক্রমিক নং	দলিল লেখকের নাম ও পিতার নাম	ঠিকানা	অনুজ্ঞাপত্র প্রদানের তারিখ ও অনুজ্ঞাপত্র নং	অনুজ্ঞাপত্র রিনিউয়ালের তারিখ	মন্তব্য	অবর নিবন্ধকের স্বাক্ষর

দ্রষ্টব্য : 'নিবন্ধকের স্বাক্ষর' এবং 'অবর-নিবন্ধকের স্বাক্ষর' এই কলম দুইটি মূল ফরমে নাই; কিন্তু জেলা প্রধান বা অফিস-প্রধানের স্বাক্ষর দ্বারা প্রত্যায়িত না থাকিলে, ভবিষ্যতে জটিলতার সৃষ্টি হইতে পারে।

৫নং ফরম

(নিয়ম ১২)

দলিললেখকের রেজিস্টার বহি

	১			২						৩	১	৫	৬	৭
ক্রমিক নং	(এ) দলিলের প্রকার	(বি) মূল্য দলিলে বর্ণিত ষ্ট্যাম্প নির্ণয়ের জন্য	(সি) মূল্য নাই এমন দলিলের শব্দ সংখ্যা	(ডি) দরখাস্ত সংখ্যা লিখিত ও আমানতকৃত		(ই) লিখিত ও আমানতকৃত সমন সংখ্যা	(এফ) ভূমি সংস্কার আইনের নোটিশ সংখ্যা		(জি) ব্যক্তি, সম্পত্তির মৌজার নাম, বৎসর সংখ্যা তল্লাস প্রসঙ্গে	মোট আদায়ীকৃত ফিস	যে পক্ষকে ৬নং ফরমে রসীদ প্রদত্ত হইয়াছে তাঁহার নাম ঠিকানা	দলিল নম্বরসহ দলিল ডেলিভারির তারিখ	মন্তব্য	দলিল লেখকের স্বাক্ষর
				স্বহস্তে লিখিত	ফরমে		মুদ্রিত	স্বহস্তে লিখিত						

দ্রষ্টব্য ঃ যদিও ফরমে প্রত্যহ দলিল লেখকের স্বাক্ষরের ব্যবস্থা নাই, তথাপি প্রত্যেক এনট্রি স্বাক্ষর দ্বারা প্রত্যায়ন করা অবশ্য কর্তব্য।

৬নং ফরম
(নিয়ম ১২)

দলিললেখক প্রদেয় রসীদ

১. ক্রমিক নং

২. দলিললেখকের
রেজিস্টার বহির ক্রমিক নং

৩. অফিসের নাম

৪. মোট আদায়ীকৃত ফিস

৫. দেয়ক প্রদানকারী পক্ষের নাম

... ...

দলিললেখকের স্বাক্ষর

অনুজ্ঞাপত্র নং··· ···

নোট ঃ রসীদের কার্বন প্রতিলিপি দলিললেখক সংরক্ষণ করিবেন।

দলিললেখকের ঘোষণা

দলিললেখকদিগকে অনুজ্ঞাপত্র প্রদানের সময় নিম্নলিখিত দর্শনার্থ (প্রোফরমা) অনুসারে একটি ঘোষণা লইতে হইবে। এই নির্দেশ ১৯৮৪ সালের মে মাসে রেজিস্ট্রেসন ডাইরেক্টরেট হইতে প্রচার করা হয়।

দর্শনার্থের বয়ান ঃ

আমি শ্রী ... ... পিতা ... ... সাকিম ... ... এতদ্বারা ঘোষণা করিতেছি যে আমি কোন লাভজনক কাজে বা চাকরিতে নিযুক্ত নই এবং যদি ভবিষ্যতে অন্যথা প্রমাণিত হয় তবে আমার অনুজ্ঞাপত্র পশ্চিমবঙ্গ নিবন্ধীকরণ (দলিললেখক) নিয়মাবলী ১৯৮২ এর ২০ এবং ২১ নিয়মের কার্যধারা ব্যতিরেকেই রহিতকরণের জন্য স্থিরীকৃত হইবে।

... ...

স্বাক্ষর

দ্রষ্টব্য ঃ এইরূপ ঘোষণা পূর্বতন নিয়মে প্রাপ্ত অনুজ্ঞাধারীর নিকট হইতে অনুজ্ঞাপত্র রিনিউয়ালের সময় গ্রহণ করা বিধেয়। জেলা নিবন্ধক স্বয়ং এ ব্যাপারে ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারেন।

মন্তব্য ঃ মূল রুলে প্রতিক্ষেত্রে 'ভারতীয় রেজিস্ট্রেসন আইন' অসতর্কতাবশত লিখিত হইয়াছে ; কার্যত, 'রেজিস আইন' পড়িতে হইবে।

পশ্চিমবঙ্গ নিবন্ধীকরণ (অবিকল প্রতিলিপি ফাইলকরণ সংক্রান্ত) নিয়মাবলী

বিজ্ঞপ্তি

নিবন্ধীকরণ আইন, ১৯০৮ (১৬নং, ১৯০৮) এর ৮৯ [এ] ধারা বলে ক্ষমতা যুক্ত হইয়া রাজ্যপাল নিম্নলিখিত নিয়মাবলী প্রণয়ন করিতে ইচ্ছা করেন :—

দ্রষ্টব্য : পশ্চিমবঙ্গ সরকার, বিচার বিভাগ বিজ্ঞপ্তি নং ৫১২রে. তাং ২০. ৩. ৮৩।

নিয়মাবলী

নিয়ম ১ : শিরোনাম, ব্যাপ্তি ও সূচনা—(১) এই নিয়মাবলী পশ্চিমবঙ্গ নিবন্ধীকরণ (অবিকল নকল ফাইলকরণ সংক্রান্ত) নিয়মাবলী ১৯৭৯ নামে পরিচিত।

(২) ইহা পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্র ব্যাপ্ত।

(৩) রাজ্য সরকার সরকারী গেজেটে বিজ্ঞপ্তিদ্বারা কোন্ কোন্ অঞ্চলে এবং কোন্ কোন্ তারিখ হইতে এই নিয়মাবলী কার্যকরী হইবে তাহা জানাইয়া দিবেন ;

দ্রষ্টব্য : এই নিয়ম রাজ্যে ভিন্ন সময়ে চালু হইতে পারে ; ১৯৮৪ সালের এপ্রিল মাসে পশ্চিমবঙ্গের ছয়টি জেলায় এই নিয়ম প্রথম চালু হয়।

নিয়ম ২ : যে দলিলশ্রেণীর জন্য অবিকল নকল ফাইল করিতে হইবে—সকল শ্রেণীর দলিলের অবিকল নকল উপযুক্ত বহিতে ফাইল করিতে হইবে।

নিয়ম ৩ : নিবন্ধীকরণের জন্য দলিল দাখিল ধরন—নিবন্ধীকরণের জন্য দাখিলীকৃত প্রত্যেক দলিলের সহিত এই নিয়মে নির্দিষ্ট ধরনে প্রস্তুত উক্ত দলিলের একখানি অবিকল নকল (পরবর্তীকালে নকল হিসাবে উল্লেখিত হইয়াছে) থাকিবে।

যে ব্যক্তি নিবন্ধীকরণের জন্য দলিল দাখিল করিবেন তিনি উক্ত দলিলের অবিকল নকল প্রদান করিবেন। রেজিস্টারিং অফিসার চাহিলে দলিল-দাখিলকারী প্রয়োজনমতো অলিখিত ফরম এনডোর্সমেন্ট এবং সার্টিফিকেট লিখিবার জন্য প্রদান করিবেন।

নিয়ম ৪ : নকলের আদর্শ ফরম—(১) নকল কালসহ কাগজে (মুদ্রিত) হইবে ; এই কাগজ দৈর্ঘে ৪৩ সেমি, প্রস্থে ৩০·৫ সেমি ; এই কাগজের সম্মুখভাগে শীর্ষদেশ সীমান্ত হইতে ৪ সেমি এবং তলদেশ সীমান্ত হইতে ৬·৫ সেমি এবং উত্তর ও দক্ষিণ দেশের সীমান্ত হইতে ৪ সেমি করিয়া দূরত্বে যথাক্রমে উল্লম্ব ও অনুভূমিক রেখাদ্বারা আয়তক্ষেত্র মুদ্রিত থাকিবে ; এই প্রান্তদেশীয় রেখাদ্বারা যুক্ত আয়তক্ষেত্রের

মধ্যে ৩৩টি অনুভূমিক মুদ্রিত লাইন দলিলের নকল করিবার জন্য থাকিবে। শীর্ষদেশে থাকিবে রাষ্ট্রীয় প্রতীক।

শীর্ষদেশে বরডার লাইনের বাহিরে বামদিকে মুদ্রিত থাকিবে 'রেজিস্ট্রেসন ডিপার্টমেণ্ট, পশ্চিমবঙ্গ এবং ডানদিকে থাকিবে 'দলিল নম্বর......'। তলদেশে বরডার লাইনের বাহিরে বামদিকে মুদ্রিত থাকিবে ঃ 'দাখিলকারীর স্বাক্ষর'; এবং ইহার নিচে বামদিকে মুদ্রিত থাকিবে ঃ—

(১) ... ...

... ... (পাঠক)

পরীক্ষিত— (২) ... ...

পরীক্ষক

দলিল লেখকের নাম

নকল নবীশের নাম

দক্ষিণ দিকে নিম্নলিখিতরূপ শীট এনডোর্সমেণ্ট মুদ্রিত থাকিবে; ... ... নং বহির ... ... সালের ... ... দলিলের নকলে ... ... শীট আছে।

(সংখ্যা) ... ... অবর-নিবন্ধক।

(স্বাক্ষর)

দ্রষ্টব্য ঃ আদর্শ ফরমের নমুনা নিয়মাবলী শেষে প্রদত্ত হইয়াছে। "দলিল লেখকের নাম ... ... নকল নবীশের নাম ... ..." পশ্চিমবঙ্গ সরকার, বিচারবিভাগ নং ১৩০১০ বে. তাং ১. ১২. ১৯৮১ সংশোধনমূলে যুক্ত হইয়াছে।

(২) ফরমের বাম পার্শ্বে ফাইলিংএর জন্য দুইটি গহ্বর থাকিবে। ফরমের অপর পৃষ্ঠা সম্মুখভাগের অনুরূপ তবে অপর পৃষ্ঠায় রাষ্ট্রীয় প্রতীক এবং শিট এনডোর্সমেণ্ট থাকিবে না এবং উভয় পার্শ্বের প্রান্তিক উল্লম্ব রেখাদ্বয় প্রান্তদেশ হইতে ৪ সেমি ব্যবধানে থাকিবে।

(৩) সরকার নির্ধারিত মূল্যে বিভিন্ন রেজিস্ট্রেসন অফিস হইতে এবং সরকার মনোনীত ব্যক্তির মাধ্যমে আদর্শ ফরম বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিবেন।

দ্রষ্টব্য ঃ সরকার ফরম বিক্রয়ের জন্য প্রয়োজন মনে করিলে বাহিরের লোক নিযুক্ত করিতে পারেন যেমন ষ্ট্যাম্প বিক্রেতা ইত্যাদি নিয়োগ করা হয়। সরকার ফরমের দাম নির্ধারণ করেন; এই দাম পরিবর্তনের ক্ষমতাও সরকারের আছে।

নিয়ম ৫ ঃ নকল প্রণয়ন—(১) নকল হস্তলিখিত, টাইপকৃত, মুদ্রিত অথবা লিথোগ্রাফকৃত হইবে পরিষ্কার ও সহজপাঠ্যভাবে রেখাগুলির উপর। উক্ত হস্তাক্ষর,

মুদ্রণ এবং লিথোগ্রাফকৃতলিখন দীর্ঘস্থায়ী ব্লু-ব্লাক অথবা ব্লাক কালি দ্বারা সম্পন্ন করিতে হইবে এবং টাইপকৃত কপিগুলি দীর্ঘস্থায়ী ব্লু-ব্লাক অথবা ব্লাক ইমপ্রেশনে সম্পন্ন করিতে হইবে।

(২) প্রত্যেক নকল মূল দলিলের অবিকল প্রতিলিপি হইবে কিন্তু ফাক্সিমিলি অথবা হুবহু নকল হইবার প্রয়োজন নাই। পক্ষগণের প্রত্যয়নকারী সাক্ষীগণের স্বাক্ষরসহ মূল দলিলের প্রতি পৃষ্ঠার বিষয় নকলে বিশ্বস্ততার সহিত নকল করিতে হইবে।

(৩) আদর্শ ফরমের উভয় পৃষ্ঠাই নকলের কাজে ব্যবহার করিতে হইবে। ফরমের রুলকৃত লাইনগুলিকে বেষ্টন করিয়া যে সীমারেখা আছে তাহার বাহিরে নকলের কোন অংশে লিখিত, টাইপকৃত, মুদ্রিত অথবা লিথোগ্রাফকৃত হইবে না।

(৪) কোন শব্দ অথবা সংখ্যা সংশোধন করিবার প্রয়োজন হইলে, অশুদ্ধ শব্দ অথবা সংখ্যা কাটিয়া দিতে হইবে এবং শুদ্ধ বিষয় নতুন করিয়া লিখিতে হইবে। দলিলদাখিলকারী অথবা সম্পাদনকারী উক্ত কাটা ও পরিবর্তন প্রত্যায়ন করিবেন। কোন পরিবর্তিত শব্দ অথবা সংখ্যা না-কাটা অবস্থায় এবং প্রত্যায়িত না হওয়া অবস্থায় নকলেব মধ্যে থাকিবে না।

দ্রষ্টব্য ঃ চার উপনিয়ম বিচারবিভাগীয় বিজ্ঞপ্তি নং ১৩০১০ রে, তাং ১.১২.৮২ দ্বারা উক্তরূপে সংশোধিত হইয়াছে, মূল উপনিয়মে প্রত্যায়নের কথা ছিল না। কেমন করিয়া প্রত্যায়ন বা তসদিক করা হইবে তাহা নিয়মে বলা নাই। স্বাক্ষরদ্বারা প্রত্যায়ন করা যাইতে পারে; তবে নকলের ভিতর যাহাতে অস্পষ্টতা না আসে সেদিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। যে সকল সম্পাদনকারী টিপদ্বারা স্বাক্ষর করেন, তাঁহারা নকলের ভিতরের কাট-কুট টিপদ্বারা স্বাক্ষর করিলে পাঠ্যবিষয় অ-পাঠ্য হইতে পারে। আমাদের দেশে দলিলে কৈফিয়ৎ প্রদানের যে রীতি আছে, তাহা এরূপ স্থলে অনুসরণ করা যাইতে পারে। নকল শেষ হইবার পর সর্বশেষে নকলের ভিতরকার কাট-কুট ইত্যাদি কৈফিয়ৎ আকারে লিখিবার পর সম্পাদনকারী স্বাক্ষর করিতে পারেন; ইহাও তসদিক করা হইল।

(৫) পরবর্তীকালে কোন বিষয় যাহাতে প্রক্ষিপ্ত না হইতে পারে সেজন্য সর্তকতামূলক ব্যবস্থা হিসাবে যখন কোন নকল লিখিত বা টাইপ হইবে তখন যেন শব্দ সমষ্টি ও অক্ষর সমষ্টির মধ্যে কোন শূন্যস্থান না থাকে। এক অবিচ্ছিন্ন ব্যাপ্তিতে নকল করিতে হইবে।

নকলের যে অংশে পক্ষগণের স্বাক্ষর নকল করিবার জন্য থাকে এবং মূল দলিলের পরবর্তী পৃষ্ঠার শীর্ষদেশে যে পৃষ্ঠা নম্বর থাকে সেই পৃষ্ঠা নম্বর নকল করিবার জন্য তাহার পূর্বে এবং পরে ২ সেমি রেখাদ্বারা চিহ্নিত করিতে হইবে; উদ্দেশ্য, দুই

সেন্টিমিটার রেখা দুইটির মধ্যবর্তী লেখাগুলি দলিল অভ্যন্তরস্থ লেখা নয়। এই উপনিয়মের নির্দেশ মুদ্রিত নকলের ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হইবে না।

দ্রষ্টব্য ঃ এই উপ-নিয়মটি জটিল; কেন জটিল করা হইল তাহা বোধগম্য হইতেছে না। অনেক দলিলে সম্পাদনকারী প্রতি পৃষ্ঠায় স্বাক্ষর করেন না; সেক্ষেত্রে ২ সেমি রেখাদ্বয়ের মধ্যে কেবলমাত্র পৃষ্ঠা নং থাকিবে। ধরুন, বিপাসাদেবী দলিলের প্রতি পৃষ্ঠায় সম্পাদন স্বাক্ষর করিয়াছেন; নকল হইবে ঃ

... ... স্বাঃ বিপাসাদেবী, ২য় পৃষ্ঠা ... ... ।

(২ সেমি রেখা) (২ সেমি রেখা)

প্রথম ও শেষ পৃষ্ঠা নম্বর নকলে আসিবার সম্ভাবনা দেখিনা যদিনা ভিন্নরূপ নির্দেশ প্রদত্ত হয়।

(৬) প্রতি ষ্ট্যাম্প পেপারে ষ্ট্যাম্প ভেনডরের যে এনডোরসমেণ্ট থাকে তাহা নকলনবীশ নকল করিবেন না; ঐ অংশটুকু রেজিস্ট্রেসন বিভাগের কর্মীদ্বারা নকল করান হইবে।

(৭) নকল করা শেষ হইলে নকলনবীশ নকলের শেষে একটি ২ সেমি রেখা টানিবেন; লিখিবেন 'নকল প্রস্তুত কারক' এবং পরে নকলনবীশ তাঁহার স্বাক্ষর করিবেন।

(৮) নকলকৃত আদর্শ ফরমের প্রতি পৃষ্ঠার পাদদেশে যে ব্যক্তি দলিল দাখিল করিবেন, তাঁহার স্বাক্ষর থাকিবে।

(৯) সমবায় সমিতি, রাষ্ট্রীয় সংস্থা, কেন্দ্রীয় সরকার, রাজ্য সরকার অথবা স্থানীয় নিকায়ের (লোকালবডি) কোন বিভাগ যাঁহারা অনেকগুলি করিয়া নিদর্শনপত্র রেজিস্ট্রী করেন তাঁহারা ফাইল করিবার জন্য নকল তাঁহাদের প্রাধিকৃত ব্যক্তি দ্বারা এই নিয়মে নির্ধারিত আদর্শ ফরমে নকল করাইয়া লইতে পারেন; দামের বিনিময়ে রেজিস্ট্রেসন অফিস হইতে আদর্শ ফরম পাওয়া যাইবে।

দ্রষ্টব্য ঃ সরকার, সমবায় সমিতি, রাষ্ট্রীয় সংস্থা প্রভৃতিকে বিশেষ ক্ষেত্রে অনুজ্ঞাপ্রাপ্ত নকলনবীশকে দিয়া দলিল নকল করাইবার প্রয়োজন হইতে রেহাই প্রদান করা হইয়াছে। রুলের ভাষা পরিষ্কার নয়; যেমন, যদি কোন রাষ্ট্রীয় সংস্থা অনেকগুলি দলিল না রেজিস্ট্রী করিয়া দুই একখানি রেজিস্ট্রী করেন, তাহা হইলে কি হইবে। প্রাধিকৃত ব্যক্তি কে হইতে পারে ইত্যাদি। এইসব জটিলতা পরিহার করিয়া আমাদের বক্তব্য ঃ (১) উক্ত সংস্থাগুলির দ্বারা যে সকল দলিল নিবন্ধীকৃত হইবে সেগুলির প্রতিলিপি লিখনের জন্য অনুজ্ঞাপ্রাপ্ত নকলনবীশ নিয়োগের বাধ্য বাধকতা নাই। (২) 'প্রাধিকৃত ব্যক্তি' অর্থে ঐ সকল সংস্থায় যে সকল ব্যক্তি কর্মে নিযুক্ত আছেন তাঁহাদের মধ্যে যে কেহ হইতে হইবে; কেননা যে কোন ব্যক্তিকে

দিয়া নকল করান হইবে না বলিয়া অনুজ্ঞাপ্রাপ্ত নকলনবীশের ব্যবস্থা করা হইযাছে ; তাছাড়া, সরকার যাঁহাকে অনুজ্ঞাপত্র প্রদান করিযাছেন নকল করিবার জন্য, সরকার তাঁহাকে না নিয়োগ করিয়া সরকারেব সঙ্গে যুক্ত নয় এমন ব্যক্তিকে দিয়া নকল করাইলে তাহা নিতান্ত অসমীচীন হইবে।

(১০) মূল দলিলের সহিত ম্যাপ অথবা প্ল্যান সংযুক্ত থাকিলে ফাইলিং কপির সহিত নির্ধারিত ব্লাঙ্ক ফাইলিং কপি ফরমে উক্ত ম্যাপ অথবা প্ল্যানের কপি করিয়া জমা দিতে হইবে।

দ্রষ্টব্য ঃ অবিকল নকলের সহিত প্ল্যানের যে কপি প্রদান করিতে হইবে সেই প্ল্যান কপি প্রণয়নের জন্য রেজিস্ট্রেসন অফিসে আদর্শ ফরম পাওয়া যাইবে। উক্ত ফরমে প্ল্যান কপি করিতে হইবে। (৯) ও (১০) উপনিয়ম পশ্চিমবঙ্গ সরকার, বিচার বিভাগ, বিজ্ঞপ্তি নং ১৩০১০ রে. তাং ১. ১২. ১৯৮২ মূলে সংযুক্ত হইয়াছে।

নিয়ম ৬ ঃ ডুপ্লিকেট ইত্যাদি সহ দলিলের নিবন্ধীকরণ—(১) কোন দলিল এক বা ততোধিক অনুলিপি সহ নিবন্ধীকরণেব জন্য দাখিল করা হইলে, উক্ত দলিলের একাধিক অবিকল নকল দাখিল করিবার প্রযোজন নাই, তবে দলিল দাখিলকারীকে প্রতি অনুলিপির জন্য এক শিট করিয়া অলিখিত আদর্শ কপি ফরম প্রদান করিতে হইবে, অবশ্য শর্ত এই যে যদি কোন দলিল এমন স্থাবব সম্পত্তি সংক্রান্ত হয় যাহা একাধিক জেলায় অবস্থিত, তাহা হইলে দলিল দাখিলকারী দলিলের সহিত অতিরিক্ত জেলার জন্য এক কপি করিয়া অবিকল নকল প্রদান করিবেন।

(২) রেজিস্ট্রারিং অফিসারের মতে যদি কোন দলিলের কপি একাধিক রেজিস্টাব বহিতে ফাইল করিবার জন্য স্থিরীকৃত হয, তবে দলিল দাখিলকারীকে অতিবিক্ত অবিকল নকল প্রদান করিতে হইবে।

দ্রষ্টব্য ঃ এই নিয়মে (১) প্রতিলিপি ইত্যাদির ক্ষেত্রে করণীয়, (২) ভিঃ জেলাস্থিত সম্পত্তি সংক্রান্ত দলিলের ক্ষেত্রে করণীয় এবং (৩) একটি দলিল যদি একাধিক বহিতে ফাইল করিতে হয় তবে সেরূপ ক্ষেত্রে করণীয় কর্তব্য সম্পর্কে বলা হইয়াছে। ডুপ্লিকেট ট্রিপলিকেট প্রভৃতি কপির জন্য একখানি করিয়া অলিখিত আদর্শ ফরম জমা দিতে হইবে ; ভিন্ন-জেলাস্থিত সম্পত্তি থাকিলে প্রতি জেলার জন্য একখানি করিয়া দলিলের অবিকল নকল দিতে হইবে ; অফিসে সংরক্ষণের জন্য প্রদত্ত অবিকল নকল ছাড়াও প্রতি ভিন্ন জেলার জন্য অবিকল নকল দিতে হবে। কোন দলিল পাঠে যদি উক্ত দলিলের কপি একাধিক রেজিস্টার বহিতে—যথা, ১নং রেজিস্টারবহি ও ৪নং রেজিস্টারবহি—ফাইল করিতে হয় তবে প্রতি বহির জন্য একখানি করিয়া অবিকল নকল দলিল দাখিলের সহিত জমা দিতে হইবে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার, বিচার বিভাগ, বিজ্ঞপ্তি নং ১৩০১০ রে, তাং ১. ১২. ৮২ দ্বারা ৬-নিয়ম উপরিউক্তভাবে সংশোধিত হইয়াছে; মূল নিয়মে ভিন্নজেলা সম্পত্তি সংক্রান্ত দলিলে অতিরিক্ত অবিকল নকল প্রদানের ব্যবস্থা ছিল না এবং একাধিক রেজিস্টার-বহি সংক্রান্ত দলিলের অবিকল নকল প্রদান সংক্রান্ত কোন নির্দেশ ছিল না।

নিয়ম ৭ঃ দলিল দাখিল হইবার পরবর্তী পদ্ধতি—নিবন্ধীকরণের জন্য কোন দলিল দাখিল করা হইলে, রেজিস্টারিং অফিসার দেখিবেন যে দলিলখানির সহিত প্রয়োজনীয় অবিকল নকল আছে এবং নকলখানি এই রুলের নির্দেশানুসারে প্রণীত। রেজিস্টারিং অফিসারের নিকট নকলখানি এই নিয়মের নির্দেশানুসারে ন করিবার জন্য ত্রুটিপূর্ণ বিবেচিত হইলে, দলিলখানি দাখিলকারীকে ফিরাইয়া দিবেন এই নির্দেশ দান করিয়া যে নকলের ত্রুটি মুক্তি করিয়া অথবা আর একটি নতুন নকল যাহাতে এই ধরনের ত্রুটি নাই সেইরূপ নকল সহ দলিলখানি পুনরায় দাখিল করিতে হইবে।

নিয়ম ৮ঃ রেজিস্টার বহি—(১) ১৬-ধারা এবং ৫১ ধারা মতে যে, ১নং, ৩নং এবং ৪ন রেজিস্টার বহি রাখিবার ব্যবস্থা আছে তাহা, সাধারণভাবে ১নং রেজিস্টার বহি ৫০০ পৃষ্ঠার ভল্যুমে, ৩নং রেজিস্টার বহি ১২০ পৃষ্ঠার ভল্যুমে এবং ৪নং রেজিস্টার বহি ৩০০ পৃষ্ঠার ভল্যুমে হইবে, উপরে যে ভল্যুমের আদর্শ নির্দেশিত হইল তাহা কেবলমাত্র কোন দলিলের সম্পূর্ণ সন্নিবেশের জন্য লঙ্ঘন করা যাইবে।

কোন ভল্যুমে বৎসরাধিক দলিলের নকল সন্নিবেশিত হইবে না।

দ্রষ্টব্যঃ দ্বিতীয় প্যারাটি পশ্চিমবঙ্গ সরকার, বিচার বিভাগ, বিজ্ঞপ্তি নং ১৩০১০ রে. তাং ১. ১২. ১৯৮২ দ্বারা সংযোজিত হইয়াছে।

আদর্শ ভল্যুমের পৃষ্ঠা সংখ্যা কখন লঙ্ঘন করা যাইবে তাহা উদাহরণ সহকারে বলা যাইতে পারে। মনে করুন, কোন ১নং রেজিস্টার বহির পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪৯৮; পরের দলিলখানির নকল যাহার পৃষ্ঠা সংখ্যা ১০—সন্নিবেশ করিতে হইলে ভল্যুমের পৃষ্ঠা সংখ্যা হয় ৫০৮, একপক্ষেত্রে ঐ ভল্যুমের শেষ হইবে ৪৯৮ পৃষ্ঠায়; আবার, মনে করুন উক্ত রেজিস্টার বহির পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩—সন্নিবেশ করিলে ভল্যুমের পৃষ্ঠা সংখ্যা হয় ৫০১। একপক্ষেত্রে পরের দলিলখানির নকল সন্নিবেশ করা যাইতে পারে। রেজিস্টারিং অফিসারের অবস্থা বুঝিয়া স্ববিবেক ব্যবস্থা করিবার অবকাশ আছে।

(২) কোন দলিলের প্রথম অবিকল নকল ফাইল করিবার জন্য প্রস্তুত হইলে প্রয়োজনীয় একখানি রেজিস্টার বহি খোলা হইবে। বহির প্রথমেই থাকিবে নাম-পত্র (টাইটল পেজ); ইহাতে বহির নম্বর ও বিবরণ থাকিবে; আর থাকিবে, অফিসের নাম, ভল্যুম নম্বর এবং ভল্যুমে ফাইলিং-এর তারিখসহ দলিলের প্রথম নকলের নম্বর

ও বৎসর। ভল্যুমটি খুলিবার অব্যবহিত পরেই নামপত্রে লিখিত উক্ত এনট্রীগুলি রেজিস্টারিং অফিসারের তারিখসহ স্বাক্ষর দ্বারা প্রত্যায়িত হইবে।

(৩) কোন দলিলের নকল প্রমাণীকৃত হইবার পর, শীট এনডোর্সমেণ্ট যুক্ত হইবার পর এবং এইরূপে ফাইলিং-এর জন্য প্রস্তুত হইবাব পর নকলখানি এই উদ্দেশ্যে রক্ষিত একখানি কুলুপযোগ্য ফাইল বোর্ডে ফাইল করিতে হইবে। প্রত্যেক অফিসে ১নং রেজিস্টার বহি, ৩নং রেজিস্টার বহি এবং ৪নং রেজিস্টার বহির জন্য পৃথক পৃথক কুলুপযোগ্য ফাইল বোর্ড থাকিবে।

ফাইলবোর্ডগুলি বেজিস্টারিং অফিসারের তত্ত্বাবধানে থাকিবে. ঐগুলি কুলুপবদ্ধ থাকিবে এবং ফাইলবোর্ডগুলির কুলুপের চাবি রেজিস্টারিং অফিসারের হেপাজতে থাকিবে। প্রতিদিন অফিসের কাজের শেষে রেজিস্টার বহির ভল্যুম সংক্রান্ত ফাইল বোর্ডগুলি কুলুপবদ্ধ আধারের মধ্যে রাখিয়া নিরাপদ করিতে হইবে।

(৪) প্রতি রেজিস্টার বহি ভল্যুমে (১) উপনিয়মানুসারে পৃষ্ঠা সংখ্যা হইল, ভল্যুমটিকে ফাইল বোর্ড হইতে খুলিয়া লইতে হইবে, শিটগুলি একত্রে বাঁধিতে হইবে, ভল্যুমে শেষ দলিলের নকলের নম্বর ও বৎসর এবং ফাইলিং এর তারিখ নামপত্রে লিখিতে হইবে; উহা তারিখসহ স্বাক্ষর দ্বারা রেজিস্টারিং অফিসার প্রত্যায়ন করিবেন; তারিখসহ স্বাক্ষর দ্বারা রেজিস্টারিং অফিসার ভল্যুমটিতে কত পৃষ্ঠা আছে সে সম্পর্কে একটি সার্টিফিকেট নামপত্রে লিখিবেন; ইহার পর ভল্যুমটি একটি সীলকরা খামে রেজিস্টারিং অফিসারের স্বাক্ষর যুক্ত হইয়া সংরক্ষিত হইবে, খামটিতে ভল্যুমের বিবরণ সহ একটি স্লিপ-যুক্ত করা থাকিবে। সীলকরা খামে রক্ষিত রেজিস্টার বহি ভল্যুমটি কুলপবদ্ধ আধারে সংরক্ষিত হইবে, আধারের চাবিগুলি, খাম সীলমোহর করিতে ব্যবহৃত সীলটি রেজিস্টারিং অফিসারের হেপাজতে থাকিবে।

(৫) রেজিস্টার বহি ভল্যুমের সীলকরা খামটি তল্লাস, প্রত্যায়িত নকল এবং অন্যান্য প্রয়োজনে খোলা যাইবে; ভল্যুমগুলি সীলকভারের বাহিরে আনয়ন করিবার পর রেজিস্টারিং অফিসারের তত্ত্বাবধানে থাকিবে। ভল্যুমগুলি যত শীঘ্র সম্ভব এবং অবশ্যই ঐদিনেই অফিস বন্ধ হইবার পূর্বে সীলযুক্ত খামের মধ্যে সংরক্ষিত করিতে হইবে।

(৬) মহানিবন্ধ পরিদর্শক যেমন ভাবে এবং যে সময় অন্তর সম্পূর্ণ রেজিস্টার বহি ভল্যুমগুলি বাঁধাই করিতে নির্দেশ প্রদান করিবেন, রেজিস্টার বহি ভল্যুমগুলি রেজিস্ট্রেসন অফিসে উক্ত নির্দেশমতো রেজিস্টারিং অফিসারের উপস্থিতিতে বাঁধান হইবে।

নিয়ম ৯ঃ নকলের ফাইলকরণ এবং প্রমাণীকরণ পদ্ধতি—(১) দলিলের সহিত যে নকল দাখিল হয় তাহা রেজিস্ট্রেসন অফিসের কর্মীদ্বারা সযত্নে মূল দলিলের

সহিত কমপেয়ার করিতে হইবে; মূলের অবিকল নকল করিবার জন্য তাঁহারা প্রয়োজনীয় এনট্রী এবং সংশোধন করিতে পারিবেন।

(২) দলিল নকলের কার্য (পক্ষগণ, প্রত্যায়নকারী সাক্ষী এবং দলিললেখকের স্বাক্ষর নকল কার্যসহ) সম্পন্ন হইবার পরে, নকল নবীশ (কপি রাইটার) নকলে স্বাক্ষর করিবেন। ইহার পরে রেজিস্ট্রেসন অফিসের কোন কর্মী ষ্ট্যাম্প বিক্রেতার এনডোর্সমেণ্ট নকল করিবেন; দলিলের প্রদত্ত ষ্ট্যাম্পের মূল্য (ষ্ট্যাম্প কাগজ এবং কোর্ট ফি লেবেল) দলিলের ভাষায় নকলে সন্নিবেশ করিতে হইবে। দলিলে কোন ষ্ট্যাম্প ডিউটি না লাগিলে, 'ষ্ট্যাম্প নাই' এইরূপ এনট্রী করিতে হইবে। ষ্ট্যাম্প শুল্ক সংক্রান্ত দলিলে প্রদত্ত সার্টিফিকেট ইহার পরে নকল করিতে হইবে।

(৩) ষ্ট্যাম্প সংক্রান্ত এনট্রীর লাইনে এই শিরোলিপি থাকিবে: 'এনডোর্সমেণ্ট এবং সার্টিফিকেটের নকল' এবং শিরোলিপির নিম্নে দলিলের পৃষ্ঠলেখ নকল করিতে হইবে।

(৪) মূল দাললের সহিত কম্পেয়ার করিয়া প্রতিলিপিখানিকে মূলের অবিকল নকল করিয়া, মূলের এনডোর্সমেণ্ট প্রতিলিপিতে নকল ও কম্পেয়ার করিয়া, রেজিস্টার বহির কোন্ ভল্যুমে ইহা ফাইল করিতে হইবে তাহা স্থির করিয়া এবং উক্ত ভল্যুমের কত পৃষ্ঠা নম্বর হইবে তাহা নির্ণয় করিয়া একটি নাম্বারিং মেসিনের সাহায্যে উক্ত নকলের পৃষ্ঠা সংখ্যা প্রদত্ত হইবে।

(৫) ইহার পর রেজিস্ট্রেসন আইন ১৯০৮ এর ৬০ ধারা অনুসারে রেজিস্ট্রসন সারটিফিকেট দলিলে প্রদান করিতে হইবে; উহাতে থাকিবে রেজিস্টার ভল্যুম নম্বর এবং দলিলের নকলখানি কত পৃষ্ঠা হইতে কত পৃষ্ঠা পর্যন্ত ভল্যুমের-মধ্যে ব্যাপ্ত। ৬০-ধারার পৃষ্ঠলেখ দলিলে লিখিত হইবার পর ঐ পৃষ্ঠলেখ রেজিস্ট্রসন আইন ১৯০৮ এর ৬১ (১) উপধারা অনুসারে নকলে (অর্থাৎ প্রতিলিপিতে) পৃষ্ঠলেখের নকল করিতে হইবে।

(৬) রেজিস্ট্রেসন সারটিফিকেট নকল ও কম্পেয়ার হইবার পর মূল দলিলে ও নকলের তোলা পাঠে লিখন, শূন্যতা, ঘর্ষণ, পরিবর্তন ইত্যাদি সংক্রান্ত নোট নকলে লিখিতে হইবে; এবং তোলা পাঠে লিখন, ঘর্ষণ ইত্যাদি নোট ক্রমানুসারে নম্বর যুক্ত করিয়া নকলে লিখিতে হইবে।

নোটের বিশুদ্ধতা সম্পর্কে সন্তুষ্ট হইয়া অফিসের করণিক নোটের নিম্নে নিম্নলিখিত ভাবে স্বাক্ষর করিবেন—

দলিলের প্রতিলিপি দাখিলকারক: (নাম) ... ...

পৃষ্ঠলেখ প্রভৃতি নকলীকৃত: (স্বাক্ষর) (উপাধি)

পরীক্ষিত : (পাঠকের স্বাক্ষর) (উপাধি)

... ...

(শ্রোতা পরীক্ষকের স্বাক্ষর) (উপাধি)

পাঠক এবং পরীক্ষক অবিকল নকলের প্রতি পৃষ্ঠার পাদদেশে উপাধি সহযোগে স্বাক্ষর করিবেন।

দ্রষ্টব্য : দলিলের কাট-কুট ইত্যাদি এবং অবিকল নকলের কাট-কুট ইত্যাদি দুইটি পৃথক বিষয় ; সুতরাং নোটে সে সম্পর্কে যেন উল্লেখ থাকে। কেহ কেহ বলেন, দলিল এবং অবিকল নকলের নোট দুইটি ভিন্ন সিরিয়ালে হওয়া ভাল ; কেহ আবার ভিন্ন কালির প্রস্তাব করেন। কোন্‌টি মূল দলিল সংক্রান্ত নোট এবং কোন্‌টি প্রতিলিপি সংক্রান্ত নোট তাহা নিঃসন্দেহে বুঝিতে পারিলে হইল।

(৭) প্রতিলিপির প্রতি ঘর্ষণ, তোলা পাঠে লিখন ইত্যাদি রেজিস্টারিং অফিসার ইনিশিয়াল করিবেন ; যখন এইরূপ ঘর্ষণ, তোলা পাঠে লিখন এক লাইনের বেশি হইবে, তখন রেজিস্টারিং অফিসার প্রতি লাইনস্থ তোলা পাঠে লিখন কাটকুটের শুরুতে এবং লাইনস্থ শেষে ইনিশিয়াল করিবেন। রেজিস্টারিং অফিসার উপরিউক্ত নোটের শেষে ইনিশিয়াল করিবেন। নোট সংক্রান্ত এনট্রী প্রামাণিক করিবার উদ্দেশ্যে নোট শেষে রেজিস্টারিং অফিসার স্বাক্ষর করিবেন। প্রতিলিপির দক্ষিণ উপান্তে রেজিস্টারিং অফিসার স্বহং তারিখসহ পঠনযোগ্য স্বাক্ষর করিবেন। তারিখসহ স্বাক্ষরের নিম্নে থাকিবে রেজিস্টারিং অফিসারের উপাধি। প্রতিলিপির প্রতি পৃষ্ঠায় অফিসের সীলমোহর যুক্ত থাকিবে।

দ্রষ্টব্য : (৭) উপনিয়ম পশ্চিমবঙ্গ সরকার বিচার-বিভাগ বিজ্ঞপ্তি নং ১৩০১০ রে, তাং ১.১২.৮২ দ্বারা সংশোধিত হইয়াছে। মূলে, কাট-কুটের উভয়পার্শ্বে রেজিস্টারিং অফিসারের স্বাক্ষরের নির্দেশ ছিল।

(৮) ইহার পর রেজিস্টারিং অফিসার প্রতিলিপির প্রতি শীটে দলিল নং, বৎসর, বহি নং, প্রতিলিপির শীট সংখ্যা এবং শীট নম্বর এনডোর্স করিবেন অর্থাৎ লিখিবেন ; এবং উক্ত এনডোর্সমেণ্টে তারিখসহ স্বাক্ষর করিবেন এবং অফিস সিলমোহর যুক্ত করিবেন।

দ্রষ্টব্য : লক্ষণীয়, 'শীট সংখ্যা' ও 'শীট নম্বর' দিবার নির্দেশ আছে ; উক্ত বিবরণ ফরমের পাদদেশে প্রদান করিবার ব্যবস্থা আছে ; কেবলমাত্র 'শীট নম্বর' ফরমের শীর্ষদেশে বাম দিকে যে নম্বর দিবার স্থান আছে সেখানে লিখিতে হইবে। অর্থাৎ, কোন প্রতিলিপিতে তিনটি শীট থাকিলে, প্রথম শীটে ১ নং, দ্বিতীয় শীটে ২নং এবং তৃতীয় শীটে ৩নং লিখিতে হইবে। ফরম ও রুলের মধ্যে এই ধরনের গরমিল আরও আছে ; রুলকে ঠিকভাবে না বুঝিয়া ফরমের নমুনা করায় মুস্কিল হইয়াছে ;

যেহেতু, তামিলনাড়ুর অনুকরণে আমরা ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছি, সেহেতু আমাদের অনবধানতাহেতু সেগুলির কিছু কিছু বিষয় আমাদের মধ্যে আসিয়া গিয়াছে।

নিয়ম ১০ঃ সিলমোহরাংকৃত খামে আমানতকৃত উইলের নকল :— নিবন্ধকরণ আইন ১৯০৮ এর ৪৫ ও ৪৬ (৩) ধারার উদ্দেশ্যে, ৩-নং বহিতে উইলের নকলের কাজ অফিসের কোন কর্মী আদর্শ ফরমে সম্পন্ন করিবেন। নকলের কাজ সম্পন্ন হইবার পর নিয়ম ৯ অনুসারে নকল খানির পৃষ্ঠলেখ প্রমাণীকরণ এবং কম্পেয়ার করিবার কাজ সম্পন্ন করিতে হইবে। উহা যথারীতি ৩-নং রেজিস্টার বহিতে ফাইল করিতে হইবে।

অবশ্য অনুবিধি এই যে উপরিউক্ত যে সকল প্রতিলিপি রেজিস্ট্রেসন অফিসের কর্মী দ্বারা প্রস্তুত হয়, সেগুলি হইতে ৯(৬) উপনিয়ম অনুসারে প্রদেয় এনট্রী 'দলিলের প্রতিলিপি দাখিলকারক : নাম……' অংশটি বর্জন করিতে হইবে এবং 'পৃষ্ঠলেখ প্রভৃতি নকলীকৃত' অংশটির পরিবর্তে 'নকলীকৃত' শব্দ স্থাপন করিতে হইবে। যে ব্যক্তি সীলকভার খুলিবার জন্য আবেদন করিবেন তিনি প্রয়োজনীয় আদর্শ ফরম যোগান দিতে বাধ্য থাকিবেন।

পশ্চিমবঙ্গ নিবন্ধীকরণ (নকল নবীশ) নিয়মাবলী, ১৯৮২

রেজিস্ট্রেসন আইন (১৯০৮ এর ১৬ নং) এর ১৯[এ] এবং ৮৯ [এ] ধারার দ্বারা ক্ষমতা যুক্ত হইয়া পশ্চিমবঙ্গের মহানিবন্ধ পরিদর্শক নিম্নলিখিত নিয়মাবলী প্রণয়ন করেন—

নিয়ম ১ঃ শিরোনাম, ব্যাপ্তি ও সূচনা—

(১) ইহা পশ্চিমবঙ্গ নিবন্ধীকরণ (নকল নবীশ) নিয়মাবলী ১৯৮২ নামে পরিচিত।

(২) এই নিয়মাবলী পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্র প্রচলিত হইবে।

(৩) রাজ্য সরকার সরকারী গেজেটে বিজ্ঞপ্তি দ্বারা কোন্ তারিখ হইতে এই নিয়মাবলী প্রচলিত হইবে তাহা জানাইয়া দিবেন এবং ভিন্ন ভিন্ন এলাকার জন্য ভিন্ন ভিন্ন তারিখ স্থিরীকৃত হইতে পারে।

দ্রষ্টব্য ঃ ১০ই এপ্রিল ১৯৮৪ তারিখ হইতে এই নিয়মাবলী পশ্চিমবঙ্গের ছয়টি জেলায় প্রচলিত হয়—কলিকাতা, ২৪-পরগণা, হাওড়া, বাঁকুড়া, জলপাইগুড়ি, কুচবিহার।

নিয়ম ২ঃ সংজ্ঞা—এই নিয়মাবলীতে প্রসঙ্গক্রমে অন্যরূপ নির্দেশ না থাকিলে—

(১) নকল নবীশ অর্থে এমন ব্যক্তিকে বুঝিতে হইবে যিনি নির্ধারিত ফর্মে পশ্চিমবঙ্গ নিবন্ধীকরণ (প্রতিলিপি ফাইল করণ) নিয়মাবলী ১৯৭৯ এর ব্যবস্থানুসারে

নিবন্ধীকরণের জন্য দাখিল যোগ্য দলিলের অবিকল নকল প্রণয়ন করেন এবং যিনি এই নিয়মের ব্যবস্থানুসারে প্রদত্ত লাইসেন্সের অধিকারী।

(২) 'ফরম' অর্থে এই রুলের অন্তর্গত ফরম বুঝিতে হইবে।

(৩) বর্তমান নিয়মাবলীর জন্য 'লাইসেন্স প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ' অর্থে নিবন্ধীকরণ আইন ১৯০৮ (আইন-১৬, ১৯০৮) এর ২-ধারাতে জেলা এবং ইহার অন্তর্গত উপজেলাগুলির জন্য যে নিবন্ধকের উল্লেখ করা হইয়াছে, সেই নিবন্ধক বুঝিতে হইবে।

নিয়ম ৩ঃ লাইসেন্সবিহীন ব্যক্তির প্রতি নিষেধাজ্ঞা—বর্তমান নিয়মের নির্দেশানুসারে যে ব্যক্তির অনুজ্ঞাপত্র নাই, তিনি নকল নবীশের কাজে নিযুক্ত থাকিতে পারিবেন না।

নিয়ম ৪ঃ অনুজ্ঞাপত্র প্রাপ্ত ব্যক্তির প্রতি নিষেধাজ্ঞা—যে ব্যক্তির দলিল লেখকের অনুজ্ঞাপত্র আছে তাঁহার যুগপৎ নকল নবীশের অনুজ্ঞাপত্র থাকিতে পারে না।

নিয়ম ৫ঃ অনুজ্ঞাপত্রের জন্য যোগ্য ব্যক্তি—কোন ব্যক্তিকে নকল নবীশের অনুজ্ঞাপত্র প্রদান করা যাইতে পারে—

(i) যিনি ভারতের নাগরিক;

(ii) যিনি আঠার বৎসর বয়স অতিক্রম করিয়াছেন;

(iii) যিনি মাধ্যমিক অথবা সমতুল পরীক্ষায় কৃতকার্য হইয়াছেন অথবা এই রুল প্রচলিত হইবার পূর্বে তিন বৎসরকাল কোন দলিল লেখকের সহকারী রূপে কার্য করিয়াছেন এবং অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত লেখাপড়া করিয়াছেন।

দ্রষ্টব্যঃ দলিল লেখক বলিতে লাইসেন্স প্রাপ্ত দলিল লেখক বুঝিতে হইবে।

(iv) যিনি জেলা নিবন্ধক দ্বারা পরিচালিত 'নকল নবীশের অনুজ্ঞাপত্র প্রদান সংক্রান্ত পরীক্ষা'য় কৃতকার্য হইয়াছেন; এবং

(v) যিনি পরিচ্ছন্ন, পঠনযোগ্য এবং নির্ভুলভাবে লিখিতে পারেন।

নিয়ম ৬ঃ অবগুণ—(১) কোন ব্যক্তিকে নকল নবীশের অনুজ্ঞাপত্র প্রদান করা হইবে না—

(এ) যদি তিনি উপযুক্ত বিচারালয় দ্বারা অসুস্থমনা ঘোষিত হইয়া থাকেন;

(বি) যদি তিনি নৈতিক নীচতার জন্য ফৌজদারী আদালত দ্বারা শাস্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন এবং শাস্তি প্রদানের অথবা শাস্তি ভোগের তারিখ (যে তারিখ পরে আসিবে সেই তারিখ) হইতে তিন বৎসর অতিক্রান্ত না হইয়া থাকে;

(সি) যদি তিনি মূক বধির হইয়া থাকেন;

(ডি) যদি তিনি লেপ্রসী রোগাক্রান্ত দুরারোগ্য সংক্রামক ব্যাধি দ্বারা আক্রান্ত হইয়া থাকেন;

(ই) যদি কখনও তাঁহার লাইসেন্স নাকচ হইয়া থাকে এবং লাইসেন্স নাকচ সংক্রান্ত আদেশনামা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের দ্বারা রহিত না হইয়া থাকে ;

(এফ) যদি তিনি অন্য কোন লাভজনক বৃত্তি অথবা চাকরিতে নিযুক্ত থাকেন।

(২) অনুজ্ঞাপত্র প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ লাইসেন্স প্রণয়ন সংক্রান্ত প্রত্যাখ্যানাদেশ কারণসহ রেকর্ড করিবেন এবং দরখাস্তকারীকে এক কপি আদেশ প্রেরণ করিয়া তাঁহার সিদ্ধান্ত জানাইয়া দিবেন।

নিয়ম ৭ : অনুজ্ঞাপত্রের জন্য দরখাস্ত—এই রুলের অন্তর্গত পরিশিষ্টে প্রদত্ত ১নং ফরমে প্রার্থী স্বহস্তে দরখাস্ত স্থানীয় অবর নিবন্ধক মারফত জেলা নিবন্ধকের নিকট লিখিবেন ; উক্ত দরখাস্তের সহিত প্রমাণপত্র ও প্রশংসাপত্রের প্রত্যায়িত প্রতিলিপি প্রদান করিতে হইবে। এই রুলের ব্যবস্থানুসারে প্রার্থী যোগ্য বিবেচিত হইলে, জেলা নিবন্ধক দরখাস্তকারীকে নির্ধারিত লাইসেন্স ফিস প্রদান করিতে নির্দেশ দান করিবেন। অনুজ্ঞাপত্র সংক্রান্ত দেয়ক প্রদানের পর, দরখাস্তকারীর নাম পরিশিষ্টে বর্ণিত ২নং ফরমে নকল নবীশের রেজিস্টার বহিতে নির্দিষ্ট সব রেজিস্ট্রেসন অফিসের জন্য লিখিতে হইবে এবং পরিশিষ্টে বর্ণিত ৪নং ফরম অনুসারে একখানি অনুজ্ঞাপত্র অবর নিবন্ধক মারফত দরখাস্তকারীকে প্রদান করিতে হইবে। প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সহ নকল নবীশের নাম যুগপৎ অবর নিবন্ধকের নিকট পরিশিষ্ট বর্ণিত ৩নং ফরম অনুসারে রক্ষিত নকল নবীশের রেজিস্টার বহিতে এনট্রী করিবার জন্য প্রেরিত হইবে। অনুজ্ঞাপত্র প্রদানের তারিখ হইতে অনুজ্ঞাপত্র কার্যকরী হইবে এবং উক্ত বৎসরের ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত উক্ত লাইসেন্স বৈধ থাকিবে।

নিয়ম ৮ : অনুজ্ঞাপত্র পুনর্বৈধকরণ—এই রুলে প্রদত্ত অনুজ্ঞাপত্র জেলা নিবন্ধকের দ্বারা বৎসরে-বৎসরে রিনিউ হইতে পারে সদাচরণ, সন্তোষজনক কাজ, শারীরিক যোগ্যতা এবং নির্ধারিত দেয়ক প্রদানের শর্তে। রিনিউনাল ফিস ট্রেজারী চালান, ব্যাঙ্ক ড্রাফট্, মনি অর্ডার মারফত জমা দিয়া উক্ত রসীদ সহ রিনিউয়ালের দরখাস্ত প্রতি বৎসরের সেপ্টেম্বর মাসে অবর নিবন্ধকের নিকট ফাইল করিতে হইবে।

রিনিউয়ালের দরখাস্ত ইস্যু বৎসরের ৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যে লেট ফি প্রদান করিয়া ফাইল করা যাইবে যদি দরখাস্তকারী প্রমাণ করিতে পারেন যে বিলম্ব অপরিহার্য ছিল।

নিয়ম ৯ : পুনর্বৈধকরণের শর্তাবলী—(১) কোন অনুজ্ঞাপত্র পুনর্বৈধকৃত হইবে না—

(i) যদি অনুজ্ঞাধারী শর্তাবলী ভঙ্গ করেন অথবা করিয়া থাকেন অথবা এই রুলের কোন ব্যবস্থা ভঙ্গ করেন অথবা করিয়া থাকেন অথবা এই রুলের অধীনে প্রদত্ত আদেশ ভঙ্গ করিবার দায়ে দোষী বিবেচিত হইয়া থাকেন ;

(ii) যে সময়কালের জন্য অনুজ্ঞাপত্র সাময়িক ভাবে স্থগিত আছে, সেই সময় কালের জন্য ;

(iii) যদি অনুজ্ঞাপত্র লাভের পর অনুজ্ঞাধারী নিয়ম ৬-এর ব্যবস্থানুসারে অযোগ্য বিবেচিত হইয়া থাকেন ;

(২) এই রুলের ব্যবস্থানুসারে জেলা নিবন্ধক যে নকল নবীশের অনুজ্ঞাপত্র পুনর্বৈধ করিবেন না। তাঁহার নাম জেলা নিবন্ধকের অফিসে রক্ষিত এবং সংশ্লিষ্ট অবর নিবন্ধকের অফিসে রক্ষিত রেজিস্টার বহিদ্বয় হইতে কাটিয়া দিতে হইবে।

নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কোন নকল নবীশ তাঁহার অনুজ্ঞাপত্র পুনর্বৈধকরণের জন্য দরখাস্ত করিতে অক্ষম হইলে, নূতন দরখাস্তের জন্য অবশ্য আবেদন করিতে পারেন।

নিয়ম ১০ঃ অনুজ্ঞাপত্র প্রদান ও পুনর্বৈধকরণ সংক্রান্ত প্রত্যাখ্যানাদেশের বিরুদ্ধে আপীল—অনুজ্ঞাপত্র প্রদান ও পুনর্বৈধকরণ সংক্রান্ত প্রত্যাখ্যানাদেশ প্রাপ্ত হইবার তারিখ হইতে ষাট দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি উক্ত প্রত্যাখ্যানাদেশের বিরুদ্ধে মহানিবন্ধ পরিদর্শকের নিকট আপিল করিতে পারেন। মহানিবন্ধ পরিদর্শকের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত।

দ্রষ্টব্যঃ নিয়ম ৬ কোন্ কোন্ কারণে অনুজ্ঞাপত্র প্রদান করা যাইবে না তাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছে ; নিয়ম ৯-এ বর্ণিত আছে কোন্ কোন্ কারণে অনুজ্ঞাপত্র রিনিউ হইবে না। প্রশ্ন হইতেছে, যে ব্যক্তিকে অনুজ্ঞাপত্র প্রদান করা হয় নাই, অথবা যাঁহার অনুজ্ঞাপত্রের রিনিউয়াল নাকচ করা হইয়াছে, তিনি নূতন করিয়া অনুজ্ঞাপত্রের জন্য দরখাস্ত করিতে পারেন কিনা। ৯-নিয়মের শেষ প্যারাতে বলা হইয়াছে যে যিনি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে রিনিউয়ালের জন্য দরখাস্ত করিতে পারিবেন না, তিনি নূতন অনুজ্ঞাপত্রের জন্য পুনরায় দরখাস্ত করিতে পারেন। অন্যান্য কারণের ব্যাপারে রুলে পরিষ্কার কোন ব্যবস্থা নাই। সুতরাং বিবেচনা করা যাইতে পারে যে রুলে প্রতিকূল কোন নির্দেশ না থাকিলে পুনরায় অনুজ্ঞাপত্রের জন্য দরখাস্ত করা যাইতে পারে। এ ব্যাপারে জেলা নিবন্ধক সুবিবেচনা করিয়া রুলের বিধান প্রয়োগ করিবেন।

জেলা নিবন্ধক এবং মহানিবন্ধ পরিদর্শক যুক্তি প্রদর্শন করিয়া কোন দরখাস্ত নাকচ করিবেন। এই সকল আদেশের অনুলিপি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে প্রদান করা বিধেয়।

নিয়ম ১১ঃ নকল নবীশের অনুজ্ঞাপত্রের শর্তাবলী—নিম্নলিখিত শর্তাবলী নকল নবীশের অনুজ্ঞাপত্রের সহিত যুক্ত আছে বিবেচনা করিতে হইবে—

(এ) নকল নবীশ অনুজ্ঞাপত্র সংক্রান্ত সকল প্রকার নিয়মাবলী মান্য করিবেন ;

(বি) নকল নবীশ হিসাবে কার্য করিবার জন্য অনুজ্ঞাধারী এই রুলে বর্ণিত পারিশ্রমিক হইতে অধিক পারিশ্রমিক দাবী করিবেন না অথবা গ্রহণ করিবেন না

(সি) পরিশিষ্টে প্রদত্ত ৫নং ফরমে নকল নবীশ একটি রেজিস্টার বহি রাখিবেন ; রেজিস্টারিং অফিসার এবং অন্যান্য পরিদর্শক উহা যেকোন সময় দেখিতে পারেন ; রেজিস্টার বহিখানি সম্পূর্ণ হইবার পর দুই বৎসর কাল সংরক্ষিত হইবে ;

(ডি) পরিশিষ্টে প্রদত্ত ৬নং ফরমে নকল নবীশ পার্টিকে একটি রসীদ প্রদান করিবেন ; এই রুলে নির্ধারিত গৃহীত পারিশ্রমিকের পরিমাণ উক্ত রসীদে লিখিত থাকিবে ; রসীদের কার্বন অনুলিপি দুই বৎসর কাল সংরক্ষিত থাকিবে ;

(ই) নকল নবীশ তাঁহার অফিসের কোন প্রকাশ্য স্থানে স্থানীয় ভাষায় পারিশ্রমিকের তালিকা প্রদর্শন করিবেন ;

(এফ) নকল নবীশ চাহিবামাত্র তাঁহার অনুজ্ঞাপত্র রেজিস্টারিং অফিসার অথবা অপর কোন পরিদর্শকের নিকট উপস্থাপিত করিবেন ;

(জি) নকল নবীশ অনুজ্ঞাপত্র প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের উপদেশ অনুসারে নিবন্ধীকরণের জন্য দাখিলযোগ্য দলিলের অবিকল নকল প্রণয়ন করিবেন।

নিয়ম ১২ : ডুপ্লিকেট অনুজ্ঞাপত্র প্রদান—(i) নকল নবীশের অনুজ্ঞাপত্র জীর্ণ হইলে, উপযুক্ত দেয়ক প্রদানে অনুজ্ঞাপত্রের প্রতিলিপির জন্য আবেদন করা যাইবে ; মূল জীর্ণ অনুজ্ঞাপত্রখানি নাকচ করিতে হইবে।

(ii) অনুজ্ঞাপত্রখানি হারাইয়া গেলে, নকল নবীশ উপযুক্ত দেয়ক প্রদানে উহার একখানি প্রতিলিপির জন্য আবেদন করিলে, নির্ধারিত মুদ্রিত ফরমে অনুজ্ঞাপত্রের প্রতিলিপি পাইতে পারেন।

(iii) অনুজ্ঞাপত্র, প্রতিলিপি এবং রিনিউয়াল প্রভৃতির জন্য দেয়কাদি জেলা নিবন্ধকের নিকট নগদে, ট্রেজারীর মাধ্যমে, পোষ্ট অফিস মানি অরডার মাধ্যমে অথবা ব্যাঙ্ক ড্রাফটের মাধ্যমে জমা দিতে হইবে।

নিয়ম ১৩ : নকল নবীশের তালিকা—রেজিস্ট্রেসন অফিসের কোন প্রকাশ্য-স্থানে অনুজ্ঞাপ্রাপ্ত নকল নবীশের তালিকা প্রদর্শিত থাকিবে।

নিয়ম ১৪ : নকল নবীশের অধিকার ও কর্তব্য—(i) অফিস সীমানার মধ্যে অনুজ্ঞাপ্রাপ্ত নকল নবীশ বসিতে পারিবেন।

(ii) নকল নবীশ রেজিস্টারিং অফিসারের অধীনে ও তত্ত্বাবধানে কার্য করিবেন।

(iii) রেজিস্টারিং অফিসার ডাকিলে অথবা অবিকল নকল প্রণয়ন সংক্রান্ত কাজে নকল নবীশ অফিসের মধ্যে প্রবেশ করিবেন।

(iv) নকল নবীশ নিবন্ধীকরণের যোগ্য দলিলের অবিকল নকল প্রণয়নের কাজে নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখিবেন। তিনি কোন বিশেষ দলিললেখকের জন্য প্রচারকার্য চালাইবেন না।

নিয়ম ১৫ঃ প্রতিলিপি প্রত্যায়ন—নকল নবীশ যে অবিকল নকল প্রণয়ন করেন, তাহা নিম্নলিখিত রূপে প্রত্যায়িত হইবে :—

"অবিকল নকল প্রণীত হইল ... ... এর দ্বারা যাঁহার

(সম্পূর্ণ নাম)

অনুজ্ঞাপত্র নং ... ... ১৯ ... ...

... ...

(রেজিস্ট্রেসন অফিসের নাম)

... ...

(নকল নবীশের স্বাক্ষর)

নিয়ম ১৬ঃ নকল নবীশের অনুজ্ঞাপত্র রহিতকরণ—(১) এই রুলের অধীনে জেলা-নিবন্ধক কোন নকল নবীশের অনুজ্ঞাপত্র রহিত করিতে পারিবেন যদি—

(এ) তাঁহার অনুজ্ঞাপত্র গত পর-পর দুই বৎসরে তিনবার সাময়িকভাবে নাকচ করা হইয়া থাকে ; অবশ্য অনুবিধি এই যে এই রুলে নির্ধারিত পারিশ্রমিকের পরিমাণ হইতে অধিকতর পারিশ্রমিক দাবী অথবা গ্রহণ করার জন্য যে সাসপেনশন, সেই সাসপেনশন গত পর-পর দুই বৎসরে দুইবার করা হইলে, উক্ত অনুজ্ঞাপত্র রহিত করা যাইবে ;

(বি) ৬-নিয়মে বর্ণিত যে কোন কারণে তিনি অযোগ্য বিবেচিত হইয়া থাকেন।

(২) অসদাচরণ, এই রুলে বর্ণিত ব্যবস্থাদি লঙ্ঘন অথবা অনুজ্ঞাপত্রে বর্ণিত ব্যবস্থাদি লঙ্ঘন জনিত দোষের জন্য নকল নবীশের অনুজ্ঞাপত্র রহিত করিবার ক্ষমতা জেলা-নিবন্ধকের আছে।

(৩) জেলা-নিবন্ধক রীতি সিদ্ধ কার্যবাহের (রেগুলার প্রসীডিং) মাধ্যমে নকল নবীশের অনুজ্ঞাপত্র রহিত করিবেন। সাধারণত এই ধরণের কার্যবাহে অভিযোগ যথাবিধি গঠন করিতে হইবে, সংশ্লিষ্ট নকল নবীশকে অভিযোগপত্রের অনুলিপি প্রদান করিতে হইবে, অভিযুক্ত নকল নবীশের উপস্থিতিতে সাক্ষ্য গ্রহণ করিতে হইবে, স্বপক্ষ সমর্থনের জন্য অভিযুক্ত নকল নবীশকে সাক্ষ্য প্রমাণাদি দিবার যথেষ্ট সুযোগ প্রদান করিতে হইবে এবং সমাপ্তিপর্বে উপযুক্ত কারণ সহকারে লিখিত আদেশ প্রদান করিতে হইবে।

দ্রষ্টব্য ঃ এখানে কার্যবাহ বা প্রসীডিংস অর্থে বিচারিক কার্যবাহ বুঝিতে হইবে ; কারণসহ যে আদেশ প্রদান করা হয় তাহাকে স্পিকিং অরডার বলে ; এখানে জেলা

নিবন্ধককে স্পিকিং অরডার দিতে হইবে। কার্যবাহ একপ্রকার বৈধ কাজ; এবং এই কাজ সম্পন্নের জন্য শপথ সহকারে সাক্ষ্য প্রমাণাদি লওয়া যাইবে। এই নির্ধারিত কার্যবাহ দ্বারা বৈধ অধিকার কার্যকরী করা হয় এবং রক্ষা করা হয়। কেমন করিয়া রিলিফ প্রার্থনা করা হয়, অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা প্রভৃতি সকলই প্রসীডিংস এর অন্তর্ভুক্ত (মেসার্স বালিসিং কর্মী বনাম ম্যানেজমেন্ট, এ আই আর পানজাব ১৪৭)। যে আইনে প্রসীডিংস শব্দটি ব্যবহৃত হইয়াছে, সেই আইনের পরিপ্রেক্ষিতে শব্দটির অর্থ বিন্যাস করিতে হইবে; ইহার সুনির্দিষ্ট প্রায়োগিক অর্থ নাই (লিংগম বনাম জয়েণ্ট কমারসিয়াল ট্যাক্স অফিসাব ,এ আই আর মাদ্রাজ ৭৬)।

নিয়ম ১৭ঃ নকল নবীশের অনুজ্ঞাপত্র রহিতকরণের আদেশের বিরুদ্ধে আপীল—জেলা নিবন্ধকের অনুজ্ঞাপত্র রহিতের আদেশে ক্ষুব্ধ হইয়া নকল নবীশ উক্ত আদেশ প্রদানের তারিখ হইতে ষাট দিনের মধ্যে মহা-নিবন্ধ পরিদর্শকের নিকট আপীল করিতে পারেন।

নিয়ম ১৮ঃ নকল নবীশের অনুজ্ঞাপত্র সাময়িক স্থগিতকরণ—এই রুলের অধীনে কোন নকল নবীশকে প্রদত্ত অনুজ্ঞাপত্র সাময়িক স্থগিত রাখা যাইতে পারে, যদি উক্ত নকল নবীশ—

(১) নিয়ম-১১ এর নির্দেশানুসারে রসীদ প্রদান না করেন এবং রেজিস্টার বহি না রাখেন;

(২) এই নিয়মাবলীর ব্যবস্থাদি অথবা অনুজ্ঞাপত্রের কোন শর্ত লঙ্ঘন করেন অথবা এই নিয়মের অধীনে প্রদত্ত বিধি সংগত আদেশ অমান্য করিবার জন্য দোষী সাব্যস্ত হইয়া থাকেন;

(৩) রেজিস্ট্রেসন অফিসের কোন কর্মীর সহিত কোন অবৈধ কার্যকলাপে অংশ গ্রহণ করিবার জন্য অথবা প্ররোচিত করিবার জন্য দোষী সাব্যস্ত হইয়া থাকেন;

(৪) রেজিস্ট্রেসন অফিসে অভদ্র আচরণ করেন।

নিয়ম ১৯ঃ সাময়িক স্থগিতাদেশের কর্তৃপক্ষ, পদ্ধতি এবং আপীল—

(১) একসঙ্গে দুই বৎসরের অনধিককালের জন্য জেলা-নিবন্ধক এই নিয়মের অধীনে প্রদত্ত অনুজ্ঞাপত্রের উপর সাময়িক স্থগিতাদেশ (সাসপেনশন অরডার) আরোপ করিতে পারেন;

(২) যথাবিহিত কার্যধারার মাধ্যমে সাময়িক স্থগিতাদেশ প্রদান করিতে হইবে। অভিযুক্ত নকল নবীশকে আত্মপক্ষ সমর্থনে বক্তব্য রাখিবার পর্যাপ্ত সুযোগ প্রদান করিতে হইবে। স্থগিতাদেশ প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত লিখিতভাবে নথিভুক্ত হইবে এবং উক্ত সিদ্ধান্তের একটি প্রতিলিপি অভিযুক্ত নকল নবীশকে প্রদান করিতে হইবে।

দ্রষ্টব্য : সাসপেনশন আদেশ যথাবিহিত বিচারিত পদ্ধতির সাহায্যে করিতে হইবে। দলিল লেখককে একসঙ্গে তিন বৎসরের জন্য সাসপেনড করা যাইতে পারে (নিয়ম ২২); এখানে নকল নবীশকে একসঙ্গে দুই বৎসর সাসপেনড করা যাইতে পারে ; কেন দুই বৎসর বা তিন বৎসর করা হইল তাহার যুক্তিসংগত কারণ প্রদর্শন করা নাই। সুতরাং, জেলা নিবন্ধককে সুবিবেচনা করিয়া সাসপেনশন কাল স্থির করিতে হইবে। এ প্রসঙ্গে আলোচনা দলিল লেখক সম্পর্কিত নিয়মাবলীর ২২-নিয়মের অন্তর্গত দ্রষ্টব্য অংশ দেখুন।

(৩) সাসপেনশনের তারিখ হইতে ষাট দিনের মধ্যে মহানিবন্ধ পরিদর্শকের নিকট আপীল করা যাইতে পারে।

দ্রষ্টব্য : মহানিবন্ধ পরিদর্শক বিচারিক পদ্ধতিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন। তাঁহার সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত; উত্তর বিচারকর্তা হিসাবে (আপীলেট অথরিটি) তিনি জেলা নিবন্ধকের আদেশ রদ-বদল করিতে পারেন। এক্ষেত্রেও সন্তুষ্ট না হইলে ক্ষুব্ধ নকল নবীশ সংবিধানের ২২৬-আরটিকেলের সাহায্য লইতে পারেন।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে দলিল লেখক সংক্রান্ত রুলে এবং নকল নবীশ সংক্রান্ত রুলে মহানিবন্ধকের রহিতাদেশে বা স্থগিতাদেশ সংক্রান্ত কর্তব্যকর্ম সম্পর্কে সবিশেষ লিখিত নাই।

ইহা দুঃখের বিষয় যে জেলা নিবন্ধকের আদেশের বিরুদ্ধে একবার মাত্র আপীলের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। প্রতি ক্ষেত্রে সাধারণ নাগরিককে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হইতে হইলে সুবিচার পাইবার সম্ভাবনা কমিয়া যায়। সুচিন্তিত বিধানের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে একাধিক উত্তর-বিচারকর্তার ব্যবস্থা থাকে যাহাতে ক্ষুব্ধ ব্যক্তি সহজে বিচার লাভ করিতে পারে। এক্ষেত্রে বিভাগীয় নিবন্ধ পরিদর্শকদিগকে প্রথম উত্তর বিচারকর্তা এবং মহানিবন্ধ পরিদর্শককে চূড়ান্ত উত্তর বিচারকর্তারূপে ব্যবস্থা গ্রহণ করিলে বিচারের দিক হইতে শ্রেয়তর হইত। এ বিষয়ে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইয়াছে।

নিয়ম ২০ : নকল নবীশের অনুজ্ঞাপত্র প্রদান সংক্রান্ত পরীক্ষা—

(১) প্রতি জেলাতে অনুজ্ঞাপত্র প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ 'নকল নবীশ লাইসেন্সিং টেষ্ট' নামক পরীক্ষা গ্রহণ করিবেন। অনুজ্ঞাপত্র প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ যেমন সংগত ও প্রয়োজনীয় বিবেচনা করিবেন তেমন পরীক্ষা সংক্রান্ত সময়, স্থান এবং পরীক্ষার ভাষা সম্পর্কে বিজ্ঞপ্তি প্রদান করিবেন।

(২) দলিল নকল এবং অনুজ্ঞাপত্র প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ অন্য যে বিষয় নির্ধারণ করিবেন সেই বিষয় পরীক্ষা গ্রহণ করা হইবে।

দ্রষ্টব্য : নকল নবীশের কাজের সহিত সম্পর্কযুক্ত বিষয়ে পরীক্ষা গৃহীত হইবে ; রাষ্ট্রবিজ্ঞান, অর্থনীতি বা পদার্থবিদ্যার পরীক্ষা গৃহীত হইবে না।

(৩) প্রতি দরখাস্তের সহিত এই নিয়মে নির্ধারিত পরীক্ষা দেয়ক সংগ্রহ করিতে হইবে।

নিয়ম ২১ঃ প্রতি অফিসের নকল নবীশ সংখ্যা—কোন রেজিস্ট্রেসন অফিসের জন্য নকল নবীশ সংখ্যা প্রয়োজনানুসারে নির্ধারণ করিবেন জেলা নিবন্ধক। সাধারণভাবে, বাৎসরিক প্রতি তিনশত দলিলের জন্য একজন নকল নবীশ নিযুক্ত হইতে পারে।

নিয়ম ২২ঃ দেয়ক—(এ) অনুজ্ঞাপত্র দেয়ক......১০'০০টাকা
(বি) অনুজ্ঞাপত্র রিনিউয়াল ফি
(বাৎসরিক)......৫'০০ টাকা
(সি) বিলম্বজনিত ফিস
(লাইসেন্স রিনিউ করিবার জন্য)......৫'০০ টাকা
(ডি) ডুপ্লিকেট লাইসেন্স ফিস......৫'০০ টাকা

নকল নবীশের পরীক্ষার জন্য ফিস.........৫'০০ টাকা

নিয়ম ২৩ঃ পারিশ্রমিক—অনুজ্ঞাধারী নকল নবীশ নিম্নলিখিত হারে পারিশ্রমিক গ্রহণ করিবেন—

(১) প্রতি আদর্শ ফরম বা তাহার অংশের নকল করিবার জন্য ২'৫০; অবশ্য কোন ক্ষেত্রেই পারিশ্রমিক ৫'০০ টাকার কম হইবে না।

(২) টাইপ কপি প্রণয়ন করিবার জন্য অনুজ্ঞাধারী নকল নবীশ উপরিউক্ত হারে পারিশ্রমিক লইতে পারিবেন।

পরিশিষ্ট

ফরম নং—১
(রুল—৭)

নকল নবীশের অনুজ্ঞাপত্রের জন্য দরখাস্ত

১. দরখাস্তকারীর নাম.........

২. পিতার নাম......

৩. স্থায়ী ঠিকানা (গ্রাম, থানা,
পোষ্ট অফিস, সাবরেজিস্ট্রী
অফিস, জেলা).........

৪. বর্তমান ঠিকানা (গ্রাম, থানা,
পোষ্ট অফিস, সাবরেজিস্ট্রী অফিস, জেলা.........

৫. শিক্ষাগত যোগ্যতা.........

৬. দরখাস্তকারী যে সকল ভাষা লিখিতে ও পড়িতে পারেন.........

৭. দলিল লিখন ও টাইপকরণের কোন পূর্ব অভিজ্ঞতা থাকিলে
তাহার বিবরণ......

৮. যে অফিসের জন্য অনুজ্ঞাপত্র প্রার্থনা করা হইয়াছে.........

৯. দরখাস্তের তারিখ.........

....
দরখাস্তকারীর সাক্ষর

এন. বি. : দুইটি পাসপোর্ট সাইজ ফটোগ্রাফ
অত্র দরখাস্তের সহিত যুক্ত করিয়া দরখাস্ত জমা দিতে হইবে।

নিবন্ধকের আদেশ

তারিখ ... ...

নিবন্ধকের স্বাক্ষর

ফরম নং—২
(রুল ৭)

জেলা অফিসে রক্ষিত অনুজ্ঞাধারী নকল নবীশের রেজিস্টার বহি

ক্রমিক নং	নাম, পিতার নাম, অনুজ্ঞাধারীর ফটোগ্রাফ	ঠিকানা	লাইসেন্স নং	লাইসেন্স ইস্যুর তারিখ	লাইসেন্স রিনিউ-য়ালের তারিখ	নূতন লাইসেন্স বা রিনিউয়াল জনিত ফিস এবং তাহার বিবরণ	মন্তব্য	নিবন্ধকের ইনিসিয়াল

ফরম—৩

(রুল ৭)

অবর-নিবন্ধক অফিসে রক্ষিত অনুজ্ঞাধারী নকল নবীশের রেজিস্টার বহি

ক্রমিক নং	নাম এবং পিতার নাম	ঠিকানা	লাইসেন্স নং	লাইসেন্স ইস্যু তারিখ	লাইসেন্স রিনিউ করিবার তারিখ	মন্তব্য	অবর-নিবন্ধকের ইনিসিয়াল

দ্রষ্টব্য ঃ ইনিসিয়াল প্রদানের ব্যবস্থা ভবিষ্যৎ জটিলতা নিরোধ করিতে সাহায্য করিবে।

ফরম—৪

(রুল ৭)

নকল নবীশের অনুজ্ঞাপত্র

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

(রাষ্ট্রীয় প্রতীক)

... ... জেলা নিবন্ধকের অফিস

নকলনবীশের অনুজ্ঞাপত্র

নাম ... ...

পিতার নাম ... ...

পূর্ণ ঠিকানা ... ...

পাসপোর্ট সাইজ ফটোগ্রাফ

পশ্চিমবঙ্গ নিবন্ধীকরণ (নকল নবীশ) নিয়মাবলী ১৯৮২ এর দ্বারা ক্ষমতাযুক্ত হইয়া জেলা নিবন্ধক ... ... (জেলার নাম) খুশি হইয়া শ্রী ... ... কে অনুজ্ঞাপ্রাপ্ত নকল নবীশরূপে ... ... রেজিস্ট্রেসন অফিসের অধীনে কার্য করিবার জন্য অনুজ্ঞাপত্র প্রদান করিতেছেন।

তাঁহার অনুজ্ঞাপত্র নং ... ...

স্থান ... ... জেলা নিবন্ধক ... ...

তারিখ ... ...

পুনর্বৈধকরণ সংক্রান্ত পৃষ্ঠলেখ

ক্রমিক নং	তারিখ	প্রেরিত টাকার পরিমাণ ও বিবরণ	পুনর্বৈধকৃত		পুনর্বৈধকারী কর্তৃপক্ষের স্বাক্ষর ও উপাধি	মন্তব্য
			হইতে	পর্যন্ত		

ফরম নং—৫
(রুল ১১ সি)

অনুজ্ঞাপ্রাপ্ত নকল নবীশের রেজিস্টার বহি

ক্রমিক নং	নকলের পৃষ্ঠা সংখ্যা	নকলীকৃত দলিলের প্রকার	সম্পাদনকারী ও গ্রহীতার নাম	মোট আদায়ীকৃত ফিস	পারিশ্রমিক প্রদানকারীর নাম	মন্তব্য	নকল নবীশের ইনিসিয়াল

ফরম নং—৬
(রুল ১১ ডি)

নকল নবীশ দ্বারা প্রদত্ত রসীদ ঃ—

ক্রমিক নং ... ...

নকল নবীশের রেজিস্টার বহির ক্রমিক নং ... ...

অফিসের নাম ... ...

নকলের পৃষ্ঠা সংখ্যা ... ...

সংগৃহীত পারিশ্রমিকের পরিমাণ ... ...

... ...

নকল নবীশের স্বাক্ষর

তারিখ ... ... অনুজ্ঞাপত্র নং ... ...

নকল নবীশের ঘোষণা

নকল নবীশকে অনুজ্ঞাপত্র প্রদানের পূর্বে এবং প্রতি বৎসর অনুজ্ঞাপত্র রিনিউয়ালের পূর্বে দলিল লেখকের নিকট হইতে যেমন ঘোষণা লওয়া হয় সেইরূপ নকল নবীশদিগের নিকট ঘোষণা লইবেন জেলা নিবন্ধকগণ। ঘোষণাপত্রের নিদর্শন দলিল লেখকের নিয়মাবলীর পরিশিষ্টে প্রদান করা হইয়াছে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

রেজিস্ট্রেসন ফিস্ তালিকা

দলিল রেজিস্ট্রী করিতে রেজিস্ট্রেসন ফিস্ প্রদান করিবার ব্যবস্থা আছে; এই ফিস্ প্রধানতঃ দুইটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে—(১) সাধারণ ফিস্ এবং (২) অতিরিক্ত ফিস্। প্রত্যেক শ্রেণীতে কতকগুলি অনুচ্ছেদ বা আর্টিকেল আছে; যেমন এ, বি, সি, ইত্যাদি। [এ]-অনুচ্ছেদ হইতে [জি]-অনুচ্ছেদ পর্যন্ত 'সাধারণ ফিস্'-এর অন্তর্গত এবং [এইচ]-অনুচ্ছেদ হইতে [পি]-অনুচ্ছেদ পর্যন্ত 'অতিরিক্ত ফিস'-এর অন্তর্গত।

সাধারণ ফিস্ ১

অনু: [এ (১)]—

মূল্য ১০০ টাকার অধিক না হইলে প্রদেয় ফিস্ হইবে ১ টাকা ৫০ পয়সা।

মূল্য ১০০ টাকার অধিক কিন্তু ২৫০ টাকার অধিক না হইলে প্রদেয় ফিস্ ২ টাকা।

মূল্য ২৫০ টাকার অধিক কিন্তু ৫০০ টাকার অধিক না হইলে প্রদেয় ফিস্ ৬ টাকা।

মূল্য ৫০০ টাকার অধিক কিন্তু ১০০০ টাকার অধিক না হইলে প্রদেয় ফিস্ ৭ টাকা ৫০ পয়সা।

মূল্য এক হাজার টাকার অধিক হইলে, পাঁচ হাজার টাকা পর্যন্ত প্রতি এক হাজার বা তাহার অংশের জন্য ৮ টাকা। অর্থাৎ কোন সম্পত্তির বিক্রয়মূল্য ২৫০০ টাকা হইলে রেজিস্ট্রেসন ফিস্ হইবে ৭ টাকা ৫০ পয়সা+৮ টাকা+৮ টাকা= ২৩ টাকা ৫০ পয়সা। সুতরাং নিম্নলিখিতভাবে ফিস্ তালিকা হইবে—

মূল্য ১০০০ টাকার অধিক কিন্তু ২০০০ টাকার অনধিক হইলে প্রদেয় ফিস্ ১৫ টাকা ৫০ পয়সা।

মূল্য ২০০০ টাকার অধিক কিন্তু ৩০০০ টাকার অনধিক হইলে প্রদেয় ফিস্ ২৩ টাকা ৫০ পয়সা।

মূল্য ৩০০০ টাকার অধিক কিন্তু ৪০০০ টাকার অনধিক হইলে প্রদেয় ফিস্ ৩১ টাকা ৫০ পয়সা।

মূল্য ৪০০০ টাকার অধিক কিন্তু ৫০০০ টাকার অনধিক হইলে প্রদেয় ফিস্ ৩৯ টাকা ৫০ পয়সা।

মূল্য পাঁচ হাজার টাকার উর্ধ্বের হইলে প্রতি হাজার বা তাহার অংশের জন্য প্রদেয় ফিস্ ১০ টাকা। অর্থাৎ কোন বিক্রয়-কোবলা দলিলে সম্পত্তির মূল্য

৬০০০ টাকা হইলে ফিস্ দিতে হইবে প্রথম হাজারের জন্য ৭ টাকা ৫০ পয়সা এবং পরবর্তী ৪০০০ টাকায় ৩২ টাকা এবং ১০০০ টাকার জন্য ১০ টাকা = ৪৯ টাকা ৫০ পয়সা ফিস্ দিতে হইবে।

সুতরাং ৫০০০ টাকার উর্ধ্বের দলিলের ফিস্ তালিকা হইবে—

মূল্য ৫০০০ টাকার অধিক, ৬০০০ টাকার অনধিক হইলে প্রদেয় ফিস্ ৪৯ টাকা ৫০ পয়সা।

মূল্য ৬০০০ টাকার অধিক, ৭০০০ টাকার অনধিক হইলে প্রদেয় ফিস্ ৫৯ টাকা ৫০ পয়সা।

মূল্য ৭০০০ টাকার অধিক, ৮০০০ টাকার অনধিক হইলে প্রদেয় ফিস্ ৬৯ টাকা ৫০ পয়সা।

মূল্য ৮০০০ টাকার অধিক, ৯০০০ টাকার অনধিক হইলে প্রদেয় ফিস্ ৭৯ টাকা ৫০ পয়সা।

মূল্য ৯০০০ টাকার অধিক, ১০,০০০ টাকার অনধিক হইলে প্রদেয় ফিস্ ৮৯ টাকা ৫০ পয়সা।

অর্থাৎ মূল্য ৫০০০ টাকার উর্ধ্বে হইলে নিম্নলিখিত ফরমূলাতে ফিস্ গণনা করিতে হইবে—

৩৯ টাকা ৫০ পয়সা + ১০ (হাজার মান—৫)।

এখানে হাজার-মান অর্থে এইরূপ বুঝিতে হইবে—৬ হাজারের মান ৬ ; ৬৫০০-এর মান ৭ ; ৭ হাজারের মান ৭ ; ৭২০০-এর মান ৮ ধরিতে হইবে। সহস্র মান পূর্ণ সংখ্যায় ধরিতে হইবে। দলিলে লিখিত রাইট (অধিকার), টাইটল বা স্বত্বের মূল্যের উপর নিম্নলিখিত প্রকারের দলিলে [এ]-ফিস্ দিতে হয়—

কোবালা দলিল ; দানপত্র ; নিরূপণপত্র ; বণ্টননামা ; লিজ ; মর্টগেজ ; পুনর্বার বন্ধকীপত্র (কোন সম্পত্তি একবার বন্ধক দিয়া পুনরায় দ্বিতীয়বারের জন্য উক্ত সম্পত্তি বন্ধক প্রদান); ক্ষতি-নিষ্কৃতি তমসুক (ইনডেম্নিটি বণ্ড), জামিন তমসুক (সিকু্যরিটি বণ্ড) ভিন্ন অন্য সকল প্রকারের বণ্ড বা তমসুক ; বণ্ড বা মর্টগেজমূলে কোন হস্তান্তরকরণ ; ইনসিওরেন্স পলিসি ; বিল অব্ এক্সচেঞ্জ ; প্রমিসরি নোট ; কোন অর্থ প্রাপ্তির স্বীকারে রসীদপত্র ; নীলামের সার্টিফিকেট (সার্টিফকেট অব্ সেল) ; যে সম্পত্তি পূর্বে কোন নিবন্ধীকৃত দলিলমূলে আবদ্ধ ছিল না সেই সম্পত্তি সংক্রান্ত না-দাবি ; যে অ্যাওয়ার্ডে বা সালিশীতে সম্পত্তি বণ্টনের নির্দেশ থাকে সেই অ্যাওয়ার্ড ; অছি (ট্রাস্ট) নিয়োগপত্র ; মূল্যের বিনিময়ে পার্টনারশিপের কোন অংশীদারের নিকট অপর অংশীদারের শেয়ার হস্তান্তর।

অনু ঃ [এ (২)]—কিন্তু দলিলে যদি রাইট (অধিকার), টাইটল বা স্বত্বের মূল্য প্রদান করা না থাকে তবে পঞ্চাশ টাকা ফিস্ সেই দলিলে ধার্য করা হইবে।

ব্যাখ্যা ঃ (১) বিক্রয়-কোবালা, দানপত্র, সেটেলমেণ্ট দলিলে হস্তান্তরিত সম্পত্তির মূল্যের উপর ফিস ধার্য হয়; লীজ দলিল ভিন্ন অন্য প্রকার যে দলিলে নিয়মিত ব্যবধানে পুনঃ পুনঃ অর্থ প্রদানের (পিরিয়ডিক্যাল পেমেণ্ট) ব্যবস্থা আছে, সেই সকল দলিলের ফিসের জন্য মূল্য ধরিতে হইবে ঐরূপ একটি পিরিয়ডের জন্য প্রদেয় অর্থ এবং (পিরিয়ডিক্যাল অর্থ-প্রদান ব্যতীত) অন্যান্য প্রদেয় অর্থের সমষ্টিকে। বণ্ড, মর্টগেজ, বন্ধকী সম্পত্তি পুনর্বার দায় সংযুক্তিকরণ ইত্যাদি প্রকার দলিলে যে অর্থ বণ্ড, মর্টগেজমূলে প্রদত্ত সেই অর্থের উপর ফিস্ ধার্য হইবে। অ্যান্নুয়িটির ক্ষেত্রে এক পিরিয়ডে যে অর্থ প্রদানের কথা দলিলে উল্লিখিত থাকে তাহার উপর ফিস্ ধার্য করিতে হয়।

(২) লীজ দলিলের ক্ষেত্রে মূল্য নিম্নলিখিতভাবে ধার্য হয়—

লীজের শ্রেণীবিভাগ	মূল্য
(এ) যে লীজে খাজনা স্থির (ফিক্স্ড) এবং যাহাতে কোন ফাইন বা প্রিমিয়াম প্রদান করিতে হয় না বা কোন অর্থ অ্যাডভান্স করিতে হয় না সেইরূপ লীজ :	
(i) যদি এক বৎসরের কম সময়ের জন্য হয় তাহা হইলে	লীজমূলে মোট প্রদেয় অর্থের উপর ফিস্ ধার্য হইবে।
(ii) এক বৎসর বা এক বৎসরাধিক হয় কিন্তু দশ বৎসরের অধিক না হয় তাহা হইলে	বার্ষিক গড় খাজনার উপর ধার্য হইবে।
(iii) অনির্দিষ্ট কালের জন্য হইলে (iv) দশ বৎসরের অধিককাল হইলে (v) চিরকালের জন্য হইলে	দুই বৎসরের খাজনার সমষ্টির উপর ফিস্ ধার্য হইবে।

[মহানিবন্ধ-পরিদর্শক দুই বৎসরের খাজনা নিম্নলিখিত উপায়ে সংগ্রহ করিতে নির্দেশ দিয়াছেন—

(১) লীজ অনির্দিষ্ট কালের জন্য হইলে প্রথম দশ বৎসরের খাজনার সমষ্টি বাহির করিতে হইবে; ওই সমষ্টির ১/৫ অংশ হইবে দুই বৎসরের খাজনা।

(২) দশ বৎসরের অধিককালের জন্য লীজ হইলে, মোট যত বৎসরের জন্য লীজ প্রদান করা হইয়াছে তত বৎসরের প্রদেয় খাজনার সমষ্টি বাহির করিতে হইবে; তরপর যত বৎসরের জন্য লীজ প্রদান করা হইয়াছে তাহার অর্ধেক দ্বারা উক্ত মোট

সমষ্টিকে ভাগ করিলে দুই বৎসরের খাজনা পাওয়া যাইবে। সুতরাং, ২০ বৎসরের জন্য লীজ প্রদান করা হইলে, ২০ বৎসরে প্রদেয় মোট খাজনাকে দশ দ্বারা (কেন না, ২০ বৎসরের অর্ধেক বৎসর হইতেছে দশ বৎসর) ভাগ করিলে ২ বৎসরের খাজনা পাওয়া যাইবে।

(৩) চিরকালের জন্য লীজের ক্ষেত্রে পঞ্চাশ বৎসরের খাজনার সমষ্টিকে ২৫ দ্বারা ভাগ করিলে দুই বৎসরের খাজনা পাওয়া যাইবে।]

(বি) যে লীজে কোন খাজনা নির্দিষ্ট থাকে না, কিন্তু যে লীজের জন্য ফাইন বা প্রিমিয়াম বা টাকা অ্যাডভান্স প্রদান করা হয়, সেই লীজ দলিলে ফাইন বা প্রিমিয়াম বা অ্যাডভান্সকৃত অর্থের উপর ফিস্ ধার্য করা হইবে।

(সি) যে লীজে খাজনা প্রদানের ব্যবস্থা থাকে এবং ফাইন, প্রিমিয়াম বা অ্যাডভান্স দিবারও ব্যবস্থা থাকে, সেই দলিলে ফাইন বা প্রিমিয়াম বা অ্যাডভান্স এবং খাজনার সমষ্টির উপর ফিস্ ধার্য হইবে। (উপরে খাজনা নির্ধারণের যে নিয়মের উল্লেখ করা হইয়াছে, সেই নিয়মানুসারে খাজনার পরিমাণ বাহির করিয়া লইতে হইবে।)

(৩) বণ্টননামা দলিলে যেমন বৃহত্তম অংশটি বাদ দিয়া অপর অংশ বা অংশগুলির মোট মূল্যের উপর ষ্ট্যাম্প মাশুল প্রদান করিতে হয়, রেজিস্ট্রেসন ফিস্ও অনুরূপে অপর অংশ বা অংশগুলির মোট মূল্যের উপর ধার্য হইবে।

অবশ্য অনুবিধি এই যে—

(এ) যদি কোন পাট্টা বা লীজ (অবশ্য যদি এই পাট্টা বা লীজমূলে কেবলমাত্র চাষের জন্য রায়তকে প্রদান করা হয় তাহা হইলে এই সুবিধা গ্রহণ করা যাইবে) এবং কবুলিয়ত বা কাউন্টার পার্ট (অনুলিপি) একই সময়ে পর পর দাখিল করা হয় তাহা হইলে পাট্টাতে উচিত ফিসের অর্ধেক ফিস্ ধার্য হইবে এবং কবুলিয়তে পাট্টার প্রদেয় পুরা ফিস্ দিতে হইবে।

(বি) যদি কোন দলিল পাঠে এইরূপ প্রতীয়মান হয় যে উহা উপরিলিখিত দলিলের একাধিক প্রকারের হইতে পারে, তবে যে প্রকারের দলিলরূপে উহাতে বৃহত্তম ফিস্ ধার্য করা যাইতে পারে সেই দলিলরূপে গণ্য করা হইবে।

(সি) পৃথক্ বিষয় লইয়া কোন একখানি দলিল লিখিত হইলে, সেই দলিলে যতগুলি পৃথক্ বিষয় আছে ততগুলি ভিন্ন দলিল স্বরূপে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ফিস ধার্য করিতে হইবে।

(ডি) কোন দলিলে একাধিক সম্পাদনকারী থাকিতে পারে ; যদি দলিলের সকল সম্পাদনকারী একই সময়ে হাজির না হয় এবং ভিন্ন ভিন্ন সময়ে উপস্থিত হইয়া উক্ত দলিলে সম্পাদনস্বরূপে স্বাক্ষর করিয়া সম্পাদন স্বীকার করেন তবে ফিস লইবার নিয়ম হইতেছে এই যে, প্রথমে এক বা একাধিক সম্পাদনকারীর দ্বারা সম্পাদন স্বীকারের

পর দলিল রেজিস্ট্রেসনের জন্য গৃহীত হয়। রেজিস্ট্রেসন শেষে ৬০-ধারামূলে দলিলের শেষ এনডোর্সমেণ্ট লিখিত হইয়া যাইবার পর অপরাপর সম্পাদনকারী দলিল সম্পাদন করিবার জন্য হাজির হইলে পুনরায় রেজিস্ট্রেসন ফিস ইত্যাদি প্রদান করিয়া দলিল-খানি নূতন করিয়া দাখিল করিতে হইবে। কিন্তু দলিলখানির রেজিস্ট্রেসন শেষ হইবার পূর্বে যদি অপরাপর সম্পাদনকারী সম্পাদন করিবার জন্য হাজির হইয়া সম্পাদনস্বরূপে দস্তখত করিয়া রেজিস্টারিং অফিসারের নিকট সম্পাদন স্বীকার করেন, তাহা হইলে দলিলখানির জন্য কোন প্রকার ফিস্‌আদি কিছুই লাগিবে না, উহা দ্বিতীয়বার দাখিল করিবারও প্রয়োজন নাই।

(ই) মূল মর্টগেজ দলিল যথাযথ নিবন্ধীকৃত হইয়া থাকিলে (মূল মর্টগেজ দলিল দাখিল করিতে হইবে রেজিস্টারিং অফিসারের সন্তুষ্টির জন্য) উক্ত মর্টগেজ দলিলমূলে পরবর্তীকালে কোন দলিল (এই দলিলে মূল মর্টগেজের শর্ত উল্লেখে সিকিউরিটির বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়) রেজিস্ট্রীর জন্য মূল মর্টগেজ দলিলের ন্যায় ফিস্ দিতে হয়। কিন্তু মূল মর্টগেজ দলিলে ৪ টাকার বেশি ফিস্ প্রদান করা থাকিলে দ্বিতীয় দলিলে ৪ টাকার বেশি ফিস্ দিতে হইবে না; অর্থাৎ দ্বিতীয় দলিলে সর্বোচ্চ ৪ টাকা ফিস্ দিতে হয়।

অনুঃ [বি]—যদি কোন পৃথক্ দলিল কোন অর্থের আদান-প্রদান সম্পর্কে লিখিত হয়, তবে দলিলমূলে যে অর্থ আদান-প্রদান হয়, সেই অর্থকে মূল্য ধরিয়া তাহার উপর [অনু : এ'র] নিয়মানুসারে ফিস্ ধার্য হইবে। [এই অর্থের আদান-প্রদান কোবালা বা মর্টগেজ দলিলের মূল্যস্বরূপ হইতে পারে, লীজের খাজনা হইতে পারে অথবা অন্যান্য প্রকারের দলিলের পণবাহাও হইতে পারে।]

অবশ্য অনুবিধি এই যে, উক্ত অর্থের আদান-প্রদান সম্পর্কিত কোন দলিল পূর্বে নিবন্ধীকৃত হইয়া থাকিলে আদান-প্রদান সম্পর্কিত পৃথক্ দলিলের ফিস্ ৮ টাকার অধিক হইবে না।

অনুঃ [সি]—উইলের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত ফিস্ প্রদান করিতে হইবে—

(i) সীলমোহরযুক্ত কভারে রক্ষিত উইল জমা দিতে বা ফেরত লইতে ফিস্ লাগিবে ২৫ টাকা।

(ii) উক্ত কভার (খাম) উন্মুক্ত করিতে ফিস্ লাগিবে ১৫ টাকা।

(খাম হইতে উইল বাহির করিলেই উহা নকল করিবার বিধান আছে; সুতরাং উক্ত ১৫ টাকা ব্যতীত [জি]-অনুচ্ছেদমূলে নকল করিবার ফিস্‌ও দিতে হইবে।)

(iii) কোন উইল অথবা দত্তক গ্রহণের প্রাধিকারপত্র রেজিস্ট্রী করিতে হইলে বা পূর্বে রেজিস্ট্রীকৃত কোন উইল নাকচ বা রদ করিতে হইলে ফিস্ দিতে হইবে ১৬ টাকা।

দ্রষ্টব্য ঃ যদি কোন একখানি উইলমূলে পূর্বকৃত উইল নাকচ করিয়া নূতনভাবে উইল করা হয় তবে সেইরূপ উইলের জন্য একটিমাত্র [সি (iii)] ১২ টাকা ফিস্ লইতে হইবে ; নাকচের জন্য এবং উইলমূলে বন্দোবস্তের জন্য তুইটি ফিস্ লওয়া হইবে না কিন্তু তুইখানি ভিন্ন ভিন্ন দলিল করা হইলে তুইটি দলিলের জন্য তুইবার [সি (iii)] ধার্য হইবে।

অনুঃ [ডি]—ব্যক্তিগত সেবার শর্তে (পারসোনাল সার্ভিস) যে একরারনামা দলিল লিখিত হয় তাহাতে নিম্নলিখিত হারে ফিস্ দিতে হইবে—৫০০ টাকা বেতন পর্যন্ত ২ টাকা ; ৫০০ টাকার উর্ধ্বে বেতন হইলে ৫ টাকা।

অনুঃ [ই]—পূর্বলিখিত অনুচ্ছেদগুলিতে যে সকল দলিলের সম্বন্ধে লিখিত হয় নাই, সেই সকল দলিলের জন্য ফিস্ লাগিবে ৬ টাকা।

দ্রষ্টব্য ঃ (১) মহানিবন্ধ-পরিদর্শক নিম্নলিখিতপ্রকার দলিলের ক্ষেত্রে [ই]-ফিস্ ধার্যের জন্য নির্দেশ প্রদান করিয়াছেন—

যে না-দাবি দলিলমূলে পূবে মর্টগেজদত্ত সম্পত্তির পুনরুদ্ধার করা হয় সেইরূপ না-দাবি দলিল ; (লীজের) ইস্তফানামাপত্র ; নিরূপণপত্র বহিতকরণ ; ট্রাস্ট বা অছি রহিতকরণপত্র ; অংশনামা ; পুনসমর্পণপত্র ;

(২) [এ]-অনুচ্ছেদের অনুবিধির অন্তর্গত (সি) ও (ডি)-এর নির্দেশ প্রযোজ্য হইবে [বি], [ডি] এবং [ই] আর্টিকেলের ক্ষেত্রেও।

অনুঃ [এফ্]—ইনডেক্স তল্লাস করিবার জন্য এবং রেজিস্টার বহি ইত্যাদি পরিদর্শন করিবার জন্য নিম্নলিখিত নিয়মে ফিস্ লইতে হইবে—

[এফ্(১)] তল্লাস বা সার্চ—কোন নির্দিষ্ট অফিসের প্রতি দলিলে বর্ণিত সম্পত্তি বা ব্যক্তির নামের প্রতি এন্ট্রীর জন্য ফিস্ দিতে হইবে—

(i) এক বৎসরের জন্য হইলে ২ টাকা, (ii) একাধিক বৎসরের জন্য হইলে প্রথম বৎসরের জন্য ২ টাকা এবং অতিরিক্ত বৎসরগুলির প্রত্যেক বৎসরের জন্য ১ টাকা।

[এফ (২)] পরিদর্শন বা ইন্স্পেক্শান—১, ৩ এবং ৪ নং রেজিস্টার বহির নির্দিষ্ট প্রতি নকলের অথবা অন্যান্য রেজিস্টারের বা বহির প্রতি এন্ট্রীর অথবা কোন একটি নির্দিষ্ট দলিলের অথবা কোন ফাইলের বিশেষ একটি পত্র পরিদর্শনের জন্য ২ টাকা ফিস্ দিতে হয়।

দ্রষ্টব্য ঃ নকলের জন্য 'এস্টিমেট ফিস্' 'পরিদর্শনের 'জন্য যেরূপ ফিস্ লওয়া হয়, সেইরূপ [এফ্ (২)] লইতে হয়।

অবশ্য অনুবিধি এই যে—

(এ) কোন একজন ব্যক্তির নাম বা সম্পত্তির (একটি মৌজার) ইনডেক্স তল্লাসির জন্য ফিস্ ৩০ টাকার অধিক হইবে না।

(বি) কোন ব্যক্তি যদি কোন একটি নির্দিষ্ট বৎসরের একটি এনট্রী তল্লাস করিবার জন্য দরখাস্ত করিয়া দরখাস্তে লিখিত এনট্রী অপেক্ষা অধিক এনট্রী সম্পর্কে নোট লয়, তাহা হইলে দরখাস্তকারীকে মোট ৩০ টাকা ফিস্ দিতে হইবে।

(সি) কোন দলিলের নকল লইবার জন্য দরখাস্তের সঙ্গে যদি মূল নিবন্ধীকৃত দলিল অথবা মূল দলিলের প্রমাণিত প্রতিলিপি (সার্টিফাযেড কপি) দাখিল করা হয় তাহা হইলে ইনডেক্স তল্লাসের জন্য তল্লাস-ফিস্ লইতে হইবে না ; কোন দলিল নিবন্ধীকরণের সময় সেই দলিলের নকল লইবার জন্য দরখাস্ত করা হইলে অনুরূপে তল্লাস-ফিস্ লইতে হইবে না।

(ডি) ৭২, ৭৩ বা ৭৪-ধারামূলে কোন কেস সংক্রান্ত একটি রেকর্ডের সকল বা কতকগুলি পেপার পরিদর্শনের জন্য যে দরখাস্ত করা হয় তাহার জন্য মাত্র একটি [এফ্ (২)] ফিস ধার্য করা হয়। অর্থাৎ, ২ টাকা [এফ (১)] ফিস্ প্রদানে কোন একটি কেস-রেকর্ডের (৭২, ৭৩ বা ৭৪-ধারার কেস সংক্রান্ত রেকর্ড) সমস্ত পেপারগুলিই পরিদর্শন করা যাইতে পারে।

(ই) ১৯৪০ সালের বাংলা সমবায় সমিতি আইনমূলে প্রতিষ্ঠিত কোন সমবায় সমিতির আধিকারিক সমবায় সমিতির কার্যের জন্য কোন তল্লাস এবং পরিদর্শন করিতে চাহিলে কোন একটি রেজিস্ট্রেসন অফিসে কোন এক ব্যক্তির নাম বা সম্পত্তির (একটি মৌজার) তল্লাস করিবার জন্য এবং উক্ত নাম সম্পর্কে রেজিস্টার বহিতে লিখিত দলিলের নকল পরিদর্শনের জন্য মাত্র ১ টাকা ফিস প্রদান করিবেন ; অর্থাৎ ১ টাকা ফিস প্রদান করিয়া একটি নামের জন্য যত ইচ্ছা এনট্রী অনুসন্ধান করিবার এবং দলিলের নকল পরিদর্শন করিবার সুযোগ সমবায় সমিতিগুলিকে প্রদান করা হইয়াছে।

(এফ) অল্প ব্যয়ে গৃহনির্মাণ পরিকল্পনামূলে তল্লাস এবং পরিদর্শন করিতে হইলে কোন একজন ব্যক্তির নাম বা সম্পত্তির (একটি মৌজার) তল্লাস এবং উক্ত নাম সম্পর্কে দলিলের নকল পরিদর্শনের জন্য কোন একটি অফিসে দশ টাকার অধিক ফিস প্রদান করিতে হইবে না [অর্থাৎ, নিয়মানুসারে ফিস দিতে হইবে কিন্তু ফিসের মোট পরিমাণ দশ টাকার অধিক হইবে না] ; দশ টাকা প্রদানে একটি নামের জন্য একটি অফিসে যত ইচ্ছা এনট্রী তল্লাস করা যাইবে এবং দলিলের নকল পরিদর্শন করা যাইবে।

(জি) কলিকাতার উন্নতি সাধনের জন্য ট্রাস্টী বোর্ড প্রতি বৎসর ১৭০০ টাকা প্রদান করিয়া ১৯৭৫ সালের ৩১শে জানুয়ারী পর্যন্ত এই তিন বৎসরকাল কলিকাতার লেখ্য-নিবন্ধকের (রেজিস্ট্রার অব অ্যাস্যুয়োরেন্স) অফিসে এবং ২৪ পরগণার

জেলা-নিবন্ধকের অফিসে সংরক্ষিত ইনডেক্স এবং ১ নং রেজিস্টার বহি যত ইচ্ছা তল্লাস বা পরিদর্শন করিতে পারিবে।

(এইচ্) ১৯৩১ সালের বেঙ্গল স্টেট এড্ টু ইনডাস্ট্রিজ অ্যাক্ট অনুসারে ঋণ গ্রহণের জন্য দলিলমূলে স্থাবর সম্পত্তি বন্ধক রাখিবার ব্যবস্থা আছে; উক্ত দলিলের জন্য কোন একজন ব্যক্তির নাম বা সম্পত্তির (একটি মৌজায় মাত্র) তল্লাস বা পরিদর্শন করিতে হইলে একটি রেজিস্ট্রেসন অফিসে সর্বোচ্চ দশ টাকা ফিস্ প্রদান করিলে ইচ্ছামতো তল্লাস ও পরিদর্শন করা যাইতে পারে।

(আই) গ্রামীণ গৃহনির্মাণ পরিকল্পনা অনুসারে কোন একটি অফিসে একটি ব্যক্তির নাম বা সম্পত্তির তল্লাসের জন্য এবং উক্ত নাম সম্পর্কে রেজিস্টার বহি পরিদর্শনের জন্য সর্বোচ্চ দশ টাকা ফিস্ প্রদান করিলে চলিবে।

(জে) শ্যালো টিউবওয়েল স্কীমের অন্তর্গত ফিল্টার পয়েন্ট অথবা পাম্প সেটের জন্য স্থাবর সম্পত্তি বন্ধক রাখিয়া যে ঋণ প্রদান করা হয় সেই সংক্রান্ত তল্লাস এবং পরিদর্শনের জন্য প্রতি ব্যক্তি অথবা প্রতি মৌজার নিমিত্ত ২ টাকা ফিস্ প্রদান করিলে৷ যে কোন অফিসের রেজিস্টার বহিতে উক্ত নামের তল্লাস অথবা পরিদর্শন কর যাইতে পারে।

(কে) পশ্চিমবঙ্গে অ্যাগ্রো ইন্ডাসট্রিজ করপোরেশন-এর অন্তর্গত পাম্প সেট, পারশিয়ান হুইল, ট্রাকটর, থ্রেসার প্রভৃতির জন্য ঋণ গ্রহণ কালে যে স্থাবর সম্পত্তি বন্ধক দেওয়া হইয়া থাকে সেই সংক্রান্ত তল্লাস ও পরিদর্শনের জন্য প্রতি ব্যক্তির নাম অথবা প্রতি মৌজার নিমিত্ত এককালীন ২ টাকা প্রদান করিলে যে কোন অফিসের রেজিস্টার বহিতে উক্ত নামের তল্লাস অথবা পরিদর্শন করা যাইতে পারে।

(৩) (i) নিবন্ধীকৃত কোন দলিলের নকল রেজিস্টার বহিতে পরিদর্শন করিবার জন্য দরখাস্ত প্রদান করিবার পূর্বে ইনডেক্স তল্লাসের জন্য নির্ধারিত ফিস্ প্রদান করিতে হইবে।

(ii) নিবন্ধীকৃত কোন দলিলের সার্টিফায়েড কপির জন্য দরখাস্ত করিবার পূর্বে তল্লাস এবং পরিদর্শনের জন্য প্রয়োজনীয় ফিস্ প্রদান করিতে হইবে। অবশ্য অনুঃ [এফ্]-এর (সি)-অনুবিধির ক্ষেত্রে তল্লাসের জন্য ফিস্ দিতে হইবে না।

(iii) কোন দলিল, এনট্রী বা নথিপত্রের নকলের জন্য দরখাস্তের পূর্বে দলিল, এনট্রী বা নথিপত্র পরিদর্শনের জন্য প্রয়োজনীয় ফিস্ প্রদান করিতে হইবে।

অনুঃ [জি (এ)]—দলিলাদির নকল লইতে হইলে নিম্নলিখিত হারে ফিস্ প্রদান করিতে হইবে—

ইংরাজী ভাষায় বা কোন দেশীয় ভাষায় লিখিত প্রতি ১০০ টি শব্দ বা তাহার অংশের নকলের জন্য ৩৫ পয়সা লাগিবে।

(বি) কোন দরখাস্তকারী অফিসের অন্যান্য নকলের কাজ অপেক্ষা তাঁহার প্রার্থিত নকলের জন্য অগ্রাধিকার চাহিলে তাঁহাকে অতিরিক্ত ৪ টাকা ফিস্ দিতে হইবে; এবং যদি উক্ত নকল (৩০০টি শব্দ বিশিষ্ট প্রতি পৃষ্টা) চার পৃষ্ঠার অধিক হয় তাহা হইলে চার পৃষ্ঠাধিক প্রতি পৃষ্ঠার জন্য অতিরিক্ত পঞ্চাশ পয়সা করিয়া ফিস্ প্রদান করিতে হইবে।

দ্রষ্টব্য: পূর্বে নিবন্ধীকৃত কোন দলিলের নকল যদি পার্টি টাইপ করিয়া বা ছাপাইয়া লইয়া আসেন এবং উক্ত নকলে 'প্রমাণিত প্রতিলিপি' এই মর্মে সার্টিফিকেট প্রদানের জন্য দরখাস্ত করেন তাহা হইলে উক্ত নকল অফিস দ্বারা করিতে হইলে যে ফিস্ লাগিত তাহার অর্ধেক ফিস্ নকলখানি কম্পেয়ার করিবার জন্য লইতে হইবে।

আর্টিকেল [এফ]-এর অন্তর্গত (এফ), (এইচ্) এবং (কে) অনুবিধি অনুসারে সার্চ সার্টিফিকেট রেজিস্টারিং অফিসার সরকার বিশেষ আদেশ প্রদান করিলে দিতে পারিবেন।

(২) যদি একটি দরখাস্তে ৭২, ৭৩ বা ৭৪-ধারার অন্তর্গত কোন কেসের একটি রেকর্ডে যতগুলি পেপার আছে ততগুলিরই নকল প্রার্থনা করা হয়, তবে সেই পেপারগুলিতে লিখিত মোট শব্দসমষ্টির উপর অনুচ্ছেদ [জি]-অনুসারে ফিস্ ধার্য করিতে হইবে।

অনুঃ [এফ্]-এর অনুবিধি (এফ্) ও (এইচ্)-মূলে তল্লাসের সার্টিফিকেট সরকারের আদেশ অনুসারে রেজিস্টারিং অফিসার প্রদান করিয়া থাকেন; কিন্তু রেজিস্টারিং অফিসার সাধারণতঃ তল্লাসের সার্টিফিকেট কোন দরখাস্তকারীকে প্রদান করেন না।

১৯৩৮ সালের কুট্টিমেনন আইনবলে কলিকাতার নিবন্ধক বা অবর-নিবন্ধকের নিকট যে ঘোষণা করা হয় তাহার বা তাহার অংশের নকল লইতে হইলে মাত্র এক টাকা ফিস্ দিতে হয়।

(৩) ১৮৭৬ সালের মুসলিম বিবাহ ও তালাক নিবন্ধীকরণ আইনমূলে সংরক্ষিত রেজিস্টার বহি ও ইনডেক্সের তল্লাস ও নকলের জন্য উক্ত আইনের ১৬-ধারামতে ফিস্ নিবন্ধকের অফিসে প্রদান করিতে হইবে।

(৪) নকলের জন্য দরখাস্তে পনর পয়সার কোর্ট-ফিস্ ষ্ট্যাম্প লাগাইতে হয়, ১৯৭০ সালের পশ্চিমবঙ্গ কোর্ট-ফিস্ আইনানুসারে [পঃ বঃ আইন (১৫) ১৯৭০]।

মন্তব্য: অনুচ্ছেদ [জি]-তে বিধান আছে, নকলের অগ্রাধিকার পাইতে হইলে অতিরিক্ত ফিস্ দিতে হইবে। যদি কোন অফিসে কোন প্রকার নকলের কাজ না থাকে, তবে অতিরিক্ত ফিস্ প্রদান না করিয়াও দলিলের কপি দরখাস্তের দিন বা পরের দিন পাওয়া যাইতে পারে।

অনেকের ধারণা, 'অতিরিক্ত' ফিস্ প্রদান করিলে কপি এক দিনেই পাওয়া যায়; ইহা ভ্রান্ত ধারণা। প্রত্যায়িত নকলের জন্য দরখাস্ত খুব বেশি হইলে নকল পাইতে বিলম্ব হইতে পারে।

আর একটি কথা, কোন ব্যক্তি কোন দলিলের নকল টাইপ করিয়া বা ছাপাইয়া লইয়া আসিলে এবং তাহাতে 'প্রমাণিত প্রতিলিপি' এই মর্মে সার্টিফিকেট লইতে হইলে অতিরিক্ত [জি] বি, ফিস্ লইবার কোন স্পষ্ট বিধান নাই; তাহা সত্বেও অনেক ক্ষেত্রে অতিরিক্ত ফিস্ আদায় করা হয়; ইহা অযৌক্তিক। অফিসের কাজে বিচ্যুতি না ঘটাইবার উদ্দেশ্যে পার্টি খরচ করিয়া কপি লইয়া আসিয়াছে; এক্ষেত্রে কপিতে অগ্রাধিকার দিবার উদ্দেশ্যে ধার্যকৃত অতিরিক্ত ফিস্ আদায় করা অন্যায়।

প্লান-যুক্ত দলিলের নকল প্রার্থনা করিলে, অনেক অফিস পার্টির প্রয়োজনের কথা চিন্তা না করিয়াই প্লান ও দলিলের নকল লইতে বাধ্য করেন। ইহা উচিত নয়। পার্টি ইচ্ছা করিলে শুধুমাত্র প্লান বা দলিলের নকল প্রার্থনা করিতে পারেন। রেজিস্ট্রেসন অফিসে রক্ষিত বিভিন্ন ডকুমেণ্টের অংশ বিশেষের নকল প্রদান বেআইনী নয়।

অতিরিক্ত ফিস্—২

অনুঃ [এইচ্]—রেজিস্ট্রেসন আইনের ৩০ (১) উপধারামূলে জেলা-নিবন্ধক (কলিকাতার নিবন্ধক ব্যতীত) যে দলিল রেজিস্ট্রী করেন, সেই দলিলের যাহা সাধারণ ফিস্ হয় সেই পরিমাণে অতিরিক্ত ফিস্ অথবা অতিরিক্ত ২৫ টাকা এই দুই-এর মধ্যে যে ফিস্ কম তাহা প্রদান করিতে হইবে; এই অতিরিক্ত ফিস্ ছাড়াও সাধারণ ফিস্ দিতে হইবে (জেলা-নিবন্ধক জেলাস্থিত যে কোন সম্পত্তি সম্পর্কিত দলিল রেজিস্ট্রী করিতে পারেন; ৩০-ধারা দেখুন)।

অনুঃ [আই]—৩০ (২) উপধারামূলে কলিকাতার নিবন্ধক যদি এমন দলিল রেজিস্ট্রী করেন যে দলিলে বর্ণিত সম্পত্তির কোন অংশও তাঁহার এলাকাস্থিত নহে তাহা হইলে উক্ত দলিলের জন্য অতিরিক্ত ৫০ টাকা ফিস্ দিতে হইবে; ইহা ছাড়া সাধারণ ফিস্ও দিতে হইবে।

অনুঃ [জে]—(১) ৩১-ধারামূলে যদি কোন অফিসারকে কোন ব্যক্তির গৃহে দলিল গ্রহণ করিবার ও রেজিস্ট্রী করিবার জন্য গমন করিতে হয়, অথবা কোন উইল ডিপজিট লইবার জন্য গমন করিতে হয় তাহা হইলে অতিরিক্ত ৫০ টাকা ফিস্ দিতে হইবে।

(২) উপরন্তু, দূরত্ব যদি রেজিস্ট্রেসন অফিস হইতে এক মাইলের অধিক হয় তাহা হইলে বারবরদারী বাবদ রেজিস্টারিং অফিসারকে প্রতি কিলোমিটারের জন্য ৩০ পয়সা এবং পিওনকে ৯ পয়সা প্রদান করিতে হইবে। অবশ্য যে সকল স্থানে যানবাহন ভাড়ায় পাওয়া যায় সে সকল স্থানের জন্য এক কিলোমিটারের অধিক বা কম হইলেও স্থানীয় যানবাহন ভাড়ার রেট অনুসারে বারবরদারী প্রদান করা যাইতে পারে। কলিকাতা, আলিপুর, শিয়ালদহ, বেহালা, কাশীপুর, দমদম অফিসের নিবন্ধক বা অবর-নিবন্ধককে কলিকাতা শহর এবং হাওড়া শহরের মধ্যস্থ অঞ্চল ভিজিটের জন্য ট্যাক্সি ভাড়া প্রদান করিতে হইবে (কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল আইনানুসারে কলিকাতার সীমা নির্ধারিত হইবে)।

অনুঃ [কে]—(১) ৩৩ (৩)-উপধারামূলে কোন মোক্তারনামার স্বতঃপ্রবৃত্ত সম্পাদন সম্পর্কে অনুসন্ধান করিবার জন্য অথবা ৩৮ (২) উপধারামূলে কোন সম্পাদনকারীকে পরীক্ষা করিবার জন্য রেজিস্টারিং অফিসারকে বা অন্য কোন কর্মচারীকে পার্টির গৃহে গমন করিতে হইলে নিম্নলিখিত ফিস্ প্রদান করিতে হইবে—

(এ) শারীরিক অসুস্থতাহেতু যে সকল ব্যক্তি অফিসে হাজির হইতে রেহাইপ্রাপ্ত, জেলে বন্দী এমন ব্যক্তি এবং অফিসে হাজির হইতে রেহাইপ্রাপ্ত পর্দানসীন মহিলাগণের জন্য ৫ টাকা অতিরিক্ত ফিস্ দিতে হইবে ; এবং

(বি) পর্দানসীন মহিলা ব্যতীত, অন্যান্য যে সকল সম্মানীয় ব্যক্তি বিশেষ সরকারী নিয়মানুসারে কোর্টে হাজির হইতে রেহাইপ্রাপ্ত সেই সকল ব্যক্তির জন্য ৩৫ টাকা অতিরিক্ত ফিস্ প্রদান করিতে হইবে।

(২) উপরন্তু, অনুচ্ছেদ [জে (২)] অনুসারে বারবরদারীও প্রদান করিতে হইবে।

দ্রষ্টব্য : [জে] (২) এবং [কে] (২) মূলে বারবরদারী সমবায় সমিতির নিকট হইতে উহার আধিকারিক বা সভ্যের নিকট হইতেও কোন দলিল কমিশনে নিবন্ধীকরণের জন্য প্রয়োজনে গ্রহণ করিতে হইবে।

অনুচ্ছেদ [এইচ], [আই], [জে] এবং [কে] সম্পর্কে নোট—

(i) যখন একটি পার্টি এক সঙ্গে কোন দলিলের একাধিক কপি সম্পাদন করিয়া একসঙ্গে রেজিস্ট্রী করিবার জন্য মূল দলিল এবং উহার কপিগুলি দাখিল করেন তখন মূল দলিল এবং উহার যতগুলি কপি দাখিল করা হইয়াছে সেইগুলির প্রত্যেকখানির জন্য সাধারণ ফিস্ ধার্য করা হইবে, কিন্তু [এইচ], [আই], [জে] বা [কে]-অনুচ্ছেদমূলে মাত্র মূল দলিলখানিতে এই অতিরিক্ত ফিস্ দিতে হইবে।

(ii) যদি কোন নিবন্ধক অবর-নিবন্ধকরূপে অবর-নিবন্ধকের এলাকাস্থিত কোন সম্পত্তি সম্পর্কিত কোন দলিল রেজিস্ট্রী করেন, অথবা কোন দলিলে অবর-নিবন্ধকের

নিজস্ব স্বার্থ থাকিবার জন্য নিবন্ধক সেই দলিল রেজিস্ট্রী করেন তাহা হইলে উক্ত দুই ক্ষেত্রে [অনুঃ এইচ্ মূলে] কোন অতিরিক্ত ফিস্ প্রদান করিতে হইবে না।

(iii) যখন একাধিক সম্পাদনকারী একই ট্রানজাক্সান সম্পর্কে এক বা একাধিক একই প্রকারের দলিল সম্পাদন করেন এবং উহা একই সময়ে নিবন্ধীকরণের (রেজিস্ট্রেসনের) জন্য দাখিল করেন বা আবাসে দাখিল লইবার জন্য দরখাস্ত করেন, তখন ৩১, ৩৩ বা ৩৮-ধারামূলে পার্টির গৃহে গমন করিবার জন্য [জে] বা [কে]-অনুচ্ছেদমূলে একটিমাত্র ফিস্ ধার্য করিতে হইবে।

(iv) মোক্তারনামাদাতার গৃহে যদি কোন মোক্তারনামা প্রমাণীকরণ (অথেনটিকেশান) এবং নিবন্ধীকরণের (রেজিস্ট্রেসনের) জন্য ৩৩-ধারা ও ৩১-ধারা-মূলে দাখিল করা হয়, তাহা হইলে দলিলখানি কমিশনে প্রমাণীকরণ ও নিবন্ধীকরণের জন্য অনু: [জে] এবং [কে]-মূলে দুইটি ফিস্ ধার্য না করিয়া যে ফিস্ অধিকতর হইবে কেবলমাত্র সেইটিই ধার্য করিতে হইবে।

অনু ঃ [এল্]—মোক্তারনামা প্রমাণীকরণের জন্য নিম্নলিখিত ফিস্ প্রদান করিতে হইবে—

(i) খাস-মোক্তারনামা—৬ টাকা।

(ii) আমমোক্তারনামা—১২ টাকা।

নোট ১ঃ যদি একাধিক মোক্তারনামাদাতা একই সময়ে এক সঙ্গে উপস্থিত হন তাহা হইলে একটিমাত্র ফিস্ প্রমাণীকরণের জন্য ধার্য হইবে ; আর মোক্তারনামাদাতা যদি ভিন্ন ভিন্ন সময়ে প্রমাণীকরণের জন্য উপস্থিত হন, তবে প্রতিবার পৃথক্ ফিস্ ধার্য করা হইবে।

নোট ২ঃ কোন মোক্তারনামার সহিত উহার ডুপ্লিকেট, ট্রিপ্লিকেট ইত্যাদি দাখিল করা হইলে প্রত্যেক মোক্তারনামা পৃথকরূপে গণ্য করিয়া পৃথক্-পৃথক্ ফিস্ ধার্য করিতে হইবে।

নোট ৩ঃ একখানি মোক্তারনামা দলিলে এজেন্টকে একাধিক ক্ষমতা প্রদান করা থাকিলেও উক্ত দলিল প্রমাণীকরণের জন্য একটিমাত্র ফিস্ অনুঃ [এল্]-মূলে প্রদেয় ; কিন্তু উক্ত দলিল নিবন্ধীকরণের জন্য যতগুলি ভিন্ন ভিন্ন ক্ষমতা উক্ত দলিলমূলে এজেন্টদিগকে প্রদান করা আছে, সেই প্রত্যেকটি ক্ষমতা প্রদানের জন্য অনুচ্ছেদ [ই]-মূলে একটি করিয়া [ই]-ফিস্ প্রদান করিতে হইবে।

উদাহরণ স্বরূপ ধরুন ঃ রাম মোক্তারনামাদাতা ; একখানি আমমোক্তার-মূলে তিনি তিনজন এজেন্ট নিযুক্ত করিলেন এবং তিনি উক্ত দলিলমূলে তিনজন এজেন্টকে তিন প্রকার বা ততোধিক কাজের ভার দিলেন ; অর্থাৎ কোন্ এজেন্ট কোন্ কোন্ কাজ করিবে তাহা মোক্তারনামায় লিখিত থাকিল ; এরূপ ক্ষেত্রে তিনটি

[ই]-ফিস্ ধার্য হইবে। কাজ যেরূপভাবে এজেন্টদিগের মধ্যে ভাগ করা থাকিবে সেইরূপ [ই]-ফিস্ ধার্য হইবে।

কিন্তু রাম তিনজন বা ততোধিক মোক্তার নিযুক্ত করিয়া যদি এইরূপ লেখেন যে মোক্তারগণ একত্রে বা পৃথকভাবে মোক্তারনামায বর্ণিত কাজগুলি সম্পাদন করিবেন, তাহা হইলে একাধিক ক্ষমতা সম্পর্কিত মোক্তারনামা হইলেও একটিমাত্র [ই]-ফিস্ লইতে হইবে।

অনু ঃ [এম্]—(এ) যে দলিলের নকল অন্য অফিসে পাঠাইতে হয় সেই দলিলে অনু ঃ [এ], [বি] বা [ই]-মূলে যত টাকা সাধারণ ফিস্ দিতে হয় তত টাকা অতিরিক্ত ফিস্ নকল প্রেরণের জন্য দিতে হয় ; অবশ্য নকল প্রেরণের জন্য অতিরিক্ত ফিস্ ২৫ টাকার অধিক হইবে না।

[বি] যে দলিলের মেমোরাণ্ডাম অন্য অফিসে প্রেরণ করিতে হয় সেই দলিলের অনু ঃ [এ], [বি] বা [ই]-মূলে যে পরিমাণ সাধারণ রেজিস্ট্রেসন ফিস্ দিতে হয় সেই পরিমাণ অতিরিক্ত ফিস্ মেমোরাণ্ডাম প্রেরণের জন্য দিতে হয় ; অবশ্য মেমোরাণ্ডাম প্রেরণের জন্য অতিরিক্ত ফিস ৪ টাকার অধিক হইবে না।

অনু ঃ [এন্]—কোন দলিল রেজিস্টার বহিতে নকল করিতে দুই পৃষ্ঠার অধিক ব্যয়িত হইলে, দুই পৃষ্ঠাধিক পৃষ্ঠাগুলির জন্য প্রতি পৃষ্ঠা বাবদ ৬০ পয়সা করিয়া অধিক ফিস্ দিতে হইবে।

নোট ঃ কোন দলিল দাখিল করা হইলে উক্ত দলিলে কত শব্দ সংখ্যা থাকিতে পারে তাহার একটি মোটামুটি হিসাব করিতে হইবে ; [এন্]-ফিস্ লইবার যোগ্য বিবেচিত হইলে অন্যান্য ফিসের সহিত 'এন্'-ফিস্ও আদায় করিয়া লইতে হইবে। নকল করিবার পর যদি আরো [এন্]-ফিস্ লইবার প্রয়োজন হয় তবে প্রয়োজনীয় ফিসের অঙ্ক দলিলের পশ্চাতে লিখিয়া রাখিতে হইবে এবং দলিলখানি ফেরত দিবার সময় ঘাটতি ফিস্ আদায় করিয়া লইতে হইবে।

অনু ঃ [ও]—কোন দলিলের রেজিস্ট্রেসন সমাপ্ত হইবার তারিখ হইতে এক মাসের অধিককাল অফিসে বেওয়ারিশ পড়িয়া থাকিলে বা কোন মোক্তারনামার প্রমাণীকরণের তারিখ হইতে এক মাসের অধিককাল অফিসে বেওয়ারিশ পড়িয়া থাকিলে প্রতিমাস বা তাহার কোন অংশের জন্য ৫০ পয়সা করিয়া [ও]-ফিস্ দিতে হইবে ; তবে কোন একটি দলিলের ক্ষেত্রে সর্বাধিক ২০ টাকার বেশি [ও]-ফিস্ লওয়া যাইবে না।

অনু ঃ [পি]—কোন দলিলের নিবন্ধীকরণ প্রত্যাখ্যাত হইবার তারিখ হইতে এক মাসের অধিককাল অফিসে বেওয়ারিশ পড়িয়া থাকিলে অতিরিক্ত প্রতি মাস বা

তাহার অংশের জন্য ৫০ পয়সা করিয়া 'পি'-ফিস্ প্রদান করিতে হইবে; কিন্তু কোন একখানি দলিলের জন্য মোট ২০ টাকার অধিক [পি]-ফিস্ দিতে হইবে না।

নোট ঃ [ও] এবং [পি]-আর্টিকেল অনুসারে ক্যালেন্ডার মাস গণনা করিবার সময় নিবন্ধীকরণ প্রমাণীকরণ বা প্রত্যাখ্যানের তারিখ হইতে ধরিতে হইবে। যথা—

তারিখ		মাস
২৯, ৩০ বা ৩১শে জানুয়ারী	...	ফেব্রুয়ারী মাসের শেষ দিন।
ফেব্রুয়ারী মাসের শেষ দিন	...	৩১শে মার্চ।
৩০শে জুন	...	৩১শে জুলাই।

দ্রষ্টব্য ঃ কোন দলিল নিবন্ধীকরণ বা প্রত্যাখ্যানের তারিখ হইতে বা মোক্তার-নামা প্রমাণীকরণের তারিখ হইতে এক মাসের মধ্যে ফেরত লইলে [ও] বা [পি]-ফিস্ দিতে হয় না; এক মাসের মধ্যে ফেরত না লইলে এক মাসাধিক যে কাল পর্যন্ত অফিসে বেওয়ারিশ পড়িয়া থাকে সেই অতিরিক্ত সময়ের জন্য প্রতি মাস বা তাহার আংশিক কালের জন্য ৫০ পয়সা করিয়া [ও] বা [পি]-ফিস্ দিতে হয়, তবে ফিস্ কোন ক্ষেত্রেই ২০ টাকার অধিক হইবে না।

[ও] এবং [পি]-ফিস্ সম্পর্কে নোট ঃ নিবন্ধক আংশিক বা সম্পূর্ণরূপে [ও] এবং [পি]-ফিস্ মকুব করিতে পারেন যদি তিনি মনে করেন যে এই ফিস প্রদান অন্যায় বা কষ্টকর হইবে।

দ্রষ্টব্য ঃ [ও] এবং [পি]-ফিস্ মকুব চাইতে হইলে যে অফিসে দলিল বেওয়ারিশ সংরক্ষিত থাকে সেই অফিসের অবর-নিবন্ধকের মাধ্যমে নিবন্ধকের নিকট দরখাস্ত করিতে হইবে; কি কারণে ফিস্ মকুব প্রার্থনা করা হইতেছে সেই দরখাস্তে তাহা লিখিতে হইবে। যে-যে দলিলের সম্পর্কে ফিস্ মকুব প্রার্থনা করা হয় সেই-সেই দলিলের নম্বর ইত্যাদি দরখাস্তে উল্লেখ করিতে হইবে। দরখাস্ত প্লেন পেপারে করা চলিবে; কোন কোর্ট-ফি ষ্ট্যাম্প সংযুক্ত করিবার প্রয়োজন নাই। অবর-নিবন্ধক উক্ত দরখাস্তে তাঁহার মতামত লিখিয়া নিবন্ধকের নিকট প্রেরণ করিবেন।

ফিস্-মুক্ত দলিল ঃ নিম্নলিখিত শ্রেণীর দলিলে উপরিলিখিত কোন ফিস্ই প্রদান করিতে হয় না—

(১) যে সকল দলিল সরকারের দ্বারা সম্পাদিত হয়, সরকারের পক্ষে অন্য কাহারো দ্বারা সম্পাদিত হয় বা সরকারের অনুকূলে সম্পাদিত হয় এবং উক্ত যে দলিলের উপর সমসাময়িক বিধানানুসারে ষ্ট্যাম্প শুল্ক ধার্য হয় না, সেই সকল দলিলে রেজিস্ট্রেসন ফিস্ও প্রদান করিতে হয় না।

(২) সরকারী কর্মচারী এবং তাঁহাদের জামিনদার সরকারের অনুকূলে যে সিকুর্যরিটি বণ্ড (জামিননামা) এবং পেনালটি বণ্ড (দণ্ডনামা) সম্পাদন করেন তাহা নিবন্ধীকরণের জন্য কোন ফিস দিতে হয় না।

(৩) অ-ঘোষিত সরকারী কর্মচারী বা অধস্তন সরকারী কর্মচারী যথাযথ কর্তব্য সম্পাদন করিবার মর্মে যে বণ্ড সম্পাদন করেন অথবা যে সকল বেসরকারী পার্টি উক্ত কর্মচারীগণের যথাযথ কর্তব্য সম্পাদন করিবার জামিন স্বরূপে কোন দলিল সম্পাদন করেন সেই সকল দলিল নিবন্ধীকরণের জন্য কোন ফিস্ প্রদান করিতে হয় না।

(৪) সরকারী কর্মচারী গৃহ নির্মাণ অগ্রিমকের (বিল্ডিং অ্যাডভান্স) জামিন স্বরূপে যে মর্টগেজ বণ্ড, সরকারের অনুকূলে সম্পাদন করেন সেই মর্টগেজ বণ্ডের নিবন্ধীকরণের জন্য কোন ফিস্ লাগিবে না।

(৫) গৃহ নির্মাণের জন্য সরকারী কর্মচারী যে ঋণ গ্রহণ করেন সেই ঋণ পরিশোধ হইবার পর সরকার যে পুনঃসমর্পণপত্র বা পুনঃস্বত্বান্তরপত্র (রি-কন্‌ভেয়ান্স) সম্পাদন করিয়া উক্ত সরকারী কর্মচারীর অনুকূলে প্রদান করেন সেই স্বত্বান্তরপত্র রেজিস্ট্রী করিতে কোনরূপ রেজিস্ট্রেসন ফিস্ লাগিবে না।

কোন ব্যক্তি ১৮৮৪ সালের কৃষি ঋণদান আইনমূলে ঋণ গ্রহণ করিবার জন্য যে দলিল সম্পাদন করেন বা উক্ত ব্যক্তির জামিনদারগণ ঋণ পরিশোধ করিবার জামিন স্বরূপে যে দলিল সম্পাদন করেন তাহার নিবন্ধীকরণের জন্য কোন ফিস দিতে হইবে না।

(৭) দলিল, ম্যাপ বা কোন এন্‌ট্রীর নকল প্রকৃত সরকারী কাজে প্রদত্ত হইলে তাহার জন্য কোন ফিস্ লাগে না।

(৮) সরকারী কর্মচারী মোটরগাড়ি, মোটর বোট, মোটর সাইকেল, ঘোড়া, সাইকেল বা টাইপরাইটার মেসিন ক্রয় করিবার জন্য সরকারের জন্য যে ঋণ গ্রহণ করেন সেই ঋণ পরিশোধ করিবার জন্য উক্ত কর্মচারী সরকারের অনুকূলে যে মর্টগেজ দলিল সম্পাদন করেন তাহার নিবন্ধীকরণের জন্য কোন ফিস্ দিতে হয় না।

(৯) সরকারী কর্মচারী গৃহ নির্মাণ করিতে অ্যাডভান্স গ্রহণ করিবার জন্য যে সম্পত্তি সরকারের নিকট মর্টগেজ রাখিতে চাহেন, সেই সম্পত্তি সম্পর্কে ইনডেক্স তল্লাস এবং রেজিস্টার বহি পরিদর্শনের জন্য কোনরূপ ফিস্ প্রদান করিতে হয় না।

(১০) সরকারী কৃষি, বন এবং মৎস্য বিভাগের স্বল্প মেয়াদী মৎস্য চাষ প্রকল্পমূলে পুষ্করিণী-মালিক এবং সরকার যে সকল দলিল, ইনডেন্‌চার বা একরারনামা সম্পাদন করেন তাহার নিবন্ধীকরণের জন্য কোনরূপ ফিস্ প্রদান করিতে হয় না (বিজ্ঞপ্তি নং ২২৫-নিবন্ধন, ৩রা সেপ্টেম্বর, ১৯৪৮)।

(১১) যে সকল দেশ ভারত ইউনিয়নকে রেজিস্ট্রেসন ফিস্ ইত্যাদি প্রদান হইতে রেহাই প্রদান করিয়া থাকে সেই সকল বৈদেশিক কনস্থলেটের অনুকূলে সম্পাদিত কোন স্বত্বান্তরপত্রের জন্য কোনরূপ রেজিস্ট্রেসন ফিস্ আমাদের দেশেও প্রদান করিতে হইবে না (বিজ্ঞপ্তি নং ১৯৫-নিবন্ধন, ১৫ই মে, ১৯৫০; এই বিজ্ঞপ্তি ১৯৪৭ সালের ১৪ই আগষ্ট ঘোষিত হইলে যেরূপ কার্যকরী হইত ১৯৫০ সালেও ঘোষিত হওয়ায় সেইরূপ কার্যকরী হইবে)।

(১২) ১৮৯০ সালের ভারতীয় রেলওয়ে আইনে লিখিত রেলওয়ে প্রশাসনের অধীনস্থ স্থাবর সম্পত্তি (যে সম্পত্তি রেলওয়ে প্রশাসন এখনো ব্যবহার করে নাই) বিলি-ব্যবস্থার জন্য যে এগ্রিমেণ্ট হয় তাহা রেজিস্ট্রেসনের জন্য কোনরূপ রেজিস্ট্রেসন ফিস্ দিতে হয় না) বিজ্ঞপ্তি নং ৪৫৪-নিবন্ধন, ৩রা নভেম্বর ১৯৫০)।

ব্যাখ্যা ঃ অনুচ্ছেদ [জে] (২) এবং [কে] (২)-মূলে ফিস্ প্রদান করিতে হইবে; উপরিলিখিত বিজ্ঞপ্তিমূলে এই দুইটি অনুচ্ছেদের কোন পরিবর্তন করা হয় নাই।

(১৩) বাস্তুহারা যে সকল ব্যক্তি কেন্দ্রীয় বা রাজ্য সরকারের নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করিবার জন্য যে দলিল সম্পাদন করেন, সেই দলিল নিবন্ধীকরণের জন্য কোনরূপ রেজিস্ট্রেসন ফিস্ প্রদান করিতে হয় না (বিজ্ঞপ্তি নং ৬৭৬৬-জে ৪ঠা নভেম্বর, ১৯৫০)।

ব্যাখ্যা ঃ (১) কিন্তু প্রয়োজন হইলে অনুচ্ছেদ [জে] (২) এবং [কে] (২)-ফিস্ দিতে হইবে।

(২) 'বাস্তুহারা ব্যক্তি' অর্থে কেবলমাত্র সেই সকল ব্যক্তিকেই বুঝিতে হইবে যাঁহারা পূর্ববঙ্গ হইতে দেশ বিভাগের ফলে দাংগা-হাংগামার জন্য বা দাংগা-হাংগামার ভয়ে তাহাদের বাংলাদেশের বাসস্থান ত্যাগ করিয়াছেন বা করিতে বাধ্য হইয়াছেন।

(এ) তাঁহাদের বাসস্থান ত্রিপুরা এবং নোয়াখালি জেলা ভিন্ন অন্যস্থানে হইলে ১৯৪৭ সালের ১লা জুন বা তাহার পরে বাসস্থান ত্যাগ করিতে হইবে।

(বি) ত্রিপুরা এবং নোয়াখালি জেলার মধ্যে বাসস্থান হইলে ১৯৪৬ সালের ১লা অক্টোবর বা তাহার পরে বাসস্থান ত্যাগ করিতে হইবে এবং ঐ সকল ব্যক্তি বাসস্থান ত্যাগ করিবার পর হইতে ভারতে আসিয়া বসবাস করিতেছেন।

(১৪) সমসাময়িক বিধানানুসারে সমবায় সমিতিকে কোন দলিল নিবন্ধীকরণের জন্য যে ফিস্ প্রদান করিতে হয়, সেই ফিস্ দিতে হইবে না (বিজ্ঞপ্তি নং ১৩৯৩ সমবায়, ১৭ই আগস্ট, ১৯৫১)।

নোট ঃ কিন্তু অনুঃ [জে] (২), [কে] (২), [ও] এবং (পি)-ফিস্ সমবায় সমিতি সংক্রান্ত দলিলে দিতে হইবে।

(১৫) কোন ব্যক্তি নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে সরকারের অনুকূলে কোন দলিল সম্পাদন করিয়া দিলে কোন রেজিস্ট্রেসন ফিস্ প্রদান করিতে হইবে না—

(i) পশ্চিমবঙ্গে তুলা চাষের উন্নতির জন্য সরকার যে তুলাবীজ প্রদান করেন সেই বীজের মূল্য পরিশোধ অর্থে সম্পাদিত দলিল।

(ii) উক্ত পরিকল্পনামূলে যে সার ইত্যাদি প্রদান করা হয় সেই সারের মূল্য পরিশোধার্থে সম্পাদিত দলিল (বিজ্ঞপ্তি নং ৪৬৬-জে, ২৮শে জানুয়ারী, ১৯৫১)।

উক্ত পরিকল্পনামূলে রাজ্য সরকার যে ট্রাক্টর ইত্যাদি ভাড়া দিয়া থাকেন সেই ভাড়া সংক্রান্ত সম্পাদিত দলিল।

(১৬) সম্পত্তি মর্টগেজ রাখিয়া বা অন্য প্রকারে কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অথরিটি রাজ্য সরকারের নিকট হইতে বাস্তুহারাদিগের জন্য শিক্ষাঋণ অগ্রিম লইবার জন্য যে বণ্ড সম্পাদন করেন; সম্পত্তি মর্টগেজ রাখিয়া বা অন্য প্রকারে কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অথরিটি রাজ্য সরকারের নিকট হইতে বাস্তুহারাদিগের শিক্ষার সুযোগ-সুবিধা দিবার জন্য ঋণ অগ্রিম লইয়া যে বণ্ড সম্পাদন করেন সেই বণ্ড দলিল রেজিস্ট্রী করিতে কোন ফিস্ দিতে হয় না (বিজ্ঞপ্তি নং ৯৮-নিবন্ধন, ১৪ই মার্চ, ১৯৫২)।

ব্যাখ্যা: 'বাস্তুহারা ব্যক্তি' সম্পর্কে সে সংজ্ঞা উপরে (১৩)-নম্বরের ব্যাখ্যা (২)-এ প্রদত্ত হইয়াছে, এই ক্ষেত্রেও সেইরূপ ধরিতে হইবে অর্থাৎ বাংলাদেশ হইতে আগত উদ্বাস্তু।

(১৭) পশ্চিমবঙ্গে বন্যা-বিধ্বস্ত অঞ্চলের জনসাধারণকে গৃহ-নির্মাণের জন্য সরকার দ্বারা যে ঋণ প্রদান করা হয় সে সম্পর্কে ইন্‌ডেক্স তল্লাস এবং রেজিস্টার বহি পরিদর্শনের জন্য কোন ফিস প্রদান করিতে হইবে না (বিজ্ঞপ্তি নং ৪৬৭-নিবন্ধন, ২১শে মে, ১৯৪৭)।

(১৮) নিম্নের সিডিউলে বর্ণিত ব্যক্তিগণ রাজ্যপালের অনুকূলে রিলিফ এবং রিহ্যাবিলিটেশন (পুনর্বাসন) বাবদ ঋণ গ্রহণের জন্য যে বণ্ড দলিল সম্পাদন করেন তাহা রেজিস্ট্রেসনের জন্য কোন ফিস্ লাগিবে না (এই 'পুনর্বাসন' শব্দের সহিত বাংলাদেশ হইতে আগত উদ্বাস্তুর পুনর্বাসনের কোন সম্পর্ক নাই)।

সিডিউল

(১) তাঁতি (উইভার), (২) সিল্ক রিলার এবং রিয়ারার, (৩) পটার (কুম্ভকার), (৪) জেলে (ফিসারম্যান), (৫) ছুতার (কারপেন্টার) (৬) মুচি (কবলার), (৭) ব্রেজিয়ার (কাঁসারি), (৮) কর্মকার (ব্ল্যাকস্মিথ), (৯) পেপারমেকার (কাগজ প্রস্তুতকারক), (১০) বেতের এবং বাঁশের ঝুড়ি প্রস্তুতকারক (মেকারস অব্ কেন্

অ্যাণ্ড ব্যাম্বু বাস্কেট), (১১) বোতাম প্রস্তুতকারক (বাটন মেকার), (১২) শাঁখের কারিগর (মেকারস অব্ কংক্-শেল), (১৩) বিড়ি প্রস্তুতকারক, (১৪) ঘানির মালিক (১৫) টিনের কারিগর (টিনস্মিথ), (১৬) দর্জি, (১৭) চিরুণী প্রস্তুতকারী, (১৮) স্বর্ণকার, (১৯) মালাকার, (২০) ছাতা প্রস্তুতকারী, (২১) সোলাপিথের কারিগর (সোলাপিথ ওয়ারকার)। (বিজ্ঞপ্তি নং ৫০৭-জে, ২২শে জানুয়ারী, ১৯৬০ এবং ৪০৭৮-জে ২২শে মে, ১৯৬৩।)

দ্রষ্টব্য ঃ ১৩ হইতে ২১ নং ক্যাটিগোরী আরটিজানস্ রিহ্যাবিলিটেশন স্কীমের অন্তর্গত।

(১৯) ১৯৩৫ সালের এগ্রিকালচার ডেটারস্ অ্যাক্টের ৩-ধারা অনুসারে স্থাপিত ঋণ-সালিশী বোর্ড দ্বারা উক্ত অ্যাক্টমূলে যে অ্যাওয়ার্ড, অর্ডার বা সার্টিফিকেট প্রদান করা হয় তাহার রেজিস্ট্রেসনের জন্য কোন ফিস্ লাগিবে না।

রিফাণ্ডেবল বা প্রত্যর্পণযোগ্য ফিস্

নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে রেজিস্টারিং অফিসারগণ ফিস্ প্রত্যর্পণ করিতে পারেন—

(১) যে সকল দলিলের রেজিস্ট্রেসন প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে সেই সকল দলিলের জন্য উপরিলিখিত অনুচ্ছেদমূলে প্রদত্ত ফিস্ প্রত্যর্পণ করা যাইবে।

(২) যথোপযুক্ত ফিস্ অপেক্ষা অধিকতর রেজিস্ট্রেসন ফিস্ গ্রহণ করা হইলে যে পরিমাণ বেশি ফিস্ গ্রহণ করা হইয়াছে সেই পরিমাণ ফিস্ ফেরত দেওয়া যাইবে।

(৩) ভিজিট-কমিশন কার্য সমাধা হইবার পূর্বেই যদি ভিজিট-কমিশনের জন্য যে দরখাস্তমূলে কমিশনে দলিল নিবন্ধীকরণের জন্য যে প্রার্থনা করা হইয়াছিল সেই দরখাস্ত যদি দরখাস্তকারী প্রত্যাহার করেন তাহা হইলে ভিজিট-কমিশনের জন্য প্রদত্ত ফিস্ ফেরত দেওয়া যাইবে।

(৪) তল্লাস ও পরিদর্শনের জন্য ফিস্ প্রদান করিয়া তল্লাস ও পরিদর্শন না করিলে যদি উক্ত ফিস্ প্রত্যর্পণের জন্য তল্লাস ও পরিদর্শনের দরখাস্তের তারিখ হইতে একমাসের মধ্যে দরখাস্ত করা হয় তাহা হইলে প্রদত্ত উক্ত ফিস্ প্রত্যর্পণযোগ্য হইবে।

দ্রষ্টব্য ঃ প্রত্যর্পণযোগ্য ফিস্ পুনরায় পাইতে হইলে পার্টিকে অবর-নিবন্ধকের নিকট সেই মর্মে দরখাস্ত করিতে হইবে; অবর-নিবন্ধক দরখাস্তের বিবরণ পরীক্ষা করিয়া বিল করিবেন; বিল নিবন্ধকের নিকট হইতে পাশ হইয়া আসিলে, অবর-নিবন্ধক বিল ক্যাশ করিয়া পার্টিকে খবর দিবেন; পার্টি রিফাণ্ড রেজিস্টারে স্বাক্ষর করিয়া টাকা ফেরত লইবেন।

(৫) নকলের জন্য প্রদত্ত ফিস্ প্রত্যর্পিত হইবে যদি নকলের কাজ আরম্ভ হইবার পূর্বে ফিস্ ফেরত লইবার দরখাস্ত করা হয়।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ষ্ট্যাম্প আইন ও সিডিউল

প্রথমে কয়েকটি প্রয়োজনীয় ধারার আলোচনা করিয়া পরে সিডিউল দেওয়া হইয়াছে। ষ্ট্যাম্প আইনে যে সকল ডেফিনিশান আছে তাহা দলিলের পরিচিতিতে প্রয়োজনমতো লেখা হইয়াছে। তবে ধারাগুলি আলোচনা করিবার প্রারম্ভে ষ্ট্যাম্প আইন সম্পর্কিত কতকগুলি জ্ঞাতব্য বিষয় পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা প্রযোজন মনে করি। ষ্ট্যাম্প সাধারণতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে—জুডিসিয়াল ও নন্-জুডিসিয়াল। দলিলাদি লিখিত হয় নন্-জুডিসিয়াল ষ্ট্যাম্প কাগজে। অর্থাৎ, যে সকল লেন-দেন বা ট্রান্‌জাক্‌সানের ক্ষেত্রে লিখিত নিদর্শনপত্রের প্রয়োজন হয়, সেই সকল ক্ষেত্রে নন্-জুডিসিয়াল ষ্ট্যাম্প ব্যবহারের নির্দেশ আছে। সুতরাং পার্টিসান সংক্রান্ত কোন ডিক্রীও নন্-জুডিসিয়াল ষ্ট্যাম্পে লিখিতে হইবে; কারণ উহা পার্টিসান সংক্রান্ত একখানি নিদর্শনপত্র মাত্র এবং যদি ডিক্রীখানি কোর্ট-ফি ষ্ট্যাম্পযুক্ত লিখিত হয় তবে ডিক্রীখানি ষ্ট্যাম্পযুক্ত হয় নাই বিবেচিত হইবে (সেখ রফুদ্দিন বনাম লতিফ আহম্মদ)। নন্-জুডিসিয়াল ষ্ট্যাম্প ইম্‌প্রেস্‌ট্ এবং অ্যাড্‌হেসিভ হইতে পারে। ষ্ট্যাম্প সমাহর্তা যদি কোন নিদর্শনপত্রে (ষ্ট্যাম্পযুক্ত নহে এমন) লিখিতভাবে রেকর্ড করেন যে নিদর্শনপত্রখানি যথাযথ ষ্ট্যাম্প যুক্ত হইয়াছে তাহা হইলে উহা ইম্‌প্রেস্‌ট্ ষ্ট্যাম্পরূপে গণ্য হইবে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে কোন নিদর্শনপত্রের ষ্ট্যাম্প মাশুল নির্ণয়ে জটিলতা সৃষ্টি হইলে কলেক্‌টারের নিকট উপযুক্ত ফিস্ সহযোগে নিদর্শনপত্রখানি দাখিল করিলে তিনি ষ্ট্যাম্প মাশুল নির্ণয় করিয়া দিবেন; দলিল রেজিস্ট্রীর পূর্বে এই ব্যবস্থা অবলম্বন করিলে ইম্‌পাউন্‌ড্ ইত্যাদির আর আশংকা থাকে না (ষ্ট্যাম্প আইনের ৩১-ধারা দেখুন)।

কোন নিদর্শনপত্র বিচারালয়ে এভিডেন্‌স্ রূপে দাখিল করা হইলে, বিচারালয় বিবেচনা করিয়া দেখিতে পারেন নিদর্শনপত্রখানি যথাযথ ষ্ট্যাম্পযুক্ত হইযাছে কিনা; উপযুক্ত ষ্ট্যাম্প মাশুল প্রদান করা না থাকিলে উক্ত নিদর্শনপত্রখানি এভিডেন্‌স্ স্বরূপে গ্রহণীয় হইবে না। কিন্তু স্মরণ রাখিতে হইবে যে নিদর্শনপত্রখানি উপযুক্ত ষ্ট্যাম্পযুক্ত না হইলেও নিদর্শনপত্রে লিখিত চুক্তির সত্যতা তাহার দ্বারা ক্ষুণ্ণ হয় না (জয়মন বেওয়া বনাম ইয়াচিন সর্দার)। এখন প্রশ্ন হইতেছে—এভিডেন্‌স্ স্বরূপে গ্রাহ্য হইবার জন্ত নিদর্শনপত্রখানি উপযুক্ত ষ্ট্যাম্পযুক্ত কিনা তাহা কিরূপে নিরূপিত হইবে? প্রধান বিচারপতি পিকক্ বলিয়াছেন যে নিদর্শনপত্রে যেমন

লিখিত হইয়াছে তাহার উপর ভিত্তি করিয়া ষ্ট্যাম্প নিরূপণ করিতে হইবে ; কোন প্রকার আনুষঙ্গিক এভিডেন্স-এর উপর নির্ভর করিয়া ষ্ট্যাম্প নির্ণয় করা চলিবে না (চন্দ্রকান্ত মুখার্জী বনাম কার্তিক চন্দ্র চাইনি)। অর্থাৎ নিদর্শনপত্রে লিখিত মূল্যের উপর ষ্ট্যাম্প নির্ণিত হইবে। ভারতের কয়েকটি রাজ্য অবশ্য এই ব্যবস্থার সংশোধন করিয়া মূল্য সম্পর্কে প্রশ্ন করিবার ব্যবস্থা করিয়াছে। মূল্য সম্পর্কে ষ্ট্যাম্প আইনের ২০ হইতে ২৮-ধারার মধ্যে লিখিত হইয়াছে। সাধারণতঃ নিদর্শনপত্রের তারিখে যেরূপ মূল্য বর্তমান থাকে সেই মূল্যের উপর ষ্ট্যাম্প মাশুল দিতে হয়। পরবর্তীকালে মূল্য বর্দ্ধিত হইলেও উক্ত বর্দ্ধিত মূল্য ষ্ট্যাম্প মাশুল নির্ণয়ে গ্রাহ্য হইবে না। মহম্মদ মুজফর আলী-র কেস সংক্রান্তে এইরূপ অভিমত প্রকাশ করা হইয়াছে যে নিদর্শনপত্রে লিখিত মূল্যের উপর ষ্ট্যাম্প মাশুল প্রদেয় এবং কালেক্টারও লিখিত মূল্য পরিবর্তন করিতে পারেন না। অবশ্য ষ্ট্যাম্প আইনের ৬৪-ধারা মতে যদি নিদর্শনপত্রে মূল্য লিখিত না হয় তবে তাহা অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে। (বিশদ বিবরণের জন্য এম্, এন্, বাসু লিখিত 'দি ইন্ডিয়ান ষ্ট্যাম্প অ্যাক্ট্' পুস্তক দেখিতে পারেন।)

ধারা ২ঃ ভারতীয় ষ্ট্যাম্প আইনের ২-ধারায় কতকগুলি বিষয়ের আইনগত ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে ; যেমন, লীজ, মর্টগেজ, সেটেলমেণ্ট রসীদ, বিল অব্ একসচেন্জ ইত্যাদি। এই সকল বিষয়ের সংজ্ঞাগুলি দলিলের আদর্শ অংশে লিখিত হইয়াছে। বিশেষ পরিচয়ের জন্য ডোনো, মুল্লা বা এম্, এন, বাসুর ষ্ট্যাম্প আইন পুস্তক পাঠ করিয়া উপকৃত হইবেন। এখানে মাত্র ২ (১১)-ধারায় 'যথাযথ ষ্ট্যাম্পযুক্ত' বিষয়ের আলোচনা করা হইবে।

কোন নিদর্শনপত্র যথাযথ ষ্ট্যাম্পযুক্ত অর্থে বুঝিতে হইবে যে নিদর্শনপত্রখানি নির্দিষ্ট মূল্যের অ্যাডহেসিভ বা ইমপ্রেসড্ (অর্থাৎ, যেমন প্রযোজন) ষ্ট্যাম্পযুক্ত এবং প্রচলিত আইনানুসারে যুক্ত।

দ্রষ্টব্যঃ ষ্ট্যাম্প ভেণ্ডার যদি ষ্ট্যাম্প কাগজ এন্ডোর্স না করিয়া ষ্ট্যাম্প কাগজ বিক্রয় করেন তবে সেরূপ ষ্ট্যাম্প কাগজে লিখিত নিদর্শনপত্রখানি 'যথাযথ ষ্ট্যাম্পযুক্ত নয়' রূপে গণ্য হইবে না। দলিল সম্পাদনের পরে ষ্ট্যাম্পযুক্ত করিলে সেরূপ দলিল সাক্ষ্যস্বরূপে বিচারালয়ে গ্রাহ্য হইবে না। ১৭-ধারা দেখুন। আবার ট্রেজারী হইতে ষ্ট্যাম্প ক্রয় করিলে, ট্রেজারী অফিসার সার্টিফিকেট প্রদান না করিলেও বা সীল না থাকিলেও ক্ষতি নাই (ডোনোর বই দেখুন)।

ধারা ৩ঃ ষ্ট্যাম্প আইনের শর্তাধীনে এবং ১নং সিডিউলে যে সকল নিদর্শন-পত্রের মাশুল রহিত করা হইয়াছে সেই রহিতকরণের শর্তাধীনে নিম্নলিখিত নিদর্শন পত্রগুলি ১নং সিডিউলে নির্দেশিত হারে ষ্ট্যাম্প মাশুল প্রদান করিলে উপযুক্ত ষ্ট্যাম্প মাশুল প্রদান করা হইয়াছে বিবেচিত হইবে—

(এ) ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জুলাই বা উহার পরে কোন নিদর্শনপত্র—যাহার বর্ণনা ১নং সিডিউলে আছে—পূর্বে সম্পাদিত হইয়া না থাকিলে, কোন ব্যক্তির দ্বারা বি-শ্রেণীর রাজ্য ব্যতীত ভারতের মধ্যে সম্পাদনের সময় নির্ধারিত হারে ষ্ট্যাম্প মাশুল দিতে হইবে।

(বি) উক্ত তারিখে বা উহার পর হইতে যে কোন সময় বি-শ্রেণীর রাজ্য ব্যতীত ভারতের মধ্যে কোন বিল অব একস্চেন্জ্ বা প্রমিসরি নোট রচিত হইলে এবং গৃহীত হইলে বা গ্রহণের জন্য দাখিল করা হইলে বা হস্তান্তর ইত্যাদি হইলে তবে নির্ধারিত হারে ষ্ট্যাম্প মাশুল দিতে হইবে।

(সি) বিল অব্ একস্চেন্জ্ বা প্রমিসরি নোট ব্যতীত ১নং সিডিউলে বর্ণিত প্রত্যেক প্রকার নিদর্শনপত্র—যাহা পূর্বে সম্পাদিত হয় নাই—উক্ত তারিখ বা উহার পরে বি-শ্রেণীর রাজ্য ব্যতীত ভারতের বাহিরে সম্পাদিত হইয়া থাকিলে এবং উক্ত নিদর্শনপত্র বি-শ্রেণীর রাজ্য ব্যতীত ভারতের অন্তর্গত কোন সম্পত্তি বা বিষয়বস্তু সংক্রান্ত হইলে এবং বি-শ্রেণীর রাজ্য ব্যতীত ভারতে গৃহীত হইলে ষ্ট্যাম্প মাশুল দিতে হইবে।

[বাংলার ক্ষেত্রে] অবশ্য অনুবিধি এই যে, এই আইনে পরিষ্কারভাবে কিছু লিখিত না থাকিলে নিম্নলিখিত (এ এ) এবং (বি বি) ক্লজে লিখিত নিদর্শনপত্রের জন্য ১এ নং সিডিউলে বর্ণিত হারে ষ্ট্যাম্প মাশুল প্রদান করিতে হইবে—

(এ এ) ১এ নং সিডিউলে বর্ণিত যে কোন প্রকার নিদর্শনপত্র—যাহা পূর্বে সম্পাদিত হয় নাই—১৯২২ সালের ১লা এপ্রিল বা তাহার পরে যদি বাংলা রাজ্যে সম্পাদিত হয় তবে ১এ নং সিডিউল অনুসারে ষ্ট্যাম্প মাশুল দিতে হইবে।

(বি বি) ১এ নং সিডিউলে বর্ণিত কোন প্রকার নিদর্শনপত্র—যাহা পূর্বে সম্পাদিত হয় নাই—যদি বাংলা রাজ্যের বাহিরে ১৯২২ সালের ১লা এপ্রিল বা তাহার পরে সম্পাদিত হইয়া থাকে এবং উক্ত নিদর্শনপত্র যদি বাংলা দেশের অন্তর্গত কোন সম্পত্তি সংক্রান্ত হয় বা বাংলা রাজ্যের অন্তর্গত কোন প্রকার কার্য সম্পাদন বা ভবিষ্যতে সম্পাদিত হইবে এমন সংক্রান্ত হয় এবং উক্ত প্রকার বাংলা রাজ্যে গৃহীত হয় তবে সেই নিদর্শনপত্রে ১এ নং সিডিউল অনুসারে ষ্ট্যাম্প মাশুল দিতে হইবে।

দ্রষ্টব্য ঃ পশ্চিমবঙ্গের জন্য নিদর্শনপত্রে ষ্ট্যাম্প মাশুল দিতে হইবে সিডিউল ১এ অনুসারে। পরবর্তীকালে এই পুস্তকে যে সিডিউল সন্নিবেশিত হইয়াছে তাহা সিডিউল ১এ। ভারত সরকারের কাজেকর্মে ১নং সিডিউল ব্যবহৃত হয়। পশ্চিমবঙ্গের জন্য যেমন বিশেষ ষ্ট্যাম্প সিডিউল প্রণয়ন করা হইয়াছে তেমনি অন্যান্য রাজ্যেও (যথা—পাঞ্জাব, আসাম, মাদ্রাজ প্রভৃতি) পৃথক হারে ষ্ট্যাম্প মাশুল প্রদান

করিবার ব্যবস্থা আছে। সুতরাং নিদর্শনপত্র যে রাজ্য সংক্রান্ত হয় সেই রাজ্যের নিয়মানুসারে ষ্ট্যাম্প মাশুল দিতে হইবে।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে নিদর্শনপত্র যে রাজ্য সংক্রান্ত হয়, সেই রাজ্যে প্রচলিত ষ্ট্যাম্প কাগজে নিদর্শনপত্র লিখিবার নিয়ম আছে।

ধারা ৪ ঃ বিক্রয়-কোবালা, মর্টগেজ এবং নিরূপণপত্রের ক্ষেত্রে যদি একাধিক নিদর্শনপত্র দ্বারা লেন-দেন কার্য সম্পূর্ণ হয় তাহা হইলে মূল নিদর্শনপত্রখানিমাত্র প্রয়োজন অনুসারে বিক্রয়-কোবালা, মর্টগেজ বা নিরূপণপত্রের ন্যায় নির্ধারিত হারে ষ্ট্যাম্প শুল্ক দিতে হইবে এবং গৌণ নিদর্শনপত্রের জন্য ২ টাকার ষ্ট্যাম্প দিতে হইবে।

নিদর্শনপত্রগুলির মধ্যে কোন্‌টি মূল নিদর্শনপত্ররূপে গণ্য করিতে হইবে তাহা পার্টি সাব্যস্ত করিবে, অবশ্য এই শর্তে যে মূল নিদর্শনপত্রের যে ষ্ট্যাম্প শুল্ক ধার্য হইবে তাহা যেন অন্যান্য গৌণ নিদর্শনপত্রের জন্য ধার্যযোগ্য ষ্ট্যাম্প শুল্ক অপেক্ষা অধিক হয়; ইহার অর্থ এই যে, যে নিদর্শনপত্রের ষ্ট্যাম্প সর্বাপেক্ষা অধিক হইবে সেইখানিকেই মূল নিদর্শনপত্র ধরিতে হইবে এবং গৌণ নিদর্শনপত্রের জন্য (গৌণ নিদর্শনপত্র এক বা একাধিক হইতে পারে) ২ টাকা ষ্ট্যাম্প শুল্ক ধার্য হইবে।

দ্রষ্টব্য ঃ কোন নিবন্ধীকৃত বিক্রয়-কোবালায় ভুল দৃষ্ট হইলে, সেই ভুল যে দলিলমূলে সংশোধন করা হয় তাহাকে সংশোধনপত্র বলে। বিক্রয়-কোবালাখানি মূল দলিল; সংশোধনপত্রখানি গৌণ দলিল।

মনে রাখিবেন ৪-ধারার সুযোগ কেবলমাত্র বিক্রয়-কোবালা, মর্টগেজ এবং নিরূপণপত্রে পাওয়া যায়, অন্য প্রকার দলিলের জন্য এরূপ কোন সুবিধার ব্যবস্থা নাই।

ধারা ৫ ঃ যদি একখানি নিদর্শনপত্রের মধ্যে একাধিক পৃথক বিষয় সম্পর্কে লিখিত থাকে তবে যতগুলি 'পৃথক বিষয়' বা ডিসটিংকট্‌ ম্যাটার থাকিবে ততগুলি ভিন্ন ভিন্ন নিদর্শনপত্র জ্ঞানে ষ্ট্যাম্প ধার্য করিতে হইবে।

দ্রষ্টব্য ঃ (ক) একখানি দলিলে বিক্রয় কোবালা এবং একরারনামার শর্ত থাকিতে পারে; যেহেতু এরূপ দলিলে দু'টি পৃথক্‌ বিষয় থাকিল, সেজন্য বিক্রয়-কোবালার ষ্ট্যাম্প প্লাস (+) একরারনামার ষ্ট্যাম্প দিতে হইবে।

(খ) পলাশকুমার—বিভাস, হিন্দোল ও হাম্বীরের অনুকূলে একখানি বিক্রয়-কোবালা সম্পাদন করিযাছিল; বিভাস, হিন্দোল ও হাম্বীর যৌথভাবে ক্রীত সম্পত্তির অধিকারী হইল। ইহা একটিমাত্র বিষয় এবং বিক্রীত সম্পত্তির মূল্যের উপর কন্‌ভেয়ান্সের ষ্ট্যাম্প দিতে হইবে।

(গ) কিন্তু যদি একখানি কোবালাপত্রমূলে ললিতা দেবী, গৌরী, পূরবী ও ভূপালী দেবীর অনুকূলে সম্পত্তি হস্তান্তর করে এবং দলিলে যদি এরূপ লিখিত হয় যে গৌরী

দেবীকে…শতক সম্পত্তি বিক্রয় করিলাম যাহার মূল্য…টাকা এবং যাহা 'ক' তপশীলে বর্ণিত হইয়াছে; এবং পূরবী দেবীকে…শতক সম্পত্তি বিক্রয় করিলাম যাহার মূল্য …টাকা এবং যাহা 'খ' তপশীলে বর্ণিত হইয়াছে; এবং ভূপালী দেবীকে…শতক সম্পত্তি বিক্রয় করিলাম যাহার মূল্য…টাকা এবং যাহা 'গ' তপশীলে বর্ণিত হইয়াছে; তাহা হইলে এইরূপ বিক্রয়-কোবালা দলিল তিনটি পৃথক বিষয় জ্ঞান করিয়া তিনখানি পৃথক্ দলিল করিলে যেরূপ ষ্ট্যাম্প দিতে হইত এক্ষেত্রেও অনুরূপ ষ্ট্যাম্প শুল্ক দিতে হইবে; রেজিস্ট্রেসন ফিস্ও তিনখানি পৃথক্ দলিল করিলে যত টাকা ফিস্ দিতে হইত এক্ষেত্রেও তাহাই দিতে হইবে।

(ঘ) পারিবারিক নিরূপণপত্রে দাতা গ্রহীতাদিগের মধ্যে তাঁহার সম্পত্তি বন্দোবস্ত করেন; দাতার দুই পুত্র, এক কন্যা; পারিবারিক নিরূপণপত্র তিন জনের অনুকূলে সম্পাদিত হইল; দলিলে তিনটি তপশীলে তিনজনের প্রাপ্ত সম্পত্তির বর্ণনা থাকিল; কিন্তু যেহেতু ইহা পারিবারিক নিরূপণপত্র সেজন্য ইহাকে তিনটি পৃথক্ বিষয় সম্পর্কিত দলিল বিবেচনা করিবার কোন কারণ নাই; তিনজনে মোট যে সম্পত্তি পাইল তাহার মোট মূল্যের ষ্ট্যাম্প ও রেজিস্ট্রেসন ফিস্ দিতে হইবে। ধরুন, তিনটি তপশীলে বর্ণিত সম্পত্তির মূল্য যথাক্রমে ৫০০ টাকা, ৫০০ টাকা এবং ৩০০ টাকা। একটি বিষয় সম্পর্কিত দলিল বলিয়া ৫০০ টাকা + ৫০০ টাকা + ৩০০ টাকা = ১৩০০ টাকার উপর ষ্ট্যাম্প ও ফিস্ দিতে হইবে; অর্থাৎ ১৫ টাকা ৫০ পয়সা রেজিস্ট্রেসন ফিস্ দিতে হইবে; কিন্তু তিনটি পৃথক্ বিষয় হইলে ফিস্ দিতে হইত ৬ টাকা + ৬ টাকা + ৬ টাকা = ১৮ টাকা।

(ঙ) তিন বৎসরের জন্য একখানি লীজে যদি এইরূপ চুক্তি থাকে যে লীজগ্রহীতার ইচ্ছা অনুসারে লীজদাতা পুনরায় এক বা একাধিক বৎসর (উক্ত তিন বৎসরান্তে) লীজের মেয়াদ বাড়াইতে পারেন তাহা হইলেও উক্তরূপ চুক্তির জন্য ভিন্নভাবে কোন ষ্ট্যাম্প ও ফিস্ দিতে হইবে না; সাধারণ তিন বৎসরের লীজে যেরূপ ষ্ট্যাম্প দিতে হয় কেবলমাত্র সেই ষ্ট্যাম্প দিতে হইবে।

(চ) যদি কোন লীজে এরূপ লিখিত থাকে যে…বৎসরের জন্য লীজের কাল স্থিরীকৃত হইল; মাসিক খাজনা…টাকা হারে প্রদান করা হইবে; তবে শর্ত রহিল এই যে একমাসের খাজনা অগ্রিম প্রদান করা হইবে; এই অগ্রিম খাজনা লীজ মেয়াদের শেষ মাসের খাজনা রূপে গণ্য করা হইবে; ইহা সাধারণ লীজ মাত্র; উক্ত শর্তের জন্য ভিন্নভাবে কোন ষ্ট্যাম্প শুল্ক দিতে হইবে না; কারণ উহা পৃথক বিষয় নহে।

(ছ) একখানি লীজে লিখিত আছে যে রামবাবু যদুবাবুকে মাসিক ১০ টাকা ভাড়ায় একখানি গৃহ লীজ দিলেন; কিন্তু শর্ত রহিল এই যে যদুবাবু রামবাবুকে মাসিক শতকরা ১ টাকা সুদে যে ১০০০ টাকা ধার দিয়াছেন সেই প্রাপ্য সুদ হইতে

মাসিক ভাড়া কাটা যাইবে; ৫০ টাকা বা ততোধিক টাকায় রামবাবু কিস্তিতে কিস্তিতে ঋণ পরিশোধ করিবেন; রামবাবু যত দিন না ঋণ পরিশোধ করিতে পারেন ততদিন পর্যন্ত তিনি যদুবাবুকে বাড়ি হইতে উচ্ছেদ করিতে পারিবেন না বা বাড়ি ভাড়া বাড়াইতে পারিবেন না। এইরূপ দলিলে দুইটি পৃথক্ বিষয় আছে—একটি লীজ, অপরটি বন্ধকনামা। সুতরাং উক্ত দলিলে লীজ এবং মর্টগেজের ষ্ট্যাম্প দিতে হইবে; রেজিস্ট্রেসন ফিস্‌ও দুইটি বিষয়ের জন্য পৃথক্ করিয়া দিতে হইবে।

(জ) একখানি দানপত্র; ললিতা দেবী কিছু সম্পত্তি নীলকান্তবাবুকে দান করিলেন এই শর্তে যে, নীলকান্তবাবু সম্পত্তি ওয়ারিশানগণক্রমে ভোগ দখল করিবেন; তিনি উক্ত সম্পত্তি বিক্রয়াদি করিতে পারিবেন না এবং যেহেতু ললিতা দেবী সম্পত্তি দান করিলেন নীলকান্তবাবুকে, সেজন্য ললিতা দেবীকে নীলকান্তবাবু মাসিক দশ টাকা করিয়া বৃত্তি দিবেন। এই সকল শর্ত থাকিলেও সম্পত্তির আনুমানিক মূল্যের উপর সাধারণ দানপত্রের ন্যায় ষ্ট্যাম্প কুসুম দিতে হইবে, যেহেতু উক্ত শর্তে সম্পত্তি দান করা হইয়াছে, সুতরাং উক্ত শর্তকে পৃথক্ বিষয় রূপে বিবেচনা করিবার কারণ নাই।

(ঝ) রামের কিছু সম্পত্তি ক, খ, গ তিন জনে একত্রে একটি দলিলমূলে ক্রয় করেন; দলিলে লিখিত হইল উক্ত তিনজনে ক্রীত সম্পত্তিতে সমান সমান অংশের অধিকারী হইবে। ইহা একটি বিষয় সংক্রান্ত বিবেচনা করিতে হইবে।

(ঞ) একখানি দলিলে লিখিত হইল যে কোন সম্পত্তির ট্রাস্টী দুই লক্ষ টাকা বিশেষ কোন সেবাকার্যে দান করিবার ভার এক্‌জিকিউটরের হাতে দিয়াছেন এবং জনসাধারণ এক লক্ষ টাকা সংগ্রহ করিয়াছে। উক্ত তিন লক্ষ টাকা লইয়া একটি ট্রাস্ট ফাণ্ড গঠন করা হইয়াছে কোন একটি বিশেষ উদ্দেশ্যে। ইহাতে দুইটি পৃথক্ বিষয় আছে বুঝিতে হইবে। কারণ, জনসাধারণ যে টাকা সংগ্রহ করিয়া ট্রাস্ট ফাণ্ডে প্রদান করিয়াছেন তাহা সেটেলমেণ্ট-এর ন্যায় এবং এক্‌জিকিউটর যে টাকা দান করিয়াছেন তাহা উইল দ্বারা নিয়োগের ফলে করিয়াছেন (আবদুল্লা হাজী ডাউড বউলা অরফ্যানেজ প্রসঙ্গে বিচারের রায়ে বোম্বাই হাইকোর্ট)।

(ট) চ্যারিটি কমিশনারের আদেশে নূতন ট্রাস্টী নিযুক্ত হইল এবং ট্রাস্টীর দখলে সম্পত্তি ন্যস্ত (ভেসট্) করা হইল; হ্যাজেট বনাম কমিশনার বিচারের রায়ে মত প্রকাশ করা হইয়াছে যে উহা দুইটি পৃথক্ বিষয়।

(ঠ) বিক্রয়-কোবালা ও মর্টগেজ যদি নিম্নলিখিত কারণে একটি নিদর্শনপত্রে যুক্ত থাকে তবে তাহা দুইটি পৃথক্ বিষয় রূপে গণ্য করিবার কারণ নাই যদিও গোবিন্দন নামবুদরী বনাম মইদ্দিন বিচারের রায় অনুসারে নিম্নলিখিত মত প্রকাশের পূর্বে উপরিউক্ত নিদর্শনপত্রকে দুইটি পৃথক্ বিষয় রূপে গণ্য করা হইত।

একখানি বিক্রয়-কোবালা লিখিত হইল; বিক্রেতা কিছু সম্পত্তি (উক্ত বিক্রীত সম্পত্তি নহে) চুক্তি সম্পাদনের সিকিউরিটির স্বরূপে উক্ত দলিলে ক্রেতার নিকট মর্টগেজ রাখিলেন। ইহা দুইটি পৃথক্ বিষয় সংক্রান্ত নিদর্শনপত্র নহে। কেবলমাত্র বিক্রয়-কোবালা গণ্য করিয়া ষ্ট্যাম্প রুসুম প্রদান করিলে চলিবে (লবণ ইত্যাদি কমিশনারের সচিবের রেফারেন্স-এর রায়; এম্, এন্, বাসু, পৃষ্ঠা ৯৩ এবং ডোনো, পৃঃ ১৫০)।

এই নীতি অনুসারে চাজযুক্ত বায়নাপত্রকে দুইটি পৃথক্ বিষয় সম্পর্কিত নিদর্শনপত্র বিবেচনা করা উচিত কিনা সন্দেহ।

(ড) কোন ক্রেতা নিলামে একাধিক লটে বিভিন্ন জিনিস ক্রয় করিলেন; কিন্তু একাধিক লটে জিনিস ক্রয় করিলেও একখানি নিদর্শনপত্রে উক্ত ক্রয় সম্পর্কিত বিবরণে স্বাক্ষর করিলেন; লর্ড হল্‌স্‌বেরী তাঁহার ইংলণ্ডের আইন পুস্তকে লিখিয়াছেন যে, পৃথক্ পৃথক্ লটে জিনিসগুলি ক্রয় করিবার অর্থ হইতেছে ক্রয়গুলি পৃথক্ পৃথক্ এবং প্রত্যেকটি ক্রয় এক একটি পৃথক্ বিষয় (ডোনো দেখুন)।

(ঢ) একখানি বণ্ড; উহাতে 'ক' প্রিন্সিপ্যাল, 'খ' সিওরিটি; তাঁহারা একত্রে এবং পৃথক্‌ভাবে 'গ'-এর নিকট ঋণের জন্য নির্দিষ্ট হারে সুদ প্রদান করিতে বাধ্য হইলেন। ঐ একই বণ্ডে লিখিত হইল যে 'খ' উক্তরূপ সিওরিটি হইবার জন্য কোন প্রকারে ক্ষতিগ্রস্ত হইলে 'ক' 'খ'কে ক্ষতিপূরণ করিতে বাধ্য (আনানডেল্ বনাম প্যাটিসন, বাসু—পৃঃ ৯৩)।

(ণ) কোন একখানি চুক্তিপত্রে প্রিন্সিপ্যাল এবং সিওরিটি পৃথক্‌ভাবে চুক্তির বিবরণ লিখিয়া পৃথক্‌ভাবে স্বাক্ষর করিলেও নিদর্শনপত্রখানি দুইটি পৃথক্ বিষয় সম্পর্কিত বিবেচিত হইবে না; কেননা একই উদ্দেশ্যে প্রিন্সিপ্যাল এবং সিওরিটি চুক্তি ও স্বাক্ষর করিয়াছে, এবং সিওরিটির চুক্তি ও স্বাক্ষর আনুষঙ্গিক মাত্র। নিদর্শনপত্রখানির প্রধান উদ্দেশ্য হইতেছে প্রদত্ত অর্থের সিকিউরিটি। সুতরাং একটি বিষয় গণ্য করিতে হইবে (রাম হরজী বনাম রাধোজী—বোম্বাই হাইকোর্ট)।

(ত) একখানি মর্টগেজ; মর্টগেজদাতা এবং সিওরিটি যুক্তভাবে এবং পৃথক্‌ভাবে ...... টাকা ফেরত দিতে বাধ্য; এবং মর্টগেজগ্রহীতা মর্টগেজদাতা ব সিওরিটি অর্থাৎ জামিনদার যে কোনও একজনের নিকট হইতে উক্ত টাকা আদায় করিয়া লইতে পারিবেন। এইরূপ নিদর্শনপত্র একটিমাত্র বিষয় সম্পর্কিত বিবেচনা করিতে হইবে (মুসা বনাম খান—বাসু, পৃঃ ৯৩)।

(থ) কোন ব্যক্তি একখানি নিদর্শনপত্র সম্পাদন করিয়া কিছু সম্পত্তি লীজ লইল এবং খাজনার জামিন রূপে কিছু সম্পত্তি হাইপথিকেট করিল। এই দুই প্রকার ব্যবস্থা—লীজ ও মর্টগেজ—একই দলিলে লিখিত হইল। বিচারালয়ের মতে উক্ত

নিদর্শনপত্র দুইটি পৃথক্ বিষয় নহে বিবেচনা করিতে হইবে। এক্ষেত্রে লীজ এবং মর্টগেজের মধ্যে মর্টগেজের ষ্ট্যাম্প অধিকতর হওয়ায় (ষ্ট্যাম্প আইনের ৬-ধারা অনুসারে) কেবলমাত্র মর্টগেজের ন্যায় ষ্ট্যাম্প মাশুল দিলে চলিবে (বাসু পৃঃ ৯৪)।

(দ) কোন চুক্তিপত্রে চুক্তির শর্ত পালন না করিতে পারিলে জরিমানা প্রদান করিবার উল্লেখ থাকিতে পারে ; এই জরিমানা উল্লেখের জন্য পৃথক্ ষ্ট্যাম্প দিতে হয় না ; ইহা একরারনামা। উপরে সকল প্রকার সম্ভাব্য বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করা হইয়াছে। যেহেতু বিষয়টি জটিল সেজন্য সাহায্যকারী হিসাবে কয়েকটি সূত্র প্রদত্ত হইল ; এ সম্পর্কে বিস্তৃততর আলোচনার জন্য ডোনো ; এম্, এন্, বাসু ; মুল্লা প্রভৃতি আইনজ্ঞ ব্যক্তির প্রামাণ্য পুস্তক পাঠ করিলে সুবিধা হইবে।

(i) নিদর্শনপত্রে সম্পূর্ণ পৃথক্ বিষয় থাকা প্রয়োজন ; 'পৃথক্ বিষয়' এবং 'পৃথক্ চুক্তি' একই অর্থে ব্যবহার করিলে চলিবে না। একখানি নিদর্শনপত্রে একাধিক চুক্তির কথা লিখিত হইতে পারে ; কিন্তু পৃথক্ পৃথক্ ষ্ট্যাম্প মাশুল প্রদান করিবার নির্দেশ নাই। বরং পৃথক্ বিষয় অর্থে পৃথক্ লেন-দেন (ট্রান্জাক্সান) বিবেচনা করা যাইতে পারে। অনেকগুলি বণ্ড একটি ট্রান্জাক্সানে ক্রয় করা হইল ; যতগুলি বণ্ড বিক্রীত হইয়াছে ততবার বিক্রয় ধরিবার কোন কারণ নাই। সমস্ত বণ্ড বিক্রয় একটি মাত্র ট্রান্জাক্সান বিবেচনা করিয়া একটি বিক্রয়-কোবালা দলিলে লেখা যায় ; একটি বিষয় গণ্য করিয়া ষ্ট্যাম্প মাশুল দিতে হইবে।

একাধিক চুক্তির দ্বারা কি প্রধান উদ্দেশ্য (লিডিং অব্জেক্ট্—প্রাইস্ বনাম টমাস ; ওয়াকার বনাম গাইল ; মিউজ-এর ডাইজেস্ট্ (ডোনো, পৃঃ ১৫৩) সাধিত হইতেছে তাহাই দেখিতে হইবে ; অন্যান্য আনুষঙ্গিক বা অপ্রধান চুক্তিগুলি প্রধান চুক্তির সহায়ক মাত্র।

প্রধান ও অপ্রধান চুক্তির পার্থক্য কেমন করিয়া জানা যাইবে ? লর্ড হল্স্বেরী মত প্রকাশ করিয়াছেন যে নিদর্শনপত্রে এমন একটি চুক্তির কথা লিখিত হইল যাহা না লিখিলেও প্রচলিত আইনানুসারে স্বাভাবিক ভাবে স্বীকার্য হইত (ডোনো, পৃঃ ১৪৮) তাহাই অপ্রধান চুক্তি রূপে বিবেচিত হইবে।

(ii) প্রত্যেক পৃথক্ বিষয়ের জন্য পৃথক্ পণ (বা কন্সিডারেশন)-এর ব্যবস্থা থাকা উচিত।

(iii) বিভিন্ন চুক্তি বা কভারগুলি যেন প্রধান ক্লজের সহকারী মাত্র না হয়।

(iv) এক বা বিভিন্ন সম্পত্তি সংক্রান্ত নিদর্শনপত্রে যদি একাধিক ব্যক্তি সম্পাদন করেন তবে তাঁহাদের স্বার্থ যেন উহাতে যৌথভাবে থাকে।

(v) গৌণ চুক্তি যেন অপ্রয়োজনীয় বিবেচিত হয় ; অর্থাৎ উক্ত গৌণ কভার

নিদর্শনপত্রে লিখিত না হইলেও আদালতে স্বীকৃত হইবে। এ সম্পর্কে হল্স্বেরীর মতামত পূর্বেই লিখিত হইয়াছে।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, কোন একখানি নিদর্শনপত্রে যদি পৃথক্ বিষয় সম্পর্কে লিখিত থাকে তবে উক্ত এক একটি পৃথক্ বিষয় লইয়া এক একখানি পৃথক্ নিদর্শনপত্র রচনা করা যাইতে পারে। আপাতঃদৃষ্টিতে কোন একটিকে পৃথক্ বিষয় মনে হইলেও যদি সেই বিষয় লইয়া একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ নিদর্শনপত্র রচনা করা না যায় তবে কখনই সেই বিষয়কে পৃথক্ বিষয় রূপে গণ্য করা যায় না।

ধারা ৬ঃ পৃথক্ বিষয় সম্পর্কিত নহে অথচ যদি একখানি নিদর্শনপত্র সিডিউলে বর্ণিত একাধিক আর্টিকেলের অধীনস্থ প্রতীয়মান হয়, তবে উক্ত নিদর্শনপত্রের জন্য যে আর্টিকেল অনুযায়ী উচ্চতম ষ্ট্যাম্প মাশুল লওয়া যাইবে সেই আর্টিকেলের অধীনস্থ নিদর্শনপত্র রূপে গণ্য করিতে হইবে।

ধারা ১৩ঃ যে সকল নিদর্শনপত্র ষ্ট্যাম্প কাগজে লিখিত হয় সেই সকল নিদর্শন-পত্র এমনভাবে লিখিতে হইবে যেন ষ্ট্যাম্প কাগজ বা কাগজগুলি নিদর্শনপত্রের প্রথমেই থাকে।

ধারা ১৪ঃ মাশুলযোগ্য কোন নিদর্শনপত্র যে ষ্ট্যাম্প কাগজে পূর্বেই লিখিত হইয়াছে সেই ষ্ট্যাম্প কাগজে অপর কোন নিদর্শনপত্র লিখিত হইবে না।

ধারা ১৫ঃ ১৩ ও ১৪-ধারার নির্দেশ অমান্য করিয়া কোন নিদর্শনপত্র লিখিত হইলে সেই নিদর্শনপত্রে ষ্ট্যাম্প শুল্ক প্রদান করা হয় নাই এরূপ সাব্যস্ত করা যাইবে।

ধারা ১৬ঃ যদি কোন নিদর্শনপত্রের প্রদেয় ষ্ট্যাম্প মাশুল অথবা ষ্ট্যাম্প মাশুল প্রদান হইতে রেহাই, কোন কারণে অপর একখানি নিদর্শনপত্রে প্রদত্ত ষ্ট্যাম্প মাশুলের উপর নির্ভর করে, তবে দলিল দু'খানি কালেক্টারের নিকট দাখিল করিয়া ডিনোটেশানের জন্য দরখাস্ত করা হইলে তবে কালেক্টার অপর নিদর্শনপত্রে প্রদত্ত ষ্ট্যাম্প সম্পর্কে প্রথম নিদর্শনপত্রে প্রয়োজনীয় সার্টিফিকেট দিবেন।

দ্রষ্টব্যঃ এই ধারার জন্য রেজিস্টারিং অফিসারগণ কালেক্টার রূপে গণ্য। ডুপ্লিকেট ইত্যাদি প্রকার দলিলে মূল দলিলের ন্যায় ষ্ট্যাম্প না দিয়া ১৬-ধারার সুযোগ গ্রহণকরতঃ সর্বোচ্চ ৩ টাকার ষ্ট্যাম্পে লেখা যায়। তবে ১৬-ধারার সুবিধা লইতে হইলে মূল দলিল এবং ৭৫ পয়সার কোর্ট-ফি যুক্ত একখানি দরখাস্ত ডুপ্লিকেট বা সাপ্লিমেণ্টারী দলিলের সঙ্গে দাখিল করিতে হয়। রেজিস্টারিং অফিসারদিগকে অন্যান্য ধারায় কালেক্টার ঘোষণা ভারতের কয়েকটি রাজ্য ষ্ট্যাম্প শুল্ক আদায়ের সুবন্দোবস্ত করিয়াছে; পশ্চিমবঙ্গেও অনুরূপ ব্যবস্থা থাকা উচিত (দেবীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়—অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অব ষ্ট্যাম্প অ্যাক্ট ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল, ল কোয়ার্টারলি' ভ. ১৭, নং ৪, ১৯৮০)।

ধারা ১৭ঃ ভারতের মধ্যে সম্পাদিত যে সকল নিদর্শনপত্রে ষ্ট্যাম্প শুল্ক দিতে হয়, সে সকল নিদর্শনপত্রে ষ্ট্যাম্প দিতে হইবে দলিল সম্পাদনের সময় অথবা সম্পাদনের পূর্বে।

ধারা ১৮ঃ হুণ্ডি বা প্রিমিসরি নোট ব্যতীত অন্যান্য মাশুলযোগ্য নিদর্শনপত্র ভারতের বাহিরে সম্পাদিত হইলে উক্ত নিদর্শনপত্র ভারতে আনয়ন করিবার তারিখ হইতে তিন মাসের মধ্যে ষ্ট্যাম্প শুল্ক দিতে হইবে।

ধারা ১৯ঃ বি-শ্রেণীর রাজ্য ব্যতীত ভারতের মধ্যে কোন ব্যক্তি কোন বিল-অব্ এক্সচেন্জ বা প্রমিসরি নোট—যাহা বি-শ্রেণীর রাজ্য ব্যতীত ভারতের বাহিরে রচিত হইয়াছে—গ্রহণ, হস্তান্তর বা বি-শ্রেণীর রাজ্য ব্যতীত ভারতের মধ্যে অন্য কোন প্রকার লেন-দেনের কার্যে ব্যবহার করিবার উদ্দেশ্যে দাখিল করিবার পূর্বে উপযুক্ত ষ্ট্যাম্প ব্যবহার করিয়া উহা খারিজ (ক্যান্সেল) করিবেন।

অবশ্য অনুবিধি এই যে—

(এ) বি-শ্রেণীর রাজ্য ব্যতীত ভারতের মধ্যে কোন ব্যক্তি কোন বিল অব্ এক্সচেন্জ্ বা প্রমিসরি নোট গ্রহণ করিবার কালে যদি ষ্ট্যাম্প আইনের ১২-ধারা অনুসারে উপযুক্ত অ্যাডহেসিভ ষ্ট্যাম্প যুক্ত ও খারিজ করা হয় এবং যদি উক্ত ব্যক্তি বিশ্বাস করেন যে এই আইন অনুসারে উপযুক্ত ব্যক্তি উপযুক্ত সময়ে উক্ত ষ্ট্যাম্প যুক্ত করিয়া খারিজ করিয়াছেন তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তির ক্ষেত্রে উপযুক্ত ষ্ট্যাম্প যুক্ত হইয়াছে বিবেচনা করিতে হইবে।

(বি) ষ্ট্যাম্প যুক্ত বা খারিজ করিতে কোন ব্যক্তি অবহেলা করিলে জরিমানা প্রদান করিতে বাধ্য ; উপরিউক্ত (এ) অনুবিধির অজুহাত প্রদর্শন করিলে চলিবে না।

ধারা ১৯ [এ]ঃ বাংলা এবং বি শ্রেণীর রাজ্য ব্যতীত কোন নিদর্শনপত্রে যদি এই আইনানুসারে অথবা বি-শ্রেণীর রাজ্য ব্যতীত ভারতে প্রচলিত অন্য কোন আইনানুসারে ষ্ট্যাম্প মাশুল প্রদেয় হয় এবং পরবর্তীকালে বাংলাদেশে এই আইনের ৩-ধারাস্থ অনুবিধির অন্তর্গত রুল (বিধি)-অনুসারে উচ্চতর হারে ষ্ট্যাম্প মাশুল প্রদেয় হইলে—

(i) এই আইনের ৩-ধারার অন্তর্গত প্রথম অনুবিধিতে যাহাই লিখিত হউক না কেন, উক্তরূপ দলিলে সিডিউল ১[এ] অনুসারে ষ্ট্যাম্প মাশুল নির্ণয় হইবে ; অবশ্য বি-শ্রেণীর রাজ্য ব্যতীত ভারতের অন্য কোন স্থানে উক্ত নিদর্শনপত্রে পূর্বেই ষ্ট্যাম্প মাশুল প্রদান করা হইয়া থাকিলে নির্ণেয় ষ্ট্যাম্প শুল্ক হইতে তাহা বাদ দিয়া ষ্ট্যাম্প দিতে হইবে।

দ্রষ্টব্যঃ মনে করুন, বাংলা ও বি-শ্রেণীর রাজ্য ব্যতীত ভারতের কোন স্থানে রচিত একখানি নিদর্শনপত্রে দশ টাকার ষ্ট্যাম্প শুল্ক প্রদান করা আছে। উক্ত

নিদর্শনপত্রখানি বাংলাদেশে কাজে ব্যবহার করিবার জন্য আনয়ন করা হইল; বাংলাদেশে সিডিউল ১[এ] অনুসারে উক্ত প্রকার নিদর্শনপত্রে, মনে করুন, পনর টাকা ষ্ট্যাম্প মাশুল প্রদেয়। বর্তমান ক্ষেত্রে নিদর্শনপত্রখানিতে আরও পাঁচ টাকার ষ্ট্যাম্প মাশুল প্রদান করিতে হইবে।

ধারা ২৩ঃ কোন নিদর্শনপত্রের শর্তানুসারে যদি সুদ প্রদান করিবার স্পষ্ট বিধান থাকে তবে উক্ত নিদর্শনপত্রে সুদের উল্লেখ না থাকিলে যত মাশুল লাগিত, সুদ সম্পর্কে উক্ত নিদর্শনপত্রে শর্তাদি থাকিলেও সেই একই ষ্ট্যাম্প লাগিবে।

ধারা ২৩ [এ]ঃ প্রমিসরি নোট বা বিল অব্ এক্স্‌চেন্জ্ ব্যতীত অন্য প্রকার মার্কেটেবল সিকিউরিটি পূর্বে সম্পাদিত, যথাযথ ষ্ট্যাম্প যুক্ত মার্কেটেবল সিকিউরিটি জামিন স্বরূপ রাখিবার জন্য যে নিদর্শনপত্র রচিত হয় তাহার ষ্ট্যাম্প মাশুল আর্টিকেল ৫ (সি) অনুসারে প্রদেয়। উক্ত প্রকার নিদর্শনপত্রের মুক্তির জন্য রচিত না-দাবি বা মুক্তিপত্রেও আর্টিকেল ৫ (সি) অনুসারে মাশুল দিতে হইবে।

ধারা ২৪ঃ দায়সংযুক্ত কোন সম্পত্তি হস্তান্তর করিতে হইলে দায়হেতু যে অর্থ স্থিরীকৃত হইবে তাহাও উক্ত সম্পত্তির মূল্য নির্ধারণের সময় ধরিতে হইবে।

দ্রষ্টব্যঃ ধরুন, কোন সম্পত্তি মর্টগেজে দায়সংযুক্ত আছে, উক্ত সম্পত্তি হস্তান্তর করিবার সময় অপ্রদত্ত মর্টগেজের টাকা এবং সুদ উক্ত সম্পত্তির মূল্য নির্ধারণের সময় মূল্যের অংশরূপে গণ্য করিতে হইবে। অবশ্য মর্টগেজগ্রহীতার অনুকূলে যদি উক্ত সম্পত্তি হস্তান্তরিত হয় তবে সম্পত্তি হস্তান্তরের জন্য যে ষ্ট্যাম্প শুল্ক দিতে হইবে তাহা হইতে পূর্বে উক্ত সম্পত্তি মর্টগেজ লইবার সময়ে যে ষ্ট্যাম্প প্রদান করা হইয়াছিল তাহা বাদ দেওয়া যাইবে।

উদাহরণঃ (১) রাম শ্যামের নিকট ১০০০ টাকা ঋণ করিয়াছে; পরে রাম শ্যামকে একটি সম্পত্তি বিক্রয় করিল; বিক্রীত সম্পত্তির মূল্য হইল ৫০০ টাকা এবং পূর্বে রাম যে ১০০০ টাকা ধার করিয়াছিল সেই টাকা; সুতরাং সম্পত্তির মূল্য ১০০০ টাকা + ৫০০ টাকা = ১৫০০ টাকা ধরিয়া তাহার উপর ষ্ট্যাম্প দিতে হইবে।

(২) রাম ৫০০ টাকা মূল্যে শ্যামের নিকট হইতে কিছু সম্পত্তি ক্রয় করিল; কিন্তু উক্ত সম্পত্তি ইতিপূর্বে শ্যাম বলাই-এর নিকট ১০০০ টাকায় বন্ধক রাখিয়াছিল; রামের নিকট বিক্রয় করিবার সময়ও উক্ত সম্পত্তি তখনো দায়মুক্ত করা হয় নাই এবং অপরিশোধিত সুদের পরিমাণ হইয়াছিল ২০০ টাকা। এখন রাম উক্ত সম্পত্তি ৫০০ টাকায় ক্রয় করিলেও বলাইকে ১০০০ টাকা এবং সুদ বাবদ ২০০ টাকা দিতে হইবে; তাহা হইলে উক্ত সম্পত্তি ক্রয় করিতে রামকে মোট ৫০০ টাকা + ১০০০ টাকা + ২০০ টাকা = ১৭০০ টাকা মূল্য স্বরূপে দিতে হইতেছে। সুতরাং উক্তরূপ বিক্রয়-কোবালায় ১৭০০ টাকার জন্য ষ্ট্যাম্প শুল্ক আর্টিকেল-২৩ অনুসারে দিতে হইবে।

(৩) সুব্রত ১০,০০০ টাকা মূল্যের একখানি গৃহ বিমানের নিকট ৫০০০ টাকায় বন্ধক রাখিল; সুতরাং বিমানের অনুকূলে ৫০০০ টাকার উপর ৪০-আর্টিকেল অনুসারে ষ্ট্যাম্প প্রদান করিয়া একখানি মর্টগেজ দলিল সুব্রত সম্পাদন করিয়া দিল; পরে সুব্রত ১০,০০০ টাকার বাড়িখানি বিমানের নিকট (অর্থাৎ বন্ধকগ্রহীতাকে, অন্য কাহাকেও নহে) বিক্রয় করিল; বিমানকে ষ্ট্যাম্প শুল্ক দিতে হইবে বিক্রয়-কোবালার জন্য; কিন্তু কত হাজার টাকার উপর ষ্ট্যাম্প রুসুম দিতে হইবে?—অবশ্যই দশ হাজার টাকার উপর ২৩-আর্টিকেল অনুসারে বিক্রয়-কোবালার ষ্ট্যাম্প দিতে হইবে; কিন্তু বিমান কিছু ষ্ট্যাম্প শুল্ক রেহাই পাইবে; প্রথমে মর্টগেজ দলিল করিবার সময় বিমান ৫০০০ টাকার উপর মর্টগেজের জন্য যত টাকার ষ্ট্যাম্প শুল্ক দিয়াছিল পরবর্তী কালের বিক্রয়-কোবালার জন্য প্রদেয় ষ্ট্যাম্প শুল্ক হইতে তত টাকার ষ্ট্যাম্প শুল্ক আর বিমানকে দিতে হইবে না।

ধারা ২৫ঃ বার্ষিক বৃত্তি সম্পর্কে এই ধারায় লিখিত হইয়াছে; মাসোহারা সম্পর্কিত দানপত্রের পরিচিতি পর্যায়ে এই ধারার আলোচনা করা হইয়াছে।

ধারা ২৬ঃ কোন নিদর্শনপত্রে—যাহাতে অ্যাড্ভ্যালোরেম ষ্ট্যাম্প মাশুল প্রদেয়—লিখিত বিষয়বস্তুর মূল্য নিরূপণ করা সম্ভব না হইলে অথবা (এই আইন প্রচলিত হইবার পূর্বে যে নিদর্শনপত্র সম্পাদিত হইয়াছে) সম্পাদনের তারিখে বা প্রথম সম্পাদনের সময়ে ষ্ট্যাম্প মাশুল নির্ণয় করা সম্ভব হইত না, তবে উক্ত প্রকারের দলিলে মূল্যের কথা লিখিলে যে উচ্চতম মূল্য স্থিরীকৃত হইত সেই মূল্যের উপর সম্পাদনের সময়ে ষ্ট্যাম্প মাশুল প্রদান করা থাকিলে যথেষ্ট হইবে। অবশ্য অনুবিধি এই যে, কোন খনি লীজ প্রদানের ক্ষেত্রে যেখানে রয়ালটী বা উৎপন্ন দ্রব্যের অংশ খাজনা কি খাজনার অংশরূপে গৃহীত হয় সেখানে রয়ালটী বা উক্ত অংশের মূল্য ষ্ট্যাম্প মাশুল নির্ণয়ের জন্য এস্টিমেট করিতে হইবে।

(এ) গভর্ণমেণ্ট বা গভর্ণমেণ্টের পক্ষে সমস্ত বিষয় চিন্তা করিয়া কালেক্টার লীজের যে সম্ভাব্য রয়ালটী বা সরকারের অংশ এস্টিমেট করিয়া মূল্য স্থির করেন তাহার উপর ষ্ট্যাম্প মাশুল প্রদেয়।

(বি) যখন লীজ অপরে গ্র্যান্ট করেন তখন বাৎসরিক কুড়ি হাজার টাকা এবং লীজের অন্তর্গত যাহাই দাবিযোগ্য হউক না কেন সমস্ত রয়ালটী বা অংশের পরিমাণের উপর ষ্ট্যাম্প মাশুল দিতে হইবে।

অবশ্য শর্ত এই যে, যখন কোন নিদর্শনপত্র ৩১ বা ৪১-ধারা অনুসারে বিবেচনাধীন, তখন কালেক্টার উক্ত নিদর্শনপত্রে ষ্ট্যাম্প শুল্ক সম্পর্কে যে সার্টিফিকেট প্রদান করেন সেই পরিমাণ ষ্ট্যাম্প মাশুল উক্ত নিদর্শনপত্রের সম্পাদনের তারিখে প্রদান করা হইয়াছে বিবেচনা করিতে হইবে।

ধারা ২৭ঃ যদি কোন নিদর্শনপত্রে পণ বা মূল্যের ব্যবস্থা থাকে তবে তাহা এবং অন্য যে সকল বৃত্তান্ত বা অবস্থা দ্বারা কোন নিদর্শনপত্রের মাশুল যোগ্যতা বা মাশুলের পরিমাণ নিরূপিত হয়, সেই সকল বৃত্তান্ত ও অবস্থা সম্পূর্ণ ও প্রকৃত রূপে উক্ত নিদর্শনপত্রে লিখিতে হইবে।

দ্রষ্টব্যঃ ২৭-ধারার উদ্দেশ্য হইতেছে এই যে, নিদর্শনপত্রে সকল বৃত্তান্ত সম্পূর্ণরূপে লিখিতে হইবে; কারণ সেই বৃত্তান্ত পাঠে উক্ত নিদর্শনপত্রের জন্য কত মাশুল দিতে হইবে তাহা নির্ণয় করা যাইবে। যদি বিবরণ সম্পূর্ণরূপে না পরিবেশিত হয় তবে মাশুল ঠিকভাবে নির্ণয় করা যাইবে না। মাশুল হইতে সরকারী আয় কম হইবে; যেমন রাম শ্যামকে এক একর সম্পত্তি দান করিল; দান করিবার কালে উক্ত এক একর সম্পত্তির প্রকৃত বাজার দর হইবে আনুমানিক ৯০০০ টাকা; সুতরাং সম্পত্তির মূল্য ৯০০০ টাকাই লেখা উচিত; কিন্তু ষ্ট্যাম্প ডিউটি ফাঁকি দিবার জন্য হয়ত উক্ত সম্পত্তির মূল্য ৫০০০ টাকা লিখিত হইল; সুতরাং ৫০০০ টাকাব উপর ষ্ট্যাম্প শুল্ক লইলে বাকি ৪০০০ টাকা হইতে যে শুল্ক আদায় হইত অর্থাৎ সরকারী আয় হইত তাহা বর্তমান ক্ষেত্রে আদায় হইল না অর্থাৎ ৪০০০ টাকার প্রদেয় ষ্ট্যাম্প শুল্ক কম আদায় হইল। যেহেতু ২৭-ধারায় সম্পূর্ণ এবং সত্য বিবরণ দানের নির্দেশ আছে সেহেতু সম্পত্তির মূল্য সম্পর্কে প্রকৃত অবস্থা গোপন রাখিয়া ৫০০০ টাকা লেখায় ২৭-ধারার নির্দেশ অমান্য করা হইয়াছে। এই অপরাধের জন্য শাস্তির ব্যবস্থা কঠোর, ৬৪-ধারা পাঠ করুন; এইরূপ বেআইনী কার্য ধরা পড়িলে ৫০০০ টাকা পর্যন্ত জরিমানা হইতে পারে।

ধারা ২৮ঃ (১) যদি কোন সম্পত্তি একটি পণে বিক্রীত হইবার চুক্তি হয় এবং ক্রেতা যদি উক্ত সম্পত্তি একাধিক নিদর্শনপত্র মারফত পৃথক্ পৃথক্ ভাবে গ্রহণ করেন, তবে পণবাহ পার্টির বিবেচনা অনুসারে উক্ত একাধিক নিদর্শনপত্রে বিভক্ত হইতে পারে; অবশ্য শর্ত এই যে, প্রতি পৃথক্ অংশে (অর্থাৎ, প্রতি নিদর্শনপত্রে) অন্বর্থক পণবাহর উল্লেখ করিতে হইবে এবং এইরূপ নিদর্শনপত্রে লিখিত অন্বর্থক পণবাহর উপর অ্যাড্ভ্যালোরেম ষ্ট্যাম্প মাশুল ধার্য হইবে।

(২) যদি দুই বা ততোধিক ব্যক্তি একত্রে বা কোন এক ব্যক্তি নিজের ও অপরের জন্য বা সম্পূর্ণ সম্পত্তিই অপরের জন্য কোন বিশেষ সম্পত্তি একটি পণবাহে সম্পূর্ণরূপে ক্রয় করিবার চুক্তি করিয়া পৃথক্ পৃথক্ নিদর্শনপত্র মারফত স্ব-স্ব নামে বা যাঁহার জন্য খরিদের চুক্তি করা হইয়াছে তাঁহার নামে খরিদ করেন, তাহা হইলে প্রতি নিদর্শনপত্রে লিখিত পৃথক্ পণবাহর জন্য অ্যাড্ভ্যালোরেম ষ্ট্যাম্প মাশুল প্রতি নিদর্শনপত্রে প্রদান করিতে হইবে।

(৩) কোন এক ব্যক্তি কোন সম্পত্তি ক্রয় করিবার চুক্তি করিলেন; কিন্তু সে সম্পর্কে কোন দলিল করিলেন না; মূল ক্রেতা উক্ত সম্পত্তি অপর এক গৌণ ক্রেতার নিকট বিক্রয় করিবার চুক্তি করিয়া মূল বিক্রেতার দ্বারা উক্ত গৌণ ক্রেতার অনুকূলে একটি দলিল করিলেন। এই দলিলে মূল বিক্রেতা গৌণ ক্রেতাকে যে পণবাহে সম্পত্তি হস্তান্তর করিল সেই মূল্যের উপর অ্যাড্ভ্যালোরেম ষ্ট্যাম্প মাশুল দিতে হইবে।

(৪) কোন এক ব্যক্তি কোন সম্পত্তি ক্রয় করিবার চুক্তি করিলেন; কিন্তু কোন দলিল করিলেন না; উক্ত মূল ক্রেতা উক্ত সম্পত্তি সম্পূর্ণ বা আংশিক বিক্রয় করিবার চুক্তি করিলেন এক বা একাধিক গৌণ ক্রেতার সহিত; ফলে মূল বিক্রেতা পৃথক্ পৃথক্ ভাবে উক্ত সম্পত্তি বিভিন্ন গৌণ ক্রেতার অনুকূলে দলিল করিয়া দিলেন। এরূপ ক্ষেত্রে মূল চুক্তি অনুসারে পণবাহর বিষয় বিবেচনা না করিয়া প্রতি গৌণ ক্রেতা কর্তৃক গৃহীত প্রতি নিদর্শনপত্রে সে পণবাহর উল্লেখ আছে তাহার উপর পৃথক্ভাবে অ্যাড্-ভ্যালোরেম ষ্ট্যাম্প মাশুল ধার্য হইবে এবং এখনো যদি উক্ত সম্পত্তির কিছু অংশ উদ্বৃত্ত থাকে, তাহা হইলে মূল ক্রেতার অনুকূলে সম্পাদিত উক্ত অবশিষ্ট সম্পত্তি সংক্রান্ত দলিলে, সকল গৌণ ক্রেতার দলিলে, যে পণবাহের উল্লেখ করা হইয়াছে সেই পণ-বাহের সমষ্টি মূল পণবাহ হইতে বিয়োগ করিয়া যে পণবাহ অবশিষ্ট রহিবে তাহার উপর অ্যাড্ভ্যালোরেম ষ্ট্যাম্প মাশুল দিতে হইবে [অর্থাৎ, মূল পণবাহ—(গৌণ পণবাহ ১ + গৌণ পণবাহ ২...n পণবাহ)]।

অবশ্য এই শেষ প্রকারের নিদর্শনপত্রে (অর্থাৎ মূল ক্রেতার নিদর্শনপত্রে) ষ্ট্যাম্প মাশুল কোন ক্ষেত্রেই এক টাকার কম হইবে না (বাংলা ও আসামে দুই টাকার কম হইবে না)।

ধারা ২৯ঃ কোন প্রকার চুক্তি না থাকিলে নিম্নের নিদর্শনপত্রগুলির ষ্ট্যাম্প মাশুল সম্পাদনকারীকে দিতে হইবে। (এ) অ্যাড্মিনিষ্ট্রেসন বণ্ড (আর্টিকেল ২); টাইটল ডিড্, বন্ধকী জিনিস সম্পর্কে চুক্তিপত্র (আর্টি. ৬); বিল অব্ এক্স্চেন্জ (আর্টি. ১৩); বণ্ড (আর্টি. ১৫); বটমরী বণ্ড (আর্টি. ১৬); কাস্টমস বণ্ড (আর্টি. ২৬); ডিবেঞ্চার (আর্টি. ২৭); ফারদার চার্জ (আর্টি. ৩২); ক্ষতি-নিষ্কৃতিপত্র (আর্টি. ৩৪); মর্টগেজ (আর্টি. ৪০); প্রমিসরি নোট (আর্টি. ৪৯); না-দাবি (আর্টি. ৫৫); রেস্পনডেন্সিয়া বণ্ড (আর্টি. ৫৬); সিকিউরিটি বণ্ড বা মর্টগেজ (আর্টি. ৫৭); নিরূপণপত্র (আর্টি. ৫৮); ইনকরপোরেটেড কোম্পানীর শেয়ার হস্তান্তর (আর্টি. ৬২-এ); ডিবেঞ্চার হস্তান্তর (আর্টি. ৬২-বি); বণ্ড মর্টগেজ বা ইন্সিওরেন্স পলিসির স্বত্ব হস্তান্তর (আর্টি. ৬২-সি)।

(বি) ফায়ার-ইন্‌সিওরেন্স ব্যতীত অন্যান্য ইন্‌সিওরেন্সের ক্ষেত্রে ইন্‌সিওরেন্স-কারীকে ষ্ট্যাম্প মাশুল দিতে হইবে এবং ফায়ার ইন্‌সিওরেন্সের ক্ষেত্রে যে ব্যক্তি ইন্‌সিওরেন্স সম্পন্ন করে তাহাকে ষ্ট্যাম্প শুল্ক দিতে হইবে।

(সি) বিক্রয়-কোবালা দলিলের ক্ষেত্রে (এবং বন্ধকী সম্পত্তির পুনঃসমর্পণের ক্ষেত্রেও) গ্রহীতাকে ষ্ট্যাম্প শুল্ক দিতে হইবে। লীজ এবং লীজ প্রদান করিবার চুক্তি-পত্রে লীজ গ্রহীতাকে ষ্ট্যাম্প শুল্ক দিতে হইবে।

(ডি) লীজের কাউন্‌টার পার্টের ক্ষেত্রে লীজদাতাকে ষ্ট্যাম্প শুল্ক দিতে হইবে।

(ই) বিনিময়পত্রে উভয় পক্ষকে সমান অংশে ষ্ট্যাম্প মাশুল দিতে হইবে।

(এফ্) সেল সার্টিফিকেটের ক্ষেত্রে সম্পত্তির ক্রেতাকে বা গ্রহীতাকে ষ্ট্যাম্প মাশুল দিতে হইবে।

(জি) পার্টিশান দলিলের ক্ষেত্রে যে ব্যক্তি যেরূপ অংশ পাইল সেই অনুপাতে প্রত্যেক পক্ষকে মোট ষ্ট্যাম্প মাশুলের সেই অংশ দিতে হইবে। কিন্তু রাজস্ব সংক্রান্ত কোন কর্তৃপক্ষের বা কোন দেওয়ানী আদালতের বা সালিশের আদেশক্রমে যে সম্পত্তি পার্টিশান করা হয় সে ক্ষেত্রে উক্ত কর্তৃপক্ষ বা আদালত বা সালিশ ষ্ট্যাম্প শুল্ক প্রদানের যেরূপ নির্দেশ দান করিবেন সেই মতো ষ্ট্যাম্প দিতে হইবে।

দ্রষ্টব্য ঃ দানপত্রে কোন্ পক্ষ ষ্ট্যাম্প মাশুল দিবে সে সম্পর্কে কোন নির্দেশ নাই। সম্পত্তি হস্তান্তর আইন, ষ্ট্যাম্প আইন, নিবন্ধীকরণ আইন প্রভৃতির পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় দাতাকে মাশুল দিতে হইবে। অবশ্য পক্ষদ্বয় চুক্তির মাধ্যমে ভিন্ন রূপ ব্যবস্থা করিতে পারেন।

ধারা ৩০ ঃ কোন ব্যক্তি এককালীন ২০ টাকার অধিক টাকা লইয়া অথবা ২০ টাকার অধিক মূল্যের হুণ্ডি, চেক বা প্রমিসরি নোট লইয়া ঋণ প্রদত্ত অর্থ ফেরত লইবার জন্য কোন ব্যক্তির নিকট ২০ টাকার অধিক মূল্যের কোন অস্থাবর সম্পত্তি লইয়া দাতাকে লিখিত রসীদ দিতে হইলে সেই রসীদে টাকা বা হুণ্ডি ইত্যাদির গ্রহীতাকে ২০ পয়সার ষ্ট্যাম্প দিতে হইবে।

ধারা ৩১ ঃ কোন নিদর্শনপত্র সম্পাদন করিয়া বা সম্পাদন না করিয়া ষ্ট্যাম্প সংযোগ করিয়া বা ষ্ট্যাম্প যুক্ত না করিয়া যদি কোন ব্যক্তি নিদর্শনপত্রখানিসহ কালেক্টারের নিকট ষ্ট্যাম্প নির্ণয়ের জন্য দরখাস্ত করেন এবং প্রয়োজনীয় ফিস্ প্রদান করেন (পাঁচ টাকার বেশি নহে এবং পঞ্চাশ পয়সার কম নহে) তবে কালেক্টার উক্ত নিদর্শনপত্রের ষ্ট্যাম্প নির্ণয় করিয়া দিবেন। ষ্ট্যাম্প নির্ণয়ের জন্য কালেক্টার অন্যান্য সাক্ষ্য প্রমাণাদিও লইতে পারেন।

দ্রষ্টব্য ঃ ৩১-ধারা পাঠে আমরা জানিতে পারি যে কোন নিদর্শনপত্রের ষ্ট্যাম্প নির্ণয় করা দুরূহ হইলে সর্বাপেক্ষা নির্ভরযোগ্য ব্যবস্থা হইতেছে দলিলখানি

কালেক্টারের মতামতের জন্য তাঁহার নিকট প্রয়োজনীয় ফিস্ ও দরখাস্তসহ পেশ করা। তিনি চূড়ান্তভাবে ষ্ট্যাম্প নির্ণয় করিয়া দিতে পারেন।

ধারা ৩২ঃ ষ্ট্যাম্প মাশুল নির্ণয় করিয়া কালেক্টার প্রয়োজনীয় সার্টিফিকেট উক্ত নিদর্শনপত্রে লিখিয়া দিবেন।

ধারা ৩৩ঃ পুলিশ অফিসার ভিন্ন অন্য সকলপ্রকার সরকারী কর্মচারী তাঁহাদের কর্ম সম্পাদনকালে এমন কোন নিদর্শনপত্রের সংস্পর্শে আসেন যাহা তাঁহাদের মতে যথাযথ ষ্ট্যাম্পযুক্ত নহে, তাহা হইলে তাঁহারা উক্ত নিদর্শনপত্র ইম্পাউণ্ড করিতে পারেন।

দ্রষ্টব্যঃ ৩৩-ধারা পাঠে আমরা জানিতে পারি যে দলিল নিবন্ধীকৃত হইবার পরও প্রদত্ত ষ্ট্যাম্প মাশুল সম্পর্কে ধরা পড়িবার সম্ভাবনা আছে। সুতরাং সর্বাপেক্ষা নিরাপদ ব্যবস্থা হইতেছে ৩১-ধারার সুযোগ লইয়া কালেক্টারের নিকট ষ্ট্যাম্প নির্ণয়ের জন্য দলিল পেশ করা।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য যে কোর্ট বা সরকারী কর্মচারী যদি এমন কোন রেকর্ডপত্রের সংস্পর্শে আসেন যাহাতে যথাযথ ষ্ট্যাম্প যুক্ত নাই তবে উক্ত রেকর্ডপত্র তাঁহাদের বিচার্য বিষয় সংক্রান্ত রেকর্ডপত্র না হইলে ইম্পাউণ্ড করিতে পারেন না; কোন দলিলের নিবন্ধীকরণ-এর সময় ব্যতিরেকে রেজিস্টারিং অফিসার কমতি ষ্ট্যাম্প-এর জন্য দলিলখানি ইম্পাউণ্ড করিতে পারেন না (ঠাকুরদাস বনাম সম্রাট; জয়দেবী বনাম গোকুলচাঁদ ইত্যাদি। বাসুর পুস্তক—পৃষ্ঠা ১৫৮)।

ধারা ৩৪ঃ পাবলিক অ্যাকাউন্ট অডিট করিবার কালে যদি কোন অফিসার এমন কোন রসীদপত্রের সংস্পর্শে আসেন যাহাতে ছয় পয়সার ষ্ট্যাম্প যুক্ত করা প্রয়োজন কিন্তু যুক্ত করা হয় নাই, তাহা হইলে উক্ত অফিসার উক্ত রসীদপত্র ইম্পাউণ্ড না করিয়া ষ্ট্যাম্পযুক্ত রসীদ পুনরায় দাখিল করিতে নির্দেশ দিতে পারেন।

ধারা ৩৫ঃ যে নিদর্শনপত্র ষ্ট্যাম্প মাশুলযোগ্য যদি সেই নিদর্শনপত্রে উপযুক্ত ষ্ট্যাম্প প্রদান করা না থাকে তবে উক্ত নিদর্শনপত্র কোন ব্যাপারেই সাক্ষ্যের জন্য গ্রহণ করা যাইবে না বা রেজিস্ট্রী বা প্রামাণিক করা যাইবে না; অবশ্য শর্ত এই যে—

(এ) প্রমিসরি নোট, বিল্ অব্ একস্চেন্জ বা যাহাতে ছয় পয়সা বা তিন পয়সার ষ্ট্যাম্প মাশুল প্রয়োজন এমন নিদর্শনপত্র ব্যতীত অন্য সকল প্রকার নিদর্শনপত্র সাক্ষ্য ইত্যাদির জন্য গ্রহণ করা যাইবে যদি পার্টি উক্ত নিদর্শনপত্রের জন্য কমপক্ষে পাঁচ টাকা জরিমানা প্রদান করেন বা যেক্ষেত্রে উক্ত নিদর্শনপত্রের জন্য প্রয়োজনীয় ষ্ট্যাম্প মাশুলের পরিমাণ দশ গুণ সেক্ষেত্রে উক্ত দশ গুণ ষ্ট্যাম্প মাশুল প্রদান করেন।

(বি) যে রসীদ ষ্ট্যাম্প যুক্ত হওয়া প্রয়োজন যদি তাহাতে ষ্ট্যাম্প প্রদান করা না

থাকে তবে এক টাকা জরিমানা প্রদান করিবার পর উক্ত রসীদপত্রে প্রয়োজনীয় ষ্ট্যাম্প যুক্ত করা হয় তবে সেই রসীদপত্র সাক্ষ্যের জন্য গ্রহণ করা যাইবে।

(সি) যদি কোন কনট্রাক্ট দুই বা ততোধিক চিঠির দ্বারা সম্পাদিত হইয়া থাকে তবে যে কোন একখানি চিঠিতে ষ্ট্যাম্পযুক্ত থাকিলে উক্ত চুক্তি যথাযথ ষ্ট্যাম্প যুক্ত বিবেচনা করিতে হইবে।

(ডি) ক্রিমিন্যাল প্রসিডিওর কোডের ১২ এবং ৩৬ অধ্যায়-এর কার্যবাহ ব্যতীত ফৌজদারী কোর্টে সকল বিচার সংক্রান্ত কোন নিদর্শনপত্র ষ্ট্যাম্প যুক্ত না হইলেও সাক্ষ্যের জন্য গ্রহণ করা যাইবে।

(ই) যদি কোন নিদর্শনপত্র সরকার বা সরকারের পক্ষে সম্পাদিত হইয়া থাকে অথবা এই আইনের ৩২-ধারা অনুসারে যদি কোন নিদর্শনপত্র কালেক্টারের সার্টিফিকেট যুক্ত থাকে তবে সেই প্রকার নিদর্শনপত্র সাক্ষ্যের জন্য বিচারালয়ে গৃহীত হইবে।

ধারা ৩৬ঃ কোন নিদর্শনপত্র সাক্ষ্যের জন্য গৃহীত হইবার পর ৬১-ধারার নির্দেশ ভিন্ন বিচার চলা কালে সঠিক ষ্ট্যাম্প যুক্ত নয় এই অজুহাতে উক্ত নিদর্শনপত্র গ্রহণ সম্পর্কে কোন প্রকার প্রশ্ন বিবেচনা করা যাইবে না।

দ্রষ্টব্যঃ মনে করুন একখানি নিদর্শনপত্র কোন বিচারালয়ে, বিচারকের নির্দেশানুসারে সাক্ষ্যের জন্য গৃহীত হইল যদিও সেই নিদর্শনপত্র যথাযথ ষ্ট্যাম্প যুক্ত নয়। কিন্তু সেজন্য বিচার চলাকালীন নিদর্শনপত্রখানি সাক্ষ্যের তালিকা হইতে বহির্ভূত করা যাইবে না। অবশ্য ৬১-ধারা অনুসারে ঊর্ধ্বতন বিচারালয় এ সম্পর্কে বিবেচনা করিতে পারেন। ষ্ট্যাম্প আইনের ৬১-ধারা দেখুন।

ধারা ৩৮ঃ (১) আইনানুসারে বা পার্টির সম্মতিক্রমে সাক্ষ্য গ্রহণ করিতে প্রাধিকৃত কোন ব্যক্তি যদি ৩৩-ধারা অনুসারে কোন নিদর্শনপত্র ইম্পাউণ্ড করেন এবং ৩৫-ধারা অনুসারে জরিমানা গ্রহণ করিয়া অথবা ৩৭-ধারা অনুসারে মাশুল গ্রহণ করিয়া যদি নিদর্শনপত্রখানি সাক্ষ্যের জন্য গ্রহণ করেন তবে তিনি কালেক্টারের নিকট অথবা কালেক্টার কর্তৃক নিযুক্ত এই বিষয় সংক্রান্ত কোন ব্যক্তির নিকট প্রামাণিক কৃত উক্ত নিদর্শনপত্রের একটি নকল এবং গৃহীত জরিমানা ও মাশুলের পরিমাণ উল্লেখে একটি সার্টিফিকেট প্রেরণ করিবেন।

(২) অন্যান্য ক্ষেত্রে যে ব্যক্তি নিদর্শনপত্র ইম্পাউণ্ড করেন, তিনি মূল নিদর্শন-পত্রখানি কালেক্টারের নিকট ষ্ট্যাম্প মাশুল নির্ণয়ের জন্য প্রেরণ করিবেন।

দ্রষ্টব্যঃ ৩৮ (১)-ধারা অনুসারে যে সকল অফিসার জরিমানা ও মাশুল আদায় অন্তে নিদর্শনপত্র সাক্ষ্যরূপে গ্রহণ করেন তাঁহারা উক্ত টাকা কালেক্টারের নিকট মনি অর্ডার যোগে প্রেরণ করিবেন বা কালেক্টারের অনুকূলে জমা দিবেন। এই

সকল অফিসার যে ষ্ট্যাম্প মাশুল নির্ণয় করিবেন কালেক্টার তাহা বিবেচনা করিয়া পরিবর্তন করিতে পারেন।

পশ্চিমবঙ্গে রেজিস্টারিং অফিসার জরিমানা বা মাশুল আদায় করিতে পারেন না। সুতরাং তাঁহারা মূল দলিল কালেক্টারের নিকট প্রেরণ করিবেন।

ধারা ৩৯ঃ (১) ৩৮-ধারা অনুসারে যে সকল নিদর্শনপত্র কালেক্টারের নিকট প্রেরণ করা হয়, সে সকল নিদর্শনপত্রে পাঁচ টাকার বেশি প্রদত্ত জরিমানা প্রয়োজন মনে করলে ফেরত দিতে পারেন।

(২) ষ্ট্যাম্প আইনের ১৩ বা ১৪-ধারা অমান্য করিবার জন্য যে নিদর্শনপত্র ইম্পাউণ্ড করা হয় সেরূপ নিদর্শনপত্রের জন্য প্রদত্ত জরিমানা কালেক্টার বিবেচনা করিলে সম্পূর্ণ ফেরত দিতে পারেন।

ধারা ৪১ঃ ছয় পয়সা বা তিন পয়সার ষ্ট্যাম্পযুক্ত নিদর্শনপত্র বিল অব এক্সচেন্জ বা প্রমিসরি নোট ব্যতীত ষ্ট্যাম্প মাশুল প্রদেয় কোন নিদর্শনপত্রে যদি যথাযথ ষ্ট্যাম্প যুক্ত না থাকে তবে পার্টি যদি স্বেচ্ছায় নিদর্শনপত্রখানি সম্পাদনের তারিখ হইতে এক বৎসরের মধ্যে কালেক্টারের নিকট হাজির করিয়া নিদর্শনপত্রের ষ্ট্যাম্প মাশুলের অপূর্ণতা সম্পর্কে জ্ঞাপন করেন এবং ঘাটতি ষ্ট্যাম্প মাশুল প্রদান করেন তবে কালেক্টার যদি মনে করেন যে উক্ত অপরাধ পার্টির স্বেচ্ছাকৃত নহে বা দৈবক্রমে ঘটিয়াছে বা জরুরী প্রয়োজনবশতঃ ঘটিয়াছে তাহা হইলে তিনি ৩৩ এবং ৪০-ধারা অনুসারে ব্যবস্থা অবলম্বন না করিয়া ঘাটতি মাশুল মাত্র গ্রহণ করিবেন।

৪৯ হইতে ৫৫ ধারাঃ অনেক সময় ষ্ট্যাম্প কাগজ ক্রয় করিয়া কাজে লাগানো যায় না। নানা কারণে এইরূপ হইতে পারে; যেমন দলিল লেখা হইল, কিন্তু নিবন্ধীকৃত হইল না। এরূপ ক্ষেত্রে উক্ত ষ্ট্যাম্প ট্রেজারীতে জমা দিলে টাকা ফেরত পাওয়া যায় বা প্রয়োজনীয় ষ্ট্যাম্প লওয়া যায়। তবে প্রতি টাকায় .১০ পয়সা করিয়া বাদ যাইবে।

ধারা ৬৪ঃ সরকারী ষ্ট্যাম্প মাশুল ফাঁকি দিবার অভিপ্রায়ে যদি কোন ব্যক্তি সম্পূর্ণ সত্য বিবরণ লিখিত নহে এমন কোন নিদর্শনপত্র সম্পাদন করেন বা উক্ত অসম্পূর্ণ নিদর্শনপত্র প্রস্তুত করিতে নিযুক্ত থাকেন বা এমন কোন কাজ করেন যাহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে সরকারকে ফাঁকি দিবার অভিপ্রায় আছে তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তিগণ শাস্তিযোগ্য অপরাধ করিয়াছেন বলিয়া সাব্যস্ত হইবে এবং তাঁহাদের ৫০০০ টাকা পর্যন্ত জরিমানা হইতে পারে।

দ্রষ্টব্যঃ সম্পত্তির মূল্য কম দেখাইয়া অনেক সময় ষ্ট্যাম্প মাশুল ফাঁকি দেওয়া

হয়। ইহা গুরুতর অন্যায়। দলিল-লেখকগণ এবং অপরাপর যুক্তিদাতাগণও এই অপরাধে জড়িত হইতে পারেন।

১৯৮৪ সালের সংশোধন আইন সহ নিম্ন সিডিউল প্রদত্ত হইল। বলা বাহুল্য, ১৯৬৪ সালে প্রবর্তিত সারচার্জ এবং ১৯৭৩ সালে প্রবর্তিত দশ পয়সার অতিরিক্ত ষ্ট্যাম্প মাশুল পূর্ববৎ বলবৎ আছে।

সিডিউল [১এ]

নিদর্শনপত্রের নাম	উপযুক্ত ষ্ট্যাম্প মাশুল
আর্টি. ১—ঋণস্বীকার পত্র (অ্যাক্‌নলেজমেণ্ট) ঃ	
উক্ত পত্র ২০ টাকার অধিক সম্পর্কিত হইবে ; ইহা স্বাক্ষরিত বা লিখিত হইবে ঋণকারীর দ্বারা ; ঋণদাতার দখলে রাখিবার জন্য এইরূপ ঋণস্বীকারপত্র লিখিয়া দিতে হয় ; কিন্তু এইরূপ ঋণস্বীকারপত্রে ঋণ পরিশোধ করিবার কোন প্রতিজ্ঞা থাকিবে না ; কোন সুদ প্রদানের ব্যবস্থা থাকিবে না বা কোন সম্পত্তি বা মালপত্র প্রদানের ব্যবস্থা থাকিবে না এবং হুণ্ডি, চেক, প্রমিসরি নোট, বহনপত্র (বিল অব্ লেডিং), আকলপত্র (লেটার অব ক্রেডিট), ইন্‌সিওরেন্স পলিসি, শেয়ার, ডিবেঞ্চার, প্রক্সী বা রসীদ-স্বীকারপত্র এই আর্টিকেল অনুসারে ষ্ট্যাম্প মাশুল দিলে চলিবে না ; অর্থাৎ ১ আর্টিকেলমূলে কেবলমাত্র ঋণ-স্বীকারপত্রের ষ্ট্যাম্প দিতে হইবে।	২০ পয়সা।
আর্টি. ২—অ্যাড্‌মিনিসট্রেসন বণ্ড ঃ	
(এ) যদি টাকার পরিমাণ ১০০০ টাকার অধিক না হয়।	তবে আর্টিকেল নং ১৫ বণ্ডের ন্যায় ষ্ট্যাম্প দিতে হইবে।
(বি) অন্যান্য ক্ষেত্রে সার চার্জ দিতে হয় না।	৩০ টাকার ষ্ট্যাম্প দিতে হইবে।
আর্টি. ৩—দত্তকগ্রহণপত্র (অ্যাডপ্‌সান ডিড) ঃ	
এই আর্টিকেলমূলে দত্তক সম্পর্কিত সকল প্রকার দলিলের ষ্ট্যাম্প দিতে হইবে ; অর্থাৎ দত্তক গ্রহণ করিবার কালে এবং দত্তক গ্রহণ করিবার ক্ষমতা প্রদান করিবার	

নিদর্শনপত্রের নাম	উপযুক্ত ষ্ট্যাম্প মাশুল
কালে এই আর্টিকেল মূলে ষ্ট্যাম্প দিতে হইবে, কিন্তু উইলের মধ্যে দত্তক গ্রহণের জন্য যে ব্যবস্থা করা হয় তাহার জন্য কোন ষ্ট্যাম্প মাশুল দিতে হয় না। (সারচার্জ দিতে হয় না)।	৫০ টাকা
আর্টি. ৪—এফিডেভিট ঃ	
ডিক্লারেশান এবং অ্যাফারমেশান বা প্রতিজ্ঞা সংক্রান্ত দলিলের ষ্ট্যাম্পও ৪-আর্টিকেল মতে দিতে হইবে (সারচার্জ দিতে হয় না)	

রেহাই ঃ নিম্নলিখিত এফিডেভিটগুলি ষ্ট্যাম্প মাশুল প্রদান হইতে মুক্তিপ্রাপ্ত—

(এ) ১৯৫০ সালের আর্মি অ্যাক্ট অনুসারে সৈন্যদলে যোগদান করিবার শর্ত হিসাবে যে এফিডেভিড লিখিত হয়,

(বি) ... কোর্টে বা কোর্টের কোন অধিকারিকের সমীপে ফাইল করিবার জন্য অত্যন্ত জরুরী উদ্দেশ্যে যে এফিডেভিট ফাইল করা হয়,

(সি) কোন ব্যক্তি কেবলমাত্র পেনসান বা দাতব্য ভাতা পাইবার জন্য যে এফিডেভিট লিখিয়া দেন।

নিদর্শনপত্রের নাম	উপযুক্ত ষ্ট্যাম্প মাশুল
আর্টি. ৫—একরারনামা বা একরারনামার মেমোরাণ্ডাম ঃ	
(এ) যদি বিল্ অব্ একস্চেন্জ বিক্রয় সংক্রান্ত হয়	৫০ পয়সা
(বি) (i) যদি সরকারী সিকিউরিটি বিক্রয় সংক্রান্ত হয়	সিকিউরিটি মূল্যের প্রতি দশ হাজার টাকা বা দশ হাজার টাকার অংশের জন্য ২৫ পয়সা এই শর্তে যে ৫০ টাকার অধিক ষ্ট্যাম্প মাশুল লওয়া যাইবে না।
(ii) কোন নিগমবদ্ধ কোম্পানী (ইনকরপোরেটেড কোম্পানী) বা অন্য কোন নিগমবদ্ধ নিকায়ের (বডি-করপোরেটের) শেয়ার বিক্রয় সংক্রান্ত হইলে	**শেয়ার মূল্যের প্রতি পাঁচ হাজার টাকা বা তাহার অংশের জন্য ৫০ পয়সা করিয়া দিতে হইবে।**

নিদর্শনপত্রের নাম	উপযুক্ত ষ্ট্যাম্প মাশুল
(সি) যদি কৃষিদ্রব্য কোল্ডস্টোরেজে সংরক্ষণের জন্য হয়	প্রতি একহাজার কিলো-গ্রাম কৃষিদ্রব্য বা তাহার অংশের জন্য ১·০০ টাকা।
(ডি) চেক, প্রমিসরি নোট, বহনপত্র (বিল অব্ লেডিং), আকলপত্র (লেটার অব্ ক্রেডিট্), ইন্‌সিওরেন্স পলিসি, শেয়ার হস্তান্তরকরণ, ডিবেঞ্চার, প্রক্সী বা রসীদ —এইগুলি ব্যতীত অন্যান্য যে সকল বিষয়ের জন্য কোন বিশেষ ব্যবস্থা নাই সেই সকল বিষয়ের জন্য	৫ টাকা

রেহাই ঃ (এ) কেবলমাত্র মালপত্র বা পণ্যদ্রব্য বিক্রয় সংক্রান্ত একরারনামা বা একরারের মেমোরাণ্ডাম ; কিন্তু এইরূপ একরারনামা ৪৩-আর্টিকেলের অন্তর্গত কোন নোট বা মেমোরাণ্ডাম যেন না হয় ,

(বি) টেণ্ডারের ফরমে ভারত সরকারকে প্রদত্ত ঋণ সংক্রান্ত একরারনামা ইত্যাদি। (আর্টিকেল ৫-এ সারচাজ দিতে হয় না)

নিদর্শনপত্রের নাম	উপযুক্ত ষ্ট্যাম্প মাশুল
আর্টি. ৬—টাইটেল-ডিড বা বন্ধকী জিনিস (পণ বা প্লেজ) আমানত সংক্রান্ত একরারনামা ঃ	
(১) টাইটেল দলিল আমানত অর্থাৎ যে নিদর্শন-পত্র কোন সম্পত্তির টাইটেল নির্দেশ করে (মার্কেটেবল সিকিউরিটি টাইটেল দলিলের পর্যায়ে পড়িবে না) এইরূপ একরারনামা ;	
(২) টাকা অ্যাডভান্‌স বা ঋণ পরিশোধের জামিন-স্বরূপে অস্থাবর সম্পত্তি গচ্ছিত রাখিয়া লিখিত একরারনামা ;	
(এ) এইরূপ ঋণ যদি চাহিবামাত্র বা একরারনামা সম্পাদিত হইবার তারিখ হইতে তিন মাস পরে পরিশোধযোগ্য হয়	মোট ঋণের প্রতি ১০০০ টাকা বা তাহার অংশের জন্য ১০·০০ টাকা
(বি) নিদর্শনপত্র সম্পাদনের তারিখ হইতে অনধিক তিন মাসের মধ্যে ঋণ পরিশোধযোগ্য হইলে (৬-আর্টিকেলে সারচার্জ প্রদানের নির্দেশ নাই)।	(এ) উপ-প্রকরণে যেরূপ শুল্ক প্রদানের নির্দেশ আছে তাহার অর্ধেক শুল্ক দিতে হইবে।

নিদর্শনপত্রের নাম	উপযুক্ত ষ্ট্যাম্প মাশুল
আর্টি. ৭—নিয়োগপত্র (অ্যাপয়েন্টমেণ্ট) ঃ উইল ভিন্ন অন্য কোন প্রকার দলিলমূলে ট্রাষ্টীর ক্ষমতা সম্পাদনের জন্য অথবা স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তি সংক্রান্ত ক্ষমতা সম্পাদনের জন্য নিয়োগপত্র সম্পাদন করা হয়। (সারচার্জ দিতে হয় না।)	৩৭ টাকা ৫০ পয়সা
আর্টি. ৮—মূল্য নির্ধারণ (অ্যাপ্রেজমেণ্ট বা ভ্যালুয়েশান) ঃ এই মূল্য নির্ধারণ কোর্ট ব্যতীত অন্য কাহারো দ্বারা সম্পাদিত হওয়া প্রয়োজন।	
(এ) যে ক্ষেত্রে টাকার পরিমাণ ১০০০ টাকার অধিক নহে	বটমূরী বণ্ড আর্টিকেল ১৬-এর ন্যায় ষ্ট্যাম্প দিতে হইবে।
(বি) অন্যান্য ক্ষেত্রের জন্য	৫০ টাকা

রেহাই ঃ (এ) মাত্র এক পক্ষের সংবাদের জন্য যে মূল্য নিরূপিত হয় ; এবং (বি) জমিদারকে খাজনা দিবার জন্য শস্যের যে মূল্য নিরূপণ করা হয়। (সারচার্জ দিতে হয় না)

নিদর্শনপত্রের নাম	উপযুক্ত ষ্ট্যাম্প মাশুল
আর্টি. ৯—শিক্ষানবিশী চুক্তিপত্র (অ্যাপ্রেন-টিস্‌শিপ ডিড) ঃ যে কোন প্রকার শিক্ষা সংক্রান্ত চুক্তি হইতে পারে ; আর্টিকেল্‌স অব ক্লার্কশিপ নহে। (সারচার্জ দিতে হয় না)	১৫ টাকা
আর্টি. ১০—কোম্পানী সমবায়ের নিয়মাবলী বা আর্টিকেল্‌স অব্‌ অ্যাসোসিয়েশান অব কোম্পানী ঃ	
(এ) যদি নমিনাল শেয়ার মূলধন এক লক্ষ টাকার অধিক না হয়	১৫০ টাকা
(বি) নমিনাল শেয়ার মূলধন যদি এক লক্ষ টাকার অধিক হয়।	৩০০ টাকা

রেহাই ঃ যে সকল পরিমেল নিয়মাবলী (আর্টিকেল্‌স অব্‌ অ্যাসোসিয়েশান) কোন আর্থিক লাভের জন্য রচিত হয় নাই এবং যে সকল অ্যাসোসিয়েশান কোম্পানী আইন ১৯৫৬ সালের ২৬-ধারায় রেজিস্ট্রীকৃত হইয়াছে। (সারচার্জ দিতেহয় না)

নিদর্শনপত্রের নাম	উপযুক্ত ষ্ট্যাম্প মাশুল
আর্টি. ১১—ক্লার্কশিপের নিয়মাবলী (বা আর্টিকেল্‌স অব্‌ ক্লার্কশিপ)ঃ হাইকোর্টে এটর্ণী স্বরূপে স্বীকৃত হইবার জন্য ক্লার্কের কর্ম করিতে যে চুক্তি করা যায় সেই চুক্তিপত্রের জন্য আর্টি. ১১ অনুসারে ষ্ট্যাম্প দিতে হইবে। (সারচাজ দিতে হয় না)	২৫০ টাকা
আর্টি. ১২—অ্যাওয়ার্ড বা সালিসী বা মধ্যস্থের মীমাংসাপত্রঃ (এইরূপ অ্যাওয়ার্ড কোন পার্টিশান সংক্রান্ত হইবে না, এবং যেন কোন মামলার বিচারকালে কোর্টের নির্দেশে গঠিত অ্যাওয়ার্ড না হয়।)	
(এ) যে সম্পত্তি সম্পর্কে অ্যাওয়ার্ড গঠিত হয় সেই সম্পত্তির মূল্য ১০০০ টাকার অধিক না হইলে	আর্টিকেল-১৫ অনুসারে বণ্ডের ন্যায় ষ্ট্যাম্প মাশুল দিতে হইবে।
(বি) যদি সম্পত্তির মূল্য ১০০০ টাকার হয় এব ৫০০০ টাকার অধিক না হয়,	৩০ টাকা
এবং ৫০০০ টাকার অতিরিক্ত ১০০০ টাকা বা তাহার অংশের জন্য (সারচার্জ দিতে হয় না)	এক টাকা করিয়া মাশুল দিতে হইবে, অবশ্য শর্ত এই যে, সর্বোচ্চ ১০০ টাকার অধিক মাশুল লওয়া যাইবে না।
আর্টি. ১৩—বিল অব্‌ এক্স্‌চেন্‌জ্‌ বা হুণ্ডি (কিন্তু বণ্ড, ব্যাঙ্কনোট বা কারেন্সী নোট নহে)ঃ	নিম্নে আর্টিকেল ১৩-এর অন্তর্গত (বি) এবং (সি) আইটেমে যে হারে মাশুলের উল্লেখ আছে তাহার অর্ধেক হারে মাশুল দিতে হইবে (ভারত সরকারের ১৯৭৬-এর সংশোধন)। তবে পূর্বে যে সকল ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত হারের ১/৫ অংশ মাশুল দিতে
(এ) [* * *] নিরসিত (অ্যাকট-৫,১২২৭)	

নিদর্শনপত্রের নাম	উপযুক্ত ষ্ট্যাম্প মাশুল
	হইয়াছিল সে সকল ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত হারের ১/৫ অংশ মাশুল দিতে হইবে।
(বি) চাহিবামাত্র প্রদেয় না হইলে—	
(i) বিলের তারিখ বা দেখিবার পর হইতে তিন মাসের মধ্যে প্রদেয় হইলে যদি বিলের বা নোটের টাকা ৫০০ টাকার অধিক না হয়··· ··· ··· ··	১·২৫ টাকা
যদি উক্ত টাকা ৫০০ টাকার অধিক কিন্তু ১০০০ টাকার অধিক না হয় এবং··· ···	২·৫০ টা.
১০০০ টাকার অতিরিক্ত প্রতি ১০০০ টাকা বা তাহার কোন অংশের জন্য··· ···	২·৫০ টা.
(ii বিলের তারিখ বা দেখিবার পর হইতে তিন মাসের পরে কিন্তু ছয় মাসের মধ্যে প্রদেয় হইলে যদি বিলের বা নোটের টাকা ৫০০ টাকার অধিক না হয়··	২·৫০ টা.
যদি উক্ত টাকা ৫০০ টাকার অধিক কিন্তু ১০০০ টাকার অধিক না হয়, এবং··· ··· ···	৫ টা.
১০০০ টাকার অতিরিক্ত প্রতি ১০০০ টাকা বা তাহার অংশের জন্য··· ··· ···	৫ টা.
(iii) বিলের তারিখ বা দেখিবার পর হইতে ছয় মাসের পরে কিন্তু নয় মাসের মধ্যে প্রদেয় হইলে যদি বিলের বা নোটের টাকা ৫০০ টাকার অধিক না হয়···	৩·৭৫ টা.
যদি উক্ত টাকা ৫০০ টাকার অধিক কিন্তু ১০০০ টাকার অধিক না হয়, এবং··· ··· ···	৭·৫০ টা.
১০০০ টাকার অতিরিক্ত প্রতি ১০০০ টাকা ব তাহার অংশের জন্য··· ···	৭·৫০ টা.
(iv) বিলের তারিখ বা দেখিবার পর হইতে নয় মাসের পরে কিন্তু এক বৎসরের মধ্যে প্রদেয় হইলে	
যদি বিলের বা নোটের টাকা ৫০০ টাকার অধিক না হয়··· ··· ··· ···	৫ টা.
যদি উক্ত টাকা ৫০০ টাকার অধিক কিন্তু ১০০০ টাকার অধিক না হয়, এবং ··· ··· ···	১০ টা.

নিদর্শনপত্রের নাম	উপযুক্ত ষ্ট্যাম্প মাশুল
১০০০ টাকার অতিরিক্ত প্রতি ১০০০ টাকা বা তাহার অংশের জন্য	১০ টাকা
(সি) বিলের তারিখ বা দেখিবার পর হইতে এক বৎসর পরে প্রদেয় হইলে যদি বিলের বা নোটের টাকা ৫০০ টাকার অধিক না হয়	১০ টাকা
যদি উক্ত টাকা ৫০০ টাকার অধিক কিন্তু ১০০০ টাকার অধিক না হয়, এবং	২০ টাকা
১০০০ টাকার অতিরিক্ত প্রতি ১০০০ টাকা বা তাহার অংশের জন্য	২০ টাকা
(সারচার্জ দিতে হয় না)	
আর্টি. ১৪—বিল অব্ লেডিং বা বহনপত্র ঃ	২৫ পয়সা

দ্রষ্টব্য ঃ যদি কোন বিল অব্ লেডিং ক্রমশঃ ড্র করা হয় তবে উপযুক্ত ষ্ট্যাম্প মাশুল প্রতিক্ষেত্রেই দিতে হইবে (সারচার্জ দিতে হয় না)।

রেহাই ঃ (এ) বহনপত্রে বর্ণিত মাল যদি ১৯০৮ সালের ভারতীয় পোর্ট আইনে ব্যাখ্যাত পোর্ট এলাকার মধ্যে গ্রহণ করা এবং ডেলিভারী দেওয়া হয় তবে সেইরূপ বহনপত্রে ষ্ট্যাম্প মাশুল দিতে হইবে না।

(বি) যে বিল অব্ লেডিং ভারতের বাহিরে সম্পাদিত হয় যদি সেই বিল অব লেডিং এমন সম্পত্তি সম্পর্কিত হয় যে সম্পত্তি ভারতের মধ্যে ডেলিভারী দেওয়া হইবে তবে সেইরূপ বিল অব্ লেডিং-এ ষ্ট্যাম্প শুল্ক দিতে হইবে না।

নিদর্শনপত্রের নাম	উপযুক্ত ষ্ট্যাম্প মাশুল
আর্টি. ১৫—বণ্ড বা তমস্তুক	
টাকার পরিমাণ বা মূল্য ১০ টাকার অধিক না হইলে	১০ পয়সা
১০ টাকার অধিক কিন্তু ৫০ টাকার অধিক না হইলে	৫০ পয়সা
৫০ টাকার অধিক কিন্তু ১০০ টাকার অধিক না হইলে	১ টাকা
১০০ টাকার অধিক কিন্তু ২০০ টাকার অনধিক হইলে	১ টাকা
২০০ টাকার অধিক কিন্তু ৩০০ টাকার অনধিক হইলে	৪ টাকা ৫০ পয়সা
৩০০ টাকার অধিক কিন্তু ৪০০ টাকার অনধিক হইলে	৭ টাকা
৪০০ টাকার অধিক কিন্তু ৫০০ টাকার অনধিক হইলে	১০ টাকা
৫০০ টাকার অধিক কিন্তু ৬০০ টাকার অনধিক হইলে	১৩ টাকা

নিদর্শনপত্রের নাম	উপযুক্ত ষ্ট্যাম্প মাশুল
৬০০ টাকার অধিক কিন্তু ৭০০ টাকার অনধিক হইলে	১৬ টাকা
৭০০ টাকার অধিক কিন্তু ৮০০ টাকার অনধিক হইলে	১৯ টাকা
৮০০ টাকার অধিক কিন্তু ৯০০ টাকার অনধিক হইলে	২১ টাকা
৯০০ টাকার অধিক কিন্তু ১০০০ টাকার অনধিক হইলে	২৪ টাকা
এবং টাকার পরিমাণ ১০০০ টাকার অতিরিক্ত প্রতি ৫০০ টাকা বা তাহার অংশের জন্য	১২ টাকা

রেহাই ঃ (এ) ১৮৭৬ সালের বেঙ্গল ইরিগেশান আইনের ৯৯-ধারামতে যে সকল হেডম্যান নিযুক্ত হয় তাঁহাদের কার্য সম্পাদনের জন্য যে বণ্ড হেডম্যান সম্পাদন করেন তাহাতে কোন ষ্ট্যাম্প মাশুল দিতে হয় না;

(বি) কোন ব্যক্তি যদি কোন বণ্ড সম্পাদন করিয়া এই মর্মে গ্যারান্টী প্রদান করেন যে দাতব্য চিকিৎসালয়, হাসপাতাল বা অপর কোন জনসাধারণের জন্য জন-কল্যাণমূলক প্রতিষ্টান বাবদ স্থানীয় ব্যক্তির নিকট হইতে গৃহীত প্রাইভেট চাঁদা প্রতিমাসে নির্ধারিত পরিমাণের কম অর্থ হইবে না তবে সেইরূপ বণ্ডে কোন ষ্ট্যাম্প মাশুল দিতে হইবে না (সারচার্জ দিতে হয় না)।

নিদর্শনপত্রের নাম	উপযুক্ত ষ্ট্যাম্প মাশুল
আর্টি. ১৬—বটম্রী বণ্ড (এই বণ্ডের দ্বারা জাহাজ সিকিউরিটি রাখিয়া জাহাজের মাষ্টার টাকা ধার করেন জাহাজখানি রক্ষার জন্য বা সমুদ্রযাত্রা অব্যাহত রাখিবার জন্য) ঃ	
টাকার পরিমাণ বা মূল্য ৫০ টাকার অধিক না হইলে	১ টাকা ৫০ পয়সা
৫০ টাকার অধিক কিন্তু ১০০ টাকার অনধিক হইলে	৩ টাকা
১০০ টাকার অধিক কিন্তু ২০০ টাকার অনধিক হইলে	৬ টাকা
২০০ টাকার অধিক কিন্তু ৩০০ টাকার অনধিক হইলে	৯ টাকা
৩০০ টাকার অধিক কিন্তু ৪০০ টাকার অনধিক হইলে	১২ টাকা
৪০০ টাকার অধিক কিন্তু ৫০০ টাকার অনধিক হইলে	১৫ টাকা
৫০০ টাকার অধিক কিন্তু ৬০০ টাকার অনধিক হইলে	১৮ টাকা
৬০০ টাকার অধিক কিন্তু ৭০০ টাকার অনধিক হইলে	২১ টাকা
৭০০ টাকার অধিক কিন্তু ৮০০ টাকার অনধিক হইলে	২৪ টাকা
৮০০ টাকার অধিক কিন্তু ৯০০ টাকার অনধিক হইলে	২৭ টাকা
৯০০ টাকার অধিক কিন্তু ১০০০ টাকার অনধিক হইলে	৩০ টাকা

নিদর্শনপত্রের নাম	উপযুক্ত ষ্ট্যাম্প মাশুল
১০০০ টাকার অতিরিক্ত প্রতি ৫০০ টাকা বা তাহার অংশের জন্য (সারচার্জ দিতে হয় না)	১৫ টাকা
আর্টি. ১৭—রহিতকরণ (ক্যান্‌সেলেশান) ঃ	২৫ টাকা
আর্টি. ১৮—বিক্রয়ের প্রমাণপত্র বা সার্টিফিকেট অব্‌ সেল ঃ (বিক্রয়ের সার্টিফিকেট সেই সকল সম্পত্তির জন্য প্রদান করা হয় যে সকল সম্পত্তি সরকারী নিলামে কোন দেওয়ানী বা রাজস্ব বিচারালয় দ্বারা, কালেক্টার দ্বারা বা অপর রাজস্ব আধিকারিক দ্বারা বিক্রীত হয়।) (সারচার্জ প্রদেয়)	আর্টিকেল-২৩ অনুসারে কন্‌ভেয়ান্সে যে হারে ষ্ট্যাম্প মাশুল দিতে হয়, সেই হারে ক্রয় মূল্যের উপর ষ্ট্যাম্প মাশুল দিতে হইবে।
আর্টি. ১৯—সার্টিফিকেট বা অন্য ডকুমেণ্ট ঃ যাহা হস্তান্তর ব্যতীতই উক্ত প্রমাণপত্রের অধিকারী অথবা অপর কোন ব্যক্তির অধিকার অথবা স্বত্বের সাক্ষ্য বহন করে, হয়	
(এ) কোন ইনকরপোরেটেড কোং বা বডিকরপোরেটের শেয়ার, স্ক্রিপ অথবা স্টক সংক্রান্ত ব্যাপারে অথবা উক্ত কোম্পানী, বডির শেয়ার স্ক্রিপ, অথবা স্টকের স্বত্বাধিকার সংক্রান্ত ব্যাপারে ;	৫০ পয়সা
অথবা	
(বি) কোন ইনকরপোরেটেড কোম্পানী বা বডি করপোরেট (নিগমিত নিকায়) অথবা কোন ঋণদানকারী প্রতিষ্ঠানে স্থায়ী আমানত সংক্রান্ত ব্যাপারে ,	মোট আমানতের প্রতি ১০০০ টা. বা তাহার অংশের জন্য এক টাকা।

দ্রষ্টব্য ঃ (১) শেয়ার—কোন কোম্পানীর শেয়ার ক্যাপিটালের (মূলধন) অংশ ; শেয়ার অর্থে সাধারণত স্টকও বুঝায় ; কিন্তু, শেয়ার ও স্টকের মধ্যে উদ্দেশ্যমূলকভাবে পার্থক্যও করা যায় , উহা আইনত সিদ্ধ, কোম্পানী আইন, ১৯৫৬, ধারা ২ (৪৬)। দুইপ্রকার শেয়ার ক্যাপিটাল ; প্রেফারেন্স শেয়ার ক্যাপিটাল এবং একুইয়িটি বা সাধারণ শেয়ার। কোম্পানীর ক্যাপিটালে শেয়ারহোল্ডারের ইন্টারেস্ট প্রতিফলিত হয় শেয়ারে। প্রতি শেয়ারের বৈশিষ্ট্য রক্ষিত হয় পৃথক পৃথক নম্বর দ্বারা (কোম্পানী আইন, ধারা ৮৩)।

(২) স্টক—সাধারণ অধিকার সম্বন্ধীয় স্টক মূলত শেয়ার হইতে অভিন্ন ; ডিবেনচার স্টক কিন্তু ভিন্ন ; ইহা একপ্রকার ঋণপত্র বা তমসুক ; সুতরাং ডিবেনচার

স্টকের অধিকারী উত্তমর্ণ বা ঋণদাতার ন্যায় গণ্য হইবে (ডিলন বনাম আরকিনস, ১৮৮৫)।

(৩) স্ক্রিপ—একপ্রকার প্রমাণপত্র, কোন পাবলিক কোম্পানীর শেয়ার লাভ করিবার অধিকার বহন করে এই প্রমাণপত্র; অনেকসময় ইহা স্ক্রিপ-সার্টিফিকেট নামে পরিচিত। শেয়ার স্ক্রিপ স্বত্ব সংক্রান্ত দলিল, ইহার অধিকারী যে কোম্পানীর শেয়ারহোল্ডার তাহা এই প্রমাণপত্র হইতে প্রমাণিত হয় (রাজবংশ বনাম জানকী দেবী, এ. আই. আর ১৯৬৫, পানজাব-৩১৪)

নিদর্শনপত্রের নাম	উপযুক্ত ষ্ট্যাম্প মাশুল
আর্টি. ২০—চার্টার পার্টিঃ (ইহা সেই প্রকার নিদর্শনপত্র যাহা জাহাজ ভাড়া বা মালের ভাড়া সম্বন্ধে একপ্রকার চুক্তিপত্র, কিন্তু টাকা ষ্টিমার ভাড়া সংক্রান্ত চুক্তিপত্র নহে।) (সারচাজ দিতে হয় না)।	৫ টাকা
আর্টি. ২২—কম্পোজিসান ডিড বন্দোবস্ত-পত্রঃ (এইরূপ নিদর্শনপত্র খাতকের দ্বারা মহাজনের অনুকূলে সম্পাদিত হয়, এইরূপ দলিলের দ্বার খাতক মহাজনের সুবিধার্থে মহাজনকে তাহার সম্পত্তি হস্তান্তর করিতে পারে, বা এইরূপ দলিল দ্বারা মহাজন যে ঋণ প্রদান করিয়াছে সেই ঋণের উপর লভ্যাংশ মহাজন যাহাতে পাইতে পারে তাহা সুনিশ্চিত করা; অথবা এইরূপ দলিল দ্বারা মহাজনের সুবিধার্থে লাইসেন্স-পত্রের মাধ্যমে বা পরিদর্শকের তত্ত্বাবধানে খাতকের ব্যবসায় যাহাতে চালু থাকে তাহার ব্যবস্থা করা।)	৫০ টাকা
(সারচার্জ দিতে হয় না)	
আর্টি. ২৩—কনভেয়ান্সঃ (বিক্রয়-কোবালা ইত্যাদি প্রকার দলিলে এই আর্টিকেল অনুসারে ষ্ট্যাম্প দিতে হয়।)	
যে ক্ষেত্রে পণের টাকা ৫০ টাকার অধিক নহে,	১·৫০ + সারচার্জ ০·৩০ = ১·৮০
৫০ টাকার অধিক কিন্তু ১০০ টাকার অনধিক	৩·০০ + সারচার্জ ০·৬০ = ৩·৬০
১০০ টাকার অধিক কিন্তু ২০০ টাকার অনধিক	৬·০০ + সারচার্জ ১·২০ = ৭·২০

নিদর্শনপত্রের নাম	উপযুক্ত ষ্ট্যাম্প মাশুল
২০০ টাকার অধিক কিন্তু ৩০০ টাকার অনধিক	৯.০০ + সারচার্জ ১.৮০ = ১০.৮০
৩০০ টাকার অধিক কিন্তু ৪০০ টাকার অনধিক	১২.০০ + সারচার্জ ২.৪০ = ১৪.৪০
৪০০ টাকার অধিক কিন্তু ৫০০ টাকার অনধিক	১৫.০০ + সারচার্জ ৩.০০ = ১৮.০০
৫০০ টাকার অধিক কিন্তু ৬০০ টাকার অনধিক	১৮.০০ + সারচার্জ ৩.৬০ = ২১.৬০
৬০০ টাকার অধিক কিন্তু ৭০০ টাকার অনধিক	২১.০০ + সারচার্জ ৪.২০ = ২৫.২০
৭০০ টাকার অধিক কিন্তু ৮০০ টাকার অনধিক	২৪.০০ + সারচার্জ ৪.৮০ = ২৮.৮০
৮০০ টাকার অধিক কিন্তু ৯০০ টাকার অনধিক	২৭.০০ + সারচার্জ ৫.৪০ = ৩২.৪০
৯০০ টাকার অধিক কিন্তু ১০০০ টাকার অনধিক	৩০.০০ + সারচার্জ ৬.০০ = ৩৬.০০

দ্রষ্টব্য ঃ সুবিধার জন্য সারচার্জ ভিন্নভাবে দেখান হইল, ষ্ট্যাম্প কুসুম কিন্তু সারচার্জসহই দিতে হইবে অর্থাৎ ১০ টাকায় ১.৮০, ১০০ টাকায় ৩.৬০, ২০০ টাকায় ৭.২০ ইত্যাদি ষ্ট্যাম্প দিতে হইবে।

১৯৭৭ সালে পশ্চিমবঙ্গ আইনসভা ভারতীয় ষ্ট্যাম্প আইন সংশোধন করিয়া পশ্চিমবঙ্গের জন্য স্তরে-স্তরে আর্টিকেল ২৩-এর ষ্ট্যাম্প শুল্ক নির্ধারণ করিয়াছেন। ১৯৮০ সালেও সংশোধিত হয় এই আর্টিকেল।

পণের টাকা এক হাজার টাকার অধিক কিন্তু পাঁচ হাজার টাকার অধিক না হইলে নিম্নলিখিত হারে মাশুল দিতে হইবে।

			মাশুল + সারচার্জ
মূল্য	১০০০ টাকার অধিক কিন্তু	১৫০০ টাকার অনধিক	৪৮.৭৫ + ৯.৭৫ = ৫৮.৫০
”	১৫০০ ” ”	২০০০ ” ”	৬৭.৫ + ১৩.৫০ = ৮১.০০
”	২০০০ ” ”	২৫০০ ” ”	৮৬.২৫ + ১৭.২৫ = ১০৩.৫০
”	২৫০০ ” ”	৩০০০ ” ”	১০৫.০০ + ২১.০০ = ১২৬.০০
”	৩০০০ ” ”	৩৫০০ ” ”	১২৩.৭৫ + ২৪.৭৫ = ১৪৮.৫০
”	৩৫০০ ” ”	৪০০০ ” ”	১৪২.৫০ + ২৮.৫০ = ১৭১.০০

মাশুল+সারচার্জ

মূল্য ৪০০০ টাকার অধিক কিন্তু ৪৫০০ টাকার অনধিক ১৬১·২৫ + ৩২·২৫ = ১৯৩·৫০
" ৪৫০০ " " ৫০০০ " " ১৮০·০০ + ২৬·০০ = ২১৬·০০

দ্রষ্টব্যঃ এক হাজারের পর প্রতি পাঁচশতের জন্য (সারচার্জ যুক্ত করিলে) ২২·৫০ ষ্ট্যাম্প মাশুল দিতে হইবে।

মূল্য ৫০০০ টাকার অধিক কিন্তু ১০,০০০ টাকার অনধিক হইলে নিম্নলিখিতভাবে মাশুল নির্ণয় করিতে হইবে—১৮০ টাকা+পাঁচ হাজারের অতিরিক্ত প্রতি ৫০০ টাকা বা তাহার অংশের জন্য ২৫ টাকা। এইরূপে মাশুল ঠিক করা হইলে, তাহার সঙ্গে মোট মাশুলের ১/৫ অংশ সারচার্জ রূপে যোগ করিতে হইবে।

মূল্য ১০,০০০ টাকার অধিক, কিন্তু ৫০,০০০ টাকার অধিক না হইলে নিম্নলিখিত হারে মাশুল দিতে হইবে—

৪৩০ টাকা+১০,০০০ টাকার অতিরিক্ত প্রতি ৫০০ টাকা বা তাহার অংশের জন্য ৪০ টাকা। এইরূপে মাশুল ঠিক করিয়া, তাহার সঙ্গে উক্ত মোট মাশুলের ১/৫ অংশ সারচার্জ রূপে যোগ করিতে হইবে।

মূল্য ৫০,০০০ টাকার অধিক কিন্তু ১,০০,০০০ টাকার অনধিক হইলে নিম্নলিখিত হারে মাশুল দিতে হইবে।

৩,৬৩০ টাকা+৫০,০০০ টাকার অধিক প্রতি ৫০০ টাকা বা তাহার অংশের জন্য ৬০ টাকা। এইরূপে মাশুল ঠিক করিয়া তাহার সঙ্গে উক্ত মোট মাশুলের ১/৫ অংশ সারচার্জ রূপে যোগ করিতে হইবে, যেমন যোগ করিয়া দেখানো হইয়াছে।

মূল্য এক লক্ষ টাকার অধিক হইলে নিম্নলিখিত হারে মাশুল দিতে হইবে—

৯,৬৩০ টাকা+এক লক্ষ টাকার অধিক প্রতি ৫০০ টাকা বা তাহার অংশের জন্য ৭৫ টাকা। উক্ত মোট মাশুলের ১/৫ অংশ সারচার্জ রূপে যুক্ত করিতে হইবে।

সুবিধার জন্য শুল্ক-সারণি প্রদত্ত হইল। ৫০০০ টাকার অধিক কিন্তু ১০,০০০ টাকার অনধিক মূল্য হইলে নিম্নলিখিত হারে মাশুল দিতে হইবে. সারচার্জসহ মাশুল দেখান হইল। লক্ষণীয় এই হারে প্রতি ৫০০ টাকার জন্য মাশুল বাড়িয়াছে ৩০ টাকা করিয়া।

৫,০০০	টাকার অধিক কিন্তু	৫,৫৫০	টাকার অনধিক	—	২৪৬ টা.	মাশুল প্রদেয়
৫,৫০০	,,	৬,০০০	,,	—	২৭৬	,,
৬,০০০	,,	৬,৫০০	,,	—	৩০৬	,,
৬,৫০০	,,	৭,০০০	,,	—	৩৩৬	,,
৭,০০০	,,	৭,৫০০	,,	—	৩৬৬	,,
৭,৫০০	,,	৮,০০০	,,	—	৩৯৬	,,

৮,০০০ টাকার অধিক কিন্তু	৮,৫০০ টাকার অনধিক—	৪২৬ টা. মাশুল প্রদেয়
৮,৫০০ ,,	৯,০০০ ,, —	৪৫৬ ,,
৯,০০০ ,,	৯,৫০০ ,, —	৪৮৬ ,,
৯,৫০০ ,,	১০,০০০ ,, —	৫১৬ ,,

১০,০০০ টাকার অধিক কিন্তু ৫০,০০০ টাকার অনধিক মূল্য হইলে, নিম্নলিখিত হারে মাশুল দিতে হইবে; সারচার্জসহ মাশুল দেখান হইল; লক্ষণীয় এই স্লাবে প্রতি ৫০০ টাকায় ৪৮ টা. করিয়া মাশুল বৃদ্ধি পাইয়াছে।

১০,০০০ টাকার অধিক কিন্তু	১০,৫০০ টাকার অনধিক—	৫৬৪ টা. মাশুল প্রদেয়
১০,৫০০ ,,	১১,০০০ ,, —	৬১২ ,,
১১,০০০ ,,	১১,৫০০ ,, —	৬৬০ ,,
১১,৫০০ ,,	১২,০০০ ,, —	৭০৮ ,,
১২,০০০ ,,	১২,৫০০ ,, —	৭৫৬ ,,
১২,৫০০ ,,	১৩,০০০ ,, —	৮০৪ ,,
১৩,০০০ ,,	১৩,৫০০ ,, —	৮৫২ ,,
১৩,৫০০ ,,	১৪,০০০ ,, —	৯০০ ,,
১৪,০০০ ,,	১৪,৫০০ ,, —	৯৪৮ ,,
১৪,৫০০ ,,	১৫,০০০ ,, —	৯৯৬ ,,
১৫,০০০ ,,	১৫,৫০০ ,, —	১,০৪৪ ,,
১৫,৫০০ ,,	১৬,০০০ ,, —	১,০৯২ ,,
১৬,০০০ ,,	১৬,৫০০ ,, —	১,১৪০ ,,
১৬,৫০০ ,,	১৭,০০০ ,, —	১,১৮৮ ,,
১৭,০০০ ,,	১৭,৫০০ ,, —	১,২৩৬ ,,
১৭,৫০০ ,,	১৮,০০০ ,, —	১,২৮৪ ,,
১৮,০০০ ,,	১৮,৫০০ ,, —	১,৩৩২ ,,
১৮,৫০০ ,,	১৯,০০০ ,, —	১,৩৮০ ,,
১৯,০০০ ,,	১৯,৫০০ ,, —	১,৪২৮ ,,
১৯,৫০০ ,,	২০,০০০ ,, —	১,৪৭৬ ,,
২০,০০০ ,,	২০,৫০০ ,, —	১,৫২৪ ,,
২০,৫০০ ,,	২১,০০০ ,, —	১,৫৭২ ,,
২১,০০০ ,,	২১,৫০০ ,, —	১,৬২০ ,,
২১,৫০০ ,,	২২,০০০ ,, —	১,৬৬৮ ,,

২২,০০০	টাকার অধিক কিন্তু	২২,৫০০	টাকার অনধিক	—১,৭১৬	টা. মাশুল প্রদেয়
২২,৫০০	,,	২৩,০০০	,,	—১,৭৬৪	,,
২৩,০০০	,,	২৩,৫০০	,,	—১,৮১২	,,
২৩,৫০০	,,	২৪,০০০	,,	—১,৮৬০	,,
২৪,০০০	,,	২৪,৫০০	,,	—১,৯০৮	,,
২৪,৫০০	,,	২৫,০০০	,,	—১,৯৫৬	,,
২৫,০০০	,,	২৫,৫০০	,,	—২,০০৪	,,
২৫,৫০০	,,	২৬,০০০	,,	—২,০৫২	,,
২৬,০০০	,,	২৬,৫০০	,,	—২,১০০	,,
২৬,৫০০	,,	২৭,০০০	,,	—২,১৪৮	,,
২৭,০০০	,,	২৭,৫০০	,,	—২,১৯৬	,,
২৭,৫০০	,,	২৮,০০০	,,	—২,২৪৪	,,
২৮,০০০	,,	২৮,৫০০	,,	—২,২৯২	,,
২৮,৫০০	,,	২৯,০০০	,,	—২,৩৪০	,,
২৯,০০০	,,	২৯,৫০০	,,	—২,৩৮৮	,,
২৯,৫০০	,,	৩০,০০০	,,	—২,৪৩৬	,,
৩০,০০০	,,	৩০,৫০০	,,	—২,৪৮৪	,,
৩০,৫০০	,,	৩১,০০০	,,	—২,৫৩২	,,
৩১,০০০	,,	৩১,৫০০	,,	—২,৫৮০	,,
৩১,৫০০	,,	৩২,০০০	,,	—২,৬২৮	,,
৩২,০০০	,,	৩২,৫০০	,,	—২,৬৭৬	,,
৩২,৫০০	,,	৩৩,০০০	,,	—২,৭২৪	,,
৩৩,০০০	,,	৩৩,৫০০	,,	—২,৭৭২	,,
৩৩,৫০০	,,	৩৪,০০০	,,	—২,৮২০	,,
৩৪,০০০	,,	৩৪,৫০০	,,	—২,৮৬৮	,,
৩৪,৫০০	,,	৩৫,০০০	,,	—২,৯১৬	,,
৩৫,০০০	,,	৩৫,৫০০	,,	—২,৯৬৪	,,
৩৫,৫০০	,,	৩৬,০০০	,,	—৩,০১২	,,
৩৬,০০০	,,	৩৬,৫০০	,,	—৩,০৬০	,,
৩৬,৫০০	,,	৩৭,০০০	,,	—৩,১০৮	,,
৩৭,০০০	,,	৩৭,৫০০	,,	—৩,১৫৬	,,
৩৭,৫০০	,,	৩৮,০০০	,,	—৩,২০৪	,,

৩৮,০০০	টাকার অধিক কিন্তু	৩৮,৫০০	টাকার অনধিক	—৩,২৫২	টা. মাশুল প্রদেয়
৩৮,৫০০	,,	৩৯,০০০	,,	—৩,৩০০	,,
৩৯,০০০	,,	৩৯,৫০০	,,	—৩,৩৪৮	,,
৩৯,৫০০	,,	৪০,০০০	,,	—৩,৩৯৬	,,
৪০,০০০	,,	৪০,৫০০	,,	—৩,৪৪৪	,,
৪০,৫০০	,,	৪১,০০০	,,	—৩,৪৯২	,,
৪১,০০০	,,	৪১,৫০০	,,	—৩,৫৪০	,,
৪১,৫০০	,,	৪২,০০০	,,	—৩,৫৮৮	,,
৪২,০০০	,,	৪২,৫০০	,,	—৩,৬৩৬	,,
৪২,৫০০	,,	৪৩,০০০	,,	—৩,৬৮৪	,,
৪৩,০০০	,,	৪৩,৫০০	,,	—৩,৭৩২	,,
৪৩,৫০০	,,	৪৪,০০০	,,	—৩,৭৮০	,,
৪৪,০০০	,,	৪৪,৫০০	,,	—৩,৮২৮	,,
৪৪,৫০০	,,	৪৫,০০০	,,	—৩,৮৭৬	,,
৪৫,০০০	,,	৪৫,৫০০	,,	—৩,৯২৪	,,
৪৫,৫০০	,,	৪৬,০০০	,,	—৩,৯৭২	,,
৪৬,০০০	,,	৪৬,৫০০	,,	—৪,০২০	,,
৪৬,৫০০	,,	৪৭,০০০	,,	—৪,০৬৮	,,
৪৭,০০০	,,	৪৭,৫০০	,,	—৪,১১৬	,,
৪৭,৫০০	,,	৪৮,০০০	,,	—৪,১৬৪	,,
৪৮,০০০	,,	৪৮,৫০০	,,	—৪,২১২	,,
৪৮,৫০০	,,	৪৯,০০০	,,	—৪,২৬০	,,
৪৯,০০০	,,	৪৯,৫০০	,,	—৪,৩০৮	,,
৪৯,৫০০	,,	৫০,০০০	,,	—৪,৩৫৬	,,

মূল্য ৫০,০০০ টাকার অধিক কিন্তু ১,০০,০০০ টাকার অনধিক হইলে মাশুলের পরিমাণ নিম্নলিখিত রূপ; নিম্নে সারচার্জ যুক্ত করিয়া মাশুলের পরিমাণ দেখান হইয়াছে। লক্ষণীয়, এই স্নাবে প্রতি ৫০০ টাকায় ৭২ টাকা করিয়া মাশুল বৃদ্ধি পাইয়াছে। অর্থাৎ, ৫০,০০০ টাকার মাশুল লাগিতেছে ৪,৩৫৬ টাকা, এখন, ৫০,০০০ টাকার বেশি মূল্য কিন্তু ৫০,৫০০ টাকা পর্যন্ত মূল্য হইলে মাশুল লাগিবে ৪৩৫৬ টাকা+৭২ টাকা=৪৪২৮ টাকা; অনুরূপে ৫১,০০০ টাকা মূল্য হইলে মাশুল লাগিবে ৪৪২৮+৭২=৪,৫০০ টাকা।

মূল্য ৫০,০০০ টাকার অধিক কিন্তু ৫০,৫০০ টাকার অনধিক—৪,৪২৮ টা. মাশুল প্রদেয়

৫০,৫০০	,,	৫১,০০০	,,	—৪,৫০০	,,
৫১,০০০	,,	৫১,৫০০	,,	—৪,৫৭২	,,
৫১,৫০০	,,	৫২,০০০	,,	—৪,৬৪৪	,,
৫২,০০০	,,	৫২,৫০০	,,	—৪,৭১৬	,,
৫২,৫০০	,,	৫৩,০০০	,,	—৪,৭৮৮	,,
৫৩,০০০	,,	৫৩,৫০০	,	—৪,৮৬০	,,
৫৩,৫০০	,,	৫৪,০০০	,,	—৪,৯৩১	,,
৫৪,০০০	,,	৫৪,৫০০	,,	—৫,০০৪	,,
৫৪,৫০০	,,	৫৫,০০০	,,	৫,০৭৬	,,
৫৫,০০০	,,	৫৫,৫০০	,,	—৫,১৪৮	,,
৫৫,৫০০	,,	৫৬,০০০	,,	—৫,২২০	,,
৫৬	,,	৫৬,৫০০	,,	—৫,২৯২	,,
৫৬,৫০০	,,	৫৭,০০০	,,	—৫,৩৬৪	,,
৫৭,০০০	,,	৫৭,৫০০	,,	—৫,৪৩৬	,,
৫৭,৫০০	,,	৫৮,০০০	,,	—৫,৫০৮	,,
৫৮,০০০	,,	৫৮,৫০০	,,	—৫,৫৮০	,,
৫৮,৫০০	,,	৫৯,০০০	,,	—৫,৬৫২	,,
৫৯,০০০	,,	৫৯,৫০০	,,	—৫,৭২৪	,,
৫৯,৫০০	,,	৬০,০০০	,,	—৫,৭৯৬	,,
৬০,০০০	,,	৬০,৫০০	,,	—৫,৮৬৮	,,
৬০,৫০০	,,	৬১,০০০	,,	—৫,৯৪০	,,
৬১,০০০	,,	৬১,৫০০	,,	—৬,০১২	,,
৬১,৫০০	,,	৬২,০০০	,,	—৬,০৮৪	,,
৬২,০০০	,,	৬২,৫০০	,,	—৬,১৫৬	,,
৬২,৫০০	,,	৬৩,০০০	,,	—৬,২২৮	,,
৬৩,০০০	,,	৬৩,৫০০	,,	—৬,৩০০	,,
৬৩,৫০০	,,	৬৪,০০০	,,	—৬,৩৭২	,,
৬৪,০০০	,,	৬৪,৫০০	,,	—৬,৪৪৪	,,
৬৪,৫০০	,,	৬৫,০০০	,,	—৬,৫১৬	,,
৬৫,০০০	,,	৬৫,৫০০	,,	—৬,৫৮৮	,,
৬৫,৫০০	,,	৬৬,০০০	,,	—৬,৬৬০	,,

৬৬,০০০ টাকার অধিক	কিন্তু ৬৬,৫০০ টাকার অনধিক	—৬,৭৩২ টা. মাশুল প্রদেয়
৬৬,৫০০ ,,	৬৭,০০০ ,,	—৬,৮০৪ ,,
৬৭,০০০ ,,	৬৭,৫০০ ,,	—৬,৮৭৬ ,,
৬৭,৫০০ ,,	৬৮,০০০ ,,	—৬,৯৪৮ ,,
৬৮,০০০ ,,	৬৮,৫০০ ,,	—৭,০২০ ,,
৬৮,৫০০ ,,	৬৯,০০০ ,,	—৭,০৯২ ,,
৬৯,০০০ ,,	৬৯,৫০০ ,,	—৭,১৬৪ ,,
৬৯,৫০০ ,,	৭০,০০০ ,,	—৭,২৩৬ ,,
৭০,০০০ ,,	৭০,৫০০ ,,	—৭,৩০৮ ,,
৭০,৫০০ ,,	৭১,০০০ ,,	—৭,৩৮০ ,,
৭১,০০০ ,,	৭১,৫০০ ,,	—৭,৪৫২ ,,
৭১,৫০০ ,,	৭২,০০০ ,,	—৭,৫২৪ ,,
৭২,০০০ ,,	৭২,৫০০ ,,	—৭,৫৯৬ ,,
৭২,৫০০ ,,	৭৩,০০০ ,,	—৭,৬৬৮ ,,
৭৩,০০০ ,,	৭৩,৫০০ ,,	—৭,৭৪০ ,,
৭৩,৫০০ ,,	৭৪,০০০ ,,	—৭,৮১২ ,,
৭৪,০০০ ,,	৭৪,৫০০ ,,	—৭,৮৮৪ ,,
৭৪,৫০০ ,,	৭৫,০০০ ,,	—৭,৯৫৬ ,,
৭৫,০০০ ,,	৭৫,৫০০ ,,	—৮,০২৮ ,,
৭৫,৫০০ ,,	৭৬,০০০ ,,	—৮,১০০ ,,
৭৬,০০০ ,,	৭৬,৫০০ ,,	—৮,১৭২ ,,
৭৬,৫০০ ,,	৭৭,০০০ ,,	—৮,২৪৪ ,,
৭৭,০০০ ,,	৭৭,৫০০ ,,	—৮,৩১৬ ,,
৭৭,৫০০ ,,	৭৮,০০০ ,,	—৮,৩৮৮ ,,
৭৮,০০০ ,,	৭৮,৫০০ ,,	—৮,৪৬০ ,,
৭৮,৫০০ ,,	৭৯,০০০ ,,	—৮,৫৩২ ,,
৭৯,০০০ ,,	৭৯,৫০০ ,,	—৮,৬০৪ ,,
৭৯,৫০০ ,,	৮০,০০০ ,,	—৮,৬৭৬ ,,
৮০,০০০ ,,	৮০,৫০০ ,,	—৮,৭৪৮ ,,
৮০,৫০০ ,,	৮১,০০০ ,,	—৮,৮২০ ,,
৮১,০০০ ,,	৮১,৫০০ ,,	—৮,৮৯২ ,,
৮১,৫০০ ,,	৮২,০০০ ,,	—৮,৯৬৪ ,,

৮২,০০০ টাকার অধিক	কিন্তু	৮২,৫০০ টাকার অনধিক		— ৯,০৩৬ টা.	মাশুল প্রদেয়
৮২,৫০০	,,	৮৩,০০০	,,	— ৯,১০৮	,,
৮৩,০০০	,,	৮৩,৫০০	,,	— ৯,১৮০	,,
৮৩,৫০০	,,	৮৪,০০০	,,	— ৯,২৫২	,,
৮৪,০০০	,,	৮৪,৫০০	,,	— ৯,৩২৪	,,
৮৪,৫০০	,,	৮৫,০০০	,,	— ৯,৩৯৬	,,
৮৫,০০০	,,	৮৫,৫০০	,,	— ৯,৪৬৮	,,
৮৫,৫০০	,,	৮৬,০০০	,,	— ৯,৫৪০	,,
৮৬,০০০	,,	৮৬,৫০০	,,	— ৯,৬১২	,,
৮৬,৫০০	,,	৮৭,০০০	,,	— ৯,৬৮৪	,,
৮৭,০০০	,,	৮৭,৫০০	,,	— ৯,৭৫৬	,,
৮৭,৫০০	,,	৮৮,০০০	,,	— ৯,৮২৮	,,
৮৮,০০	,,	৮৮,৫০০	,,	— ৯,৯০০	,,
৮৮,০৫০	,,	৮৯,০০০	,,	— ৯,৯৭২	,,
৮৯,০০০	,,	৮৯,৫০০	,,	—১০,০৪৪	,,
৮৯,৫০০	,,	৯০,০০০	,,	—১০,১১৬	,,
৯০,০০০	,,	৯০,৫০০	,,	—১০,১৮৮	,,
৯০,৫০০	,,	৯১,০০০	,,	—১০,২৬০	,,
৯১,০০০	,,	৯১,৫০০	,,	—১০,৩৩২	,,
৯১,৫০০	,,	৯২,০০০	,,	—১০,৪০৪	,,
৯২,০০০	,,	৯২,৫০০	,,	—১০,৪৭৬	,,
৯২,৫০০	,,	৯৩,০০০	,,	—১০,৫৪৮	,,
৯৩,০০০	,,	৯৩,৫০০	,,	—১০,৬২০	,,
৯৩,৫০০	,,	৯৪,০০০	,,	—১০,৬৯২	,,
৯৪,০০০	,,	৯৪,৫০০	,,	—১০,৭৬৪	,,
৯৪,৫০০	,,	৯৫,০০০	,,	—১০,৮৩৬	,,
৯৫,০০০	,,	৯৫,৫০০	,,	—১০,৯০৮	,,
৯৫,৫০০	,,	৯৬,০০০	,,	—১০,৯৮০	,,
৯৬,০০০	,,	৯৬,৫০০	,,	—১১,০৫২	,,
৯৬,৫০০	,,	৯৭,০০০	,,	—১১,১২৪	,,
৯৭,০০০	,,	৯৭,৫০০	,,	—১১,১৯৬	,,
৯৭,৫০০	,,	৯৮,০০০	,,	—১১,২৬৮	,,

৯৮,০০০ টাকার অধিক	কিন্তু	৯৮,৫০০ টাকার অনধিক		—১১,৩৪০ টা. মাশুল প্রদেয়	
৯৮,৫০০	,,	৯৯,০০০	,,	—১১,৪১২	,,
৯৯,০০০	,,	৯৯,৫০০	,,	—১১,৪৮৪	,,
৯৯,৫০০	,,	১,০০,০০০	,,	—১১,৫৫৬	,,

১,০০,০০০ টাকার উপরে আর কোন স্লাব নাই; প্রতি ৫০০ টাকা বা তাহার অংশের জন্য অতিরিক্ত ৯০ টাকা (সারচার্জ সহ) মাশুল দিতে হইবে; অর্থাৎ ১,০০,৫০০ টাকার জন্য মাশুল লাগিবে ১১,৫৫৬+৯০=১১,৬৪৬ টাকা; আবার ১,০০,৫০০ টাকার অধিক কিন্তু ১,০১,০০০ টাকার অনধিক হইলে মাশুল লাগিবে ১১,৬৪৬+৯০=১১,৭৩৬ টাকা।

রেহাই : ১৯৫৭ সালের গ্রন্থস্বত্ব আইনের ১৮-ধারামতে গ্রন্থস্বত্ব অর্পণকরণপত্রে কোন ষ্ট্যাম্প দিতে হইবে না।

নিদর্শনপত্রের নাম	উপযুক্ত ষ্ট্যাম্প মাশুল
আর্টি. ২৪—কপি বা এক্সট্রাক্ট্ : (প্রতিলিপি, ট্রু-কপি ইত্যাদি)—	
(i) মূল দলিলে ষ্ট্যাম্প না থাকিলে বা ষ্ট্যাম্প এক টাকার অনধিক হইলে	২ টাকা
(ii) অন্যান্য ক্ষেত্রে	৫ টাকা

রেহাই : (এ) সরকারী কার্যালয়ে রেকর্ড স্বরূপে সংরক্ষণের জন্য বা সরকারী কোন কার্যোপলক্ষে প্রয়োজনীয় কোন নকলে ষ্ট্যাম্প মাশুল দিতে হয় না।

(বি) জন্ম, খ্রীষ্ট ধর্মে দীক্ষা, নামকরণ অর্পণ, বিবাহ, বিবাহ-বিচ্ছেদ, মৃত্যু, সমাধিস্থকরণ সম্পর্কে কোন রেজিস্টার হইতে নকল বা এক্সট্রাক্ট্ লইতে হইলে তাহার জন্য উক্ত ষ্ট্যাম্প মাশুল দিতে হয় না (সারচার্জ দিতে হয় না)।

নিদর্শনপত্রের নাম	উপযুক্ত ষ্ট্যাম্প মাশুল
আর্টি. ২৫—অনুলিপি বা দোকরলিপি : (কাউন্টার পার্ট, ডুপ্লিকেট—সেই সকল দলিল সংক্রান্ত যে সকল দলিলে পূর্বে উচিত ষ্ট্যাম্প মাশুল দেওয়া হইয়াছে।)	
(এ) যদি মূল দলিলের মাশুল দুই টাকার অধিক না হয়	মূল দলিলে যত মাশুল প্রদত্ত হইয়াছে ঠিক তত মাশুল দিতে হইবে।
(বি) অন্যান্য ক্ষেত্রে	৩ টাকা

রেহাই ঃ কৃষকের অনুকূলে সম্পাদিত লীজে যদি ষ্ট্যাম্প মাশুল প্রদান হইতে রেহাই প্রাপ্ত হয় তবে উক্ত লীজের কাউন্টার পার্টে কোন ষ্ট্যাম্প মাশুল দিতে হয় না। (সারচার্জ দিতে হয় না)।

নিদর্শনপত্রের নাম	উপযুক্ত ষ্ট্যাম্প মাশুল
আর্টি. ২৬—কাস্টমস্ বণ্ড ঃ	
(এ) যদি টাকার পরিমাণ ১০০০ টাকার অধিক না হয়	১৬নং আর্টিকেলে বটমরী বণ্ডে যে হারে ষ্ট্যাম্প দিবার নির্দেশ আছে, বর্তমান ক্ষেত্রেও সেই হারে ষ্ট্যাম্প মাশুল দিতে হইবে।
(বি) অন্যান্য ক্ষেত্রে	৩০ টাকা
(সারচার্জ দিতে হয় না)	
আর্টি. ২৭—ডিবেন্চার ঃ (ইহা বন্ধকী ডিবেন্চার হইতে পারে, নাও হইতে পারে। ইহা বাজারে হস্তান্তরযোগ্য সিকিউরিটি।)	
(এ) যদি হস্তান্তর পৃষ্ঠলিপিক্রমে বা ভিন্ন নিদর্শনপত্র-মূলে হয়	
যদি টাকা বা মূল্য ১০ টাকার অনধিক হয়	১০ পয়সা
১০ টাকার অধিক কিন্তু ৫০ টাকার অনধিক হয়	৪০ "
৫০ টাকার অধিক কিন্তু ১০০ টাকার অনধিক হয়	৭৫ "
১০০ টাকার অধিক কিন্তু ২০০ টাকার অনধিক হয়	১·৫০ "
২০০ টাকার অধিক কিন্তু ৩০০ টাকার অনধিক হয়	২·২৫ "
৩০০ টাকার অধিক কিন্তু ৪০০ টাকার অনধিক হয়	৩ টাকা
৪০০ টাকার অধিক কিন্তু ৫০০ টাকার অনধিক হয়	৩·৭৫
৫০০ টাকার অধিক কিন্তু ৬০০ টাকার অনধিক হয়	৪·৫০
৬০০ টাকার অধিক কিন্তু ৭০০ টাকার অনধিক হয়	৫·২৫
৭০০ টাকার অধিক কিন্তু ৮০০ টাকার অনধিক হয়	৬·০০
৮০০ টাকার অধিক কিন্তু ৯০০ টাকার অনধিক হয়	৬·৭৫
৯০০ টাকার অধিক কিন্তু ১০০০ টাকার অনধিক হয়	৭·৫০
এবং ১০০০ টাকার অতিরিক্ত প্রতি ৫০০ টাকা বা তাহার অংশের জন্য	৩·৭৫

(বি) যদি হস্তান্তর ডেলিভারী মারফতে হয়—

পণের টাকা বা মূল্য ৫০ টাকার অনধিক হইলে	·৭৫ পয়সা
৫০ টাকার অধিক কিন্তু ১০০ টাকার অনধিক হইলে	১·৫০ টাকা
১০০ টাকার অধিক কিন্তু ২০০ টাকার অনধিক হইলে	৩·০০
২০০ টাকার অধিক কিন্তু ৩০০ টাকার অনধিক হইলে	৪·৫০
৩০০ টাকার অধিক কিন্তু ৪০০ টাকার অনধিক হইলে	৬·০০
৪০০ টাকার অধিক কিন্তু ৫০০ টাকার অনধিক হইলে	৭·৫০
৫০০ টাকার অধিক কিন্তু ৬০০ টাকার অনধিক হইলে	৯·০০
৬০০ টাকার অধিক কিন্তু ৭০০ টাকার অনধিক হইলে	১০·৫০
৭০০ টাকার অধিক কিন্তু ৮০০ টাকার অনধিক হইলে	১২·০০
৮০০ টাকার অধিক কিন্তু ৯০০ টাকার অনধিক হইলে	১৩·৫০
৯০০ টাকার অধিক কিন্তু ১০০০ টাকার অনধিক হইলে	১৫·০০
এবং ১০০০ টাকার অতিরিক্ত প্রতি ৫০০ টাকা বা তাহার অংশের জন্য	৭·৫০

ব্যাখ্যা ঃ ডিবেনচার অর্থে সুদ সংক্রান্ত কুপনও ধরিতে হইবে। কিন্তু কুপনে লিখিত অর্থের পরিমাণ মাশুল নির্ণয়ে ধরিতে হইবে না।

রেহাই ঃ ডিবেনচার দখলকারীদিগের সুবিধার্থে কোন নিগমবদ্ধ কোম্পানী বা নিগমবদ্ধ নিকায় যে নিবন্ধীকৃত মর্টগেজ দ্বারা তাহাদের সম্পত্তি ট্রাস্টীর অধীনে সমর্পণ করেন সেই মর্টগেজের শর্তানুসারে যে ডিবেনচার ইস্যু করা হয় তাহাতে ষ্ট্যাম্প মাশুল দিতে হয় না। অবশ্য শর্ত এই যে, ডিবেনচার ইস্যু করা হইলে তাহা যেন উক্ত মর্টগেজের শর্তানুসারে ইস্যু করা হয় (সারচার্জ দিতে হয় না)।

নিদর্শনপত্রের নাম	উপযুক্ত ষ্ট্যাম্প মাশুল
আর্টি. ২৮—মাল সম্পর্কিত ডেলিভারী অর্ডার ঃ (সারচার্জ দিতে হয় না)	১ টাকা
আর্টি. ২৯—বিবাহ বিচ্ছেদনামা বা তালাকনামা বা ডিভোর্স ঃ (সারচার্জ দিতে হয় না)	৫০ টাকা
আর্টি. ৩০—কলিকাতা হাইকোর্টে এটর্নী হইবার জন্য (সারচার্জ দিতে হয় না)	৫০০ টাকা

রেহাই ঃ অন্য হাইকোর্টের এটর্নী হইয়া থাকিলে কলিকাতা হাইকোর্টের এটর্নী হইবার সময় ষ্ট্যাম্প মাশুল দিতে হয় না।

নিদর্শনপত্রের নাম	উপযুক্ত ষ্ট্যাম্প মাশুল
আর্টি. ৩১—বিনিময়পত্র :	কনভেয়ান্সের ন্যায় আর্টিকেল ২৩ অনুসারে ষ্ট্যাম্প মাশুল দিতে হইবে।

দ্রষ্টব্য : (১) বিনিময়পত্রে দুইটি সম্পত্তি বিনিময় হইয়া থাকে ; সমান সমান মূল্যের সম্পত্তি বিনিময় হইতে পারে, অসমান মূল্যের সম্পত্তিও বিনিময় হইতে পারে ; কিন্তু যে সম্পত্তির মূল্য উচ্চতম তাহার উপরেই ষ্ট্যাম্প মাশুল দিতে হইবে ; যেমন, ২০০ টাকা মূল্যের 'ক' সম্পত্তির সহিত যদি ২০০ টাকা মূল্যের 'খ' সম্পত্তির বিনিময় হয় তাহা হইলে মাত্র ২০০ টাকার উপর আর্টিকেল ২৩ অনুসারে ষ্ট্যাম্প মাশুল দিতে হইবে ; আর যদি ২০০ টাকা মূল্যের 'ক' সম্পত্তির সহিত ৫০০ টাকা মূল্যের 'খ' সম্পত্তির বিনিময় হয় তবে ৫০০ টাকার উপর ষ্ট্যাম্প মাশুল দিতে হইবে।

(২) বিনিময়ে সারচার্জ লইবার বিধান আছে : সুতরাং ২৩-আর্টিকেলে সারচার্জ সহ যে ষ্ট্যাম্প মাশুল দেখান হইয়াছে সেই মাশুলই ধার্য জানিতে হইবে।

নিদর্শনপত্রের নাম	উপযুক্ত ষ্ট্যাম্প মাশুল
আর্টি. ৩২—ফারদার চার্জ ব বন্ধকী সম্পত্তির পুনর্বার দায় সংযুক্তিকরণপত্র—	
(এ) যে স্থলে মূল বন্ধকী দলিল ৪০ (এ)-আর্টিকেল অনুসারে সম্পাদিত হয় (সদখল বন্ধকনামা)	দলিলে যত টাকা নূতন ঋণ বলিয়া উল্লিখিত আছে সেই টাকার উপর ২৩নং আর্টিকেল অনুসারে কন্‌ভেয়ান্সের ষ্ট্যাম্প সারচার্জ সহ দিতে হইবে।
(বি) যে স্থলে মূল বন্ধকী দলিল ৪০ (বি) আর্টিকেল অনুসারে সম্পাদিত (ইহা দখলবিহীন বন্ধকনামা)	
(i) যদি ফারদার চার্জ সম্পাদনকালে সম্পত্তিতে দখল দিবার কথা বা চুক্তি থাকে	কন্‌ভেয়ান্সের ন্যায় আর্টিকেল ২৩ অনুসারে মূল মর্টগেজ ইত্যাদির ঋণ ও বর্তমান ফারদার চার্জের ঋণের সমষ্টির উপর সারচার্জ সহ ষ্ট্যাম্প দিতে হইবে ; তবে মূল মর্টগেজে যত টাকার ষ্ট্যাম্প মাশুল দেওয়া হইয়াছে তাহা বর্তমানের মোট

নিদর্শনপত্রের নাম	উপযুক্ত ষ্ট্যাম্প মাশুল
	মাশুল হইতে বাদ দিয়া ফারদার চার্জে ষ্ট্যাম্প মাশুল দিতে হইবে।
(ii) যদি দখল না দেওয়া যায়	দলিলে যত টাকা নূতন ঋণ রূপে লিখিত আছে তাহাতে বণ্ডের ন্যায় ১৫নং আর্টিকেল অনুসারে সারচার্জ সহ ষ্ট্যাম্প দিতে হইবে।

দ্রষ্টব্য ঃ ফারদার চার্জে সারচার্জ লইবার বিধান আছে; ১৩নং আর্টিকেল সারচার্জ সহ দেখান আছে; ১৫নং আর্টিকেল পরে বিশেষভাবে সারচার্জ সহ সুবিধার জন্য দেখান আছে; মোট প্রদেয় মাশুলের ১/৫ অংশ সারচার্জ ধরিয়া সেই টাকার ষ্ট্যাম্প যোগ করিয়া দিতে হইবে।

নিদর্শনপত্রের নাম	উপযুক্ত ষ্ট্যাম্প মাশুল
আর্টি. ৩৩—দানপত্র ঃ (গিফ্‌ট, হেবা-বিল-এওয়াজ)	সম্পত্তির মূল্যের উপর কনভেয়ান্সের ন্যায় ২৩নং আর্টিকেল অনুসারে ষ্ট্যাম্প দিতে হইবে। দানপত্রে সারচার্জ লইবার বিধান আছে।
আর্টি. ৩৪—ক্ষতিনিষ্কৃতি পত্র ঃ (ইনডেম্‌নিটি বণ্ড) (সারচার্জ দিতে হয় না)	মূল্য অনুসারে সিকিউরিটি বণ্ডের ন্যায় ৫৭নং আর্টিকেলমতে ষ্ট্যাম্প দিতে হইবে।
আর্টি. ৩৫—লীজ ঃ খাজনা নিরূপিত থাকিলে এবং কোন প্রকার প্রিমিয়াম বা সেলামী দেওয়া না হইলে—	
(i) লীজের মেয়াদ এক বৎসরের কম হইলে	বটমূরী বণ্ডের ন্যায় ১৬নং আর্টিকেল অনুসারে মোট প্রদেয় খাজনার উপর ষ্ট্যাম্প দিতে হইবে।
(ii) মেয়াদ এক বৎসরের কম নহে কিন্তু পাঁচ বৎসরের অধিক নহে	বটমূরী বণ্ডের ন্যায় ১৬নং আর্টিকেল অনুসারে গড় বার্ষিক খাজনার উপর ষ্ট্যাম্প দিতে হইবে।
(iii). মেয়াদ পাঁচ বৎসরের অধিক কিন্তু দশ বৎসরের অনধিক হইলে	কনভেয়ান্সের ন্যায় ২৩নং আর্টিকেল অনুসারে গড় বার্ষিক খাজনার উপর ষ্ট্যাম্প দিতে হইবে।

নিদর্শনপত্রের নাম	উপযুক্ত ষ্ট্যাম্প মাশুল
(iv) মেয়াদ দশ বৎসরের অধিক কিন্তু কুড়ি বৎসরের অনধিক হইলে	কন্‌ভেয়ান্সের ন্যায় ২৩নং আর্টিকেল অনুসারে গড় বার্ষিক খাজনার দুই গুণের উপর ষ্ট্যাম্প দিতে হইবে।
(v) মেয়াদ কুড়ি বৎসরে অধিক কিন্তু ত্রিশ বৎসরের অনধিক হইলে	কন্‌ভেয়ান্সের ন্যায় ২৩নং আর্টিকেল অনুসারে গড় বার্ষিক খাজনার তিন গুণের উপর ষ্ট্যাম্প দিতে হইবে।
(vi) মেয়াদ ত্রিশ বৎসরের অধিক কিন্তু একশত বৎসরের অনধিক হইলে	কন্‌ভেয়ান্সের ন্যায় ২৩নং আর্টিকেল অনুসারে গড় বার্ষিক খাজনার চার গুণের উপর ষ্ট্যাম্প মাশুল দিতে হইবে।
(vii) মেয়াদ একশত বৎসরের অধিক কালের জন্য বা চিরকালের জন্য হইলে	যদি লীজ শুধুমাত্র কৃষিকার্যের উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয় তবে প্রথম বৎসর হইতে পঞ্চাশ বৎসর কাল পর্যন্ত মোট যে খাজনা প্রদান করিতে হইবে তাহার ১/১০ অংশের উপর ষ্ট্যাম্প মাশুল দিতে হইবে কন্‌ভেয়ান্সের ন্যায় ২৩নং আর্টিকেল অনুসারে। আর যদি লীজ কৃষিকার্য ভিন্ন অন্য কোন উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয় তবে প্রথম বৎসর হইতে পঞ্চাশ বৎসরকাল পর্যন্ত মোট যে খাজনা প্রদান করিতে হইবে তাহার ১/৬ অংশের উপর ষ্ট্যাম্প মাশুল কন্‌ভেয়ান্সের ন্যায় ২৩নং আর্টিকেল অনুসারে দিতে হইবে।
(viii) যে লীজের মেয়াদ নির্ধারিত নহে অর্থাৎ বে-মেয়াদী লীজে	প্রথম দশ বৎসরে গড়ে যত বার্ষিক খাজনা, তাহার তিন গুণের উপর কন্‌ভেয়ান্সের ন্যায় ২৩নং আর্টিকেল অনুসারে ষ্ট্যাম্প দিতে হইবে।
(বি) জরিমানা (ফাইন), অথবা প্রিমিয়াম লইয়া যে লীজ প্রদান করা হয়	কন্‌ভেয়ান্সের ন্যায় ২৩ নং আর্টিকেল অনুসারে জরিমানা বা প্রিমিয়াম বা

নিদর্শনপত্রের নাম	উপযুক্ত ষ্ট্যাম্প মাশুল
অথবা টাকা অগ্রিম লওয়ার জন্য যে লীজ প্রদান করা হয় এবং যে লীজে কোন খাজনা নির্ধারিত থাকে না	অগ্রিম প্রদত্ত টাকার উপর ষ্ট্যাম্প মাশুল দিতে হইবে।
(সি) যে লীজে খাজনা নির্ধারিত থাকে এবং তদতিরিক্ত জরিমানা বা প্রিমিয়াম লইবার ব্যবস্থা থাকে বা অগ্রিম টাকা প্রদানের ব্যবস্থা থাকিলে সেই লীজে	জরিমানা বা প্রিমিয়াম বা অগ্রিম প্রদত্ত টাকা না দেওয়া হইলে লীজে যেরূপ খাজনার উপর মাশুল দিতে হয় সেই মাশুল এবং তাহার জরিমানা বা প্রিমিয়াম বা অগ্রিম প্রদত্ত টাকার নিমিত্ত কনভেয়ান্সের ন্যায় ২৩নং আর্টিকেল অনুসারে ষ্ট্যাম্প মাশুল দিতে হইবে। অবশ্য নিয়ম এই যে, লীজের জন্য একরারনামায় যদি লীজের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় ষ্ট্যাম্প মাশুল প্রদান করা থাকে তবে পরবর্তীকালে উক্ত লীজ সম্পাদনের সময় ১'৫০-এর অধিক ষ্ট্যাম্প মাশুল দিতে হইবে না।

রেহাই	মন্তব্য
কৃষকদের দ্বারা কৃষিকার্যের জন্য (খাদ্য ও পানীয় উৎপাদনার্থে যে সকল গাছ লীজ দেওয়া হয় সেই লীজও) যে লীজ সম্পাদিত হয় সেই লীজে যদি জরিমানা বা প্রিমিয়াম দিবার ব্যবস্থা না থাকে তবে এক বৎসরের অনধিককালের জন্য উক্ত লীজে কোন ষ্ট্যাম্প মাশুল দিতে হইবে না; অথবা কৃষকের দ্বারা কৃষিকার্যের জন্য সম্পাদিত লীজের বার্ষিক খাজনা যদি একশত টাকার অধিক না হয় তবে সেইরূপ লীজেও ষ্ট্যাম্প মাশুল দিতে হইবে না।	পূর্বে একরারনামার জন্য ১'৫০ মাশুল দিবার বিধান ছিল। পরিবর্তিত অবস্থায়ও উপরের অংশের সংশোধন করিয়া ৫ টাকার অধিক মাশুল দিতে হইবে না এইরূপ বিবেচনা করা যাইতে পারে।

দ্রষ্টব্য ঃ (১) উপরে লিখিত হইয়াছে যে লীজের ষ্ট্যাম্প মাশুল অনেক ক্ষেত্রে বার্ষিক গড খাজনার উপর লইতে হইবে ; যদি বার্ষিক খাজনা প্রতি বৎসর একই হয়, তবে এক বৎসরের খাজনা যাহা হইবে বার্ষিক গড় খাজনাও তাহাই হইবে ; কিন্তু যদি প্রথম বৎসরের খাজনা ১০০ টাকা, দ্বিতীয় বৎসরের খাজনা ১৫০ টাকা এবং তৃতীয় বৎসরের খাজনা ২০০ টাকা হয় অর্থাৎ যদি বার্ষিক খাজনা বৎসরে বৎসরে বিভিন্ন হয় তবে নির্দেশ অনুসারে বাৎসরিক খাজনাগুলির যোগফলকে নির্দিষ্ট বৎসর সংখ্যা দ্বারা ভাগ করিয়া গড বার্ষিক খাজনা বাহির করিতে হইবে ; বর্তমান ক্ষেত্রে মোট খাজনা ১০০ + ১৫০ + ২০০ = ৪৫০ টাকা তিন বৎসরে ; বার্ষিক গড = ৪৫০ ÷ ৩ = ১৫০ টাকা।

(২) লীজে সারচার্জ লইবার নির্দেশ আছে ; লীজে যে সকল স্থানে কনভেয়ান্সের ন্যায় ষ্ট্যাম্প দিতে হয় সেই সকল স্থানে ২৩নং আর্টিকেলমতে সারচার্জ সহ ষ্ট্যাম্প দিতে হইবে ; আর যে সকল স্থানে বটমরী বণ্ডের ন্যায় ১৬নং আর্টিকেল অনুসারে লইতে হইবে সে ক্ষেত্রে যত টাকা ষ্ট্যাম্প মাশুল ধার্য হইবে তাহার ১/৫ অংশ সারচার্জ ধরিয়া অতিরিক্ত ষ্ট্যাম্প দিতে হইবে। যেমন ধরুন পাঁচ বৎসরের জন্য বার্ষিক ৫০ টাকা খাজনা সম্পর্কিত একখানি লীজ দলিল ; বর্তমান ক্ষেত্রে ৩৫নং আর্টিকেলমতে বটমরী বণ্ডের ন্যায় ষ্ট্যাম্প প্রদান করিবার নির্দেশ আছে ; বার্ষিক গড খাজনা ৫০ টাকা ; সুতরাং ৫০ টাকার উপর ১৬নং আর্টিকেল অনুসারে ১·৫০ ষ্ট্যাম্প সাব্যস্ত হয় ; কিন্তু ইহার উপর সারচার্জ দিতে হইবে। সারচার্জ প্রদেয় ষ্ট্যাম্প মাশুলের ১/৫ অংশ অর্থাৎ ১·৫০ ÷ ৫ = ৩০ পয়সা ; এ ক্ষেত্রে ৫০ টাকার লীজে মোট ষ্ট্যাম্প লাগিতেছে ১·৫০ + সারচার্জ ০·৩০ = ১·৮০। আর একটি উদাহরণ লওয়া যাউক। ধরুন, বার্ষিক গড় খাজনা ৪০০ টাকা ; তিন বৎসরের জন্য লীজ ; ১৬নং আর্টিকেলে ৪০০ টাকার জন্য ১২ টাকা ষ্ট্যাম্প মাশুল দিবার ব্যবস্থা আছে ; সুতরাং সারচার্জ হইবে ১২·০০ ÷ ৫ = ২·৪০। যেহেতু ৪০ পয়সা ৫-এর গুণিতক সুতরাং ৪০ কে বাড়াইবার প্রয়োজন নাই ; সুতরাং ৪০০ টাকার জন্য মোট ষ্ট্যাম্প লাগিতেছে ১২·০০ + ২·৪০ = ১৪·৪০। সুবিধার জন্য সারচার্জ সহ ১৬নং আর্টিকেলের ষ্ট্যাম্প মাশুল সিডিউল শেষে প্রদান করা হইয়াছে।

(৩) লীজ কেবলমাত্র স্থাবর সম্পত্তি সংক্রান্ত হইবে। অস্থাবর সম্পত্তি ভাড়া দেওয়া হইলে তাহাতে একরারনামার ন্যায় ষ্ট্যাম্প দিতে হইবে। ধরুন, একখানি খাট ও একটি আলমারি দুই বৎসরের জন্য বার্ষিক ২৪ টাকায় ভাড়া দেওয়া হইল— ইহা একরারনামা, লীজ নহে। অনুরূপে, সোনা পালিশের যন্ত্রপাতি নির্দিষ্ট কালের জন্য ভাড়া দেওয়া হইলে ৫ টাকার ষ্ট্যাম্পে লেখাপড়া করিলে চলিবে ; ইহাও একপ্রকার একরারনামা।

নিদর্শনপত্রের নাম	উপযুক্ত ষ্ট্যাম্প মাশুল
আর্টি. ৩৬—লেটার অব্ অ্যালটমেণ্ট অব্ শেয়ার ঃ (সারচার্জ দিতে হয় না)	৫০ পয়সা
আর্টি. ৩৭—লেটার অব্ ক্রেডিট ঃ (সারচার্জ লাগে না)	১ টাকা
আর্টি. ৩৮—লেটার অব্ লাইসেন্স ঃ (সারচার্জ লাগে না)	৫০ টাকা
আর্টি. ৩৯—কোম্পানী সমবায়ের নিয়মাবলী (বা মেমোরাণ্ডাম অব্ অ্যাসোসিয়েশান অব্ এ কোম্পানী)	
(এ) ১৯৫৬ সালের কোম্পানী আইনের ২৬ ধারামতে নিয়মাবলী সংযুক্ত না থাকিলে—	
(i) যদি নমিনাল শেয়ার ক্যাপিটাল একলক্ষ টাকার অনধিক হয়	২০০ টাকা
(ii) যদি নমিনাল শেয়ার ক্যাপিটাল একলক্ষ টাকার অধিক হয়	৩০০ টাকা

রেহাই ঃ যে সকল অ্যাসোসিয়েশান কোন আর্থিক লাভের উদ্দেশ্যে ১৯৫৬ সালের কোম্পানী আইনের ২৬ ধারামতে গঠিত ও নিবন্ধীকৃত নহে সেই সকল অ্যাসোসিয়েশানের মেমোরাণ্ডামের জন্য ষ্ট্যাম্প মাশুল দিতে হইবে না। (সারচার্জ লাগে না)

নিদর্শনপত্রের নাম	উপযুক্ত ষ্ট্যাম্প মাশুল
আর্টি. ৪০—বন্ধকনামা বা মর্টগেজ ঃ	
(এ) যদি বন্ধকদাতা বন্ধকীপত্রে উল্লিখিত সম্পত্তি বা তাহার কোন অংশের দখল প্রদান করেন বা দখল দিবার চুক্তি রাখেন তবে	কন্‌ভেয়ান্সের যেমন ২৩নং আর্টিকেল অনুসারে ষ্ট্যাম্প দিতে হয় এখানেও সেইরূপ ষ্ট্যাম্প দিতে হইবে।
(বি) যে ক্ষেত্রে সম্পত্তিতে দখল দেওয়া হয় না বা দখল দিবার চুক্তি থাকে না সে ক্ষেত্রে	১৫নং আর্টিকেল অনুসারে বণ্ডের ন্যায় ষ্ট্যাম্প দিতে হইবে।

ব্যাখ্যা ঃ যদি বন্ধকদাতা বন্ধকগ্রহীতাকে এমন কোন মোক্তারনামা প্রদান করেন যাহার বলে বন্ধকগ্রহীতা খাজনা আদায় করিতে পারেন বা যদি বন্ধকদাতা বন্ধক-গ্রহীতাকে বন্ধকী সম্পত্তি বা তাহার কোন অংশ লীজ প্রদান করেন তবে তাহা

সদখল বন্ধকনামা জ্ঞান করিয়া ৪০ (এ)-আর্টিকেল অনুসারে ষ্ট্যাম্প মাশুল ধার্য করিতে হইবে।

(সি) সমস্তরের বা আনুষঙ্গিক বা অতিরিক্ত অথবা পরিবর্তিত সিকিউরিটি হইলে অথবা যে স্থলে উপরিউক্ত অভিপ্রায়ে অধিকতর নিশ্চিৎ করিবার জন্য মুখ্য বা প্রথম সিকিউরিটি (জামিননামা) নিয়মিতরূপে ষ্ট্যাম্প যুক্ত হয় সেই স্থলে—

১০০০ টাকার অনধিক টাকা নিরাপদ করা হইলে	১'৫০ + সারচার্জ ০'৩০ = ১'৮০
এবং ১০০০ টাকার অধিক প্রতি ১০০০ টাকা বা তাহার অংশের জন্য	১'৫০ + সারচার্জ ০'৩০ = ১'৮০

রেহাই: (১) ১৮৮৩ সালের ভূমি সংস্কার আইনের (ল্যাণ্ড ইম্প্রুভমেন্ট অ্যাক্ট, ১৮৮৩) অধীনে বা ১৮৮৪ সালের কৃষি ঋণ আইনের (এগ্রিকালচারিস্টস্ লোন অ্যাক্ট) অধীনে যে নিদর্শনপত্র সম্পাদিত হয়, ঋণগ্রহণকারীর দ্বারা বা তাহাদের জামিনদারদিগের দ্বারা সেই সকল নিদর্শনপত্রে কোন ষ্ট্যাম্প মাশুল দিতে হয় না।

(২) বিল অব্ এক্সচেন্জের সহিত যে লেটার অব হাইপথিকেশান যুক্ত থাকে তাহাতে কোন ষ্ট্যাম্প মাশুল দিতে হয় না।

দ্রষ্টব্য: মর্টগেজে সারচার্জ দিতে হইবে; অতএব সারচার্জ সহ ষ্ট্যাম্প মাশুল নির্ণয় করিতে হইবে।

নিদর্শনপত্রের নাম	উপযুক্ত ষ্ট্যাম্প মাশুল
আর্টি. ৪১—ফসলী বন্ধকনামা (বা মর্টগেজ অব্ ক্রপ): ফসল বন্ধক দিবার কালে ফসল মাঠে থাকিতেও পারে বা না থাকিতেও পারে;	
(এ) তিন মাসের মধ্যে ঋণ পরিশোধের চুক্তি থাকিলে অনধিক ২০০ টাকার জন্য	২০ পয়সা
তদধিক প্রত্যেক ২০০ টাকা বা তাহার অংশের জন্য	২০ ”
(বি) নিদর্শনপত্রের তারিখ হইতে যদি ঋণ তিন মাসের অধিক কিন্তু আঠার মাসের অনধিক কালের মধ্যে পরিশোধনীয় হয় তবে—	
অনধিক ১০০ টাকার জন্য	৮০ ”
এবং ১০০ টাকার অতিরিক্ত প্রতি ১০০ টাকা বা তাহার অংশের জন্য	৪০ ”

(সারচার্জ দিতে হয় না)

নিদর্শনপত্রের নাম	উপযুক্ত ষ্ট্যাম্প মাশুল
আর্টি. ৪২—নোটারিয়াল অ্যাক্টঃ অর্থাৎ, কোন নিদর্শনপত্র, পৃষ্ঠলেখ, নোট, প্রত্যায়িত প্রমাণ-পত্র, অথবা প্রটেস্ট নয়—এমন এনট্রি যাহা নোটারি পাবলিক তাহার কর্ম সম্পাদনে প্রণয়ন করেন বা স্বাক্ষর করেন। সারচার্জ দিতে হয় না।	৫ টাকা
আর্টি ৪৩—নোট বা মেমোরাণ্ডামঃ (ইহা দ্বারা দালাল বা এজেন্ট প্রধানের পক্ষে ক্রয় বা বিক্রয় সম্পর্কে প্রধানকে খবর দিয়া থাকেন)	
(এ) যদি মালের মূল্য ২০ টাকার অধিক হয়	৫০ পয়সা
(বি) সরকারী সিকিউরিটি ব্যতীত অন্যান্য প্রকার ২০ টাকার অধিক মূল্যের স্টক বা বাজারযোগ্য সিকিউরিটি হইলে	স্টক বা সিকিউরিটি মূল্যের প্রতি ৫০০০ টাকা বা তাহার অংশের জন্য ৫০ পয়সা
(সি) সরকারী সিকিউরিটি হইলে (সারচার্জ দিতে হয় না)	সিকিউরিটি মূল্যের প্রতি ১০,০০০ টাকা বা তাহার অংশের জন্য ৫০ পয়সা, কিন্তু মোট মাশুল কোন ক্রমেই ৫০ টাকার অধিক হইবে না।
আর্টি. ৪৪—জাহাজের মাষ্টারের প্রোটেস্ট নোটঃ (সারচার্জ দিতে হয় না।)	৫ টাকা
আর্টি. ৪৫—বণ্টননামা বা পার্টিশানঃ ষ্ট্যাম্প আইনের ২(১৫) ধারায় যেমন ব্যাখ্যা করা হইয়াছে তেমন পার্টিশান বুঝিতে হইবে।	সম্পত্তির পৃথকীকৃত অংশ বা অংশসমূহের মূল্যের উপর বণ্ডের ন্যায় ১৫নং আর্টিকেল অনুসারে ষ্ট্যাম্প মাশুল দিতে হইবে।

দ্রষ্টব্যঃ (১) যতগুলি ভাগে সম্পত্তি বণ্টিত হইল ততগুলি ভাগের প্রত্যেকটির মূল্য একই হইলে একটি ভাগের মূল্য বাদ দিয়া অপরগুলির সমষ্টির উপর ষ্ট্যাম্প দিতে হইবে; আর যদি ভাগগুলির মূল্য অসমান হয় তবে যে ভাগের মূল্য সর্বাপেক্ষা অধিক সেই মূল্য বাদ দিয়া অপরগুলির সমষ্টির উপর ষ্ট্যাম্প দিতে হইবে। ধরুন, অরুণ,

বরুণ ও কিরণের মধ্যে সম্পত্তি বন্টিত হইল ; অরুণ ৫০০ টাকার, বরুণ ৫০০ টাকার এবং কিরণ ৫০০ টাকার সম্পত্তি পাইল ; এখানে প্রত্যেকের অংশই সমান ; একটি অংশ বাদ যাইবে ; বাকি থাকে ৫০০ টাকা+৫০০ টাকা=১০০০ টাকা। এই ১০০০ টাকার উপর ষ্ট্যাম্প মাশুল ও রেজিস্ট্রেসন ফিস্ দিতে হইবে, আর রাম ৬০০ টাকার, শ্যাম ৪০০ টাকার এবং যদু ৫০০ টাকা মূল্যের সম্পত্তি পাইলে বৃহত্তম অংশ ৬০০ টাকা বাদ যাইবে, বাকি থাকিবে ৫০০ টাকা+৪০০ টাকা=৯০০ টাকা। এই ৯০০ টাকার উপর ষ্ট্যাম্প ও রেজিস্ট্রেসন ফিস্ দিতে হইবে।

(২) রেভিনিউ সেটেলমেণ্টের অধীনে যে সম্পত্তি অনধিক ত্রিশ বৎসরকাল আছে, মাশুল নির্ণয়ের জন্য সেই সম্পত্তির মূল্য বার্ষিক রাজস্বের পাঁচ গুণের অধিক ধরা যাইবে না।

(৩) কোন রেভিনিউ অথরিটি বা দেওয়ানী কোর্ট সম্পত্তি বণ্টন সম্পর্কে যে চূড়ান্ত অর্ডার প্রদান করেন বা সম্পত্তি বণ্টন সম্পর্কে আর্বিট্রেটর যে অ্যাওয়ার্ড প্রদান করেন সেই অর্ডার বা অ্যাওয়ার্ড যদি পার্টিশানের জন্য প্রয়োজনীয় ষ্ট্যাম্প সংযুক্ত থাকে তবে পরবর্তীকালে উক্ত অর্ডার বা অ্যাওয়ার্ডের বলে যে পার্টিশান দলিল সম্পাদিত হয় সেই দলিলের ষ্ট্যাম্প মাশুল এক টাকার অধিক প্রদান করিতে হইবে না।

(৪) বণ্টননামা সংক্রান্ত নিদর্শনপত্রে যদি এমন চুক্তি থাকে যে সম্পত্তি বিভাগ করা হইবে, তবে উক্ত চুক্তি অনুসারে বণ্টন কার্যকারী করিবার কালে যে নিদর্শনপত্র রচিত হয় তাহার নির্ধারিত ষ্ট্যাম্প মাশুল হইতে পূর্বে সম্পাদিত বণ্টননামার চুক্তিপত্রে যে ষ্ট্যাম্প মাশুল প্রদান করা হইয়াছিল তাহা বাদ দিতে হইবে ; কিন্তু দ্বিতীয়বারের নিদর্শনপত্রে যেন কমপক্ষে এক টাকার ষ্ট্যাম্প মাশুল প্রদান করা থাকে ; অর্থাৎ এক টাকার কম ষ্ট্যাম্প কখনো প্রদান করা যাইবে না। (সারচার্জ দিতে হয় না)।

নিদর্শনপত্রের নাম	উপযুক্ত ষ্ট্যাম্প মাশুল
আর্টি. ৪৬—অংশনামা (বা পার্টনারশিপ) **:**	
[এ এ] (এ) পার্টনারশিপের মূলধন ৫০০ টাকার অনধিক হইলে	২০ টাকা
(বি) মূলধন ৫০০ টাকার অধিক ১০,০০০ টাকার অনধিক	৫০ „
(সি) মূলধন ১০,০০০ টাকার অধিক ৫০,০০০ টাকার অনধিক	১০০ „
(ডি) মূলধন ৫০,০০০ টাকার অধিক হইলে	১৫০ „
[বি বি] পার্টনারশিপ রহিতকরণ	২৫ „

আর্টি. ৪৭—ইনসিওরেন্স পলিসি :

[এ] নৌ ইনসিওরেন্স

(১) সমুদ্র যাত্রার জন্য

নিদর্শনপত্রের নাম	উপযুক্ত ষ্ট্যাম্প মাশুল	
	একবারে ড্রু করা হইলে	দুইবারে ড্রু করা হইলে প্রতিবারের জন্য
(i) পলিসিমূলে যত টাকা ইনসিওর করা হইয়াছে সেই টাকার শতকরা ১/৮ অংশাধিক যদি প্রিমিয়াম ইত্যাদি না হয়	০'১০	০'০৫
(ii) অন্যান্য ক্ষেত্রে প্রতি ১৫০০ টাকা এবং ১৫০০ টাকার কোন অংশের জন্য	০'১০	০'০৫
(২) সময়ের উপর হওয়ার জন্য		
(i) প্রতি ১৫০০ টাকা এবং ১৫০০ টাকার কোন অংশের জন্য ছয় মাসাধিক বীমার মেয়াদ না হইলে	০'১৫	০'১০
ছয় মাসের অধিক কিন্তু বারমাসের অধিক বীমার মেয়াদ না হইলে	০'২৫	০'১৫
[বি] অগ্নি-বীমা এবং অন্যান্য শ্রেণীর বীমা যাহার সম্পর্কে এই আর্টিকেলে বিশেষ ব্যবস্থা করা হয় নাই, যেমন মালপত্র, পণ্যদ্রব্য, ব্যক্তিগত জিনিসপত্র, শস্য ইত্যাদি।		
(১) মূল বীমার ক্ষেত্রে		
(i) যদি ৫০০০ টাকার অনধিক টাকা ইনসিওর করা হয়	০'৫০	
(ii) অন্যান্য ক্ষেত্রে	১ টাকা	
(২) মূল বীমা রিনিউ করিবার সময় যে প্রিমিয়াম দেওয়া হয় সেই প্রিমিয়াম প্রদানের জন্য প্রতি রসীদে	মূল বীমাতে যে মাশুল প্রদেয় তাহার অর্ধেক এবং ৫৩ নং আর্টিকেলে লিখিত রসীদের জন্য যে মাশুল দিতে হয় তাহা।	
[সি] দুর্ঘটনা এবং অসুস্থতার জন্য বীমা		
(এ) রেলওয়ে দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে (ইহা কেবল একক ভ্রমণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য)	০'১০	

রেহাই: মধ্যম শ্রেণীতে বা তৃতীয় শ্রেণীতে ভ্রমণকারীদের উক্ত মাশুল প্রদান করিতে হয় না।

নিদর্শনপত্রের নাম	উপযুক্ত ষ্ট্যাম্প মাশুল	
(বি) অন্যান্য ক্ষেত্রে একক দুর্ঘটনা বা অসুস্থতার জন্য বীমা-টাকা ১০০০ টাকার অধিক না হইলে এবং ১০০০ টাকার অধিক হইলে প্রতি ১০০০ টাকা বা তাহার অংশের জন্য	০.১৫ অনুবিধি এই যে দুর্ঘটনা জনিত মৃত্যুর ক্ষেত্রে প্রতি ১০০০ টাকায় প্রিমিয়াম ২.৫০ টাকার বেশি না হইলে মাশুল প্রতি ১০০০ টাকা বা অংশের জন্য ১০ পয়সা ; ইহাই সর্বোচ্চ মাশুল।	
[সি সি] ১৯২৩ সালের ওয়ার্কমেন কমপেনসেশান আইন অনুসারে কর্মীদের দুর্ঘটনার জন্য ক্ষতি নিষ্কৃতি স্বরূপে যে বীমা করা হয়	০.১০	
[ডি] জীবনবীমা বা গ্রুপ ইন্‌সিওরেন্স বা অন্যান্য প্রকার বীমা যাহা এই আর্টিকেলে বিশেষ ব্যবস্থা করা নাই	একক ড্র করা হইলে	দুইবারে ড্র করা হইলে প্রতিবারের জন্য
(i) অনধিক ২৫০ টাকা বীমা করা হইলে	০.১৫	০.১০
(ii) ২৫০ টাকার অধিক কিন্তু ৫০০ টাকার অনধিক হইলে	০.২৫	০.১৫
(iii) ৫০০ টাকার অধিক কিন্তু ১০০০ টাকার অনধিক হইলে এবং ১০০০ টাকার অধিক প্রতি ১০০০ টাকা বা তাহার অংশের জন্য	০.৪০	০.২০

দ্রষ্টব্য ঃ গ্রুপ ইন্‌সিওরেন্স রিনিউ করা হইলে রিনিউ করিবার পর ইন্‌সিওরকৃত টাকার পরিমাণ যদি বাড়িয়া যায় তবে বাড়তি টাকার জন্য মাশুল দিতে হইবে।

রেহাই

কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে পোষ্টাল লাইফ্‌ ইনসিওরেন্স-এর নিয়মানুসারে ডিরেক্টর জেনারেল অফ্‌ পোষ্ট অফিস যে সকল জীবনবীমা পলিসি ইস্যু করেন তাহাতে ষ্ট্যাম্প মাশুল দিতে হয় না।

নিদর্শনপত্রের নাম	উপযুক্ত ষ্ট্যাম্প মাশুল
[ই] রি-ইন্‌সিওরেন্স	০.১০ পয়সার কম নহে এবং ১.০০ টাকার অধিক নহে এই শর্তে মূল বীমাতে যে মাশুল

নিদর্শনপত্রের নাম	উপযুক্ত ষ্ট্যাম্প মাশুল
	দিতে হয় তাহার ১/৪ অংশ বর্তমান ক্ষেত্রে দিতে হইবে। অবশ্য আরো শর্ত এই যে, যে মাশুল নির্ধারিত হইবে তাহা যদি পাঁচ পয়সার গুণিতক না হয় তবে প্রয়োজনানুসারে মাশুল বাড়াইয়া পাঁচ পয়সার গুণিতক করিয়া লইতে হইবে।

সাধারণ ক্ষেত্রে রেহাই

কোন ইন্সিওরেন্স পলিসি ইস্যু করিবার জন্য ব্যবহৃত লেটার ইত্যাদিতে কোন ষ্ট্যাম্প মাশুল দিতে হয় না। অবশ্য উক্ত লেটার ইত্যাদি দ্বারা পলিসি লওয়া ব্যতীত অন্য কোন কার্য সিদ্ধ হইবে না। ডেলিভারী লওয়া ব্যতীত অন্য কোন কার্য সিদ্ধ হইবে না। (সারচার্জ দিতে হয় না)

নিদর্শনপত্রের নাম	উপযুক্ত ষ্ট্যাম্প মাশুল
আর্টি. ৪৮—মোক্তারনামা : (ষ্ট্যাম্প আইনের ২ (২১)-ধারাতে যেমন ব্যাখ্যাত হইয়াছে)	
(এ) একই বিষয় সম্বন্ধে এক বা একাধিক দলিল নিবন্ধীকরণের জন্য অথবা উক্তরূপ এক বা একাধিক দলিলের সম্পাদন স্বীকার করিবার জন্য মোক্তারনামা হইলে	৫ টাকা
(বি) ১৮৮২ সালের প্রেসিডেন্সী স্মল-কজ কোর্ট আইনানুসারে কোন মকদ্দমা বা আনুষ্ঠানিক কার্যে প্রয়োজন হইলে	৫ টাকা
(সি) এই আর্টিকেলের (এ)-দফায় লিখিত স্থল ভিন্ন একই বিষয় সম্বন্ধে এক বা একাধিক ব্যক্তিকে ক্ষমতা প্রদান করা হইলে	৬ টাকা
(ডি) অনধিক পাঁচজন ব্যক্তিকে একাধিক বিষয়ে স্বতন্ত্রভাবে বা একত্রে কার্য করিবার ক্ষমতা প্রদান করা হইলে	৫০ টাকা

নিদর্শনপত্রের নাম	উপযুক্ত ষ্ট্যাম্প মাশুল
(ই) পাঁচজনের অধিক কিন্তু দশজনের অনধিক ব্যক্তিকে একাধিক ব্যাপারে স্বতন্ত্রভাবে বা একত্রে কার্য করিবার ক্ষমতা প্রদান করা হইলে	১০০ টাকা
(এফ্) মূল্য লইয়া দেওয়া হইলে এবং মোক্তারকে স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় করিবার ক্ষমতা প্রদান করা হইলে	কন্‌ভেয়ান্সের ন্যায় ২৩নং আর্টিকেল অনুসারে মূল্যের উপর ষ্ট্যাম্প মাশুল দিতে হইবে।
(জি) অন্যান্য ক্ষেত্রে	প্রত্যেক মোক্তারের জন্য ছয় টাকা করিয়া মাশুল দিতে হইবে।

দ্রষ্টব্য ঃ (১) ১৯০৮ সালে নিবন্ধীকরণ আইনে নিবন্ধীকরণ সংক্রান্ত সকল প্রকার কার্যই উপরে লিখিত 'নিবন্ধীকরণ' শব্দের মধ্যে নিহিত আছে ধরিতে হইবে।

(২) কোন ফার্মের একাধিক ব্যক্তিকে সেই ফার্মের একজন ব্যক্তি রূপে উপরিউক্ত আর্টিকেলে গণ্য করিতে হইবে।

(৩) ৪৮ (সি) দফায় 'একই বিষয়ের' উল্লেখ আছে ; এক বিষয় অর্থে একটি কাজ বুঝিতে হইবে ; অথবা পরস্পর এমনভাবে একাধিক কাজ সম্পর্কযুক্ত যে উক্ত কাজগুলি আইনতঃ একটি কাজ রূপে প্রতীয়মান হয় (বাসু, পৃঃ ৩৮৫)।

(সারচার্জ দিতে হয় না)

নিদর্শনপত্রের নাম	উপযুক্ত ষ্ট্যাম্প মাশুল
আর্টি. ৪৯—প্রমিসরি নোট ঃ (যেমন ২ (২২) ধারায় ব্যাখ্যাত হইয়াছে)	
(এ) চাহিবামাত্র প্রদেয় হইলে—	
(i) মূল্য ২৫০ টাকার অনধিক হইলে	১০ পয়সা
(ii) মূল্য ২৫০ টাকার অধিক কিন্তু ১০০০ টাকার অনধিক হইলে	১৫ পয়সা
(iii) অন্যান্য ক্ষেত্রে	২৫ ”
(বি) চাহিবামাত্র প্রদেয় না হইলে—	আর্টিকেল—১৩-এর অন্তর্গত (বি) ও (সি) তে বিল অব এক্সচেনজের জন্য যেমন মাশুল নির্ধারিত আছে, এক্ষেত্রে তাহার অর্ধেক প্রদেয়

উপরিউক্ত ষ্ট্যাম্প মাশুল ইউজান্‌স্ প্রমিসরি নোটের বা বিল অব এক্সচেনজের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নহে যদি উক্ত ইউজান্‌স্ প্রমিসরি নোট বা বিল অব এক্সচেনজ রিজার্ভ ব্যাংক, ইন্‌ডাস্ট্রিয়াল ফিনান্স্ করপোরেশন, স্টেট ফিনান্সিয়াল করপোরেশন, কমারসিয়াল ব্যাংক এবং কো-অপারেটিভ ব্যাংক হইতে অর্থ সংগ্রহ করিবার উদ্দেশ্যে ড্র করা হয় নিম্নলিখিত প্রয়োজনে লাগাইবার জন্য—

(এ) প্রকৃত বাণিজ্যিক কারবারের জন্য ; (বি) সময়োপযোগী কৃষিকার্যের জন্য বা শস্যাদি মার্কেট করিবার জন্য ; (সি) কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পে উৎপাদন ও মার্কেট সংক্রান্ত কার্য করিবার জন্য—এই সকল বিষয় সংক্রান্ত নিদর্শনপত্রে ভারত সরকারের রাজস্ব বিভাগ হইতে ১৯৫৭ সালের ১৫ই মে তারিখের ১৫নং চিঠিতে যেরূপ কম হারে ষ্ট্যাম্প প্রদানের নির্দেশ প্রদান করা আছে এখনো সেরূপ ষ্ট্যাম্প মাশুল দিতে হইবে। ১৯৭৬ সালের নির্দেশে ভারত সরকার অন্যান্য প্রকার প্রমিসরি নোটের মাশুল আর্টিকেল ১৩-তে বর্ণিত মাশুল হারের অর্ধেক রূপে সিদ্ধান্ত লইয়াছেন।

ব্যাখ্যা ঃ (এ) কৃষিকার্য অর্থে পশুপালন এবং কৃষিকার্যের আনুষঙ্গিক কার্যাদিও বুঝিতে হইবে ; (বি) শস্য অর্থে কৃষিকার্যের ফল বুঝিতে হইবে : (সি) শস্য মার্কেটের অর্থে মার্কেটে আনয়ন করিতে যে সকল প্রক্রিয়ার প্রয়োজন হয় তাহাও ধরিতে হইবে। (সারচার্জ দিতে হয় না)

নিদর্শনপত্রের নাম	উপযুক্ত ষ্ট্যাম্প মাশুল
আর্টি. ৫০—বিল বা নোটের প্রোটেস্ট ঃ (সারচার্জ লাগে না)	৫ টাকা
আর্টি. ৫১—জাহাজের অধ্যক্ষের প্রোটেস্ট ঃ (সারচার্জ লাগে না)	৫ টাকা
আর্টি. ৫২—প্রক্সি বা প্রতিনিধিপত্র ঃ	৩০ পয়সা

ইহার দ্বারা কোন ব্যক্তিকে বিশেষ কয়েকটি ক্ষেত্রে ভোটদান করিবার ক্ষমতা প্রদান করা হয় ; ক্ষেত্রগুলি হইতেছে—জেলা বা লোকাল বোর্ডের সভ্য নির্বাচনের জন্য ভোট অথবা মিউনিসিপ্যাল কমিশনারদিগের নির্বাচনের জন্য ভোট অথবা ইন্‌করপোরেটেড কোম্পানী বা বডি করপোরেটের সভ্যদিগের কোন মিটিং-এ ভোট প্রদান, কোন স্থানীয় প্রতিষ্ঠানের মিটিং-এর জন্য ভোট অথবা যে কোন প্রকার প্রতিষ্ঠানের প্রোপ্রাইটর, সভ্য বা দাতাগণের

নিদর্শনপত্রের নাম	উপযুক্ত ষ্ট্যাম্প মাশুল
মিটিং-এর জন্য ভোট প্রদান এইরূপ প্রতিনিধি-পত্র মারফত ভিন্ন ব্যক্তির দ্বারা করা যাইতে পারে। (সারচার্জ লাগে না)	
আর্টি. ৫৩—রসীদপত্র: (২০ টাকার অধিক অর্থ বা ২০ টাকার অধিক মূল্যের সম্পত্তির জন্য)	১০ পয়সা

রেহাই

কয়েকটি ক্ষেত্রে রসীদে ষ্ট্যাম্প মাশুল দিতে হয় না; বিস্তৃত বিবরণের জন্য ষ্ট্যাম্প আইনের অন্তর্গত সিডিউলস্থ আর্টিকেল ৫৩-এর 'রেহাই' অংশ পাঠ করুন; নিম্নে সেইগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ সন্নিবেশিত হইয়াছে মাত্র—

(এ) যে নিদর্শনপত্র যথাযথ ষ্ট্যাম্পযুক্ত অথবা ষ্ট্যাম্প আইনের ৩-ধারা অনুসারে সরকারের পক্ষে সম্পাদিত যে নিদর্শনপত্রে ষ্ট্যাম্প দিতে হয় না বা চাহিবামাত্র প্রদেয় চেক বা হুণ্ডি ইত্যাদিতে যে রসীদ লিখিত থাকে তাহাতে কোন মাশুল দিতে হয় না।

(বি) পণ হিসাবে নহে এমন যে টাকা প্রদান করা হয় সেই টাকার জন্য লিখিত রসীদপত্রে মাশুল দিতে হয় না।

(সি) সরকারী রেভিনিউ-এ অ্যাসেসকৃত জমির খাজনা চাষীর দ্বারা প্রদানকালে যে রসীদ দেওয়া হয় তাহাতে ষ্ট্যাম্প মাশুল দিতে হয় না। ১৯৫৬ সালের ১লা নভেম্বরের পূর্বে মাদ্রাজ, বোম্বাই এবং অন্ধ্র রাজ্যে ইনাম জমি নামে পরিচিত জমির খাজনার রসীদে ষ্ট্যাম্প মাশুল দিতে হইবে না।

(ডি) নন্-কমিশন্ড্ বা পেটী অফিসার, সৈনিক, নাবিক বা বৈমানিকগণ বা অশ্বারোহী পুলিস কনস্টেবলবর্গ পদাধিকারী থাকাকালে যে বেতন ও ভাতা গ্রহণ করিয়া রসীদ প্রদান করেন তাহাতে কোন মাশুল দিতে হয় না।

(ই) নন্-কমিশন্ড্ বা পেটী অফিসার, সৈনিক, নাবিক বা বৈমানিকগণ কর্মরত থাকাকালীন ফ্যামিলি সার্টিফিকেটের গ্রাহকরূপে যে রসীদ প্রদান করেন তাহাতে ষ্ট্যাম্প মাশুল দিতে হয় না।

(এফ্) অবিশেষিত (নন্-কমিশন্ড্) বা পেটী আধিকারিক, সৈনিক, নাবিক বা বৈমানিকগণ অপর কোন সরকারী পদে অধিষ্ঠিত না থাকিয়া যে পেনসন বা ভাতা গ্রহণ করেন তাহার রসীদে কোন ষ্ট্যাম্প দিতে হয় না।

(জি) জামিনদার বা হেডম্যান ভূমি-রাজস্ব বা কর আদায় করিয়া যে রসীদ প্রদান করেন তাহাতে ষ্ট্যাম্প মাশুল দিতে হয় না।

(এইচ্) ব্যাংকারের নিকট গচ্ছিত টাকা বা টাকার জন্য সিকিউরিটির হিসাব প্রদানের জন্য যে রসীদ দেওয়া হয় তাহাতে কোন ষ্ট্যাম্প মাশুল দিতে হয় না। অবশ্য শর্ত এই যে, উক্ত টাকা বা সিকিউরিটি কেবলমাত্র, যে ব্যক্তির নিকট হিসাব দিবার কথা সেই ব্যক্তি ভিন্ন অপর কেহ উহা পাইবে না। তবে নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে রসীদে ষ্ট্যাম্প মাশুল প্রদান মকুব করা হয় নাই; যেমন, শেয়ারের লেটার অব্ অ্যালট্মেন্টের জন্য প্রদত্ত টাকার রসীদে ষ্ট্যাম্প মাশুল দিতে হইবে। ইন্‌করপোরেটেড কোম্পানী, বডি করপোরেট এবং অনুরূপ ভাবী প্রতিষ্ঠানের শেয়ার বা স্ক্রীপের জন্য প্রদত্ত রসীদে ষ্ট্যাম্প মাশুল দিতে হইবে। যে ডিবেন্চার মার্কেটযোগ্য সিকিউরিটি হইবে তাহার জন্য প্রদত্ত রসীদে ষ্ট্যাম্প মাশুল দিতে হইবে। (সারচার্জ লাগে না)

নিদর্শনপত্রের নাম	উপযুক্ত ষ্ট্যাম্প মাশুল
আর্টি. ৫৪—পুনঃসমর্পণপত্র বা রিকন্‌ভেয়ান্স: (বন্ধকী সম্পত্তি ফেরত দিবার সময় এই প্রকার দলিল দ্বারা ফেরত দিতে হয়।)	
(এ) যে মূল্যের বিনিময়ে সম্পত্তি মর্টগেজ দেওয়া হইয়াছিল তাহা ১০০০ টাকার অনধিক হইলে	কন্‌ভেয়ান্সের ন্যায় ২৩-আর্টিকেল অনুসারে মূল্যের উপর ষ্ট্যাম্প মাশুল দিতে হইবে।
(বি) অন্যান্য ক্ষেত্রে	৫০·০০ + সারচার্জ ১০·০০ = ৬০·০০
দ্রষ্টব্য: পুনঃসমর্পণপত্রে সারচার্জ দিতে হয়।	
আর্টি. ৫৫—না-দাবি বা রিলিজ: (এইরূপ দলিলের মারফত কোন ব্যক্তি অপর ব্যক্তির উপর বা কোন নির্দিষ্ট সম্পত্তিতে যে তাঁহার কোন দাবি দাওয়া নাই তাহা স্বীকার করেন।)	
(এ) যদি দাবির মূল্য ১০০০ টাকার অনধিক হয়	বণ্ডের ন্যায় ১৫নং আর্টিকেল অনুসারে ষ্ট্যাম্প দিতে হইবে।
(বি) অন্যান্য ক্ষেত্রে (সারচার্জ দিতে হয় না)	৩০ টাকা
আর্টি. ৫৬—রেসপন্‌ডেনসিয়া বণ্ড: (জাহাজের মালের উপর যে ঋণ লওয়া হয়	বটমরী বণ্ডের ন্যায় ১৬নং আর্টিকেল অনুসারে ঋণের টাকার

নিদর্শনপত্রের নাম	উপযুক্ত ষ্ট্যাম্প মাশুল
তাহা এই আর্টিকেল অনুসারে ষ্ট্যাম্প মাশুল দিতে হয়।) (সারচার্জ দিতে হয় না।)	উপর ষ্ট্যাম্প মাশুল দিতে হয়।

আর্টি. ৫৭—জামিননামা বা সিকিউরিটি বণ্ড বা মর্টগেজ ঃ এইরূপ দলিল নিম্নলিখিত কারণে সম্পাদন করা হয়—যথা, কোন দায়িত্ব বা লায়াবিলিটি সুসম্পন্ন করিবার জন্য সিকিউরিটিস্বরূপে এইরূপ দলিল সম্পাদন করা যাইতে পারে ; কোন অফিসের কার্য সুসম্পন্ন করিবার জন্য এইরূপ দলিল সম্পাদন করা যাইতে পারে বা কোন অফিসে কাজ করিবার কালে টাকা-কড়ি বা অন্যান্য সম্পত্তি যাহা প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহার জবাবদিহি করিবার জন্য এইরূপ দলিল সম্পাদন করা যাইতে পারে ; অথবা কোন চুক্তি অনুসারে যাহাতে কোন কাজ যথাযথভাবে সম্পন্ন হয় তাহার জন্য জামিনদার এইরূপ দলিল সম্পাদন করিতে পারেন।

(এ) যে ক্ষেত্রে ১০০০ টাকার অনধিক টাকা সিকিওর করা হয় সেখানে	বণ্ডের ন্যায় ১৫নং আর্টিকেল অনুসারে ষ্ট্যাম্প মাশুল দিতে হইবে।
(বি) অন্যান্য ক্ষেত্রে (সারচার্জ দিতে হয় না)	৩০ টাকা

রেহাই

(এ) ১৮৭৬ সালের বাংলা সেচ আইনের ৯৯-ধারা অনুসারে রচিত নিয়মাবলীর অধীনে নিযুক্ত হেডম্যান তাঁহার কার্য সুসম্পন্ন করিবার জন্য যে বণ্ড বা অপর কোন নিদর্শনপত্র সম্পাদন করেন তাহাতে ষ্ট্যাম্প মাশুল দিতে হয় না।

(বি) কোন ব্যক্তি যদি কোন বণ্ড সম্পাদন করিয়া এই মর্মে নিশ্চয়তা প্রদান করেন যে দাতব্য চিকিৎসালয়, হাসপাতাল বা জনকল্যাণমূলক অপর কোন প্রতিষ্ঠান বাবদ স্থানীয় ব্যক্তির নিকট হইতে গৃহীত চাদা প্রতিমাসে নির্দিষ্ট পরিমাণের কম অর্থ হইবে না তবে সেইরূপ বণ্ডে কোন ষ্ট্যাম্প মাশুল দিতে হইবে না।

(সি) ১৮৮৩ সালের ভূমি সংস্কার আইন অথবা ১৮৮৪ সালের কৃষি ঋণদান আইনের অধীনে ঋণ বা টাকা অগ্রিম লইয়া ঋণগ্রহণকারীর দ্বারা বা ঋণগ্রহণকারীর

জামিনদারদিগের দ্বারা ঋণ পরিশোধ করিবার সিকিউরিটিস্বরূপে যে বণ্ড সম্পাদিত হয় তাহাতে ষ্ট্যাম্প মাশুল দিতে হয় না।

(ডি) অফিসের কাজ যথাযথ সুসম্পন্ন করিবার অঙ্গীকারে বা অফিসের কার্য সম্পাদনকালে যে অর্থ প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহার হিসাব প্রদানের অঙ্গীকারে সরকারী কর্মচারীরা বা তাঁহাদের জামিনদার যে বণ্ড সম্পাদন করেন তাহাতে ষ্ট্যাম্প মাশুল দিতে হয় না।

নিদর্শনপত্রের নাম	উপযুক্ত ষ্ট্যাম্প মাশুল
আর্টি. ৫৮ [এ]—নিরূপণপত্র (সেটেলমেণ্ট): (কোন যৌতুক-পত্রেও এইরূপ ষ্ট্যাম্প দিতে হইবে।)	বটমরী বণ্ডের ন্যায় ১৮নং আর্টিকেল অনুসারে ষ্ট্যাম্প মাশুল দিতে হয়, যত টাকা মূল্যের সম্পত্তি নিরূপিত হইল তাহার উপর ষ্ট্যাম্প মাশুল দিতে হইবে। অবশ্য শর্ত এই যে, নিরূপণ সংক্রান্ত কোন চুক্তিপত্রে যদি নিরূপণপত্রের ষ্ট্যাম্প মাশুল দেওয়া হইয়া থাকে তবে উক্ত চুক্তিপত্রের শর্তানুসারে পরবর্তী কালে যে নিরূপণপত্র সম্পাদিত হয় তাহাতে ৫.০০ টাকার অধিক ষ্ট্যাম্প মাশুল দিতে হইবে না।

রেহাই: মুসলমানদিগের বিবাহ উপলক্ষে যে যৌতুকপত্র বা কাবিননামা সম্পাদিত হয় তাহাতে ষ্ট্যাম্প মাশুল দিতে হয় না, বিবাহের পূর্বে বা পরে যখনই হউক না কেন বিবাহের যৌতুকঘটিত কাবিননামায় ষ্ট্যাম্প রুসুম দিতে হয় না।

নিদর্শনপত্রের নাম	উপযুক্ত ষ্ট্যাম্প মাশুল
আর্টি. ৫৮—[বি]—নিরূপণপত্র রহিতকরণ:	বটমরী বণ্ডের ন্যায় ১৮নং আর্টিকেল অনুসারে যত টাকা মূল্যের কথা রহিত-করণপত্রে উল্লেখ করা হইয়াছে সেই টাকার উপর ষ্ট্যাম্প মাশুল দিতে হইবে। অবশ্য শর্ত এই যে, রহিতকরণপত্রে ৩০.০০ টাকা + সারচার্জ ৬.০০ = ৩৬.০০ টাকার অধিক ষ্ট্যাম্প কোন ক্ষেত্রেই দিতে হইবে না, অর্থাৎ নিরূপণপত্রের রহিত-করণপত্রে সর্বোচ্চ ষ্ট্যাম্প ৩৬ টাকার অধিক হইবে না।

দ্রষ্টব্য ঃ নিরূপণপত্রে এবং নিরূপণপত্রের রহিতকরণপত্রে সারচার্জ দিবার বিধান আছে ; যেহেতু বটমূরী বণ্ডের ন্যায় ষ্ট্যাম্প দিতে হয় সেহেতু ধার্য মূল্যের উপর ষ্ট্যাম্প মাশুল নির্ণয় করিয়া তাহার ১/৫ অংশ সারচার্জ গণ্য করিয়া উক্ত সারচার্জ সহ ষ্ট্যাম্প মাশুল সাব্যস্ত করিতে হইবে। সুবিধার জন্য সারচার্জ সহ আর্টিকেল-১৬ অনুসারে কিরূপ ষ্ট্যাম্প দিতে হইবে তাহা পরিশেষে দেখান হইয়াছে।

নিদর্শনপত্রের নাম	উপযুক্ত ষ্ট্যাম্প মাশুল
আর্টি. ৫৯—শেয়ার ওয়ারেন্ট ঃ (১৯৫৬ সালের কোম্পানী আইনের অধীনে বিয়ারার-দিগকে ইস্যু করা হয়।	ওয়ারেন্ট লিখিত শেয়ার মূল্যের উপর ২৩নং আর্টিকেলে বর্ণিত ষ্ট্যাম্প মাশুলের দেড়গুণ ষ্ট্যাম্প দিতে হইবে।

রেহাই ঃ ১৯৫৬ সালের কোম্পানী আইনের ১১৪-ধারা অনুসারে ইস্যুকৃত শেয়ার ওয়ারেন্টে [ইহা কার্যকরী হইবে তখন যখন ষ্ট্যাম্প রাজস্বের কালেক্টারকে মাশুলের কম্পোজিসান স্বরূপে মূলধনে নির্দিষ্ট অংশ (সম্পূর্ণ সাবস্ক্রাইবড্ ক্যাপিটালের ১½ শতাংশ) বিস্তৃত বিবরণের জন্য ষ্ট্যাম্প আইনের এই আর্টিকেল দেখুন] ষ্ট্যাম্প দিতে হয় না। (সারচার্জ দিতে হয় না)

নিদর্শনপত্রের নাম	উপযুক্ত ষ্ট্যাম্প মাশুল
আর্টি. ৬০—শিপিং অর্ডার ঃ (জাহাজের মালপত্র স্থানান্তরকরণের জন্য যে নিদর্শনপত্র রচিত হয় তাহাতে ৬০-আর্টিকেল অনুসারে মাশুল দিতে হয়। সারচার্জ লাগে না।)	২০ পয়সা
আর্টি. ৬১—ইস্তফানামা বা সারেন্ডার অব্ লীজ ঃ	
(এ) মূল লীজে মাশুল ৭·৫০-এর অধিক না হইলে	মূল লীজে যত টাকার ষ্ট্যাম্প মাশুল প্রদান করা আছে তাহার ইস্তফানামাতেও তত টাকার ষ্ট্যাম্প মাশুল দিতে হইবে।
(বি) অন্যান্য ক্ষেত্রে	১০·০০

রেহাই ঃ যে সকল লীজে ষ্ট্যাম্প মাশুল দিতে হয় না, সেই সকল লীজের ইস্তফানামায় ষ্ট্যাম্প মাশুল দিতে হয় না।

নিদর্শনপত্রের নাম	উপযুক্ত ষ্ট্যাম্প মাশুল
আর্টি. ৬২—হস্তান্তরপত্র বা ট্রান্সফার ঃ (মূল্য লইয়া হস্তান্তর হইতে পারে বা মূল্য না লইয়াও হস্তান্তর হইতে পারে।)	

নিদর্শনপত্রের নাম	উপযুক্ত ষ্ট্যাম্প মাশুল
(এ) কোন নিগমিত কোম্পানী বা কোন নিগমবদ্ধ নিকায়ের হস্তান্তর হইলে	শেয়ার মূল্যের প্রতি একশত টাকা বা তাহার অংশের জন্য ৫০ পয়সা ষ্ট্যাম্প মাশুল দিতে হইবে+সারচার্জ
(বি) ৮-ধারায় বর্ণিত ডিবেন্চার ব্যতীত অপরাপর ডিবেন্চার যাহা বাজারে সিকিউরিটি স্বরূপে গ্রাহ্য এবং যাহাতে ষ্ট্যাম্প মাশুল প্রদেয় হইতে পারে বা না হইতেও পারে সেই সকল ডিবেন্চারের জন্য	ডিবেন্চারের মূল্যের প্রতি ১০০ টাকা বা অংশের জন্য ৫০ পয়সা+সারচার্জ
(সি) বণ্ড, মর্টগেজ (৪০-আর্টিকেল অনুসারে যে সকল মর্টগেজে ষ্ট্যাম্প মাশুল দিতে হয় সেই সকল মর্টগেজ) অথবা বীমাপত্র দ্বারা রক্ষিত কোন স্বত্ব স্বার্থের (ইন্টারেস্ট) হস্তান্তরপত্র হইলে—	
(i) যদি উক্তরূপ বণ্ড, মর্টগেজ বা বীমা-পত্রে প্রদত্ত ষ্ট্যাম্প মাশুল পাঁচ টাকার অধিক না হয় তাহা হইলে	মূল বণ্ড, মর্টগেজ বা বীমাপত্রে যে ষ্ট্যাম্প মাশুল প্রদান করা হইয়াছে এখানেও সেই ষ্ট্যাম্প মাশুল দিতে হইবে + সারচার্জ
(ii) অন্যান্য ক্ষেত্রে	১৫ টাকা + সারচার্জ
(ডি) ১৯১৩ সালের মহাপরিপালক আইনের ২৫-ধারায় বর্ণিত সম্পত্তির হস্তান্তর হইলে	২০ টাকা + সারচার্জ
(ই) কোন ট্রাস্টীর নিকট হইতে অন্য ট্রাস্টীকে বা স্বত্বভোগীকে (বেনিফিসিয়ারী) বিনামূল্যে কোন ট্রাস্ট সম্পত্তি হস্তান্তর করা হইলে	দশ টাকা অথবা তাহা অপেক্ষা কম মাশুল যাহা এই আর্টিকেলের (এ) হইতে (সি) পর্যন্ত খণ্ডে প্রদানযোগ্য।

আর্টিকেল ৬২তে সারচার্জ দিবার বিধান আছে।

রেহাই : পৃষ্ঠলিপিক্রমে হস্তান্তর পত্র—

(এ) বিল অব্ এক্স্চেন্জ, চেক অথবা প্রমিসরি নোটের ;

(বি) বিল অব্ লেডিং, ডেলিভারি দিবার আদেশপত্র মাল প্রাপ্তির ওয়ারেন্ট বা মালের অধিকারসূচক অন্য বাণিজ্য দলিলের ;

(সি) বীমাপত্রের ;

(ডি) ভারত সরকারের সিকিউরিটিসের

নিদর্শনপত্রের নাম	উপযুক্ত ষ্ট্যাম্প মাশুল
আর্টি. ৬৩—লীজের হস্তান্তরপত্র ঃ (এই হস্তান্তর স্বত্বনিয়োগের দ্বারা সম্পন্ন হয়—সাব-লীজ বা আণ্ডার লীজের দ্বারা সম্পন্ন হয় না।) দ্রঃ—দর-ইজারা বা সাবলীজ একপ্রকার লীজ মাত্র।	কনভেয়ান্সে যেমন আর্টিকেল-২৩ অনুসারে ষ্ট্যাম্প মাশুল দিতে হয় এক্ষেত্রেও সেইরূপ লীজ হস্তান্তরের মূল্যের উপর ষ্ট্যাম্প মাশুল দিতে হইবে।

রেহাই ঃ যে লীজে ষ্ট্যাম্প মাশুল দিতে হয় না, সেই লীজ হস্তান্তরের সময়েও কোন ষ্ট্যাম্প মাশুল দিতে হয় না।

দ্রষ্টব্য ঃ লীজের হস্তান্তরপত্রে সারচার্জ লইবার বিধান আছে ; সুতরাং সারচার্জ যোগ করিয়া ষ্ট্যাম্প মাশুল সাব্যস্ত হইবে। অবশ্য ২৩নং আর্টিকেলে সারচার্জ যোগ করিয়া ষ্ট্যাম্প মাশুল কত হইবে তাহা দেখান আছে ; সুতরাং ২৩নং আর্টিকেল দেখিলেই ষ্ট্যাম্প মাশুল জানা যাইবে।

নিদর্শনপত্রের নাম	উপযুক্ত ষ্ট্যাম্প মাশুল
আর্টি. ৬৪—ন্যাস বা ট্রাস্ট ঃ	
(এ) ট্রাস্টের ঘোষণা বা নির্দেশপত্র (ইহা সম্পত্তি সম্পর্কে লিখিত হয় ; কিন্তু এমনভাবে লিখিত হয় যে, তাহা যেন উইলরূপে গণ্য না হয়।)	১৬নং আর্টিকেল অনুসারে বটম্রী বণ্ডের ন্যায় নিদর্শনপত্রে লিখিত সম্পত্তির ধার্য মূল্যের উপর এক্ষেত্রে ষ্ট্যাম্প মাশুল দিতে হয়। অবশ্য মাশুল পঁচিশ টাকার অধিক কখনো হইবে না।
(বি) ট্রাস্টের রহিতকরণপত্র (ইহা সম্পত্তি সম্পর্কে লিখিত হয় ; কিন্তু এমনভাবে লিখিত হইবে যেন তাহা উইলরূপে গণ্য না হয়।) সারচার্জ দিতে হয় না।	১৬নং আর্টিকেল অনুসারে বটম্রী বণ্ডের ন্যায় সম্পত্তির মূল্যের উপর ষ্ট্যাম্প দিতে হইবে ; অবশ্য কখনো ২৫ টাকার অধিক হইবে না।
আর্টি. ৬৫—মালের প্রমাণপত্র ঃ যে ব্যক্তির নাম নিদর্শনপত্রে লিখিত থাকে ; সেই ব্যক্তির স্বত্ব সম্পর্কে এই প্রমাণপত্রে লিখিত থাকে ; ইহা ডক, অয়ার হাউস	১ টাকা

নিদর্শনপত্রের নাম	উপযুক্ত ষ্ট্যাম্প মাশুল
ইত্যাদিতে রক্ষিত মালের সম্পর্কে লিখিত হয়। সারচার্জ দিতে হয় না।	

১৯৬৪ সালের ষ্ট্যাম্প সংশোধন আইনে নিম্নলিখিত আর্টিকেলের অন্তর্গত দলিলাদিতে সারচার্জরূপে অতিরিক্ত ষ্ট্যাম্প মাশুল লইবার বিধান আছে; যে যে আর্টিকেলে সারচার্জ দিতে হইবে তাহা প্রয়োজনীয় আর্টিকেলের নিচে দ্রষ্টব্য অংশে লিখিত হইয়াছে। যত ষ্ট্যাম্প মাশুল সাধারণতঃ প্রদেয় হইবে তাহার ১/৫ অংশ সারচার্জ ধরিতে হইবে; যদি সারচার্জ পাঁচের গুণিতক না হয় তবে সারচার্জের পরিমাণ বাড়াইয়া পাঁচের গুণিতক করিয়া লইতে হইবে; প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, ১৯৬৪ সালের সংশোধন আইনে এরূপ নির্দেশ আছে যে ষ্ট্যাম্প মাশুলের পরিমাণ যেন সর্বক্ষেত্রে—সারচার্জ লাগুক বা না লাগুক—পাঁচের গুণিতক হয়।

সুবিধার জন্য সারচার্জ প্রদেয় আর্টিকেলগুলির নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল—

আর্টিকেল ১৮—বিক্রয়ের প্রমাণপত্র; আর্টিকেল ২৩—কন্‌ভেয়ান্স বা সমর্পণপত্র; আর্টিকেল ৩১—বিনিময়পত্র; আর্টিকেল ৩২—ফারদার চার্জ; আর্টিকেল ৩৩—দানপত্র; আর্টিকেল ৩৫—লীজ; আর্টিকেল ৪০—মর্টগেজ; আর্টিকেল ৫৪—পুনঃ-সমর্পণপত্র; আর্টিকেল ৫৮—নিরূপণপত্র, আর্টিকেল ৬২—হস্তান্তরপত্র: আর্টিকেল ৬৩—লীজের হস্তান্তরপত্র। উপরিউক্ত নিদর্শনপত্রগুলির অনেকগুলিতেই ষ্ট্যাম্প ক্বসুম ১৫নং বা ১৬নং আর্টিকেল অনুসারে দিতে হয়। সুবিধার জন্য উক্ত আর্টিকেল-দ্বয়ে সারচার্জসহ ষ্ট্যাম্প মাশুল কত হইবে তাহা প্রদর্শিত হইল—

সারচার্জসহ আর্টিকেল ১৫ ও ১৬

নিদর্শনপত্রের নাম	উপযুক্ত ষ্ট্যাম্প মাশুল
আর্টিকেল ১৫ + সারচার্জ মুল্য	
১০ টাকার অনধিক হইলে	০·২০ + সারচার্জ ০·০৫ = ০·২৫
১০ টাকার অধিক কিন্তু ৫০ টাকার অনধিক হইলে	০·৫০ + সারচার্জ ০·১০ = ০·৬০
৫০ টাকার অধিক কিন্তু ১০০ টাকার অনধিক হইলে	১·০০ + সারচার্জ ০·২০ = ১·২০
১০০ টাকার অধিক কিন্তু ২০০ টাকার অনধিক হইলে	২·০০ + সারচার্জ ০·৪০ = ২·৪০

নিদর্শনপত্রের নাম	উপযুক্ত ষ্ট্যাম্প মাশুল
২০০ টাকার অধিক কিন্তু ৩০০ টাকার অনধিক হইলে	৪.৫০ + সারচার্জ ০.৯০ = ৫.৪০
৩০০ টাকার অধিক কিন্তু ৪০০ টাকার অনধিক হইলে	৭.০০ + সারচার্জ ১.৪০ = ৮.৪০
৪০০ টাকার অধিক কিন্তু ৫০০ টাকার অনধিক হইলে	১০.০০ + সারচার্জ ২.০০ = ১২.০০
৫০০ টাকার অধিক কিন্তু ৬০০ টাকার অনধিক হইলে	১৩.০০ + সারচার্জ ২.৬০ = ১৫.৬০
৬০০ টাকার অধিক কিন্তু ৭০০ টাকার অনধিক হইলে	১৬.০০ + সারচার্জ ৩.২০ = ১৯.২০
৭০০ টাকার অধিক কিন্তু ৮০০ টাকার অনধিক হইলে	১৯.০০ + সারচার্জ ৩.৮০ = ২২.৮০
৮০০ টাকার অধিক কিন্তু ৯০০ টাকার অনধিক হইলে	২১.০০ + সারচার্জ ৪.২০ = ২৫.২০
৯০০ টাকার অধিক কিন্তু ১০০০ টাকার অনধিক হইলে	২৪.০০ + সারচার্জ ৪.৮০ = ২৮.৮০
এবং ১০০০ টাকার অধিক প্রতি ৫০০ টাকা বা তাহার অংশের জন্য	১২.০০ + সারচার্জ ২.৪০ = ১৪.৪০

আর্টিকেল ১৬ + সারচার্জ ঃ

মূল্য ৫০ টাকার অনধিক হইলে	১.৫০ + সারচার্জ ০.৩০ = ১.৮০
৫০ টাকার অধিক কিন্তু ১০০ টাকার অনধিক হইলে	৩.০০ + সারচার্জ ০.৬০ = ৩.৬০
১০০ টাকার অধিক কিন্তু ২০০ টাকার অনধিক হইলে	৬.০০ + সারচার্জ ১.২০ = ৭.২০
২০০ টাকার অধিক কিন্তু ৩০০ টাকার অনধিক হইলে	৯.০০ + সারচার্জ ১.৮০ = ১০.৮০
৩০০ টাকার অধিক কিন্তু ৪০০ টাকার অনধিক হইলে	১২.০০ + সারচার্জ ২.৪০ = ১৪.৪০
৪০০ টাকার অধিক কিন্তু ৫০০ টাকার অনধিক হইলে	১৫.০০ + সারচার্জ ৩.০০ = ১৮.০০

নিদর্শনপত্রের নাম	উপযুক্ত ষ্ট্যাম্প মাশুল
৫০০ টাকার অধিক কিন্তু ৬০০ টাকার অনধিক হইলে	১৮·০০ + সারচার্জ ৩·৬০ = ২১·৬০
৬০০ টাকার অধিক কিন্তু ৭০০ টাকার অনধিক হইলে	২১·০০ + সারচার্জ ৪·২০ = ২৫·২০
৭০০ টাকার অধিক কিন্তু ৮০০ টাকার অনধিক হইলে	২৪·০০ + সারচার্জ ৪·৮০ = ২৮·৮০
৮০০ টাকার অধিক কিন্তু ৯০০ টাকার অনধিক হইলে	২৭·০০ + সারচার্জ ৫·৪০ = ৩২·৪০
৯০০ টাকার অধিক কিন্তু ১০০০ টাকার অনধিক হইলে	৩০·০০ + সারচার্জ ৬·০০ = ৩৬·০০
১০০০ টাকার অতিরিক্ত প্রতি ৫০০ টাকা বা তাহার অংশের জন্য	১৫·০০ + সারচার্জ ৩·০০ = ১৮·০০

*দ্রষ্টব্য : ২০ পয়সার ১/৫ অংশ = ২০ × ১/৫ = ৪ পয়সা ; কিন্তু চার পয়সা পাঁচের গুণিতক নহে বলিয়া সারচার্জ ০·০৫ পয়সা ধরা হইয়াছে ; এইরূপই বিধান।

ষ্ট্যাম্প শুল্ক প্রদান হইতে মুক্তি

পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রকাশিত (১৯৮০ সংস্করণ) ষ্ট্যাম্প ম্যানুয়াল হইতে সংক্ষেপিত আকারে প্রদত্ত হইল।

১। জমির দখলকারী এবং সরকারের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ লীজে ষ্ট্যাম্প মাশুল দিতে হয় না এই শর্তে যে উক্ত লীজে ফাইন অথবা প্রিমিয়াম প্রদানের কোন প্রকার উল্লেখ থাকিবে না।

২। ভূমি উন্নয়ন ঋণ আইন, ১৮৮৩ (১৮৮৩ এর ১১) অথবা কৃষক ঋণ আইন, ১৮৮৪ (১৮৮৪ এর ১২) এর অধীনে রচিত ঋণ পরিশোধ সংক্রান্ত নিদর্শনপত্রে ষ্ট্যাম্প মাশুল দিতে হয় না।

৩। কৃষক ঋণদান আইন ১৮৮৪ (১৮৮৪ এর ১২) এর অধীনে সরকারের নিকট ২০ টাকার অধিক অগ্রিম গ্রহণের জন্য রসীদে ষ্ট্যাম্প দিতে হয় না।

৪। সরকারের জন্য পপি (আফিম বা পোস্ত) চাষের জন্য দলিলের জামিনদার টাকা অগ্রিম লইবার জন্য যে তমসুক সম্পাদন করেন, সেই তমসুকে ষ্ট্যাম্প শুল্ক লাগে না।

৫। কোন চাষী অথবা দালাল পপি চাষের জন্য যে চুক্তিপত্র করেন তাহাতে ষ্ট্যাম্প শুল্ক লাগে না।

৬। সরকারের জন্য পপি চাষের জন্য চাষী স্বয়ং অগ্রিম টাকা না লইয়া অথবা স্বয়ং চুক্তি সম্পাদন না করিয়া উক্ত কার্য দালাল মারফত সম্পাদন করিতে চাহেন তবে উক্ত দালালকে প্রদত্ত মোক্তারনামায় ষ্ট্যাম্প মাশুল লাগিবে না।

৭। সরকারের জন্য পপি চাষ করিতে দালাল যখন অগ্রিম টাকা গ্রহণ করেন তখন তাঁহার জামিনদার মরটগেজের ন্যায় যে নিদর্শনপত্র সম্পাদন করেন তাহাতে ষ্ট্যাম্প দিতে হয় না।

৮। ভারতের কোন ফরেস্ট স্কুল বা কলেজে ভর্তি হইবার জন্য সাবরডিনেট ফরেস্ট সার্ভিস সংক্রান্ত রুলের নিয়মানুসারে যে চুক্তি বা সিকিউরিটি বণ্ড সম্পাদিত হয় তাহাতে ষ্ট্যাম্প মাশুল দিতে হয় না।

৯। সরকার দ্বারা গঠিত কোবালার ন্যায় নিদর্শনপত্র যাহাতে দণ্ডায়মান বৃক্ষ অথবা সরকারী জঙ্গলের অন্যান্য সম্পদের কথা থাকে এবং নিম্নলিখিত সংক্রান্ত নিদর্শনপত্রে ষ্ট্যাম্প মাশুল লাগিবে না :—

মাদ্রাজ, বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা, সেনট্রাল প্রভিন্স্ এবং আসামে

(i) ছাল, গৌণ সম্পদ সংগ্রহ সংক্রান্ত চুক্তি

(ii) গাছ কাটা ও সরান সংক্রান্ত চুক্তি

(iii) স্টক সংগ্রহ ও অপসারণ দ্বারা এলাকা পরিষ্কার করিবার দায়িত্ব সংক্রান্ত চুক্তি

(iv) সরকারী বিভাগ দ্বারা যে জ্বালানি কাঠ ও টিমবার কাটা হয় তাহা ক্রয় করিবার চুক্তি

(v) বৃক্ষ ইত্যাদি সম্পত্তির আয় ভোগ করিবার অধিকার সংক্রান্ত চুক্তি

(vi) জ্বালানি কাঠ অথবা টিমবার কাটা এবং ক্রয় সংক্রান্ত চুক্তি

(vii) চারণ সংক্রান্ত ইজারা

(viii) টিমবার কাটা এবং রূপান্তর সংক্রান্ত চুক্তি

(ix) পাহাড়ী আদিবাসী যে বন্য সম্পদ আনয়ন করে তাহার ক্রয় সংক্রান্ত চুক্তি

(x) সংরক্ষিত জঙ্গলে তংগ্য পদ্ধতিতে চাষ করিবার চুক্তি

(xi) সংরক্ষিত জঙ্গলে শিকার ইত্যাদির জন্য চুক্তি

১০। সরকার প্রদত্ত বৃত্তি ইত্যাদির জন্য নিদর্শনপত্রে মাশুল দিতে হয় না।

১১। সরকারী নির্দেশে মিলিটারী মেডিকেল ছাত্র, অ্যাসিস্ট্যাণ্ট অথবা সাব-অ্যাসিস্ট্যাণ্ট সার্জন অথবা মাদ্রাজস্থ ইনডিয়ান মেডিসিনের সরকারী স্কুলে মহিলা বৃত্তি ভোগী অথবা তাঁহাদের জামিনদার যে জামিননামা সম্পাদন করেন তাহাতে মাশুল দিতে হয় না।

১২। স্কুল এবং কলেজের গৃহ নির্মানের জন্য সরকারী অনুদান সংক্রান্ত যে ট্রাস্ট দলিল করা হয় তাহাতে বোম্বাই প্রেসিডেন্সী, পানজাব, বাংলা, বিহার, ওড়িষ্যা এবং

আসামে মাশুল লাগিবে; উক্ত অনুদান মূল্যের উপর বণ্ডে যেরূপ ষ্ট্যাম্প দিতে হয় তদ্রূপ অথবা ১৫ টাকা—যে মাশুল কম হইবে সেই মাশুল প্রদেয়।

১৩। ভারতীয় মেডিকেল সারভিসে সেনাবিভাগে লেফটেন্যান্ট হিসাবে যোগদানের জন্য ডাক্তার যে চুক্তিতে আবদ্ধ হন তাহাতে মাশুল লাগে না।

১৪। কোন কাজ অথবা চুক্তি সম্পন্ন করিবার অঙ্গীকারে কোন ব্যক্তি যখন পোস্ট অফিস সেভিংস ব্যাংকে টাকা জামিন স্বরূপ গচ্ছিত রাখেন এবং ঐ টাকা এবং সুদ তুলিবার জন্য বিশেষ শর্তাবলীর দ্বারা আবদ্ধ হওয়া সংক্রান্ত চিঠিতে মাশুল লাগে না।

১৫। আমানতকারী বা তাহার তরফে অন্য কেহ পোষ্ট অফিস সেভিংস ব্যাঙ্ক হইতে টাকা তুলিয়া যে রসীদ প্রদান করেন তাহাতে মাশুল দিতে হয় না।

১৬। পোস্টাল মনি অর্ডারের প্রাপক প্রাপ্তির জন্য যে স্বাক্ষর করেন তাহার জন্য মাশুল দিতে হয় না।

১৭। পোষ্ট অফিস ক্যাশ সারটিফিকেটের অর্থ প্রাপ্তি জনিত রসীদে মাশুল দিতে হয় না।

১৮। রেল অথবা স্টীমার টিকেট ক্রয় করিবার জন্য সরকার ভারতীয় ডাক ও তার কর্মীদের যে অগ্রিম টাকা প্রদান করিয়া থাকেন তাহার জন্য প্রদত্ত রসীদে মাশুল দিতে হয় না।

১৯। রেল কোম্পানী, স্টীমার কোম্পানীর সহিত মালপত্র চালানের জন্য যে চুক্তি করা হয় তাহাতে মাশুল দিতে হয় না।

২০। বিনা ভাড়ায় ভ্রমণের অনুমতিপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি রেল কর্তৃপক্ষ বা স্টীমার কোম্পানীকে দুর্ঘটনা বা ক্ষতিজনিত দাবী না করিবার শর্তে যে চুক্তিপত্র বা ক্ষতি-নিষ্কৃতি পত্র প্রদান করেন তাহাতে মাশুল লাগিবে না।

২১। তাজা মাছ, ফল, তরিতরকারি ইত্যাদি অর্ধেক পার্সেল রেট বা গুডস রেটে স্টীমারে বা রেলে আনয়ন করিবার জন্য গ্রহীতা রেল কর্তৃপক্ষ বা স্টীমার কোম্পানীকে যে চুক্তিপত্র বা ক্ষতিনিষ্কৃতিপত্র প্রদান করেন তাহাতে ষ্ট্যাম্প মাশুল দিতে হয় না।

২২। ভারতীয় রেল আইন, ১৮৯০ (৯, ১৮৯০) এর ৭২ (১) এবং (২) ধারা অনুসারে রেল কোম্পানী বা প্রশাসনের সহিত দায়িত্ব সীমিতকরণ সংক্রান্ত চুক্তিপত্রে মাশুল দিতে হয় না।

২৩। রেল কোম্পানী, প্রশাসন অথবা অন্তর্দেশীয় স্টীমার কোম্পানী যাত্রী, মালপত্র, পশু ইত্যাদি বহনের জন্য এবং আনুষঙ্গিক খরচের জন্য যে ভাড়া আদায় করেন সেই ভাড়া সংক্রান্ত রসীদে অথবা অতিরিক্ত ভাড়া ফিরত দিবার রসীদে মাশুল দিতে হয় না।

২৪। কোন রেল কোম্পানী, প্রশাসন অথবা অন্তর্দেশীয় স্টীমার কোম্পানী অপর কোন রেল কোম্পানী, প্রশাসন, অথবা অন্তর্দেশীয় স্টীমার কোম্পানী অথবা ট্রাম কোম্পানীর নিকট হইতে যাত্রী, মালপত্র প্রভৃতি বহনের জন্য ভাড়ার অংশ প্রাপ্তি স্বীকারে যে রসীদ প্রদান করেন তাহাতে মাশুল দিতে হয় না।

২৫। সাপ্লাই ও ট্রান্সপোর্ট কোং-এর কোন কনট্রাক্টর যে চুক্তিপত্র সম্পাদন করেন তাহাতে মাশুল দিতে হয় না।

২৬। কোন কনট্রাক্টর কোন সাপ্লাই ও ট্রান্সপোর্ট অফিসারের সহিত যে চুক্তিপত্র সম্পাদন করেন তাহাতে মাশুল দিতে হয় না।

২৭। কোন সাপ্লাই এবং ট্রান্সপোর্ট অফিসারের নিকট টেণ্ডার জমা দিবার চুক্তিপত্রে (যেখানে কনট্রাক্টরের জামিন সরকারী প্রমিসরি নোট বা নগদে গৃহীত হয়) মাশুল দিতে হয় না।

২৮। নিম্নলিখিত সরকারী বিভাগগুলির সহিত যে সকল নিদর্শনপত্র সম্পাদিত হয় তাহাতে মাশুল দিতে হয় না।

(ক) অর্ডিন্যানস ডিপার্টমেণ্ট বা

(খ) আর্মি ক্লোদিং ডিপার্টমেণ্ট বা

(গ) মিলিটারি ফর্মস ডিপার্টমেণ্ট বা

(ঘ) ওপিয়াম ডিপার্টমেণ্ট বা

(ঙ) বন বিভাগ বা

(চ) রেল বিভাগ বা

(ছ) পূর্ত বিভাগ

২৯। কনট্রাক্টরগণ উপরিউক্ত বিভাগগুলির সহিত কর্তব্য সম্পাদনের জন্য যে টাকা অথবা অন্য সিকিউরিটি জমা রাখেন সেই সকল চুক্তিপত্রে অথবা কনট্রাক্টরের মালপত্র সিকিউরিটি স্বরূপে রাখিয়া বিভাগগুলি হইতে অর্থ অগ্রিম লইবার চুক্তিপত্রে মাশুল প্রদান করিতে হয় না।

৩০। সরকারের সামরিক এবং বেসামরিক (সিভিল) সকল বিভাগে কর্মরত অফিসার তাঁহার নিজের ব্যবহারের জন্য বাড়ি তৈয়ারি, ক্রয় অথবা সংস্কারের জন্য যে অর্থ অগ্রিম গ্রহণ করেন, সেই ঋণ পরিশোধের জন্য যে মর্টগেজ দলিল প্রণীত হয় তাহাতে মাশুল দিতে হয় না।

৩১। ঋণ পরিশোধান্তে সরকার তাঁহার কর্মচারীর অনুকূলে যে রিকনভেয়ানস দলিল সম্পাদন করেন তাহাতে মাশুল দিতে হয় না।

৩২। প্রাইভেট ব্যাঙ্কে অথবা ফার্মে সেনাবাহিনীর ফাণ্ড জমা দিবার জন্য ভারতীয় সেনাবাহিনী সংক্রান্ত 'রেগুলেশন'-এর ২২-[এ]-অ্যাপেনডিকসে বর্ণিত ফর্ম

অনুসারে বর্ণিত চুক্তিপত্রের জন্য মাশুল মূল্যের উপর ন্যায় বণ্ডের ন্যায় হইবে; তবে শর্ত এই যে যদি উক্ত মাশুল পাঁচ টাকার অধিক হয়, তবে পাঁচ টাকা লইতে হইবে।

৩৩। সরকারী কর্মচারী মোটর গাড়ি, মোটর-বোট, মোটর সাইকেল, ঘোড়া, সাইকেল, টাইপরাইটার ক্রয়ের জন্য সরকারের নিকট হইতে অগ্রিম টাকা লইয়া যে চুক্তিপত্র বা মর্টগেজ দলিল সম্পাদন করেন তাহাতে মাশুল দিতে হয় না।

৩৪। সরকারী কর্মচারী তাঁহার ও পরিবারবর্গের গমনের জন্য যে অগ্রিম অর্থ সরকারের নিকট হইতে গ্রহণ করিয়া চুক্তিপত্র সম্পাদন করেন তাহাতে মাশুল দিতে হয় না।

৩৫। সেনাবাহিনীতে কাজ করিয়াছেন এমন মৃত নন-কমিশনড্ অফিসার বা সৈনিকের উত্তরাধিকারী সরকারের নিকট হইতে পেনসন অথব ভাতা প্রাপ্ত হইয়া যে রসীদ প্রদান করেন তাহাতে মাশুল দিতে হয় না।

৩৬। সামরিক নিয়মে কর্তব্যরত কোন অফিসার বা সৈনিক যখন অপর কোন ব্যক্তিকে দেওয়ানী প্রক্রিয়া সংহিতা, ১৯০৮-এর (১৯০৮-এর ৫নং আইন) অর্ডার ২৮-এর অন্তর্গত ১নং রুলে মামলার উদ্দেশ্যে লিখিত প্রাধিকার পত্র সম্পাদন করেন তখন উক্ত প্রাধিকার পত্রে মাশুল দিতে হয় না।

৩৭। ভারত সরকারের প্রমিসরি নোটের সুদ প্রদান সংক্রান্ত রসীদে মাশুল দিতে হয় না।

৩৮। সরকারী সিকিউরিটির যৌথ দাবিদারগণের যে কোন এক অথবা একাধিক জনকে সুদের পাওনা সংক্রান্ত ব্যাপারে ফয়সালা করিবার জন্য প্রাধিকার পত্র বা মোক্তারনামায় মাশুল দিতে হয় না।

৩৯। কোন প্রকার অর্থ গ্রহণ না করিয়া সরকার কোন ব্যক্তিকে ভূমি সনদ বা অন্যপ্রকার নিদর্শনপত্রমূলে জায়গীর প্রদান করিলে সেই নিদর্শনপত্রে মাশুল দিতে হয় না।

৪০। জনস্বার্থে কোন ব্যক্তি তাঁহার জমি যখন সরকারী জমির সহিত বিনিময় করেন তখন উক্ত বিনিময় সংক্রান্ত নিদর্শনপত্রে মাশুল দিতে হয় না।

৪১। ভারতে প্রচলিত কোন আইনে প্রাধিকৃত কর এবং অভিকর সংক্রান্ত মরগিজমূলে পৃষ্ঠলেখ দ্বারা হস্তান্তরে মাশুল দিতে হয় না।

৪২। চা, কফি, রবার, মরিচ, এলাচি, অথবা সিনকোনা দশ একরের কম নহে এমন জমিতে চাষের জন্য চুক্তিপত্রে অগ্রিম প্রদত্ত টাকার পরিমাণ ৫০ টাকার কম না হইলে মাশুল লাগিবে এক আনা। উক্ত সম্পত্তির মালিক এক বা একাধিক হইতে পারেন; উক্ত সম্পত্তি এক বা একাধিক অঞ্চলে অবস্থিত হইতে পারে; (কুর্গ এবং

আসাম ব্যতীত) ব্রিটিশ ভারত অথবা মহীশূরের যে কোন অঞ্চলে অবস্থিত হইতে পারে।

৪৩। বাংলার বাঁকুড়া জেলাতে ঘাটোয়াল সম্প্রদায়-এর মানুষ যে কবুলিয়ত সম্পাদন করেন তাহাতে মাশুল দিতে হইবে গড় বাৎসরিক খাজনার উপর।

৪৪। ভারতীয় কোম্পানী আইন ১৯১৩ (১৯১৩এর ৭) এর ৪১-ধারানুসারে যুক্তরাজ্যে নিবন্ধীকৃত শেয়ার হস্তান্তর সংক্রান্ত নিদর্শনপত্রে উক্ত দেশে প্রদেয় মাশুল প্রদান করা হইয়া থাকিলে ভারতে মাশুল প্রদান করিতে হইবে না।

৪৫। টাক অগ্রিম প্রদানের জন্য অস্থাবর সম্পত্তি বন্ধক সংক্রান্ত অপ্রামাণীকৃত নিদর্শনপত্রে মাশুল দিতে হয় না।

৪৬। নিবন্ধীকৃত সরকারী স্টক হস্তান্তর সংক্রান্ত নিদর্শনপত্রে মাশুল দিতে হয় না।

৪৭। ভারতীয় মাচেণ্ট শিপিং আইন, ১৯২৩ (২১নং, ১৯২৩)-এর ৪৮ ধারা মূলে প্রণী[illegible] দাবিপত্রে মাশুল দিতে হয় না।

৪৮। সেনট্রাল প্রভিনসের সমবায় সমিতির নিবন্ধকের সিদ্ধান্ত অথবা রোয়েদাদ এবং যে বিবাদে ভারতের কোন সমবায় সমিতি জড়িত সেই বিবাদের ব্যাপারে আরবিট্রেটরের রোয়েদাদ সংক্রান্ত নিদর্শনপত্রে মাশুল লাগে না।

৪৯। কমার্সিয়াল ক্যারিং কোম্পানী লিমিটেড যাত্রী, মালপত্র ইত্যাদির ভাড়া বাবদ যে রসীদ বা বিল অব লেডিং ইস্যু করেন তাহাতে মাশুল দিতে হয় না।

৫০। ওয়ার্কমেন্স কমপেনসেশন আইন, ১৯২৩ (৮নং, ১৯২৩) এর নির্দেশানুসারে নিয়োগকর্তা এবং কর্মচারীর মধ্যে ক্ষতিপূরণ প্রদান সংক্রান্ত যে চুক্তি সম্পাদিত হয় তাহাতে মাশুল দিতে হয় না।

*৫১। যে সকল মরগিজ দলিল সাহায্যকারী অথবা অতিরিক্ত জামিনস্বরূপ সম্পাদিত হয় তাহাতে নিম্নলিখিত হ্রস্বহারে মাশুল প্রদান করা যাইতে পারে—

বোম্বাই প্রেসিডেন্সীতে—২০ টাকা, মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীতে এবং পাঞ্জাবে—১৫ টাকা, বাংলা প্রেসিডেন্সী, সেনট্রাল প্রভিন্স, বিহার এবং ওড়িষ্যাতে—১০ টাকা; অবশ্য শর্ত এই যে মুখ্য জামিনপত্রে যে মাশুল প্রদান করা আছে তাহা উপরিউক্ত মাশুল অপেক্ষা অধিকতর।

৫২। যে প্রক্সী মাধ্যমে উত্তমর্ণদিগের মিটিং-এর কোন ব্যক্তিকে ভোট প্রদানের ক্ষমতা প্রদান করা হয় সেই নিদর্শনপত্রে ইনকরপোরেটেড কোম্পানীর মিটিংএ প্রক্সী সংক্রান্ত নিদর্শনপত্রে যেরূপ মাশুলের ব্যবস্থা আছে সেইপ্রকার মাশুল দিতে হইবে।

৫৩। উইল রহিতকরণ সংক্রান্ত নিদর্শনপত্রে মাশুল প্রদান করিতে হয় না।

৫৪। বোম্বাই পোর্ট ট্রাস্ট আইন ১৮৭৯ (৬নং, ১৮৭৯) এর ৩০ ধারার নির্দেশানুসারে বোম্বাই বন্দরের ট্রাস্টী ফোরশোর সিকিউরিটির রিনিউয়াল সংক্রান্ত নিদর্শনপত্রে মাশুল দিতে হয় না।

৫৫। ১৯৩১ এর রয়াল এয়ার ফোরস ইনস্ট্রাকশান নং ৫ এবং আনুষঙ্গিক নিয়মাবলী অনুসারে যে ক্ষতিনিষ্কৃতিপত্র সম্পাদিত হয় তাহাতে মাশুল লাগে না।

৫৬। এক সপ্তাহের কমে বাই-সাইকেল ভাড়া সংক্রান্ত নিদর্শনপত্রে মাশুল লাগে না।

৫৭। নিম্নলিখিত এলাকায় সম্পাদিত নিদর্শনপত্রে মাশুল লাগিবে না যদি উক্ত এলাকায় প্রচলিত ষ্ট্যাম্প আইনানুসারে শুল্ক প্রদান করা হইয়া থাকে :

আবু জেলা। মৌ সেনাবাস, সিভিল লাইন্সসহ সেনট্রাল ইণ্ডিয়া এজেন্সীস্থ নিমচ, বরোদা। ইনডোর রেজিসট্রেন্সী বাজার। সেনট্রাল ইণ্ডিয়া এবং রাজপুতনা এজেন্সীর অন্তর্গত রেলওয়ে জমি। হায়দ্রাবাদ 'রেসিডেন্ট'এর মাধ্যমে যে হায়দ্রাবাদস্থ জমি সরকারী দখলে আছে। বেবার। বাঙ্গালোরের সিভিল ও মিলিটারী স্টেশন।

*৫৮। কো-অপারেটিভ সমিতি অথবা উক্ত সমিতির সদস্যের দ্বারা সম্পাদিত বা তাঁহাদের অনুকূলে সম্পাদিত নিদর্শনপত্রের জন্য মাশুল দিতে হয় না (বিজ্ঞপ্তি নং ১৩৯৩ কো-অপ. ১৭. ৮. ১৯৫১)। অনুরূপ বিজ্ঞপ্তি নং ২০৩৩-কো. অপ/জি/৫পি—২৫/৭৮, ২২/৫/১৯৭৬ সালেও প্রকাশিত হয়। এই বিজ্ঞপ্তি দ্বারা সমিতি বা সমিতির সদস্যদ্বারা এবং সমিতির কাজে যে সকল দলিল করা হয় তাহাতে ষ্ট্যাম্প মাশুল ও রেজিস্ট্রেসন ফিস রেহাই করা হইয়াছে ; তবে শর্ত এই যে এইরূপ রেহাই প্রদান করা না থাকিলে সমিতি বা তাহার অফিসার বা সমিতি সদস্যকে প্রচলিত আইনে মাশুল ও ফিস প্রদান করিতে হইত।

*৫৯। কোন সরকারী কর্মচারী (সামরিক এবং বেসামরিক) গৃহনির্মাণের জন্য অগ্রিম অর্থগ্রহণহেতু যে চুক্তিপত্র বা জামিননামা সম্পাদন করেন তাহাতে মাশুল দিতে হয় না (নং ২৩৫৮ এফটি/২-ই—৪/৬৩ (ষ্ট্যাম্প) কলিকাতা ৬. ৬. ১৯৬৩)।

*৬০। সরকারী কর্মচারীর গৃহনির্মাণ সংক্রান্ত ঋণের ব্যাপারে যে মরগীজ বা রিকনভেয়ান্স দলিল হয় তাহাতে ষ্ট্যাম্প মাশুল লাগে না [নং ২৩৫৮/১(I/৮) এফ. টি.]।

*৬১। ধার হিসাবে টাকা অগ্রিম প্রদান করা হইয়াছে বা হইবে এমন ধার পরিশোধ অথবা বর্তমান বা ভবিষ্যৎ ঋণ পরিশোধ সম্পর্কে অস্থাবর সম্পত্তি জামিন রাখিয়া যে জামিননামা প্রণীত হয় তাহাতে মাশুল দিতে হয় না [নং ৪৫৬৬ এফ. টি./২-ই—১৬৩ (ষ্ট্যাম্পস) তারিখ কলিকাতা ২৮. ১১. ১৯৬৩]।

৬২। পশ্চিমবঙ্গ সেনট্রাল কো-অপারেটিভ ল্যাণ্ড মরগীজ ব্যাঙ্ক লিমিটেড প্রদত্ত ডিবেঞ্চারের (ঋণপত্র) হস্তান্তর পত্রে মাশুল লাগে না (নং ১৫৫৮ এফ. টি/২ই—৩/৬৬/ষ্ট্যাম্পস/তাং কলিকাতা ২৮. ৪. ১৯৬৬)।

৬৩। সরকারী চেস্ট (সিন্দুক) এর সংরক্ষণ কর্তা হিসাবে স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া যে ক্ষতিনিষ্কৃতিপত্র সম্পাদন করে তাহাতে মাশুল দিতে হয় না (নং ৪৯৯২ এফ. টি./২-ই—১১/৬৫/ষ্ট্যাম্প/তাং কলিকাতা ৪/৫ অক্টোবর ১৯৬৭)।

*৬৪। ব্যাঙ্ক যখন কোন কর্মচারীর এজেন্টরূপে উক্ত কর্মচারীর বেতন গ্রহণ করে, তখন কর্মচারীকে পৃথকভাবে কোন ষ্ট্যাম্পযুক্ত রসীদ প্রদান করিতে হয় না; ব্যাঙ্ক প্রাপ্তি স্বীকারে যে রসীদ প্রদান করে তাহাই যথেষ্ট (নং ৫২৮৪/৪৯/এফ. টি./তাং কলিকাতা ২৫. ৭. ১৯৭২)।

*৬৫। 'স্মল ফারমারস ডেভেলপমেণ্ট এজেন্সী' দ্বারা পরিচালিত 'কমিউনিটি ইরিগেশন স্কীম' পশ্চিমবঙ্গের যে কোন অঞ্চলে কার্যকরী করিবার জন্য অঞ্চল পঞ্চায়েত/নিবন্ধীকৃত সমিতি/সমবায় সমিতি/নিবন্ধীকৃত কৃষক সংগঠন স্টেট ব্যাঙ্ক/রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক/বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক/সমবায় ব্যাঙ্ক/ভূমি বন্ধক ব্যাঙ্ক/পশ্চিমবঙ্গ সরকার/পশ্চিমবঙ্গ কৃষি-শিল্প করপোরেশন লিমিটেড হইতে যে ঋণ গ্রহণ করে সেই ঋণ গ্রহণ সংক্রান্ত নিদর্শনপত্রে ষ্ট্যাম্প মাশুল দিতে হইবে না (নং ৫২৯৬ এফ. টি. তাং কলিকাতা ১৬. ১১. ৭৬)।

*৬৬। প্রাদেশিক সরকার ত্রাণ ও পুনর্বাসন কল্পে নিম্নলিখিত সম্প্রদায়কে যে ঋণ প্রদান করেন সেই ঋণ পরিশোধ সংক্রান্ত বণ্ড দলিলে ষ্ট্যাম্প ডিউটি দিতে হয় না: (১) উইভার—তাঁতি (২) সিল্ক রিলার ও রিয়ারার (৩) কুম্ভকার (৪) জেলে (৫) কাঁসারি (ব্রেজিয়ার) (৬) কর্মকার (৭) ছুতার (৮) মুচি (৯) কাগজ প্রস্তুতকারক (১০) বেতের ও বাঁশের ঝুড়ি প্রস্তুতকারক (১১) বোতাম প্রস্তুতকারক (১২) শাঁকের কারিগর (বাংলা সরকার, রেভিনিউ ডিপার্টমেণ্ট, অর্ডার নং ৪৬২, তাং ৮. ১. ১৯৪৫) [পুনর্বাসন শব্দ ব্যাপক অর্থে ধরিতে হইবে; ইহা উদ্বাস্তু পুনর্বাসন এইরূপ বিবেচনা করিলে ভুল হইবে]।

৬৭। বেঙ্গল ট্যাঙ্ক ইম্প্রুভমেণ্ট আইন, ১৯৩৯-এর ১৮ ধারা অনুসারে কালেক্টারের অনুকূলে যে লীজ দলিল (কবুলিয়ত) সম্পাদিত হয় তাহাতে ষ্ট্যাম্প মাশুল দিতে হয় না (নং ৫৩৭৮—ট্যাক্সেশন, তাং ৩. ৪. ১৯৪৬)।

৬৮। কোন উদ্বাস্তু গৃহনির্মাণের জন্য, গবাদি পশু ক্রয়ের জন্য, কৃষিজ যন্ত্রপাতি ক্রয়ের জন্য অথবা ব্যবসায়ের জন্য পণ্যদ্রব্য, টুলস্, কাঁচামাল ইত্যাদি ক্রয়ের জন্য, প্রাদেশিক সরকারের নিকট হইতে যে অগ্রিম ঋণ গ্রহণ করেন, সেই ঋণ সংক্রান্ত তমসুকে মাশুল দিতে হয় না।

ব্যাখ্যা: উদ্বাস্তু অর্থে যাঁহারা পূর্ব পাকিস্তান হইতে নিজস্ব বাড়ি ঘর ত্যাগ

করিয়া পশ্চিমবঙ্গে চলিয়া আসিয়াছেন তাঁহাদের বুঝিতে হইবে (নং ৫৭৯ এফ. টি. তাং ২৪. ৪. ১৯৪৮)।

৬৯। পাকিস্তান হইতে আগত ব্যক্তি পেন্সন প্রাপ্তির জন্য যে ইনডেমনিটি বণ্ড স্বাক্ষর করেন তাহাতে মাশুল দিতে হয় না (কলিকাতা গেজেট ১৯৪৮, পার্ট—১, পৃঃ ১৫৮০)।

৭০। রিহ্যাবিলিটেশন ফিন্যান্স অ্যাডমিনিসট্রেশন আইন, ১৯৪৮ (১২ নং ১৯৪৮) এর ব্যবস্থানুসারে যে সকল দলিল ১৯৪৮ সালের ১লা জুন হইতে সম্পাদিত হইতেছে তাহাতে মাশুল লাগে না (নং ৫৮০ এফ. টি. ২৫. ২. ৪৯)।

৭১। পাকিস্তান হইতে আগত উদ্বাস্তু সরকারী কর্মচারী বিশেষ অগ্রিম বেতন গ্রহণ করিয়া যে সিকিউরিটি বণ্ড সম্পাদন করেন তাহাতে মাশুল লাগে না (১১৭৮ এফ. টি. ২৮. ৫. ১৯৪৯)।

৭২। পাকিস্তান হইতে আগত উদ্বাস্তু ঋণ গ্রহণের জন্য যে এফিডেভিট সম্পাদন করেন তাহাতে মাশুল দিতে হয় না (নং ৮৪১ এফ. টি. ২০. ৪. ৫১)।

৭৩। পাকিস্তান হইতে পশ্চিমবঙ্গে আগত উদ্বাস্তুদিগকে শিক্ষার সুযোগ-সুবিধা দানের জন্য কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ রাজ্য সরকারের নিকট হইতে ঋণ অগ্রিম গ্রহণ করিয়া যে তমসুক সম্পাদন করেন তাহাতে মাশুল লাগে না (নং ৫৫০ এফ. টি. তাং ১২. ৩. ১৯৫২)।

৭৪। পশ্চিমবঙ্গে পুনরায় বসবাসের জন্য কোন 'উদ্বাস্তু' পশ্চিমখণ্ডের ইভ্যাকিউয়ী প্রপারটি ম্যানেজমেণ্ট কমিটির নিকট হইতে জমি গ্রহণ করিয়া যে কবুলিয়ত সম্পাদন করেন তাহাতে মাশুল লাগে না (নং ১৫০৭ এফ. টি. তাং ২০. ৮. ১৯৫৩)।

৭৫। বেঙ্গল ফিন্যান্স (সেলস্ ট্যাক্স) আইন ১৯৪১ বা সেনট্রাল সেলস ট্যাক্স আইন ১৯৫৬ এর ব্যবস্থানুসারে ডিলারগণ প্রদত্ত অতিরিক্ত অর্থ ফিরত লইবার জন্য যে ক্ষতিনিষ্কৃতিপত্র সম্পাদন করেন তাহাতে মাশুল লাগে না (নং ২৩২১ এফ. টি. তাং ১৫. ৬. ১৯৭৭)।

৭৬। বার্মা হইতে আগত উদ্বাস্তু যে মরগীজ, সিকিউরিটি বণ্ড, চুক্তিপত্র সম্পাদন করেন তাহাতে মাশুল লাগে না;

*৭৭। লো/মিডিল ইনকাম গ্রুপ হাউসিং স্কীমে গৃহনির্মাণকল্পে ঋণ গ্রহণ করিয়া মরগীজ দলিল সম্পাদন করিলে উক্ত মরগীজ দলিলে সারচার্জ ছাড় দিয়া মাশুল নির্ণয় করিতে হইবে (নং ৪৮৯৯ এফ. টি. ১এ—১/৫৪ ষ্ট্যাম্প ৩০. ১১. ১৯৬৪)।

৭৮। উদ্বাস্তু ব্যক্তি সরকারী বাড়ি, জমি ভাড়া-খরিদ ভিত্তিতে গ্রহণ করিয়া যে নিদর্শনপত্র সম্পাদন করেন তাহাতে মাশুল লাগে না (নং ২৬৮১ এফ. টি. তাং ৩. ৭. ১৯৬১)।

*৭৯। পশ্চিমবঙ্গ সরকার সাধারণত ছয় মাস অন্তর কৃষক সম্প্রদায়, সরকার, রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাঙ্ক হইতে শ্যালো টিউবওয়েল, পাম্প সেট ইত্যাদি ক্রয়ের জন্য অর্থ ঋণ লইয়া যে মরগীজ ইত্যাদি দলিল সম্পাদন করেন সেই দলিলের ষ্ট্যাম্প মাশুল মুকুব করিয়া থাকেন।

৮০। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নলিখিত প্রতিষ্ঠান হইতে অর্থ (সাধারণত ৬৫০০ টাকা) ঋণ লইয়া যে নিদর্শনপত্র সম্পাদিত হয় তাহার ষ্ট্যাম্প মাশুল পশ্চিমবঙ্গ সরকার মধ্যে মধ্যে বিজ্ঞপ্তি দ্বারা রেহাই করিয়া থাকেন।

প্রতিষ্ঠান ঃ ভারতীয় ষ্টেট ব্যাঙ্ক এবং শাখা; রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাঙ্কগুলি; অন্যান্য কর্মাসিয়াল ব্যাঙ্ক; ল্যাণ্ড মরগীজ/ডেভেলপমেণ্ট/ কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কস; আঞ্চলিক গ্রামীণ ব্যাঙ্ক; পশ্চিমবঙ্গ অ্যাগ্রো-ইণ্ডাষ্ট্রিজ করপোরেশন; পশ্চিমবঙ্গ সরকার; পশ্চিমবঙ্গ খাদি ও ভিলেজ ইণ্ডাষ্ট্রিস বোর্ড; পশ্চিমবঙ্গ সিডিউল কাস্ট এবং সিডিউল ট্রাইবস ডেভেলপমেণ্ট এবং ফিন্যান্স কর্পোরেশন।

কাজ ঃ কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্প; গ্রামীণ বা হস্ত শিল্প, পণ্যদ্রব্য বিক্রয়, মেশিন যন্ত্রপাতি মেরামত, ফটোগ্রাফি, লণ্ড্রি, দর্জি প্রভৃতি কাজের মাধ্যমে আত্মনিয়োগ; রিক্সা-চালনা (নং ২২০ এফ. টি. ২০. ঃ. ১৯৮৪)।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

ভূমি সংস্কার আইন, ১৯৫৫

নোটিশ প্রদানের নিয়ম : ভূমি সংস্কার আইনের ৫-ধারায় নির্দেশ আছে যে, কোন হোল্ডিং হস্তান্তরকালে দলিলের সহিত প্রয়োজনীয় নোটিশ দাখিল না করিলে রেজিস্টারিং অফিসার সেই দলিল গ্রহণ করিবেন না।

হস্তান্তর সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় বিবরণাদি সহ নোটিশ কালেক্টারের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে। রেজিস্টারিং অফিসার দলিলের সহিত নোটিশ গ্রহণ করিয়া নির্ধারিত সমাহর্তার নিকট প্রেরণ করিবার ব্যবস্থা করিবেন।

যে ক্ষেত্রে শরিক থাকিবে না সে ক্ষেত্রে এক কপি দরখাস্ত ও তিন কপি নোটিশ দিতে হইবে।

যে সম্পত্তিতে শরিক আছে সেই সম্পত্তি শরিক ভিন্ন অপর কোন তৃতীয় ব্যক্তির অনুকূলে হস্তান্তরিত হইলে প্রত্যেক শরিককে নোটিশ দিতে হইবে। এরূপ ক্ষেত্রে শরিক ব্যতীত কোর্টে বা রেজিস্ট্রী অফিসে টাঙাইবার জন্য এক কপি এবং হস্তান্তরিত হোল্ডিং-এ টাঙাইবার জন্য এক কপি অতিরিক্ত নোটিশ দিতে হইবে। শরিক না থাকিলে দরখাস্তের সহিত এক টাকার কোর্ট-ফি ষ্ট্যাম্প সংযুক্ত করিতে হইবে।

শরিক থাকিলে উপরিউক্ত এক টাকার কোর্ট-ফি ষ্ট্যাম্প ভিন্ন, প্রতি শরিকের জন্য এক টাকা কোর্ট-ফি ষ্ট্যাম্প দরখাস্তের সহিত সংযুক্ত করিয়া দিতে হইবে।

পার্টিশান ও মর্টগেজ মালিকানার হস্তান্তর নহে। সুতরাং ৫-ধারা অনুসারে এই প্রকার দলিলে নোটিশ দিতে হইবে না। তবে ভূমি-সংস্কার আইনের ১৪ ধারায় নির্দেশ আছে যে, রায়তগণের শরিকদিগের মধ্যে পার্টিশান সংক্রান্ত দলিলের সহিত নোটিশ যুক্ত করিতে হইবে। পার্টিশানের সহিত এক কপি দরখাস্ত, তিন কপি নোটিশ নির্ধারিত সমাহর্তার নিকট প্রেরণ করিবার জন্য সংযুক্ত করিতে হইবে। দরখাস্তে ৪·৫০ টাকার কোর্ট-ফি ষ্ট্যাম্প যুক্ত করিতে হইবে। সুতরাং যাহারা রায়ত নহেন তাঁহাদের সম্পত্তি পার্টিশান এই আইনের আওতায় আসিবে না; পার্টিশান আইন ১৮৯৩-এর নিয়মানুসারে হইবে; পার্টিশান আইন ১৮৯৩-এ নোটিশ প্রদানের নিয়ম নাই।

মরগীজ সম্পর্কে বিধান : মর্টগেজ ভিন্ন সকল প্রকার হস্তান্তরের সহিত নোটিশ প্রদেয়। তবে মর্টগেজ দলিল রেজিস্ট্রী সম্পর্কে ভূমি সংস্কার আইনের ৭-ধারায় বিশেষ নির্দেশ আছে। ৭-ধারায় বলা আছে যে সাধারণ মর্টগেজ এবং পনর বৎসরের

অনধিক কালের জন্য প্রদত্ত খাইখালাসী বন্ধকনামা ব্যতীত রায়ত দ্বারা অন্য সকল প্রকারের বন্ধকনামার সম্পাদন আইনতঃ অশুদ্ধ। খাইখালাসী বন্ধকনামার সুবিধা এই যে নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই বন্ধকদাতা ঋণ পরিশোধের দ্বারা সম্পত্তি পুনরুদ্ধার করিতে পারিবে।

সাধারণ হস্তান্তরপত্রের নোটিশ ফরম

নির্ধারিত সমাহর্তা মহাশয় শরিকদার মহাশয়

সমীপেষু

এতদ্বারা আপনাকে জ্ঞাপন করা যাইতেছে যে নিম্নতপশীল-বর্ণিত সম্পত্তি হস্তান্তরিত হইয়াছে।

...টাকা মূল্যের হস্তান্তরপত্র.. রেজিস্ট্রেসন অফিসে.. তারিখে নিবন্ধীকৃত হইয়াছে

....

অবর-নিবন্ধক

শরিকদারের

নাম ও ঠিকানা

তপশীল

১। হস্তান্তরকারীর নাম, পিতা/স্বামীর নাম, সাকিন ইত্যাদি।

২। গ্রহীতার নাম, পিতা/স্বামীর নাম, সাকিন ইত্যাদি।

৩। হস্তান্তরের প্রকৃতি।

৪। বিক্রয়-কোবালা দলিলের আইটেম নম্বর।

৫। যে গ্রাম ও থানার অধীনস্থ হস্তান্তরিত সম্পত্তি সেই গ্রাম ও থানার নাম।

৬। খতিয়ান নং, দাগ নং এবং হস্তান্তরিত সম্পত্তির অংশের পরিমাণ এবং এরিয়া।

৭। বাৎসরিক খাজনা।

৮। আংশিক হস্তান্তরিত সম্পত্তির আংশিক খাজনা।

৯। দলিলে লিখিত পণবাহর পরিমাণ।

১০। মন্তব্য।

পার্টিশান দলিলের নোটিশ-ফরম্

.........সমীপেষু—

এতদ্বারা জানান যাইতেছে যে নিম্নতপশীল-বর্ণিত সম্পত্তি তপশীল-বর্ণিত রায়তদিগের মধ্যে......তারিখে......জেলাস্থ......থানার অন্তর্গত......রেজিস্ট্রেসন অফিসে বন্টিত হইয়াছে।

....

অবর-নিবন্ধক

সিডিউল

১। হোল্ডিং-এর গ্রাম, থানা ও জেলা।

২। হোল্ডিং-এর খতিয়ান নং, দাগ নং এবং এরিয়া।

৩। হোল্ডিং-এর বাৎসরিক খাজনা।

৪। কো-শেয়ারার রায়তদিগের নাম, পিতা/স্বামীর নাম, ঠিকানা।

৫। পার্টিশান দলিল অনুসারে প্রতি কো-শেয়ারের প্রাপ্ত সম্পত্তির এরিয়া বা চৌহদ্দি।

৬। প্রতি অংশের জন্য প্রদেয় খাজনা।

৭। মন্তব্য।

তপশীলি উপজাতির সম্পত্তি হস্তান্তর

ভূমি সংস্কার আইন ১৯৫৫-তে আদিবাসীদের সম্পত্তি হস্তান্তর বিষয়ে বিশেষ শর্ত আরোপ করা আছে। এই সকল আদিবাসী ইচ্ছামত তাহাদের স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর করিতে পারে না। তথাকথিত বুদ্ধিমান মানুষ যাহাতে তপশীলি উপজাতির মানুষের সরলতার সুযোগ লইয়া ঠকাইতে না পারে সেইজন্য এইরূপ বিধান।

ভূমি সংস্কার আইন ১৯৫৫-এর ১৪ সি (১) ধারাতে নির্দেশিত আছে যে তপশীলি উপজাতিভুক্ত কৃষক (অর্থাৎ রায়ত) তাহার হোল্ডিং বা হোল্ডিং অংশ নিম্নলিখিত যে কোন উপায়ে হস্তান্তর করিতে পারে।

(এ) তপশীলি তালিকাভুক্ত উপজাতির কোন রায়ত সাত বৎসরের অনধিক কালের জন্য অপর কোন তপশীলি তালিকাভুক্ত ব্যক্তির নিকট সম্পত্তি ভুক্তান বন্ধকী রাখিতে পারে (ইউজুফ্রাকচুয়ারী মর্টগেজ)।

(বি) সাধারণের বা জনহিতকর কাজে উপজাতির অন্তর্গত কোন রায়ত রাষ্ট্রকে দান বা বিক্রয়ের মাধ্যমে সম্পত্তি হস্তান্তর করিতে পারে।

(সি) উপজাতিভুক্ত কোন রায়ত সাধারণ মর্টগেজ মাধ্যমে রাষ্ট্র ও নিবন্ধীকৃত সমবায় সমিতির নিকট সম্পত্তি হস্তান্তর করিতে পারে।

(সি সি) জমি অথবা কৃষিজ ফসলের উন্নতিকল্পে তপশীলি উপজাতি ভুক্ত কোন রায়ত, তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্ক, কো-অপারেটিভ্ ল্যাণ্ড মর্টগেজ ব্যাঙ্ক অথবা কেন্দ্রীয় বা রাজ্য সরকার পরিচালিত কোন করপোরেশনের অনুকূলে সাধারণ মর্টগেজ অথবা টাইট্‌ল্ ডিড্ জমার দ্বারা মর্টগেজ মাধ্যমে সম্পত্তি হস্তান্তর করিতে পারে।

(ডি) তপশীলি উপজাতিভুক্ত কোন রায়ত দান বা উইলের মাধ্যমে তাহার সম্পত্তি তপশীলি উপজাতি কোন ব্যক্তিকে হস্তান্তর করিতে পারে।

(ই) তপশীলি উপজাতিভুক্ত কোন রায়ত বিক্রয় অথবা বিনিময় মাধ্যমে তপশীলি উপজাতিভুক্ত যে কোন ব্যক্তিকে হস্তান্তর করিতে পারে; অবশ্য বিধান এইরূপ যে তপশীলি উপজাতিভুক্ত কোন রায়ত রেভিনিউ অফিসারের অনুমতি গ্রহণ করিয়া তপশীলি উপজাতিভুক্ত নয় এমন যে কোন ব্যক্তিকে তাহার হোল্‌ডিং বা হোল্‌ডিং অংশ বিক্রয় করিতে পারে।

তপশীলি উপজাতির তালিকা

পশ্চিমবঙ্গে নিম্নলিখিত উপজাতি সম্প্রদায় তপশীলি উপজাতিভুক্ত—

(১) সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে—হো; কোরা; লোধা; খেরিয়া; মালপাহাড়ি; মুণ্ডা; ওরাওঁ; সাঁওতাল।

(২) পূর্ণিয়া জেলার যে অংশ পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্গত, সেই অঞ্চল ব্যতীত সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে—ভূমিজ।

(৩) পুরুলিয়া জেলা ব্যতীত এবং পূর্ণিয়া জেলার পশ্চিমবঙ্গভুক্ত অঞ্চল ব্যতীত সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে—ভুটিয়া; শেরপা; টোটো; ডুক্‌পা; কগতে; তিব্বতী; যালমো; চাকমা; গারো; হজং; লেপচা; মঘ; মাহালী; মেচ; ম্রা; নাগাসিয়া; বাহবী।

(৪) কেবলমাত্র পুরুলিয়া জেলা এবং পশ্চিমবঙ্গভুক্ত পূর্ণিয়া জেলা অঞ্চলে—আসুর; বাইগা; বানজারা; বাথড়ি; বেদিয়া; বিনঝিয়া; বিরহোর; বিরজিয়া; চেরো; চিক্‌বরাইক; গন্দ্; গরাইট; করমালি; খারওয়ার; খন্দ; কিসান্; করওয়া; লোহার; পরহাইয়া; সৌরিয়া; ফরিয়া; মাহালি; সভির।

মন্তব্যঃ তপশীলি আদিবাসীর সম্পত্তি হস্তান্তর ব্যাপারে উপরে যে বিধি নিষেধ আরোপিত হইয়াছে, তাহা কেবলমাত্র রায়তদিগের ক্ষেত্রেই প্রযুক্ত। এখন

জানিতে হইবে রায়ত কাহারা। ভূমি সংস্কার আইন ১৯৫৫-এর ২(১০)-ধারায় নির্দেশিত আছে যে, যে ব্যক্তি 'কৃষির উদ্দেশ্যে' জমি দখল করে কেবলমাত্র সেই ব্যক্তিই রায়ত। কোন ব্যক্তি কৃষিজমি দখল করিলেই সেই ব্যক্তি রায়ত রূপে বিবেচিত হইবে না। ইহাও প্রমাণ করিতে হইবে যে উক্ত ব্যক্তি কৃষির উদ্দেশ্যেই জমি ব্যবহার করিয়াছে বা জমির স্বত্ব ত্যাগ করিয়াছে (রজনী বনাম বৈকুণ্ঠ)। জমি কি ভাবে ব্যবহার করা হইতেছে এবং কি উদ্দেশ্যে দখল করা হইতেছে তাহা নির্ণয় করিয়া স্থির করিতে হইবে কোন ব্যক্তি রায়ত কিনা (মিদনাপুর জমিনদারী কোং বনাম সেক্রেটারী অফ্ ষ্টেট্)। একটি উদাহরণ সহযোগে বিষয়টি সরল করা যাইতে পারে। রমেন মাঝি; জাতি সাঁওতাল। তিনি চাকরী করেন; ইহাই তাঁহার পেশা। তিনি গৃহ নির্মাণের উদ্দেশ্যে কলিকাতার উপকণ্ঠে দশ ডেসিমাল জমি খরিদ করিলেন। কোন কারণে গৃহ নির্মাণ সম্ভব না হওয়ায় তিনি উক্ত জমি বিক্রয়ের সিদ্ধান্ত লইলেন। গৃহ নির্মাণের উদ্দেশ্যে তপশীলিভুক্ত আদিবাসী নয় এমন ব্যক্তি উক্ত জমি খরিদ করিতে স্বীকৃত হইলেন। এরূপ ক্ষেত্রে ভূমি সংস্কার আইনের ১৪(সি)(১) ধারা প্রযুক্ত নয়; কারণ রমেন মাঝি ভূমি সংস্কার আইনে প্রদত্ত সংজ্ঞা অনুসারে রায়ত নহে।

'ল্যাণ্ড' শব্দটি ভূমি সংস্কার আইনের ২(৭) ধারাতে বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। ল্যাণ্ডের বাংলা প্রতিশব্দ জমি, ভূমি ইত্যাদি। পশ্চিমবঙ্গ ভূমি সংস্কার আইন পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্গত যাবতীয় ল্যাণ্ডের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এই আইনে 'ল্যাণ্ড' শব্দটির বিশেষ অর্থ হইতেছে কৃষিজ ভূমি এবং বসতবাটী। তবে চা-বাগিচা কৃষি ভূমির আওতায় পড়িবে না এবং পুকুরও পড়িবে না; পশ্চিমবঙ্গ এস্‌টেট্‌স অ্যাকুইজিসন ১৯৫৩ এর ৬(৩) উপধারামতে চা-বাগিচা সরকারী অধিগ্রহণের আওতার বাহিরে রহিয়াছে।

পশ্চিমবঙ্গ এস্‌টেট্‌স অ্যাকুইজিসন ১৯৫৩ আইনে ২(জি) ধারায় হোমষ্টেড্ বা বসতবাটীর যেরূপ ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে ভূমি সংস্কার আইনেও সেইরূপ অর্থ করিতে হইবে। পশ্চিমবঙ্গ এস্‌টেট্‌স অ্যাকুইজিসন আইনে হোমষ্টেড্ অর্থে বসতবাটী এবং তাহার সহিত সংলগ্ন অঙ্গন, পরিবেষ্টিত স্থান, বাগান, দলুজ, পূজাস্থান, পারিবারিক, সমাধিক্ষেত্র, পাঠাগার, অফিস, অতিথিশালা, পুষ্করিণী, কূপ, ভাগাড (প্রিভি ও ল্যাট্রিন), নর্দমা, সীমা নির্দেশক প্রাচীর বুঝিতে হইবে।

সুতরাং কৃষির নিমিত্ত ভূমি এবং হোমষ্টেড্ ব্যতীত অন্যপ্রকার ভূমি পশ্চিমবঙ্গ ভূমি সংস্কার আইনের আওতায় পড়ে না (ওমরাও বিবি বনাম মহম্মদ রাজালি)।

কৃষি বা এগ্রিকালচার শব্দ সম্পর্কে পশ্চিমবঙ্গ ভূমি সংস্কার আইনে কোন ব্যাখ্যা প্রদান করা নাই। অক্সফোর্ড অভিধান অনুসারে কৃষি অর্থে 'ভূমি কর্ষণ'। কলিকাতা

হাইকোর্ট বলিয়াছেন ভূমি কর্ষণ বা চাষ অপেক্ষা বৃহত্তর অর্থ বহন করে এগ্রিকালচার শব্দ (হেদায়েত আলী বনাম কমল)। বাগান করিবার (হরটিকালচার) জন্য ফলদানকারী বৃক্ষ রোপণ করা হয় এবং এরূপ ক্ষেত্রে কৃষিতে ব্যয়িত শ্রমের ন্যায় শ্রমের প্রয়োগ আছে। সুতরাং ইহাও কৃষির অন্তর্গত (আব্দুল জব্বার বনাম পশ্চিমবঙ্গ সরকার)। ভারতের সুপ্রীম কোর্টও কলিকাতা হাইকোর্টের ন্যায় 'কৃষি' শব্দটি ব্যাপক অর্থে গ্রহণের নির্দেশ দিয়াছেন (কমিশনার অফ্ ইনকাম্ ট্যাক্স বনাম বিনয়কুমার সাহারায়), কৃষি অর্থে কেবলমাত্র কর্ষণ, বপন ও রোপন নহে, গাছগুলিকে পতঙ্গাদির আক্রমণ হইতে রক্ষা করা এবং ফসল উৎপাদনে পরবর্তী সকল রকম কাজই কৃষির পর্যায়ে পড়ে।

যে স্থানে ফসল সঞ্চিত রাখা হয় অথবা চাষে ব্যবহৃত গো-মহিষাদি যে স্থানে বিচরণ করে, সেই স্থানও কৃষির উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত স্থান রূপে গণ্য হইবে (দীননাথ বনাম শশীমোহন)। কিন্তু ডেয়ারী ফার্মের গো-মহিষাদির বিচরণ স্থান কৃষির উদ্দেশ্যে রক্ষিত ভূমিরূপ বিবেচিত হইবে না (হেদায়েত আলী বনাম কমল)। এইরূপ ব্যাপক অর্থে 'অরচারড্' কৃষি সংক্রান্ত গৃহাদি, কৃষিকার্যে ব্যবহৃত কূপ, পুষ্করিণী ইত্যাদি কৃষির নিমিত্ত স্থানরূপে গণ্য হইবে (গিরীশ বনাম শিরীশ)।

পশ্চিমবঙ্গ নন্-অ্যাগরিকালচারাল টেন্যান্সি আইন—১৯৪৯

পশ্চিমবঙ্গ অ-কৃষি প্রজাস্বত্ব আইন—১৯৪৯ অনুসারে দলিল নিবন্ধীকরণে আইনগত কিছু কিছু ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হয়। এখানে সে বিষয়ে আলোচনা করা হইল।

পশ্চিমবঙ্গ অ-কৃষি প্রজাস্বত্ব আইনের উদ্দেশ্য হইতেছে জমির মালিক ও প্রজার মধ্যে অ-কৃষি স্বত্ব সংক্রান্ত ব্যাপারে শ্রেষ্ঠতর ব্যবস্থা করা (পূর্ণ নাম)।

এই আইন কলিকাতা ঠিকা টেন্যান্সি আইনের আওতাভুক্ত এলাকা ভিন্ন পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্র প্রযোজ্য [ধারা ১(২)]।

জমির মালিক বা ল্যাণ্ডলর্ড অর্থে সরকার ও এমন ব্যক্তিকে বুঝিতে হইবে যাহার অধীনে অকৃষি প্রজা জমির স্বত্ব ভোগ করেন। [ধারা ২(৩)]।

'অ-কৃষি জমি' অর্থে নিম্নলিখিত বিষয় বুঝিতে হইবে: কৃষিকার্যে অথবা উদ্যান পালনে ব্যবহৃত হয় না এমন জমি; কৃষিকার্যে অথবা উদ্যান পালনে ব্যবহৃত হয় না এমন ইজারালব্ধ জমি; তবে নিম্নলিখিত জমি 'অকৃষি জমি'-রূপে গণ্য হইবে না:

(এ) বসতবাটী (হোমস্টেড) যাহাতে পশ্চিমবঙ্গ ভূমি সংস্কার আইন ১৯৫৫ প্রযোজ্য;

দ্রষ্টব্য ঃ 'হোম স্টেড' শব্দটি পশ্চিমবঙ্গ এস্টেটস অ্যাকুইজিসন আইন ১৯৫৩-এর ২ (জি) ধারায় যেমন ব্যাখ্যাত হইয়াছে সেইরূপ বুঝিতে হইবে। ভূমি সংস্কার আইনের আলোচনা প্রসঙ্গে পূর্বেই হোমস্টেডের ব্যাখ্যা প্রদান করা হইয়াছে।

(বি) যে জমি মূলত কৃষি ও উদ্যানের জন্য ইজারা (লীজ) দেওয়া হইয়াছে কিন্তু পরবর্তীকালে জমির মালিকের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ অনুমতি ব্যতীত বার বৎসরের অনধিক কাল অকৃষি জমিরূপে ব্যবহার করা হইয়াছে ;

(সি) চা উৎপাদনের জন্য দার্জিলিং এবং জলপাইগুড়ি জেলায় যে জমি ব্যবহৃত হয় ;

(ডি) রাজ্য সরকারে যে জমি ভেস্ট্ করিয়াছে অথবা যে জমি রাজ্য সরকারের দখলে আছে এবং রাজ্য সরকার উক্ত জমির ব্যাপারে লাইসেন্স প্রদান করিয়াছে ;

অবশ্য অনুবিধি এই যে এই আইনের ৭২ ধারানুসারে অকৃষি-জমি নয় এমন জমি কনভারসানের আদেশ প্রদান করা হইয়াছে এবং উক্ত জমির ক্ষেত্রে এই আইন প্রযোজ্য সেরূপ জমি অকৃষি জমি রূপে বিবেচিত হইবে [ধারা ২(৪)]।

দ্রষ্টব্য ঃ পশ্চিমবঙ্গ অকৃষি টেন্যান্সি আইন ১৯৪৯-এর দশ অধ্যায়ের অন্তর্গত ৭২-ধারায় কেমন করিয়া কনভারসান-এর জন্য জেলা সমাহর্তার নিকট ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হয় তাহার নির্দেশ প্রদান করা আছে।

অকৃষি প্রজা বা নন্-অ্যাগরিকালচারাল টেন্যান্ট অর্থে এমন ব্যক্তিকে বুঝায় যিনি অপর ব্যক্তির অধীনে অকৃষি জমি ধারণ করেন এবং কোন প্রকার বিশেষ চুক্তি না থাকিলে উক্ত অকৃষি জমির জন্য অপর ব্যক্তিকে খাজনা প্রদান করিতে বাধ্য থাকেন ; কিন্তু নিম্নলিখিত ব্যক্তি অকৃষি প্রজারূপে বিবেচিত হইবে না ঃ অপর ব্যক্তি অকৃষি জমির উপর যে প্রেমিসেস নির্মাণ করেন অথবা অকৃষি জমির উপর অবস্থিত যে প্রেমিসেসের মালিক থাকেন, সেই প্রেমিসেস বা তাহার অংশের দখলকারী (মালিক নহেন) বিশেষ চুক্তি না থাকিলে উক্ত প্রেমিসেস দখলের জন্য অপর ব্যক্তিকে খাজনা বা ভাড়া দিতে বাধ্য থাকেন।

ব্যাখ্যা ঃ এই খণ্ডে ব্যবহৃত প্রেমিসেস অর্থে ইমারত যেমন বাড়ি, শিল্পশালা বা কারখানা (ম্যানুফ্যাক্টরী), পণ্যাগার (ওয়ার হাউস), আস্তাবল, দোকানঘর অথবা কুঁড়েঘর (হাট) বুঝিতে হইবে ; এই ইমারত ইট, কংক্রীট, কাঠ, কাদা, ধাতু অথবা অপর কোন পদার্থ দ্বারা নির্মিত হইতে পারে ; উক্ত প্রেমিসেসের সংলগ্ন জমিও প্রেমিসেসের অন্তর্ভুক্ত বিবেচনা করিতে হইবে। [ধারা ২(৫)]।

অকৃষি প্রজার শ্রেণীবিভাগ

দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৩-ধারাতে বলা হইয়াছে যে অকৃষি প্রজা দুই শ্রেণীর ঃ (ক) প্রজা বা টেন্যান্ট, (খ) কোরফা প্রজা বা আণ্ডার টেন্যান্ট।

যে ব্যক্তি সরকারের অধীনে অকৃষি জমি এই আইনে বর্ণিত উদ্দেশ্যের জন্য দখল করিতে পারেন, তিনি টেন্যাণ্ট। দ্বিতীয়ত, এই আইনে বর্ণিত উদ্দেশ্যের জন্য যে ব্যক্তি কোন টেন্যাণ্টের অধীনে অকৃষি জমি দখল করেন তিনি কোরফা-প্রজা।

অকৃষি জমি দখলের উদ্দেশ্য: ৪-ধারায় বলা আছে (ক) বাড়ি অথবা বসবাসের জন্য, (খ) শিল্পশালা অথবা ব্যবসায়ের জন্য অথবা (গ) অন্যান্য কারণে।

দ্রষ্টব্য: লক্ষণীয় যে সকল অঞ্চলে আরবান ল্যাণ্ড (সিলিং ও রেগুলেশন) আইন প্রচলিত সে সকল অঞ্চলে যাহা আরবান ল্যাণ্ড (অর্থাৎ খালি জমি) তাহা অকৃষি জমি।

জমি হস্তান্তরে বিধি-নিষেধ

অকৃষি প্রজা-স্বত্ব আইনের ৯(এ) ধারায় বিশেষ ধরনের জমি হস্তান্তরের ক্ষেত্রে নিষেধ আরোপিত আছে। সরকারের নিকট হইতে বসবাসের বাড়ি করিবার জন্য যে জমি বিনা প্রিমিয়াম বা সেলামীতে গ্রহণ করা হয়, সেই জমি জীবন বীমা কর্পোরেশন, ব্যাঙ্ক, সমবায়-সমিতি অথবা কোন সংবিধিবদ্ধ কর্তৃপক্ষের নিকট সাধারণ মরগীজ বা টাইটল-দলিল জমা রাখিয়া মরগীজ দ্বারা হস্তান্তর ব্যতীত অন্য কোন প্রকার হস্তান্তর করা যাইবে না; তবে জেলা সমহর্তার অনুমতি লইয়া উক্ত জমির সহিত অন্য জমির বিনিময় করা যাইতে পারে।

পশ্চিমবঙ্গ নন্-এ্যাগরিকালচারাল টেন্যান্সী আইন ১৯০৯-এর পঞ্চম অধ্যায়ের অন্তর্গত ২৩ ধারায় কেমন করিয়া অকৃষিজমি হস্তান্তর করিতে হইবে এবং হস্তান্তরের সময় জমির মালিককে যে নোটিশ প্রদান করিতে হইবে সে সম্পর্কে নির্দেশ প্রদান করা আছে।

২৩(১) ধারায় বলা আছে, অকৃষি প্রজা অকৃষি জমি নিবন্ধীকৃত দলিলের দ্বারা হস্তান্তর করিবেন; কোন রেজিস্টারিং অফিসার নিবন্ধীকরণের জন্য এরূপ কোন নিদর্শনপত্র গ্রহণ করিবেন না যদি উক্ত নিদর্শনপত্রে বিক্রয় মূল্য অথবা মূল্য প্রদান করা না থাকে এবং নিম্নলিখিত নোটিশ ও তলবানা (প্রসেস ফিস) প্রদান করা না হয়:

(এ) নির্ধারিত ফরমে প্রসেস ফি সহ হস্তান্তর সংক্রান্ত বিবরণাদি দ্বারা জমির মালিককে নোটিশ প্রদান যদি উক্ত হস্তান্তরে জমির মালিক পক্ষ না হইয়া থাকেন।

(বি) ২৩ ধারার অন্তর্গত (৪)-উপধারার প্রয়োজনানুসারে নোটিশ এবং প্রসেস ফিস।

২৩ (২) উপধারায় বলা আছে যে বিচারালয় প্রবেট অথবা পরিপালনাদেশ (লেটার্স্ অব অ্যাডমিনিসট্রেশন) প্রদান করিবেন না যদি দরখাস্তকারী উপরিউক্তরূপে নোটিশ প্রদান না করেন।

২৩ (৩) উপধারায় বলা আছে যে বেঙ্গল পাবলিক ডিমাণ্ড রিকভারি অ্যাক্ট ১৯১৩ এর বিধানানুসারে কোন বিচারালয় বা রাজস্ব আধিকারিক সেল সার্টিফিকেট বা ডিক্রি স্বাক্ষর করিবেন না অথবা কোন বিচারালয় নিষ্ক্রয় সম্পত্তিরূপে পূরণ আদেশদান করিবেন না যদি বন্ধকগ্রাহী উক্তরূপ নোটিশ প্রদান না করেন।

২৩ (৪) উপধারায় বলা আছে যে হস্তান্তরের ক্ষেত্রে ২৪-ধারা প্রযুক্ত হইলে যাঁহারা হস্তান্তরের পক্ষ নহেন এমন প্রত্যেক শরিক প্রজাকে তলবানা সহ নোটিশ প্রদান করিতে হইবে।

২৩ (৫) উপধারায় বলা আছে যে উক্ত নোটিশ প্রাপ্ত হইয়া জমির মালিক নূতন গ্রহীতার নাম জমা-বন্দী-তে (রেণ্টরোল) লিখিবেন।

২৪ ধারাতে জমির মালিককে এবং শরিকদারকে ২৩-ধারামূলে নোটিশ পাইবার চারিমাসের মধ্যে অগ্র-ক্রয়াধিকারের জন্য বিচারালয়ে আবেদন করিতে হইবে এবং উক্ত বিষয় সম্পর্কিত অন্যান্য বিষয় নির্দেশিত আছে।

পশ্চিমবঙ্গ অকৃষি প্রজাস্বত্ব রুল ১৯৪৯ এর নিয়ম ৬ নিম্নলিখিত নির্দেশ প্রদান করে—

নিয়ম ৬ (১)ঃ ১নং ফরমে যে সকল বিবরণের কথা বলা আছে ২৩-ধারা অনুসারে সেগুলি দিতে হইবে, জমির মালিকের নাম, ২৪-ধারামতে শরিক থাকিলে সেই সকল শরিকের নাম যাঁহারা হস্তান্তরে পক্ষ নহেন, হস্তান্তর সংক্রান্ত বিবরণ নোটিশে থাকিবে; প্রতি মালিক এবং প্রতি শরিক যাহাতে এক কপি করিয়া নোটিশ পাইতে পারেন পার্টিকে সেইরূপ ব্যবস্থা করিতে হইবে; প্রতি দলিলে এইরূপ এক সেট নোটিশ দিতে হইবে।

নিয়ম ৬ (২)ঃ প্রতি পক্ষের জন্য যাঁহাকে নোটিশ প্রদান করিতে হইবে এক টাকা করিয়া তলবানা (প্রসেস ফি) নোটিশের সহিত জমা দিতে হইবে।

নিয়ম ৬ (৩) (i) রেজিস্টারিং অফিসার, দেওয়ানী আদালত অথবা রাজস্ব আধিকারিক কাল বিলম্ব না করিয়া ডাকযোগে প্রাপ্তি স্বীকারপত্রসহ রেজিস্ট্রী করিয়া নোটিশ জারি করিবেন;

(ii) জারি না হইয়া নোটিশ ফিরত আসিলে রেজিস্টারিং অফিসার ইত্যাদি তাঁহাদের অফিসে এক কপি নোটিশ এক মাসের জন্য টানাইয়া রাখিবেন; ইহা যথাযথ জারি হইয়াছে বিবেচিত হইবে।

নিয়ম ২২ঃ তলবানা বা প্রসেস ফি, কোর্ট ফি স্ট্যাম্পে প্রদান করিতে হইবে।

দ্রষ্টব্যঃ ডাক মাশুল ইত্যাদি পার্টিকে বহন করিতে হইবে।

রুলে নোটিশের যে প্রোফরমা প্রদান করা আছে তাহা হইতে রেজিস্ট্রেসন অফিসের প্রয়োজনানুসারে নিম্নে বাংলা ভাষায় প্রদত্ত হইল :

১নং ফরম

জমির মালিক ও শরিককে হস্তান্তর সংক্রান্ত নোটিশ

(রুল—৬)

শ্রী... ... ... সমীপেষু

(জমির মালিক, এজেন্ট, ম্যানেজার, শরিকের নাম)

এতদ্বারা অপর পৃষ্ঠায় বর্ণিত স্বত্ব হস্তান্তর (অথবা উহার অংশ হস্তান্তর) বিষয়ে নোটিশ প্রদান করা যাইতেছে।

... ...টাকা মূল্যের হস্তান্তর... ...সালের... ...তারিখে... ... রেজিস্ট্রেসন অফিসে নিবন্ধীকৃত হইয়াছে।

... ...

রেজিস্টারিং অফিসারের স্বাক্ষর

মালিক ও শরিকের নাম ও ঠিকানা

ক্রমিক নং,	মালিক/শরিকের নাম	ঠিকানা	এজেন্ট অথবা ম্যানেজারের ঠিকানা

নোটিশের অপর পৃষ্ঠায় নিম্নলিখিত ১৪টি কলমে বিবরণ থাকিবে।

কলম ১ : দাতার নাম, পিতার নাম, ঠিকানা

কলম ২ : গ্রহীতার নাম, পিতার নাম, ঠিকানা

কলম ৩ : হস্তান্তরের রকম (বিক্রয়ের ক্ষেত্রে ক্রেতার নাম, পিতার নাম, এবং ঠিকানা দিতে হইবে)।

কলম ৪ : দলিলের তফসিলে বর্ণিত সম্পত্তি সংখ্যা

কলম ৫ : মহালের (এস্টেট) নাম এবং তৌজি নং

কলম ৬ : সম্পত্তি যে গ্রামে অবস্থিত সেই গ্রামের নাম ও থানার নাম

কলম ৭ : হস্তান্তরিত স্বত্বের খতিয়ান নং (জমির মালিকের)

কলম ৮ : হস্তান্তরিত স্বত্বের খতিয়ান নং এবং যে সম্পত্তির স্বত্ব হস্তান্তরিত হইতেছে তাহার পরিমাণ (যখন সমগ্র স্বত্ব হস্তান্তরিত হয়না তখন দাগ নং এবং পরিমাণ দিতে হইবে)

কলম ৯ : স্বত্বের রকম (প্রজা অথবা কোরফা-প্রজা, নিষ্কর অথবা সকর)

কলম ১০ : কতখানি স্বত্ব হস্তান্তরিত হইল

কলম ১১ : বাৎসরিক খাজনা (নিষ্কর হইলে)

কলম ১২ : টেন্যানসির অংশ হস্তান্তরিত হইলে সমানুপাতিক খাজনা

কলম ১৩ : দলিলে বর্ণিত পণের টাকা অথবা মূল্য

কলম ১৪ : মন্তব্য

শ্রী... ... ...

(জমির মালিক, এজেন্ট, ম্যানেজার, শরিক)

গ্রাম... ... ...পোঃ অফিস... ... জেলা... ... ...

প্রেরক :

... ...রেজিস্টারিং অফিসার

আরবান ল্যাণ্ড (সিলিং এবং রেগুলেশন) আইন, ১৯৭৬

কৃষিজমির হস্তান্তর সম্পর্কে বিধান—আরবান ল্যাণ্ড আইন সবিশেষ জটিল। এই আইনের ফলে দলিল রেজিস্ট্রেসনের বিশেষ বাধার সৃষ্টি হইয়াছে, এবং রেজিস্টারিং অফিসারের দায়িত্ব বাড়িয়াছে। শহর অঞ্চলের বাসযোগ্য জমি সুসম বণ্টনের জন্য এই আইনের প্রচলন করা হইয়াছে। সুতরাং এই আইনের আওতা হইতে কৃষিকার্যে ব্যবহৃত জমি মুক্ত রাখা হইয়াছে।

২-ধারাতে 'কৃষি' শব্দের ব্যাখ্যা আছে। কৃষি অর্থে বাগানও (হরটিকালচার) ধরিতে হইবে। কিন্তু কৃষি অর্থে ঘাস উৎপাদন, ডেয়ারী ফার্মিং, পোলট্রি ফার্মিং, পশু-প্রজনন প্রভৃতি ধরিলে চলিবে না। যাহা হউক, কৃষির উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত জমির নিবন্ধীকরণে কোনরূপ বাধা-নিষেধ উক্ত আইনমূলে করা হয় নাই। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের যে সকল এলাকা এই আইনের আওতাভুক্ত হইয়াছে, সেই অঞ্চলের কৃষিজমি হস্তান্তরের ব্যাপারেও ল্যাণ্ড ইউটিলাইজেশন ডিপার্টমেণ্ট এইরূপ নির্দেশ দান করিয়াছে যে, কমপিটেণ্ট অথরিটি কৃষিজমি রূপে সার্টিফিকেট না দিলে পরচা-লিখিত কৃষিজমিও হস্তান্তর করা যাইবে না। আইনের উদ্দেশ্য সফল করিবার জন্য এইরূপ নির্দেশ। কিন্তু ইহাও বিচার্য বিষয় যে, আইনের উদ্দেশ্য সফল করিবার জন্য প্রশাসনিক বিভাগ আইন সভার নির্দেশ ব্যতীত নাগরিকের সম্পত্তির অধিকার ক্ষুণ্ণ

করিতে পারে কিনা। উপরন্তু আরবান ল্যাণ্ড আইনের চতুর্থ অধ্যায়ের অন্তর্গত ২৬, ২৭, ২৮ ধারায় রেজিস্টারিং অফিসারের দায়িত্ব, কর্তব্য ও ক্ষমতা সম্পর্কে লিখিত আছে। তাঁহারা আইনের বিধান মানিবেন অথবা ল্যাণ্ড ইউটিলাইজেশন ডিপার্টমেন্টের নির্দেশ মানিবেন—এইরূপ এক জটিল অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে। আইনের প্রয়োজনীয় সংশোধন ব্যতীত এই জটিলতা দূর হইবে না। বিচারালয় প্রশাসনিক নির্দেশকে কখনই আইনের উপর স্থান দিবেন না (দেবীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়—ইমপ্লিমেন্টেশন প্রবলেম অব আরবান ল্যাণ্ড অ্যাক্ট, ক্যালকাটা মিউনিসিপাল গেজেট, ভ. ৯৮—নং-২, ১৯৮০)। কলিকাতা হাইকোর্ট যথারীতি এ ব্যাপারে রেজিস্টারিং অফিসারকে সিদ্ধান্ত লইতে নির্দেশ দিয়াছেন।

ভ্যাকাণ্ট ল্যাণ্ড ঃ শহর সম্পত্তি আইন ১৯৭৬-এর ২-ধারায় ভ্যাকাণ্ট ল্যাণ্ড বা খালি জমির ব্যাখ্যা প্রদান করা আছে। আরবান অ্যাগ্লোমারেশানের অন্তর্গত কৃষির উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত জমি ব্যতীত অন্যপ্রকার অকৃষি জমি হইতেছে ভ্যাকাণ্ট ল্যাণ্ড; তবে নিম্নলিখিত জমি ভ্যাকাণ্ট ল্যাণ্ডের আওতাভুক্ত নহে, যথা—

(১) গৃহ নির্মাণের নিয়মানুসারে যে জমিতে গৃহ নির্মাণ করিতে দেওয়া হয় না, সেই জমি;

(২) যে অঞ্চলের জন্য গৃহ নির্মাণের বিধান আছে সেই অঞ্চলে যে সকল গৃহ নির্মিত হইয়াছে অথবা কর্তৃপক্ষের অনুমতিক্রমে নির্মাণরত সেই গৃহতলস্থ জমি এবং উক্ত গৃহ সংলগ্ন জমি;

(৩) যে অঞ্চলে গৃহ নির্মাণের কোনো নিয়ম নাই, সেই অঞ্চলের জমিতে নির্মিত বা নির্মাণরত গৃহের তলস্থ জমি এবং উক্ত বাড়ির সংলগ্ন জমি।

অবশ্য শর্ত এই যে, আরবান অ্যাগ্লোমারেশানের অন্তর্গত কোন গ্রামে কোন ব্যক্তি কোন জমিতে ডেয়ারী ফার্মিং অথবা গো-প্রজনন ব্যতীত অন্য উদ্দেশ্যে গো-মহিষাদি (ক্যাট্‌ল) পালন করে, সেই জমি ভ্যাকাণ্ট ল্যাণ্ডের অন্তর্ভুক্ত হইবে না।

ভ্যাকাণ্ট ল্যাণ্ড হস্তান্তরের নিয়ম ঃ ২৬-ধারায় ভ্যাকাণ্ট ল্যাণ্ড হস্তান্তর সম্পর্কে লিখিত আছে। কোন ব্যক্তি তাহার সিলিং সীমার মধ্যস্থ খালি জমি কমপিটেণ্ট অথরিটিকে নোটিশ প্রদানের পর নির্দিষ্ট সময় অন্তে বিক্রয়, বন্ধক, লীজ অথবা অন্য কোন প্রকারে হস্তান্তর করিতে পারিবে। নোটিশ লাভের পর কমপিটেণ্ট অথরিটি উক্ত সম্পত্তি ক্রয়ের অগ্রাধিকার লাভ করিবেন। ২৮-ধারায় নির্দেশ আছে যে, নোটিশ প্রদানের তারিখ হইতে ষাট দিনের মধ্যে কমপিমেণ্ট অথরিটি কোন প্রকার ব্যবস্থা অবলম্বন না করিলে রেজিস্টারিং অফিসারকে উক্ত সকল বিষয় সংক্রান্ত কাগজপত্র দেখাইয়া উক্ত খালি জমি হস্তান্তর সংক্রান্ত দলিল রেজিস্ট্রেসনের জন্য

দাখিল করিতে পারিবেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে বিক্রয় ভিন্ন অন্য প্রকার হস্তান্তরের জন্য ষাট দিন অতিবাহিত করিবার প্রয়োজন নাই।

সিলিং লিমিট ঃ ২ (সি) ধারা এবং ৪ ধারায় সিলিং লিমিট সম্পর্কে লেখা আছে। আরবান অ্যাগ্লোমারেশান অর্থাৎ শহর অঞ্চল [এ], [বি], [সি] এবং [ডি] এই শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গে [এ] এবং [ডি] শ্রেণীর 'শহর অঞ্চল' আছে। কলিকাতা ও হাওড়া করপোরেশন এবং ইহাদের শহরতলীর প্রায় ৭৩টি মিউনিসিপ্যালিটির প্রত্যেকের প্রান্তদেশ হইতে আট কিলোমিটার দূর পর্যন্ত কলিকাতা আরবান অ্যাগ্লোমারেশান [এ] শ্রেণীভুক্ত। আসানসোল এবং দুর্গাপুর আরবান অ্যাগ্লোমারেশান [ডি] শ্রেণীভুক্ত। এই সকল মিউনিসিপ্যালিটির প্রান্তদেশ হইতে এক কিলোমিটার দূর পর্যন্ত আরবান অ্যাগ্লোমারেশানের সীমা চিহ্নিত হইয়াছে। চার ধারায় বলা আছে [এ] শ্রেণীর শহরাঞ্চলের সিলিং লিমিট ৫০০ বর্গ মিটার; [ডি] শ্রেণীর সিলিং লিমিট ২০০০ বর্গ মিটার। সবিশেষ আলোচনার জন্য ৪-ধারা দেখিতে হইবে।

কম্পিটেন্ট অথরিটি ঃ পশ্চিমবঙ্গে মহকুমা শাসকগণ কম্পিটেন্ট অথরিটির কাজ করিতেছেন।

আরবান ল্যাণ্ড ঃ সাধারণভাবে বলা যায় যে আরবান অ্যাগ্লোমারেশানের অন্তর্গত জমিকে আরবান ল্যাণ্ড বলে এবং ঐ এলাকা সংক্রান্ত মাষ্টার প্ল্যানে উক্ত নামে অভিহিত করা হয়। কিন্তু যদি ঐ অঞ্চলের জন্য কোন মাষ্টার প্ল্যান প্রণীত না হইয়া থাকে অথবা যে মাষ্টার প্ল্যান আছে তাহাতে আরবান ল্যাণ্ড রূপে কথিত হয় নাই তবে উক্ত আরবান অ্যাগ্লোমারেশানের অন্তর্গত যে কোন প্রকার পৌর সংস্থার (মিউনিসিপ্যালিটি টাউন কমিটি, নোটিফায়েড এরিয়া কমিটি, ক্যানটনমেণ্ট বোর্ড, পঞ্চায়েত ইত্যাদি) অধীনস্থ জমি হইবে আরবান ল্যাণ্ড।

তবে শর্ত এই যে, উক্ত এলাকাস্থ কৃষি কার্যের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত জমি আরবান ল্যাণ্ড রূপে বিবেচিত হইবে না।

আরবানাইজেবল ল্যাণ্ড ঃ কোন আরবান অ্যাগ্লোমারেশানের অন্তর্গত যে সকল জমি আরবান ল্যাণ্ড রূপে বিবেচিত হইবে না সেই সকল জমিকে আরবানাইজেবল ল্যাণ্ড বলা যাইবে।

দ্রষ্টব্য ঃ সম্ভবতঃ কৃষি কার্যে ব্যবহৃত জমিও আরবানাইজেবল ল্যাণ্ড রূপে বিবেচিত হইবে না। আইনে আরবানাইজেবল ল্যাণ্ড সম্পর্কে বক্তব্য সুস্পষ্ট নয় মনে হয়।

মাষ্টার প্ল্যান ঃ আরবান অ্যাগ্লোমারেশানের অন্তর্গত কোন অঞ্চলের উন্নতির

আইনানুসারে অথবা রাজ্য সরকারের নির্দেশে যে পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় এবং ধাপে ধাপে এই উন্নতির কাজ সম্পন্ন করা হয় তাহাই মাষ্টার প্ল্যান।

আরবান সম্পত্তি হস্তান্তরের নিয়ম ঃ ২৭-ধারাতে বাড়ি সহ আরবান ল্যাণ্ড অথবা আরবানাইজেবল ল্যাণ্ড হস্তান্তর সম্পর্কিত বিধিনিষেধ লিখিত আছে। ৫ (৩) ধারা এবং ১০(৪) ধারার শর্তাধীনে বাড়ি সহ আরবান অথবা আরবানাইজেবল জমি বিক্রয়, বন্ধক, দান, দশ বৎসরের অধিক কালের জন্য লীজ অথবা অন্য কোন প্রকারে কম্‌পিটেন্ট অথরিটির অনুমতি ব্যতীত হস্তান্তর করা যাইবে না।

উক্তরূপ সম্পত্তি হস্তান্তরের জন্য নিয়মানুসারে কম্‌পিটেন্ট অথরিটির নিকট দরখাস্ত করিতে হইবে। ষাট দিন অন্তে উক্ত সম্পত্তি সংক্রান্ত দলিল এবং কম্‌পিটেন্ট অথরিটির নিকট প্রেরিত আবেদনপত্রের কপি ও অন্যান্য প্রমাণাদি রেজিস্টারিং অফিসারের নিকট দলিলখানি নিবন্ধীকরণের জন্য দাখিল করিতে হইবে। রেজিস্টারিং অফিসার আইনের শর্তাবলী পর্যালোচনা করিয়া দলিলখানি রেজিস্ট্রী করিবেন।

ইতিমধ্যে এই জটিল আইনটির ব্যাপারে একাধিক হাইকোর্ট এবং সুপ্রীমকোর্ট বিচারের ফলে, অনেক বিষয়ে সাধারণ মানুষের সুবিধা হইয়াছে। এ সম্পর্কে কিছু আলোচনা করা হইল।

ভারতের সুপ্রীমকোর্ট এক বিচারের রায়ে নির্দেশদান করিয়াছেন যে আরবান ল্যাণ্ড (সিলিং ও রেগুলেশন) আইন ১৯৭৬ এর ২৭(১) ধারা ব্যতীত অন্যান্য ধারাগুলি সিদ্ধ। এই বিচারে রায় প্রদান করা হয় যে ২৭(১) ধারা অসিদ্ধ। সুতরাং বাড়ি সংলগ্ন অ্যাপারটেনিং জমি সিলিং এরিয়ার মধ্যে হইলে হস্তান্তরে কম্‌পিটেন্ট অথরিটির নিকট কোন দরখাস্ত করিবার প্রয়োজন নাই। (ভীম সিংজী বনাম ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র এ. আই. আর ১৯৮১ সুপ্রীমকোর্ট ২৩৪)।

কৃষি জমি হস্তান্তরের ক্ষেত্রে কম্‌পিটেন্ট অথরিটির কর্তৃত্ব অস্বীকৃত হইয়াছে। বিচারের রায়ে এমন স্থির সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে সরকার প্রকাশিত রেকর্ড অব রাইটস দেখিয়া ঠিক করিতে হইবে কোন জমি কৃষি কিনা; রেজিস্টারিং অফিসার পরচা দেখিতে পারেন; পরচার নকল রাখিতে পারেন; তিনি অনুসন্ধান করিয়া স্থির করিবেন হস্তান্তরিত হইবে যে সম্পত্তি তাহা কৃষি জমি কিনা; ইহা কলিকাতা হাইকোর্টের রায় (ইষ্ট প্রসাদ ঘোষ বনাম জেলা নিবন্ধক হাওড়া, বিষ্ণু মিশ্র বনাম এস. ডি. ও. হাওড়া)। কম্‌পিটেন্ট অথরিটি এ সকল ব্যাপারে রেজিস্টারিং অফিসারকে কোন প্রকার নির্দেশ প্রদান করিতে পারে না।

কোর্ট নির্দেশে যে সকল হস্তান্তর হয় তাহার জন্য কোন প্রকার নোটিশ প্রদান বা অনুমতির প্রয়োজন হয় না। কেবলমাত্র ভলানটারি বা ঐচ্ছিক হস্তান্তরের ক্ষেত্রে এই আইন প্রযোজ্য। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যাইতেছে যে বিচারালয়ের আদেশানুসারে

যে হস্তান্তর হয় তাহাতে যেমন এই আইনের বিধান প্রযুক্ত হয় না, তেমনি আয়কর আইনের ২৩০[এ], অনৈচ্ছিক হস্তান্তরের ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হইবে না।

কতকগুলি সংস্থা অতিরিক্ত খালি জমি [ভ্যাকাণ্ট ল্যাণ্ড] রাখিতে পারে। ১৯-ধারাতে সেই সকল সংগঠনগুলির উল্লেখ আছে। কেন্দ্রীয় সরকার, রাজ্য সরকার, স্থানীয় নিকায় (লোকাল বডি), অথবা কোন নিগম (করপোরেশন) যাহা কেন্দ্রীয়, প্রাদেশিক বা রাজ্য আইনে স্থাপিত হইয়াছে অথবা কোন সরকারী সঙ্গ (কোম্পানী) যাহা কোম্পানী আইন ১৯৫৬ এর ৬১৭ ধারাতে ব্যাখ্যাত হইয়াছে, কোন স্থল-নৌ-বিমান বাহিনীর প্রতিষ্ঠান, সংসদীয় আইনানুসারে গঠিত কোন ব্যাঙ্ক, কোন জনহিতকর অথবা ধর্মীয় ন্যাস (পাবলিক চ্যারিটেবল অথবা রিলিজিয়াস ট্রাস্ট), সমবায় ভূমি মরগীজ ব্যাঙ্ক, গৃহ নির্মাণ সমবায় সমিতি, শিক্ষা, সাংস্কৃতিক, প্রযুক্তি অথবা বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠান, ক্লাব, অথবা কোন সঙ্ঘ যাহা সোসাইটিস রেজিস্ট্রেসন আইন ১৮৬০ এর বিধানানুসারে নিবন্ধীকৃত, বৈদেশিক রাষ্ট্র, ইউনাইটেড নেশান্স এবং তাহার অধীনস্থ সংস্থা অথবা কোন আন্তজাতিক সংগঠন ১৯-ধারা বলে সিলিং লিমিটের বেশি জমি ধারণ করিতে পারে।

কেন্দ্রীয় সরকার, রাজ্য সরকার, স্থানীয় নিকায়, সংবিধিবদ্ধ নিগম, সরকারী সঙ্গ, সংবিধি প্রতিষ্ঠিত ব্যাঙ্ক, মিলিটারী প্রতিষ্ঠান, গৃহ নির্মাণ সমবায় সমিতি ইচ্ছামত জমি খল ও হস্তান্তর করিতে পারে। পাবলিক চ্যারিটেবল বা রিলিজিয়াস ট্রাস্ট সিলিং সীমার অতিরিক্ত জমি দখল করিতে পারে কিন্তু হস্তান্তর করিতে পারে না; কেননা, ট্রাস্টের কাজের জন্যই জমি দখল করার অনুমতি (ভারত সরকার, মিনিস্ট্রী অব ওয়ার্কস ও হাউসিং নং ২/১০/৭৭ ইউ, সি, ইউ, তাং ২৬. ২. ৭৭ এবং ৩০. ৯. ৭৭)।

কেবলমাত্র ঋণ পরিশোধের জন্য লব্ধ জমি ল্যাণ্ড মরগীজ ব্যাঙ্ক অতিরিক্ত জমি হিসাবে রাখিতে পারে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ক্লাব, ইত্যাদি অতিরিক্ত জমি রাজ্য সরকারের অনুমোদন সাপেক্ষে দখল করিবেন। ইহা হস্তান্তর করিতে পারিবেন না (ভারত সরকার, সারকুলার লেটার নং ১/১৩২/৭৬ ইউ, সি, ইউ, তাং ৭.৬.৭৭)।

সিলিং লিমিটের আলোচনা কালে বলিয়াছি পশ্চিমবঙ্গে [এ] এবং [ডি] এই শ্রেণীর শহর অঞ্চল এই আইনের আওতায় আসিয়াছে। পশ্চিমবঙ্গের কোন্ কোন্ এলাকা আরবান অ্যাগ্লোমারেশনের মধ্যে আসিয়াছে তাহার তালিকা আইনের শেষে প্রদত্ত আছে; সেই এলাকাগুলির নাম পরে সন্নিবেশিত হইল; কিন্তু অ্যাগ্লোমারেশনের শেষ সীমা হইতে আট কিলোমিটার বা এক কিলোমিটার পর্যন্ত যে পেরিফারাল এরিয়ার কথা আছে যাহার মধ্যস্থ অঞ্চলে এই আইন প্রযুক্ত সেই অঞ্চলগুলির নাম পশ্চিমবঙ্গ সরকার বিজ্ঞপ্তি দ্বারা জানাইয়াছেন। সুবিধার জন্য সেই তালিকাও সংযুক্ত হইল।

সিডিউল—১

(ধারা ২ (এন), ৪, ১১, ২৯)

কলিকাতা আরবান অ্যাগ্লোমারেশন অঞ্চল নিম্নলিখিত শহরগুলি লইয়া গঠিত। যেহেতু ইহা [এ] শ্রেণীর শহর, ইহার পেরিফারাল এরিয়া ৮ কি. মি.; তন্মধ্যস্থ জায়গাগুলির নাম পৃথকভাবে প্রদত্ত হইল।

১. **কলিকাতা আরবান অ্যাগ্লোমারেশন**ঃ (১) কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল করপোরেশন (২) হাওড়া মি. ক. (৩) সাউথ সাবারবান মিউনিসিপ্যালিটি (৪) ভাটপাড়া মি. (৫) সাউথ দমদম মি. (৬) কামারহাটি মি. (৭) গার্ডেনরিচ মি. (৮) পানিহাটি মি. (৯) বরানগর মি. (১০) হুগলী-চুঁচুড়া মি. (১১) শ্রীরামপুর মি. (১২) বারাকপুর মি. (১৩) টিটাগড় মি. (১৪) নৈহাটী মি. (১৫) কাঁচড়াপাড়া মি. (১৬) নর্থ বারাকপুর মি. (১৭) চন্দননগর মি. ক. (১৮) হালিশহর মি. (১৯) উত্তরপাড়া-কোতরং মি. (২০) নর্থ দমদম মি. (২১) রিষড়া মি. (২২) বাঁশবেড়িয়া মি. (২৩) গারুলিয়া মিউনিসিপ্যালিটি (২৪) চাঁপদানি মি. (২৫) বৈদ্যবাটি মি. (২৬) ভদ্রেশ্বর মি. (২৭) গাড়ুলিয়া মি. (২৮) বালি এন. মি. (২৯) কোন্নগর মি. (৩০) খড়দহ মি. (৩১) দমদম মি. (৩২) দেউলপাড়া এন. মি. (৩৩) বারাকপুর ক্যান্টনমেন্ট—ক্যান্টনমেন্ট এলাকা (৩৪) বসরা এন. মি. (৩৫) গরফা এন. মি. (৩৬) সুলতানপুর এন. মি. (৩৭) কল্যাণী এন. মি. (৩৮) বাঁশদ্রোণী এন. মি. (৩৯) সন্তোষপুর এন. মি. (৪০) রাজাপুর এন. মি. (৪১) যাদবপুর এন. মি. (৪২) বড়েমোসার এন. মি. (৪৩) ইছাপুর ডিফেন্স এস্টেট এন. মি. (৪৪) জগন্নাথগড় এন. মি. (৪৫) সারেঙ্গা এন. মি. (৪৬) মাহলা এন. মি. (৪৭) নং গ্রাম কলোনি এন মি. (৪৮) সাঁকরাইল এন. মি. (৪৯) বোলাব এন. মি. (৫০) বাঁকারা এন. মি. (৫১) নিবরা এন. মি. (৫২) কামবাহারি এন মি. (৫৩) মানিবপুর এন. মি. (৫৪) বানুপুর এন. মি. (৫) পাটুলিয়া এন. মি. (৫৬) চাকাপাড় এন. মি. (৫৭) মহিআরি এন. মি. (৫৮) ধুলিয়া এন. মি. (৫৯) গাড়ুই এন. মি. (৬০) গড়দহ এন. মি. (৬১) বুযণগড় এন. মি. (৬২) জোড়হাট এন. মি. (৬৩) মাদরাইল ফিচাপাড়া এন. মি. (৬৪) চাকদহ এন. মি. (৬৫) মশিলা এন. মি. (৬৬) পূর্ব পুঁটিয়ারী এন. মি. (৬৭) বিশারপাড়া এন. মি. (৬৮) পানপুর এন. মি. (৬৯) বাঁদরা এন. মি. (৭০) বেঙ্গলিয়া এন. মি. (৭১) দমদম এরোড্রোম এরিয়া এন. মি. (৭২) পোদরা এন. মি. (৭৩) আন্দুল এন. মি. (৭৪) নারায়ণপুর এন. মি.।

২. **আসানসোল আরবান অ্যাগ্লোমারেশন এরিয়া**ঃ ইহা [ডি]-শ্রেণীর শহর; ইহার পেরিফারাল এরিয়া এক কিলোমিটার :—

(এ) আসানসোল মি. (বি) আউটার বার্নপুর এন. মি. (সি) বার্নপুর এন. মি.

৩. দুর্গাপুর আরবান অ্যাগ্লোমারেশন এরিয়াঃ [ডি] শ্রেণীর বলিয়া ইহার পেরিফারাল এরিয়া এক কিলোমিটার; দুর্গাপুর নোটিফায়েড এরিয়া দুর্গাপুর অ্যাগ্লোমারেশনের অন্তর্গত।

দ্রষ্টব্যঃ মি = মিউনিসিপ্যালিটি ; এন্. মি. = নন্ মিউনিসিপ্যালিটি। আইনে বর্ণিত উক্ত অঞ্চলগুলি এবং পেরিফারাল এরিয়ার অন্তর্গত অঞ্চলগুলি লইয়া পশ্চিমবঙ্গ সরকার জেলা, মহকুমা ও থানা ভিত্তিক এই আইনের আওতা ভুক্ত এলাকাগুলির নাম প্রকাশ করিয়াছেন। কাজের সুবিধার জন্য সেগুলি প্রদত্ত হইল। কোন কোন মৌজা বা শহরের সমগ্র আবার কোন কোন মৌজা বা শহরের অংশ এই আইনের আওতায় আসিয়াছে; সমগ্র হইলে 'স' এবং অংশ হইল 'অ' দ্বারা নির্দেশিত হইযাছে।

২৪ পরগনা জেলাঃ

আলিপুর মহকুমাঃ ভাঙ্গুর থানাঃ (১) কোচপুকুর স. (২) জটভীম স. (৩) হাতগাছা স. (৪) হাদিয়া স. (৫) ধর্মতলা পাচুরিয়া অ. (৬) বিয়নটা অ. (৭) তরদহ কাপাসাটি অ.

সোনারপুর থানাঃ (১) চক কোলারখাল স. (২) করিমপুর স. (৩) জগতিপোতা স. (৪) মুকুন্দপুর স. (৫) আটঘরা স. (৬) রণ-ভুটিয়া স. (৭) কানতিপোতা স. (৮) ভগবানপুর স. (৯) খড়কি স. (১০) দিয়ারা স. (১১) খিয়াদহ স. (১২) গোয়াল পোতা স. (১৩) কুমার পুকুরিয়া স. (১৪) তরদহ অ. (১৫) তিহরিয়া স. (১৬) নয়াবাদ স. (১৭) গঙ্গা জোয়ারা স. (১৮) ডিহি অ. (১৯) চাঁদপুর স. (২০) খুড়িগাছি স. (২১) গোরখারা স. (২২) ঘাসিযার স. (২৩) মালিপুকুরিয়া অ. (২৪) জগদীশপুর অ. (২৫) রাধানগর অ. (২৬) বিদ্যাধরপুর অ. (২৭) ভবানীপুর স. (২৮) চক হরিনাভি স. (২৯) বংশীধরপুর অ. (৩০) কোদালিয়া অ. (৩১) হরিনাভি স. (৩২) বৈকুণ্ঠপুর স. (৩৩) মথুরাপুর অ. (৩৪) সোনারপুর স. (৩৫) নোয়াপাড়া স. (৩৬) কামরাবাদ স. (৩৭) পাঁচপোতা স. (৩৮) ধেলুয়া স. (৩৯) তেঁতুলবেড়িয়া স. (৪০) গরাগাছা স. (৪১) বালিয়া স. (৪২) বরশাল ফোরতাবাদ স. (৪৩) কুমড়াখালি স. (৪৪) কন্দরণপুর বোয়ালিয়া স. (৪৫) কুশুমবা স. (৪৬) জগন্নাথপুর স. (৪৭) তেঘরি স. (৪৮) নিশ্চিন্তপুর স. (৪৯) মালিকাপুর স. (৫০) রাজপুর স. (৫১) উখিলা পাইকপাড়া স. (৫২) লক্ষরপুর স. (৫৩) রামচন্দ্রপুর স. (৫৪) শ্রীপুর বাঘারজোল স. (৫৫) পশ্চিম নিশ্চিন্তপুর স. (৫৬) বোড়াল স. (৫৭) রানিয়া স. (৫৮) জয়কৃষ্ণপুর চিয়ারি স. (৫৯) ভাংগা স. (৬০) বনহুগলী স. (৬১) জয়েনপুর স. (৬২) হোগলখুড়িয়া স. (৬৩) রঘুনাথপুর স. (৬৪) ডিংগেল পোতা স. (৬৫) এলাচি স. (৬৬) জগদ্দল স. (৬৭) পোলঘাট স. (৬৮) শরমাস্তপুর স. (৬৯) রাঘবপুর স. (৭০) ধামাইতলা স. (৭১) চৌহাটি স.

(৭২) মানিকপুর স. (৭৩) মালঞ্চ অ. (৭৪) মহীনগর অ. (৭৫) বড়েহুগলী অ. (৭৬) গোবিন্দপুর অ. (৭৭) শ্রীরামপুর স. (৭৮) বারুলি অ. (৭৯) বরগাছিয়া অ. (৮০) লাঙ্গলবেড় অ.।

তিলজলা থানা—সমগ্র। কসবা থানা—সমগ্র। যাদবপুর থানা—সমগ্র। রিজেন্টপার্ক থানা—সমগ্র। বেহালা থানা—সমগ্র। মহেশতলা থানা—সমগ্র। মেটিয়াবুরুজ থানা—সমগ্র।

বারুইপুর থানা ঃ (১) পেলনা অ. (২) পাঁচঘরা অ.।

বিষ্ণুপুর থানা ঃ (১) খাগরামুরি স. (২) আকুলসি অ. (৩) চন্দ্রহাটি স. (৪) ভুলালপুর স. (৫) রামনগর স. (৬) মুকুন্দপুর স. (৭) রামদেবপুর অ. (৮) হাটবেরিয়া অ. (৯) ভেটকি স. (১০) বাবপুর স. (১১) অঙ্গর বেড়িয়া স. (১২) নাহাজারি স. (১৩) রসপুঞ্জ স. (১৪) বনগ্রাম স. (১৫) শরমাস্তের চক স. (১৬) চক রাজুমোল্লা স. (১৭) নাসাবাদ স. (১৮) ভাসা স. (১৯) দক্ষিণ কাজিরহাট স. (২০) উত্তর কাজিরহাট স. (২১) সামালি স. (২২) গাজিপুর স. (২৩) চণ্ডীপুর স. (২৪) ছোট গগনগোহালিয়া স. (২৫) কদম্বতলা স. (২৬) পার্বতীপুর স. (২৭) খড়িবেড়িয়া স. (২৮) বিষ্ণুপুর অ. (২৯) গথবেদিয়া অ. (৩০) কল্যানগর অ. (৩১) মামুদপুর অ. (৩২) বড় গগনগোহালিয়া অ. (৩৩) কঙ্গনবেড়িয়া অ. (৩৪) নাদাভাঙ্গা অ. (৩৫) উদয়রামপুর অ. (৩৬) সাপখালি অ. (৩৭) চক বাগি অ. (৩৮) গণেশ কুড়িবেড়িয়া স. (৩৯) বাগি স. (৪০) দৌলতপুর স. (৪১) রাজারামপুর স. (৪২) রামমাখালের চক স. (৪৩) কুসের দাড়ি স. (৪৪) বকেশ্বর স. (৪৫) চেয়ারি স. (৪৬) মাগুরখালি স. (৪৭) চক বলাইবাগ স. (৪৮) ঝানঝারা স. (৪৯) দেবিপুর স. (৫০) কৃষ্ণরামপুর স. (৫১) রঘুদেবপুর স. (৫২) করিমপুর স. (৫৩) করিমপুর কিসমত স. (৫৪) আমগাছি স. (৫৫) মজারদারি স. (৫৬) উত্তর গৌরিপুর স. (৫৭) অবজাখালি স. (৫৮) গণধবড়ুলি স. (৫৯) কৈখালি অ. (৬০) চক রোসনমামুদ স. (৬১) ছোট রামনগর স. (৬২) কাষ্টমহল স. (৬৩) খলসিতলা স. (৬৪) চক সীতারাম স. (৬৫) কালিচরণপুর স. (৬৬) রামকান্তপুর স. (৬৭) রাঘবপুর স. (৬৮) হারার চক স. (৬৯) চক কলমী স. (৭০) শালপুকুরিয়া স. (৭১) গাঙ্গরাই স. (৭২) কালিপুর স. (৭৩) চক নিতাই অ. (৭৪) কলমিখালি অ. (৭৫) পানাকুয়া স. (৭৬) চক মুরসিকদার স. (৭৭) বেতবেড়িয়া অ. (৭৮) দরি কেশরাডাঙ্গা অ. (৭৯) আঁধারমানিক অ.।

বজবজ থানা ঃ ১। কালিনগর বেড়ে স. ২। গড়ভুক্তা স. ৩। নন্দনপুর স. ৪। জয় চণ্ডিপুর স. ৫। চড়িয়াল জয় চণ্ডিপুর স. ৬। অভিরামপুর স. ৭। বেনজনহাড়িয়া চড়িয়াল স. ৮। বেনজনহাড়িয়া স. ৯। উত্তর রায়পুর স. ১০। চক নবাসন স. ১১। নন্দরামপুর স. ১২। বলরামপুর স. ১৩। চিংরিপোতা স. ১৪। আত্মারামপুর স. ১৫। সন্তোষপুর স. ১৬। বেতুয়াবাটি স. ১৭। পার্বতী স. ১৮। মাতাজর অ.

১৯। ঘনেশ্যামবাটি অ. ২০। বনরায়পুর অ. ২১। বুইটা অ. ২২। জামালপুর অ. ২৩। নিশ্চিন্তপুর অ. ২৪। কালিপুর স. ২৫। উত্তর রামচন্দ্রপুর অ. ২৬। দুর্গাপুর অ. ২৭। রঘুনাথপুর অ. ২৮। পুজালি অ.।

বারাকপুর মহকুমা ঃ বিজয়পুর থানা ঃ ১। মল্লিকের বাগ স. ২। বাহির বাগ স. ৩। বিজপুর স. ৪। জয়ানপুর স. ৫। পাল্লাদহ স. ৬। হালিশহর স. ৭। খাসবাটি স. ৮। কোনা স. ৯। বালিচরা স. ১০। রামপুর স. ১১। মালঞ্চ স. ১২। বিশ্বেশ্বরবাটি স. ১৩। যদুনাথবাটি স. ১৪। বিজনা স. ১৫। নান্না স. ১৬। জেটিয়া স. ১৭। চাকলা স. ১৮। চেনডুয়া স. ১৯। দরিয়ালা স. ২০। শ্রোত্রিবাটি স. ২১। কাঁপা স. ২২। নাগদহ স. ২৩। নওবিল্লা স. ২৪। পলাশি স. ২৫। সিদ্দেশ্বরবাটি স. ২৬। দৈবগনাপুর স. ২৭। মাঝিপাড়া স.।

নৈহাটি থানা ঃ ১। প্রসাদনগর স. ২। গরিফা স. ৩। নৈহাটি স. ৪। কাঁঠালপাড়া স. ৫। দেউলপাড়া স. ৬। দোগাছিয়া স. ৭। ভবগাছি স. ৮। কুলিয়া-গোড় স. ৯। মামুদপুর স. ১০। রাজেন্দ্রপুর স. ১১। মাদারপুলি স. ১২। শিবদাসপুর স. ১৩। খনারহাট স. ১৪ রামচন্দ্রপুর স. ১৫। বুভুরিয়া স. ১৬। শালিদহ স. ১৭। আলিসরা স. ১৮। বারিকপাড়া স. ১৯। মহাবাটিপাড়া স.।

জগদ্দল থানা ঃ এই থানার অন্তর্গত নিম্নলিখিত মৌজাগুলির সমগ্র বুঝিতে হইবে। ১। ভাটপাড়া ২। মাদ্রাইল ৩। ফিঙ্গাপাড়া ৪। নারায়নপুর ৫। পানপুর ৬। রামবাটি ৭। মুকুন্দপুর ৮। অভিরামপুর ৯। কেউটিয়া ১০। মণ্ডলপাড়া ১১। স্থিরপাড়া ১২। কাঁকিনাড়া ১৩। জগদ্দল ১৪। সুন্দিয়া ১৫। চক মুলাজোড় ১৬। আটপুর ১৭। বিদ্যাধরপুর ১৮। মুলাজোড় ১৯। গড় শ্যামনগর ২০। কাংগাছি ২১। গুড়দহ ২২। রাহুতা ২৩। বাসুদেবপুর ২৪। হাঁসিয়া ২৫। পলতাপাড়া ২৬। মথুরাপুর ২৭। কয়রাপুর ২৮। বালিয়াঘাটা।

নাওপাড়া থানা ঃ নিম্নলিখিত এলাকার সমগ্র। ১। গাড়ুলিয়া ২। নাওপাড়া ৩। ইছাপুর ৪। পলতা।

বারাকপুর থানা ঃ নিম্নলিখিত এলাকার সমগ্র। ১। পলতা ওয়াটার ওয়ার্কস ২। মণিরামপুর ৩। ক্যানটনমেণ্ট ৪। গান্ধীঘাট।

টিটাগড় থানা ঃ নিম্নলিখিত এলাকার সমগ্র। ১। বাবনপুর ২। চন্দনপুকুর ৩। নোনা ৪। চানক ৫। টিটাগড় ৬। চক কাঁঠালিয়া ৭। বড় কাঁঠালিয়া ৮। মোহনপুর ৯। জাফরপুর ১০। তেলিনিপাড়া ১১। ছোট কাঁঠালিয়া ১২। গনেশপুর ১৩। নীলগঞ্জ ১৪। সূর্যপুর ১৫। নভারাঙ্গা।

খড়দহ থানা ঃ নিম্নলিখিত এলাকার সমগ্র। ১। বনবারাকপুর ২। খড়দহ ৩। রহড়া ৪। পাটুলিয়া ৫। বেরুলিয়া ৬। পানশিলা ৭। রামভদ্রবাটি ৮। সোদপুর

৯। সুকচর ১০। পানিহাটি ১১। আগরপাড়া ১২। তারাপুখুরিয়া ১৩। ওসমানপুর ১৪। ঘোলা ১৫। নাটাগড় ১৬। বুষপুর ১৭। বনিপুর ১৮। দোপেড়ে ১৯। ডাঙ্গা দিঘিলা ২০। রুইয়া ২১। ঈশ্বরীপুর ২২। বণাগড় সিংহের বেড় ২৩। ভাটপাড়া নোয়াপাড়া ২৪। কমাধবপুর ২৫। বিলকাঁদা ২৬। মহিষপোতা ২৭। বোদাই ২৮। টালবাঁদা ২৯। যুগবেড়িয়া ৩০। মুড়াগাছা ৩১। ভেঘরি ৩২। চাঁদপুর ৩৩। আগাপুর ৩৪। মুশুনভা ৩৫। আহারামপুর ৩৬। কোদালিয়া।

বেলঘরিয়া থানাঃ নিম্নলিখিত এলাকার সমগ্র। ১। আড়িয়াদহ কামারহাটি ২। বাসুদেবপুর ৩। বেলঘরিয়া ৪। দক্ষিণেশ্বর।

বরানগর থানাঃ নিম্নলিখিত এলাকার সমগ্র। ১। বরানগর ২। বনহুগলী ৩। পালপাড়া ৪। নৈনান ৫। নাৎপাড়া ৬। নৈনান পূর্ব ৭। সিনথিনিজ।

দমদম থানাঃ নিম্নলিখিত এলাকার সমগ্র। ১। সুলতানপুর ২। মাটিকল ৩। গারুই ৪। বেদিয়াপাড়া ৫। দিগল ৬। দমদম হাউস ৭। সাতগাছি ৮। বাগজোলা ৯। পূর্বসিঁথি ১০। শ্যামনগর।

লেকটাউন থানাঃ নিম্নলিখিত এলাকার সমগ্র। ১। বালিদহ ২। পাতিপুকুর ৩। দক্ষিণদাঁড়ি ৪। উল্টাডাঙ্গা।

সল্টলেক থানাঃ ১। গোলাঘাটা স. ২। বাঁকুরি স. ৩। হরভাঙ্গা পূর্ব স. ৪। ঘরভাঙ্গা পশ্চিম স. ৫। দত্ত আবাদ স. ৬। ধাপা মনপুর—দাগ নং ৭৭১-৭০৫ বর্জিত সমগ্র। ৭। কৃষপুর অ. ৮। মহিষবাথান অ. ৯। থাবদারি অ. ১০। মহিষগোট অ.।

নিমতা থানাঃ নিম্নলিখিত এলাকার সমগ্র। ১। পাটেল ২। উত্তর নিমতা ৩। ফাতুল্লাপুর ৪। ঘিংগা ৫। বিরাটি ৬। দক্ষিণ নিমতা ৭। বাঁদরা।

এয়ারপোর্ট থানাঃ নিম্নলিখিত এলাকার সমগ্র। ১। বিশারপাড়া ২। গৌরীপুর ৩। জগৎপুর ৪। কাদিহাটি ৫। দমদম ক্যান্টনমেন্ট ৬। হরসফোরডস ক্যাণ্ডস ৭। সাহারা ৮। বাকুর দাবকর ৯। গঙ্গানগর ১১। গাতি ১২। গোপালপুর ১৩। সালুয়া ১৪। কৈখালি।

২৪ পরগণা (উত্তর) জেলাঃ

বারাসাত মহকুমাঃ

আমডাঙ্গা থানাঃ ১। ভালুকা স. ২। কুন্দপাড়া স. ৩। আনাখা স. ৪। হরপুর স. ৫। মরিচা স. ৬। মদনপুর অ. ৭। ধনিয়া অ. ৮। উত্তর দুর্লভপুর অ. ৯। দাদপুর অ. ১০। মগনপুর স. ১১। কাঁচিয়ারা অ. ১২। কৈপুখুরিয়া অ. ১৩। আধাটা অ. ১৪। হিসাকি অ. ১৫। সাধনপুর অ. ১৬। উলুডাঙ্গা অ. ১৭। খাড়ু স.

১৮। শিকড়া স. ১৯। দরিয়াপুর স. ২০। নিমা স. ২১। চাঁদিগোড় স. ২২। পাঁচপোতা স. ২৩। নপাড়া স. ২৪। হামিদপুর স. ২৫। শশিপুর স. ২৬। বাহিরপুর স. ২৭। প্রভাকরকাটি স. ২৮। চানকিয়া স. ২৯। রাউতাড়া স. ৩০। কোমারডুনি স. ৩১। পদ্মনাভপুর স. ৩২। হেকমপুর স. ৩৩। কুচিয়াপাড়া স. ৩৪। গজবাঁদা স. ৩৫। পাঁচাঘরিয়া স. ৩৬। রামপুর অ. ৩৭। রাহানা অ. ৩৮। আমডাঙ্গা অ. ৩৯। রফিপুর অ. ৪০। রায়পুর অ. ৪১। টারাবেড়িয়া স. ৪২। শ্রীরামপুর স. ৪৩। কুশডাঙ্গা স. ৪৪। গুমা স. ৪৫। তেঁতুলিয়া স. ৪৬। টপনপুর স. ৪৭। বড়গাছিয়া স. ৪৮। বৈছিগাছি স. ৪৯। ডাঙ্গা টাঙ্গা টাঙ্গি স. ৫০। বোদাই স. ৫১। খান্দা সরকারা অ. ৫২। দুর্লভপুর অ. ৫৩। বেলু স. ৫৪। রতনপুর স. ৫৫। চক বেলু স. ৫৬। দেরাবেড়িয়া স. ৫৭। সাহাপুর স. ৫৮। টাবাবেড়িয়া স. ৫৯। ছাকহাট স. ৬০। বিজয়পুর স. ৬১। নারায়ণপুর স. ৬২। সরপভিতি স. ৬৩। আটঘরা স. ৬৪। মাধবপুর অ. ৬৫। হরপাড়া স.।

বারাসাত থানাঃ ১। বাবপুর অ. ২। আলগড়িয়া অ. ৩। মিনাগদি অ. ৪। ডুবগড়িয়া অ. ৫। বড়বড়িয়া স. ৬। পাঁচঘরা স. ৭। জগন্নাথপুর স. ৮। কোকাপুর স. ৯। রঙ্গপুর স. ১০। সেলারহাট স. ১১। ফতেযাবাদ স. ১২ জলসুখা স. ১৩। সাইবনা স. ১৪। জামতাগড় স. ১৫। বর্ণ নানপুকুরিয়া স. ১৬। রুদ্রপুর স. ১৭। মালিকাপুর স. ১৮। আহিরা স. ১৯। কাপাসিয়া স. ২০। তালধারিয়া স. ২১। পাণিহরা স. ২২। গুচুরিয়া স. ২৩। চাকরাঘাটা স. ২৪। কোড়া স. ২৫। চন্দনপুর স. ২৬। পশ্চিম ইছাপুর স. ২৭। কাটুরা স. ২৮। মচপল স. ২৯। সাদারপুর স. ৩০। অনন্তপুর স. ৩১। চালুরিয়া স. ৩২। চক বড়বড়িয়া স. ৩৩। চক চাতুরিয়া স. ৩৪। বালুরিয়া স. ৩৫। ভাটরা স. ৩৬। প্রসাদপুর স. ৩৭। হরিহরপুর স. ৩৮। হৃদয়পুর স. ৩৯। কুতুলসাহি স. ৪০। উদয়রাজপুর স. ৪১। চাঁদনগর স. ৪২। দোহাড়িয়া স. ৪৩। গোপালপুর চণ্ডিগড় স. ৪৪। গোপালপুর নোয়াপাড়া স. ৪৫। হুমাইপুর স. ৪৬। আবদালপুর স. ৪৭। পাটুলি স. ৪৮। গরলাঙ্গা স. ৪৯। জজড়া স. ৫০। দিয়াড়া স. ৫১। চৌঘরিয়া স. ৫২। বারপল স. ৫৩। রোহানডা স. ৫৪। পালিতপাড়া স. ৫৫। বিরপুর স. ৫৬। বাঁশপল স. ৫৭। গোবরা স. ৫৮। সিংহপাড়া স. ৫৯। কচুয়া স. ৬০। মহেশ্বরপুর স. ৬১। বাগবেড়িয়া স. ৬২। গড়িথা স. ৬৩। আমডাডাঙ্গা স. ৬৪। বাহু স. ৬৫ কাঠোর স. ৬৬। দক্ষিণহাট স. ৬৭। দিগবেড়িয়া স. ৬৮। নদীভাগ স. ৬৯। মোল্লাপাড়া স. ৭০। ঘোলা স. ৭১। উত্তরহাট স. ৭২। বারাসাত স. ৭৩। বনমালিপুর স. ৭৪। রামকৃষ্ণপুর অ. ৭৫। পলপাকুড়িয়া অ. ৭৬। নপাড়া স. ৭৭। আড়দেবক অ. ৭৮। সাংমুড়া অ. ৭৯। শ্রীকৃষ্ণপুর অ. ৮০। চন্দনহাটি স. ৮১। নলপুরা স. ৮২। বিষ্ণুপুর অ. ৮৩। চণ্ডিগোড়ি অ. ৮৪।

কায়েম্বা অ. ৮৫। বাগবাঁদ সাইবেড়িয়া অ. ৮৬। আঁতুলিয়া অ. ৮৭। কৃষ্ণমাটি অ. ৮৮। কৃষ্ণপুর মদনপুর স. ৮৯। রমাগাছি স. ৯০। নবাবপুর স. ৯১। নাওপাড়া স. ৯২। কৈপুর স. ৯৩। বিলবাউচণ্ডি স. ৯৪। মাটিপাগাছা স. ৯৫। কামদুনি স. ৯৬। খড়িবাড়িয়া অ. ৯৭। মহিষগাদি অ. ৯৮। মাঠগ্রাম অ.।

রাজারহাট থানা: ১। দশদ্রোণ স. ২। মণ্ডলগাঁতি স. ৩। অর্জুনপুর স. ৪। রঘুনাথপুর স. ৫। তেঘরি স. ৬। আটঘরা স. ৭। গোয়াপাড়া স. ৮। রাইগাছি স. ৯। রেকজুয়ানি স. ১০। হাতিয়ারা স. ১১। চণ্ডবেড়িয়া স. ১২। জয়াঙ্গর স. ১৩। কৃষ্ণপুর অ. ১৪। মহিষবাথান অ. ১৫। থাকদাড়ি অ. ১৬। মহিষগোট অ. ১৭। ডেকালিয়া স. ১৮। সুলাঙ্গাব স. ১৯। ঘুনি স. ২০। যাত্রাগাছি স. ২১। কদমপুকুর স. ২২। বারসা মোস্তাফাপুর স. ২৩। বগবাঁশপুর স. ২৪। ভাঙেনদ স. ২৫। থাথাব স. ২৬। কলাবেড়িয়া স. ২৭। বাসিনা স. ২৮। মহম্মদপুর স. ২৯। চক পাচুরিয়া অ. ৩০। বালিগড়ি অ. ৩১। পাথরঘাটা অ ৩২। কাশীনাথপুর অ. ৩৩। উত্তরহাটি অ. ৩৪। জামালপাড় অ. ৩৫। ছোট চাঁদপুর স. ৩৬। বিষ্ণুপুর অ ৩৭। মোবারকপুর অ.।

নদীয়া জেলা: রাণাঘাট মহকুমা:

চাকদহ থানা: ১। চরজিরাট স, ২। মালিচগর অ. ৩। নোয়াদ দুর্গাপুর অ ৪। মনসাপোতা অ. ৫। ইনায়েৎপুর অ. ৬। একতারপুর অ. ৭। নাতগাছি অ ৮। মহেশ্বরপুর অ. ৯। জুতারপুর অ. ১০। শ্রীকৃষ্ণপুর চর স. ১১। চাঁদুরিয়া স. ১২। প্রিয়ানগর স. ১৩। চক তারিনিপুর স. ১৪। শিকারপুর স. ১৫। আলাইপুর স. ১৬। ঈশ্বরপুর স. ১৭। তারিণিপুর স. ১৮। কালিপুর স. ১৯। দুর্গাপুর স. ২০। গঙ্গ মনহরপুর স. ২১। শরাতি স. ২২। উমাপুর স. ২৩। নোয়াশ্রীচর স. ২৪। রামনগর চর স. ২৫। ডুমরদহ চর স. ২৬। কুমারপুর স. ২৭। মদনপুর স. ২৮। জঙ্গল স. ২৯। জীবননগর স. ৩০। কৌতুবপুর স. ৩১। উচিতপুর স. ৩২। তেঘরি স. ৩৩। রামেশ্বরপুর স. ৩৪। হাড়িয়াপুর স. ৩৫। আঁতিলিয়া স. ৩৬। নরপতিপাড়া স. ৩৭। রূপপুর স. ৩৮। শিমুরালি স. ৩৯। ব্রহ্মাপাড়া স. ৪০। সুতারগাছি স. ৪১। রণতরি স. ৪২। যাত্রাপুর স.।

কল্যাণী থানা: নিম্নলিখিত এলাকাব স.প্র: ১। চর নন্দনবাটি ২। চর কাঁচড়াপাড়া ৩। কাঁচড়াপাড়া ৪। কৃষ্ণদেববাটি ৫। মেঝের চর ৬। চর যদুবাটি ৭। বীরপাড়া ৮। চর মধুসূদনপুর ৯। চর জজিরা ১০। রঘুনাথপুর (৪৮/১৯৩) ১১। মুক্তিপুর ১২। চাঁদমারি ১৩। জয়দেববাটি ১৪। উত্তরবড়া ১৫। গোপালপুর ।১৬। দক্ষিণ ভবানীপুর ১৭। কত্তাগঞ্জ ১৮। সাতরাপাড়া ১৯। গোকুলপুর ২০। সাগুনা

২১। কৃষ্ণপুর ২২। রঘুনাথপুর (৮২) ২৩। কুলিয়া ২৪। যাদবপুর ২৫। বালিঘাটা ২৬। কানপুর ২৭। গণেশপুর ২৮। দোগাছিয়া ২৯। কাটাবেলে ৩০। বসন্তপুর ৩১। ঘোড়াগাছা ৩২। তেলিগাছা ৩৩। কল্যাণী।

হরিণঘাটা থানা ঃ ১। বাকপা অ. ২। জলকর মগরা অ. ৩। সনাখালি অ. ৪। চক বিরহী অ. ৫। উত্তর বাজাপুর অ. ৬। নারায়নপুর অ. ৭। গাঙুরিয়া অ. ৮। সিমহাট অ. ৯। দীঘা অ. ১০। কপিলেশ্বর অ. ১১। জাগুলি অ. ১২। পাঁচপুকুরিয়া স. ১৩। বিরহ, স. ১৪। চণ্ডীরামপুর স. ১৫। পাঁচপোত স. ১৬। বালিনদী স. ১৭। মুড়াগাছা স. ১৮। খোরবা মানপুর স. ১৯। শিরাজনপাড়া স. ২০। হরিণঘাটা ফার্ম্ স. ২১। ম নপুর স. ২২। হাতিকাঁদা স. ২৩। আবেদপুর স.।

হাওড়া জেলা ঃ

হাওড়া (সদর) মহকুমা ঃ

নিম্নলিখিত থানাগুলির সমগ্র এই আইনের আওতায় পড়িয়াছে ঃ—সাঁকরাইল থানা, ডমজুড থান ; জগাছ থানা; শিবপুর থানা; হাওড়া থানা, ব্যাটরা থানা; গোলাবাড়ি থানা, মালিপাঁচঘরা থানা; বালি থানা; লিলুয়া থানা;

পাঁচলা থানা ঃ ১। জলা বিশ্বনাথপুর স. ২। সুভারারা স. ৩। মল্লিকবাগান স. ৪। খুারবণা স. ৫। কুলডাঙ্গা স. ৬। গোন্দলপাড়া স. ৭। খাস জালালসি স. ৮। দেউলপুর স. ৯। কুণ্ডাঙ্গা স. ১০। জয়রামপুর স. ১১। গঙ্গাধরপুর স. ১২। জানগর স. ১৩। রানিহাটি স. ১৪। বিকিহাকোলা স. ১৫। শাঁকখালি স. ১৬। গাববেড়িয়া স. ১৭। ধুনকি অ. ১৮। পশ্চিম পাঁচলা অ. ১৯। দক্ষিণ পাঁচলা অ. ২০। পাঁচলা অ. ২১। ধানসা স. ২২। কুলাই স. ২৩। সাতঘরিয়া স. ২৪। পানিয়ারা স. ২৫। জল কেনতুয়া স. ২৬। বেলডুবি স. ২৭। বেলকুলাই স. ২৮। খয়জাপুর স. ২৯। সাহাপুর স.।

জগৎবল্লভপুর থানা ঃ ১। গোউ ঘুরালি অ. ২। ফিঙ্গাগাছি অ. ৩। মার ঘুরালি অ. ৪। নিনাবালিয়া অ. ৫। রামহল ভুরস্বত স. ৬। ইছাপুর অ. ৭। বড়ে বালিয়া অ. ৮। রামপুর অ. ৯। পাতিহাল অ. ১০। মানসিংহপুর স. ১১। বড়গাছিয়া স. ১২। পার্বতীপুর অ. ১৩। কামালপুর অ. ১৪। উত্তর সন্তোষপুর অ. ১৫। মধ্য সন্তোষপুর অ. ১৬। দক্ষিণ সন্তোষপুর স. ১৭। সাদাতপুর স. ১৮। অনন্তবাটি স. ১৯। শিয়ালডাঙ্গা স. ২০। কুমারপুর স. ২১। চক পাটমুড়া স. ২২। বোহাড়িয়া স. ২৩। একব্বরপুর স. ২৪। একাব্বরপুর স. ২৫। সিদ্ধেশ্বর স. ২৬। ফটিকগাছি অ. ২৭। লস্করপুর অ. ২৮। বনকুল অ.।

উলুবেড়িয়া মহকুমা ঃ

উলুবেড়িয়া থানা ঃ ১। বাসুদেবপুর অ. ২। খলিসানি অ. ৩। বাড় রামনগর স. ৪। হুরিখালি স. ৫। রঘুদেবপুর স. ৬। ঘরডাঙ্গা বাসুদেবপুর স. ৭। ঘোষাল চক স. ৮। শ্যামসুন্দর চক স. ৯। বলরামপোতা স. ১০। দশভাগা স. ১১। চেঙ্গাইল অ. ১২। সিজবেড়িয়া অ.।

বাউরিয়া থানা ঃ অত্র থানার অন্তর্গত সমগ্র এলাকা এই আইনের আওতাভুক্ত।

হুগলী জেলা ঃ

শ্রীরামপুর মহকুমা ঃ

চণ্ডিতলা থানা ঃ ১। বন পাঁচবেড়ে অ. ২। কানাইডাঙ্গা অ. ৩। ভগবতীপুর অ. ৪। মেটেখাল অ. ৫। ভাতুয়া অ. ৬। জালামাতুল স. ৭। রমানাথপুর অ. ৮। গকুলপুর অ. ৯। খেরো অ. ১০। বামনডাঙ্গা অ. ১১। কলাচড়া অ. ১২। পায়রাগাছা স. ১৩। বেনিপুর স. ১৪। জনাই অ. ১৫। গঙ্গাধরপুর অ. ১৬। মণিরামপুর অ. ১৭। সনকা স. ১৮। ওকরদহ স. ১৯। সাহানা স. ২০। কাপাসহাড়িয়া স. ২১। জয়কৃষ্ণপুর স. ২২। তিসা স. ২৩। খরসরাই স. ২৪। পূর্ব তাজপুর স. ২৫। বেগমপুর স. ২৬। মাধবপুর অ. ২৭। বাকসা অ. ২৮। আদান স. ২৯। শাকাগাছা স. ৩০। পাঁচঘরা স. ৩১। চিকবণ্ড স. ৩২। দনপতিপুর স. ৩৩। ডানকুনি বিল স. ৩৪। নৈটি স. ৩৫। চণ্ডিতলা স. ৩৬। বরিজহাটি স. ৩৭। মাধালপাড়া স. ৩৮। খানপুর স. ৩৯। একলাখি স. ৪০। গরলগাছা স. ৪১। বেলেডাঙ্গা স. ৪২। গোবরা স. ৪৩। ডানকুনি স. ৪৪। চাকুন্দি স. ৪৫। সাতঘরা স. ৪৬। খরিয়াল স. ৪৭। কুসাইগাছি স. ৪৮। মনোহরপুর স. ৪৯। কালিপুর স. ৫০। কৃষ্ণপুর স. ৫১। মানপুর স. ৫২। মৃগালা স.।

উত্তরপাড়া থানা সমগ্র।

শ্রীরামপুর থানা সমগ্র।

চন্দননগর মহকুমা ঃ

সিঙ্গুর থানা ঃ ১। খোরদা অপূর্বপুর অ. ২। চক গোবিন্দ অ. ৩। গণদারপুকুর স. ৪। গোপালনগর অ. ৫। পৌনান অ. ৬। বেলেঘাটা অ. ৭। বৈঁচপোতা অ. ৮। বৈড়ালা অ. ৯। রাজার বাগান স. ১০। ধোপাঘাটা স. ১১। কালিয়ারা স. ১২। বালিটিপা স. ১৩। খোসালপুর স. ১৪। নোয়াপাড়া স. ১৫। বাগডাঙ্গা স. ১৬। বলরামপুর স. ১৭। শঙ্করপুর স. ১৮। ছুটিপুর স. ১৯। তাহেরপুর স. ২০। ছোট কোবরা স. ২১। খানপুকুরিয়া স. ২২। কৈপুঘুরিয়া স. ২৩। আনন্দনগর স.

২৪। শুভিপুর স. ২৫। নানদা স. ২৬। হাকিমপুর স. ২৭। বেনিপুর স. ২৮। আটিসাড়া স. ২৯। ভাণভারদহ স. ৩০। আঠালিয়া স. ৩১। জামিরবেড়িয়া স. ৩২। পুরুষোত্তমপুর স. ৩৩। মল্লিকপুর স. ৩৪। রতনপুর অ. ৩৫। গাজিপুর অ. ৩৬। মির্জাপুর বাকিপুর অ. ৩৭। জগতনগর অ. ৩৮। দিঘলডাঙ্গা অ. ৩৯। শ্রীরামপুর বেড়াবেড়ি স. ৪০। বিরামনগর স. ৪১। মামুদপুর স. ৪২। রঘুনাথপুর স. ৪৩। জলাঘাটা স. ৪৪। ঘনশ্যামপুর স. ৪৫। তেলিপুকুর স. ৪৬। আজবনগর স. ৪৭। পৈতাগড় স. ৪৮। রামনগর স. ৪৯। দারুইপাড়া স. ৫০। বড়াই স. ৫১। রোসতমপুর স. ৫২। রসুইপুর স. ৫৩। ডানসি স. ৫৪। নসিবপুর স. ৫৫। গোমুন্ডিয়া স. ৫৬। ছিনামর স. ৫৭। দিয়ারা স. ৫৮। গোবিন্দপুর স. ৫৯। মোল্লা সিমলা স. ৬০। রামচন্দ্রপুর স. ৬১। মহম্মদপুর স. ৬২। হরিপুর স. ৬৩। পহলানপুর স. ৬৪। বড় কমলাপুর স. ৬৫। বহরমপুর স. ৬৬। নেজামপুর স. ৬৭। ঝাকারি স.।

ভদ্রেশ্বর থানা সমগ্র।

চন্দননগর থানা সমগ্র।

হুগলী (সদর) মহকুমা ঃ

পোলবা থানা ঃ (১) করিচবেড়ি অ. (২) উগলি স. (৩) দুবিরভেড়ি অ. (৪) মহেশ্বরবাটি অ. (৫) রাণীবেড়ি অ. পোলবা অ. (৬) সংগ্রামপুর অ. (৭) কামুন্দপাড় অ. (৮) পাটনা ভৈরবপুর অ. (৯) উত্তর দাদপুর অ. (১০) কাশেমালিগড় স. (১) বিরপালা স. (১২) রাধানগর স. (১৩) বাসুদেববাটি স. (১৪) মালিপাড়া স. (১৫) একবালপুর স. (১৬) সুলতানগাছা স. (১৭) খেইন স. (১৮) কাপাসটিকরি স. (১৯) জোত কালিদাস স. (২০) মেরিয়া স. (২১) গোপালনগর স. (২২) মণিপুর স. (২৩) সোনাটিকারি স. (২৪) আকনা স. (২৫) ডালিমবা স. (২৬) প্রসাদপুর স. (২৭) মিলচিতা স. (২৮) হোসেনাবাদ স. (২৯) ধুলিয়ারা স. (৩১) ঝাঁপা স. (৩১) তাবাবিহারি স. (৩২) বারাকপুর নাওপাড়া স. (৩৩) কলোরা স. (৩৪) পাঁচরাখি স. (৩৫) নন্দিপুর স, (৩৬) রাজহাট স. (৩৭) বড়াল মলিমপুর স. (৩৮) ভাটনা স. (৩৯) আটপুকুর স. (৪০) ভোয়াগাছি স. (৪১) শিবরামপুর স. (৪২) বেলগড়ে স. (৪৩) ওচাই অ. (৪৪) কাশরা অ. (৪৫) রামনগর অ. (৪৬) অরাজি জোত চণ্ডি অ. (৪৭) বরুণ নপাড়া অ. (৪৮) ভাতুরিয়া অ. (৪৯) চানটারা স. (৫০) আমপালা স. (৫১) গটু স. (৫২) পুরুষোত্তমবাটি স. (৫৩) অমরপুর স. (৫৪) জগন্নাথবাটি স. (৫৫) মহেশপুর স. (৫৬) কামদেবপুর স. (৫৭) সুগন্ধা স. (৫৮) পাতুল স. (৫৯) নারায়ণপাড়া স. (৬০) যাদবপুর স. (৬১) বিনোদপুর স. (৬২) নাজামপুর স. (৬৩) রানাগাছা স. (৬৪) বাহির রানাগাছা স. (৬৫) দোগাছিয়া স. (৬৬) পায়রাডাঙ্গা স.

৬৭। এরেঙ্গা স. ৬৮। জরুরা স. ৬৯। ভূষনাড়া স. ৭০। আমেদাবাদ স. ৭১। শঙ্করবাটি স.।

পানডুয়া থানা ঃ ১। ইটাচুনা অ. ২। বড়া সারাস অ. ৩। মাখালদি অ. ৪। গুড়জালা স. ৫। বেনেডাঙ্গা স. ৬। খন্যান অ. ৭। আবিরা অ. ৮। হরিদাসপুর অ. ৯। চাপতা অ. ১০। বেজপাড়া অ. ১১। উত্তর দশদরুন স. ১২। রাধানগর অ. ১৩। সিবরাই স. ১৪। দক্ষিণ দশদরুন স. ১৫। পাকড়ি স.।

বলাগড় থানা ঃ ১। সবগড়িয়া অ. ২। মহিপালপুর অ. ৩। কুলগাছি অ. ৪। মালঞ্চ স. ৫। ভলকি অ. ৬। ইটাগড় স. ৭। সাধুবানগালি স. ৮। চণ্ডিগোছা স. ৯। বাগা স. ১০। ঢাকছাড়া অ. ১১। বাসনা অ. ১২। বড়াইল অ. ১৩। রুকেশপুর অ. ১৪। বানেশ্বরপুর অ. ১৫। মোকতারপুর অ. ১৬। খামারগাছি অ. ১৭। সিজা স. ১৮। কামালপুর স. ১৯। গৌরনাই অ. ২০। আরাজি আসচিতপুর স. ২১। দশদহ স. ২২। শিমুলিয়া স. ২৩। নরিচা স. ২৪। নিত্যানন্দপুর স. ২৫। দক্ষিণ গোপালপুর স. ২৬। শেরপুর স. ২৭। নাওসরাই স. ২৮। রামনগর স.।

মগরা থানা সমগ্র।

চুঁচুড়া থানা সমগ্র।

বর্ধমান জেলা ঃ দুর্গাপুর মহকুমা ঃ

দুর্গাপুর থানা ঃ (১) ধবানি অ. (২) পারুলিয়া স. (৩) চক গোপালপুর স. (৪) সোভাপুর স. (৫) সমলপুর স. (৬) বনসল অ. (৭) করুরিয়া স. (৮) বিজুপোড়া স. (৯) অমরাই স. (১০) কাঁকসার স. (১১) চক আগর স. (১২) মোহনপুর স. (১৩) জগুরবাঁধ স. (১৪) সজারা স. (১৫) ওয়ারিয়া স. (১৬) মেজেদিহি স. (১৭) ধানদাবাগ স. (১৮) বেনাচিটি স. (১৯) ভিরিঙ্গি স. (২০) পুনাবাদ স. (২১) ধুনারা স. (২২) পুড়স স. (২৩) অর্জুনপুর স. (২৪) বনগ্রাম স. (২৫) ফরিদপুর স. (২৬) মহিশখাপুরি স. (২৭) পার রাধামাধবপুর স. (২৮) গোপাল মাঠ স. (২৯) ডুবচুরুরিয়া স.।

মেজিয়া থানা ঃ নিম্নলিখিত এলাকাগুলির অংশ এই আইনের আওতায় পড়িয়াছে ঃ (১) দিঘলগ্রাম (২) জপমালি (৩) সবমা (৪) জংপুর (৫) বনজোরা (৬) জালানপুর (৭) কুলদিহা (৮) পিঙ্গরাই (৯) নপাড়া (১০) মেট্যালি (১১) নূতনগ্রাম (১২) প্রতাপপুর (১৩) সীতারামপুর (১৪) পাহাড়পুর (১৫) কৃষ্ণনগর (১৬) বামনডিহি।

অণ্ডাল থানা ঃ (১) অণ্ডাল অ. (২) তামলা অ. (৩) গোপালমাঠ স. (৪) ডুবচুরুরিয়া স. (৫) শ্রীরামপুর স.।

কাঁকসা থানা : (১) আকন্দারা অ. (২) বামুনারা অ. (৩) খাটপুকুর স. (৪) চক নারায়ণপুর স. (৫) বাঁশকোপা অ. (৬) বেহরপুর স. (৭) বাবনাবেডা অ. (৮) আরা অ.।

নিউটাউনসিপ থানা : (১) পারদৈ স. (২) চক ভবানী স. (৩) গোয়ালারা স. (৪) পরানগঞ্জ স. (৫) জেমুয়া অ. (৬) হরিবাজার স. (৭) ফুলঝারি স. (৮) কালিগঞ্জ অ. (৯) মামডা স. (১০) শঙ্করপুর স. (১১) তেতিখালা স ।

কোকওভেন থানা : নিম্নলিখিত এলাকাগুলির সমগ্র : (১) গোপিনাথপুর (২) রাধামাধবপুর (৩) অঙ্গদপুর (৪) রাতুরিয়া (৫) বিরভনপুর (৬) নডিহা (৭) নারায়ণপুর।

ফরিদপুর থানা : (১) কালিকাপুর অ. (২) বনসিয়া অ. (৩) বাঁশগাডা অ. (৪) নাচন স. (৫) প্রতাপপুর অ. (৬) বডগডিয়া অ (৭) কাতাবেডা অ. (৮) হেতেডোবা অ. (৯) পাতসাওরা অ. (১০) আরতি অ. (১১) জবুনা স.।

আসানসোল মহকুমা :

আসানসোল থানা : (১) ডামরা অ. (২) সুদি অ. । এবং নিম্নলিখিত এলাকাগুলির সমগ্র : (৩) শডকদি (৪) নডিহা (৫) গাঁডুই (৬) গোপালপুর (৭) নারাসামুদা (৮) কুমারপুর (৯) গোবিন্দপুর (১০) শীতলা (১১) পলাশিডিহা (১২) বনসরকবি (১৩) মহুজুরি (১৪) বড পুখুরিয়া (১৫) গডপরিরা (১৬) উত্তর ধাদকা (১৭) দক্ষিণ ধাদকা (১৮) কল্লা (১৯) সাত পুখুরিয়া (২০) বন বিষ্ণুপুর (২১) নিশ্চিন্ত (২২) কেশবগঞ্জ (২৩) চক কেশবগঞ্জ (২৪) আসানসোল (২৫) আসানসোল মিউনিসিপ্যালিটি (২৬) মোহিসিলা (২৭) কোটালডিহি (২৮) কালিপাহাডি (২৯) ঘেষিক (৩০) হাটগাড়ুই (৩১) গোপালপুর (৩২) মারিচকতা (৩৩) রঘুনাথবাটি (৩৪) রামজীবনপুর (৩৫) বডচক (৩৬) ফতেপুর (৩৭) বড ধেমো (৩৮) জগৎদি (৩৯) বডতাডিয়া। (৪০) কংখরা অ.।

জামুরিয়া থানা : (১) শ্রীপুর অ. (২) জোবা অ. (৩) খোশখুলা স. (৪) নিংগা স. (৫) চাঁদা স. (৬) বাগডা অ.।

রাণীগঞ্জ থানা : (১) শাওডা স. (২) রতিবাটি স. (৩) চাপুই অ. (৪) কুমারডিহা অ. (৫) চলবলপুর অ.।

বরবনি থানা : (১) কন্যাপুর স. (২) হুনি অ. (৩) পাচগেছিয়া স. (৪) মনহরবহাল স. (৫) চিনচুরিয়া অ. (৬) নপাডা অ. (৭) ভাসকাজুরি অ. (৮) মাজিয়াডা অ.।

হীরাপুর থানা : নিম্নলিখিত এলাকার সমগ্র : (১) ইসমাইল (২) নরসিংহবাঁদ (৩) সানতা (৪) হীরাপুর (৫) বনগ্রাম (৬) ডিহিকা (৭) শ্যামডিহি (৮) কলাঝরিয়া

(৯) নবঘনাদি (১০) বড়খোঙ্গ (১১) তালকুঁড়ি (১২) ধেমুয়া (১৩) ছোট দিগারি (১৪) বড দিগারি (১৫) শাওডামারা (১৬) লাকডাসাটা (১৭) পুরুষোত্তমপুর (১৮) কুইলাপুর (১৯) বৈষ্ণনন্দপুর (২০) পাতমোহনা (২১) আলুথিয়া (২২) ভারত চক (২৩) জুমুট (২৪) নমবাড়া (২৫) ভাসদি (২৬) চাপড়াদি (২৭) জামডিহা অ.।

সালানপুর থানা ঃ (১) এথোরা অ. (২) তালবেড়িয়া অ. (৩) অঙ্গড়িয়া স.।

কুলটি থানা ঃ (১) সীতারাম স. (২) বেলরুই স. (৩) লছিপুর স. (৪) নিয়ামতপুর অ. (৫) বামনডিহা অ. (৬) আলদিহি স. (৭) মেঠানি স. (৮) কামালপুর স. (৯) চেঁরেলগড়িয়া স. (১০) বেজদিহি অ.।

বাঁকুড়া জেলা ঃ

সালতোড়া থানা ঃ (ইহা আসানসোল অ্যাগ্লোমারেশনের পেরিফারাল এরিয়ার মধ্যে পড়িয়াছে)। (১) শিরপুরনামা অ. (২) সুবুরবাঁধ অ. (৩) কেশরকুন্দি অ. (৪) রাজপুর অ. (৫) ঈশ্বদা অ. (৬) আনন্দপুর অ. (৭) বাগজটা অ. (৮) কুখরাকুড়ি অ. (৯) কল্লা অ. (১০) মজিত অ. (১১) ঝুপুলিয়া অ.।

পুরুলিয়া জেলা ঃ

নেতুরিয়া থানা ঃ (ইহা আসানসোল অ্যাগ্লোমারেশনের পেরিফারাল এরিয়ার মধ্যে পড়িয়াছে)। (১) ভামারিয়া অ. (২) আসনবনি অ.।

সাঁতুরিয়া থানা ঃ (১) শুমুরি অ. (২) দেউলি অ. (৩) ভাকুলিয়াসোতা অ. (৪) অগ্য চক স. (৫) ডুমডুমি অ.।

পশ্চিমবঙ্গ কমপ্রিহেনসিভ এরিয়া ডেভেলপমেণ্ট আইন, ১৯৭৪
(নং ৩৯, ১৯৭৪)

এই আইনের ৩৩-ধারায় নির্দেশ প্রদান করা আছে যে এই আইনের ১৫(২) উপধারা বলে যে সকল অঞ্চলের নাম বিজ্ঞাপিত হইবে উক্ত আইনের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য, সেই সকল অঞ্চলস্থ কোন জমি কোন রায়ত হস্তান্তরকালে কমপ্রিহেনসিভ এরিয়া ডেভেলপমেণ্ট কর্পোরেশনের নিকট জমির বিবরণসহ নোটিশ প্রদান না করিলে রেজিস্টারিং অফিসার—পশ্চিমবঙ্গ ভূমি সংস্কার আইন ১৯৫৫ যেরূপই নির্দেশ থাকুক না কেন—নিবন্ধীকরণের জন্য উক্ত অঞ্চলস্থ ভূমি হস্তান্তর সংক্রান্ত নিদর্শনপত্র নিবন্ধীকরণের জন্য গ্রহণ করিবেন না।

এই আইন পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্র প্রচলিত হয় নাই; কুচবিহার, পুরুলিয়া প্রভৃতি কয়েকটি জেলার বিশেষ-বিশেষ স্থানের জন্য এই কর্পোরেশন স্থাপিত হইয়াছে। এমন নজরে আসিয়াছে যে উক্ত কর্পোরেশন কর্তৃপক্ষ অনেক সময় নির্দেশ দিয়া থাকেন

যে তাঁহাদের দ্বারা ছাড়পত্র না পাইলে যেন রেজিস্টারিং অফিসার বিজ্ঞাপিত এলাকা সংক্রান্ত সম্পত্তির হস্তান্তরের জন্য প্রণীত নিদর্শনপত্র রেজিস্ট্রী না করেন। আইনে কিন্তু ঐরূপ কোন বিধান নাই। কর্পোরেশন এলাকা সংক্রান্ত সম্পত্তির বিবরণ ভিন্ন কাগজে রেজিস্টারিং অফিসার গ্রহণ করিবেন এবং কর্পোরেশন কর্তৃপক্ষকে দলিল রেজিস্ট্রেসনের পরে পাঠাইয়া দিবেন।

আয়কর আইন—১৯৬১

সম্প্রতি রেজিস্টারিং অফিসারদিগের উপর আয়কর আইনের কয়েকটি বিধান প্রয়োগের দায়িত্ব পড়িয়াছে। আবার রেজিস্ট্রেসন আইনের ৮০ [এইচ] ধারায় বলা আছে যে ৮০ [এইচ] ধারার শব্দ ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে আয়কর আইনের ২২ [এ]-পরিচ্ছেদে প্রয়োজনীয় শব্দের যেরূপ ব্যাখ্যা প্রদান করা আছে, রেজিস্ট্রেসন আইনের ক্ষেত্রেও সেরূপ বিবেচিত হইবে।

আয়কর আইনের ২৩০-[এ] ধারা : কয়েকটি ক্ষেত্রে স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর সংক্রান্ত নিবন্ধীকরণে বিধি-নিষেধ : (১) রেজিস্ট্রেসন আইন ১৯০৮-এর ১৭(১) ধারার অন্তর্গত (এ) ক্লজ হইতে (ই) ক্লজ-এর বিধানানুসারে কোন দলিলের দ্বারা কোন ব্যক্তি পঞ্চাশ হাজার টাকার অধিক মূল্যের সম্পত্তিতে অথবা সম্পত্তির উপর যে অধিকার, স্বত্ব ইত্যাদি আছে তাহা কোন প্রকারের হস্তান্তর, সীমিত ইত্যাদি করিতে চাহিলে অন্য আইনে যাহা কিছুই লিখিত থাকুক না কেন রেজিস্টারিং অফিসার উক্ত দলিল রেজিস্ট্রী করিবেন না, যদি আয়কর আধিকারিক প্রদত্ত নিম্ন বিষয়ের সার্টিফিকেট দলিলের সহিত দাখিল করা না হয়। আয়কর আধিকারিক এই মর্মে সার্টিফিকেট দিবেন যে (এ) উক্ত দলিলের দাতা এই আইন একসেস প্রফিট ট্যাক্স আইন, ১৯৪০, বিজিনেস প্রফিট ট্যাক্স আইন, ১৯৪৭, ভারতীয় আয়কর আইন ১৯২২, ওয়েলথ ট্যাক্স অ্যাক্ট, ১৯৫৭, এক্সপেণ্ডিচার ট্যাক্স আইন, ১৯৫৭, গিফট ট্যাক্স আইন, ১৯৫৮, সুপার প্রফিট ট্যাক্স আইন, ১৯৬৩ এবং কোম্পানীজ (প্রফিটস) সারট্যাক্স আইন ১৯৬৪ এর বিধানানুসারে সর্বপ্রকার দায়িত্ব পালন করিয়াছেন অথবা এই সকল আইনের বিধানানুসারে সকল প্রকার আর্থিক দায়িত্ব পূরণের সন্তোষজনক ব্যবস্থা করিয়াছেন ; অথবা

(বি) উপরিউক্ত দলিলখানি নিবন্ধীকৃত হইলে উক্ত আইনগুলির বিধানানুসারে প্রদেয় ট্যাক্স ইত্যাদি আদায়ে বিঘ্ন হইবে না।

(২) সম্পত্তি হস্তান্তরকারী নির্ধারিত ফরমে প্রয়োজনীয় বিবরণাদি সহ আয়কর আধিকারিকের নিকট দরখাস্ত করিবেন।

(৩) (১)-উপধারার বিধান কোন সংস্থা, পরিমেল অথবা কোন প্রতিষ্ঠানের প্রতি প্রযোজ্য হইবে না যদি বোর্ড অব ডাইরেক্ট ট্যাক্সেস্ লিখিত কারণসহ সরকারী গেজেটে এ বিষয়ে বিজ্ঞপ্তি প্রদান করেন।

দ্রষ্টব্য ঃ (১) এই ধারাটি বেশ জটিল; এবং বিভিন্ন মতামত প্রকাশিত আছে। সুতরাং, ধারাটির বিশ্লেষণ প্রয়োজন। প্রারম্ভে, বলিয়া রাখা ভাল, যে দরখাস্তের উপর ভিত্তি করিয়া আয়কর আধিকারিক প্রয়োজনীয় সার্টিফিকেট দিবেন, তাহা রেজিস্টারিং অফিসারের পরীক্ষা করিয়া দেখিবার ক্ষমতা আছে; অনেক ক্ষেত্রে আয়কর আধিকারিক দরখাস্তের প্রতিলিপি যুক্ত না করিয়া সার্টিফিকেট প্রদান করিয়া থাকেন; দরখাস্তের সহিত দলিলের কপি দিবার বিধান আছে; সুতরাং উক্ত সার্টিফিকেটের সহিত আয়কর আধিকারিকের নিকট প্রদত্ত দলিলের প্রতিলিপি, দরখাস্তের প্রতিলিপি রেজিস্টারিং অফিসারের পরীক্ষার জন্য জমা দেওয়া বিধিসঙ্গত।

(২) বিধানের নির্দেশ ঃ (ক) কোন ব্যক্তি (খ) ৫০,০০০ টাকার অধিক মূল্যের (গ) স্থাবর সম্পত্তিতে অথবা সম্পত্তির উপর অধিকার ইত্যাদি (ঘ) যেকোন প্রকারের হস্তান্তর (ঙ) কোন দলিল মূলে কার্যকরী করিতে চাহেন, তবে আয়কর আধিকারিকের সার্টিফিকেট গ্রহণ করিতে হইবে।

আয়কর আইনের ২(৩১) উপধারায় ব্যক্তি সম্পর্কে বলা আছে (i) একজন ব্যক্তি বা ইণ্ডিভিজয়াল (ii) একটি হিন্দু যৌথ পরিবার (iii) একটি কোম্পানী (iv) একটি ফারম (v) নিগমিত অথবা অনিগমিত (ইনকরপোরেটড অর নট) ব্যক্তিগণ সৃষ্ট পরিমেল অথবা প্রতিষ্ঠান (vi) কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষ (vii) প্রত্যেক কৃত্রিম বৈধ (জুরিডিক্যাল) ব্যক্তি যাহার সম্পর্কে উপরের উপ-প্রকরণগুলিতে পড়েনা।

এখন, কোন দলিলে একাধিক দাতা আছে, একাধিক দাতা হিন্দু যৌথ পরিবার ভুক্ত হইলে, কোন পরিমেল বা প্রতিষ্ঠান ভুক্ত হইলে, কোন কোম্পানী বা ফারমের প্রতিনিধি হইলে, উক্ত একাধিক দাতা 'এক ব্যক্তি' রূপে বিবেচিত হইবে অনুমিত হয়। হিন্দু যৌথ পরিবার ভুক্ত কিনা তাহা হিন্দু আইন অনুসারে স্থিরীকৃত হইবে। দাতাগণ এক পরিমেল ভুক্ত কিনা তাহা পরীক্ষার জন্য বিচারালয় মাপকাঠির উদ্ভাবন করিয়াছেন। দেখিতে হইবে, সাধারণ উদ্দেশ্যে, সাধারণ বন্ধনে, যৌথভাবে উক্ত সম্পত্তি বা সম্পত্তিজাত আয় ভোগ দখলে দাতাগণ অভ্যস্ত আছেন কিনা (সি. আই টি. বনাম দেঘমওয়ালা এস্টেটস, ১৯৭৭, আই. টি. আর. মাদ্রাজ)। সুতরাং কয়েকজন সহ-মালিক (কো-ওনার) কোন বিক্রয় দলিল একত্রে সম্পাদন করিলেই একটি 'ব্যক্তিগণের প্রতিষ্ঠান' (বডি অব ইণ্ডিভিজুয়ালস) রূপে বিবেচিত হইবে না। উক্ত মাপকাঠির নিরিখে পরখ করিয়া দেখিতে হইবে (সম্পত্ত আয়েঙ্গার—ল অব ইনকাম ট্যাক্স, ভল্যুম-১, পৃঃ ৪১০)।

দ্বিতীয়ত, ৫০,০০০ টাকার অধিক 'মূল্যের' হইতে হইবে ; মূল্য (ভ্যালু) এবং পণ (কন্সিডারেশন) এক কথা নয় ; আয়কর আইনে 'মূল্য' বা 'পণের' ব্যাখ্যা প্রদান করা নাই। ২২-[এ] পরিচ্ছেদে অবশ্য 'আপাত পণ' (অ্যাপারেণ্ট কন্সিডারেশন) এবং 'উচিত বাজার মূল্য' (ফেয়ার মার্কেট ভ্যালু) এর ব্যাখ্যা প্রদান করা আছে। মোটামুটিভাবে বলা যায় যে খোলা বাজারে বিক্রয় করিলে সম্পাদনের তারিখে হস্তান্তরিত সম্পত্তির যে দাম পাওয়া যায় তাহাই উক্ত সম্পত্তির উচিত বাজার মূল্য। এখন প্রশ্ন হইতেছে, 'মূল্য' বলিতে আমরা উচিত বাজার মূল্য বুঝিব কিনা। ধরুন, কোন ব্যক্তি তাহার নির্দিষ্ট পরিমাণ স্থাবর সম্পত্তি বন্ধক রাখিয়া ৪৫,০০০ টাকা বা ৫০,০০০ টাকা ঋণ গ্রহণ করিল ; এখানে মরগীজ দলিল মূলে যে সীমিত স্বত্ব হস্তান্তরিত হইতেছে তাহার পণ ৪৫,০০০ টাকা বা ৫০,০০০ টাকা ; কিন্তু, উক্ত সম্পত্তি বাজারে বিক্রীত হইলে ৫০,০০০ টাকার অনেক বেশি দাম পাইবার সম্ভাবনা। তাহা হইলে প্রশ্ন হইতেছে, এরূপ ক্ষেত্রে ২৩০-[এ] ধারা অনুসারে সার্টিফিকেট লাগিবে কিনা। পশ্চিমবঙ্গের আয়কর বিভাগ এ ব্যাপারে একবার মতামত দিয়াছেন যে যেহেতু বাজার দাম ৫০,০০০ টাকার বেশি সুতরাং এরূপ ক্ষেত্রে সার্টিফিকেট প্রদান করিতে হইবে ; আয়কর বিভাগের এই বক্তব্য সঠিক কিনা সন্দেহ আছে ; উচিত এ ব্যাপারে লিগাল রিমেমব্রানসারের মতামত সংগ্রহ করা ; সুপ্রীম কোর্ট, হাইকোর্টের এ ব্যাপারে ব্যাখ্যা না থাকিলে এল, আর এর মতামত সর্বজনগ্রাহ্য। ইন্সপেক্টর জেনারেল অব রেজিস্ট্রেসন্, এবং কমিশনার অব ইনকাম ট্যাক্স প্রয়োজনে এল, আর এর মতামত সংগ্রহ করিয়া রেজিস্টারিং অফিসারদিগকে প্রদান করিতে পারেন ; (লিগাল রিমেমব্রানসার'স ম্যানুয়াল, পৃঃ ৭৯)। এরূপ ব্যবস্থা অনতিবিলম্বে করা উচিত কেননা ২৩০-[এ] ধারা পাঠে ইহাই অনুমিত হয় যে দলিলে যে 'মূল্যের' কথা লেখা থাকে, তাহার ভিত্তিতে সার্টিফিকেট প্রদেয় ; 'উচিত বাজার মূল্যের' কোন সম্পর্ক নাই। ২৩০-[এ] ধারার নির্দেশ মানিয়া দলিল গ্রহণের দায়িত্ব রেজিস্টারিং অফিসারের, আয়কর বিভাগের নহে।

এখন প্রশ্ন, কোন সম্পত্তিতে কাহারো আংশিক অধিকার থাকিতে পারে, অথবা সমগ্র সম্পত্তির উপর অধিকার থাকিতে পারে ; দ্বিতীয় ক্ষেত্রে, কোন অসুবিধা নাই ; সম্পত্তির মূল্য ৫০,০০০ এর বেশি হইলে, সার্টিফিকেট দিতে হইবে ; কিন্তু কেহ, কোন সম্পত্তির ১/৪ অংশের মালিক যাহার মূল্য ২০,০০০ টাকা ; এরূপ ক্ষেত্রে সার্টিফিকেট লাগিবে কিনা ; এ ব্যাপারে আয়কর বিভাগের মতামত পরে লিখিতেছি ; আমি কোন সম্পত্তির ১/৪ অংশ খরিদ সূত্রে মালিক আছি ; ইহা বিক্রয়ের সময় কেন আয়কর আধিকারিকের সার্টিফিকেট সংগ্রহ করিতে হইবে তাহা বুঝান কঠিন।

যেকোন প্রকারের হস্তান্তর ইত্যাদিতে মরগীজ, লীজ প্রভৃতি আসে ; কিন্তু দখল ব্যতীত মরগীজে এই ধারা প্রযুক্ত হইবে কিনা তাহা কর্তৃপক্ষকে সঠিকভাবে নির্দেশ দিতে হইবে ; যেমন দেখিয়াছি ; অনেক সরকারী বা বেসরকারী কর্মচারী সম্পত্তি বন্ধক রাখিয়া বেতনের নির্দিষ্টগুণ ঋণ গ্রহণ করিয়া থাকেন ; অনেক সময়, ঋণের পরিমাণ বন্ধকীকৃত খালিজমির মূল্য অপেক্ষা অনেক বেশি এবং ৫০,০০০ টাকার উর্ধে ; এসকল ক্ষেত্রে সার্টিফিকেটের কি প্রয়োজন এবং আদৌ প্রয়োজন আছে কিনা সে সম্পর্কে আইনগত ব্যাখ্যার প্রয়োজন আছে।

'কোন দলিল' বলিতে এক বা একাধিক দলিল হইতে পারে ; একাধিক দলিল আবার একাধিক রেজিস্টারিং অফিসারের নিকট একাধিক দিনে নিবন্ধীকরণে জন্য দাখিল করা যাইতে পারে ; পরিস্থিতি যখন এমন জটিল তখন 'একটি সম্পত্তির মূল্য' ৫০,০০০ টাকার অধিক হইলে সার্টিফিকেট লাগিবে, এরূপ নির্দেশ প্রদান করা হইলেও তাহা কার্যকরী করা বাস্তবে কতখানি সম্ভব তাহাতে সন্দেহ আছে। পার্টি একাধিক রেজিস্ট্রেশন অফিসে এবং/অথবা একাধিক দিনে দলিল রেজিস্ট্রী করিতে পারে আইনের বিধান এড়াইবার জন্য। এ ব্যাপারে কার্যকর যোগ্য নির্দেশ থাকা প্রয়োজন।

বিষয়টি আয়কর বিভাগ যে ভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছে তাহা এইরূপ : কোন দলিল মূলে কোন স্থাবর সম্পত্তির যে ইন্টারেস্ট হস্তান্তরিত হইতেছে তাহার মূল্য ৫০,০০০ টাকার অনধিক হইলেও মোট সম্পত্তির মূল্য যেহেতু, ৫০,০০০ টাকার অধিক সেজন্য সার্টিফিকেট লাগিবে. এ ব্যাখ্যা অনুসারে, একাধিক দলিল মারফতে সম্পত্তি হস্তান্তরিত হইলেও সার্টিফিকেট প্রদান করিতে হইবে : (পশ্চিমবঙ্গের মহানিবন্ধ পরিদর্শককে এবং কলিকাতার রেজিস্ট্রার অব অ্যাসুরেন্সেসকে যথাক্রমে ৫. ৭. ১৯৭৫ এবং ৬. ৯. ১৯৭৫ তারিখের পশ্চিমবঙ্গের আয়কর কমিশনারের দ্বারা লিখিত চিঠি)। কিন্তু অসুবিধা হইবে সেখানে, যেখানে দলিল পাঠে বুঝিতে পারা যাইবে না সম্পত্তির সমগ্র অথবা অংশত হস্তান্তরিত হইতেছে। ১৯৭৫ সালে আয়কর কমিশনারের উক্তরূপ চিঠি থাকা সত্বেও ওই একই অফিস হইতে ১৫. ১০. ১৯৭৯ তারিখে আয়কর আধিকারিক কোন দরখাস্তকারীকে জানাইয়াছেন যে যেহেতু দলিলে বর্ণিত সম্পত্তিতে দরখাস্তকারীর ইন্টারেস্টের মূল্য ৫০,০০০ টাকার কম, সেহেতু উক্ত দলিলের ক্ষেত্রে ২৩০ [এ] (১) অনুসারে সার্টিফিকেটের প্রয়োজন নাই (নং সি-II/এন্-১৩২/ই তাং ১৫. ১০. ১৯৭৯)। কর্তৃপক্ষ কার্যকরযোগ্য নির্দেশ প্রদানে সমস্যা সমাধানে সচেষ্ট হইবেন আশা করি।

রেজিস্ট্রেসন আইনের ৮০-[এইচ] ধারায় যে নির্দেশ প্রদান করা আছে তাহার প্রয়োজনীয় পদগুলির ব্যাখ্যার জন্য আয়কর আইনের ২২-[এ] ধারায় প্রয়োজনীয়

শব্দের যেরূপ ব্যাখ্যা প্রদান করা আছে, সেরূপ বিবেচনা করিবার নির্দেশ রেজিস্ট্রেসন আইনের ৮০ [এইচ]-ধারায় প্রদান করা আছে। আয়কর আইনের ২২-[এ] পরিচ্ছেদে ১৯টি ধারা আছে—২৬৯ [এ] হইতে ২৬৯ [এস] পর্যন্ত। কেবলমাত্র প্রয়োজনীয় অংশ নিম্নে আলোচিত হইল। ৮০ [এইচ] ধারাতে 'আপাত পণ' 'ন্যায্য বাজার মূল্য', 'স্থাবর সম্পত্তি', 'হস্তান্তর' প্রভৃতি শব্দগুলি ব্যবহৃত হইয়াছে; আয়কর আইনের ২৬৯ [এ]-ধারাতে উক্ত শব্দগুলির ব্যাখ্যা প্রদান করা আছে।

ধারা ২৬৯ [এ] আপাত পণ (অ্যাপারেন্ট কন্সিডারেশন) (১) কোন স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর সংক্রান্ত হইলে (স্থাবর সম্পত্তি (ই) (i) উপ-খণ্ডে যেরূপ ব্যাখ্যাত হইয়াছে) অর্থ হইবে—

(i) যদি হস্তান্তর বিক্রয় মূলে সম্পন্ন হয়, তবে হস্তান্তর পত্রে যে পণের উল্লেখ থাকে সেই পণ হইতেছে আপাত পণ।

(ii) যদি হস্তান্তর বিনিময়ের মাধ্যমে সম্পন্ন হয় তবে [এ যেখানে হস্তান্তরের পণ হইতেছে কোন বস্তু অথবা বস্তু সমষ্টি মাত্র, সেখানে উক্ত বস্তু সম্পাদনের তারিখে খোলা বাজারে বিক্রয় করিলে সাধারণত যে দাম পড়িয়া যাইত তাহা উক্ত হস্তান্তরের আপাত পণ।

[বি] যেখানে হস্তান্তরের পণ হইতেছে কোন বস্তু অথবা বস্তু সমষ্টি এবং কিছু অর্থ, সেখানে উক্ত বস্তু সম্পাদনের তারিখে খোলা বাজারে বিক্রয় করিলে সাধারণত যে দাম পাওয়া যাইত সেই দাম এবং উক্ত অর্থের সমষ্টি হইতেছে আপাত পণ।

(iii) যদি হস্তান্তর ইজারা মাধ্যমে সম্পন্ন হয় [এ] যেখানে হস্তান্তরের পণ কেবলমাত্র প্রিমিয়াম, সেখানে নিদর্শনপত্রে যে পরিমাণ প্রিমিয়ামের কথা লেখা থাকে তাহাই আপাত পণ।

[বি] যেখানে হস্তান্তরের পণ কেবলমাত্র খাজনা সেখানে খাজনারূপে মোট প্রদেয় অর্থ এবং খাজনারূপে সারভিস অথবা প্রদত্ত বস্তুর আর্থিক পরিমাণের সমষ্টি যাহা হস্তান্তরপত্রে লিখিত আছে তাহাই আপাত পণ রূপে বিবেচিত হইবে।

[সি] যেখানে হস্তান্তরের পণ প্রিমিয়াম এবং রেন্ট সেখানে মোট প্রিমিয়াম এবং রেন্টরূপে প্রদেয় মোট অর্থ এবং খাজনারূপে সারভিস অথবা প্রদত্ত বস্তুর আর্থিক পরিমাণের সমষ্টি যাহা হস্তান্তরপত্রে লিখিত আছে তাহাই আপাত পণ রূপে বিবেচিত হইবে।

এবং যেখানে পণ অথবা পণের অংশ হস্তান্তরের তারিখের পরে অন্য কোন তারিখে প্রদেয় হয়, সেখানে হস্তান্তরের তারিখ হইতে প্রদেয় তারিখের সময়কালের জন্য বিলম্বে প্রদত্ত পণের উপর বার্ষিক শতকরা আট টাকা হিসাবে সুদ নির্ণয় করিয়া মোট পণ হইতে উহা বাদ দিলে যে পণ থাকিবে তাহাই আপাত পণ।

(২) যে স্থাবর সম্পত্তি (ই) (ii) ক্লজে ব্যাখ্যাত হইয়াছে সেই স্থাবর হস্তান্তরের ক্ষেত্রে অর্থ হইবে—

(i) যেখানে হস্তান্তরের পণ হইতেছে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ, সেখানে উক্ত অর্থ আপাত পণ।

(ii) যেখানে হস্তান্তরের পণ হইতেছে বস্তু অথবা বস্তু সমষ্টি, সেখানে উক্ত বস্তু হস্তান্তরের তারিখে বাজারে বিক্রয় করিলে যে দাম পাওয়া যাইত সেই দামই হইতেছে আপাত পণ।

(iii) যেখানে হস্তান্তরের পণ বস্তু অথবা বস্তু সমষ্টি এবং নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ, সেখানে উক্ত বস্তু হস্তান্তরের তারিখে বাজারে বিক্রয় করিলে যে দাম পাইত সেই দাম এবং উক্ত নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থের সমষ্টি হইতেছে আপাত পণ।

এবং যেখানে পণ অথবা পণের অংশ হস্তান্তরের তারিখের পরে অন্য কোন তারিখে প্রদেয় হয়, সেখানে হস্তান্তরের তারিখ হইতে প্রদেয় তারিখের সময়কালের জন্য বিলম্বে প্রদত্ত পণের উপর বার্ষিক শতকরা আট টাকা হিসাবে সুদ নির্ণয় করিয়া মোট পণ হইতে উহা বাদ দিলে যে পণ থাকিবে তাহা আপাত পণ।

দ্রষ্টব্য : লক্ষণীয়, স্থাবর সম্পত্তি দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে। প্রথম শ্রেণী হইল, ২৬৯ [এ] (ই) (i) ধারাংশ এবং দ্বিতীয় শ্রেণী হইল ২৬৯ [এ] (ই) (ii) ধারাংশ যেখানে স্থাবর সম্পত্তির ব্যাখ্যা প্রদান করা আছে, স্থাবর সম্পত্তির অর্থ পরে প্রদত্ত হইল।

ধারা ২৬৯ [এ] :

(ডি) **ন্যায্য বাজার মূল্য (ফেয়ার মার্কেট ভ্যালু) :** (i) উপখণ্ড (ই) (i) এ বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় অথবা বিনিময় মাধ্যমে হস্তান্তরিত হইলে, উক্ত সম্পত্তি খোলা বাজারে নিদর্শনপত্র সম্পাদনের তারিখে বিক্রয় হইলে যে দাম সাধারণত পাওয়া যাইত, তাহাই উক্ত হস্তান্তরিত সম্পত্তির ন্যায্য বাজার মূল্য।

(ii) উপখণ্ড (ই) (i) বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি ইজারা (লীজ) মাধ্যমে হস্তান্তরিত হইলে, উক্ত সম্পত্তি খোলা বাজারে নিদর্শনপত্রখানি সম্পাদনের তারিখে হস্তান্তরিত হইলে যে প্রিমিয়াম সাধারণত লাভ করা যাইত তাহা উক্ত ইজারার ন্যায্য বাজার মূল্য, অবশ্য শর্ত এই যে উক্ত হস্তান্তরের পণ কেবলমাত্র প্রিমিয়াম।

(iii) উপখণ্ড (ই) (ii) বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তরিত হইলে, হস্তান্তরের তারিখে খোলা বাজারে উক্ত হস্তান্তরে যে অর্থ সাধারণত লাভ করা যাইত তাহাই ন্যায্য বাজার মূল্য, অবশ্য শর্ত এই যে উক্ত হস্তান্তরের পণ কেবলমাত্র অর্থ।

ধারা ২৬৯ [এ]

(ই) স্থাবর সম্পত্তি অর্থে

(i) কোন ভূমি (ল্যাণ্ড) বা কোন বিলডিং বা কোন বিলডিং এর অংশ এবং যেখানে কোন ভূমি, বিলডিং বা বিলডিং-এর অংশ কোন মেশিনারি, প্লাণ্ট, ফার্ণিচার, ফিটিংস অথবা অপর কোন বস্তুসহ হস্তান্তরিত হয় তখন উক্ত মেশিনারি, প্লাণ্ট, ফার্ণিচার, ফিটিংস অথবা অপর বস্তুও স্থাবর সম্পত্তি রূপে বিবেচিত হইবে।

ব্যাখ্যা : এই উপ প্রকরণের উদ্দেশ্যে ভূমি, বিলডিং, বিলডিং-এর অংশ, মেশিনারি, প্লাণ্ট, ফার্ণিচার, ফিটিংস, এবং অপর বস্তু অর্থে উহাদের উপর অধিকারও (রাইটস) বুঝিতে হইবে।

(ii) ২৬৯-[এ বি] (১) উপধারার অন্তর্গত (বি) উপ-প্রকরণে যে ধরনের অধিকারের (রাইটস) বিষয় লিপিবদ্ধ হইয়াছে তাহা স্থাবর সম্পত্তিরূপে বিবেচিত হইবে।

ধারা ২৬৯ [এ বি] (১) (বি) : প্রত্যেক লেনদেন (ট্রানজাকসান) (কোন সমবায় সমিতি, কোম্পানী অথবা গণ-পরিষেদের সদস্য হইয়া অথবা শেয়ার সংগ্রহ করিয়া, অথবা বিশেষ চুক্তি বা যে কোন প্রকার ব্যবস্থা মারফত) যাহা দ্বারা কোন ব্যক্তি কোন নির্মিত অথবা নির্মিত হইবে এমন বিলডিং বা বিলডিং-এর অংশের উপর অথবা সম্পর্কে কোন অধিকার সংগ্রহ করে (ইহা বিলডিং অথবা বিলডিং-এর অংশ সংক্রান্ত বিক্রয়, বিনিময়, অথবা ইজারা মারফত লেনদেন নহে যাহা নিবন্ধীকরণ আইন ১৯০৮ এর ব্যবস্থানুসারে রেজিস্ট্রী করিতে হয়) ।

দ্রষ্টব্য : উক্ত অধিকারের লেনদেন আয়কর আইনের ২৬৯ [এ] (ই) (ii) অনুসারে স্থাবর সম্পত্তিরূপে বিবেচিত হইবে।

ধারা ২৬৯[এ](এফ) হস্তান্তরের নিদর্শনপত্র (ইন্সট্রুমেণ্ট অব ট্রান্সফার) : হস্তান্তরের নিদর্শনপত্র অর্থে যে হস্তান্তরের নিদর্শনপত্র নিবন্ধীকরণ আইন ১৯০৮ (১৯০৮ এর ১৬) এর বিধানানুসারে নিবন্ধীকৃত হয় অথবা যে স্টেটমেণ্ট কমপিটেণ্ট অথরিটির নিকট আয়কর আইনের ২৬৯ [এ বি] ধারার বিধানানুসারে নিবন্ধীকৃত হয়।

ধারা ২৬৯ [এ] (এইচ) হস্তান্তর (ট্রান্সফার) : ২৬৯ [এ] (ই) (i) উপ-প্রকরণে বর্ণিত সম্পত্তি হস্তান্তর অর্থে বিক্রয়, বিনিময়, অথবা বার বৎসরের অনধিক নহে এমন ইজারা মাধ্যমে হস্তান্তর যাহা সম্পত্তি হস্তান্তর আইন, ১৮৮২ (১৮৮২ এর ৪ নং) এর ৫৩[এ] ধারার বিধানমত কোন চুক্তির আংশিক নিষ্পত্তি হিসাবে উক্ত সম্পত্তির দখল প্রদানও বুঝায়।

ব্যাখ্যাঃ যে ইজারা দলিলে মেয়াদকাল বৃদ্ধির ব্যবস্থা থাকে সে ইজারা দলিলকে বার বৎসরের কম মেয়াদের নহে এরূপ বিবেচনা করিতে হইবে যদি অবশ্য দুইটি লীজ দলিলের মেয়াদকাল একত্রে বার বৎসরের কম না হয়।

(ii) ২৬৯ [এ] (ই) (ii) উপ-প্রকরণে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর অর্থে এমন কিছু সম্পন্ন করা (হয় সমবায় সমিতি, অথবা কোম্পানীর শেয়ার হস্তান্তর দ্বারা অথবা কোন চুক্তি, ব্যবস্থা বা অন্য কোন প্রকারে) যাহার পরিণামে উক্ত সম্পত্তি হস্তান্তরের ফল লাভ করা যায় অথবা উক্ত সম্পত্তি ভোগে সক্ষম হওয়া যায়।

দ্রষ্টব্যঃ রেজিস্ট্রেসন ৮০[এইচ] ধারাতে ভূমি গ্রহণ আইন ১৮৯৪ এর ব্যবস্থা অনুসারে গ্রহণের কথা বলা আছে; আয়কর আইনের ২৬৯[সি] ধারাতে গ্রহণের সম্পর্কে বলা আছে; অ্যাপারেণ্ট কন্সিডারেশন অপেক্ষা ফেয়ার মার্কেট ভ্যালু শতকরা ১৫ ভাগের অপেক্ষা অধিকতর হইলে, আয়কর আইনে ব্যবস্থা অবলম্বন করা যাইবে : এবং যদি কোন স্থাবর সম্পত্তির অ্যাপারেণ্ট কন্সিডারেশন অপেক্ষা ফেয়ার মার্কেট ভ্যালু শতকরা ২৫ ভাগ অপেক্ষা অধিকতর হয় তবে নিশ্চিত ভাবে সিদ্ধান্ত লওয়া হইবে যে হস্তান্তরের নিদর্শনপত্রে পক্ষগণের চুক্তিমত পণের উল্লেখ সততার সহিত করা হয় নাই (আয়কর আইন ধারা ২৬৯ সি) সুতরাং কোন্ ক্ষেত্রে রেজিস্ট্রেসন আইনে পণের উল্লেখ সততার সহিত করা হয় নাই তাহাও আমরা আয়কর আইনের ২৬৯ [সি] ধারাতে পাইতেছি।

আয়কর আইনের ২৬৯ [সি] (১) ধারায় নির্দেশ আছে যে কোন স্থাবর সম্পত্তির ফেয়ার মার্কেট ভ্যালু ২৫,০০০ টাকার উর্ধে হইলে এবং উহার হস্তান্তরে অ্যাপারেণ্ট কন্সিডারেশন কম বিবেচিত হইলে কমপিটেণ্ট অথরিটি উক্ত সম্পত্তি গ্রহণের জন্য ব্যবস্থা লইতে পারেন। রেজিস্ট্রেসন আইনে কিন্তু এইরূপ কোন নিম্নসীমার উল্লেখ নাই; এখানে যেকোন মূল্যের সম্পত্তি গ্রহণের জন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করা যাইতে পারে।

ফেয়ার মার্কেট ভ্যালু নির্ণয়ঃ কোন সম্পত্তির ফেয়ার মার্কেট ভ্যালু নিম্নলিখিত ভাবে অনেক সময় স্থির করা হইয়া থাকে :—

(১) বাৎসরিক খাজনার ১২ গুণ—

(২) বাৎসরিক খাজনার ৬ শতাংশ মেরামত ইত্যাদির জন্য উক্ত ১২ গুণ লব্ধ সমষ্টি হইতে বাদ দিতে হইবে (সি. আই. টি. বনাম প্রেমনাথ আনন্দ, ১৯৭৭, ১০৮ আই. টি. আর ৫৪৯)।

কিন্তু মূল্য স্থির হইবে পক্ষগণের মতামত শুনিবার পর, বাস্তব অবস্থা পর্যালোচনার পর; অনুরূপ সম্পত্তির বিক্রয় মূল্য কোন সম্পত্তির মূল্য নির্ধারণে সহায়তা করিতে পারে।

ফেয়ার মার্কেট ভ্যালু স্থির করিয়া কোন হস্তান্তর সম্পর্কে রিপোর্ট করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এ সম্পর্কে সুচিন্তিত নির্দেশ থাকা প্রয়োজন।

ধারা ২৬৯ [পি] স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তরে স্টেটমেন্ট প্রদান: (১) প্রচলিত অন্যান্য আইনে অন্য নির্দেশ থাকা সত্বেও, রেজিস্ট্রেসন আইন ১৯০৮ (১৯০৮ এর ১৬ নং) এর অধীনে নিযুক্ত কোন রেজিস্টারিং অফিসার স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর সংক্রান্ত কোন দলিল রেজিস্ট্রী করিবেন না যদি উক্ত নিদর্শনপত্রের সহিত উক্ত হস্তান্তর সম্পর্কে প্রয়োজনীয় বিবরণাদি সহ নির্দিষ্ট ফর্মে গ্রহীতার দ্বারা সত্য প্রতিপাদন করিয়া একটি স্টেটমেন্ট প্রতিলিপি সহ জমা দেওয়া না হয়।

অবশ্য শর্ত এই যে ৫০,০০০ টাকার অধিক আপাত পণের স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তরিত না হইলে সেই দলিলের সহিত উক্ত স্টেটমেন্ট প্রদান করিবার প্রয়োজন নাই।

ব্যাখ্যা: ২৬৯ [এ] ধারায় আপাত পণের যে ব্যাখ্যা প্রদান করা হইয়াছে এখানেও সেইরূপ প্রয়োজনীয় সংশোধন সাপেক্ষে গ্রহণ করিতে হইবে।

(২) প্রতি পক্ষ অন্তে রেজিস্টারিং অফিসার কম্পিটেন্ট অথরিটির নিকট পক্ষকালের মধ্যে লব্ধ স্টেটমেন্টের (এ) একটি করিয়া কপি যাহা (১)-উপধারামত গ্রহণ করা হইয়াছে এবং (বি) পক্ষকালের মধ্যে যে সকল দলিল (১)-উপধারাতে নির্দ্ধারিত হইয়াছে সেই সম্পর্কে একটি রিপোর্ট নির্ধারিত ফর্মে এবং নির্ধারিত পদ্ধতিতে সত্যাখ্যান করিয়া প্রেরণ করিবেন।

ধারা ২৬৯ [কিউ] পরিচ্ছেদ আত্মীয়ের মধ্যে হস্তান্তরে প্রযুক্ত নহে: এই পরিচ্ছেদের ব্যবস্থাদি কোন প্রকার হস্তান্তরে প্রযুক্ত হইবে না, যদি কোন ব্যক্তি ভালবাসা এবং স্নেহের কারণে তাহার কোন আত্মীয়কে স্থাবর সম্পত্তি কোন প্রকারে হস্তান্তর করেন, এরূপ ক্ষেত্রে পণ ন্যায্য বাজার মূল্য অপেক্ষা কম হইতেও পারে, তবে এসকল ব্যাপারে হস্তান্তরপত্রের বর্ণনা পাঠে পরিষ্কার করিয়া লিখিতে হইবে।

ধারা ২৬৯ আর]: এই আইনে গ্রহণীয় সম্পত্তি অপর আইনে গৃহীত হইবে না: প্রচলিত কোন আইন অথবা ভূমি গ্রহণ আইন ১৮৯৪ (১৮৯৪ এর ১নং) যাহা কিছু নির্দেশ থাকুন না কেন, ২৬৯ [সি] ধারায় বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি গ্রহণ সম্পর্কে প্রসীডিংস শুরু করিবার সময়কাল উত্তীর্ণ না হইলে অথবা কমপিটেণ্ট অথরিটি এই পরিচ্ছেদের বিধানানুসারে সম্পত্তি না গ্রহণ করিবার ঘোষণা না করা পর্যন্ত ল্যাণ্ড অ্যাকুইজিশন আইন ১৮৯৪ বলে অথবা অন্য আইন বলে ভারত ইউনিয়নের কোন কাজে উক্ত স্থাবর সম্পত্তি গ্রহণ করা যাইবে না।

দ্রষ্টব্য: দেখা যাইতেছে আয়কর আইনে কোন সম্পত্তি গৃহীত না হইলে বা গ্রহণের জন্য ব্যবস্থা অবলম্বন না করিলে, রেজিস্ট্রেসন আইনের ৮০-[এইচ] ধারায়

স্থাবর সম্পত্তি গ্রহণের জন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করা যাইতে পারিবে। তবে আইনের বর্তমান প্রচলিত বিধানানুসারে ৫০,০০০ টাকার নিম্নের পণ সংক্রান্ত হস্তান্তরে রাজ্য সরকার বে. আ. এর ৮০-[এইচ] ধারামতে যেকোন সময় ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারেন।

আয়কর নিয়মাবলী ১৯৭২ এর ৪৮-[জি] নিয়মে নির্দেশ প্রদান করা আছে যে আয়কর আইনের ২৬৯ [পি] (১) উপধারামতে যে স্টেটমেণ্ট রেজিস্টারিং অফিসারকে প্রদান করিতে হইবে তাহা ৩৭ [জি] ফরমে প্রদান করিতে হইবে এবং গ্রহীতার দ্বারা স্বাক্ষরিত ও সত্যাখ্যাত হইবে যেমন উক্ত ফরমে নির্দেশিত আছে।

দ্রষ্টব্য ঃ ফরম ৩৭ [জি]তে যে সকল বিবরণ প্রদানের নির্দেশ আছে তাহা অতি অবশ্য দলিলেও প্রদান করিতে হইবে; এ বিষয়ে সকলের সবিশেষ সতর্ক হওয়া প্রয়োজন।

ফরম নং ৩৭ [জি]

(নিয়ম ৪৮ জি)

১। হস্তান্তরকারীর নাম ও ঠিকানা······

২। গ্রহীতার নাম ও ঠিকানা······

৩। হস্তান্তরিত সম্পত্তি সম্পর্কে বিশেষ বিবরণ······

(যথা, জমির পরিমাণ, মৌজা, খতিয়ান নং, দাগ নং, হোলডিং নং, প্রেমিসেস নং, রাস্তার নাম, এবং অপর কোন বিবরণ যাহার দ্বারা সম্পত্তির অবস্থান সঠিক নির্ণয় করা যায়। প্রয়োজনে, বাড়তি কাগজ ব্যবহার করা যাইবে)

৪। হস্তান্তরিত সম্পত্তির স্বত্ব······

৫। হস্তান্তরিত বাড়ি সম্পর্কে বিবরণ—(ক) মেঝের মাপে প্লিন্থ এরিয়া (খ) গৃহ নির্মাণের তারিখ······

৬। হস্তান্তরিত সম্পত্তি অপর কাহারো দখলে থাকিলে তাঁহার নাম ও ঠিকানা······

৭। হস্তান্তরিত সম্পত্তিতে অপর কাহারো স্বার্থ থাকিলে তাঁহার নাম ও ঠিকানা······

৮। নিদর্শনপত্রে লিখিত সম্পত্তির দাম······

৯। হস্তান্তরিত সম্পত্তির আনুমানিক (এসটিমেটেড) ন্যায়সঙ্গত বাজার মূল্য (ফেয়ার মার্কেট ভ্যালু)·····

১০। বিনিময়ের দ্বারা সম্পত্তি হস্তান্তরিত হইয়া থাকিলে যে বস্তুর বিনিময়ে সম্পত্তি হস্তান্তরিত হইতেছে সেই বস্তুর সম্পর্কে (৩নং অনুচ্ছেদ অনুসারে) সম্পূর্ণ বিবরণ······

১১। ১০নং অনুচ্ছেদে যে বস্তুর উল্লেখ করা হইয়াছে তাহার ন্যায্য বাজার মূল্য……

১২। হস্তান্তরিত সম্পত্তির জন্য প্রদত্ত দাম আনুমানিক ন্যায্য বাজার মূল্য অপেক্ষা কম হইলে

(ক) গ্রহীতা দাতার সহিত আত্মীয়তা সূত্রে আবদ্ধ কিনা এবং কোন্ ধরনের আত্মীয়তা……

(খ) আত্মীয়কে সম্পত্তি হস্তান্তরের জন্য দলিলে লিখিত দাম আনুমানিক ন্যায্য বাজার মূল্য অপেক্ষা কম করা হইয়াছে কিনা এবং এই সম্পর্কে দলিলে কোন বিবরণ প্রদান করা হইয়াছে কিনা……

১৩। রেজিস্ট্রেসন আইন ১৯০৮ এর বিধানানুসারে হস্তান্তরিত সম্পত্তি সম্পর্কে ইতিপূর্বে কোন বায়নাপত্র নিবন্ধীকৃত হইয়াছে কিনা, নিবন্ধীকৃত হইয়া থাকিলে

(ক) চুক্তি সম্পাদনের তারিখ……

(খ) চুক্তিপত্রের রেজিস্ট্রেসন নম্বর এবং তারিখ……

(গ) চুক্তিপত্রে যে দামের উল্লেখ আছে……

… … … …

গ্রহীতার স্বাক্ষর

সত্যাখ্যান (ভেরিফিকেশন)

আমি শ্রী .. … … (গ্রহীতার নাম) এতদ্বারা স্বীকার করিতেছি যে, উপরিলিখিত বিবরণ আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সত্য। সত্যাখ্যাত অদ্য… … তারিখ… … …সাল

… … … …

গ্রহীতার স্বাক্ষর

এস্টেট ডিউটি আইন, ১৯৫৩

এস্টেট ডিউটি আইন, ১৯৫৩ এর ৭৪-ধারায় নির্দেশিত আছে যে কোন ব্যক্তির মৃত্যুতে যে স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি ওয়ারিশানে বর্তাইবার যোগ্য সেই স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি জনিত প্রদেয় এস্টেট ডিউটি কৃষিভূমিসহ সকল প্রকার স্থাবর সম্পত্তি হইতে প্রথমেই আদায় করা হইবে অর্থাৎ, এস্টেট ডিউটির জন্য উক্ত স্থাবর সম্পত্তি প্রথম চার্জ রূপে গণ্য হইবে; সুতরাং, এস্টেট ডিউটি প্রদান না করিয়া উক্ত স্থাবর সম্পত্তির হস্তান্তর অবৈধ।

এরূপ ক্ষেত্রে কনট্রোলার অব এস্টেট ডিউটি-এর নিকট হইতে কোন হস্তান্তর সম্পর্কে নির্দেশ আসিলে রেজিস্টারিং অফিসারকে তাহা মান্য করিতে হইবে।

দ্বিতীয়ত, উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তরে রেজিস্টারিং অফিসার কিভাবে কনট্রোলারকে সাহায্য করিবেন সে সম্পর্কে নির্দেশ না থাকিলে, রেজিস্টারিং অফিসারের পক্ষে কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করা সম্ভব কিনা সন্দেহ। এস্টেটের মূল্য ১,৫০০০০ টাকা বা তাহার কম হইলে ডিউটি লাগেনা। ১৯৮৫-৮৬ সালের ফিন্যান্স আইনে এই ডিউটি মুকুব করা হইয়াছে।

কলিকাতা ঠিকা টেন্যানসি আইন, ১৯৮১

এই আইন কলিকাতা এবং হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটিতে প্রযোজ্য। ৫-ধারায় বলা আছে যে ঠিকা প্রজা যে ভূমি দখল করিযা আছে, যে জমি কোন ব্যক্তি স্থায়ীভাবে দখল করিয়া আছে, অথবা নিবন্ধীকৃত দলিল দ্বারা ১২ বৎসরের অধিককালের জন্য অস্থায়ী মাসিক বা পর্যায়ক্রম টেন্যান্সী স্বত্বে খাটালরূপে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে দখল করিয়া আছে, সে সকল ভূমি রাজ্য সরকারে ভেস্ট করিল। অবশ্য দখল-কারীদিগের স্ব-স্ব ব্যবহার স্বত্ব আইন স্বীকার করিয়াছে।

৬-ধারায় বলা আছে যে যেহেতু রাজ্য সরকার উক্ত ভূমির মালিক, সুতরাং রাজ্য সরকার ঐ সম্পত্তি ব্যবহারে যেমন নির্দেশ দান করিবেন, তেমন করিতে হইবে।

৭-ধারায় বলা আছে, কোন ব্যক্তির উক্ত ভূমিতে অধিকার নাই ; এবং উক্ত ভূমির কোন অংশ ইজারা দেওয়া যাইবে না। তবে উক্ত ভূমির উপর নির্মিত বাড়িঘর ভাড়া দেওয়া যাইবে।

পশ্চিমবঙ্গ প্রেমিসেস টেন্যানসি আইন, ১৯৫৬

ইহা কলিকাতা এবং পশ্চিমবঙ্গস্থ সকল মিউনিসিপ্যালিটিতে প্রযোজ্য।

এই আইনের ১৪-ধারায় বলা আছে প্রেমিসেসের মালিকের লিখিত অনুমতি ব্যতীত, টেন্যাণ্ট প্রেমিসেসের কোন অংশ সাবলেট করিতে পারিবেন না অথবা তাঁহার স্বত্ব হস্তান্তর করিতে পারিবেন না। মালিক উক্তরূপ অনুমতি প্রদানের জন্য কোন প্রকার প্রিমিয়াম বা পণ গ্রহণ করিতে পারিবেন না।

১৫-ধারায় বলা আছে যে টেন্যান্সি স্বত্ব ত্যাগ করিবার জন্য টেন্যাণ্ট কোন প্রকার অর্থ লইতে পারিবেন না।

পশ্চিমবঙ্গ অ্যাপার্টমেণ্ট ওনারসিপ আইন, ১৯৭২

এই আইন পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্র প্রচলিত। এই আইনের ১২-ধারায় নির্দেশ আছে যে ৪, ১০ ও ১১ ধারায় বর্ণিত ডিক্লারেশন, উহার সংশোধন অথবা এই

আইনের আওতা হইতে সম্পত্তি বাহির করা সংক্রান্ত সকল প্রকার নিদর্শনপত্রের নিবন্ধীকরণ রেজিস্ট্রেসন আইন ১৯০৮ এর ১৭ (১) (বি) ধারা অনুসারে বাধ্যতামূলক।

এই আইনের ৪ (৩) উপধারায় বলা আছে যে সম্পত্তি হস্তান্তর আইন ১৮৮২ অথবা প্রচলিত অন্য আইনে যাহা কিছু বলা থাকুক না কেন কিন্তু এই আইনের ১১-ধারায় শর্ত সাপেক্ষে কোন ব্যক্তি খরিদসূত্রে দখলকার অথবা ত্রিশ বৎসর বা তাহার অধিককালের জন্য এই আইনের আওতাভুক্ত কোন অ্যাপার্টমেণ্ট লীজ গ্রহণে দখলকার তবে সেই অ্যাপার্টমেণ্টের ক্ষেত্রে এই আইনের ব্যবস্থাধীন হইবেন এবং নির্দেশমত চুক্তির নিদর্শনপত্র সম্পাদন ও রেজিস্ট্রী করিতে বাধ্য থাকিবেন।

২-ধারায় বলা আছে যে ১০-ধারার নির্দেশানুসারে সম্পত্তির বিবরণ প্রদানে একটি ডিক্লারেশন সম্পাদন রেজিস্ট্রী করিবেন সম্পত্তির মালিক। অবশ্য, বসবাসের জন্য ব্যবহৃত হয় না এমন সম্পত্তির ডিক্লারেশন দিবার প্রয়োজন নাই।

১০-ধারায় কোন্ কোন্ বিষয় ডিক্লারেশনে থাকিবে সে সম্পর্কে নির্দেশ আছে। (এ) সম্পত্তির বিবরণ; (বি) মালিকের সম্পত্তিতে যে স্বত্ব আছে তাহার প্রকার; (সি) সম্পত্তি কোন প্রকারে দায়বদ্ধ কিনা; (ডি) প্রতি অ্যাপার্টমেণ্টের বিবরণ—অবস্থান, স্থানের পরিমাণ, ঘরের সংখ্যা, সন্নিকটবর্তী সাধারণের ব্যবহার্য স্থান এবং সনাক্তকরণের জন্য অপরাপর বিবরণ; (ই) সাধারণের ব্যবহার্য স্থানের বিবরণ এবং অন্যান্য সুবিধা; (এফ) সীমিত সাধারণের ব্যবহার্য স্থান ও সুবিধা এবং যে সকল অ্যাপার্টমেণ্টের জন্য ঐ সীমিত স্থান সংরক্ষিত; (জি) সম্পত্তির ও প্রতি অ্যাপার্টমেণ্টের মূল্য এবং সাধারণ স্থানের শতকরা হারাহারি স্বত্ব; (এইচ) অন্যান্য বিবরণ। ১১ ধারায় বলা আছে কেমন ভাবে অ্যাপার্টমেণ্ট মালিকগণ এই আইনের আওতা হইতে সম্পত্তি বাহির করিয়া লইবেন।

ওয়েল্‌থ ট্যাক্স আইন, ১৯৫৭

পশ্চিমবঙ্গ নিবন্ধীকরণ নিয়মাবলী ১৯৬২ পূর্বে আলোচিত হইয়াছে; সেখানে ২১ নিয়মের দ্রষ্টব্য অংশে ওয়েল্‌থ ট্যাক্সের ৩৪-ধারা আলোচনা করা হইয়াছে। বলা আছে, প্রয়োজনে ওয়েল্‌থ ট্যাক্স অফিসারের সার্টিফিকেট না দিলে দলিল নিবন্ধীকরণের জন্য গ্রহণ করা যাইবে না। সবিশেষ আলোচনার জন্য ২১ নিয়ম-এর দ্রষ্টব্য অংশ দেখুন। ওখানে লেখা ১ লাখ টাকার সম্পত্তির মূল্য হইলে সার্টিফিকেট দিতে হইবে: ১৯৮০ সালের ফিন্যান্স আইনে ঐ রেহাই সীমা ১.৫ লাখ করা হইয়াছে। ১৯৮৫-৮৬ সাল হইতে রেহাই সীমা আড়াই লাখ করা হইয়াছে।

কিন্তু আয়কর আইনের ২৩০ [এ] ধারা আলোচনা কালে আমরা দেখিয়াছি ৫০,০০০ টাকার অধিক মূল্যের সম্পত্তি হস্তান্তরে আয়কর আধিকারিকের সার্টিফিকেট

প্রয়োজন হয়; আয়কর আধিকারিক কেবলমাত্র আয়কর আইনের জন্য সার্টিফিকেট প্রদান করেন না; তিনি অন্যান্য আইনের সহিত ওয়েল্‌থ ট্যাক্সের সম্পর্কেও সার্টিফিকেট প্রদান করেন। আয়কর আইন সংক্রান্ত আলোচনা দেখুন। সুতরাং, ওয়েল্‌থ ট্যাক্স আধিকারিকের নিকট হইতে পৃথকভাবে আর সার্টিফিকেট লইবার প্রয়োজন নাই, অনুমিত হয়।

জেনারেল ক্লজেস অ্যাক্ট, ১৮৯৭

৩-ধারায় আইনে ব্যবহৃত শব্দের ব্যাখ্যা প্রদান করা আছে; প্রয়োজনীয় কয়েকটি শব্দ সম্পর্কে আলোচিত হইল।

(৩) এফিডেভিট অর্থে সেই সকল ব্যক্তির পক্ষে অ্যাফারমেশন এবং ডিক্লারেশন বুঝাইবে যাঁহারা সুয়ার করেন না (৩)।

(১০) চীফ কনট্রোলিং রেভিনিউ অথরিটি অথবা চীফ রেভিনিউ অথরিটি বলিতে—

(এ) যে রাজ্যে বোর্ড অব রেভিনিউ আছে, সেই বোর্ড

(বি) যে রাজ্যে রেভিনিউ কমিশনার আছে, সেই কমিশনার

(সি) পাঞ্জাবে ফিনান্সিয়াল কমিশনার

(ডি) অন্যান্য ক্ষেত্রে, সংবিধানের ১নং তালিকাভুক্ত বিষয়ের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার সরকারী গেজেটে যে কর্তৃপক্ষের নিয়োগ করিবেন এবং অন্যান্য বিষয়ের জন্য রাজ্য সরকার যে নিয়োগ করিবেন

(১৮) ডকুমেন্ট অর্থে কোন বস্তুর উপর বর্ণ, চিহ্ন বা মার্ক দ্বারা বা একাধিক উপায়ে লিখিত বা প্রকাশিত বিষয়ও ধরিতে হইবে

(২০) ফাদার অর্থে, যেখানে পারসোনাল ল'অনুসারে গ্রহণযোগ্য, দত্তক গ্রহীতা পিতাও ধরিতে হইবে।

(২৪) গভর্ণমেণ্ট সিকিউরিটি অর্থে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের সিকিউরিটি বুঝিতে হইবে।

(২৬) ইমুভেবল প্রপার্টি অর্থে, ভূমি, ভূমিজাত সুবিধা, যাহা মাটিতে সংযুক্ত, অথবা যাহা স্থায়ীভাবে কোনকিছুর সহিত আবদ্ধ এবং উহা মাটিতে সংযুক্ত।

(৩১) 'লোকাল অথরিটি' অর্থে মিউনিসিপাল কমিটি, জেলা বোর্ড, বডি অব পোর্ট কমিশনারস অথবা অপর কর্তৃপক্ষ যাঁহারা আইনত অথবা সরকারের দ্বারা ন্যস্ত হইয়া উক্ত প্রতিষ্ঠানগুলির তদারকি করেন।

(৩৬) স্থাবর সম্পত্তি ব্যতীত অপর সকল প্রকার অস্থাবর সম্পত্তি।

(৩৭) ওথ অর্থে যাঁহারা সুইয়ার করিবেন না, অ্যাফারমেশন এবং ডিক্লারেশন।

(৩৮) অফেন্স অর্থে এমন কোন কাজ করা বা না করা যাহার ফলে প্রচলিত আইনানুসারে উহা শাস্তিযোগ্য হয়।

(৪২) পারসন অর্থে কোন কোম্পানী, বা অ্যাসোসিয়েশন বা বডি অব ইনডিভিডুয়ালসও ধরিতে হইবে।

(৪৯) 'রেজিস্টার্ড' অর্থে প্রচলিত দলিল নিবন্ধীকরণ আইন অনুসারে নিবন্ধীকৃত।

(৫৬) সাইন অর্থে, যে ব্যক্তি লিখিতে জানেন না তাঁহার ক্ষেত্রে, 'মার্ক'ও ধরিতে হইবে।

(৫৭) পুত্র অর্থে, পারসোনাল ল দত্তক স্বীকার করিলে, দত্তক পুত্রও ধরিতে হইবে।

(৬৪) উইল অর্থে কডিসিল এবং এমন প্রত্যেক লেখাই ধরিতে হইবে যাহার দ্বারা দাতা স্বেচ্ছায় সম্পত্তি বিলি ব্যবস্থার কথা বলেন, তবে উক্ত ব্যবস্থা দাতার মৃত্যুর পর কার্যকরী হইবে।

(৬৫) রাইটিং অর্থে প্রিন্টিং, লিথোগ্রাফি, ফটোগ্রাফি, এবং যে সকল অপর প্রণালীতে শব্দাবলী দৃষ্টিগোচর সম্ভব সেই সকল প্রণালী।

১৩-ধারায় জেণ্ডার ও নাম্বার সম্পর্কে নির্দেশ আছে। পুংলিঙ্গে ব্যবহৃত শব্দে স্ত্রীলিঙ্গও ধরিতে হইবে এবং একবচনে ব্যবহৃত শব্দে বহুবচনও ধরা যাইতে পারিবে; ইহার বিপরীতও সম্ভব।

এই বিধান সকল কেন্দ্রীয় আইন এবং রেগুলেশনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যদি-না ভিন্নরূপ নির্দেশ আইনে ব্যবস্থা করা থাকে।

সম্পত্তি হস্তান্তর আইন, ১৮৮২

ধারা ৩ : স্থাবর সম্পত্তি বলিতে দণ্ডায়মান টিম্বার, বর্ধমান শস্য, অথবা ঘাস বুঝাইবে না।

নিদর্শনপত্র অর্থে টেস্টামেণ্টারী নয় এমন নিদর্শনপত্র।

অ্যাটেস্টেড : কোন নিদর্শনপত্রের ক্ষেত্রে দুই বা ততোধিক সাক্ষীর দ্বারা প্রত্যায়ন; তাঁহাদের একজন সম্পাদনকারীকে নিদর্শনপত্রে স্বাক্ষর করিতে দেখিয়াছেন; অথবা সম্পাদনকারীর নির্দেশে এবং উপস্থিতিতে অন্য ব্যক্তিকে নিদর্শনপত্র স্বাক্ষর করিতে দেখিয়াছেন; অথবা সম্পাদনকারীর নিকট হইতে তাঁহার ব্যক্তিগত স্বীকৃতি লাভ করিয়াছেন সম্পাদনকারীর স্বাক্ষর অথবা সম্পাদনকারীর তরফে অন্য ব্যক্তির স্বাক্ষর সম্পর্কে; এবং সাক্ষীগণের প্রত্যেকে সম্পাদনকারীর সম্মুখে নিদর্শনপত্রে স্বাক্ষর করিয়াছেন। তবে একাধিক সাক্ষীকে একই সময়ে উপস্থিত থাকিবার প্রয়োজন নাই এবং এ্যাটেস্টেশনের জন্য বিশেষ কোন ফরম নাই।

দ্রষ্টব্য ঃ এখানে স্বাক্ষর অর্থে জেনারেল ক্লজেস আইনের ব্যাখ্যা গ্রহণ করিতে হইবে (নাগাম্মা বনাম ভেংকট রামাইয়া এ আই আর ১৯৩৫ মা. ১৭৮); অতএব অশিক্ষিত ব্যক্তিও সাক্ষী হইতে পারে (হীরালাল বনাম গোকুল এ আই আর ১৯৪৪ এলা. ৬১ ; বিশ্বনাথ বনাম বাবুরাম এ আই আর ১৯৫৭ পাট. ৪৮৫)।

মাটিতে আসক্ত (অ্যাটাচড্ টু দি আর্থ) অর্থে (এ) গাছপালার ক্ষেত্রে মাটিতে বদ্ধমূল (বি) দেওয়াল ইমারতের ক্ষেত্রে মাটিতে দৃঢ়ভাবে স্থাপিত (সি) এক বস্তু যাহা স্থায়ীভাবে ভোগ দখল করা হয় এমন ভাবে অপর বস্তুর সহিত সংলগ্ন এবং এই অপর বস্তু দৃঢভাবে স্থাপিত।

রেজিস্টার্ড অর্থে দলিল নিবন্ধীকরণ আইনে নিবন্ধীকৃত।

'অ্যাকশানেবল ক্লেম' অর্থে ঋণ পরিশোধের দাবী অথবা কোন অস্থাবর সম্পত্তির উপর সুবিধাজনক স্বত্বের দাবী যে অস্থাবর সম্পত্তি দাবীদারের কোন রকম দখলে নাই ; স্থাবর সম্পত্তি বন্ধক রাখিয়া যে ঋণ সিকিওর করা হয় অথবা অস্থাবর সম্পত্তি দায়াবদ্ধ যে ঋণ সিকিওর করা হয় তাহা অ্যাকশানেবল ক্লেমের অন্তর্গত ঋণ নহে ; কিন্তু এই ঋণ বা সুবিধাজনক স্বত্ব সিভিল কোর্ট বিচারযোগ্য বিবেচনা করে।

নোটিশ—কোন ব্যক্তি কোন ঘটনার বিষয়ে নোটিশ লাভ করেন যখন তিনি ঘটনাটি জানিতে পারেন ; অথবা যেখানে তাঁহাকে অনুসন্ধানের মারফতে জানিবার প্রয়োজন আছে সেখানে স্বেচ্ছাকৃতভাবে না জানিবার অপচেষ্টা না করিলে যখন তিনি ঘটনাটি জানিতে পারেন।

ইহার একাধিক ব্যাখ্যা এবং অনুবিধি যুক্ত আছে ; প্রয়োজনে মূল আইন দেখিতে হইবে।

ধারা ৪ ঃ এই আইনের যে সকল ধারা এবং পরিচ্ছেদ চুক্তি সংক্রান্ত সেগুলিকে ভারতীয় চুক্তি আইন ১৮৭২ এর অংশ স্বরূপ গণ্য করিতে হইবে।

এবং এই আইনের ৫৪ ধারার অন্তর্গত ২ ও ৩ প্যারাগ্রাফ, এবং ৫৯, ১০৭, এবং ১২৩ ধারাগুলি নিবন্ধীকরণ আইন ১৯০৮ (প্রথমে ছিল ভারতীয় রেজিস্ট্রেসন আইন ১৮৭৭) এর অনুপূরক বিবেচনা করিতে হইবে।

ধারা ৫ ঃ সম্পত্তি হস্তান্তর-এর ব্যাখ্যা :—সম্পত্তি হস্তান্তর অর্থে এমন একটি কাজ বুঝিতে হইবে যাহা দ্বারা কোন জীবন্ত মানুষ, বর্তমানে বা ভবিষ্যতে, এক বা একাধিক জীবন্ত ব্যক্তিকে বা নিজেকে অথবা নিজেকে এবং এক বা একাধিক জীবন্ত ব্যক্তিকে সম্পত্তি স্বত্বান্তর করে ; এবং সম্পত্তি হস্তান্তর করা অর্থে উক্তরূপ কাজ বুঝিতে হইবে।

এই ধারার জীবন্ত মানুষ অর্থে কোম্পানী, পরিমেল অথবা জন নিগম—নিগমিত অথবা অনিগমিত বুঝাইবে ; তবে, কোম্পানী, পরিমেল অথবা জন-নিগমের দ্বারা

অথবা উহাদের অনুকূলে সম্পত্তি হস্তান্তর সংক্রান্ত প্রচলিত বিধান এই আইনের ব্যবস্থা প্রভাবিত করিতে পারিবে না।

দ্রষ্টব্য ঃ 'হস্তান্তর' শব্দের ব্যাখ্যা বেশ ব্যাপক। আলোচনা বাড়ান সম্ভব নহে; সংক্ষিপ্ত ভাবে বলা যায় মরগীজ ও লীজ ট্রান্সফার; যে পারিবারিক বন্দোবস্ত-পত্রে পক্ষগণের অধিকার স্বীকার করা হয় তাহা হস্তান্তর নহে (খুন্নীলাল বনাম গোবিন্দ, হনুমান বনাম আব্বাস, রামগোপাল বনাম তুলসীরাম)। রিলিজ হস্তান্তর হইতে পারে ক্ষেত্র বিশেষে, এরূপ ক্ষেত্রে হস্তান্তরের উল্লেখ থাকিবে (বৈদ্যনাথ বনাম জয়কুমারী; লক্ষ্মণ বনাম সুশীলা); স্বত্বান্তরের উল্লেখ না থাকিলে রিলিজ হস্তান্তর নহে (কুঞ্জু বনাম চন্দ্রিকা); রিলিজ টাইটল পুষ্ট করে (ফিড), রিলিজ টাইটল হস্তান্তর করিতে পারে না (কে. হুটচী গাড্ডার বনাম এইচ. ভীমা গাড্ডার); পার্টিশান হস্তান্তর নহে। দায়ভাগ নিয়মের অধীন কোন হিন্দু তাঁহার পৌত্রদিগের মধ্যে সম্পত্তি বণ্টন করিলে তাহা দানপত্র হইবে, পারিবারিক বন্দোবস্ত নহে (কিষ্টোচন্দ্র বনাম অনিলাবালা এ. আই. আর. ১৯৬৮ পাট, ৪৮৭); ইজমেণ্ট স্বত্ব সৃষ্টি হস্তান্তর নহে (শীতলচন্দ্র বনাম দিলানী)। এই আইনে কোন মন্দিরে সম্পত্তি সমর্পণ হস্তান্তর নহে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ এস্টেট অ্যাকুইজিশন আইনে (১৯৫৪) এরূপ সমর্পণ হস্তান্তর।

ধারা ১৯ ঃ কায়েমী স্বত্ব অথবা ভেস্টেড স্বত্ব সম্পর্কে নির্দেশ আছে; সম্পত্তির হস্তান্তরে গ্রহীতার অনুকূলে স্বত্ব সৃষ্টি হয়; ইহাতে কার্যকরী হইবার সময় নির্দিষ্ট না থাকিতে পারে অথবা এখনই কার্যকরী হইবার কথা বলা থাকিতে পারে অথবা যে ঘটনা অবশ্যই ঘটিবে তাহা ঘটিলে কার্যকরী হইবে এরূপ বলা থাকিতে পারে। ইহাই ভেস্টেড ইণ্টারেস্ট যদি না হস্তান্তরের শর্তে প্রতিরূপ অভিপ্রায় ব্যক্ত হয়।

দখল পাইবার পূর্বে গ্রহীতার মৃত্যু হইলেও ভেস্টেড ইণ্টারেস্ট নস্যাৎ হয় না।

ব্যাখ্যা ঃ নিম্নলিখিত ব্যবস্থা থাকিলেও এরূপ ধারণা পোষণ করিবার কারণ নাই যে কোন ইণ্টারেস্ট ভেস্টেড নহে—সম্পত্তির ভোগ স্থগিত রাখা হইয়াছে, উক্ত সম্পত্তিতে অপর কোন ব্যক্তির জন্য পূর্ব স্বত্ব সংরক্ষিত আছে, উক্ত সম্পত্তিজাত আয় ভোগের সময় না আসা পর্যন্ত সঞ্চয় করা হইতেছে; অথবা, কোন বিশেষ ঘটনা যদি ভবিষ্যতে ঘটে তবে ইণ্টারেস্ট অপর এক ব্যক্তিতে বর্তাইবে।

ধারা ২১ ঃ কনটিনজেণ্ট ইণ্টারেস্ট বা সাপেক্ষ স্বত্বের ব্যাখ্যা আছে। কোন সম্পত্তির হস্তান্তরে যেখানে গ্রহীতার অনুকূলে স্বত্ব সৃষ্টি হয় উল্লেখিত অনির্দিষ্ট কোন ঘটনা ঘটিবার শর্তে অথবা যদি উল্লেখিত অনির্দিষ্ট ঘটনা না ঘটে তাহা হইলে উক্ত গ্রহীতা হস্তান্তরিত সম্পত্তিতে সাপেক্ষ স্বত্বের অধিকারী হয়। প্রথম ক্ষেত্রে ঘটনাটি ঘটিলে এবং পরবর্তী ক্ষেত্রে ঘটনাটি ঘটা অসম্ভব হইলে যে স্বত্বাগম হয় তাহা কায়েমী স্বত্ব।

ব্যতিক্রম : যেখানে কোন সম্পত্তির হস্তান্তরে কোন ব্যক্তি বিশেষ বয়সে পদার্পণ করিলে পর হস্তান্তরিত সম্পত্তির স্বত্ব লাভ করিবার অধিকারী হয় এবং দাতা গ্রহীতাকে তাহার বিশেষ বয়সে পদার্পণ করিবার পূর্বই সম্পত্তিস্বত্বজাত আয় প্রদান করে অথবা প্রদান করিতে নির্দেশ দান করে অথবা গ্রহীতার উপকারার্থে উক্ত আয়ের যতখানি প্রয়োজন তাহা প্রদান করে তবে সেই স্বত্ব—সাপেক্ষ স্বত্ব হইবে না।

দ্রষ্টব্য : রেজিস্ট্রেসন আইনের ১৭ ধারায় কায়েমী ও সাপেক্ষ স্বত্বের উদাহরণ প্রদান করা আছে।

ধারা ৫৪ : বিক্রয় ব্যাখ্যাত :—বিক্রয় হইতেছে মালিকানার হস্তান্তর—দামের বিনিময়ে যাহা প্রদান করা হইয়াছে অথবা প্রদানের অঙ্গীকার করা হইয়াছে অথবা আংশিক প্রদান করা হইয়াছে এবং আংশিক অঙ্গীকার করা হইয়াছে।

কেমনে বিক্রীত হয় :—একশত বা ততোধিক টাকা মূল্যের স্পষ্ট (ট্যানজিবিল) স্থাবর সম্পত্তি অথবা উত্তরাধিকার (রিভারসান) বা অপর কোন অস্পষ্ট বস্তুর ক্ষেত্রে এরূপ হস্তান্তরে কেবলমাত্র নিবন্ধীকৃত নিদর্শনপত্র দ্বারা সম্পন্ন করা যাইবে।

একশত টাকার কম মূল্যের স্পষ্ট স্থাবর সম্পত্তি নিবন্ধীকৃত নিদর্শনপত্র দ্বারা অথবা সম্পত্তি ডেলিভারি দ্বারা হস্তান্তর করা যাইবে।

স্পষ্ট স্থাবর সম্পত্তির ডেলিভারি তখনই নিষ্পন্ন হয় যখন বিক্রেতা ক্রেতাকে অথবা তাহার নিযুক্তককে সম্পত্তিতে দখল দান করে।

বিক্রয়ের চুক্তি :—স্থাবর সম্পত্তির বিক্রয়ের চুক্তি হইতেছে এমন চুক্তি যে উক্ত সম্পত্তির বিক্রয় পক্ষগণের দ্বারা স্থিরীকৃত শর্তে সম্পন্ন হইবে।

এইরূপ চুক্তির ফলে উক্ত সম্পত্তিতে কোন স্বত্ব বা চার্জ সৃষ্টি হয় না।

দ্রষ্টব্য : এই ধারা হিন্দু, মুসলিম সকলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য; এই ধারা ভারতস্থ প্রত্যেক ক্যান্টনমেন্টেও প্রযোজ্য। স্থাবর সম্পত্তির বিক্রয় সংক্রান্ত ধারাগুলি স. হ. আ. এর তৃতীয় পরিচ্ছেদে লিখিত।

ধারা ৫৮ : মরগীজ, মরগীজ-দাতা, মরগীজ-গ্রহীতা, মরগীজ-অর্থ, মরগীজ-দলিল ব্যাখ্যাত।

(এ) নির্দিষ্ট স্থাবর সম্পত্তির কোন স্বত্ব হস্তান্তর হইতেছে মরগীজ; ইহার উদ্দেশ্য হইতেছে বর্তমান বা ভাবী ঋণ বা অগ্রিম টাকা পরিশোধের জামিন গ্রহণ করা অথবা যে কাজ সম্পন্নে আর্থিক দায়িত্ব আছে তাহার জামিন গ্রহণ করা।

দাতাকে মরগীজদাতা, গ্রহীতাকে মরগীজ-গ্রহীতা, আসল ও সুদের টাকা যাহা সিকিওর করা হইয়াছে তাহাকে মরগীজ অর্থ এবং যে নিদর্শনপত্র (যদি কোন প্রণীত হয়) দ্বারা উক্তরূপ হস্তান্তর কার্যকরী করা হয় তাহাকে মরগীজ দলিল বলে।

(বি) সাধারণ বন্ধকনামা (সিম্পিল মরগীজ): যেখানে বন্ধকী সম্পত্তির দখল না ছাড়িয়া দিয়া দাতা ব্যক্তিগতভাবে মরগীজ অর্থ পরিশোধে আবদ্ধ থাকে এবং প্রকাশ্যে অথবা ইঙ্গিতে এমন সম্মতি জ্ঞাপন করে যে চুক্তি অনুসারে টাকা প্রদান করিতে না পারিলে গ্রহীতা বন্ধকী সম্পত্তি বিক্রয় করিতে পারিবে এবং বিক্রয় লব্ধ টাকা প্রয়োজনমত বন্ধকী টাকা প্রদানে ব্যয়িত হইবে—ইহাকে সাধারণ বন্ধকনামা বলে এবং মরগেজীকে সাধারণ মরগেজী বলে।

(সি) কট-কোবালা (বিক্রয় শর্তে বন্ধক): যেখানে বন্ধকদাতা প্রকাশ্যে বন্ধকী সম্পত্তি বিক্রয় করে

এই শর্তে যে বন্ধকী টাকা নির্দিষ্ট তারিখে পরিশোধ না হইলে উক্ত কট-কোবালা সাফ-কোবালা রূপে গণ্য হইবে, অথবা এই শর্তে যে উক্ত টাকা পরিশোধ করা হইলে উক্ত বিক্রয় অবৈধ হইবে, অথবা

এই শর্তে যে উক্ত টাকা পরিশোধ করা হইলে গ্রহীতা দাতাকে সম্পত্তি হস্তান্তর করিবে। সেক্ষেত্রে এই ট্রানজাকসানকে (লেনদেনকে) বিক্রয় শর্তে বন্ধক এবং মরগেজীকে বিক্রয় শর্তে মরগেজী বলে। অনুবিধি এই যে কোন লেনদেন বন্ধকরূপে গ্রাহ্য হইবে না যদি-না দলিলে বিক্রয়ের কথা শর্তযুক্ত থাকে।

(ডি) খাইখালাসী বন্ধক (ইওজিউফ্রাকচুয়ারী মরগীজ): যেখানে বন্ধকদাতা বন্ধকগ্রহীতার অনুকূলে আবদ্ধ সম্পত্তির দখল ছাড়িয়া দেয় অথবা প্রকাশ্যে বা ইঙ্গিতে দখল ছাড়িয়া দিতে নিজেকে বাধ্য রাখে এবং বন্ধকী টাকা পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত গ্রহীতাকে উক্ত দখল বজায় রাখিতে প্রাধিকার প্রদান করে এবং সুদের পরিবর্তে বা বন্ধকী টাকা পরিশোধার্থে বা আংশিক সুদের পরিবর্তে বা আংশিক বন্ধকী টাকা পরিশোধার্থে গ্রহীতাকে উক্ত সম্পত্তিজাত খাজনা এবং লাভ অথবা আংশিক খাজনা এবং লভ্যাংশ গ্রহণ করিতে প্রাধিকার প্রদান করে, তবে সেই লেনদেনকে খাই-খালাসী বন্ধক এবং গ্রহীতাকে খাইখালাসী গ্রহীতা বলে।

(ই) ইংলিশ মরগীজ, যেখানে বন্ধকদাতা কোন নির্দিষ্ট দিনে বন্ধকী টাকা পরিশোধে নিজেকে আবদ্ধ রাখে এবং বন্ধকগ্রহীতাকে আবদ্ধ সম্পত্তি নিরব্যূঢভাবে হস্তান্তর করে এই শর্তে যে বন্ধকদাতা চুক্তি অনুসারে বন্ধকী টাকা পরিশোধ করিলে বন্ধকগ্রহীতা বন্ধকদাতার অনুকূলে উক্ত সম্পত্তি পুনরায় হস্তান্তর করিবেন তাহা হইলে এইরূপ লেনদেনকে ইংলিশ মরগীজ বলে।

(এফ) টাইটল-ডিড আমানতে মরগীজ: কলিকাতা, মাদ্রাজ এবং বোম্বাই এবং সরকারী গেজেটে রাজ্য সরকার প্রদত্ত বিজ্ঞপ্তিকৃত কোন শহরের কোন ব্যক্তি যদি জামিনস্বরূপে গচ্ছিত রাখিবার উদ্দেশ্যে উত্তমর্ণকে অথবা তাহার নিযুক্তককে

স্থাবর সম্পত্তির টাইটল-ডিড প্রদান করেন তবে উক্ত লেনদেনকে টাইটল-ডিড আমানতকৃত মরগীজ বলে।

(জি) ব্যতিক্রান্ত মরগীজ (অ্যানম্যালাস মরগীজ): যে মরগীজ এই ধারায় ব্যাখ্যাত সাধারণ মরগীজ, বিক্রয় শর্তে মরগীজ, খাইখালাসী মরগীজ, ইংলিশ মরগীজ অথবা টাইটিল-ডিড আমানতে মরগীজ নহে তাহাকে ব্যতিক্রান্ত মরগীজ বা অ্যানম্যালাস মরগীজ বলে।

দ্রষ্টব্য: এই ধারায় আমরা ছয় প্রকার মরগীজের উল্লেখ দেখি; কিন্তু মরগীজ বহুপ্রকারের হইতে পারে যেগুলি বৈধভাবে ভারতে কার্যকরী হইতে পারে (ভূপেন্দ্র বনাম ওয়াজিহুন্নেসা)।

মরগীজ একপ্রকার সম্পাদিত হস্তান্তর এবং ইহা ইনরেম অধিকার সৃষ্টি করে (ইনরেম, ইনপারসোন্যাম প্রভৃতি ল্যাটিন শব্দ; ইহার বাংলা অর্থ যথাক্রমে সার্বিক ও ব্যক্তিগত করিয়াছি; ঐ শব্দগুলি সরাসরি ব্যবহার করাও চলিতে পারে); ইনরেম অধিকার অর্থে যে অধিকার সকলে মান্য করে; বন্ধকী সম্পত্তিতে মরগীজ গ্রহীতার ইনরেম অধিকার। কোন ব্যক্তিবিশেষের নিকট হইতে আমার ক্ষতিপূরণের অধিকার আমার ইনপারসোন্যাম অধিকার। সুতরাং, ভাবী খাতক এবং উত্তমর্ণের মধ্যে মরগীজ সংক্রান্ত চুক্তি উক্ত প্রকার ইনরেম অধিকার সৃষ্টি করে না এবং এই ধরনের চুক্তির উপর ভিত্তি করিয়া নির্দিষ্ট কর্মসম্পাদনের (স্পেসিফিক পাবফরম্যান্সের) দাবী করা যায় না কেন না বিচারালয় পক্ষগণকে টাকা ধার করিতে বা দিতে বাধ্য করিতে পারে না (রোজার্স বনাম চ্যালিস; সেখ গালিম বনাম সদরজান বিবি; রামহিত বনাম পখার)। তবে একপক্ষ অপর পক্ষের কাছে ক্ষতিপূরণের দাবী করিতে পারে (ওয়ামন বনাম জনার্দন এ আই আর ১৯৩৮ বোম. ৩৫৭; শীচেল বনাম মোসেনথল)। টাইটল-ডিড আমানতে মরগীজ, অনেকপ্রকার একুয়িট্যাবল মরগীজের একপ্রকার মরগীজ মাত্র (পন্নু বনাম সম্বশিব এই আই আর ১৯৩৩ ম্যা. ২৯৩) টাইটল-ডিড আমানতে মরগীজ করিবার জন্য (এফ) ক্লজে বর্ণিত শহরস্থ সম্পত্তি হইবার বাধ্য-বাধ্যকত নাই। তবে টাইটল-ডিড অবশ্যই উক্ত শহরে ডেলিভারি দিতে হইবে অন্যথা টাইটল-ডিড আমানতে মরগীজরূপে বিচারালয় গ্রহণ করিবেন না (সুরজমল বনাম গোপীরাম, এ আই আর ১৯৩২ কলি. ৮২৩)।

ধারা ৫৯: মরগীজ কার্যকরীর সময়:—টাইটল-ডিড আমানতে মরগীজ ভিন্ন অন্য সকল প্রকার মরগীজের আসল টাকা একশত টাকা বা ততোধিক হইলে কেবলমাত্র নিবন্ধীকৃত নিদর্শনপত্র দ্বারা—যে নিদর্শনপত্রে বন্ধকদাতার স্বাক্ষর থাকিবে এবং কমপক্ষে দুইজন প্রত্যায়নকারীরূপে সাক্ষী থাকিবে—কার্যকরী করা যাইবে।

যেক্ষেত্রে আসল টাকা একশত টাকার কম, সেখানে উপরিউক্ত নিয়মে স্বাক্ষর যুক্ত এবং প্রত্যায়িত নিদর্শনপত্র নিবন্ধীকরণের দ্বারা অথবা (সাধারণ মরগীজ ব্যতীত) সম্পত্তি ডেলিভারী দ্বারা মরগীজ কার্যকরী করা যাইতে পারে।

দ্রষ্টব্য: প্রথম ক্লজের নিবন্ধীকরণ বাধ্যতামূলক; দ্বিতীয় ক্লজের ঐচ্ছিক।

কমপক্ষে দুইজন সাক্ষীর প্রত্যায়নস্বরূপে স্বাক্ষর বাধ্যতামূলক; নিদর্শনপত্রে কোন পক্ষ কখনই প্রত্যায়নকারী সাক্ষী হইতে পারে না (দেবেন্দ্র বনাম বিহারী; পিয়ারীমোহন বনাম শ্রীনাথ)। যদি মরগীজ বৈধভাবে প্রত্যায়িত না হয় তবে তাহা মরগীজ বা চার্জ রূপে কার্যকরী হইবে না (প্রাণনাথ বনাম যদুনাথ; দেবেন্দ্র বনাম বিহারীলাল; রামনারায়ণ বনাম অহীন্দ্রনাথ)।

ধারা ১০০: চার্জেস:—যেক্ষেত্রে একজনের স্থাবর সম্পত্তি, পক্ষগণের উদ্যোগে অথবা আইন প্রয়োগের ফলে, অপরজনের টাকা পরিশোধ করিবার শর্তে জামিন স্বরূপ রাখা হয়, অথচ এই লেনদেন মরগীজ নহে, সেক্ষেত্রে অপরজনের নিকট উক্ত চার্জ স্বরূপ আছে এইরূপ স্থির হইবে; এবং সাধারণ মরগীজের সকল প্রকার ব্যবস্থা যাহা পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে চার্জের ক্ষেত্রেও প্রযুক্ত হইবে।

ট্রাস্টের কার্য সুসম্পন্ন করিবার জন্য কোন ট্রাস্টী ট্রাস্ট সম্পত্তি চার্জ স্বরূপ রাখিলে তাহাতে এই ধারা প্রযুক্ত হইবে না, এবং প্রচলিত আইনে প্রকাশ্য বিধান না থাকিলে, বিনা চার্জ সম্পর্কিত নোটিশে এবং পণের বিনিময়ে কোন ব্যক্তির অনুকূলে যে সম্পত্তি হস্তান্তরিত হইয়াছে সেই সম্পত্তিতে কোন চার্জই কার্যকরী করা যাইবে না।

দ্রষ্টব্য: কোন নির্দিষ্ট স্থাবর সম্পত্তির স্বত্ব হস্তান্তর হইতেছে মরগীজ; চার্জে কোন স্বত্ব হস্তান্তর হয় না (অক্ষয় বনাম কলিকাতা করপোরেশন)।

চার্জ এবং লিয়েনের মধ্যেও পার্থক্য আছে, চার্জ গঠিত হইতে পারে পক্ষগণের উদ্যোগে অথবা আইন প্রয়োগের ফলে (অ্যাক্ট অব পার্টিজ বা অপারেশন অব ল)। কিন্তু লিয়েন সৃষ্টি হয় কেবল মাত্র আইন প্রয়োগের ফলে। লিয়েন পরিণত অধিকার বা অপরিণত অধিকার নহে; (জাস ইনরেম এবং জাস অ্যাডরেম এর বাংলা করিয়াছি যথাক্রমে পরিণত অধিকার এবং অপরিণত অধিকার); ইহা কেবলমাত্র সম্পত্তি দখল করিবার অধিকার যতক্ষণ না পর্যন্ত সম্পত্তি দায়মুক্ত হয়। কেবলমাত্র স্থাবর সম্পত্তিতেই চার্জ গঠন করা যায়; লিয়েন স্থাবর অস্থাবর উভয় প্রকার সম্পত্তিতেই সম্ভব। মরগীজ সংক্রান্ত ধারাগুলি স. হ. আ. এর চতুর্থ পরিচ্ছেদে লিখিত।

ধারা ১০৫: ইজারা (লীজ) ব্যাখ্যাত:—স্থাবর সম্পত্তির ইজারা অর্থে উক্ত সম্পত্তি ভোগের অধিকার হস্তান্তর যাহা প্রকাশ্যে অথবা ইঙ্গিতে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য অথবা স্থায়ীভাবে প্রদত্ত বা প্রদেয় দামের বিনিময়ে, টাকার বিনিময়ে, ফসলের, সেবার বা অন্য কোন প্রকার মূল্যবান বস্তুর বিনিময়ে সম্পন্ন করা হয়; উক্ত সেবা

ইত্যাদি প্রদান করা হয় পর্যায়ক্রমে বা নির্দিষ্ট সময় অন্তর গ্রহীতার দ্বারা দাতার অনুকূলে যে গ্রহীতা উক্ত হস্তান্তর উক্ত শর্তে গ্রহণ করে।

দাতাকে পট্টদাতা (লেসর), গ্রহীতাকে পট্টধর (লেসী), দামকে প্রিমিয়াম এবং টাকা, ফসলের অংশ, সেবা অথবা অন্য বস্তুকে বলে খাজনা।

দ্রষ্টব্য: লীজের বৈশিষ্ট্য হইতেছে: (১) সক্ষম পাট্টাদাতা (২) সক্ষম পট্টধর বা ইজারাদার (৩) ইজারাযোগ্য (ডিমাইসেবল) সম্পত্তি (৩) উপযুক্ত বিবরণ-সহ দলিল (৫) পাট্টা কার্যকরীর তারিখ (৬) পট্টদাতার সহিত ইজারা গ্রহীতার সম্পাদন স্বরূপে স্বাক্ষর থাকিবে।

লীজ এবং লাইসেন্সের মধ্যে পার্থক্য আছে ; লীজে ভূমিজাত স্বত্বের হস্তান্তর হয় ; লাইসেন্সে কোন প্রকার স্বত্ব হস্তান্তরিত হয় না (সেক্রেটারি অব স্টেট বনাম করুণাকান্ত) ; লীজে ইজারা গ্রহীতা একচেটিয়া (এক্সক্লুসিভ) অধিকার ভোগ করে সম্পত্তি দখলের (সেক্রেটারি অব স্টেট বনাম ভূপাল ; মোহনলাল বনাম লক্ষ্মীদাস)। কোন দলিলমূলে এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে প্রথম ব্যক্তির জমি হইতে নির্দিষ্ট কালের জন্য গাছ কাটিয়া লইবার অনুমতি প্রদান করিল ; দলিলে প্রকাশ্য নির্দেশ থাকিল যে গ্রহীতার জমিতে কোন অধিকার নাই ; ইহা লীজ নহে, লাইসেন্স মাত্র (মাম্মী-কুট্টি বনাম পজহাখল)।

লীজ এবং ইজমেণ্টের পার্থক্যও স্পষ্ট। লীজে জমির মালিক সম্পত্তিতে স্বামিত্ব বজায় রাখে, কিন্তু দখল ছাড়িয়া দেয়। ইজারাদার (লীজ গ্রহীতা) একচেটিয়া উক্ত সম্পত্তি দখল করিতে পারে। কিন্তু সুখাধিকার (ইজমেণ্ট) প্রদানে জমির মালিক জমিতে স্বামিত্ব এবং দখল উভয়ই নিজের কাছে রাখে। সুখাধিকার গ্রহীতা জমিতে দখল লাভ করে না, জমি সীমিত ব্যবহারের অধিকার লাভ করে মাত্র। সুতরাং, কবুলিয়ত এই শিরোনামে কোন দলিল লিখিয়া যদি দাতা গ্রহীতাকে তফসিল বর্ণিত সম্পত্তির উপর দিয়া কেবলমাত্র যাতায়াতের অধিকার প্রদান করে তবে দলিলখানি কবুলিয়ত নামাংকিত হইলেও সুখাধিকার বা ইজমেণ্ট ভিন্ন অপর কিছুই নহে ; অর্থাৎ, এক প্রকার একরারনামা (হারানচন্দ্র বনাম শ্যামাচরণ এ. আই. আর. ১৯৪০ কলিকাতা ৪৪৭ ; রামপ্রসাদ বনাম স্নেহলতা ৭১ সি. ডব্লু. এন. ১৭)।

অনির্দিষ্ট কালের লীজ সম্পর্কে কলিকাতা হাইকোর্ট এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে গ্রহীতার জীবিতাবস্থা পর্যন্ত ইজারা কার্যকরী থাকিবে যদি না উত্তরাধিকার যোগ্যতার অভিপ্রায় লীজে প্রকাশ করা থাকে (আশুতোষ বনাম চণ্ডীচরণ, ৩১ সি. ডব্লু. এন. ৪৬ ; যোগেশচন্দ্র বনাম মকবুল আলী, ২৫ সি. ডব্লু এন. ৮৫৭)।

জেরিপেশগী লীজের সহিত খাইখালাসী বন্ধকনামার পার্থক্য প্রণিধানযোগ্য ; জেরিপেশগী লীজে অগ্রিম পণের বিনিময়ে সম্পত্তি ইজারা প্রদান করা হয় ; জেরিপেশগী লীজ এবং খাইখালাসী বন্ধকনামায় পার্থক্য এই যে খাইখালাসী বন্ধকনামায় গ্রহীতা বন্ধকী টাকা পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত বন্ধকী সম্পত্তিতে দখল রাখিতে পারে কিন্তু জেরিপেশগী লীজে গ্রহীতা নির্দিষ্ট কালের জন্য মাত্র সম্পত্তিতে দখল রাখিতে পারে (তুলসী বনাম মুনা কুয়ার এ. আই. আর ১৯৩৭ আউধ ১৪৬)।

মাইনিং লীজও একপ্রকার ইজারা। তবে খনি-ইজারার সহিত হুকুমনামার তফাৎ আছে। হুকুমনামা দ্বারা গ্রহীতাকে খননকার্য চালাইবার অধিকার প্রদান করা হয় ; কোন হুকুমনামা দ্বারা গ্রহীতাকে মাইকা খনন করিবার এবং উপযোজন করিবার অধিকার প্রদান করা হইল ; এই হুকুমনামা লীজ নহে (ট্রেডার্স ও মাইনার্স লি. বনাম ধীরেন্দ্র এ. আই. আর. ১৯৪৪ পাট. ২৬১)।

দউল দরখাস্ত হইতেছে, উল্লেখিত কতকগুলি শর্তে কোন স্থাবর সম্পত্তি পাট্টা লইবার প্রস্তাব মাত্র, ইহা লীজ নহে (আপ্পু বনাম নরহরি)।

আমলনামা একপ্রকার অধিপত্র যাহা দ্বারা জমিদার গ্রহীতাকে সম্পত্তি দখল লইতে সম্মতি প্রদান করেন ; ইহা লীজ নহে।

ধারা ১০৬ ঃ লিখিত চুক্তি বা স্থানীয় রীতির অবর্তমানে কয়েক প্রকার লীজের স্থায়িত্বকাল :—লিখিত চুক্তি, স্থানীয় আইন বা রীতির অবর্তমানে, কৃষি বা শিল্প উৎপাদন-এর উদ্দেশ্যে প্রদত্ত স্থাবর সম্পত্তির ইজারা বাৎসরিক কালের জন্য বিবেচনা করিতে হইবে এবং দাতা বা গ্রহীতার দ্বারা ছয় মাস পূর্বে নোটিশ প্রদানে লীজ স্বত্ব উক্ত বৎসরান্তে সমাপ্ত হইতে পারিবে ; এবং অন্য যেকোন উদ্দেশ্যে প্রণীত স্থাবর সম্পত্তির লীজ মাসিক বিবেচনা করিতে হইবে এবং দাতা বা গ্রহীতার দ্বারা পনর দিন পূর্বে নোটিশ প্রদানে লীজ স্বত্ব উক্ত মাসান্তে সমাপ্ত হইতে পারিবে।

এই ধারার অন্তর্গত প্রত্যেক নোটিশ অবশ্যই লিখিত এবং নোটিশ প্রদানকারীর দ্বারা বা তাঁহার তরফে স্বাক্ষরযুক্ত হইবে ; এবং উক্ত নোটিশ অপর পক্ষকে—যাঁহাকে উক্ত নোটিশের শর্ত মান্য করিতে হইবে—ডাকযোগে প্রেরণ করিতে হইবে অথবা ব্যক্তিগতভাবে তাঁহার আবাসে তাঁহাকে প্রদান করিতে হইবে অথবা তাঁহার আবাসে তাঁহার পরিবারবর্গ বা পরিচারকবর্গের কাহাকেও প্রদান করিতে হইবে, অথবা (এইরূপে প্রদান করা সম্ভব না হইলে) উক্ত নোটিশ সম্পত্তিতে কোন প্রকাশ্য স্থানে লটকাইতে হইবে।

ধারা ১০৭ ঃ পাট্টা সম্পন্নের পদ্ধতি :—বাৎসরিক, বৎসরাধিক অথবা বাৎসরিক খাজনা সংরক্ষিত স্থাবর সম্পত্তির পাট্টা কেবলমাত্র নিবন্ধীকৃত নিদর্শনপত্রের মাধ্যমে কার্যকরী হইবে।

অন্যান্য প্রকার স্থাবর সম্পত্তির পাট্টা নিবন্ধীকৃত নিদর্শনপত্রের মাধ্যমে অথবা দখল ডেলিভারী সহ চুক্তির মাধ্যমে সম্পন্ন হইতে পারে।

যেক্ষেত্রে এক বা একাধিক নিবন্ধীকৃত নিদর্শনপত্র মূলে স্থাবর সম্পত্তির পাট্টা কার্যকরী করা হয়, সেক্ষেত্রে উক্ত প্রত্যেক নিদর্শনপত্রে পাট্টা-দাতা এবং পাট্টা-গ্রহীতা উভয়ে অবশ্যই সম্পাদন করিবেন :

অনুবিধি এই যে রাজ্য সরকার সময়ে সময়ে সরকারী গেজেটে বিজ্ঞপ্তি দ্বারা নির্দেশ প্রদান করিতে পারেন যে বাৎসরিক, বৎসরাধিক, বা বাৎসরিক খাজনা সংরক্ষিত লীজ বা এই শ্রেণীর অন্য লীজ ব্যতীত স্থাবর সম্পত্তির লীজ অনিবন্ধীকৃত নিদর্শনপত্র দ্বারা বা দখলের ডেলিভারী বিহীন মৌখিক চুক্তির দ্বারা সম্পন্ন করা যাইতে পারে।

ধারা ১১৭ঃ কৃষির উদ্দেশ্যজনিত লীজে রেহাই :—এই পরিচ্ছেদের কোন ব্যবস্থা কৃষির উদ্দেশ্যে কৃত লীজে প্রযুক্ত হইবে না, অবশ্য ব্যতিক্রম এই যে রাজ্য সরকার সরকারী গেজেটে প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তি দ্বারা নির্দেশ প্রদান করিতে পারেন যে এই ব্যবস্থার সবগুলি বা কতকগুলি উক্ত লীজের সবগুলি বা কতকগুলির ব্যাপারে প্রচলিত স্থানীয় আইন, এমন যদি কিছু থাকে, সহ অথবা উহার শর্তাধীনে প্রযুক্ত হইবে।

প্রকাশের তারিখ হইতে ছয় মাস অতিক্রান্ত না হইলে উক্ত বিজ্ঞপ্তি কার্যকরী হইবে না।

দ্রষ্টব্যঃ লীজ সংক্রান্ত ধারাগুলি সম্পত্তি হস্তান্তর আইনের পঞ্চম পরিচ্ছেদে সন্নিবেশিত আছে।

ধারা ১১৮ঃ বিনিময় ব্যাখ্যাত :—যখন দুই ব্যক্তি পারস্পরিকভাবে এক বস্তুর স্বামিত্ব অপর বস্তুর স্বামিত্বের পরিবর্তে হস্তান্তর করে, যেখানে কোন বস্তু বা উভয় বস্তু কেবলমাত্র টাকা নহে, তখন সেই লেনদেনকে বিনিময় বলে।

বিক্রয়ের দ্বারা সম্পত্তি হস্তান্তরের যে পদ্ধতিগত ব্যবস্থা আছে কেবলমাত্র সেই পদ্ধতি দ্বারা বিনিময় সম্পূর্ণ করিতে সম্পত্তির হস্তান্তর করিতে হইবে (ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ)।

ধারা ১২২ঃ দান ব্যাখ্যাত : যখন কোন ব্যক্তি, যিনি দাতা বা ডোনর নামে পরিচিত, অপর ব্যক্তিকে, যিনি গ্রহীতা বা ডোনী নামে পরিচিত, বিনা-পণে এবং স্বেচ্ছায় যে সম্পত্তি বর্তমান আছে এমন স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর করেন এবং যে হস্তান্তর ডোনী অথবা ডোনীর তরফে অপর কাহারো দ্বারা গৃহীত হয় তাহাই দান।

কখন গ্রহণ করিতে হইবে :—ডোনরের জীবদ্দশায় এবং যতক্ষণ তিনি দান করিতে সক্ষম সেই সময়কালের মধ্যে দান গ্রহণ করিতে হইবে।

ডোনী গ্রহণের পূর্বে ইহলোক ত্যাগ করিলে দান অবৈধ।

দ্রষ্টব্য : যে সম্পত্তি ভবিষ্যতে হইবে সে সম্পত্তি সম্পর্কে বর্তমানে দান করা যায় না (আমতুলনিসা বনাম মীর মুরুদ্দিন)।

ধারা ১২৩ : হস্তান্তরের পদ্ধতি :—স্থাবর সম্পত্তি দান করিবার জন্য, হস্তান্তর কার্যকরী করিতে হইবে নিবন্ধীকৃত নিদর্শনপত্র দ্বারা ; ডোনর বা ডোনরের তরফে অপর কেহ উক্ত নিদর্শনপত্র স্বাক্ষর করিবেন এবং কমপক্ষে দুইজন সাক্ষীর দ্বারা উহা প্রত্যায়িত হইবে।

অস্থাবর সম্পত্তির দান কার্যকরী করিতে, উপরিউক্ত পদ্ধতিতে স্বাক্ষরযুক্ত নিবন্ধীকৃত নিদর্শনপত্র দ্বারা হস্তান্তর করা যাইতে পারে অথবা ডেলিভারী দ্বারা হস্তান্তর করা যাইতে পারে। বিক্রীত মালপত্র (গুডস) যেভাবে ডেলিভারী করা হয় অস্থাবর সম্পত্তির ডেলিভারীও তদনুরূপ হইতে পারে।

ধারা ১২৯ : মরণোত্তর দান এবং মুসলিম আইনের ক্ষেত্রে ব্যাবৃত্তি, এই পরিচ্ছেদের কোন নির্দেশ মৃত্যুর অভিপ্রেতে অস্থাবর সম্পত্তির দান এবং মুসলিম আইনের কোন বিধানের উপর প্রযুক্ত হইবে না।

দ্রষ্টব্য : সম্পত্তি হস্তান্তর আইনের সপ্তম পরিচ্ছেদে দান সম্পর্কে নির্দেশ আছে। ১২৯ ধারায় বলা আছে দান সম্পর্কে স. হ. আ. এর বিধান দুইটি ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হইবে না : (১) অস্থাবর সম্পত্তির মরণোত্তর দান (ডনাসিড মরটিস কসা) ; দান এবং মরণোত্তর দানের মধ্যে পার্থক্য এই হইতেছে যে দান কার্যকরী হইবার সময় তাৎক্ষণিক কিন্তু মৃত্যু অন্তে দান কার্যকরী হয় ডোনরের মৃত্যুতে, মৃত্যু অন্তে দান অনেকখানি উইলের মত। (২) দ্বিতীয়ত, দান সম্পর্কিত কোন বিধানই মুসলিম আইনের উপর প্রযুক্ত হইবে না ; অর্থাৎ এই আইনের সহিত মুসলিম আইনের কোন বিধানের বিরোধ সৃষ্টি হইলে মুসলিম আইনই বলবৎ হইবে।

ভারতীয় কনট্রাক্ট আইন, ১৮৭২

ধারা ২ : ব্যাখ্যা-প্রকরণ—বিরুদ্ধ অর্থ দ্যোতিত না হইলে এই আইনে নিম্নলিখিত শব্দগুলি নিম্নলিখিত অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে—

(এ) যখন এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে কোন কাজ করিতে বা কোন কাজে বিরত হইতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন অপর ব্যক্তির অনুরূপ সম্মতি (অ্যাসেনট) লাভের জন্য, তখন উক্ত ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে প্রস্তাব (প্রোপোসাল) দিতেছেন এইরূপ বিবেচনা করা হয়।

(বি) যে ব্যক্তিকে প্রোপোসাল প্রদান করা হয়, তিনি উহাতে সম্মতি জ্ঞাপন করিলে, প্রোপোসালটি গৃহীত হইয়াছে বিবেচনা করা হয় ; গৃহীত প্রোপোসালকে প্রমিজ (অঙ্গীকার বা প্রতিশ্রুতি) বলে।

(সি) প্রস্তাব প্রদানকারীকে বলে প্রমিজর বা অঙ্গীকার-দাতা এবং প্রস্তাব গ্রহণকারীকে বলে প্রমিজী বা অঙ্গীকার-গ্রহীতা।

(ডি) প্রমিজরের ইচ্ছানুসারে যখন প্রমিজী বা অপর কেহ কোন কিছু করিয়াছে বা করিতে বিরত হইয়াছে অথবা করে বা করিতে বিরত হয় অথবা করিতে বা না-করিতে অঙ্গীকার করে, তখন উক্তরূপ করা না-করা বা অঙ্গীকারকে প্রমিজের পণ বলে।

(ই) একে অপরের পণরূপে প্রত্যেক প্রমিজ এবং প্রত্যেক প্রমিজগুচ্ছ হইতেছে একপ্রকার চুক্তি (এগ্রিমেণ্ট)।

(এফ) যে সকল প্রমিজ একে অপরের পণ বা পণ্যাংশরূপে বিবেচিত হয় তাহাদিগকে পারস্পরিক প্রমিজ বলে।

(জি) যে চুক্তি আইনে বলবৎ করা যায় না তাহা অবৈধ (ভয়েড)।

(এইচ) যে চুক্তি আইনে বলবৎযোগ্য তাহা সংবিদা (কনট্রাক্ট)।

(আই) যে চুক্তি এক বা একাধিক পক্ষের ইচ্ছায় বলবৎযোগ্য কিন্তু অপর পক্ষ বা পক্ষগণের ইচ্ছায় বলবৎযোগ্য নহে তাহা বাতিলযোগ্য সংবিদা (ভয়েডেবল কনট্রাক্ট)।

(জে) আইনে বলবৎযোগ্য নহে এমন সংবিদা সেই সময় হইতে অবৈধ (ভয়েড) যে সময় হইতে উহা বলবতের অযোগ্য বিবেচিত হয়।

ধারা ১০ ঃ কোন্ চুক্তি সংবিদার যোগ্য :—সকল চুক্তি সংবিদারূপে স্বীকৃত হইবে যদি ঐগুলি সংবিদার উপযুক্ত পক্ষগণের মুক্ত সম্মতি দ্বারা বিধিসঙ্গত পণের বিনিময়ে আইনসঙ্গত উদ্দেশ্যে প্রণীত হইয়া থাকে এবং যদি ঐ চুক্তিগুলি এই আইনে প্রকাশ্যে অবৈধ ঘোষিত না হইয়া থাকে।

ভারতে প্রচলিত দলিল নিবন্ধীকরণ সংক্রান্ত আইন, লিখিত সংবিদা প্রণয়ন সংক্রান্ত কোন আইন এই আইন দ্বারা প্রকাশ্যে নিরসিত না হইলে পরিবর্তিত হইবে না।

ধারা ১১ ঃ সংবিদার উপযুক্ত ব্যক্তি :—প্রত্যেক সাবালক ও সুস্থমনা ব্যক্তি সংবিদা স্থাপনে উপযুক্ত ; অবশ্য তিনি যে আইনের অধীনে জীবন যাপন করেন সেই আইনের কোনটিতেও যেন সংবিদা প্রণয়নে অযোগ্য বিবেচিত না হয়েন।

দ্রষ্টব্য ঃ ভারতীয় মেজরিটি আইনে বিচারালয় দ্বারা অভিভাবক নিযুক্ত হইলে ২১ বৎসর পূর্ণ হইলে কোন ব্যক্তি সাবালক বিবেচিত হইবে ; অন্যথা ১৮ বৎসর পূর্ণ হইলে সাবালক বিবেচিত হইবে।

নাবালক সংবিদায় অংশগ্রহণ করিতে পারে না ; নাবালক দ্বারা সংবিদা অবৈধ বা অবৈধযোগ্য তাহা লইয়া মতভেদ আছে। কোন নাবালক সাবালকরূপে কোন

কনট্রাক্ট করিলে, এসটোপেল নীতি প্রযোজ্য হইবে কি না তাহা লইয়াও মতভেদ আছে। (সংক্ষেপে এসটোপেল হইল এমন বিধিসঙ্গত ব্যবস্থা যাহা দ্বারা কোন ব্যক্তিকে তাঁহার পূর্বমত পরিবর্তন করিতে দেওয়া হয় না; কোন ব্যক্তি প্রথমে নিজেকে বিচারালয়ে সাক্ষীরূপে পরিচয় প্রদান করিলে পরে তিনি সাক্ষী নহেন এইরূপ পরিচয় প্রদান করা হইতে বিরত করার নীতিকে এসটোপল নীতি বলে।) যে নাবালক সাবালক ঘোষণা করিয়া কোন কনট্রাক্ট করিয়াছে পরে কি নাবালকত্বের দোহাই দিতে পারিবে? এক্ষেত্রে কি এসটোপেল প্রযুক্ত হইবে? আলোচনা দীর্ঘ না করিয়া বলা যাইতে পারে, এক্ষেত্রে সাধারণত এসটোপেল নীতি প্রয়োগ করা হয় না। (এ. সি. সেন—ভারতীয় কনট্রাক্ট আইন, পৃঃ ৯৯)।

ধারা ২৫ : বিনা পণে কোন চুক্তি করিলে তাহা অবৈধ যদি-না—

(১) বিনা পণের চুক্তি অবৈধ (ভয়েড) যদি-না উহা লিখিত এবং নিবন্ধীকৃত হয়—ইহা প্রকাশিত হয় লেখার মাধ্যমে এবং দলিল নিবন্ধীকরণ সংক্রান্ত প্রচলিত আইন অনুসারে নিবন্ধীকৃত হয় এবং পারস্পরিক নিকট আত্মীয়তাসূত্রে আবদ্ধ পক্ষগণের মধ্যে স্নেহ ও ভালবাসার কারণে সম্পাদিত হয়, অথবা যদি-না

(২) অথবা কোন কার্য করিবার প্রতিদানে একপ্রকার প্রমিজ—সেই ব্যক্তিকে আংশিক বা সামগ্রিক ক্ষতিপূরণের ইহা একপ্রকার প্রমিজ, যে ব্যক্তি প্রমিজরের জন্য স্বেচ্ছায় কোন কার্য সম্পন্ন করিয়াছে, অথবা যদি-না

(৩) অথবা যে ঋণ লিমিটেশন আইনের বিধানুসারে নাকচ হইয়াছে তাহা পরিশোধের একপ্রকার প্রমিজ—ইহা একপ্রকার প্রমিজ যাহা কোন দায়বদ্ধ ব্যক্তি স্বয়ং বা সাধারণভাবে কিংবা বিশেষভাবে প্রাধিকৃত নিযুক্তক দ্বারা লিখিতভাবে সম্পন্ন করেন; এই প্রমিজ সেই প্রকার সামগ্রিক বা আংশিক ঋণ পরিশোধের সম্পর্কে করা হয় যে ঋণ পরিশোধের জন্য মামলা সংক্রান্ত লিমিটেশন আইনের বিধি-নিষেধ না থাকিলে উত্তমর্ণ ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারিত।

উপরিলিখিত সকল ক্ষেত্র সংক্রান্ত চুক্তি হইতেছে একপ্রকার কনট্রাক্ট।

ব্যাখ্যা-১—ডোনর এবং ডোনীর মধ্যে সম্পাদিত দান এই ধারা অনুসারে ব্যাহত হইবে না।

ব্যাখ্যা-২—যেক্ষেত্রে প্রমিজর স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া সম্মতি প্রদান করিয়াছেন সেক্ষেত্রে পণ যথেষ্ট নহে এই কারণে চুক্তি অবৈধ হইবে না; কিন্তু পণের অপর্যাপ্ততা বিচারালয় বিবেচনা করিতে পারেন প্রমিজর স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া সম্মতি দিয়াছেন কিনা তাহা পরীক্ষা করিবার জন্য।

উদাহরণ

(এ) বিনা পণে ক ১০০০ টাকা দিবার প্রমিস করে খ-কে ; ইহা অবৈধ চুক্তি।

(বি) ক স্বাভাবিক স্নেহ-ভালবাসার জন্য তাহার পুত্র খ-কে ১০০০ টাকা দিতে প্রমিস করে ; ক তাহার এই প্রমিস লিখিতভাবে প্রকাশ করে এবং রেজিস্ট্রী করে ; ইহা একটি কনট্রাক্ট।

(সি) ক পায় খ-এর ব্যাগ এবং তাহা খ-কে প্রদান করে ; খ ক-কে ৫০ টাকা দিতে প্রমিস করে ; ইহা কনট্রাক্ট।

(ডি) ক, খ-এর শিশুপুত্রকে দেখাশুনা করে ; ক-এর উক্ত ব্যয় পরিশোধের প্রমিস করে খ ; ইহা কনট্রাক্ট।

(ই) ক, খ-এর কাছে ১০০০ টাকায় ঋণী আছে ; কিন্তু উক্ত ঋণ লিমিটেশন আইনানুসারে বাতিল হইয়া গিয়াছে। ক লিখিত প্রমিসের দ্বারা খ-কে ৫০০ টাকা দিবার অঙ্গীকার করে উক্ত ঋণ হেতু ; ইহা কনট্রাক্ট।

(এফ) ক ১০০০ টাকা মূল্যের একটি ঘোড়া ১০ টাকায় বিক্রয় করিতে সম্মত হয় ; ক স্বতঃপ্রবৃত্তভাবে উক্ত চুক্তিতে সম্মতি প্রদান করিয়াছিল। পণের অপর্যাপ্ততা সত্ত্বেও উক্ত চুক্তি একটি কনট্রাক্ট।

(জি) ক ১০০০ টাকা মূল্যের একটি ঘোড়া ১০ টাকায় বিক্রয় করিতে সম্মত হয় ; ক অস্বীকার করে যে উক্ত চুক্তিতে সে স্বতঃপ্রবৃত্তভাবে সম্মতি প্রদান করিয়াছিল। এরূপ ক্ষেত্রে পণের অপর্যাপ্ততা বিচারালয় বিবেচনা করিয়া দেখিবেন ক প্রকৃত স্বতঃপ্রবৃত্তভাবে সম্মতি প্রদান করিয়াছিল কিনা।

ধারা ১২৪ ঃ ক্ষতি-নিষ্কৃতির কনট্রাক্ট ব্যাখাত :—স্বয়ং প্রমিজরের আচরণের দ্বারা বা অন্য কাহারো আচরণের দ্বারা যদি কোন ব্যক্তির ক্ষতি সাধিত হয় তবে উক্ত ক্ষতি হইতে রক্ষা করিবার জন্য প্রমিজর যে কনট্রাক্ট মাধ্যমে প্রমিজ করে তাহাকে ক্ষতি-নিষ্কৃতির কনট্রাক্ট বলে।

উদাহরণ

গ ২০০ টাকার জন্য খ-এর বিরুদ্ধে যে ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারে সেজন্য ক খ-এর সহিত ক্ষতিপূরণের যে কনট্রাক্ট করে তাহা ক্ষতি-নিষ্কৃতির কনট্রাক্ট।

ধারা ১২৮ ঃ জামিনদার (শ্যুয়রটি) এর দায়িত্ব (লায়াবিলিটি) :— জামিনদারের দায়িত্ব মূল খাতকের দায়িত্বের সমায়ত, যদি-না কনট্রাক্টে অন্য কোন প্রকার ব্যবস্থার নির্দেশ থাকে।

ধারা ১২৯ ঃ প্লেজ, পনর, ও পনী ব্যাখ্যাত :—ঋণ পরিশোধের জন্য অথবা প্রমিজ সম্পন্ন করিবার জন্য যখন কোন জিনিসপত্র জামিনস্বরূপ রাখা হয় তখন তাহাকে প্লেজ বলে ; বন্ধকদাতাকে বলে পনর এবং বন্ধক গ্রহীতাকে বলে পণী।

ধারা ১৮২ ঃ এজেন্ট এবং প্রিন্সিপ্যাল ব্যাখ্যাত :—এজেন্ট বা নিযুক্তক এমন একজন ব্যক্তি যাঁহাকে নিযুক্ত করা হয় অন্যের তরফে কাজ করিবার জন্য অথবা তৃতীয় ব্যক্তির নিকট প্রতিনিধিত্ব করিবার জন্য। যাঁহার তরফে কাজ করা হয় অথবা যাঁহাকে প্রতিনিধিত্ব করা হয় তাঁহাকে প্রিন্সিপ্যাল বলে।

ধারা ১৮৩ ঃ কে এজেন্ট নিয়োগ করিতে পারে :—সুস্থমনা এবং ব্যক্তিগত আইনানুসারে সাবালক যে কোন ব্যক্তি এজেন্ট নিয়োগ করিতে পারে।

ধারা ১৮৪ ঃ কে এজেন্ট হইতে পারে ঃ—প্রিন্সিপ্যাল এবং তৃতীয় ব্যক্তির মাধ্যম হিসাবে যে কোন ব্যক্তি এজেন্ট হইতে পারে ; কিন্তু এই আইনের ব্যবস্থাদি অনুসারে প্রিন্সিপ্যালের নিকট দায়ী হইতে হইলে যে ব্যক্তি সাবালক ও সুস্থমনা নহেন তিনি এজেন্ট হইতে পারিবেন না।

দ্রষ্টব্য ঃ ক্ষেত্র বিশেষে নাবালক এজেন্ট হইতে পারে (এ. সি. সেন—ভারতীয় কনট্রাক্ট আইন, পৃ. ৬৪৭)।

ধারা ১৮৫ ঃ পণ অপ্রয়োজনীয় ঃ—এজেন্সী সৃষ্টি করিতে পণের প্রয়োজন নাই।

ধারা ১৮৬ ঃ এজেন্টের ব্যক্ত বা অব্যক্ত ক্ষমতা ঃ—এজেন্টের ক্ষমতা ব্যক্ত বা অব্যক্ত হইতে পারে।

ধারা ১৯০ ঃ কখন এজেন্ট প্রত্যভিযোজন করিতে পারে না ঃ—কোন এজেন্ট আইনত অন্যকে নিয়োগ করিতে পারে না সেই সকল কার্য করিবার জন্য, যাহা এজেন্ট ব্যক্তিগতভাবে সম্পন্ন করিবার দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছে, যদি-না বাণিজ্যের সাধারণ রীতি অনুসারে সাব-এজেন্ট নিয়োগ করা যাইতে পারে বা এজেন্সীর প্রকৃতি হইতে এমন বিবেচিত হয় যে সাব-এজেন্ট নিশ্চয় নিয়োগ করিতে হইবে।

ভারতীয় ট্রাস্ট আইন, ১৮৮২

ধারা ৫ ঃ স্থাবর সম্পত্তির ট্রাস্ট :—স্থাবর সম্পত্তি সংক্রান্ত কোন ট্রাস্ট বৈধ নহে যদি-না উক্ত ট্রাস্ট একখানি লিখিত নন-টেস্টামেণ্টারি নিদর্শনপত্র দ্বারা ঘোষিত হয় এবং যাহা ট্রাস্ট-প্রণেতা বা ট্রাস্টী দ্বারা স্বাক্ষরযুক্ত হইয়াছে এবং নিবন্ধীকৃত হইয়াছে অথবা ট্রাস্ট প্রণেতা বা ট্রাস্টী উইলপত্র মূলে উক্ত কার্য সম্পন্ন করিতে পারেন।

অস্থাবর সম্পত্তির ট্রাস্ট :—অস্থাবর সম্পত্তির ট্রাস্ট বৈধ নহে, যদি-না উপরিউক্ত প্রকারে ঘোষিত হয়, বা যদি-না সম্পত্তির স্বামিত্ব ট্রাস্টীকে হস্তান্তরিত করা হয়।

কোন উপধি (প্রতারণা) কার্যকরী করিতে এই বিধানাবলী প্রয়োগ করা যাইবে না।

দ্রষ্টব্য: স্থাবর সম্পত্তির ট্রাস্ট দুই প্রকারে সম্ভব: (১) উইল মূলে (২) নন-টেস্টামেণ্টারী নিদর্শনপত্র মূলে; উভয় প্রকার ট্রাস্ট বিধিসম্মতভাবে লিখিত হইবে এবং নিবন্ধীকৃত হইবে রেজিস্ট্রেশন আইনের অন্য প্রকার নির্দেশ সত্ত্বেও কেন-না, রেজিস্ট্রেসন আইনের বিধান 'জেনারাল', ট্রাস্ট আইনের বিধান 'স্পেশাল' (এন এস আয়ার—ভারতীয় ট্রাস্ট আইন, পৃ. ১০০)।

অস্থাবর সম্পত্তির লিখিত ট্রাস্ট হইলে নিবন্ধীকৃত হইবে (আয়ার—ভারতীয় ট্রাস্ট আইন, পৃ. ১০৬)।

স্পেসিফিক রিলিফ আইন, ১৮৭৭

ধারা ৮০ ...র্ভুক্তি: প্রকাশ্যে নিবিবদ্ধ করা না থাকিলে এই আইনের বিধানাবলী প্রযুক্ত হইবে না।

(এ) যে চুক্তি কনট্রাক্ট নহে সে সম্পর্কে প্রতিকার (রিলিফ) প্রদানের অধিকারে,

(বি) কোন ব্যক্তিকে প্রতিকারের (রিলিফ) অধিকার হইতে বঞ্চিত করিতে, অবশ্য কোন কনট্রাক্টের অধীনে নির্দিষ্ট কর্ম সম্পাদন (স্পেসিফিক পারফরম্যান্স) এই ব্যাবৃত্তির (সেভিংস) মধ্যে গণ্য হইবে না, অথবা

(সি) দলিল নিবন্ধীকরণ সংক্রান্ত আইনের ক্রিয়াবানতা (অপারেশন) প্রভাবিত করিতে।

ধারা ২৭ [এ]: লীজ সংক্রান্ত কনট্রাক্টে আংশিক সম্পাদন করিলে নির্দিষ্ট সম্পাদনতা—এই পরিচ্ছেদের বিধানাধীনে, যেখানে স্থাবর সম্পত্তির লীজে পক্ষগণ বা তাঁহাদের তরফে অপরে স্বাক্ষর করিয়া লিখিত কনট্রাক্ট করেন সেখানে যে কোন পক্ষ—উক্ত কনট্রাক্টের নিবন্ধীকরণ বাধ্যতামূলক হওয়া সত্ত্বেও নিবন্ধীকৃত হয় নাই—অপর পক্ষের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করিতে পারেন কনট্রাক্টে বর্ণিত নির্দিষ্ট কর্ম সম্পাদনের জন্য, যদি—

(এ) যেখানে লীজ-দাতা নির্দিষ্ট কর্ম সম্পাদন দাবী করেন সেখানে তিনি কনট্রাক্টের আংশিক সম্পাদন স্বরূপে লীজ গ্রহীতাকে সম্পত্তির দখল ছাড়িয়া দিয়াছেন, এবং

(বি) যেখানে লীজ গ্রহীতা নির্দিষ্ট কর্ম সম্পাদন দাবী করেন সেখানে তিনি কনট্রাক্টের আংশিক সম্পাদন স্বরূপে সম্পত্তিতে দখল লইয়াছেন অথবা যেহেতু দখলে

আছেন সেহেতু কনট্রাক্টের আংশিক সম্পাদন স্বরূপে দখল রাখিতেছেন এবং কনট্রাক্টের অগ্রসরকরণের জন্য কোন-না-কোন কার্য সম্পাদন করিয়াছেন।

অনুবিধি এই যে পণ প্রদান করিয়াছেন এমন গ্রহীতার অধিকার এই ধারা দ্বারা প্রভাবিত হইবে না যদি তিনি উক্ত কনট্রাক্ট বা আংশিক সম্পাদন সম্পর্কে নোটিশ না পাইয়া থাকেন।

যে সকল লীজ সংক্রান্ত কনট্রাক্ট ১৯৩০ সালের ১লা এপ্রিলের মধ্যে সম্পাদিত হইয়াছে সেই সকল কনট্রাক্টের ক্ষেত্রে এই ধারা প্রযুক্ত হইবে।

ধারা ৩৯ঃ যে বিচারালয় কোন নিবন্ধীকৃত নিদর্শনপত্র রহিত করিবেন, সেই বিচারালয় রেজিস্টারিং অফিসারকে উক্ত ডিক্রীর একটি অনুলিপি প্রেরণ করিবেন, রেজিস্টারিং অফিসার নিদর্শনপত্রখানির প্রতিলিপিতে রহিতকরণ সম্পর্কে নোট প্রদান করিবেন।

পাওয়ার অব অ্যাটর্নি অ্যাক্ট, ১৮৮২

১৯৮২ সালের সংশোধন দ্বারা ৫-ধারাতে যে নাবালিকা বিবাহিত মহিলার উল্লেখ ছিল তাহা নিরসিত হইয়াছে। সুতরাং, কোন নাবালিকাই, বিবাহিতা হউক বা না হউক, কোন নিযুক্তক নিয়োগ করিতে পারে না বা কোন মোক্তারনামা সম্পাদন করিতে পারে না (অ্যানুয়াল সারভে অব ইণ্ডিয়ান ল ১৯৮২, পৃঃ ৪৫৩-৪৫৪)।

নোটারিজ অ্যাক্ট, ১৯৫২

ধারা ২ (বি) তে নিদর্শনপত্র অর্থে বলা হইয়াছে যে, সকল প্রকার দলিল যাহা-দ্বারা কোন অধিকার বা দায়িত্ব সৃষ্টি করা হয়, হস্তান্তরিত হয়, সংশোধিত হয়, সীমিত হয়, বর্ধিত হয়, সাময়িক রহিত হয়, বিনাশ প্রাপ্ত হয় অথবা নথিভুক্ত হয়, নিদর্শনপত্রের অন্তর্ভুক্ত।

২ (সি) ধারায় লিগাল প্রাকটিশানার অর্থে সুপ্রীমকোর্টের কোন অ্যাডভোকেট বা এজেন্ট, কোন হাইকোর্টের অ্যাডভোকেট, ভকিল, বা অ্যার্টনি অথবা প্রচলিত আইনানুসারে কোন বিচারালয়ে প্লিডার রূপে কাজ করিবার জন্য প্রাধিকৃত ব্যক্তি বুঝায়।

৮-ধারায় নোটারির কাজের সম্পর্কে লিখিত আছে; অন্যান্য কাজের মধ্যে একটি কাজ হইল নোটারি কোন নিদর্শনপত্রের সম্পাদন সত্যাখ্যান করিতে, প্রামাণিক করিতে, প্রশংসা করিতে অথবা প্রত্যায়ন করিতে পারেন।

১১-ধারায় বলা আছে যে অন্যান্য আইনে যে নোটারি পাবলিকের উল্লেখ আছে তাহা এই আইনের অধীনে প্র্যাকটিস করিবার যোগ্যতা সম্পন্ন নোটারি পাবলিক বুঝিতে হইবে।

দ্রষ্টব্য ঃ নিবন্ধীকরণ আইনের ৩৩-ধারা এবং এভিডেন্স আইনের ৭৭-ধারায় এই আইনের অন্তর্গত নোটারি পাবলিকের উল্লেখ আছে।

ক্যানটনমেণ্ট (সংশোধন) আইন, ১৯২৬

এই সংশোধনমূলে নির্দেশ প্রদান করা আছে যে নিবন্ধক বা অবর-নিবন্ধক তাঁহার এলাকাস্থিত ক্যানটনমেণ্টের কোন সম্পত্তি হস্তান্তরিত হইলে ক্যানটনমেণ্ট কর্তৃপক্ষকে সঙ্গে সঙ্গে জানাইবেন [ধারা ২৮৭ (২)]।

ভারতীয় মেজরিটি আইন, ১৮৭৫

আমরা জানি বিচারালয় যে নাবালকের অভিভাবক নিয়োগ করিয়াছে সেই নাবালক ২১ বৎসর পূরণ হইলে সাবালক হইবে; অন্যথা ১৮ বৎসর পূরণ হইলে নাবালক সাবালক হইবে।

এই আইনের ৪-ধারায় কেমন করিয়া বয়স গণনা করিতে হইবে সে সম্পর্কে নির্দেশ প্রদান করা আছে। বয়স গণনা করিতে প্রথম জন্মদিন গণনার মধ্যে ধরিতে হইবে এবং ২১ বা ১৮ বৎসর পূর্তি উপলক্ষে জন্মদিন গণনার মধ্যে ধরিলে গণনা ঠিক হইবে।

উদাহরণ

(ক) ২১ বৎসর :—জন্ম—১লা জানুয়ারী ১৮৫০ ; পূর্তি—১লা জানুয়ারী ১৮৭১

(খ) ২১ বৎসর :—জন্ম—২৯ ফেব্রুয়ারী ১৮৫২ ; পূর্তি—২৮ ফেব্রুয়ারী ১৮৭৩

(গ) ১৮ বৎসর :—জন্ম—১লা জানুয়ারী ১৮৫০ ; পূর্তি ১লা জানুয়ারী ১৮৬৮।

ডেস্ট্রাকশান অব রেকর্ডস অ্যাক্ট, ১৯১৭

এই আইনে বিচারালয়, রেভিনিউ এবং অন্যান্য পাবলিক অফিসের রেকর্ডাদি বিনাশকরণ সম্পর্কে নির্দেশ আছে।

৩ (২) (এ) ও (বি) ধারা অনুসারে বিচারালয় এবং রেভিনিউ অফিসের রেকর্ড বিনাশের কর্তৃপক্ষের উল্লেখ আছে। ৩ (২) (সি) তে অন্যান্য অফিসের রেকর্ড বিনাশ-করণের ব্যাপারে কর্তৃপক্ষ রাজ্য সরকার স্থির করিবেন।

৫-ধারায় নির্দেশ আছে যে অন্য আইনে কোন রেকর্ড সংরক্ষণের বিশেষ ব্যবস্থা থাকিলে, তাহা এই আইনের বলে বিনাশ করা যাইবে না।

৬-ধারায় রেজিস্ট্রেসন আইনের ৬৯ (১) (এ) ধারাতে অন্যান্য বহি এবং নথিপত্র বিনাশকরণের যে নির্দেশ ছিল তাহা নিরসিত হইয়াছে।

দ্রষ্টব্য ঃ ৩ (২) (সি) ধারা অনুসারে পশ্চিমবঙ্গ সরকার মহা-নিবন্ধ পরিদর্শককে বিনাশযোগ্য রেকর্ডের জন্য রুল প্রণয়নের দায়িত্ব অর্পণ করিয়াছেন (বিজ্ঞপ্তি নং ৮৩৩, তাং ২৬, ৬, ১৯১৭)।

রিলিজিয়াস সোসাইটিজ আইন, ১৮৮০

এই আইনের ৩-ধারায় নূতন ট্রাস্টী নিয়োগ পদ্ধতি সম্পর্কে বিধান আছে। ২-ধারা মূলে নূতন ট্রাস্টী নিয়োগ করিতে একটি মেমোরাণ্ডাম মূলে করিতে হইবে; মেমোরাণ্ডাম সিডিউলে প্রদত্ত নির্দিষ্ট ফরমে করিতে হইবে; দুই বা ততোধিক বিশ্বাসযোগ্য প্রত্যায়নকারী সাক্ষীর সম্মুখে চেয়ারম্যান মেমোরাণ্ডাম সম্পাদন করিবেন। রেজিস্ট্রেসন আইন ১৯০৮ এর ১৭-ধারা অনুসারে উক্ত মেমোরাণ্ডামের নিবন্ধীকরণ বাধ্যতামূলক।

দ্রষ্টব্য ঃ উক্ত প্রকার নিদর্শনপত্রের নিবন্ধীকরণ রেজিস্ট্রেসন আইনে বাধ্যতা-মূলক না হইলেও, যেহেতু বিশেষ আইনের বিধানে নিবন্ধীকরণ বাধ্যতামূলক করা হইয়াছে, সেহেতু উহার নিবন্ধীকরণ বাধ্যতামূলক কেননা স্পেশাল ব্যবস্থা জেনারেল ব্যবস্থা অপেক্ষা অধিকতর কার্যকরী।

ইজমেণ্টস আইন, ১৮৮২

ইজমেণ্ট আইনের ৪৭ ধারায় বিধান আছে যে বিচ্ছিন্ন স্বত্বাধিকারের ক্ষেত্রে (ডিসকনটিনিউয়াস ইজমেণ্ট) যদি প্রধান মালিক (ডমিন্যাণ্ট ওনার) রেজিস্ট্রেসন আইনের বিধানানুসারে কোন ঘোষপত্র মাধ্যমে উক্ত স্বত্বাধিকার ভোগ করিবার অভিপ্রায় ঘোষণা করেন তবে নিবন্ধীকরণের তারিখ হইতে কুড়ি বৎসর অতিক্রান্ত না হইলে উক্ত স্বত্বাধিকার বিনাশপ্রাপ্ত হইবে না।

লিমিটেশন আইন, ১৯৬৩

লিমিটেশন আইনের ৫৫ আর্টিকেলে নির্দেশ প্রদান করা আছে যে ব্যক্ত বা অব্যক্ত কনট্রাক্ট ভঙ্গের জন্য ভঙ্গের তারিখ হইতে তিন বৎসরের মধ্যে মামলা দায়ের করিতে হইবে।

দ্রষ্টব্যঃ লিমিটেশন আইনে যে সকল কনট্রাক্ট ভঙ্গের জন্য মামলা দায়ের করিবার বিশেষ বিধানের ব্যবস্থা আছে সেখানে আর্টিকেল ৫৫ প্রযুক্ত হইবে না। যেমন, কোন কর্মচারী বক্রী বেতন আদায়ের জন্য ৫৫-আর্টিকেলের সুযোগ লইতে পারেন না, তাঁহাকে লিমিটেশন আইনের ৭-আর্টিকেল অনুসারে মামলা দায়ের করিতে হইবে (মিউনিসিপ্যাল কমিটি বনাম পুরুষোত্তম, ১৯৭৪, মহা. ল. জা. ৫৯৯)।

বিক্রেতার কার্যের জন্য যেক্ষেত্রে বায়নাপত্রের বিধান কার্যকরী করা যায় না, সেক্ষেত্রে লিমিটেশন আইনের আর্টিকেল ৫৫ অনুসারে মামলা দায়ের কর যাইবে (শিবামু চেলাম্মা বনাম রামচন্দ্র পিল্লাই এ. আই. আর. ১৯৬৩ কে. ২৪৭)।

কোন নিবন্ধীকৃত মরগীজ দলিলে যে ব্যক্তিগত চুক্তি (পারসোনাল কভেন্যান্টস) থাকে, তাহা কার্যকরী করিবার জন্য লিমিটেশন আইনের ৫৫-আর্টিকেল অনুসারে মামল দায়েব করিতে হয় (আর. মিত্র—লিমিটেশন আইন, পৃ. ৫১১)।

আরবিট্রেশন আইন, ১৯৪০

স্থাবর সম্পত্তি সংক্রান্ত রোয়েদাদের নিবন্ধীকরণ, নিবন্ধীকরণ আইনের ১৭-ধারা অনুসাবে বাধ্যতামূলক। মূল আইনে রোয়েদাদ কোর্টকৃত ডিক্রী বা অর্ডারের ন্যায় বিবেচিত হইত, ১৯২৯ সালের সংশোধনী আইন দ্বারা 'কোন রোয়েদাদ' শব্দ ধারা ১৭(২)(vi) হইতে নিরসিত হয়।

অনিবন্ধীকৃত রোয়েদাদের উপর ভিত্তি করিয়া যে ডিক্রী প্রদান কর হয় তাহা বৈধ, যদিও রোয়েদাদের বিষয়ানুসারে উক্ত রোয়েদাদের নিবন্ধীকরণের প্রয়োজন ছিল, এই ত্রুটি বিচারালয়ের (সগরমল বনাম পুরুষোত্তমদাস, এ. আই. আর. ১৯৪২, এলা. ৩৬)।

কিন্তু উক্ত প্রকার সিদ্ধান্ত অনেকে গ্রহণ করেন না। যে রোয়েদাদের নিবন্ধীকরণ আবশ্যিক বিচারালয় তাহা নিবন্ধীকরণের জন্য পাঠাইবেন।

(১) ২৫-ধারা অনুসারে রোয়েদাদখানি দাখিল করিবার সময় থাকিলে, পক্ষগণ নিবন্ধীকরণ আইন অনুসারে রোয়েদাদখানি দাখিল করিয়া রেজিস্ট্রী করিবেন।

(২) কিন্তু যেক্ষেত্রে রোয়েদাদের নিবন্ধীকরণ আবশ্যিক অথচ নিবন্ধীকরণ আইনানুসারে রোয়েদাদখানি দাখিল করিবার সময় উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে, সেক্ষেত্রে বিচারালয় আরবিট্রেশন আইনের ১৫ ধারা অনুসারে রোয়েদাদখানিতে সম্পাদন তারিখ সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় সংশোধন করিয়া নিবন্ধীকরণের জন্য প্রেরণ করিতে পারেন। কেননা, আরবিট্রেশন আইনের ১৫ (বি) উপধারায় অদ্ব্যর্থক ভাষায় বলা আছে যে রোয়েদাদের সিদ্ধান্ত প্রভাবিত না করিয়া বিচারালয় রোয়েদাদ

সংশোধন করিতে পারেন (এস, ডি, সিং ও বি, ডি, সিং—ল অব আরবিট্রেশন, পৃ. ২২৪-২২৯)।

রোয়েদাদে স্ট্যাম্প বা নিবন্ধীকরণ সংক্রান্ত ক্রটিকে আইনের ভাষায় 'দ্য হোরস ডিফেক্ট' (বাংলায় বাহ্য-বিষয় ক্রটি বলা যাইতে পারে) বলা হয় ; সুতরাং আরবিট্রেশন আইনের ১৫-ধারা অনুসারে উহা পরিবর্তন যোগ্য (রিখাবদাস বনাম বল্লভদাস, এ, আই, আর ১৯৬২, সু. কো. ৫৫১ ; প্রদীপ ট্রেডিং কো. বনাম বিহার রাজ্য, এ, আই, আর ১৯৭৪, পাট. ৩১৫); অ্যানুয়াল সারভে অব ইণ্ডিয়ান ল, ১৯৮০, পৃ. ৩১৩-৩১৪)।

ভারতীয় এভিডেন্স আইন, ১৮৭২

এই আইন সম্পর্কে জ্ঞান থাকা সকলেরই প্রয়োজন ; অল্প কথায় এই আইন সম্পর্কে আলোচনা করা দুরূহ।

৩-ধারায় এভিডেন্স শব্দের ব্যাখ্যা প্রদান করা আছে। বিচারালয় যে সকল স্টেটমেণ্ট গ্রহণ করেন, সেই সকল স্টেটমেণ্ট প্রদানকারী ব্যক্তি হইতেছে সাক্ষী; তাঁহারা সাক্ষ্য স্বরূপে যে স্টেটমেণ্ট প্রদান করেন তাহা ওরাল এভিডেন্স , বিচারালয়ের পরীক্ষার জন্য নথিপত্র জমা দেওয়া হয়, এই ডকুমেণ্টগুলি হইল ডকুমেণ্টারী এভিডেন্স।

৪-ধারাতে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত বা কনক্লুসিভ প্রুফ কিরূপ ক্ষেত্রে বিবেচিত হইবে তাহ বলা হইয়াছে। যখন এই আইনে একটি ফ্যাক্ট অপর একটি ফ্যাক্টের সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত রূপে ঘোষিত হয়, তখন বিচারালয় একটি ফ্যাক্ট প্রমাণে অপর ফ্যাক্ট প্রমাণিত বিবেচিত হয়।

১৭-ধারাতে অ্যাডমিশন শব্দের ব্যাখ্যা প্রদান করা আছে। অ্যাডমিশন হইতেছে লিখিত বা মৌখিক উক্তি যাহা কোন বিচার্য বিষয় সংক্রান্তে করা হয় ; যে ব্যক্তি দ্বারা এবং যে অবস্থায় এই অ্যাডমিশন করা হয় তাহা এভিডেন্স আইনের ১৮ ধারা হইতে ২০ ধারাতে বর্ণিত আছে।

৪৫-ধারাতে তৃতীয় ব্যক্তির মত গ্রহণের সম্পর্কে বলা আছে। আইনে এই তৃতীয় ব্যক্তিকে এক্সপার্ট বলা হইয়াছে। বিদেশী আইন, বিজ্ঞান, শিল্প, হস্তাক্ষর বা টিপ-ছাপ সনাক্তকরণ সম্পর্কে দক্ষ ব্যক্তির মতামত প্রয়োজন হইলে বিচারালয় তাহা গ্রহণ করিতে পারেন এবং উহা প্রয়োজনীয় ফ্যাক্ট ও বৈধ।

চতুর্থ পরিচ্ছেদে ডকুমেণ্টারি এভিডেন্স সম্পর্কে বিধান আছে। এই পরিচ্ছেদের অন্তর্গত ৬৮ ধারাতে বলা আছে যে আইনের বিধানানুসারে যদি কোন দলিল প্রত্যায়ন করিবার ব্যবস্থা থাকে, তবে উক্ত দলিল এভিডেন্সে গ্রহণ করা যাইবে না,

যদি না কমপক্ষে একজন প্রত্যায়নকারী সাক্ষীকে সম্পাদন প্রমাণের জন্য হাজির করা যায় ; অবশ্য শর্ত এই যে—উক্ত প্রত্যায়নকারী সাক্ষী জীবিত আছেন, কোর্টের কার্যবাহের অধীনে আছেন এবং সাক্ষীপ্রদানে সক্ষম।

অনুবিধি এই যে, উইল ভিন্ন অন্য কোন দলিলের সম্পাদন প্রমাণের জন্য প্রত্যায়নকারী সাক্ষীকে হাজির করিবার প্রয়োজন হইবে না যদি উক্ত দলিল নিবন্ধীকরণ আইন ১৯০৮-এর বিধানানুসারে নিবন্ধীকৃত হইয়া থাকে, যদি না অবশ্য উক্ত দলিলের সম্পাদনকারী দলিলের সম্পাদন বিশেষরূপে অস্বীকার করেন।

৭৯-ধারাতে প্রত্যায়িত নকলের বিশুদ্ধতা সম্পর্কে বলা আছে। বিচারালয় কোন দলিলের সরকারী আধিকারিক দ্বারা স্বাক্ষরযুক্ত প্রত্যায়িত নকল অকৃত্রিমরূপে প্রাক্-প্রত্যয় করিবেন।

এভিডেন্স আইনের ছয় পরিচ্ছেদে কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে মৌখিক সাক্ষ্যের পরিবর্তে দস্তাবেজমূলক সাক্ষ্য গৃহীত হইবে সে সম্পর্কে বিধান আছে।

৯১-ধারায় এইরূপ বিধান আছে যে—যে ক্ষেত্রে কোন কন্ট্রাক্ট বা সম্পত্তি সমর্পণের (ডিসপোজিশন) ব্যাপারে দলিলে লিখিত হইয়াছে এবং যেক্ষেত্রে আইনানুসারে কোন বিষয়ে দলিলে লিখিতে হইবে সে সকল ক্ষেত্রে কেবলমাত্র উক্ত দলিল সাক্ষ্যরূপে গৃহীত হইবে।

৯২-ধারায় বলা আছে যে যেক্ষেত্রে সম্পত্তির সমর্পণ, গ্রাণ্ট বা কনট্রাক্টের শর্তাবলী অথবা আইনের বিধানানুসারে যে সকল বিষয় দলিলে লিখিতে হয়, সেগুলি ৯১ ধারা অনুসারে প্রমাণিত হইলে উক্ত নিদর্শনপত্রের পক্ষগণের মধ্যে শর্তাবলী সম্পর্কিত বিসম্বাদে কোন মৌখিক সাক্ষ্য গৃহীত হইবে না।

অবশ্য অনুবিধি এই যে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি প্রমাণ সাপেক্ষ হইতে পারে—

(১) কোন দলিলকে নাকচ করিতে কোন ঘটনা প্রমাণ করা যাইতে পারে ; অথবা কোন ঘটনা প্রমাণ করা যাইতে পারে যাহার দ্বারা কোন ব্যক্তি উক্ত বিষয়ে ডিক্রী বা অর্ডার লাভ করিতে পারে।

(২) দলিলে যে বিষয় লিখিত হয় নাই এবং যাহা শর্তাবলীর সহিত অসঙ্গত নহে সে সম্পর্কে মৌখিক চুক্তি প্রমাণ করা যাইতে পারে।

(৩) উক্তরূপ কোন কনট্রাক্ট, গ্রাণ্ট বা সম্পত্তির সমর্পণে যে বাধ্যবাধকতা আরোপিত হয় তাহার পূর্ববর্তী স্তরে পৃথক মৌখিক চুক্তির অবস্থান প্রমাণ করা যাইতে পারে।

(৪) পরবর্তীকালের কোন স্বতন্ত্র মৌখিক চুক্তির অবস্থান দ্বারা উক্তরূপ কোন কনট্রাক্ট, গ্রাণ্ট বা স্থাবর সম্পত্তির সমর্পণ রহিতকরণ বা সংশোধন প্রমাণ করা যাইতে পারে ; অবশ্য ব্যতিক্রম এই যে যেক্ষেত্রে উক্ত কনট্রাক্ট, গ্রাণ্ট বা সম্পত্তির সমর্পণ

আইনানুসারে লিখিত হইতে হইবে অথবা দলিল নিবন্ধীকরণ সংক্রান্ত প্রচলিত বিধানানুসারে নিবন্ধীকৃত হইতে হইবে সেক্ষেত্রে প্রমাণের জন্য মৌখিক চুক্তি সাক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করা যাইবে না।

(৫) যে রীতি-নীতি ঘটিত ঘটনা কনট্রাক্টে ব্যক্ত করা নাই অথচ সাধারণত ঐ ধরনের কনট্রাক্টে সংযুক্ত করা হয় তাহা প্রমাণ করা যাইতে পারে। অবশ্য অনুবিধি এই যে এই প্রকার সংযুক্তিকরণ যেন কনট্রাক্টের প্রকাশ্য শর্তের সহিত অসংগত না হয়।

(৬) প্রচলিত ঘটনার সহিত দলিলের ভাষা কেমনভাবে সম্পর্কযুক্ত সে বিষয়ে কোন ঘটনা প্রমাণ করা যাইতে পারে।

অষ্টম পরিচ্ছেদে এসটোপেল সম্পর্কে বিধান আছে। ১১৫ ধারায় আছে এসটোপেলের সংজ্ঞা: যখন কোন ব্যক্তি ঘোষণা দ্বারা, কর্ম সম্পাদন দ্বারা অথবা কর্তব্য কর্মে অবহেলা দ্বারা স্বেচ্ছাকৃতভাবে অপর ব্যক্তির বিশ্বাস উৎপাদন করেন অথবা বিশ্বাস উৎপাদন করিতে প্ররোচিত করেন কোন একটি বিষয় সত্যরূপে বিশ্বাস করিতে অথবা উক্ত বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করিয়া কার্য করিতে, তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তি বা তাঁহার প্রতিনিধিকে উভয়ের মধ্যের কোন মামলা বা কোন কার্যবাহে উক্ত বিষয়ের সত্যতা অস্বীকার করিতে বিরত করা হইবে।

উদাহরণ

ক স্বেচ্ছাকৃতভাবে ও মিথ্যাভাবে ক-এর কোন জমির মালিকানা সম্পর্কে খ এর বিশ্বাস উৎপাদন করায় এবং খ-কে উক্ত সম্পত্তি দাম দিয়া খরিদ করিতে প্রবৃত্ত করে।

উক্ত ঘটনার পর উক্ত জমি ক-এর সম্পত্তি হয়; এবং উক্ত জমি বিক্রয়ের সময় উক্ত জমিতে ক-এর স্বামিত্ব ছিল না এই কারণে ক উক্ত বিক্রয় নাকচ করিতে সচেষ্ট হয়; উক্ত জমি বিক্রয়ের সময় ক-এর জমিতে স্বামিত্ব ছিল না ইহা প্রমাণ করিতে অনুমতি প্রদত্ত হইবে না (এসটোপেল নীতি প্রয়োগ দ্বারা)।

৬৭-ধারায় নির্দেশ আছে যে দলিলে সম্পাদনকারীর স্বাক্ষর এবং দলিলের লেখা প্রমাণ সাপেক্ষ।

৮৫-ধারায় বিধান আছে যে, যে সকল পাওয়ার অব অ্যাটর্নী কোন নোটারি পাবলিক, কোন বিচারালয়, কোন বিচারক, কোন ম্যাজিস্ট্রেট, কোন ভারতীয় কন্সাল বা ভাইস-কন্সাল বা কেন্দ্রীয় সরকারের কোন রিপ্রেজেনটেটিভের সম্মুখে সম্পাদিত ও উক্ত অধিকারিকের কাহারো দ্বারা প্রাধিকৃত, সেই মোক্তারনামার সম্পাদন ও প্রাধিকার কোর্ট সত্যরূপে অনুমান করিবেন।

৮৫-ধারার বিধান হইতে আমরা জানিতে পারি যে মোক্তারনামার নিবন্ধীকরণ, সম্পাদনের প্রমাণস্বরূপ স্বীকৃত হইবে না (শালিমাতুল ফতিমা বনাম কৈলাসপতি)।

সেইজন্য, ৬৭ ধারায় নির্দেশ আছে যে সম্পাদনকারীর স্বাক্ষর প্রমাণ সাপেক্ষ। কিন্তু নোটারি পাবলিক বা অনুরূপ আধিকারিক দ্বারা প্রাধিকৃত মোক্তারনামার সম্পাদন, সম্পাদনের প্রমাণস্বরূপ স্বীকৃত হইবে। নিবন্ধীকরণ বডজোব, সম্পাদনের প্রাথমিক সাক্ষ্যরূপে গৃহীত হইতে পারে, (নিত্যানন্দ বনাম বুলুব; বিশদ আলোচনার জন্য সরকার রচিত এভিডেন্স আইন, পৃঃ ৬৭৩-৬৭৪)।

৫৬-ধারায় বলা আছে যে, যে সকল ঘটনায় বিচারালয় জুডিসিয়াল নোটিশ গ্রহণ করিবে, যে সকল ঘটনা প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না।

৫৭-ধারায় কোন্ কোন্ ঘটনা সম্পর্কে বিচারালয় জুডিসিয়াল নোটিশ গ্রহণ করিবে তাহার একটি তালিকা প্রদান করা আছে। অন্য বিষয়েও বিচারালয় জুডিসিয়াল নোটিশ লইতে পারে।

৭১-ধারায় বিধান আছে যে প্রত্যায়নকারী সাক্ষী দলিলের সম্পাদন অস্বীকার করে বা স্মরণ করিতে না পারে, তবে অন্যভাবে সাক্ষ্য গ্রহণ করিয়া সম্পাদন প্রমাণিত হইতে পারে।

১১৮-ধারায় কে সাক্ষী হইতে পারে সে সম্পর্কে বিধান আছে, এই ধারা অনুসারে সকলেই সাক্ষী হইতে পারে যদি-না বিচারালয় কাহাকেও সাক্ষী হইতে বিরত করে। ক্ষেত্রবিশেষে পাগল ও নাবালক সাক্ষী হইতে পারে (সরকার এভিডেন্স আইন—নবম পরিচ্ছেদ দেখুন পৃ. ১১২৫-১৩০১)।

কোড অব ক্রিমিনাল প্রসিডিওর, ১৯৭৩

এই কোডের ২ (আই) ধারায় জুডিসিয়াল প্রসিডীং-এর ব্যাখ্যা প্রদান করা আছে। যে কার্যবাহের সাক্ষ্য আইনত শপথ গ্রহণে লওয়া হয় অথবা লওয়া হইতে পারে তাহা বিচারিক কার্যবাহের অন্তর্গত। এই ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ নহে। কোন কার্যবাহ বিচারিক হইতে হইলে তাহা কোন-না-কোন প্রকারে বিচার সংক্রান্ত হইতে হইবে, কোন অধিকার বা দায়-দায়িত্ব নিরূপণ সংক্রান্ত হইতে হইবে; এই প্রসঙ্গে মনে রাখিতে হইবে যে বিচারকের সকল কার্যবাহ বিচারিক নাও হইতে পারে (ধনীরাম বনাম সাব-ডিভিসনাল জাজ, এ. আই. আর. ১৯৬৫, হিম. প্র. ২৫)। তেমন, কোন প্রশাসনিক আধিকারিকের কার্যপদ্ধতি বিচারিক হইতে পারে, যদিও তিনি বিচারক নহেন; আয়কর আইনের অন্তর্গত আয়কর আধিকারিকের কার্যপদ্ধতি বিচারিক, রেজিস্ট্রেসন আইনের অন্তর্গত কোন আধিকারিকের কার্যপদ্ধতি বিচারিক [ধারা ৮৪(৩) রেজিস্ট্রেসন আইন] যাহা ভারতীয় দণ্ড সংহিতার ২২৮ ধারায় নির্দেশিত

আছে। বিচারিক কার্যবাহে যে সকল আধিকারিক নিযুক্ত তাঁহাদের কার্যবাহে বাধা সৃষ্টি করিলে বা তাঁহাদিগকে স্বেচ্ছাকৃত ভাবে অপমান করিলে ভা. দ. স. র ২২৮ ধারা অনুসারে শাস্তি প্রদান করা হইয়া থাকে; এই শাস্তি সর্বোচ্চ ছয় মাস অশ্রম কারাবাস বা ১০০০ টাকা জরিমানা বা উভয়ই হইতে পারে।

এখন প্রশ্ন হইতেছে, ফৌজদারী প্রক্রিয়া সংহিতার ৩৪৫(১) এবং ৩৪৬ ধারা অনুসারে রেজিস্টারিং অফিসার বিচারালয়রূপে গণ্য হইবে কিনা; ফৌ. প্র. সংহিতার ৩৪৭ ধারার নির্দেশ অনুসারে পরিষ্কার বলা যায় সাধারণভাবে রেজিস্টারিং অফিসার কোর্ট নহে। তবে, ফৌ. প্র. স-র ৩৪৭ ধারার বিধানাধীনে রাজ্য সরকার ডিরেকশান প্রদান করিলে রেজিস্টারিং অফিসার ভারতীয় দণ্ড সংহিতার ২২৮ ধারার জন্য কোর্টরূপে বিবেচিত হইবে এবং দণ্ড প্রদান করিতে পারিবে; অন্যথা নহে।

ভারতীয় এভিডেন্স আইনের ৩-ধারায় কোর্ট শব্দের এক ব্যাপক ব্যাখ্যা প্রদান করা আছে; এভিডেন্স আইনের ৩-ধারায় বলা আছে, সকল বিচারক, ম্যাজিস্ট্রেট এবং আরবিট্রেটর ভিন্ন সকল ব্যক্তি যাঁহারা সাক্ষ্য লইতে আইনত প্রাধিকৃত তাঁহারা কোর্টের অন্তর্ভুক্ত। এ. আ. এর বিধানাধীনে রেজিস্টারিং অফিসার 'কোর্ট' (সরধারীলাল; কৃষ্টনাথ বনাম ব্রাউন; স. রাও—রেজিস্ট্রেসন আইন, পৃঃ ৭১৬; সরকার—এভিডেন্স আইন, পৃঃ ২৩)। মূল কথা, সাক্ষ্য প্রমাণাদি লইবার ব্যাপারে রেজিস্টারিং অফিসার কোর্টরূপে বিবেচিত হইবে; ভারতীয় দণ্ড সংহিতার কেবলমাত্র ২২৮ ধারার জন্য রাজ্য সরকার ডিরেকশান প্রদান করিলে রেজিস্টারিং অফিসার ফৌজদারী প্রক্রিয়া সংহিতার ৩৪৫(১) এবং ৩৪৬ ধারায় কোর্টরূপে বিবেচিত হইবে।

পশ্চিমবঙ্গ সমবায় সমিতি আইন, ১৯৭৩

এই আইনের ৫২-ধারায় কোন্ কোন্ প্রকার নিবন্ধীকরণযোগ্য দলিল নিবন্ধীকরণের প্রয়োজন হইবে না এবং দলিল সংক্রান্ত রেকর্ড কেমন করিয়া সংরক্ষিত হইবে সে সম্পর্কে নির্দেশ প্রদান করা আছে।

৫২(১) ধারায় নির্দেশ আছে যে রেজিস্ট্রেসন আইন, ১৯০৮ এর ১৭(১) (বি) ও (সি) ক্লজ নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হইবে না—

(এ) সমবায় সমিতির শেয়ার সংক্রান্ত কোন নিদর্শনপত্র। অথবা

(বি) সমবায় সমিতি যে ডিবেঞ্চার ইস্যু করে সেই ডিবেঞ্চার যাহা স্থাবর সম্পত্তিতে বা স্থাবর সম্পত্তির উপর কোন অধিকার স্বামিত্ব বা স্বত্ব সৃষ্টি, ঘোষণা,

স্বত্ব-নিয়োগ (অ্যাসাইন), সীমিত বা বিনাশসাধন করিতে পারিবে না ; তবে ডিবেঞ্চার গ্রহীতার সুবিধার্থে সমিতি তাহার স্থাবর সম্পত্তি, সমগ্র বা অংশ বা উক্ত সম্পত্তির স্বত্ব ট্রাস্টীর নিকট মরগীজ, কোবালা বা অন্য কোন প্রকার হস্তান্তরের জন্য দলিল রেজিস্ট্রী করিলে নিবন্ধীকৃত দলিল যে নিরাপত্তা প্রদান করে এক্ষেত্রেও ডিবেঞ্চার গ্রহীতাগণ সেই নিরাপত্তা লাভ করিবে। অথবা

(সি) উক্ত সমিতি দ্বারা ইস্যুকৃত কোন ডিবেঞ্চারের উপর পৃষ্ঠলেখ বা কোন ডিবেঞ্চারের হস্তান্তর।

৫২(২) ধারায় মরগীজ দলিলের নিবন্ধীকরণ প্রয়োজন নাই তাহার বিধান আছে ঃ রেজিস্ট্রেসন আইন, ১৯০৮এ যে ব্যবস্থাই থাকুক না কেন, ঋণ পরিশোধের জন্য সমবায় ভূমি উন্নয়ন ব্যাঙ্ক অথবা যে প্রাইমারী সোসাইটির অধিকাংশ সদস্য কৃষক সেই প্রাইমারী সোসাইটির অনুকূলে সম্পাদিত স্থাবর সম্পত্তির মরগীজ দলিলের নিবন্ধীকরণ প্রয়োজন নাই।

অনুলিপি শর্ত যে উক্ত ভূমি উন্নয়ন ব্যাঙ্ক বা প্রাইমারী সোসাইটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে এবং অনুমোদিত পদ্ধতিতে যে রেজিস্টারিং অফিসারের এলাকাধীনে উক্ত সম্পত্তি বা সম্পত্তির অংশ পড়িযাছে সেই রেজিস্টারিং অফিসারকে মরগীজ দলিলের একটি প্রতিলিপি প্রেরণ করিবেন এবং রেজিস্টারিং অফিসার রেজিস্ট্রেসন আইন ১৯০৮ এর ৮৯ ধারা অনুসারে ১নং বহিতে উক্ত প্রতিলিপি ফাইল করিবেন।

দ্রষ্টব্য ঃ (১) সমবায় সমিতি আইন ১৯৭৩ এর ২ (জেড ৫) ধারায় বলা আছে, প্রাইমারী সোসাইটি অর্থে এমন সমবায় সমিতি বুঝিতে হইবে যাহার উদ্দেশ্য হইতেছে সমবায় সমিতি আইন, নিয়মাবলী এবং উপবিধি অনুসারে সমিতির সদস্যদিগের সাধারণ স্বার্থ বর্ধিত করা।

(২) পশ্চিমবঙ্গ সমবায় সমিতি নিয়মাবলী ১৯৭৪ এর ৮৯ নিয়মে নির্দেশ প্রদান করা আছে যে স. স. আ. এর ৫২ (২) ধারার অন্তর্গত প্রতিলিপি দলিল সম্পাদনের তারিখ হইতে এক মাসের মধ্যে রেজিস্টারিং অফিসারের নিকট পাঠাইতে হইবে : উক্ত প্রতিলিপি ম্যানেজার, ব্রাঞ্চ ম্যানেজার, বা রাজ্য সরকার দ্বারা নিযুক্ত কোন উপযুক্ত আধিকারিক, বা ২৪ ধারামতে রেজিস্ট্রার স্বাক্ষর দ্বারা প্রত্যায়িত করিবেন। রেজিস্টারিং অফিসারের নিকট উক্ত প্রতিলিপি মেসেঞ্জার মারফত বা ডাকযোগে প্রাপ্তি স্বীকার পত্র সহ রেজিস্ট্রী করিয়া পাঠাইতে হইবে।

(৩) একাধিক রেজিস্টারিং অফিসারের এলাকাস্থিত সম্পত্তি হইলে, প্রত্যেক রেজিস্টারিং অফিসারকে প্রতিলিপি পাঠান প্রয়োজন।

(৪) এই প্রতিলিপি প্রণয়নে রেজিস্ট্রেসন ফাইলিং কপি রুলের ফরম ব্যবহার করিবার প্রয়োজন নাই।

দ্য কোড অব সিভিল প্রসিডিওর, ১৯০৮

দেওয়ানী প্রক্রিয়া সংহিতার অনেক কিছুই রেজিস্ট্রেসন আইন কার্যকরী করিতে প্রয়োজনে আসে। এখানে কিছু অংশ আলোচিত হইল; উদ্দেশ্য মূল আইন প্রয়োজনবোধে আলোচনা করা।

২-ধারায় প্রয়োজনীয় কতকগুলি শব্দের ব্যাখ্যা প্রদান করা আছে।

ধারা ২ (২) ঃ ডিক্রী অর্থে বিচার নিষ্পত্তির রীতিসিদ্ধ প্রকাশ বুঝিতে হইবে; বিচারালয় ডিক্রী প্রদান করিলে, মামলায় বিবাদের বিষয়ে পক্ষগণের অধিকার চূড়ান্তভাবে নির্দেশিত হয়, ডিক্রী প্রাথমিক বা অন্তিম হইতে পারে। ১৪৪ ধারার অন্তর্গত কোন প্রশ্ন সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত, কোন আর্জির খারিজকরণ ডিক্রী মাধ্যমে প্রদান করা যাইবে, কিন্তু ডিক্রী দ্বারা সম্পন্ন হইবে না।

(এ) কোন 'অর্ডার' এর বিরুদ্ধে যেমন আপীলের ব্যবস্থা থাকে সেইরূপ যে বিচার নিষ্পত্তির বিরুদ্ধে আপীলের ব্যবস্থা থাকে সেই বিচার নিষ্পত্তি ডিক্রীর অন্তর্ভুক্ত নহে।

(বি) পক্ষের হাজিরাদানে খেলাপ হইলে মামলা খারিজ সংক্রান্ত অর্ডার ডিক্রীর অন্তর্ভুক্ত নহে।

দ্রষ্টব্য ঃ ধারা ২ (২) এ যে খেলাপ (ডিফল্ট) এর কথা আছে তাহা অর্ডার ৯ ও ১৭ অনুসারে হাজিরা সংক্রান্ত মাত্র; অন্য প্রকার খেলাপ ইহার অন্তর্ভুক্ত নহে (বুধুলাল বনাম ছোটেলাল)।

ব্যাখ্যা ঃ মামলার সম্পূর্ণ নিষ্পত্তি সাধনের জন্য যখন অতিরিক্ত কার্যবাহের প্রয়োজন হয় তখন সেই ডিক্রীকে প্রাথমিক ডিক্রী বলে।

ধারা ২ (৩) ঃ ডিক্রী হোল্ডার অর্থে এমন ব্যক্তিকে বুঝিতে হইবে যাহার অনুকূলে ডিক্রী প্রদান করা হইয়াছে বা যাঁহার অনুকূলে নির্বাহযোগ্য হুকুমনামা প্রদান করা হইয়াছে।

ধারা ২ (১০) ঃ জাজমেণ্ট ডেটর অর্থে ডিক্রীর দেনদার যাহার বিরুদ্ধে ডিক্রী বা নির্বাহযোগ্য হুকুমনামা প্রদান করা হইয়াছে।

ধারা ২ (১১) ঃ লিগাল রিপ্রেজেনটেটিভ মৃত ব্যক্তির সম্পত্তিতে যিনি বৈধরূপে প্রতিনিধিত্ব করেন তাঁহাকে লিগাল রিপ্রেজেনটেটিভ বলে।

ধারা ২ (১৪) ঃ অর্ডার অর্থে দেওয়ানী আদালতের ডিক্রী নহে এমন কোন রীতিসিদ্ধ প্রকাশ বুঝিতে হইবে।

দ্রষ্টব্য ঃ ডিক্রী ও অর্ডারের পার্থক্য প্রণিধানযোগ্য। যে বিচার নিষ্পত্তিকে ডিক্রী বলা হয়, সেই বিচার নিষ্পত্তির (অ্যাডজুডিকেশন) বিরুদ্ধে সর্বদা আপীলের

ব্যবস্থা থাকে, এবং দে. প্র. স.'র ১০০ ধারায় যে সকল কারণের উল্লেখ আছে সেই সকল কারণে দ্বিতীয় আপীলের ব্যবস্থা আছে। কিন্তু দে. প্র. স.'র ১০৪ ধারা বা অর্ডার ৪৩-এ যে সকল বিষয় সম্পর্কে স্পষ্ট নির্দেশ আছে সেই সকল বিষয় সংক্রান্ত না হইলে কোন অর্ডার-এর বিরুদ্ধে আপীল চলে না, এবং অর্ডারের কোন ক্ষেত্রেই দ্বিতীয় আপীলের ব্যবস্থা নাই (সুবর্ণরেখা বনাম রামকৃষ্ণ দেও, এ. আই. আর ১৯৬৮, অ. প্র. ২৩৯)। ডিক্রী এবং অর্ডার উভয়ই আদালত দ্বারা অ্যাডজুডিকেশনের রীতিসিদ্ধ প্রকাশ। ডিক্রী এবং অর্ডার উভয়ের ক্ষেত্রেই জাজমেণ্ট শব্দ ব্যবহৃত হয় (দোদল মালিয় বনাম অ. প্রদেশ সরকার, এ. আই. আর ১৯৬৪, অ. প্র. ২১৬)। আদালত যে অর্ডার প্রদান করেন তাহা উকিলকে জানাইবার প্রয়োজন হয় না কেন-না ব্যবহারজীবির দায়িত্ব হইতেছে আদালতের প্রাত্যহিক কার্যবাহ সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকা (কৃষ্ণাবতী বনাম সুরেশ মোহন, এ. আই. আর ১৯৭৪, পাট. ৩২৭)। (সবিশেষ আলোচনার জন্য এ, এন, সাহা —কোড অব সিভিল প্রসিডিওর ১৯০৮ গ্রন্থ দেখিতে পারেন পৃ ১০-১৪)।

ধারা ২৭ : প্রতিবাদীকে সমন—যে ক্ষেত্রে যথাযথ মামলা দায়ের করা হইয়াছে সেক্ষেত্রে প্রতিবাদীকে হাজির হইয়া জবাব দিতে সমন করা যাইতে পারে।

ধারা ২৮ : (১) ভিন্ন রাজ্যে বসবাসকারী প্রতিবাদীকে সমন জারি—অন্য রাজ্যে সমন জারি করিবার জন্য উপযুক্ত বিচারালয়ে প্রেরণ করা যাইতে পারে।

(২) সমন প্রাপ্ত হইয়া বিচারালয় যথাবিহিত ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন, যেমন ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইত উক্ত বিচারালয় সংক্রান্ত সমন হইলে, সমনের কার্যবাহ সম্পন্ন হইলে উক্ত বিচারালয় নথিপত্রসহ সমন যে কোর্ট হইতে ইস্যু করা হইয়াছিল সেই আদালতে প্রত্যার্পণ করিবেন।

(৩) সমন প্রেরণকারী এবং সমন জারীকারী দুই আদালতের ভাষা ভিন্ন হইলে (এ) সমন জারীকারী আদালত, সমন প্রেরণকারী আদালতের ভাষা হিন্দী হইলে, নথিপত্রের একটি হিন্দী অনুবাদ প্রেরণ করিবেন অথবা (বি) নথিপত্রের ভাষা হিন্দী বা ইংরাজী ভিন্ন অন্য কোন ভাষা হইলে, হিন্দি বা ইংরাজী অনুবাদ প্রেরণ করিবেন।

ধারা ২৯ : বিদেশী সমন জারি—(এ) ভারতের যে অংশে এই কোডের বিধান প্রচলিত নহে সেই অঞ্চলের সিভিল বা রেভিনিউ বিচারালয় বা (বি) ভারতের বাহিরে ভারত সরকারের কর্তৃত্বাধীনে প্রতিষ্ঠিত সিভিল বা রেভিনিউ বিচারালয় বা (সি) ভারত সরকার সরকারী গেজেটে বিজ্ঞপ্তি দ্বারা ভারত বহিঃস্থ যে সকল সিভিল বা রেভিনিউ কোর্ট এই ধারার অন্তর্গতরূপে ঘোষণা করিবে সেই সকল সিভিল বা রেভিনিউ কোর্ট।

সে সমন এবং অপরাপর আদেশিকা ইস্যু করেন সেগুলি, ভারতের যে অঞ্চলে এই কোড প্রচলিত সেই অঞ্চলস্থিত বিচারালয়ে প্রেরিত হইবে এবং ঐ সমন ও আদেশিকা জারি হইবে এমনভাবে যে ঐগুলি যেন ভারতস্থিত বিচারালয় হইতে ইস্যু হইয়াছে এমন বিবেচিত হয়।

ধারা ৩০ ঃ উদ্ঘাটন (ডিস্কভারি) ও অনুরূপ বিষয়ে অর্ডার করিবার ক্ষমতা—অনুমোদিত শর্তে বিচারালয়-স্ব-বিবেচনায় বা পক্ষের আবেদনক্রমে যে কোন সময় (এ) প্রয়োজনীয় অর্ডার করিতে পারেন, ইণ্টারোগেটরী ডেলিভারি ও উত্তরদান প্রসঙ্গে, তথ্য ও দলিলাদি গ্রহণ প্রসঙ্গে, দলিলাদি অনুসন্ধান, পরিদর্শন, দাখিলীকরণ, আইনের অধীনে সংরক্ষণ (ইম্পাউণ্ড) বা প্রত্যার্পণ প্রসঙ্গে অথবা সাক্ষ্যরূপে দাখিল যোগ্য অন্য অত্যাবশ্যক বিষয় সম্পর্কে।

(বি) সমন ইস্যু করিতে পারেন তেমন ব্যক্তিগণকে যাঁহাদের উপস্থিতি সাক্ষ্যদানের জন্য প্রয়োজন বা দলিলাদি বা অন্য কোন বিষয় দাখিল করিবার জন্য প্রয়োজন।

(সি) এফিডেভিট দ্বারা কোন তথ্য (ফ্যাক্ট) প্রমাণ করিবার জন্য অর্ডার প্রদান করিতে পারেন।

দ্রষ্টব্য ঃ ডিস্কভার অর্থে যাহা গোপন ছিল তাহা উদ্ঘাটনের ফলে সনাক্তকরণ, ইণ্টারোগেটরি—আদালতের অনুমতিক্রমে বাদী বা প্রতিবাদী লিখিত ইণ্টারোগেটরি বিরোধীপক্ষের পরীক্ষার জন্য দিতে পারেন; ইণ্টারোগেটরি মামলার বিষয় সংক্রান্ত হইতে হইবে (দে. প্র. স. অর্ডার-১১, রুল-১)। ইম্পাউণ্ড—জাল বা সন্দেহজনক দলিল কোন মামলায় জমা দিলে তাহা আইনের হেপাজতে রাখা হয় পরবর্তীকালে ফৌজদারী কার্যবাহে পরীক্ষার জন্য। দেওয়ানী আদালতের ক্ষমত দে. প্র. স.'র অর্ডার ১৩, রুল-৮ এ নির্দেশিত আছে।

ধারা ৩১ ঃ সাক্ষীকে সমন—সাক্ষ্যদানের জন্য অথবা দলিল দস্তাবেজ বা অন্য অত্যাবশ্যক বিষয় দাখিল করিবার জন্য প্রদত্ত সমনের ক্ষেত্রে ২৭, ২৮ ও ২৯ ধারার বিধানাবলী কার্যকরী হইবে।

ধারা ৩২ ঃ খেলাপের জন্য জরিমানা—৩০-ধারার অধীনে যাঁহাদিগকে সমন ইস্যু করা হইয়াছে আদালত তাঁহাদের উপস্থিতি বাধ্য করিতে পারেন এবং উক্ত উদ্দেশ্য সাধনের জন্য

(এ) গ্রেফতারের প্রগ্রহণপত্র ইস্যু করিতে পারেন

(বি) সম্পত্তি ক্রোক ও বিক্রয় করিতে পারেন

(সি) অনধিক পাঁচশত টাকা জরিমানা আরোপ করিতে পারেন

(ডি) হাজিরার জামিন প্রদান করিতে আদেশ দিতে পারেন এবং খেলাপ করিলে সিভিল জেলে আটক রাখিতে পারেন।

ধারা ৩৫ ঃ ব্যয়—(১) আদালত অনুমোদিত শর্তাধীনে এবং প্রচলিত আইনের বিধানাধীনে মামলা সংক্রান্ত খরচপত্রাদি কে বহন করিবে, কোন্ সম্পত্তি হইতে আদায় হইবে, ব্যয়ের কতখানি প্রদেয় হইবে ইত্যাদি বিষয়ে নির্দেশ প্রদান করিবেন। মামলার ব্যাপারে আদালতের জুরিসডিকশন না থাকিলেও, ব্যয়ের ব্যাপারে আদালত নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে।

(২) যদি কোন ক্ষেত্রে বিচারালয় ব্যয় সম্পর্কে কোন নির্দেশ প্রদান না করেন তবে তিনি লিখিতভাবে কারণ দর্শাইবেন।

ধারা ৮০ ঃ নোটিশ—সরকার বা পাবলিক অফিসারের বিরুদ্ধে কোন মামলা করিতে হইলে নোটিশ করিবার বিধান এই ধারায় আছে।

দ্রষ্টব্য ঃ পাবলিক অফিসারের ব্যাখ্যা ২ (১৭) ধারায় প্রদান করা আছে; বিভিন্ন ধরনের অফিসারের সরকারী পদবীর উল্লেখ করিয়া শেষ খণ্ডে বলা আছে যে যাঁহারা সরকারের অধীনে চাকরি করেন বা সরকারের নিকট হইতে বেতন গ্রহণ করেন বা যাঁহারা সরকারী কাজ করিবার জন্য ফিস বা কমিশন লাভ করেন তাহারা পাবলিক অফিসার। লিখিত নোটিশ লাভ করিবার পর দুই মাস অন্ত না হইলে মামলা দায়ের করা যাইবে না নোটিশের সহিত আর্জির প্রতিলিপি থাকিবে অথবা আর্জির (প্লেন্ট) বিষয়বস্তু সবিস্তারে লিখিত থাকিবে, অন্যথা, উক্ত অবৈধ বিবেচিত হইতে পারে (নারায়ণ চন্দ্র বনাম ওড়িষ্যা রাজ্য এ, আই, আর ১২৭৪, ও ১৫২)। এ ব্যাপারে বিশেষ আলোচনার প্রয়োজন আছে, কোন প্রামাণ্য পুস্তক আলোচনা করুন (সরকার—সিভিল প্রসিডিওর কোড, এ, এন, সাহা—সিভিল প্রসিডিওর কোড)।

ধারা ১৩২ ঃ কোন-কোন মানবীকে ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিত হইবার দায়িত্ব হইতে অব্যাহতি—(১) দেশের রীতি-নীতি অনুসারে যে সকল মানবীকে জনসমক্ষে উপস্থিত হইতে বাধ্য করা হয় না, তাঁহারা আদালতে উপস্থিত হইবার দায়িত্ব হইতে অব্যাহতি পাইবেন।

(২) এই সংহিতানুসারে কোন মানবী গ্রেপ্তারের দায় হইতে প্রতিষিদ্ধ (প্রহিবিটেড) না হইয়া থাকিলে, এই ধারার কোন বিধান কোন মানবীকে দেওয়ানী প্রক্রিয়া নির্বাহের জন্য গ্রেপ্তারের দায় হইতে অব্যাহতি দান করিবে না।

ধারা ১৩৩ ঃ অন্যান্য ব্যক্তির অব্যাহতি—(১) নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ সশরীরে আদালতে হাজির হইবার দায় হইতে অব্যাহতি লাভের যোগ্য—

(i) ভারতের রাষ্ট্রপতি (ii) ভারতের উপ রাষ্ট্রপতি (iii) লোকসভার স্পীকার (iv) ভারত ইউনিয়নের মন্ত্রী (v) সুপ্রীমকোর্টের বিচারপতি (vi) রাজ্যের রাজ্যপাল এবং ইউনিয়ন টেরিটরীর প্রশাসক (vii) বিধানসভার স্পিকার (viii) রাজ্য বিধান পরিষদের চেয়ারম্যান (ix) অঙ্গ রাজ্যের মন্ত্রী (x) হাইকোর্টের বিচারপতি (xi) যে সকল ব্যক্তির ক্ষেত্রে ৮৭ [বি] ধারা প্রযোজ্য।

(২)-নিরসিত (১৯৫৬-এর ৬৬নং আইন দ্বারা)।

(৩) যখন কোন ব্যক্তি উক্ত অব্যাহতির বিশেষাধিকার দাবী করেন এবং পরিণামে তাঁহাকে কমিশনে পরীক্ষা করিবার প্রয়োজন হয়, তখন উক্ত ব্যক্তিকে কমিশনহেতু ব্যয় বহন করিতে হইবে, যদি-না তাহার সাক্ষ্য প্রার্থী পক্ষ উক্ত ব্যয়ভার বহন করেন।

ধারা ১৫২ঃ জাজমেণ্ট, ডিক্রী বা অর্ডারের সংশোধন—জাজমেণ্ট, ডিক্রী বা অর্ডারের কোন ক্লারিকাল বা এরিথম্যাটিকাল ভুল হইলে বা অনবধানবশত কোন অংশ বর্জিত হইলে বিচারালয় যে-কোন সময় নিজ ইচ্ছায় বা পক্ষের আবেদনক্রমে উক্ত ভুল সংশোধন করিতে পারেন।

দ্রষ্টব্য ঃ এই ধারা দুইটি নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রথমত, বিচারালয়ের কোন পক্ষকে ক্ষতিগ্রস্ত করিতে পারিবে না, দ্বিতীয়ত, বিচারালয়ের কর্তব্য লক্ষ্য রাখা যে কোর্টের রেকর্ডপত্র সত্য এবং রেকর্ডগুলি যেন যথার্থ অবস্থার বর্ণনা করে। অর্ডার ২০ রুল ৬ নির্দেশ প্রদান করে যে ডিক্রী যেন জাজমেণ্টের অনুরূপ হয়; যদি না হয়, বিচারালয়ের ভুল সংশোধন করা ব্যতীত দ্বিতীয় পন্থা থাকে না (বিষ্ণুচরণ বনাম ধ্বনিশ্বর, এ. আই. আর. ১৯৭৭, ও ৬৮, এ. এন. সাহা—সিভিল প্রসিডিওর কোড পৃঃ ৩১১ ৩১৩)।

ধারা ১৫৩, ১৫৩ [এ] দ্বারা আদালতের সংশোধন করিবার সাধারণ ক্ষমতা এবং আপীলে খারিজ হইয়াছে এমন মামলার বিষয় সংশোধন করিবার ক্ষমতা সম্পর্কে বলা আছে।

অর্ডার—V
সমন—ইস্যু ও জারি

সমন ইস্যু ঃ

নিয়ম ১ঃ সমনঃ (১) কোন মামলা দায়ের করিবার পর প্রতিবাদীকে নির্দিষ্ট দিনে হাজির হইবার জন্য এবং উত্তর দিবার জন্য সমন ইস্যু করা যাইবে। অনুবিধি এই যে উক্ত প্রকার সমন ইস্যু করিবার প্রয়োজন হইবে না যদি আর্জি পেশের সঙ্গে প্রতিবাদী হাজির হইয়া বাদীর দাবী স্বীকার করে।

পুন অনুবিধি এই যে যেক্ষেত্রে সমন ইস্যু করা হইয়াছে, বিচারালয় প্রতিবাদীকে স্বপক্ষে লিখিত বক্তব্য কিছু থাকিলে ফাইল করিতে নির্দেশ প্রদান করিতে পারেন যেদিন প্রতিবাদী বিচারালয়ে হাজির হন এবং এই মর্মে সমনে একটি এনট্রি করাইবেন।

(২) (১)-উপনিয়মে যে প্রতিবাদীকে সমন ইস্যু করা হইয়াছে তিনি হাজির হইতে পারেন—

(এ) ব্যক্তিগতভাবে বা,

(বি) উকিল দ্বারা যিনি মামলা সংক্রান্ত বিষয়ে জ্ঞাত আছেন এবং মামলা সংক্রান্ত অত্যাবশ্যক বিষয়ে উত্তরদানে সক্ষম,

(সি) যে ব্যক্তি উক্ত প্রশ্নের জবাব দিতে পারেন সেই ব্যক্তিসহ কোন উকিল দ্বার।

(৩) উক্ত সমন বিচারক বা বিচারক নিযুক্ত ব্যক্তি দ্বারা স্বাক্ষরিত হইবে এবং বিচারালয়ের সীলমোহর যুক্ত হইবে।

নিয়ম ২ ঃ প্রতিলিপিসহ সমন—প্রত্যেক সমনের সহিত আর্জির প্রতিলিপি অথবা অনুমতিপ্রাপ্ত হইলে আর্জির সংক্ষিপ্ত বক্তব্য সহ সমন ইস্যু করিতে হইবে।

নিয়ম ৩ ঃ বিচারালয় বাদী বা প্রতিবাদীকে ব্যক্তিগতভাবে হাজির হইবার নির্দেশ প্রদান করিতে পারেন—(১) যদি বিচারালয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে প্রতিবাদীকে ব্যক্তিগতভাবে হাজির হওয়া প্রয়োজন, তবে সমনে নির্দেশ প্রদান করা থাকিবে কোন্‌দিন প্রতিবাদীকে বিচারালয়ে হাজির থাকিতে হইবে।

(২) যেক্ষেত্রে বিচারালয় বিবেচনা করেন যে উক্ত একই দিনে বাদীর বিচারালয়ে হাজির থাকা প্রয়োজন, তাহা হইলে বাদীকে বিচারালয়ে হাজির হইবার জন্য বিচারালয় নির্দেশ দান করিবেন।

নিয়ম ৪ ঃ নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে বসবাসকারী না হইলে কোন পক্ষকে হাজির হইতে নির্দেশ প্রদান করা যাইবে না—কোন পক্ষকে ব্যক্তিগতভাবে হাজির হইবার নির্দেশ প্রদান করা যাইবে না যদি উক্ত ব্যক্তি—

(এ) বিচারালয়ের সাধারণ আদিম ক্ষেত্রাধিকারের স্থানীয় সীমার মধ্যে বসবাস না করে বা

(বি) উক্ত সীমার বাহিরে যাহার দূরত্ব বিচারালয় প্রাঙ্গণ হইতে পঞ্চাশ মাইলের কম নহে অঞ্চলের মধ্যে বসবাস না করে অথবা আদালত হইতে পক্ষের বাসস্থানের পঞ্চম-ষষ্ঠাংশ দূরত্বের পথে যেখানে রেল, স্টীমার বা অন্য প্রকার জল পরিবহন ব্যবস্থা আছে সেখানে ২৫০ মাইলের কম দূরত্বে বসবাস না করে।

নিয়ম ৫ ঃ চূড়ান্ত নিষ্পত্তি বা বিষয় মীমাংসা সংক্রান্ত সমন—সমন ইস্যু করিবার সময় আদালত স্থির করিবেন, সমন বিষয় মীমাংসার জন্য অথবা মামলার চূড়ান্ত

নিষ্পত্তির জন্য, এবং সমনে যথারীতি এই সম্পর্কে নির্দেশ থাকিবে, অনুবিধি এই যে অবর ধর্মাধিকরণে যে মামলার শুনানী হয়, সেই মামলা সংক্রান্ত সমন ইস্যু হইবে মামলার চূড়ান্ত নিষ্পত্তির জন্য।

দ্রষ্টব্য ঃ কলিকাতা হাইকোর্ট বিজ্ঞপ্তি নং ১২৪২১-জি, তাং ২৫. ৮. ১৯২৭ উক্ত নিয়ম সংশোধন করিয়াছেন এবং 'মীমাংসা' শব্দের পর 'দ্বারা মামলার প্রতিযোগিতা হইবে কিনা তাহা বুঝিবার' অংশটি যুক্ত করিতে হইবে।

নিয়ম ৬ ঃ প্রতিবাদীর উপস্থিতির দিন স্থির—বিচারালয় বর্তমান কর্তব্য-কার্য, প্রতিবাদীর আবাসস্থল এবং সমন জারি করিবার প্রয়োজনীয় সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে প্রতিবাদীর উপস্থিতির দিন স্থির করিবেন, এবং দিন এমনভাবে স্থির করিতে হইবে যে প্রতিবাদী যেন যথেষ্ট সময় লাভ করেন উক্তদিনে উপস্থিত হইয়া উত্তর দান করিতে।

নিয়ম ৭ ঃ প্রতিবাদীর বিশ্বাসযোগ্য দলিলাদি জমা দিবার জন্য সমন—প্রতিবাদীর বিবাদের বিষয়ের সমর্থনে যে সকল দলিল তাঁহার দখলে আছে সেগুলি জমা দিবার জন্য সেই সমনে নির্দেশ থাকিবে যে সমনে প্রতিবাদীকে হাজির হইতে ও উত্তর প্রদান করিতে নির্দেশ প্রদান করা থাকে।

নিয়ম ৮ ঃ চূড়ান্ত নিষ্পত্তির জন্য সমনে প্রতিবাদীকে সাক্ষী হাজির করিবার নির্দেশ—যে ক্ষেত্রে মামলার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করিতে সমন করা হয়, সেক্ষেত্রে প্রতিবাদী তাঁহার বিবাদের বিষয়ে যে সাক্ষী প্রদান করিতে চাহেন সেই সাক্ষীগণকে হাজিরার নির্ধারিত দিনে হাজির করিবার জন্য সমনে নির্দেশ থাকিবে।

সমন জারি

নিয়ম ৯ ঃ জারির জন্য সমন প্রেরণ—(১) যে ক্ষেত্রে প্রতিবাদী বা উপযুক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত নিযুক্তক বিচারালয়ের ক্ষেত্রাধিকারে বসবাস করেন, সেক্ষেত্রে বিচারালয় ভিন্নরূপ নির্দেশ প্রদান না করিলে, সমন উপযুক্ত আধিকারিক বা তাঁহার অধীনস্থ কর্মচারীর নিকট প্রেরণ করিতে হইবে।

(২) উপযুক্ত আধিকারিক, যে আদালতে মামলা দায়ের করা হইয়াছে সেই আদালত ব্যতীত অন্য আদালতের হইতে পারে, এবং অন্য বিচারালয়ের আধিকারিকের ক্ষেত্রে সমন ডাকযোগে বা বিচারালয়ের নির্দেশক্রমে প্রেরণ করিতে হইবে।

নিয়ম ১০ ঃ সমন জারির প্রণালী—বিচারক বা বিচারক নিযুক্ত আধিকারিক দ্বারা স্বাক্ষরযুক্ত এবং বিচারালয়ের সীল দ্বারা সীলমোহরাংকিত সমনের প্রতিলিপি ডেলিভারী প্রদানে উক্ত সমন জারি করিতে হইবে।

নিয়ম ১১ঃ একাধিক প্রতিবাদীকে সমন—অন্য কোন প্রকার নির্দেশ না থাকিলে, একাধিক প্রতিবাদীর প্রত্যেককে সমন জারি করিতে হইবে।

নিয়ম ১২ঃ সম্ভব হইলে প্রতিবাদীকে অন্যথা নিযুক্তককে সমন—সম্ভব হইলেই স্বয়ং প্রতিবাদীকে সমন জারি করিতে হইবে, যদি-না সমন গ্রহণে ক্ষমতাযুক্ত তাঁহার কোন এজেণ্ট থাকে; ক্ষমতা যুক্ত এজেণ্টকে সমন জারি করিলে যথেষ্ট হইবে।

নিয়ম ১৩ঃ প্রতিবাদীর কার্য তত্ত্বাবধানকারী নিযুক্তককে সমন—(১) যে ব্যক্তি কোন বিচারালয়ের ক্ষেত্রাধিকারের স্থানীয় সীমার মধ্যে বসবাস করেন না, সেই ব্যক্তির বিরুদ্ধে তাঁহার কার্যসংক্রান্ত কোন মামলায় উক্ত স্থানীয় সীমার মধ্যে সমন জারি করিবার সময় উক্ত ব্যক্তির যে নিযুক্তক বা ম্যানেজার উক্ত ব্যক্তির তরফে বিচারালয়ের স্থানীয় সীমার মধ্যে কার্য করেন তাঁহার উপর সমন জারি সঙ্গত জারিরূপে বিবেচিত হইবে।

(২) এই নিয়মের জন্য, জাহাজের মাস্টার, জাহাজের মালিক বা জাহাজ-প্রক্রয়কারীর (চারটারার) নিযুক্তক রূপে বিবেচিত হইবে।

নিয়ম ১৪ঃ সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণকারী নিযুক্তককে সমন জারি—কোন স্থাবর সম্পত্তিতে ক্ষতিহেতু সুবিবেচনা বা ক্ষতিপূরণ লাভের জন্য মামলায় যেক্ষেত্রে স্বয়ং প্রতিবাদীকে সমন জারি করা যাইবে না এবং সমন গ্রহণের জন্য প্রতিবাদীর ক্ষমতা যুক্ত নিযুক্তক থাকেনা, সেক্ষেত্রে প্রতিবাদীর সম্পত্তির তত্ত্বাবধানকারী যে কোন নিযুক্তককে সমন জারি করা যাইবে।

দ্রষ্টব্যঃ যেক্ষেত্রে (১) স্বয়ং প্রতিবাদীকে এবং (২) সমন গ্রহণ করিবার ক্ষমতা-যুক্ত কোন নিযুক্তক থাকে না সেক্ষেত্রে সম্পত্তির তত্ত্বাবধানকারী নিযুক্তককে সমন জারি করা যাইবে। যে ব্যক্তি সম্পত্তির তত্ত্বাবধান করেন কিন্তু নিযুক্তক নহেন, তাঁহাকে সমন জারি করা যাইবে না (গুরচরণ সিং বনাম দিওয়ার সিং, ১৯৭২)।

নিয়ম ১৫ঃ প্রতিবাদীর পরিবারভুক্ত কোন সাবালককে সমন জারি—যে মামলার প্রতিবাদী সমন জারির সময় বাড়িতে অনুপস্থিত থাকেন এবং পরিমিত সময়ের মধ্যে তাঁহাকে বাড়িতে পাইবার সম্ভাবনা থাকে না এবং সমন গ্রহণ করিবার জন্য ক্ষমতাযুক্ত তাঁহার তরফে কোন নিযুক্তক যদি না থাকে, তবে উক্ত ব্যক্তির পারিবারিক কোন সাবালক পুরুষ বা মহিলা সদস্যকে সমন জারি করা যাইবে।

ব্যাখ্যাঃ এই নিয়মের অধীনে গৃহভৃত্য পরিবারস্থ ব্যক্তিরূপে গণ্য হইবে না।

নিয়ম ১৬ঃ সমন গ্রহণকারীর প্রাপ্তি স্বীকার—যখন সমন জারিকারী অফিসার প্রতিবাদীকে বা নিযুক্তককে বা তাঁহার তরফে অন্য কোন ব্যক্তিকে এক

কপি সমন জারি করেন, তখন তিনি মূল সমনে সমন গ্রহণকারীর প্রাপ্তি স্বীকারের স্বাক্ষর লইবেন।

নিয়ম ১৭ঃ প্রতিবাদী নিখোঁজ হইলে বা সমন গ্রহণে অস্বীকার করিলে ব্যবস্থা—যেক্ষেত্রে প্রতিবাদী বা তাঁহার নিযুক্তক বা উপরে বর্ণিত তাঁহার তরফে অন্য কেহ সমন গ্রহণের প্রাপ্তি স্বীকারে স্বাক্ষর করিতে অস্বীকার করেন অথবা জারিকারী অফিসার সর্বপ্রকার ন্যায়সঙ্গত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও সেই প্রতিবাদীর সন্ধান করিতে পারেন না যে প্রতিবাদী সমন জারির সময়ে গৃহে উপস্থিত থাকেন না এবং পরিমিত সময়ের মধ্যে যে প্রতিবাদীকে বাড়িতে পাওয়া যাইবে না এবং তাঁহার তরফে সমন গ্রহণ করিবার জন্য যে প্রতিবাদীর কোন ক্ষমতাযুক্ত এজেন্ট থাকে না বা এমন কোন ব্যক্তি থাকে না যাহার কাছে সমন জারি করা যাইতে পারে, জারিকারী অফিসার, এরূপ ক্ষেত্রে, সমনের একটি কপি, প্রতিবাদী সাধারণত যে বাড়িতে বসবাস করেন বা ব্যবসায় কার্য করেন, বা লাভের জন্য কোন কাজ করেন সেই বাড়ির বহির্দেশের দরজায় এক কপি সমন লটকাইয়া দিবেন এবং পরে ইস্যুকারী বিচারালয়কে মূল সমনটি প্রত্যর্পণ করিবেন। প্রত্যর্পিত মূল সমনের সহিত তিনি একটি রিপোর্ট—সমনে পৃষ্ঠলেখরূপে বা সংযুক্ত ভিন্ন কাগজে প্রদান করিবেন এই মর্মে যে উপরিউক্তরূপে তিনি সমনের কপি লটকাইয়াছেন, কি প্রকার অবস্থায় তিনি উক্তরূপ করিয়াছেন, যে ব্যক্তির দ্বারা (যদি কেহ ছিল) উক্ত বাড়ি সনাক্তকৃত হইয়াছিল এবং যে ব্যক্তির সম্মুখে উক্ত সমনের কপি লটকান হইয়াছিল সেই ব্যক্তিদের নাম ও ঠিকানা।

দ্রষ্টব্যঃ কলিকাতা হাইকোর্ট ১০২৪২৮-[জি] তাং ২৭.২.১৯২৮ দ্বারা নিয়ম ১৭ এর যে সংশোধন করিয়াছেন তাহা বহুলাংশে দেওয়ানী প্রক্রিয়া সংহিতা (সংশোধন) আইন, ১৯৭৬ এর অনুরূপ; উক্ত সংশোধন, ১৭-নিয়মে সংযুক্ত করিয়া উপরে লিখিত হইয়াছে।

নিয়ম ১৮ঃ সমন জারির সময় ও পদ্ধতি লিখন—১৬-নিয়মে যে সকল সমন জারি করা হয় সেই সমন সম্পর্কে সমন জারিকারী অফিসার যে সময়ে এবং যে প্রকারে সমন জারি করা হইয়াছে তাহা মূল সমনের পৃষ্ঠায় লিখিয়া বা ভিন্ন কাগজে লিখিয়া এবং যে ব্যক্তিকে সমন জারি করা হইয়াছে তাঁহাকে যিনি (যদি কেহ থাকে) সনাক্ত করিয়াছেন তাঁহার নাম ও ঠিকানা এবং যে ব্যক্তি সমন জারি সাক্ষ্য করিয়াছেন তাঁহার নাম ও ঠিকানা লিখিয়া দিবেন।

নিয়ম ১৯ঃ সমন জারিকারীকে পরীক্ষা—১৭-নিয়মের অধীনে সমন প্রত্যর্পিত হইলে বিচারালয়, যদি সারভিং অফিসার এভিডেভিট দ্বারা উক্ত রিটার্ন সত্যাখ্যাত না করিয়া থাকেন, জারিকারীকে শপথ গ্রহণে পরীক্ষা করিবেন বা পরীক্ষা করিতে

পারেন যদি সত্যাখ্যাত হইয়া থাকে অথবা পরীক্ষা করাইতে পারেন অন্য বিচারালয় দ্বারা সমন জারিকারীর কার্যপদ্ধতি সম্পর্কে এবং প্রয়োজন মনে করিলে অপরাপর বিষয় সম্পর্কে; এবং বিচারালয় ঘোষণা করিবেন যে উক্ত সমন সঠিক জারি করা হইয়াছে অথবা যেমন প্রয়োজন মনে করিবেন তেমন সারভিসের নির্দেশ প্রদান করিবেন।

দ্রষ্টব্য: কলিকাতা হাইকোর্ট বিজ্ঞপ্তি নং ১০৪২৮-[জি] তাং ২৫-৭-১৯২৮ বলে রুলটি পরিবর্তন করিয়াছেন; ফলে, এফিডেভিটের বদলে ডিক্লারেশন হইবে। ফলে, জারিকারীকে পরীক্ষা করিবার প্রয়োজন নাই; তবে, সমন যে সঠিক জারি হইয়াছে সে সম্পর্কে কোর্টের ডিক্লারেশন আজ্ঞাপক (ম্যানডেটরি; এ. এন. সাহা—দে. প্র. স. পৃ. ৩৮১)।

নিয়ম ১৯ [এ]: ব্যক্তি সারভিস অতিরিক্ত যুগপৎ ডাকযোগে সারভিস—(১) রুল ৯ হইতে ১৯ এ যে প্রকারে সমন ইস্যু করিবার নির্দেশ প্রদান করা আছে তাহা ব্যতীত যুগপৎ বিচারালয় ডাকযোগে প্রাপ্তি স্বীকারপত্র সহ রেজিস্ট্রী করিয়া প্রতিবাদীকে বা তাহার দ্বারা সারভিস গ্রহণে ক্ষমতাযুক্ত নিযুক্তককে সেই স্থানে যেখানে প্রতিবাদী বা তাহার এজেন্ট প্রকৃতপক্ষে স্বেচ্ছায় বসবাস করেন, ব্যবসায় কায করেন বা লাভের উদ্দেশ্যে ব্যক্তিগতভাবে কাজ করেন সমন জারি করিবার নির্দেশ প্রদান করিবেন।

অনুবিধি এই যে বিচারালয় অবস্থা বিবেচনা করিয়া যেক্ষেত্রে অপ্রয়োজনীয় বিবেচনা করিবেন সেক্ষেত্রে উক্ত এক-উপনিয়মানুসারে ডাকযোগে সমন রেজিস্ট্রী করিয়া পাঠাইবার প্রয়োজন হইবে না।

(২) যখন কোন প্রাপ্তিস্বীকারপত্র প্রতিবাদী বা তাহার নিযুক্তক দ্বারা স্বাক্ষর যুক্ত হইয়া বিচারালয়ে ফিরিয়া আসে অথবা সমনসহ খামটি ফিরিয়া আসে পোষ্ট অফিসের কর্মচারীদ্বারা এই মর্মে পৃষ্ঠলেখ হইয়া যে প্রতিবাদী বা তাঁহার নিযুক্তক ঐ ডাকযোগে প্রেরিত খামখানি গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিয়াছেন, তখন সমন ইস্যুকারী বিচারালয় ঘোষণা করিবেন যে সমনটি সঠিক প্রতিবাদীকে জারি করা হইয়াছে।

অনুবিধি এই যে যেখানে সমন সঠিক ঠিকানা যুক্ত, যথারীতি মাশুল পূর্ব প্রদত্ত প্রাপ্তি স্বীকারপত্র যোগে রেজিস্ট্রী করিয়া প্রেরিত, সেক্ষেত্রে প্রাপ্তি স্বীকারপত্র হারাইয়া গেলে বা অন্য কোন কারণে সমন ইস্যু করিবার ত্রিশ দিনের মধ্যে না ফিরত পাইলে বিচারালয় উক্ত ঘোষণা করিবেন যে সমনটি সঠিক প্রতিবাদীকে জারি করা হইয়াছে।

নিয়ম ২০ঃ অনুকল্পিত জারি—(১) বিচারালয় যেক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত করিবেন যে সমন পরিহার করিবার উদ্দেশ্যে প্রতিবাদী আত্মগোপন করিতেছেন অথবা সাধারণভাবে সমন জারি করা যাইবে না সেক্ষেত্রে বিচারালয় নির্দেশ দিবেন সমন জারি করিতে, সমনের এক কপি বিচারালয় গৃহের কোন দৃষ্টি আকর্ষণকারী স্থানে লটকাইয়া দিতে এবং যে বাড়িতে (যদি থাকে) প্রতিবাদী বসবাস করিয়াছেন, ব্যবসায় কার্য করিয়াছেন বা লাভের জন্য কার্য করিয়াছেন বলিয়া শেষ অবধি জানা গিয়াছে সেই বাড়ির দৃষ্টি আকর্ষণকারী কোন স্থানে লটকাইয়া দিতে; অথবা, বিচারালয় প্রয়োজনে বিবেচনা করিলে অন্য কোন প্রকারেও সমন জারি করিবার নির্দেশ দিতে পারেন।

[১ এ] উক্ত (১)-উপনিয়মের বিধানাধীনে বিচারালয় যে সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দ্বারা সমন জারি করিবার নির্দেশ প্রদান করেন, সে সংবাদপত্র, প্রতিবাদী যেখানে স্বেচ্ছায় প্রকৃত বসবাস করিয়াছেন, ব্যবসায় কার্য করিয়াছেন বলিয়া শেষ অবধি জানা গিয়াছে সেই অঞ্চলে দৈনিক প্রচারিত সংবাদপত্র হইতে হইবে।

(২) অনুকল্পিত জারির ফল—প্রতিবাদীকে ব্যক্তিগতভাবে সমন জারি করিলে যেরূপ ফলাফল হইত আদালতের নির্দেশে অনুকল্পিত সমন জারিতেও তদনুরূপ ফল হইবে।

(৩) অনুকল্পিত সমন জারিতে হাজিরার সময় নির্ধারণ—যেক্ষেত্রে আদালতের নির্দেশে জারি অনুকল্পিত হয়, সেক্ষেত্রে বিচারালয় প্রতিবাদীকে হাজির হইবার প্রয়োজনানুরূপ সময় স্থির করিয়া দিবেন।

নিয়ম ২০[এ] ঃ নিরসিত (দে. প্র. স. সংশোধন আইন, ১৯৭৬)।

নিয়ম ২১ ঃ অন্য বিচারালয়ের ক্ষেত্রাধিকারে বসবাসকারী প্রতিবাদীকে সমন—রাজ্যস্থ বা রাজ্যের বহিস্থ যে আদালতের ক্ষেত্রাধিকারে (হাইকোর্ট ব্যতীত) প্রতিবাদী বসবাস করেন সেই আদালতে, সমন-ইস্যুকারী আদালত ডাকযোগে বা কোন আধিকারিক মাধ্যমে, সমন প্রেরণ করিতে পারেন।

নিয়ম ২২ ঃ প্রেসিডেন্সী শহরের বহিস্থ বিচারালয়ের দ্বারা ইস্যুকৃত সমনের প্রেসিডেন্সী শহরে জারি—কলিকাতা, মাদ্রাজ এবং বোম্বাই শহর সীমার বাহিরে অবস্থিত কোন বিচারালয় হইতে যে সমন ইস্যু করা হয় সেই সমন উক্ত শহরগুলির এলাকাস্থিত যে অবর ধর্মাধিকরণের ক্ষেত্রাধিকারে জারি করিতে হইবে সেই অবর ধর্মাধিকরণের নিকট উক্ত সমন জারি করিবার জন্য প্রেরণ করিতে হইবে।

নিয়ম ২৩ ঃ যে বিচারালয়ে সমন প্রেরিত হয় সেই বিচারালয়ের কর্তব্য—২১ বা ২২ নিয়মে সমন প্রাপ্ত হইয়া বিচারালয় নিজস্ব ইস্যু বিবেচনা করিয়া উক্ত সমন

সম্পর্কে ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন এবং কার্যবাহের নথিপত্রসহ (যদি কিছু থাকে) সমন প্রেরক বিচারালয়ে প্রত্যর্পণ করিবেন।

নিয়ম ২৪ঃ কারাগারস্থিত প্রতিবাদীকে জারি—যেক্ষেত্রে প্রতিবাদী কারাগারে বন্দী আছেন, সেক্ষেত্রে ডাকযোগে, দূতযোগে বা অন্য কোন প্রকারে কারাগারের দায়িত্বে নিযুক্ত আধিকারিককে প্রতিবাদীর উপর জারি করিবার জন্য সমন প্রদান করিতে হইবে।

নিয়ম ২৫ঃ যে প্রতিবাদী ভারতের বাহিরে অবস্থান করেন এবং যাঁহার কোন নিযুক্তক নাই তাঁহার ক্ষেত্রে সমন জারির পদ্ধতি—যে প্রতিবাদী ভারতের বাহিরে বসবাস করেন এবং ভারতে সমন গ্রহণ করিতে ক্ষমতাযুক্ত কোন আধিকারিক নাই সেক্ষেত্রে প্রতিবাদী যে অঞ্চলে বসবাস করেন সেই অঞ্চলের সহিত বিচারালয় অবস্থিত অঞ্চলের ডাকে যোগাযোগ ব্যবস্থা থাকিলে, ডাকযোগে প্রতিবাদীকে সমন প্রেরণ করিতে হইবে।

অনুবিধি এই যে যেক্ষেত্রে উক্ত কোন প্রতিবাদী বাংলাদেশ বা পাকিস্তানে বসবাস করেন, সেক্ষেত্রে সমন কপিসহ ঐ দেশের যে বিচারালয়ের (হাইকোর্ট ব্যতীত) ক্ষেত্রাধিকারে উক্ত প্রতিবাদী বসবাস করেন সেই বিচারালয়ে উক্ত প্রতিবাদীর উপর সমন জারি করিবার জন্য সমন কপি সহযোগে প্রেরণ করা যাইবে।

অতিরিক্ত অনুবিধি এই যে যেক্ষেত্রে প্রতিবাদী বাংলাদেশ বা পাকিস্তানের কোন পাবলিক অফিসার (বাংলাদেশ বা পাকিস্তানের সামরিক, নৌ বা বিমান বাহিনীর অন্তর্গত অফিসার ব্যতীত) বা উক্ত দেশস্থ কোন স্থানীয় নিকায় বা রেল কোম্পানীর কর্মচারী সেক্ষেত্রে সমন প্রতিবাদীর উপর জারি করিবার জন্য ঐ দেশস্থ এমন আধিকারিক বা কর্তৃপক্ষের নিকট পাঠাইতে হইবে যাঁহার সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকার সরকারী গেজেটে বিজ্ঞপ্তি দ্বারা নির্দিষ্ট করিয়াছেন।

নিয়ম ২৬ঃ বিচারালয় বা পলিটিক্যাল এজেন্ট মারফত বিদেশে সমন জারি—যেক্ষেত্রে (এ) কেন্দ্রীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত সমন ইস্যু করিবার ক্ষমতাযুক্ত পলিটিক্যাল এজেন্ট বা বিচারালয় বিদেশে প্রতিষ্ঠিত আছে, সেক্ষেত্রে উক্ত বিদেশে প্রকৃতপক্ষে ও স্বেচ্ছায় বসবাসকারী বা ব্যবসায়রত বা লাভজনক কার্যে নিযুক্ত প্রতিবাদীকে এই সংহিতার অধীনে কোন বিচারালয় সমন জারি করিতে পারেন উক্ত বিদেশস্থিত বিচারালয় বা পলিটিক্যাল এজেন্ট মারফত অথবা

(বি) কেন্দ্রীয় সরকার সরকারী গেজেটে বিদেশস্থ কোন বিচারালয়কে—যে বিচারালয় কেন্দ্রীয় সরকার দ্বারা স্থাপিত বা কার্যরত নহে—উক্ত ক্ষমতা প্রয়োগের অধিকার প্রদান করেন, তবে এই সংহিতার অধীনে কোন সমন কোন বিচারালয় ইস্যু করিলে উক্ত বিদেশস্থ বিচারালয় তাহা জারি করিতে পারিবেন। উক্ত সমন

ডাকযোগে বা অন্যপ্রকারে বা কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশে ঐ সরকারের বিদেশ মন্ত্রকের মাধ্যমে বা কেন্দ্রীয় সরকার যেমন নির্দেশ প্রদান করিবেন সেই প্রকারে পলিটিক্যাল এজেন্ট বা বিচারালয়ের নিকট প্রতিবাদীকে জারি করিবার জন্য প্রেরণ করিতে হইবে ; এবং যদি পলিটিক্যাল এজেন্ট বা বিচারালয় সমন প্রত্যর্পণ করেন এই মর্মে পৃষ্ঠলেখ দ্বারা যে সমন প্রতিবাদীকে জারি করা হইয়াছে, তবে এই পৃষ্ঠলেখ সমন জারির সাক্ষ্যরূপে বিবেচিত হইবে।

নিয়ম ২৬[এ] ঃ বিদেশস্থ অফিসারকে সমন প্রেরণ—যেক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকার সরকারী গেজেটে বিজ্ঞপ্তি দ্বারা কোন রাষ্ট্রের অফিসারকে সেই রাষ্ট্রে সমন জারি করিবার জন্য ক্ষমতা প্রদান করেন, তবে সেই অফিসারকে ভারত সরকারের বিদেশ মন্ত্রকের মাধ্যমে অথবা কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশে অন্য কোন প্রকারে সমন প্রেরণ করা যাইবে উক্ত বিদেশে প্রকৃত ও স্বেচ্ছায় বসবাসরত, কর্মরত বা ব্যবসায়রত প্রতিবাদীকে সমনটি জারি করিবার জন্য ; এবং উক্ত অফিসার যদি সমন প্রত্যর্পণ করেন এই মর্মে পৃষ্ঠলেখ দ্বারা যে সমন প্রতিবাদীকে জারি করা হইয়াছে, তবে উক্ত পৃষ্ঠলেখ সমন জারির সাক্ষ্যরূপে বিবেচিত হইবে।

নিয়ম ২৭ ঃ সিভিল পাবলিক অফিসার, রেল কোম্পানী বা স্থানীয় নিকায়ের কর্মচারীর উপর সমন জারি—যেখানে প্রতিবাদী একজন পাবলিক অফিসার (ভারতীয় সামরিক, নৌ বা বিমানবাহিনীর নহে) বা কোন রেল কোম্পানী বা স্থানীয় নিকায়ের কর্মচারী সেখানে বিচারালয়, যদি বিবেচিত হয় যে সমন এইভাবে সর্বাপেক্ষা সুবিধাজনকভাবে জারি করা যাইবে, অফিস-প্রধানের নিকট সমন কপিসহ প্রেরণ করিবেন উক্ত প্রধানের অধীনে কর্মরত প্রতিবাদীকে জারি করিবার জন্য।

নিয়ম ২৮ ঃ সৈনিক, নাবিক বা বৈমানিককে সমন জারি—যেক্ষেত্রে প্রতিবাদী একজন সৈনিক, নাবিক বা বৈমানিক, সেক্ষেত্রে বিচারালয় প্রতিবাদীকে প্রদেয় কপিসহ সমন কম্যানডিং অফিসারকে প্রেরণ করিবেন উক্ত সমন জারি করিবার জন্য।

নিয়ম ২৯ ঃ সমন গ্রহণকারী ব্যক্তির কর্তব্য—(১) ২৪, ২৭ বা ২৮ নিয়মাধীনে যেক্ষেত্রে কোন ব্যক্তির নিকট সমন প্রেরণ করা হয় জারি করিবার জন্য, সেই ব্যক্তি উক্ত সমন জারি করিতে, সম্ভব হইলে, বাধ্য এবং প্রতিবাদীর লিখিত প্রাপ্তিস্বীকারসহ স্বয়ং স্বাক্ষর করিয়া উক্ত সমন প্রত্যর্পণ করিবেন ; উক্ত পৃষ্ঠলেখ সমনজারির সাক্ষ্যরূপে গৃহীত হইবে।

(২) যে ক্ষেত্রে কোন কারণে সমন জারি সম্ভব নহে, সেক্ষেত্রে সমন ও উক্ত কারণ সম্পর্কে এবং সমন জারি করিবার জন্য যে-যে ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছিল সে সম্পর্কে এক পূর্ণ বিবরণ বিচারালয়ে প্রত্যর্পণ করিতে হইবে ; এবং উক্ত বিবরণ অ-জারির সাক্ষ্যরূপে বিবেচিত হইবে।

নিয়ম ৩০ঃ সমনের পরিবর্তে চিঠি—(১) পূর্বের ব্যবস্থাদি সত্ত্বেও বিচারালয় সমনের পরিবর্তে বিচারক বা তাঁহার দ্বারা নিযুক্ত আধিকারিকের স্বাক্ষর যুক্ত চিঠি ব্যবহার করিতে পারেন যেক্ষেত্রে বিচারালয়ের মতে প্রতিবাদী এই প্রকার ব্যবহার লাভের যোগ্য।

(২) (১)-উপনিয়মে ব্যবহৃত চিঠিতে সমনের সর্বপ্রকার বিবরণ থাকিবে, এবং (৩)-উপনিয়মের শর্তাধীনে উক্ত চিঠি সর্বপ্রকারে সমনের ন্যায় বিবেচিত হইবে।

(৩) উক্ত অনুকল্পিত চিঠি প্রতিবাদীর নিকট ডাকযোগে, বিচারালয় নির্ধারিত বিশেষ দূত মারফতে বা বিচারালয় স্বীকৃত অন্য উপায়ে প্রেরণ করা যাইতে পারে; এবং যেক্ষেত্রে প্রতিবাদীর ক্ষমতাযুক্ত এজেন্ট থাকে, সেক্ষেত্রে উক্ত চিঠি এজেন্টকে প্রদান করা যাইবে।

অর্ডার—VI

সাধারণভাবে হেতু-ভাষণ

(প্লিডিংস জেনারালি)

নিয়ম ১ঃ হেতু-ভাষণ—প্লিডিং বা হেতু-ভাষণ অর্থে আর্জি ও জবাব উভয়ই বুঝিতে হইবে।

নিয়ম ২ঃ প্লিডিং-এর বিষয় অত্যাবশ্যক তথ্য, সাক্ষ্য নহে—(১) প্রত্যেক প্লিডিংএ থাকিবে অত্যাবশ্যক তথ্য সংক্রান্ত বিবরণ মাত্র যাহার উপর ভিত্তি করিয়া পক্ষ তাঁহার দাবী বা আত্মরক্ষা করেন, কিন্তু যাহার দ্বারা উহা প্রমাণিত হইবে সেই সাক্ষ্য নহে।

(২) প্লিডিং, প্রয়োজনে, প্যারাগ্রাফে বিভক্ত করিতে হইবে, ধারাবাহিক ভাবে সংখ্যাদ্বারা চিহ্নিত করিতে হইবে, প্রতি অভিযোগ সুবিধাজনকভাবে পৃথক প্যারাগ্রাফে রাখিতে হইবে।

(৩) কোন প্লিডিংএ তারিখ, অর্থাদির পরিমাণ, এবং অঙ্ক সংখ্যায় এবং কথায় লিখিতে হইবে।

দ্রষ্টব্যঃ হেতু-ভাষণ সম্পর্কে মৌলিক নিয়ম হইতেছে এই যে হেতু-ভাষণ সামগ্রিকভাবে পড়িতে হইবে ; হেতু-ভাষণ হইতে একটি বাক্য বা প্যারাগ্রাফ পৃথক করিয়া পাঠ করিলে চলিবে না। পক্ষের অভিপ্রায় হেতু-ভাষণ সামগ্রিকভাবে পাঠান্তে নির্ণয় করিতে হইবে। (উদ্ধব সিং বনাম মাধব রাও, এ আই আর ১৯৭৬, সু. কো. ৭৪৪)।

নিয়ম ১৪ ঃ হেতু-ভাষণে স্বাক্ষর—প্রত্যেক হেতু-ভাষণ পক্ষ এবং তাঁহার প্লিডার (যদি কেহ থাকে) স্বাক্ষর করিবেন ঃ

অনুবিধি এই যে যেক্ষেত্রে পক্ষ অনুপস্থিতির জন্য বা অন্য বিশেষ কারণে (গুড কজ) হেতু-ভাষণে স্বাক্ষর করিতে পারেন না। সেক্ষেত্রে অপর কোন প্রাধিকৃত ব্যক্তি পক্ষের তরফে স্বাক্ষর করিতে পারেন, মামলা দায়ের করিতে পারেন বা পক্ষকে রক্ষা করিতে পারেন।

নিয়ম ১৪ [এ] ঃ নোটিশ সাবভিসের ঠিকানা—(১) প্রত্যেক প্লিডিংএর সহিত নির্দিষ্ট ফরমে স্বাক্ষর যুক্ত করিয়া পক্ষের ঠিকানা প্রদান করিতে হইবে।

(২) ঠিকানার পরিবর্তন এবং নূতন ঠিকানা সত্যাখ্যাত দরখাস্ত সহ আদালতে জমা দিতে হইবে।

(৩) (১)-উপনিয়মে বর্ণিত ঠিকানা 'নিবন্ধীকৃত ঠিকানা' বা রেজিস্টার্ড অ্যাড্রেস নামে পরিচিত, মামলা সংক্রান্ত সমস্ত আদেশিকা (প্রসেসেস) উক্ত ঠিকানায় প্রেরিত হইবে যতদিন-না উহা পরিবর্তিত হয়। চূড়ান্ত নিষ্পত্তির তারিখ হইতে উক্ত নিবন্ধীকৃত ঠিকানা দুই বৎসরকাল স্বীকৃত থাকিবে।

(৪) নিবন্ধীকৃত ঠিকানায় পক্ষ আছে সিদ্ধান্ত করিয়া আদেশিকা সারভিস করা হইবে।

(৫) নিবন্ধীকৃত ঠিকানা ত্রুটি পূর্ণ প্রমাণ হইলে যে পক্ষ ভুল ঠিকানা সরবরাহ করে, বিচারালয় তাহার প্রতিকূলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন।

(৬) সঠিক ঠিকানা প্রদানে পক্ষ বিচারালয়কে মামলার পুনঃশুনানীর জন্য অনুরোধ করিতে পারেন।

(৭) বিচারালয় সন্তুষ্ট হইলে পুনরায় শুনানী আরম্ভ করিতে পারেন।

(৮) বিচারালয় ইচ্ছা করিলে অন্য ঠিকানাতেও আদেশিকা সারভিসের জন্য প্রেরণ করিতে পারেন।

নিয়ম ১৫ ঃ হেতু-ভাষণের সত্যাখ্যান—(১) প্রচলিত অন্যান্য আইনের বিধানাধীনে প্রত্যেক হেতু-ভাষণের পাদদেশে সত্যাখ্যাত হইবে পক্ষদ্বারা বা বিচারালয়ের অনুমত্যানুসারে কেস সম্পর্কে ওয়াকিবহাল অপর ব্যক্তি দ্বারা।

(২) সত্যাখ্যানকারী ব্যক্তি হেতু-ভাষণের প্যারাগ্রাফে নম্বর উল্লেখে জ্ঞাত করিবেন কোন্-কোন্ বিষয় তিনি নিজজ্ঞানে এবং কোন্-কোন্ বিষয় সত্যরূপে শুনিয়া তিনি সত্যাখ্যান করিয়াছেন।

(৩) যে ব্যক্তি সত্যাখ্যান করিবেন তিনি উহা স্বাক্ষর করিবেন, তারিখ দিবেন এবং যে স্থানে অবস্থান করিয়া স্বাক্ষর করিয়াছেন সেই স্থানের নামোল্লেখ করিবেন।

নিয়ম ১৬ঃ হেতু-ভাষণ বর্জন—বিচারালয় কার্যবাহের যে কোন স্তরে হেতু-ভাষণের কোন অংশ সংশোধন বা উঠাইয়া দিবার জন্য নির্দেশ প্রদান করিতে পারেন—

(এ) যাহা অপ্রয়োজনীয়, কুৎসাজনক, নগণ্য বা বিরক্তিকর বা

(বি) যাহা মামলার সুবিচারে অনিষ্ট, ভারগ্রস্ত বা বিলম্ব করিতে পারে বা

(সি) যাহা অন্যভাবে বিচারালয়ের আদেশিকার অপব্যবহার করে।

নিয়ম ১৭ঃ হেতু-ভাষণের সংশোধন—বিচারালয় কার্যবাহের যে কোন স্তরে যে কোন পক্ষকে হেতু-ভাষণের সংশোধন বা পরিবর্তন করিবার অনুমতি প্রদান করিতে পারেন এই শর্তে যে উক্ত সংশোধন বা পরিবর্তন সঠিক এবং পক্ষগণের বিবাদের বিষয় নির্ণয় করিতে উহা প্রয়োজনীয়।

অর্ডার—VII

আর্জি

নিয়ম ১ঃ আর্জির বিষযবস্তু—আর্জিতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি থাকিবে—

(এ) যে বিচারালয়ে মামলা হইবে সেই বিচারালয়ের নাম

(বি) বাদীর নাম, বর্ণনা, বসবাসের স্থান

(সি) প্রতিবাদীর নাম, বর্ণনা, বসবাসের স্থান যতখানি জানা সম্ভব

(ডি) যেক্ষেত্রে বাদী বা প্রতিবাদী নাবালক বা বিকৃত মস্তিষ্ক, সে সম্পর্কে বিবরণ

(ই) অভিযোগের কারণ সংক্রান্ত তথ্য এবং সূচনার সময়

(এফ) বিচারালযের যে ক্ষেত্রাধিকার আছে সে সম্পর্কে তথ্য পরিবেশন

(জি) বাদী যে রিলিফ দাবী করে

(এইচ) যেক্ষেত্রে বাদী তাহার দাবীর অংশ ত্যাগ করিয়াছেন বা প্রতিবাদীকে বিপরীত দাবীর অনুমতি প্রদান করিয়াছেন, সেক্ষেত্রে বিপরীত দাবী বা ত্যাগের পরিমাণ, এবং

(আই) ক্ষেত্রাধিকার ও কোর্টফিসের জন্য মামলার বিষযের মূল্যসংক্রান্ত বিবরণ।

অর্ডার—XVI

নিয়ম ২ঃ (১) সমনের দরখাস্তের সহিত সাক্ষীর ব্যয় প্রদেয়—যে পক্ষ সমনের জন্য দরখাস্ত করেন তিনি আদালতের নির্দেশমত সাক্ষীর আবাসস্থল হইতে আদালতে যাতায়াতের খরচ এবং একদিনের অবস্থানের জন্য খরচ কোর্টে জমা দিবেন

(২) **এক্সপার্টস—এক্সপার্টের পারিশ্রমিক বিচারালয় প্রয়োজনীয় বিষয় বিবেচনা করিয়া স্থির করিবেন।**

(৩) খরচের স্কেল—যদি আদালত হাইকোর্টের অধীনস্থ হয় তবে হাইকোর্ট এই সম্পর্কে কোন রুল প্রণয়ন করিয়া থাকিলে, সেই রুল অনুসারে আদালত খরচের স্কেল নির্ণয় করিবেন।

নিয়ম ৩ ঃ সমন ব্যক্তিগতভাবে সার্ভ করা হইলে, সমন সার্ভ করিবার সময় সাক্ষীকে তাঁহার রাহা খরচ প্রদান করিতে হইবে।

নিয়ম ৪ ঃ রাহা খরচ কম হইলে যে ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে—(১) আদালতের নিকট যদি প্রতীয়মান হয় আদালতে খরচের জন্য যে টাকা জমা দেওয়া হইয়াছে, তাহা প্রয়োজনের তুলনায় কম তাহা হইলে আদালত উপযুক্ত পরিমাণ অর্থ কোর্টে জমা দিতে নির্দেশ দিবেন। পক্ষ জমা না দিলে, আদালত তাঁহার অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক করিয়া বিক্রয়ের নির্দেশ দিতে পারেন, অথবা সাক্ষ্য না লইয়া সাক্ষীকে ছাড়িয়া দিতে পারেন ; অথবা উভয় প্রকার শাস্তিমূলক ব্যবস্থার নির্দেশ দিতে পারেন।

(২) একাধিকদিন অবস্থানের জন্য সাক্ষীর খরচ—যেক্ষেত্রে সাক্ষীকে আদালতে একাধিকদিন সাক্ষীদানের জন্য রাখিতে প্রয়োজন হয়, সেক্ষেত্রে আদালত সমনকারী ব্যক্তিকে সাক্ষীর অতিরিক্ত রাহা খরচ জমা দিতে নির্দেশ প্রদান করিবেন। উক্ত ব্যক্তি টাকা জমা না দিলে আদালত উক্ত ব্যক্তির স্থাবর সম্পত্তি অ্যাটাচ করিয়া বিক্রয়ের নির্দেশ দিতে পারেন অথবা সাক্ষীর সাক্ষ্য না লইয়া ছাড়িয়া দিতে পারেন অথবা উভয় প্রকার শাস্তির ব্যবস্থা করিতে পারেন।

অর্ডার—XXVI

কমিশন ঃ সাক্ষীকে পরীক্ষার জন্য কমিশন

নিয়ম ১ ঃ যে সকল ক্ষেত্রে আদালত সাক্ষীকে পরীক্ষা করিবার জন্য কমিশন ইস্যু করিতে পারেন—কোন আদালত স্ব-এলাকাভুক্ত কোন ব্যক্তিকে—যিনি দেওয়ানী প্রক্রিয়া সংহিতার বিধানাধীনে আদালতে হাজির হইবার দায় হইতে রেহাইপ্রাপ্ত অথবা যিনি অসুস্থতা বা বার্ধক্য হেতু আদালতে হাজির হইতে অক্ষম—কোন মামলার ব্যাপারে পরীক্ষা করিবার জন্য কমিশন ইস্যু করিতে পারেন ;

অবশ্য অনুবিধি এই যে আদালত প্রয়োজন বিবেচনা না করিলে কমিশন ইস্যু করিবেন না ; আদালতের সিদ্ধান্ত কারণসহ লিখিত থাকিবে।

ব্যাখ্যা ঃ এই নিয়মের জন্য আদালত রেজিস্টার্ড মেডিক্যাল প্রাকটিশানার প্রদত্ত অসুস্থতা বা বার্ধক্যের সার্টিফিকেট গ্রহণ ক'রতে পারেন ; এরূপ ক্ষেত্রে চিকিৎসককে সাক্ষীরূপে হাজির হইবার দায়িত্ব বাধ্যতামূলক নহে।

নিয়ম ২ ঃ কমিশনের নির্দেশ—আদালত স্বয়ং বা কোন পক্ষ বা সাক্ষীর আবেদনক্রমে কোন সাক্ষীকে পরীক্ষা করিবার জন্য নির্দেশ প্রদান করিতে পারেন।

নিয়ম ৩ ঃ সাক্ষী যখন আদালতের এলাকাভুক্ত অবস্থান করেন—যে ব্যক্তি আদালতের স্থানীয় সীমার মধ্যে অবস্থান করেন তাঁহাকে পরীক্ষা করিবার জন্য আদালত যাঁহাকে বিবেচনা করিবেন তাঁহাকেই কমিশন ইস্যু করিতে পারেন।

নিয়ম ৪ ঃ যে সকল ব্যক্তির পরীক্ষার জন্য কমিশন ইস্যু হয়—(১) যে কোন আদালত যে কোন মামলায় কমিশন ইস্যু করিতে পারেন [ইন্টারোগেটরি বা অন্যভাবে কোন ব্যক্তিকে পরীক্ষা করিবার জন্য।

(এ) যদি উক্ত ব্যক্তি আদালতের স্থানীয় সীমার বাহিরে অবস্থান করেন

(বি) যদি উক্ত ব্যক্তি আদালতে পরীক্ষিত হইবার ধার্য দিনের পূর্বে উক্ত স্থান ত্যাগ করেন এবং

(সি) যদি উক্ত ব্যক্তি সরকারী কার্যে নিযুক্ত থাকেন এবং যিনি আদালতের মতে সরকারী কাজ অবহেলা না করিয়া আসিতে পারেন না।

অবশ্য অনুবিধি এই যে অর্ডার ১৬-এর ১৯ নং নিয়মাধীনে যেক্ষেত্রে কোন ব্যক্তিকে সশরীরে আদালতে হাজির হইতে নির্দেশ প্রদান করা যাইবে না, সেক্ষেত্রে ন্যায় বিচারের স্বার্থে উক্ত ব্যক্তিকে পরীক্ষা করিবার জন্য কমিশন ইস্যু করা যাইবে।

পুনরায় অনুবিধি এই যে এইরূপ ব্যক্তির ইন্টারোগেটরী পরীক্ষা করিবার জন্য কমিশন ইস্যু করা যাইবে না যদি আদালত প্রয়োজন মনে না করেন ; আদালত যুক্তিসহ কারণ লিখিতভাবে সংরক্ষণ করিবেন।

(২) হাইকোর্ট ব্যতীত অন্য আদালতকে—যাঁহার এলাকাভুক্ত উক্ত ব্যক্তি অবস্থান করেন—অথবা কোন উকিল বা অন্য কোন ব্যক্তিকে কমিশন ইস্যু করা যাইবে। এই নিয়োগ আদালত করিবেন।

(৩) এই নিয়মের অধীনে কমিশন ইস্যু করিবার কালে ইস্যুকারী আদালত নির্দেশ প্রদান করিবেন যে কমিশন তাঁহার নিকট প্রত্যর্পিত হইবে অথবা কোন অধীনস্থ আদালতের নিকট প্রত্যর্পিত হইবে।

নিয়ম ৫ ঃ ভারতে অবস্থিত নহে এমন সাক্ষীকে পরীক্ষা করিবার জন্য কমিশন—ভারতে অবস্থানকারী নহে এমন কোন ব্যক্তিকে পরীক্ষার জন্য কমিশন ইস্যু করিবার প্রার্থনা লাভ করিলে আদালত প্রয়োজনবোধে কমিশন ইস্যু করিতে বা অনুরোধপত্র প্রেরণ করিতে পারেন।

নিয়ম ৬ঃ কমিশন অনুসারে আদালতের দ্বারা সাক্ষীর পরীক্ষা—কোন ব্যক্তিকে পরীক্ষা করিবার জন্য কোন আদালত কমিশন লাভ করিলে, আদালত উক্ত ব্যক্তিকে পরীক্ষা করিবেন বা পরীক্ষার জন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন।

নিয়ম ৭ঃ সাক্ষীর এজাহার সহ কমিশন প্রত্যর্পণ—কমিশন কার্য সম্পন্ন হইবার পর জবানবন্দি ইত্যাদি সহ ইস্যুকারী আদালতে উহা প্রত্যর্পিত হইবে. অবশ্য কমিশন ইস্যু করিবার সময় ভিন্নরূপ নির্দেশ থাকিলে, নির্দেশমত সম্পাদিত কমিশন প্রত্যর্পিত হইবে ; কমিশন এবং এজাহার সহ নথিপত্রাদি নিয়ম ৮-এর শর্তাধীনে মামলার রেকর্ডপত্রের অংশরূপে গণ্য হইবে।

নিয়ম ৮ঃ কখন এজাহার সাক্ষ্যরূপে পঠিত হইবে—কমিশনে যে সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয় তাহা বিরুদ্ধ পক্ষের সম্মতি ব্যতীত মামলায় সাক্ষ্যরূপে পঠিত হইবে না যদি-না (এ) সাক্ষ্য প্রদানকারী ব্যক্তি আদালতের এলাকার বাহিরে অবস্থান করেন বা মৃত বা অসুস্থতা বা বার্ধক্যহেতু পরীক্ষার জন্য আদালতে হাজির হইতে অপারগ অথবা সশরীরে আদালতে হাজির হইবার দায় হইতে অব্যাহতিপ্রাপ্ত অথবা সাক্ষ্য প্রদানকারী ব্যক্তি আদালতের মতে এমন সরকারী কর্মচারী যিনি সশরীরে হাজির হইলে সরকারী কাজের ক্ষতি হইবে অথবা

(বি) আদালত স্ববিবেকে (এ)-ক্লজে বর্ণিত প্রমাণগুলি পরিহার করিতে পারেন এবং মামলায় কোন ব্যক্তির সাক্ষ্য পাঠ করিবার নির্দেশ প্রদান করিতে পারেন যদিও সাক্ষ্য পাঠের সময় কমিশনে সাক্ষ্য গ্রহণের যৌক্তিকতা নিঃশেষিত হইয়াছে।

স্থানীয় অনুসন্ধানের জন্য কমিশন

নিয়ম ৯ঃ স্থানীয় অনুসন্ধানের জন্য কমিশন—কোন মামলায় বিবাদের কোন বিষয় ব্যাখ্যা করিবার উদ্দেশ্যে বা কোন সম্পত্তির বাজার-দর, মধ্যবর্তী-লাভ, ক্ষতি বা বাৎসরিক লাভের পরিমাণ নির্ণয়ের উদ্দেশ্যে আদালত স্থানীয় অনুসন্ধানের প্রয়োজনীয়তা বিবেচনা করিলে মনোমত ব্যক্তিকে অনুসন্ধান করিবার ও রিপোর্ট প্রদান করিবার জন্য কমিশন ইস্যু করিতে পারেন।

অনুবিধি এই যে যেক্ষেত্রে রাজ্য সরকার যে সকল ব্যক্তিকে কমিশন ইস্যু করিতে হইবে তাহার তালিকা নিয়মাবলী দ্বারা স্থির করিয়া দিয়াছেন সেক্ষেত্রে আদালত উক্ত নিয়মাবলী মান্য করিতে বাধ্য থাকিবেন।

নিয়ম ১০ঃ কমিশনারের কার্য প্রণালী—(১) প্রয়োজনমতো স্থানীয় পরিদর্শনের পর কমিশনার সাক্ষ্য প্রমাণাদি লিখিবেন ; পরে সাক্ষ্য প্রমাণাদি ও রিপোর্ট আদালতে প্রেরণ করিবেন।

(২) রিপোর্ট ও এজাহার মামলায় সাক্ষ্য—কমিশনারের রিপোর্ট এবং সাক্ষ্য (কিন্তু রিপোর্টবিহীন সাক্ষ্য নহে) মামলায় সাক্ষ্যরূপে গৃহীত হইবে এবং রেকর্ডের অংশরূপে গণ্য হইবে; কিন্তু আদালত বা আদালতের অনুমতি সাপেক্ষে মামলার যে কোন পক্ষ কমিশনারকে মুক্ত আদালতে বিভিন্ন বিষয়ে ব্যক্তিগতভাবে পরীক্ষা করিতে পারেন; যথা, যে সকল বিষয় তাঁহাকে রেফার করা হইয়াছিল, সে সকল বিষয় তাঁহার রিপোর্টে উল্লেখ আছে, যে রিপোর্ট তাহার রূপে চিহ্নিত হইয়াছে, অথবা যে প্রকারে তিনি অনুসন্ধান করিয়াছেন।

(৩) কমিশনারকে ব্যক্তিগতভাবে পরীক্ষা করা যাইতে পারে—আদালত কোন কারণে কমিশনারের কার্যবাহে সন্তুষ্ট হইতে না পারিলে, আদালত প্রয়োজনানুসারে পুনরায় অনুসন্ধানের নির্দেশ প্রদান করিতে পারেন।

[বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান, মিনিস্টিরিয়াল কায সম্পাদন এবং অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় সংক্রান্ত কমিশন]

নিয়ম ১০ [এ]ঃ বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের জন্য কমিশন—(১) যে সকল বৈজ্ঞানিক বিষয় সম্পর্কে আদালতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ সম্ভব নহে সেক্ষেত্রে ন্যায় বিচারের স্বার্থে আদালত প্রয়োজন মনে করিলে উপযুক্ত ব্যক্তির নিকট প্রয়োজনীয় অনুসন্ধানের জন্য কমিশন ইস্যু করিতে পারেন এবং যথাযোগ্য রিপোর্ট প্রদানের নির্দেশ দিতে পারেন।

(২) এই অর্ডারের অন্তর্গত নিয়ম ১০-এর ব্যবস্থা—বর্তমান রুলে নিযুক্ত কমিশনারের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যেমন রুল ৯-এ নিযুক্ত কমিশনারদের ক্ষেত্রে উহা প্রযুক্ত হয়।

নিয়ম ১০ [বি]ঃ মিনিস্টিরিয়াল কাজ সম্পাদনের জন্য কমিশন—(১) আদালতের মতে কোন মামলার অন্তর্গত যে সকল মিনিস্টিরিয়াল কাজ আদালতে সম্পন্ন করা সম্ভব নহে সে সকল কাজের জন্য আদালত ন্যায় বিচারের স্বার্থে লিখিত-ভাবে যোগ্য ব্যক্তিকে কমিশন ইস্যু করিতে পারেন এবং মিনিস্টিরিয়াল কাজ সম্পন্ন করিয়া রিপোর্ট প্রদান করিতে নির্দেশ দান করিবেন।

(২) এই অর্ডারের অন্তর্গত নিয়ম ১০-এর বিধান এই রুলে নিযুক্ত কমিশনারের ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হইবে যেমন উহা প্রযুক্ত হয় নিয়ম ৯-এ নিযুক্ত কমিশনারের ক্ষেত্রে।

নিয়ম ১০ [সি]ঃ অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য কমিশন—(১) কোন মামলায় আদালতের হেপাজতে সংরক্ষিত অস্থাবর সম্পত্তি যদি সংরক্ষণ করা সম্ভব না হয় মামলার নিষ্পত্তি হওয়া পর্যন্ত তবে আদালত লিখিত কারণ দর্শাইয়া ন্যায় বিচারের স্বার্থে যোগ্য ব্যক্তিকে বিক্রয় কার্য সম্পন্ন করিতে ও রিপোর্ট প্রদান করিবার নির্দেশদানে কমিশন ইস্যু করিতে পারেন।

(২) এই রুলে নিযুক্ত কমিশনারের ক্ষেত্রে ১০ নং রুলের বিধান প্রযুক্ত হইবে যেমন উহা প্রযুক্ত হয় ৯নং রুলে প্রযুক্ত কমিশনারের ক্ষেত্রে।

(৩) কোন ডিক্রী সম্পাদনের জন্য অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের যে প্রক্রিয়ার ব্যবস্থা আছে বর্তমান ক্ষেত্রের বিক্রয়েও অনুরূপ ব্যবস্থা অবলম্বিত হইবে।

হিসাব পরীক্ষার জন্য কমিশন

নিয়ম ১১ঃ হিসাব পরীক্ষা বা সুবিন্যস্ত করিবার জন্য কমিশন—কোন মামলায় হিসাব পরীক্ষা বা সুবিন্যস্ত করিবার প্রয়োজন হইলে আদালত উপযুক্ত ব্যক্তিকে পরীক্ষা করিবার ব সুবিন্যস্ত করিবার নির্দেশদানে কমিশন ইস্যু করিতে পারেন।

নিয়ম ১২ঃ কমিশনারকে আদালত প্রয়োজনীয় উপদেশ দান করিবেন—(১) আদালত কার্যবাহের প্রয়োজনীয় অংশ এবং প্রয়োজনীয় উপদেশ কমিশনারকে প্রদান করিবেন, আদালত পরিষ্কার জানাইয়া দিবেন যে কমিশনার কেবলমাত্র অনুসন্ধানের কার্যবাহ প্রেরণ করিবেন অথবা কমিশনার তাহার মতামতসহ রিপোর্ট প্রেরণ করিবেন।

(২) কার্যবাহ এবং রিপোর্ট সাক্ষ্যরূপে গণ্য হইবে; আদালত পুনরায় অনুসন্ধানের নির্দেশ দিতে পারেন—কমিশনারের কার্যবাহ এবং রিপোর্ট (যদি কিছু থাকে) মামলায় সাক্ষ্যরূপে গৃহীত হইবে, কিন্তু আদালত উক্ত কার্যবাহ ইত্যাদিতে অখুশি হইলে পুনরায় অনুসন্ধানের নির্দেশ দিতে পারেন।

বণ্টনের জন্য কমিশন

নিয়ম ১৩ঃ স্থাবর সম্পত্তি বণ্টনের জন্য কমিশন—যেক্ষেত্রে বণ্টনের জন্য প্রাথমিক ডিক্রী প্রদান করা হইয়াছে সেক্ষেত্রে ৫৪ ধারায় কোন নির্দেশ না থাকিলে আদালত মনোমত ব্যক্তিকে ডিক্রীর নির্দেশানুসারে বণ্টন করিবার জন্য কমিশন ইস্যু করিতে পারেন।

নিয়ম ১৪ঃ কমিশনারের ব্যবস্থাদি—(১) যে অর্ডারের দ্বারা কমিশন ইস্যু করা হইয়াছিল সেই অর্ডারের নির্দেশানুসারে কমিশনার প্রয়োজনীয় অনুসন্ধানের পর সম্পত্তির বিভাগ করিবেন, পক্ষগণকে নির্ধারিত অংশ অ্যালট করিবেন এবং উক্ত অর্ডার দ্বারা প্রাধিকৃত হইয়া থাকিলে অংশের মূল্য সমান করিবার জন্য টাকা প্রদানের নির্দেশ দিতে পারেন।

(২) কমিশনার রিপোর্ট প্রণয়ন করিবেন ও স্বাক্ষর করিবেন অথবা (যেখানে একাধিক ব্যক্তিকে কমিশন ইস্যু করা হইয়াছিল এবং কমিশনারগণ একমত হইতে পারেন নাই) কমিশনারগণ পৃথক পৃথক রিপোর্ট প্রণয়ন করিবেন ও স্বাক্ষর করিবেন; প্রত্যেক রিপোর্টে পক্ষগণের শেয়ারের উল্লেখ থাকিবে এবং (উক্ত অর্ডারে নির্দেশিত হইলে) প্রতি অংশ পরিমাণ ও সীমাদ্বারা চিহ্নিত হইবে। এই রিপোর্ট আদালতে প্রেরিত হইবে; এবং আদালত পক্ষগণের প্রতিবাদ ইত্যাদি শ্রবণে রিপোর্ট পরিবর্তন বা নাকচ করিতে পারেন অথবা অনুমোদন করিতে পারেন।

(৩) আদালত যেক্ষেত্রে রিপোর্ট অনুমোদন বা পরিবর্তন করেন, সেক্ষেত্রে তদনুসারে আজ্ঞপ্তি (ডিক্রী) দিবেন; কিন্তু আদালত যদি রিপোর্ট নাকচ করেন তবে আদালত নূতন কমিশন ইস্যু করিতে পারেন অথবা স্ববিবেচনায় অন্যপ্রকার অর্ডার করিতে পারেন।

সাধারণ ব্যবস্থা

নিয়ম ১৫ঃ কমিশন ব্যয় আদালতে জমা দিতে হইবে—এই অর্ডারের অধীনে কমিশন ইস্যু করিবার পূর্বে আদালত কমিশন ব্যয় বাবদ অর্থ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আদালতে জমা দিবার নির্দেশ দিতে পারেন, আদালত সেই পক্ষকে টাকা জমা দিতে বলিবেন যাঁহার নির্দেশে বা যাঁহার উপকারার্থে কমিশন ইস্যু করা হয়।

নিয়ম ১৬ঃ কমিশনারের ক্ষমতা—নিয়োগপত্রে ভিন্নপ্রকার নির্দেশ না থাকিলে এই অর্ডারের অধীনে নিযুক্ত কমিশনার

(এ) স্বয়ং পক্ষগণকে, সাক্ষীকে, বা কমিশনার বিবেচনা করিলে অন্য কোন ব্যক্তিকে পরীক্ষা করিতে পারেন;

(বি) এনকোয়ারীর জন্য প্রয়োজনীয় দলিলপত্র ও অন্যান্য জিনিস পরীক্ষার জন্য তলব করিতে পারেন;

(সি) যে কোন সঙ্গত সময়ে অর্ডারে নির্দেশিত কোন জমিতে বা বাড়িতে প্রবেশ করিতে পারেন।

নিয়ম ১৬[এ] ঃ কমিশনারের সম্মুখে প্রশ্ন সম্পর্কে আপত্তি—(১) এই অর্ডারের অধীনে নিযুক্ত কমিশনারের দ্বারা পরিচালিত কার্যবাহে সাক্ষীকে কৃত প্রশ্নে কোন পক্ষ বা তাঁহার উকিল আপত্তি করিলে, কমিশনার প্রশ্ন উত্তর, আপত্তি এবং আপত্তিকারী পক্ষ বা তাঁহার উকিলের নাম লিখিয়া লইবেন।

অনুবিধি এই যে কমিশনার কোন প্রশ্নের উত্তর লিখিবেন না যদি আপত্তি বিশেষাধিকার সংক্রান্ত হইয়া থাকে; তবে সাক্ষীকে পরীক্ষা করিবার কাজ চালাইয়া যাইবেন; পার্টি বিশেষাধিকার সংক্রান্ত প্রশ্নের সিদ্ধান্ত আদালতে করিবেন; যেক্ষেত্রে

আদালত স্থির করিবেন যে বিশেষাধিকারের কোন প্রশ্ন নাই, সেক্ষেত্রে কমিশনার সাক্ষীকে পুনরায় ডাকিতে পারেন এবং পরীক্ষা করিতে পারেন অথবা বিশেষাধিকারের কারণে যে প্রশ্নে আপত্তি হইয়াছিল আদালত তাহা পরীক্ষা করিতে পারেন।

(২) উপরিউক্ত (১)-উপনিয়মে যে উত্তর লিখিত হইয়াছে সেই উত্তর আদালতের আদেশ ব্যতীত মামলায় সাক্ষ্যরূপে পঠিত হইবে না।

নিয়ম ১৭ঃ কমিশনারের সম্মুখে সাক্ষীর হাজিরা ও পরীক্ষা—(১) সাক্ষীর তলব, হাজিরা ও পরীক্ষার বিষয়ে এই সংহিতায় যে ব্যবস্থাদি লিপিবদ্ধ আছে, এবং পারিশ্রমিক ও শাস্তির যে বিধান নির্দেশিত আছে তাহা এই অর্ডারের অধীনে যে সকল ব্যক্তির সাক্ষী গৃহীত হয় বা দলিলাদি দাখিলীকৃত হয়, সেক্ষেত্রে প্রযুক্ত হইবে, ভারতস্থ বা ভারতের বহিঃস্থ কোন আদালত দ্বারা কমিশন ইস্যু করা হইলেও, উক্ত একই নিয়ম প্রযুক্ত হইবে, এই রুলের ক্ষেত্রে কমিশনার দেওয়ানী আদালতরূপে বিবেচিত হইবে।

[অনুবিধি এই যে কমিশনার দেওয়ানী আদালতের বিচারক না হইলে, তিনি শাস্তি প্রদান করিতে পারিবেন না; কিন্তু কমিশনারের আবেদনক্রমে যে আদালত কমিশন ইস্যু করিয়াছেন সেই আদালত শাস্তির ব্যবস্থা করিতে পারেন।]

(২) কোন কমিশনার (হাইকোর্ট ব্যতীত) যে কোন আদালতে—যে আদালতের স্থানীয় সীমার মধ্যে কোন সাক্ষী বসবাস করেন—প্রয়োজনার্থ পরোয়ানা সাক্ষীকে জারি করিবার জন্য আবেদন করিতে পারেন, এবং উক্ত আদালত স্ববিবেকে যোগ্য পরোয়ানা জারি করিবেন।

নিয়ম ১৮ঃ কমিশনারের নিকট পক্ষগণের হাজিরা—(১) এই অর্ডারের অধীনে কমিশন ইস্যু করা হইলে, আদালত মামলার পক্ষগণকে স্বয়ং বা প্রতিনিধি দ্বারা বা উকিল দ্বারা কমিশনারের সম্মুখে উপস্থিত হইবার নির্দেশ দান করিবেন।

(২) পক্ষগণের সকলে বা কেহ-কেহ অনুপস্থিত হইলেও কমিশনার উক্ত অনুপস্থিতি সত্বেও কর্মে অগ্রসর হইতে পারেন।

নিয়ম ১৮ [এ]ঃ নির্বাহিক ক্রিয়ার ক্ষেত্রে বর্তমান অর্ডারের প্রয়োগ—এই অর্ডারের ব্যবস্থাদি ডিক্রী বা অর্ডার নির্বাহের ক্রিয়াতে প্রযুক্ত হইবে।

নিয়ম ১৮ [বি]ঃ আদালত দ্বারা কমিশন প্রত্যর্পণের সময় নির্ধারণ—কমিশন ইস্যুকারী আদালত কোন্ তারিখে বা কোন্ তারিখের মধ্যে কমিশন কার্য সম্পন্ন করিয়া কমিশন প্রত্যর্পণ করিবেন তাহা স্থির করিবেন, উক্ত নির্ধারিত দিন পরিবর্তিত হইবে না; তবে আদালত লিখিতভাবে সন্তোষজনক কারণ দর্শাইয়া সময় বাড়াইতে পারেন।

বৈদেশিক ট্রাইবুনালের নির্দেশে ইস্যুকৃত কমিশন

নিয়ম ১৯ঃ সাক্ষীকে পরীক্ষা করিবার জন্য যে সকল ক্ষেত্রে হাইকোর্ট কমিশন ইস্যু করিতে পারেন—(১) কোন হাইকোর্ট নিম্নলিখিত বিষয়ে সন্তুষ্ট হইলে—

(এ) বিদেশে অবস্থিত কোন বিদেশী আদালত তাঁহার কার্যবাহে কোন সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক;

(বি) উক্ত কার্যবাহ দেওয়ানী প্রকারের এবং

(সি) উক্ত সাক্ষী হাইকোর্টের উক্ত বিচার অধিক্ষেত্রের সীমার মধ্যে বসবাস করিতেছেন।

তাহা হইলে উক্ত হাইকোর্ট **নিয়ম** ২০-এর ব্যবস্থাধীনে উক্তরূপ সাক্ষীকে পরীক্ষা করিবার জন্য কমিশন ইস্যু করিতে পারেন।

(২) (১) উপনিয়মের (এ), (বি) ও (সি)-ক্লজে যে সকল বিষয় নির্দিষ্ট করা হইয়াছে সে সকল বিষয় সম্পর্কে সাক্ষ্য গ্রহণ করা যাইতে পারে।

(এ) ভারতে অবস্থিত সর্বোচ্চ বাণিজ্য-দৌত্যাধিকারিক দ্বারা স্বাক্ষরযুক্ত সার্টিফিকেট যাহা কেন্দ্রীয় সরকার মারফত হাইকোর্টে প্রেরিত হইয়াছে, বা

(বি) বৈদেশিক আদালত দ্বারা ইস্যুকৃত অনুরোধপত্র যাহা কেন্দ্রীয় সরকার মারফত হাইকোর্টে প্রেরিত হইয়াছে, বা

(সি) বৈদেশিক আদালত দ্বারা ইস্যুকৃত অনুরোধপত্র যাহা কার্যবাহের কোন পক্ষ হাইকোর্টে দাখিল করেন।

নিয়ম ২০ঃ কমিশন ইস্যু করিবার দরখাস্ত—**নিয়ম** ১৯-এর অধীনে হাইকোর্ট কমিশন ইস্যু করিতে পারেন—

(এ) বৈদেশিক আদালতে যে প্রসীডিং চলিতেছে তাহার কোন পক্ষের আবেদন ক্রমে, বা

(বি) রাজ্যসরকারের উপদেশমত রাজ্যসরকারের কোন বিধি-আধিকারিকের আবেদন ক্রমে।

নিয়ম ২১ঃ কাহাকে কমিশন ইস্যু করা যাইবে—যে আদালতের স্থানীয় সীমার মধ্যে সাক্ষী বসবাস করেন সেই আদালতকে নিয়ম ১৯-এর অধীনে কমিশন ইস্যু করা যাইবে অথবা যেক্ষেত্রে সাক্ষী হাইকোর্টের সাধারণ আদিম দেওয়ানী ক্ষেত্রাধিকারের সীমার মধ্যে বসবাস করেন, সেক্ষেত্রে আদালত যে ব্যক্তিকে উপযুক্ত বিবেচনা করিবেন তাহাকে কমিশন কার্য সম্পন্ন করিবার নির্দেশ প্রদান করিতে পারেন।

নিয়ম ২২ঃ বৈদেশিক আদালতে কমিশন ইস্যু সম্পাদন, এবং প্রত্যর্পণ এবং সাক্ষ্য প্রেরণ—এই অর্ডারের অন্তর্গত নিয়ম ৬, ১৫, ১৬[এ]-এর (১) উপনিয়ম,

১৭, ১৮ ও ১৮ [বি]-এর ব্যবস্থাদি যতখানি সম্ভব কমিশন ইস্যু, সম্পাদন ও প্রত্যর্পণের ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হইবে। এই প্রকার কমিশন কার্য সম্পাদিত হইবার পর উহা সাক্ষ্য-প্রমাণাদি সহ হাইকোর্টে প্রত্যর্পিত হইবে; হাইকোর্ট অনুরোধপত্রসহ উহা বৈদেশিক আদালতে প্রেরণের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট পাঠাইবেন।

কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন আইন, ১৯৮০

ধারা ১৮৩ঃ হস্তান্তরের নোটিশ—(১) কোন ল্যাণ্ড বা বিল্ডিং-এর হস্তান্তরের সময়, যদি উক্ত সম্পত্তিতে একীকৃত অভিকর প্রদানের ব্যবস্থা থাকে, উক্ত হস্তান্তরের দাতা ও গ্রহীতা নিদর্শনপত্র সম্পাদনের তারিখ হইতে, নিবন্ধীকৃত হইলে নিবন্ধীকরণের তারিখ হইতে, কোন নিদর্শনপত্র সম্পাদিত না হইলে হস্তান্তর কার্যকরীর তারিখ হইতে তিন মাসের মধ্যে পৌর কমিশনারকে উক্ত হস্তান্তর সম্পর্কে লিখিত নোটিশ দিবেন।

(২) একীকৃত অভিকর প্রদানে দায়ী ব্যক্তির মৃত্যু হইলে, যে ব্যক্তি উক্ত ল্যাণ্ড, বিল্ডিং-এর উত্তরাধিকার হইবেন তিনি প্রথম মালিকের মৃত্যুর ছয় মাসের মধ্যে পৌর কমিশনারকে উক্ত প্রতিসংক্রম (ডিভলিউশন) সম্পর্কে লিখিত নোটিশ প্রদান করিবেন।

(৩) নির্ধারিত ফরমে উক্ত নোটিশ প্রদান করিবেন গ্রহীতা বা উত্তরাধিকারী এবং প্রয়োজনে পৌরকমিশনারকে হস্তান্তর বা প্রতিসংক্রমের সাক্ষ্যস্বরূপে দলিলাদি জমা দিতে বাধ্য থাকিবেন।

(৪) হস্তান্তরকারী যদি হস্তান্তরিত সম্পত্তির সম্পর্কে এই ধারার অধীনে পৌর কমিশনারকে নোটিশ প্রদান করিতে অসমর্থ হন, তবে জরিমানা ছাড়াও একীকৃত অভিকর প্রদানের ব্যাপারে দায়ী থাকিবেন যতদিন পর্যন্ত তিনি নোটিশ প্রদান না করেন; কিন্তু এই ধারার কোন ব্যবস্থা গ্রহীতাকে একীকৃত অভিকর প্রদানের দায়িত্ব হইতে অব্যাহতি দিবে না।

(৫) হস্তান্তর বা প্রতিসংক্রমের নোটিশ পাইয়া পৌর কমিশনার নির্ধারিত রেজিস্টার বহিতে এবং মিউনিসিপ্যাল অ্যাসেসমেন্ট বহিতে উক্ত হস্তান্তর বা প্রতিসংক্রম সম্পর্কে প্রয়োজনীয় রেকর্ড করিবেন।

(৬) কলিকাতার রেজিস্ট্রার অব অ্যাসিউর‍্যানসেস এবং ২৪-পরগণার জেলা নিবন্ধক, পৌর কমিশনারের লিখিত অনুরোধে, কলিকাতাস্থ স্থাবর সম্পত্তি সংক্রান্ত নিবন্ধীকৃত নিদর্শনপত্র সম্পর্কে পৌরকমিশনারের প্রয়োজনানুসারে বিবরণ পৌর কমিশনারকে প্রেরণ করিবেন।

(৭) (৬)-উপধারার ব্যবস্থা সত্বেও, কলিকাতার রেজিস্ট্রার অব অ্যাসিউর‍্যানসেস এবং ২৪-পরগণার জেলা নিবন্ধক (স্থাবর সম্পত্তি) হস্তান্তর সংক্রান্ত কোন নিদর্শনপত্র নিবন্ধীকরণের পরে পৌর কমিশনারকে উক্ত বিবরণ শীঘ্র প্রেরণ করিবেন অথবা পৌর কমিশনারের অনুরোধে উক্ত হস্তান্তর সম্পর্কে নির্দিষ্ট সময় অন্তর প্রতিরণ (রিটার্ণ) প্রেরণ করিবেন।

দ্রষ্টব্য: (১) হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন আইন ১৯৮০-তে অনুরূপ বিধান নাই অনুমিত হয়। উক্ত আইনের অন্তর্গত রুলে অনুরূপ ব্যবস্থা করা যাইতে পারে।

(২) উক্ত ধারায় যদিও কলিকাতা ও ২৪-পরগণার নিবন্ধকের উপর দায়িত্ব ন্যস্ত করা আছে, তথাপি, ইহা সকল রেজিস্টারিং অফিসারের দায়িত্ব; রুল মাধ্যমে আইনের এই অপূর্ণতা দূর করা উচিত।

* * * *

ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাস্ট নিয়মাবলী

রাজ্য সরকার কলিকাতা ইমপ্রুভমেণ্ট আইন ১৯১১-এর ৮৬ ধারার বিধানাধীনে যে নিয়মাবলী প্রণয়ন করিয়াছে তাহার সারাংশ নিম্নরূপ—

নিয়ম ১: কলিকাতা পৌর এলাকার অন্তর্গত স্থাবর সম্পত্তি সংক্রান্ত বিক্রয় কোবালা (সার্টিফিকেট অব সেল সহ) দানপত্র, ইউসুফ্রাকচুয়ারী মরগীজ (ভোগ-বন্ধক) দলিলের অতিরিক্ত ষ্ট্যাম্প মাশুল (মূল্যের ২%) ভারতীয় ষ্ট্যাম্প আইন ১৮৯৯-এর অধীনে যে প্রকারে মাশুল আদায় করা হয় সেই প্রকারে করিতে হইবে।

নিয়ম ২: উক্ত অতিরিক্ত মাশুলে দুই আনার ভগ্নাংশকে ছাড়িয়া দিতে হইবে যেহেতু দুই আনার কমে ষ্টাম্প ভারতীয় ষ্ট্যাম্প আইনের অধীনে বিক্রয় হয় না।

দ্রষ্টব্য: বর্তমানে পাঁচের গুণিতকে ষ্ট্যাম্প শুল্ক নির্ণেয় ব্যবস্থা আছে ষ্ট্যাম্প আইনে।

নিয়ম ৩: (১) রেজিস্টারিং অফিসারের নিকট নিয়ম-১ অনুসারে কোন নিদর্শনপত্র দাখিল হইলে তিনি পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন যে ভারতীয় ষ্ট্যাম্প আইন ১৮৯৯-এর ২৭ ধারা অনুসারে পৃথকভাবে নিদর্শনপত্রে নিম্নলিখিতভাবে বিবরণ আছে কি না—

(এ) কলিকাতা পৌর এলাকাস্থিত সম্পত্তি;

(বি) কলিকাতা পৌর এলাকার বহিঃস্থ সম্পত্তি, কলিকাতা ইমপ্রুভমেণ্ট আইন ১৯১১-এর ৮২(২) ধারা অনুসারে।

(২) যদি উক্ত বিবরণ পৃথকভাবে নিদর্শনপত্রে প্রদান করা না থাকে তবে রেজিস্টারিং অফিসার নিদর্শনপত্রখানি ইমপাউণ্ড করিয়া কালেক্টরের নিকট প্রেরণ করিবেন; কালেক্টরকে জানাইবেন, কলিকাতা ইমপ্রুভমেণ্ট আইনের ৮২(৩) ধারা অনুসারে ভারতীয় ষ্ট্যাম্প আইনের ৬৪-ধারা সংশোধন সম্পর্কে।

নিয়ম ৪ঃ (১) নিয়ম (১)-এ বর্ণিত নিদর্শনপত্রের ষ্ট্যাম্প মাশুলের হিসাব রেজিস্টারিং অফিসার পৃথকভাবে রক্ষা করিবেন ভারতীয় স্ট্যাম্প আইনের অধীনে আদায়ীকৃত মাশুল এবং কলিকাতা ইমপ্রুভমেণ্ট আইনের অধীনে আদায়ীকৃত মাশুল সম্পর্কে।

(২) রেজিস্টারিং অফিসার নিবন্ধীকরণ আইনের ৮৯ ধারা মূলে দেওয়ানী বিচারালয় এবং রেভিনিউ অফিসার প্রেরিত সেল সার্টিফিকেটের যে কপি ১নং রেজিস্টার বহিতে ফাইল করেন, সেই সেল সার্টিফিকেটে বর্ণিত ষ্ট্যাম্প মাশুল সম্পর্কে উক্ত হিসাব পৃথকভাবে রক্ষা করিবেন।

(৩) মহানিবন্ধ পরিদর্শকের নির্দেশক্রমে উক্ত হিসাবের একটি ত্রৈমাসিক একীকৃত গণিতক (কনসোলিডেটেড কোয়ার্টারলি অ্যাকাউণ্টস) পশ্চিমবঙ্গস্থ মহাগাণনিক-এর নিকট কোয়ার্টার শেষ হইবার পর দুই মাসের মধ্যে প্রেরণ করিতে হইবে।

নিয়ম ৫ঃ (১)-নিয়মের অধীনস্থ নিদর্শনপত্রে কোন কারণে যদি সম্পূর্ণ মাশুল আদায় করা সম্ভব না হয়, তবে ভারতীয় ষ্ট্যাম্প আইনের অধীনে সম্পূর্ণ মাশুল আদায়ের পর যাহা উদ্বৃত্ত থাকিবে তাহাই কলিকাতা ইমপ্রুভমেণ্ট আইনের অধীনস্থ আদায় রূপে গণ্য হইবে।

নিয়ম ৬ঃ পশ্চিমবঙ্গস্থ মহাগাণনিক প্রতি কোয়ার্টার-এর অন্ত হইতে তিন মাসের মধ্যে কলিকাতা ইমপ্রুভমেণ্ট আইনের অধীনে গঠিত বোর্ড অব ট্রাস্টীর নিকট প্রদান করিবেন ৮২ ধারার অধীনে আদায়ীকৃত অতিরিক্ত মাশুল।

হাওড়া ইমপ্রুভমেণ্ট আইন ১৯৫৬-এর ৯২-ধারা অনুসারে যে অতিরিক্ত মাশুল আদায়ের ব্যবস্থা আছে সেই সম্পর্কে উক্ত আইনের ৯৫ ধারা অনুসারে একটি রুল প্রণয়ন করা হইয়াছে। এই রুল উপরিউক্ত রুলের অনুরূপ এবং উহা হাওড়া পৌর এলাকা সংক্রান্ত।

কলিকাতা ইমপ্রুভমেণ্ট আইন, ১৯১১

ধারা ৮২ঃ কয়েক প্রকার স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তরে মাশুল—(১) স্থাবর সম্পত্তির বিক্রয়, দান এবং ইউসুফ্রাকচুয়ারী মরগীজে ভারতীয় ষ্ট্যাম্প আইন ১৮৯৯-এর বিধানাধীনে যে মাশুল প্রদান করা হয়, উক্ত স্থাবর সম্পত্তি কলিকাতা পৌর এলাকার মধ্যস্থ হইলে উক্ত মাশুল কলিকাতাস্থ সম্পত্তির মূল্যের উপর বা ঋণের পরিমাণের উপর

২% করিয়া অতিরিক্ত প্রদেয় হইবে যদি উক্ত নিদর্শনপত্র এই আইন প্রচলিত হইবার পর সম্পাদিত হইয়া থাকে।

(২) এই ধারার উদ্দেশ্যে, ভারতীয় ষ্ট্যাম্প আইন ১৮৯৯-এর ২৭ ধারা যেন নিম্নলিখিত বিষয়গুলির জন্য পৃথকভাবে ২৭-ধারাস্থ বিবরণের নির্দেশ প্রদান করিয়াছে—

(এ) কলিকাতা পৌর এলাকাস্থ সম্পত্তি সম্পর্কে, এবং

(বি) কলিকাতা পৌর এলাকার বহিঃস্থ সম্পত্তি সম্পর্কে।

(৩) এই ধারার উদ্দেশ্যে, ভারতীয় ষ্ট্যাম্প আইন ১৮৯৯-এর ৬৪-ধারা এমনভাবে পড়িতে হইবে যেন উহা সরকার এবং বোর্ডকে উল্লেখ করে এইরূপ বিবেচিত হয়।

(৪) উপরিউক্ত বৃদ্ধি হইতে সমস্ত আদায়, আনুষঙ্গিক ব্যয় (যদি কিছু থাকে) বাদ দিয়া, বোর্ডকে, ৮৬ ধারার অধীনে প্রণীত রুলের নির্দেশ প্রদান করিতে হইবে।

দ্রষ্টব্য: হাওড়া ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাস্ট আইন ১৯৫৬-এর বিধানও অনুরূপ।

প্রেসিডেন্সী টাউন শোধাক্ষমতা আইন, ১৯০৯

ধারা ১১৫ঃ (১) প্রত্যেক হস্তান্তর, মরগীজ, অ্যাসাইনমেণ্ট, মোক্তারনামা, প্রক্সি পেপার, সার্টিফিকেট, এফিডেভিট, ভূমি বা অন্য বিষয় সংক্রান্ত কার্যবাহ, নিদর্শনপত্র বা যে কোন প্রকার লিখন আদালতের সম্মুখে বা আদালতের নির্দেশে যদি লিখিত হয় তবে উক্ত লিখন বা তাহার প্রতিলিপি ষ্ট্যাম্প মাশুল বা অন্যপ্রকার মাশুল হইতে রেহাই লাভ করিবে।

(২) অফিসিয়াল অ্যাসাইনী—এই আইনের অধীনে (অর্থাৎ প্রেসিডেন্সী টাউন ইনসলভেন্সী আইন ১৯০৯) আদালতে যে সকল দরখাস্তাদি করে তাহাতে কোন ষ্ট্যাম্প মাশুল ও দেয়ক লাগে না।

লিমিটেশন আইন, ১৯৬৩

বর্তমানে প্রচলিত লিমিটেশন আইন, ১৯৬৩ অনেকাংশে লিমিটেশন আইন, ১৯০৮ হইতে পৃথক। বিস্তারিত আলোচনার অবতারণা না করিয়া বলিতে পারা যায় যে অনেক শব্দ যথা, দরখাস্ত (অ্যাপ্লিকেশন), মামলা (স্যুট), আদালত (কোর্ট) ইত্যাদি বর্তমান আইনে ব্যাপকতর অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

আমাদের বিচার্য বিষয় হইতেছে, রেজিস্টারিং অফিসারের লিমিটেশন আইনের বিধান প্রয়োগ করিবার ক্ষমতা আছে কি না। এজন্য, প্রথমে জানা দরকার

লিমিটেশন আইনের বিধানাবলী কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, এবং কোন্ কোন্ কর্তৃপক্ষ এই সকল বিধান স্ব স্ব কার্যক্ষেত্রে ব্যবহার করিতে পারে। নিঃসন্দেহে এই আইনের বিধান ও সিডিউলের ব্যবহার করিবে আদালত যেখানে মামলা-মকদ্দমার নিষ্পত্তি হয়। প্রচলিত আদালত সম্পর্কে কোন প্রশ্ন ওঠে না; কিন্তু এমন কোন-কোন কর্তৃপক্ষ আছেন, যাঁহারা সাধারণত সম্পূর্ণ আদালত রূপে গণ্য নহেন, কিন্তু বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে আদালতরূপে স্বীকৃত, যথা রেজিস্ট্রারিং অথরিটি যাঁহারা রেজিস্ট্রেসন আইন ১৯০৮ এর বিধানাধীনে নিযুক্ত। রেজিস্ট্রেসন আইনের সকল কার্যবাহ ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের (১৮৬০) ২২৮ ধারার অধীনে বিচারিক কার্যবাহ-রূপে বিবেচিত হইবে। এভিডেন্স আইনের (১৮৭২) ৩-ধারায় আদালতের ব্যাখ্যা প্রদান করা আছে। ৩-ধারার ব্যাখ্যানুসারে কি রেজিস্টারিং অথরিটি আদালত? এ সম্পর্কে দ্বিমত আছে, কোন কোন বিচারের রায়ে বলা হইয়াছে, রে. অ. আদালত নহে [সরকার—ল অব এভিডেন্স ১৩ স. পৃ. ২৩]। কিন্তু, বোম্বাই হাইকোর্ট বলিয়াছেন, এভিডেন্স আইনের ৩-ধারার বিধানানুসারে রেজিস্টারিং অথরিটি আদালত [সরধারীলাল ১৩—বোম্বাই এল. আর. পরি. ৪০ , সঞ্জীব রাও, রেজিস্ট্রেসন আইন, ৭ স. পৃ. ৭১৬]। রেজিস্ট্রেসন আইনের ৪১-ধারার ক্ষেত্রেও দ্বিমত আছে; কোন কোন আদালত বলেন যে সাবরেজিস্ট্রার রেজিস্ট্রেসন আইনের ৪১-ধারার বিধানানুসারে কায করিতে আদালতরূপে বিবেচিত হইবে না, আবার কোন কোন আদালত নির্দেশদান করিয়াছেন যে সাবরেজিস্ট্রার ফৌজদারী প্রক্রিয়া সংহিতার ১৯৫-ধারার বিধানাধীনে আদালতরূপে বিবেচিত হইবে [সঞ্জীব রাও, রেজিস্ট্রেসন আইন, ৭ স. পৃ. ৪৩৭]। এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে রেজিস্ট্রেসন আইনের অধীনে যে প্রশাসনিক ব্যবস্থা প্রচলিত আছে তাহা আদালতের অনুরূপ, রেজিস্টারিং অফিসারের কার্যবাহ বহুলাংশে বিচারিক পদ্ধতি অনুসারে, রেজিস্ট্রেসন আইনের অধীনে রেজিস্টারিং অফিসার যে সকল আদেশ দান করেন তাহা বিচারিক আদেশের অনুরূপ; এবং সেই আদেশে বিক্ষুব্ধ হইয়া আপীল ও আবেদন করিবার বিচারিক বিধান আছে। সুতরাং সিদ্ধান্ত এরূপ হইতে পারে যে রেজিস্টারিং অফিসার বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে আদালত। লিমিটেশন আইন ১৯৬৩ 'আদালত' শব্দের ব্যাখ্যা প্রদান করে নাই। লর্ড ডেনিংএর অনুসরণে লিমিটেশন আইন সংশোধনের পটভূমি অনুধাবন করিলে বিষয়টি পরিষ্কার হইতে পারে [দি ডিসিপ্লিন অব্ ল, পৃ. ৯]। ল কমিশনের রিপোর্টের উপর ভিত্তি করিয়া লিমিটেশন আইন ১৯০৮ এর সংশোধন করা হইয়াছে এবং লিমিটেশন আইন ১৯৬৩ গঠিত হইয়াছে; ল কমিশনের রিপোর্টে স্বতন্ত্র আইনের (স্পেশাল ল) অধীনে দরখাস্ত দাখিলের জন্য লিমিটেশন আইনের সুযোগ প্রদানের উল্লেখ আছে। ল' কমিশনের এই সুপারিশ গ্রহণ করিয়া লিমিটেশন

আইন ১৯৬৩ এর ২-ধারাতে দরখাস্তের বিস্তৃততর ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। ফলে সাধারণ আইন (জেনারাল ল) বা স্বতন্ত্র আইন (স্পেশাল ল)-এর অধীনে যে সকল দরখাস্ত করিতে হয় সেগুলি লিমিটেশন আইনের সুযোগ লাভ করিতে পারিবে [রামকুমার কাজারিয়া বনাম চন্দ্র ইঞ্জিনিয়ারিং (ইনডিয়া) লি. এ. আই. আর ১৯৭২ কলি. ৩৮১ ; ৭৬ সি, ডবলিউ, এন, ৪২৬]। রেজিস্ট্রেসন আইন যেহেতু একটি স্বতন্ত্র আইন, সেহেতু বিশেষ ক্ষেত্রে যথা লিমিটেশন আইনের ৫-ধারার সুযোগ পাইতে পারে কিনা বিবেচনা করিতে হইবে। যদি রেজিস্টারিং অথরিটিকে আদালতরূপে গণ্য করা হয়, তবে লিমিটেশন আইনের বিধানাবলীর প্রয়োজনীয় অংশ রেজিস্টারিং অথরিটি প্রয়োগ করিতে পারে। এ বিষয়ে সরকার বা উচ্চতর আদালতের অভিমত প্রকাশের অবকাশ আছে। তবে স্বীকৃত আদালত হইতে জনসাধারণ রেজিস্ট্রেসন বিষয়ে লিমিটেশন আইনের সুযোগ পাইবে। লিমিটেশন আইনের কয়েকটি ধারার বক্তব্য প্রয়োজনবোধে লিখিত হইল—

৪ ধারা ঃ আদালত বন্ধ থাকা কালে কোন মামলা, আপীল বা দরখাস্ত করিবার সময় উত্তীর্ণ হইলে, যেদিন আদালত পুনরায় খুলিবে সেদিন উক্ত দরখাস্ত ইত্যাদি করা যাইবে।

৫ ধারা ঃ দেওয়ানী প্রক্রিয়া সংহিতার (১৯০৮) অর্ডার-২১ এর ব্যবস্থানুসারে প্রদেয় দরখাস্ত ব্যতীত অন্যপ্রকার দরখাস্ত বা আপীল নির্ধারিত সময় কালের পরেও গ্রহণ করা যাইতে পারে যদি উত্তর বিচারপ্রার্থী (বা আপীলকারী) বা দরখাস্তকারী এই মর্মে সন্তুষ্ট করিতে পারে যে যথেষ্ট কারণবশত উক্ত ব্যক্তি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আপীল বা দরখাস্ত করিতে পারেন নাই।

১২ ধারা ঃ কোন আইন-সম্বন্ধীয় কার্যবাহে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে সময়ের ছাড আছে ; যথা, যেদিন হইতে লিমিটেশনের কাল শুরু হয়, সেদিনটি গণনার মধ্যে আসিবে না ; কোন ডিক্রী ইত্যাদির অনুলিপি লাভ করিতে যে সময় লাগে সেই সময় বাদ যাইবে ; রোয়েদাদের অনুলিপি পাইতে যে সময় লাগে তাহা বাদ যাইবে ; ইত্যাদি।

১৪ ধারা ঃ যে আদালতের কোন বিষয়ের বিচারের এক্তিয়ার নাই, সেই বিষয়ের মামলায় বা কোন দরখাস্ত করিতে লিমিটেশনের কাল নির্ধারণ করিতে প্রথমোক্ত আদালতে যে সময় ব্যয়িত হইয়াছে সেই সময় কাল বাদ যাইবে।

১৬ ধারা ঃ মামলা শুরু করিবার পূর্বে কোন ব্যক্তি মারা গেলে, তাঁহার বৈধ প্রতিনিধি মামলা শুরু করিতে বা দরখাস্ত করিতে যেদিন সক্ষম হইবে সেদিন হইতে লিমিটেশনের কাল শুরু হইবে।

১৭ ধারা ঃ প্রতিবাদী বা তাঁহার প্রতিনিধির প্রতারণা বা ভুলের জন্য বাদী বা দরখাস্তকারী অতিরিক্ত সময় লাভ করিবে।

আলোচনা দীর্ঘায়িত করিয়া লাভ নাই; লিমিটেশন আইনের বিধান প্রয়োগ করিতে পারিবে কেবলমাত্র আদালত; ট্রাইবুনালও আদালত নহে [নিত্যানন্দ বনাম এল, আই, সি. এ আই আর ১৯৭০, এস. সি ২০৯]। এই পরিস্থিতিতে রেজিস্টারিং অথরিটি আদালত হিসাবে গণ্য হইবে কিনা সে বিষয়ে স্থায়ী সিদ্ধান্ত হওয়া প্রয়োজন।

পশ্চিমবঙ্গ কোর্ট ফিস অ্যাক্ট, ১৯৭০

এই আইনে কোর্ট ফিস ব্যবহার সম্পর্কে বিধান আছে।

কোর্ট ফিস বিভিন্ন প্রকারের কাজের ও মূল্যের জন্য প্রদান করিতে হয়। ইহা সাধারণত, কোর্ট ফিস ষ্ট্যাম্পে গ্রহণ করা হয়। এই কোফিস্ট্যা (কোর্ট ফিস ষ্ট্যাম্প) ব্যবহারের পদ্ধতি কোর্ট ফিস অ্যাক্টে বলা আছে। রেজিস্ট্রেসন অফিসে বিভিন্ন কারণে কোফিস্ট্যার ব্যবহার হয়; যেমন, ল্যাণ্ড রিফর্মস আইনের বিধানানুসারে নোটিশ গ্রহণ ও সারভিস করিবার জন্য প্রসেস ফিস কোফিস্ট্যা দ্বারা গ্রহণ করা হয়; ষ্ট্যাম্প আইনে ১৬-ধারায় ষ্ট্যাম্প ডিউটি রেহাই পাইবার জন্য যে দরখাস্ত করা হয়, দলিলের অনুলিপি লইবার দরখাস্তে সমনের জন্য প্রসেস ফিস প্রদানে প্রভৃতি বিভিন্ন প্রয়োজনে কোফিস্ট্যা প্রদানের নির্দেশ আছে।

এই কোফিস্ট্যা যাহাতে একবার ব্যবহারের পর পুনরায় ব্যবহার না করা যায় সেজন্য বিধান আছে।

প. ব. কো. ফি. আইন ১৯৭০-এর ৪৪ ধারায় নির্দেশ আছে যে কোফিস্ট্যা ছেদন-পূর্বক বাতিল করিতে হইবে।

প্রসেস ফিসের জন্য প্রদত্ত কোফিস্ট্যা বাতিলের নিয়ম, বোর্ডস রুল অনুসারে, হইতেছে এই যে গ্রহণের সময় পানচিং মেসিন দ্বারা কোফিস্ট্যা গোলাকার ছেদনে বাতিল করিতে হইবে। এবং সারভিসের পরে ঐ একই কোফিস্টা পানচিং মেসিন দ্বারা ত্রিকোণাকৃতি ছেদনে বাতিল করিতে হইবে।

কোফিস্ট্যা যুক্ত কোন দলিল-দরখাস্ত ইত্যাদি গ্রহণের সময় গ্রহণকারী তাঁহার অফিস সিল ও স্বাক্ষর দ্বারা কোফিস্টা বাতিলের প্রাথমিক ব্যবস্থা করিবেন।

এ প্রসংগে উল্লেখযোগ্য যে প. ব. ভূমি সংস্কার আইন ১৯৫৫ প্রচলিত হইবার পর, সরকারী নির্দেশে রেজিস্টারিং অফিসারদিগকে কোফিস্ট্যা ছেদন করিয়া বাতিল করিবার দায়িত্ব হইতে মুক্তি দেওয়া হয়। পরবর্তীকালে ভিজিল্যান্স কমিশন রিপোর্ট

করে যে রেজিস্ট্রেসন অফিসে কোফিস্ট্যা ছেদন করিয়া বাতিল না করিবার জন্য কোফিস্ট্যা লইয়া নানা প্রকার দুর্নীতির সৃষ্টি হইয়াছে। এই পরিস্থিতিতে গ্রহণকারী অফিসার কোফিস্ট্যা ছেদন করিয়া বাতিল করিবে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই সুপারিশ গ্রহণ করিয়া বিভিন্ন অফিসে ইহার অনুলিপি প্রেরণ করে।

সুতরাং, গ্রহণকারী আধিকারিক ও আদালত কোফিস্ট্যা গ্রহণ করিবার পর পানচিং মেসিন দ্বারা উহা গোলাকার ছেদন করিবার ব্যবস্থা করিবেন।

যে যে ক্ষেত্রে আয়কর আইনের ২৩০ [এ]-ধারা প্রযুক্ত হইবে না

আয়কর আইনের প্রয়োজনীয় অংশ আলোচনাকালে আমরা উক্ত আইনের ২৩০[এ]-ধারা আলোচনা করিয়াছি। কতকগুলি ক্ষেত্রে ২৩০[এ]-ধারার সার্টিফিকেট লইবার প্রয়োজন হয় না; এই সকল ক্ষেত্রে রেজিস্টারিং অফিসার সম্পত্তির মূল্য ৫০,০০০ টাকার অধিক হইলেও সার্টিফিকেট ব্যতীত দলিল রেজিস্ট্রী করিবেন।

(১) অনৈচ্ছিক হস্তান্তরের ক্ষেত্রে উক্ত সার্টিফিকেটের প্রয়োজন হয় না। আদালতের নির্দেশে যে সকল হস্তান্তর হয় তাহা অনৈচ্ছিক হস্তান্তর [লোগনাথন বনাম কাপুর (১৯৭২) ৮৩ আই টি আর ৪৩০ (দিল্লী)]

(২) গ্রাম শহর ও নগরের গৃহসমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে কোন আইনের বিধানানুসারে যে কর্তৃপক্ষ ভারতের কোন অঞ্চলে গঠিত হয়, সেই কর্তৃপক্ষের ক্ষেত্রে আয়কর আইনের উক্ত ধারা প্রযোজ্য হইবে না। এই সকল কর্তৃপক্ষের উল্লেখ করা হইয়াছে আয়কর আইনে ১০[২০-এ] ধারাতে [প্রজ্ঞাপন নং এস ও ১৪৩ তাং ২১।৫।১৯৭৪]।

(৩) ব্যাংকিং রেগুলেশন আইন, ১৯৪৯-এর ৫ (সি) বিধানানুসারে গঠিত কোন ব্যাংকিং কোম্পানীর ক্ষেত্রে উক্ত ধারা প্রযোজ্য হইবে না [প্র. নং এস ও ১৪৪ তাং ৯।৭।১৯৭৪]।

(৪) স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া আইন ১৯৫৫-এর বিধানানুসারে গঠিত স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইনডিয়ার ক্ষেত্রে উক্ত ধারা প্রযোজ্য হইবে না [উক্ত প্রজ্ঞাপন]।

(৫) স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া (সাবসিডিয়্যারি ব্যাঙ্ক আইন ১৯৫৯-এর ২(কে) ধারার বিধানানুসারে গঠিত কোন সহকারী (সাবসিডিয়্যারি) ব্যাঙ্কের ক্ষেত্রে আয়কর আইনের ২৩০ [এ]-ধারা প্রযোজ্য হইবে না [উক্ত প্রজ্ঞাপন]।

(৬) ব্যাঙ্কিং কোম্পানী (অ্যাকুইজিশন ও ট্রান্সফার অব আণ্ডারটেকিং) আইন ১৯৭০-এর ৩-ধারার বিধানানুসারে গঠিত অনুরূপ নূতন কোন ব্যাঙ্কের ক্ষেত্রে আয়কর আইনের উক্ত ধারা প্রযোজ্য হইবে না [উক্ত প্রজ্ঞাপন]।

(৭) কোম্পানী আইন ১৯৫৬-এর ৬১৭-ধারার বিধানানুসারে গঠিত কোন সরকারী কোম্পানী আয়কর আইনের উক্ত ধারার আওতায় আসিবে না [উক্ত প্রজ্ঞাপন]।

(৮) কেন্দ্রীয়, রাজ্য বা প্রাদেশিক কোন আইনের বিধানানুসারে গঠিত কোন কর্পোরেশন উক্ত আয়কর আইনের ২৩০[এ]-ধারার আওতার অধীনে আসিবে না [প্রজ্ঞাপন নং এস ও ১৫৩৪ তাং ২৪।৩।১৯৭৬]।

আয়কর আইনের ২৩০[এ] ধারা ও পার্টনারসিপ ফার্ম

পার্টনারসিপ ফার্মের নামে সম্পত্তি থাকিতে পারে। উক্ত সম্পত্তি হস্তান্তরের কালে আধিকারিককে ফার্মের অংশীদারদিগকে ২৩০[এ] ধারার অন্তর্গত সার্টিফিকেট দিতে হইতে পারে। কারণ, উক্ত ধারায় ব্যক্তির কথা বলা হইয়াছে। ইহার অর্থ এই যে—ফার্মের কোন সম্পত্তি হস্তান্তরকালে প্রত্যেক অংশীদারদিগকে উক্ত ধারার বিধানানুসারে ট্যাক্স ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট লইতে হইতে পারে। কারণ, ফার্মের সম্পত্তিতে অংশীদারগণ যৌথভাবে স্বত্বাধীকারী [শ্রীকৃষ্ণ রাইস ও অয়েল মিল বনাম আই টি ও (১৯৭৭) ১০৬ আই টি আর ৩৩০ (অ. প্র.)]। বিস্তারিত আলোচনার জন্য সম্পত আয়েঙ্গার রচিত আয়কর আইন, ৭ম সংস্করণ, ৪র্থ খণ্ড, ১৭ অধ্যায় দেখিতে পারেন [পৃ. ৪২৫৩ ৪২৫৮]।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

নিবন্ধীকরণ সংক্রান্ত নানাবিধ দরখাস্তের নমুনা

দরখাস্ত লিখিবার কোন বাঁধাধরা নিয়ম নাই ; বক্তব্য বিষয় সুন্দরভাবে পরিবেশন করিতে পারিলেই হইল। যেহেতু রেজিস্ট্রেসন অফিসে বহু বিষয় সংক্রান্ত দরখাস্ত লিখিতে হয় সেজন্য কতকগুলি দরখাস্তের নমুনা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

(১) মেয়াদগতে দলিল নিবন্ধীকরণের জন্য দরখাস্তের নমুনা—

... ...জেলার নিবন্ধক মহাশয় সমীপেষু

... ...অবর-নিবন্ধক মহাশয় বরাবরেষু

দরখাস্তকারী শ্রী... ... ...বিনীত নিবেদন এই যে... ... ...সালের...... তারিখে... ...নিবাসী... ...মহাশয়ের অনুকূলে... ...টাকা পণে একখানি বিক্রয়-কোবালা সম্পাদন করিয়া দিয়াছি। কিন্তু কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত হওয়ায় সম্পাদনের তারিখ হইতে চারি মাসের মধ্যে দলিল দাখিল করিয়া সম্পাদন স্বীকার করিতে পারি নাই। এক্ষণে প্রার্থনা যে, উপযুক্ত জরিমানা গ্রহণে দলিলখানি রেজিস্ট্রী করিবার অনুমতি দিবার আদেশ হয়। ইতি সন... ...

(মেয়াদগতে দলিলগ্রহীতাও দলিল দাখিল করিলে অনুরূপ দরখাস্ত দিতে হইবে। ২৫-ধারা দেখুন।)

(২) মেয়াদগতে সম্পাদন স্বীকারের জন্য কারণ দর্শাইয়া দরখাস্ত—

... ...জেলার নিবন্ধক মহাশয় সমীপেষু

... ...এর অবর-নিবন্ধক মারফত

দরখাস্তকারী শ্রী... ...ইত্যাদি। আমার নিবেদন এই যে, আমি... ... সালের... ... ...তারিখে... ... ...গ্রাম নিবাসী শ্রী... ... ...এর পুত্র শ্রী...... এর বরাবর... ...টাকা পণে একখানি বিক্রয়-কোবালা সম্পাদন করিয়া দিয়াছিলাম ; কিন্তু বিদেশে পীড়িত হইয়া পড়িয়া থাকায় এযাবৎ উক্ত দলিলের সম্পাদন স্বীকার করিবার জন্য রেজিস্ট্রী অফিসে উপস্থিত হইতে পারি নাই। অত্র রেজিস্ট্রী অফিস হইতে সমন পাইয়া অদ্য উক্ত দলিলের সম্পাদন স্বীকার করিতে হাজির হইয়াছি। এই কারণে প্রার্থনা যে আমার সম্পাদন স্বীকারোক্তি ও আমার প্রদর্শিত বিলম্বের কারণ অনুগ্রহপূর্বক গ্রহণকরতঃ উপযুক্ত জরিমানা লইয়া উক্ত দলিলখানি রেজিস্ট্রী করিয়া দিতে আজ্ঞা হয়। নিবেদন ইতি। সন... ...

(২৫-ধারার মেয়াদ মধ্যে দলিল দাখিল হইয়া উক্ত মেয়াদগতে সম্পাদন স্বীকারের জন্য অনুমতি সংক্রান্ত দরখাস্তও অনুরূপে লিখিত হইবে।)

(৩) মৃত সম্পাদনকারীর ওয়ারিশগণ দ্বারা সম্পাদন স্বীকারের জন্য দরখাস্ত—

দরখাস্তকারী শ্রী... ... ...শ্রী... ... ...ইত্যাদির বিনীত নিবেদন এই যে... ...সালের... ...তারিখে... ...গ্রাম নিবাসী... ...এর পুত্র... ... একখানি বিক্রয়-কোবালা......গ্রাম নিবাসী শ্রী... ... ...এর অনুকূলে সম্পাদন করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু তিনি উক্ত দলিল রেজিস্ট্রী করিয়া দিবার পূর্বেই গত...... তারিখে ইহলোক ত্যাগ করেন। আমরা নিম্নলিখিত দরখাস্তকারিগণ উক্ত মৃত দলিলদাতার ওয়ারিশ বিধায় তাঁহার সম্পাদিত বিক্রয়-কোবালাখানির স্বীকার করিবার জন্য অদ্য উপস্থিত হইয়াছি। অতএব, আমাদের বিনীত নিবেদন এই যে দলিলদাতার মৃত্যুর উপযুক্ত প্রমাণাদি এবং আমাদের স্বীকারোক্তি গ্রহণকরতঃ এতদসহ দাখিলী কোবালাখানি রেজিস্ট্রেসন আইনের ৩(১) [সি]-ধারা অনুসারে রেজিস্ট্রী করিয়া দিতে আজ্ঞা হয়। দলিলদাতার মৃত্যুর প্রমাণস্বরূপ স্থানীয় অঞ্চল প্রধানের সার্টিফিকেট এতদসহ দাখিল করিলাম। নিবেদন ইতি। সন... ... ...

ওয়ারিশগণের নাম

১। শ্রী... ... .

২। শ্রী. .. ..

(৪) দানকর্তার মৃত্যুর পর দানপত্র নিবন্ধীকরণের জন্য দরখাস্ত—

মহাশয়,

আমার বিনীত নিবেদন এই যে জেলা... ...থানা... ...অবর-নিবন্ধক অফিস ... ...এলাকাধীন... . ...গ্রাম নিবাসী.. ... ...এর পুত্র... ... আমার অনুকূলে... ...সালের... ...তারিখে একখানি দানপত্র সম্পাদন করিয়া দিয়াছিলেন ; কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ উক্ত দানপত্রখানি নিবন্ধীকরণের জন্য আপনার সমীপে সম্পাদন স্বীকার করিবার পূর্বেই দাতা... ... ...গত . .. তারিখে পরলোক গমন করিয়াছেন। আমি এক্ষণে উক্ত দানপত্রমূলে দানকর্তার অ্যাসাইন বলিয়া তাঁহার সম্পাদিত দানপত্রের সম্পাদন স্বীকার করিবার জন্য অদ্য উপস্থিত হইয়াছি। অতএব আমার প্রার্থনা এই যে, উক্ত দানপত্রদাতার মৃত্যুর উপযুক্ত প্রমাণাদি ও আমার স্বীকারোক্তি গ্রহণকরতঃ এতদসহ দাখিলী দানপত্রখানি রেজিস্ট্রী করিয়া দিতে আজ্ঞা হয়। উক্ত দানপত্রদাতার মৃত্যুর প্রমাণস্বরূপে জন্ম-মৃত্যুর রেজিস্টার বহির সহিমোহরযুক্ত নকল এতদসহ দাখিল করিলাম। নিবেদন ইতি।

সন... ...তারিখ... ... ...

শ্রী... ... ...(অ্যাসাইন)

(৫) **উইলকারীর মৃত্যুর পর উইল নিবন্ধীকরণের জন্য দরখাস্ত—**

মহাশয়,

আমার বিনীত নিবেদন এই যে... ...নিবাসী... ... ...এর পুত্র... ... আমাকে এক্‌জিকিউটর নিযুক্ত করিয়া একখানি উইল সম্পাদন করিয়া ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। সুতরাং উক্ত উইলের এক্‌জিকিউটররূপে আপনার নিকট প্রার্থনা করিতেছি যে উক্ত উইলকর্তার মৃত্যুর প্রমাণাদি লইয়া ও উক্ত উইলে যাঁহারা সাক্ষী আছেন তাঁহাদের সাক্ষ্য লইয়া এতদসহ দাখিলী উইলখানি রেজিস্ট্রী করিয়া দিতে আজ্ঞা হয়। মৃত্যুর প্রমাণপত্রাদিও এতদসহ সংযুক্ত হইল। ইতি সন... ...

দরখাস্তকারী

শ্রী... ... ...(এক্‌জিকিটর)

দ্রষ্টব্য: উইলকারীর মৃত্যুর পর উইলের লিগেটী অথবা এক্‌জিকিউটর ইলউখানি নিবন্ধীকরণের জন্য ব্যবস্থা অবলম্বন কবিতে পারেন।

(৬) **সমনের দরখাস্ত—**

দরখাস্তকারী শ্রী.. ... ...পিতা... ... ...গ্রাম... ...ইত্যাদি। আমার সবিনয় নিবেদন এই যে, জেলা... ... ...থানা......পোষ্ট অফিস... ...এর এলাকাধীন... ... ...গ্রাম নিবাসী... ... ...এর পুত্র শ্রী... ... ...আমার অনুকূলে সন... ...সালের... ...তারিখে এক কিতা... ... ...টাকা মূল্যের.. ...দলিল লিখন, পঠন ও সম্পাদন করিয়া দিয়া এযাবৎ রেজিস্ট্রী করিয়া দিতেছেন না, নানা প্রকার অভিযোগ সহকারে টালবাহনা করিতেছেন। আপোষে উহা যে রেজিস্ট্রী করিয়া দিবেন তাহা মনে হয় না। কারণ সম্পাদনের তারিখ হইতে দলিল দাখিলের জন্য যে চারি মাস সময় রেজিস্ট্রেসন আইনে ব্যবস্থা আছে তাহা উত্তীর্ণপ্রায়, সুতরাং উপায়ান্তর না দেখিয়া অত্র দরখাস্ত দ্বারা প্রার্থনা করিতেছি যে, রেজিস্ট্রেসন আইনের ৩৬-ধারামূলে সমনজারী দ্বারা সম্পাদনকারীকে উপস্থিত করাইয়া তাহার সম্পাদিত দলিল রেজিস্ট্রী করিয়া দিতে আজ্ঞা হয়। অত্র সহ দলিল ও সমনজারীর খরচা বাবদ...টাকা...পয়সা কোর্ট-ফি ষ্ট্যাম্পে দাখিল করিলাম। ইতি সন... ...তারিখ... ... ...।

(৭) **আবাসে দলিল দাখিল লইয়া রেজিস্ট্রী করিয়া দিবার জন্য দরখাস্ত—**

লিখিতং শ্রী··· ··· ইত্যাদি। আমার নিবেদন এই যে··· ··· জেলার······ থানা··· ··· অবর-নিবন্ধক অফিসের এলাকাধীন··· ··· গ্রাম নিবাসিনী শ্রীযুক্তা

... ... জেলা ... ... থানা... ... এলাকাধীন... ... গ্রাম নিবাসিনী শ্রীযুক্তা ... ... এর অনুকূলে এক-কিতা... ... টাকা পণের... ... দলিল ইং... ... সালের... ...তারিখে সম্পাদন করিয়া দিয়াছেন। উক্ত দলিলের দাত্রী ও গ্রহীত্রী উভয়েই পরদানসীন বলিয়া রেজিস্ট্রেসন অফিসে উপস্থিত হইয়া দলিল দাখিল করিতে পারিতেছেন না। এজন্য আমার বিনীত প্রার্থনা এই যে, রেজিস্ট্রেসন আইনের ৩১-ধারা অনুসারে উক্ত... ... গ্রামে শ্রীযুক্তা... ... এর বাটীতে যাইয়া তাঁহার সম্পাদিত দলিল লইয়া রেজেস্ট্রী করিয়া দিতে আজ্ঞা হয়। উক্ত আবাসস্থল অত্র রেজিস্ট্রেসন আফিস হইতে... ...মাইল দূরবর্তী। এতদসহ [জে] (১)-ফিস্ ৩০ টাকা এবং বারবরদারী খরচা... ... টাকা, মোট... ... টাকা দাখিল করিলাম।

দ্রষ্টব্য ঃ যেহেতু দাতা বা গ্রহীতার কেহই অফিসে উপস্থিত হন না, সেজন্য দাতা বা গ্রহীতার পক্ষে যে কোন ব্যক্তি উক্ত দরখাস্ত করিতে পারেন। দলিলের নিবন্ধীকরণ ফিস্ বাটীতে নিবন্ধীকরণের সময় দাখিল করিতে হইবে।

(৮) কমিশনে মোক্তারনামা অথেনটিকেশানের জন্য দরখাস্ত—

লিখিতং শ্রী... ... ...। আমার বিনীত নিবেদন এই যে শ্রী... ... পিতা ... ... গ্রাম... ... থানা... ... জেলা... ... একখানি মোক্তারনামা (খাস বা আম্) সম্পাদন করিয়াছেন, তিনি পরদানসীন স্ত্রীলোক বলিয়া তাঁহার সম্পাদন স্বীকারোক্তি কমিশন দ্বারা লিপিবদ্ধ করিবার জন্য উক্ত মোক্তারনামা দাখিলপূর্বক প্রার্থনা যে উপযুক্ত কমিশন-ফি ও বারবরদারী গ্রহণে রেজিস্ট্রেসন আইনের ৩৩-ধারা অনুসারে... ...গ্রামে সম্পাদনকারিণীর বাটীতে কমিশন হইবার আদেশ হয়। ইতি সন... ... তারিখ ... ...।

(৯) কমিশনে দলিল রেজিস্ট্রীর জন্য দরখাস্ত—

দরখাস্তকারী শ্রী... ... ... পিতা... ... ... ইত্যাদি। আমার নিবেদন এই যে, জেলা... ... থানা... ... অবর-নিবন্ধক অফিস... ...এর এলাকাধীন... ... গ্রাম নিবাসী শ্রী... ... ...এর স্ত্রী শ্রীমতী... ... ...আমার বরাবর সন... ... সালের... ... তারিখে এক কিতা... ... দলিল সম্পাদন করিয়া দিয়াছেন, কিন্তু পরদানসীন স্ত্রীলোক বলিয়া অত্র অফিসে উপস্থিত হইয়া উক্ত দলিল রেজিস্ট্রী করিয়া দিতে অক্ষম। সুতরাং, অত্রসহ উক্ত দলিলখানি দাখিল করিয়া প্রার্থনা করিতেছি যে, রেজিস্ট্রেসন আইনের ৩৮-ধারা অনুসারে, উক্ত গ্রামে তাঁহার বাটীতে যাইয়া সম্পাদন স্বীকারোক্তি গ্রহণ করিয়া দলিলখানি রেজিস্ট্রী করিয়া দিতে আজ্ঞা হয়। কমিশন ফিস্ ৫·০০ এবং বারবরদারী... ... টাকা একুনে... ... ... টাকা দাখিল করিলাম। ইতি সন... ... তারিখ... ...।

দ্রষ্টব্য: সম্পাদনকারী পীড়িত, অতি বৃদ্ধ ইত্যাদি হইলে তাহা দরখাস্তে লিখিতে হইবে এবং উক্তরূপ দরখাস্ত হইবে।

(১০) **নিবন্ধীকরণ প্রত্যাখ্যানাদেশের নকল লইবার জন্য দরখাস্ত—**

লিখিতং শ্রী... ... পিতা... ... গ্রাম... ... থানা... ... জেলা... ...। আমার নিবেদন এই যে, শ্রী... ... ...পিতা... ...ইত্যাদি, সন... ...সালের... ... তারিখে আমার বরাবর এক-কিতা... ...টাকা পণবাহে... ... দলিল সম্পাদন করিয়া দিয়াছিলেন। তিনি স্বেচ্ছায় উক্ত দলিল রেজিস্ট্রী করিয়া দিতে অবহেলা করায় তাঁহাকে অত্র রেজিস্ট্রী অফিসে উপস্থিত করিবার জন্য সমনজারীর প্রার্থনা করি; কিন্তু তিনি ধার্য দিনে রেজিস্ট্রেসন অফিসে উপস্থিত না হওয়ায় উক্ত দলিলের নিবন্ধীকরণ ... ...তারিখে প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে। অতএব প্রার্থনা এই যে, উক্ত দলিল প্রত্যাখ্যানাদেশের নকল দিতে আজ্ঞা হয়। ইতি সন......সাল, তারিখ.........।

(১১) **আমমোক্তারনামা রদের দরখাস্ত—**

দরখাস্তকারী শ্রী... ...পিতা... ...গ্রাম... ...থানা... ...জেলা... ...। আমার নিবেদন এই যে, আমি... ...সন... ...ইং সালের... ... তারিখে শ্রী... ...পিতা... ... গ্রাম... ...থানা... ...জেলা... ...কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করিয়াছিলাম; উক্ত আমমোক্তারনামা অত্র... ...অবর-নিবন্ধক অফিসের... ...সালের ... ...নং-এর ছিল। বর্তমানে উক্ত আমমোক্তারনামায় আমার কোন প্রয়োজন না থাকায় অদ্য হইতে উহা রদ করিলাম। আমার বিনীত প্রার্থনা এই যে... ...জেলার অন্তর্গত প্রত্যেক অবর-নিবন্ধক অফিসে নোটিশ দিয়া জানাইতে আজ্ঞা হয়। আমমোক্তারনামাখানি উক্ত মোক্তার মহাশয়ের নিকট থাকায় আপনার সমীপে দাখিল করিতে পারিলাম না। এতদসহ... ...গুলি নোটিশ এবং... ...পয়সার ডাক টিকিট দাখিল করিলাম। নিবেদন ইতি সন... ...সাল, তাং... ...।

(১২) **আমমোক্তারনামা রদের নোটিশ—**

সকলের অবগতির জন্য এতদ্বারা জানান যাইতেছে যে, আমি শ্রী... ... ...পিতা... ...গ্রাম... ...থানা... ...জেলা... ...জাতি... পেশা... ... ...সালের... ... ...তারিখে সম্পাদিত... ...রেজিস্ট্রেসন অফিসের... ...নং আমমোক্তারনামা দ্বারা শ্রী... ... ...পিতা... ... গ্রাম... ...ইত্যাদিকে আমার ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করিয়াছিলাম। অদ্য উক্ত আমমোক্তারনামা রদ করিলাম; অদ্য হইতে উক্ত মোক্তার মহাশয় শ্রী... ... ...আমার পক্ষে কোন কার্য করিতে পারিবেন না, করিলেও তাহা বাতিল ও অগ্রাহ্য হইবে এবং তাঁহার কৃত

কোন কার্য দ্বারা আমি বা আমার ওয়ারিশ উত্তরাধিকারী ও স্থলাভিষিক্তগণ কোনক্রমে বাধ্য হইব না বা হইবে না। ইতি সন... ...তারিখ... ...।

শ্রী... ... ...(আমমোক্তারনামাদাতা)

দ্রষ্টব্য ঃ ১১নং-এ যে আমমোক্তার রদের দরখাস্ত লিখিত আছে তাহার সহিত ১২নং-এর ন্যায় নোটিশও দিতে হয়। পার্টি স্থির করিয়া দিবেন কতগুলি অফিসে উক্তরূপ নোটিশ পাঠাইতে হইবে ; যতগুলি অফিসে নোটিশ পাঠাইতে হয়, ততগুলি নোটিশ লিখিয়া দিতে হইবে এবং সেই সঙ্গে ডাক খরচাও দিতে হইবে।

(১৩) দলিলের রসীদ হারাইলে দলিল ফেরত পাইবার জন্য দরখাস্ত—

লিখিতং শ্রী... ... ...পিতা··· ···গ্রাম··· ···ইত্যাদি। আমার বিনীত নিবেদন এই যে, আমি গত······সালের······তারিখে······থানার এলাকাধীন······ গ্রাম নিবাসী শ্রী... ... ...এর অনুকূলে... ...টাকা পণবাহে এক-কিতা··· ··· দলিল আপনার সমীপে দাখিল করিয়া সম্পাদন স্বীকার করিয়াছিলাম। উক্ত দলিল দাখিলের জন্য রেজিস্ট্রেসন আইনের ৫২-ধারামূলে আমাকে যে রসীদ প্রদান করা হইয়াছিল তাহা দৈবক্রমে হারাইয়া গিয়াছে। এই কারণে আমার প্রার্থনা এই যে, উক্ত রসীদ হারাইবার প্রমাণ গ্রহণকরতঃ উপযুক্ত ফিস্ লইয়া উক্ত দলিলের জন্য দোকর রসীদ বা দলিল ফেরত দিতে আজ্ঞা হয়। ইতি সন......সাল......তারিখ।

(নকলের জন্য যে রসীদ প্রদান করা হয় তাহা হারাইয়া গেলে অনুরূপ দরখাস্ত করিতে হইবে।)

(১৪) ডুপ্লিকেট দলিল দাখিলের জন্য দরখাস্ত—

দরখাস্তকারী শ্রী... ... ...পিতা... ...গ্রাম... ...ইত্যাদি। বিনীত নিবেদন এই যে, অদ্য যে পার্টিশান দলিল দাখিল করিয়াছি তাহার সহিত একখানি ডুপ্লিকেট পার্টিশান দলিলও দাখিল করিয়াছি। এ মতে প্রার্থনা যে ষ্ট্যাম্প আইনের ১৬-ধারামতে সার্টিফিকেট প্রদানে আমাদের সম্পাদিত ডুপ্লিকেট পার্টিশান রেজিস্ট্রী করিয়া দিতে আজ্ঞা হয়। এতদসহ পার্টিশান ও ডুপ্লিকেট উভয়ই দাখিল করিলাম। অত্র দরখাস্তের ফিস্ স্বরূপ ০·৭৫ পয়সার কোর্ট-ফি ষ্ট্যাম্প সংযুক্ত করা হইল। ইতি সন......সাল তারিখ...।

দ্রষ্টব্য ঃ পাট্টা ও কবুলিয়ত একই সঙ্গে দাখিল করিলে ১৬-ধারার সুযোগ লওয়া যায় ; সেরূপ ক্ষেত্রে উক্তরূপ কোর্ট-ফি যুক্ত করিয়া দরখাস্ত করিতে হইবে। পাট্টা ও কবুলিয়তে বা মূল দলিল ও তাহার ডুপ্লিকেটে একই মূল্যের ষ্ট্যাম্প দেওয়া হইলে ঐরূপ দরখাস্ত করিবার প্রয়োজন নাই।

তল্লাস কিংবা পরিদর্শনের জন্য
দরখাস্তের ফরম্

দরখাস্তের তারিখ	...	১
দরখাস্তকারীর নাম ও বাসস্থান	...	২
যে সন বাবদ তল্লাস বা পরিদর্শন	...	৩
যে সকল ব্যক্তি বা স্থানের নাম তল্লাস করা হইবে	...	৪
কি প্রকারের দলিল সম্পর্কে তল্লাস বা পরিদর্শনের প্রয়োজন	...	৫
কত নম্বরের সূচীপত্র (ইন্‌ডেক্স) তল্লাস করা হইবে (অর্থাৎ ১নং, ২নং, ৩নং কিংবা ৪নং)	...	৬
৩নং বা ৪নং সূচীপত্র তল্লাস কিংবা ৩নং বা ৪নং রেজিস্টার বহি পরিদর্শনের বেলা, দলিলে দরখাস্তকারীর কি স্বার্থ আছে (অর্থাৎ সম্পাদনকারী কি দাবিদার না তাঁহাদের প্রতিনিধি বা এজেণ্ট)	...	৭
পরিদর্শনের দরখাস্তের বেলা, তল্লাসের জন্য পূর্বে যে দরখাস্ত করা হয় তাহার উল্লেখ এবং যে দলিল পরিদর্শন করিতে হইবে তাহার নম্বর ও সন মায় উহা যে রেজিস্টার বহিতে নকল করা থাকে তাহার ভল্যুম নম্বর ও পৃষ্ঠা	...	৮
যে অফিসে দলিল রেজিস্ট্রী করা হইয়াছে কিংবা (অন্যান্য নথিপত্রের বেলা) উহা যে অফিস সম্পর্কীয় সেই অফিসের নাম	...	৯
প্রদত্ত ফী	...	১০

মন্তব্য ঃ (তল্লাস করিয়া পাওয়া গেলে, দলিলের নম্বর এবং যে ভল্যুমে ও পৃষ্ঠা-সমূহে উহা রেজিস্ট্রী করা আছে তাহার নম্বর এইখানে টুকিয়া রাখিতে হইবে ।)

তল্লাস পরিদর্শন করিতে দেওয়া হউক ।

দরখাস্তকারীর স্বাক্ষর

অবর নিবন্ধক

নকলের জন্য দরখাস্ত ফরম

[১২ পয়সার কোর্ট-ফী সহযোগে দাখিল করিতে হইবে]

দরখাস্তের তারিখ	...	১
দরখাস্তকারীর নাম ও বাসস্থান	...	২
রেজিস্টার বহি বা অন্যান্য নথিপত্র পরিদর্শনের জন্য পূর্বে যে দরখাস্ত করা হইয়াছে তাহার উল্লেখ	...	৩
কি প্রকারের দলিল এবং উহা কোন্ অফিস সংক্রান্ত	...	৪
দলিলের নম্বর, সন এবং উহা যে বহির যে ভল্যুম ও যে পৃষ্ঠাসমূহে নকল করা আছে	...	৫
প্রদত্ত ফিস্	...	৬
মন্তব্য	...	৭

নকল দেওয়া হউক

দরখাস্তকারীর স্বাক্ষর

সাব-রেজিস্ট্রার

সপ্তম পরিচ্ছেদ

নিবন্ধীকরণ সংক্রান্ত বিভিন্ন উপদেশাবলী

(১) **সমন ঃ** ৩৬-ধারা অনুসারে সমন ইস্যু করিবার জন্য রেজিস্টারিং অফিসার নিম্নলিখিত অফিসার বা কোর্টকে অনুরোধ করিবেন—

রেজিস্টারিং অফিসার যদি—(ক) জেলার সদরে কর্মরত থাকেন বা (খ) জেলার সদর মহকুমার অন্তর্গত অন্য কোন স্থানে কর্মরত থাকেন তাহা হইলে জেলার কালেক্টারকে সমন ইস্যু ক রবার জন্য অনুরোধ করিবেন। আর রেজিস্টারিং অফিসার যদি সদর মহকুমা ব্যতীত অন্যান্য মহকুমার সদরে বা মহকুমার অন্য কোন স্থানে কর্মে নিযুক্ত থাকেন তাহা হইলে তিনি মহকুমা-শাসককে সমন ইস্যু করিবার জন্য অনুরোধ করিবেন।

অবশ্য জেলার সদর এবং মহকুমার সদর ব্যতীত, অন্য যে সকল স্থানে রেজিস্ট্রেসন অফিস অবস্থিত সেই একই স্থানে যদি মুন্সীফের আদালত থাকে তবে মুন্সীফকে সমন ইস্যু করিবার জন্য অনুরোধ করিতে হইবে।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, সমন ইস্যু করিয়াও অনেক সময় সার্ভিস রিটার্ণের অভাবে রেজিস্টারিং অফিসারদিগকে অসুবিধার মধ্যে পড়িতে হয়। এই সকল কারণে বিপরীত আর একটি পদ্ধতির উল্লেখ আছে। ডাকযোগে সমন করা যাইতে পারে; ডাকমাশুল পার্টি বহন করিবে, রেজিস্টারিং অফিসার খামে প্রয়োজনীয় সমন সম্পর্কে লিখিয়া উপরিউক্ত নিয়মানুসারে কালেক্টার, মহকুমা-শাসক বা মুন্সীফের নিকট উক্ত খাম ইস্যু করিবার জন্য অনুরোধ করিবেন। রেজিস্টারিং অফিসার নিজেই উক্ত খাম পার্টির ঠিকানায় প্রেরণ করিবেন না, যাঁহাদের সমন ইস্যু করিবার ক্ষমতা আছে কেবলমাত্র তাঁহারাই চিঠি প্রেরণ করিতে পারিবেন। এই সম্পর্কে বিচার বিভাগের ১০৩৫—রেজিস্ট্রেসন তারিখ ২১।৭।৬৪ নং চিঠিতে নির্দেশ প্রদান করা আছে। সিভিল প্রসিডিওর কোডে নির্দেশ আছে যে চিঠিতে যে সমন প্রেরণ করা হয় তাহাতে সমনের সমস্ত বিবরণ থাকিবে। সুতরাং অনুমোদিত সমন ফরম পূরণ করিয়া অ্যাকনলেজমেণ্টসহ রেজিস্টার্ড খামে সমন প্রেরণ করা উচিত। সমন বিষয়ক বিস্তারিত বিবরণ দে. প্র. স. দেখুন।

(২) **কলিকাতা এবং হাওড়া কর্পোরেশন এলাকার সম্পত্তি হস্তান্তর সম্পর্কে ষ্ট্যাম্প মাশুল ঃ** কলিকাতা এবং হাওড়া শহরের এলাকাস্থিত স্থাবর-সম্পত্তি যদি বিক্রয়, দান অথবা ভোগ-বন্ধক (ইউজুফ্রাকচুয়ারী মরগীজ) দেওয়া হয়

তবে সাধারণতঃ যে হারে ষ্ট্যাম্প ডিউটি দিতে হয় তাহা অপেক্ষা উক্ত এলাকাস্থিত হস্তান্তরিত সম্পত্তির মূল্যের উপর শতকরা দুই টাকা বেশি ষ্ট্যাম্প ডিউটি দিতে হইবে। ধরুন, ৬০০ টাকার একখানি বিক্রয়-কোবালা ; এই দলিলে কলিকাতার এলাকাস্থিত ২০০ টাকা মূল্যের কিছু সম্পত্তি আছে ; এখন ৬০০ টাকার উপর বর্তমান ষ্ট্যাম্প ডিউটি অনুসারে ২১.৬০ ষ্ট্যাম্প প্রদেয় ; আর কলিকাতাস্থিত ২০০ টাকা মূল্যের সম্পত্তির জন্য অতিরিক্ত ষ্ট্যাম্প ডিউটি শতকরা ২ টাকা হারে লাগিবে ৪ টাকা ; অর্থাৎ ৬০০ টাকা মূল্যের দলিলখানিতে মোট ষ্ট্যাম্প ডিউটি দিতে হইতেছে ২১.৬০ + ৪.০০ = ২৫.৬০ টা.। ষ্ট্যাম্প ডিউটি কম হইলে ইম্‌পাউণ্ড হইবে। এই অতিরিক্ত ডিউটি প্রদান সম্পর্কে দলিলে, ফি-বহিতে, মেমো-রেজিস্টারে এবং পেন্‌ডিং রেজিস্টারে নোট দিতে হইবে। এই সম্পর্কে একটি হিসাবও রেজিস্ট্রেসন অফিসে রাখিতে হইবে।

(৩) **বিশেষ রেজিস্টার বহি :** প্রত্যেক রেজিস্ট্রেসন অফিসে অন্যান্য রেজিস্টার বহি ব্যতীত—(i) ৬১-ধারামূলে ফাইলকৃত কপি এবং অনূদিত দলিলের ফাইল এবং (ii) মোক্তারনামা রহিতকরণের ফাইল। ইহা ব্যতীত অন্যান্য প্রয়োজনীয় ফাইলের জন্য রেজিস্ট্রেসন ম্যানুয়ালের 'উপদেশ ও আদেশ' অংশ দেখিতে হইবে।

(৪) **রেজিস্ট্রেসন অ্যাক্ট ফি-বহি :** ইহা সাধারণতঃ রেজিস্টারিং অফিসার স্বহস্তে লিখিবেন ; পেন্‌ডিং দলিলের ক্রমিক নম্বরের পূর্বে 'পি' বর্ণ টি লাল কালিতে লিখিত থাকিবে ; লীজ দলিলের ক্ষেত্রে যত বৎসরের জন্য লীজ প্রদত্ত হইল সেই বৎসর সম্পর্কে (অর্থাৎ ২ বৎসর, কি ৩ বৎসর ইত্যাদি) ফি-বহির ৩নং কলমে লিখিতে হইবে, কোন দলিলের নিবন্ধীকরণ বা দাখিল প্রত্যাখ্যাত হইলে, প্রত্যাখ্যানের তারিখ ৮নং কলমে এবং 'রিমার্ক' কলমে 'রিফিউস্‌ড' (প্রত্যাখ্যাত) কথাটি লিখিতে হইবে। বি, টি, অ্যাক্ট ফি-বহির ক্রমিক নম্বর রেজিস্ট্রেসন অ্যাক্ট ফি-বহির রিমার্ক কলমে লিখিত হইবে।

(৫) **ইম্‌পাউণ্ড রেজিস্টার :** ইহার ৬নং কলমে ইম্‌পাউণ্ডকৃত দলিল দাখিল-কারকের নাম ও ঠিকানা লিখিত হইবে, ১১নং কলমে কালেক্‌টার দলিলে প্রদেয় যে মোট ষ্ট্যাম্প ডিউটি ন্যায়-নির্ণয় করিয়া দিয়া থাকেন সেই মোট ষ্ট্যাম্প ডিউটি সম্পর্কে লিখিত হইবে।

(৬) **দলিলাদির বিনাশকরণ :** দুই বৎসরের অধিককাল যে সকল দলিল অফিসে বেওয়ারিশ পড়িয়া থাকে তাহা বিনাশযোগ্য ; তবে বেওয়ারিশ উইল বিনাশ করা যাইবে না ; দুই বৎসরান্তে সদর অফিসে উইল প্রেরণ করিতে হইবে। যাহা হউক, জানুয়ারী মাসেই বিনাশযোগ্য দলিলের তালিকা এবং বিনাশযোগ্য রেকর্ডের

তালিকা সদর অফিস মারফতে মহানিবন্ধ-পরিদর্শকের নিকট অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করিতে হইবে ; তবে সরকারী স্বার্থ সংশ্লিষ্ট কোন দলিল বিনাশ করা হইবে না। দলিল ও রেকর্ডপত্রাদি বিনাশ করিবার পর সদর অফিসকে জানাইতে হইবে। বেওয়ারিশ প্রত্যাখ্যাত দলিল বিনাশ করা হইলে ২নং রেজিস্টার বহির প্রত্যাখ্যানাদেশের পৃষ্ঠায় উক্ত বিনাশ সম্পর্কে নোট দিতে হইবে।

(৭) রেজিস্টার বহি ইত্যাদিতে রেজিস্টারিং অফিসারের যদি স্বাক্ষর না থাকে ঃ পুরাতন রেজিস্টার বহিতে নকলীকৃত দলিলের অথেনটিকেশন, নকলের মধ্যে ভ্রান্তি এবং তোলাপাঠে লিখনের অ্যাটেস্টেসন্ সম্পর্কে কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি সম্পর্কে পরে জ্ঞাত হইলে, তাহার সংশোধনের ব্যবস্থা করিতে হইবে। যে রেজিস্টারিং অফিসারের কার্যকালে উক্ত রেজিস্টার বহি লিখিত হইয়াছিল তাঁহার অনুপস্থিতিতে যে রেজিস্টারিং অফিসার তখন বর্তমান থাকেন, তিনি এ সম্পর্কে সবিস্তারে রেজিস্ট্রারকে রিপোর্ট করিয়া ত্রুটিগুলি সংশোধন করিয়া লইবেন এবং উক্ত রেজিস্টার বহির প্রথমে নিম্নলিখিতরূপ নোট দিবেন: "এই রেজিস্টার বহির.........পৃষ্ঠায় তৎকালীন রেজিস্টারিং অফিসারের স্বাক্ষর না থাকায় নিম্নস্বাক্ষরকারী অত্য কমিশন বা ত্রুটি দূর করিলেন।

তারিখ অবর-নিবন্ধক

(উপদেশ ও আদেশের ৩০-প্যারা)

(৮) রেজিস্ট্রেসনের সময় ষ্ট্যাম্প ও দলিল সম্পর্কে যে যে বিষয়ের প্রতি নজর রাখা প্রয়োজন ঃ নিবন্ধীকরণের জন্য দলিল গ্রহণ করিবার পূর্বে অন্যান্য বিষয়ের সহিত নিম্নলিখিত বিষয়গুলিও বিশেষভাবে লক্ষণীয়—যদি কোন একটি দলিল ভিন্ন ভিন্ন কালিতে লেখা থাকে অথবা একাধিক দলিল-লেখকের হস্তলিপি থাকে তাহা হইলে দলিলদাখিলকারীকে উক্ত অনিয়ম সম্পর্কে 'কৈফিয়ত' দিতে অনুরোধ করিতে হইবে। দাখিলকারক উপদেশ অনুযায়ী কাজ না করিলে নকল করিবার সময় ঐগুলি সম্পর্কে রেজিস্টার বহিতে নোট দিতে হইবে। সাধারণতঃ বেলা দুই ঘটিকা পর্যন্ত দাখিল লওয়া হয়। কিন্তু রেজিস্টারিং অফিসার স্ববিবেকে ঐ সময়ের পরেও মহিলাদিগের নিকট হইতে, বৃদ্ধ অথবা অসুস্থ ব্যক্তির নিকট হইতে অথবা দূরাগত ব্যক্তির নিকট হইতে দলিল দাখিল লইতে পারেন। যথাযথ ষ্ট্যাম্পযুক্ত না হইলে ভারতীয় ষ্ট্যাম্প আইনের ৩৫-ধারামতে দলিল রেজিস্ট্রেসনের অযোগ্য হইবে। তবে যদিও ষ্ট্যাম্প ভেণ্ডারের সার্টিফিকেটে দলিলদাখিলকারকের বা সম্পাদনকারীর নাম না থাকে তবে সেই দলিল নিবন্ধীকৃত হইবে ; এইরূপ ত্রুটি ষ্ট্যাম্প আইনের ৩৫-ধারার

মধ্যে পড়ে না। রেজিস্টারিং অফিসার যদি সন্দেহ করেন যে ষ্ট্যাম্প শুল্ক ফাঁকি দিবার জন্য কোন দলিলে সম্পত্তির মূল্য কম করিয়া দেখান হইয়াছে, তাহা হইলে কালেক্টারের নিকট এ সম্পর্কে রিপোর্ট করিলে কালেকটার যথাযথ ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন। কোন দলিলের দাতা অথবা গ্রহীতা দলিল দাখিলের পূর্বে রেজিস্টারিং অফিসারের নিকট ষ্ট্যাম্প ডিউটি সম্পর্কে উপদেশ প্রার্থনা করিতে পারেন। তিনি উপদেশ দিবেন, তবে তিনি ইহাও স্মরণ করাইয়া দিবেন যে ষ্ট্যাম্প সম্পর্কে প্রামাণিক মতামত পাইতে হইলে ষ্ট্যাম্প আইনের ৩১-ধারামতে কালেকটারের নিকট ন্যায় নির্ণয়ের জন্য প্রার্থনা করিতে হইবে। কিন্তু উপযুক্ত ষ্ট্যাম্প সংযুক্ত না করিয়া নিয়মানুসারে দলিল দাখিল করিলে সেই দলিল ইম্‌পাউণ্ড করা হইবে।

দলিলের প্রতি পৃষ্ঠায় সম্পাদনকারীর স্বাক্ষর থাকা যুক্তিযুক্ত। দলিল-লেখকও শেষ পৃষ্ঠায় তাঁহার নাম স্বাক্ষর করিবেন এবং ঠিকানা লিখিবেন। তবে ইহা বাধ্যতামূলক নহে (অনেকের ধারণা বাংলা ভাষায় দলিল লিখিত হইলে দলিলের প্রতি পৃষ্ঠায় সম্পাদনকারীর স্বাক্ষর থাকা দরকার; আর ইংরাজী ভাষায় লিখিত দলিলে কেবলমাত্র শেষ পৃষ্ঠায় সম্পাদনকারীকে স্বাক্ষর করিতে হয়; এই ধারণা নিতান্ত ভ্রান্ত। বাংলায় লিখিত দলিল এবং ইংরাজীতে লিখিত দলিলের ক্ষেত্রে একই নিয়ম।); কোন একটি দলিল অংশতঃ টেস্টামেন্‌টারী এবং অটেস্টামেনটারী হইলে রেজিস্টারিং অফিসার দাখিলকারীকে উক্ত দুইটি বিষয়ের জন্য দুইখানি দলিল সম্পাদন করিতে অনুরোধ করিবেন; কিন্তু পার্টি রেজিস্টারিং অফিসারের অনুরোধ রক্ষা না করিলে রেজিস্টারিং অফিসার দলিলখানি ১নং বহি এবং ৩নং বহিতে রেজিস্ট্রী করিবেন। পৃথক ফিস্‌ও গ্রহণ করিবেন। দলিলের ডুপ্লিকেট ট্রিপ্লিকেট কপিগুলি যেন মূল দলিলের অবিকল নকল হয়। দলিল এজেন্ট ইত্যাদি মারফত রেজিস্ট্রী করান যায়। যে মোক্তারনামামূলে এজেন্ট স্বয়ং দলিলে সহি সম্পাদন করিয়া দলিল দাখিল করেন সেক্ষেত্রে এজেন্টকে মোক্তারনামাখানি দলিল রেজিস্ট্রী করিবার সময় রেজিস্টারিং অফিসারকে দেখাইবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু যেখানে এজেন্ট কোন সম্পাদিত দলিল মোক্তারনামাবলে দলিলখানি দাখিল করিয়া রেজিস্ট্রী করিবার ব্যবস্থা করেন, সেক্ষেত্রে তাঁহাকে মোক্তারনামাখানি অবশ্য রেজিস্টারিং অফিসারকে প্রদর্শন করাইতে হইবে। এজেন্ট দলিল দাখিল করিতে অথবা সম্পাদন স্বীকার করিতে আসিলে যদি প্রয়োজন হয় ২৫ অথবা ৩৪ ধারামতে বিলম্বের কারণ সম্পর্কিত দরখাস্ত তাঁহার নিকট গ্রহণ করা যাইতে পারে (ম্যানুয়ালের "উপদেশ ও আদেশ" অংশের ৩৫ হইতে ৫১ প্যারা)।

(৯) বিলম্বের জন্য জরিমানা প্রদানের নিয়ম : ২৫-ধারা এবং ৩৪-ধারামতে রেজিস্ট্রেসন ফিসের উপর ভিত্তি করিয়া জরিমানা ধার্য করা হয়, কিন্তু

ফিস্-টেবলে দুই শ্রেণীর ফিসের কথা লিখিত আছে—সাধারণ ফিস্ (অর্ডিনারি ফিস্) এবং অতিরিক্ত ফিস্ (এক্সট্রা বা অ্যাডিসনাল ফিস্)। জরিমানা ধার্য করিবার জন্য শুধুমাত্র সাধারণ ফিস্-এর উপর ভিত্তি করিতে হইবে। ধরুন কোন একটি দলিলে নিম্নলিখিত ফিস্ ধার্য হইয়াছে—

এ	...	... ৬·০০
ই	...	... ৬·০০
এম্ (এ)	...	... ১০·০০ (এ ই)
এন্	...	... ১·২০
		২৩·২০

এক্ষেত্রে সাধারণতঃ ফিস্ হইতেছে কেবলমাত্র এ+ই=৬·০০+৬·০০=১২·০০। এই ১২ টাকার উপর ভিত্তি করিয়া ২৫ বা ৩৪-ধারামতে জরিমানা নির্ধারিত হইবে।

রেজিস্ট্রেসন ফিস্ প্রদান হইতে রেহাইপ্রাপ্ত দলিলের ফাইনও দিতে হয় না।

(১০) **প্রতিনিধি দ্বারা সম্পাদন স্বীকার ঃ** কোন অনিবন্ধীকৃত দলিলের সম্পাদনকারীর মৃত্যুর পর দলিলের সম্পাদন স্বীকার করিবার জন্য সম্পাদনকারীর প্রতিনিধি (রিপ্রেজেন্‌টেটিভ) বা অ্যাসাইনকে স্বয়ং রেজিস্ট্রেসন অফিসে আসিয়া সম্পাদন স্বীকার করিতে হইবে। একাধিক প্রতিনিধি বা অ্যাসাইন থাকিলে প্রত্যেককে হাজির হইতে হইবে।

(১১) **টিপের নিয়ম ঃ** কি প্রকারে টিপ লইতে হইবে সে সম্পর্কে পূর্বে লিখিত হইয়াছে; রেজিস্ট্রেসন অফিসে ঘোরান-টিপ লওয়া হইয়া থাকে। খারাপ বা অস্পষ্ট ছাপ না কাটিয়া দিয়া ঐ অবস্থায় বন্ধনী দিয়া রাখিতে হইবে; পরে স্পষ্ট টিপ পুনরায় লইতে হইবে। পরিষ্কার টিপ না উঠা পর্যন্ত পুনঃ পুনঃ টিপ লইতে হইবে। যে সকল ব্যক্তির ক্ষেত্রে ৪৯-নিয়ম প্রযোজ্য (অর্থাৎ নিয়মানুসারে যাঁহাদের টিপ দিতে হইবে) তাঁহারা টিপ দিতে অস্বীকার করিলে রেজিস্টারিং অফিসার সে সম্পর্কে দলিলে নোট এন্‌ডোর্স করিবেন। কিন্তু যে সকল সম্মানীয় ব্যক্তিকে টিপ প্রদান হইতে রেজিস্টারিং অফিসার স্বেচ্ছায় রেহাই দিয়া থাকেন সেক্ষেত্রে ভিন্ন নোট এনডোর্স করিতে হইবে। ৪৯-নিয়মে এ সম্পর্কে লিখিত হইয়াছে। (প্যারা ৮৪, ৮৫)

(১২) **যে সকল ক্ষেত্রে দলিল দাখিল সম্ভব হইবে না ঃ** যে সকল দলিলে নিম্নলিখিত ত্রুটির যে কোন একটি ত্রুটি থাকিবে সেই দলিল নিবন্ধীকরণের জন্য গ্রহণ করা হইবে না অর্থাৎ দলিলখানি দাখিল করিতে পারা যাইবে না। (প্যারা ৮৭,)

(ক) দলিলের ভাষা যদি রেজিস্টারিং অফিসারের অজানা হয়, অথবা দলিলের ভাষা যদি জেলার সাধারণ প্রচলিত ভাষা না হয়, তবে উক্ত দলিলের সঙ্গে ঐ দলিলের

একটি প্রকৃত অনুবাদ এবং একটি যথাযথ নকল প্রদান করিতে হইবে; অন্যথা দলিলখানি গ্রহণ করা হইবে না।

(খ) সকল প্রকার ইন্টারলাইনেশান (তোলাপাঠে লিখন), ব্ল্যাঙ্ক, ইরেজিং (ঘর্ষণ) অথবা অলটারেশান (পরিবর্তন) রেজিস্টারিং অফিসারের মতানুসারে এস্‌দিক (অ্যাটেস্ট) করিতে হইবে অথবা দলিলের শেষে 'কৈফিয়ত' দিতে হইবে; অন্যথা দলিল গৃহীত হইবে না।

(গ) কোন দলিলে বর্ণিত সম্পত্তির বর্ণনা অসম্পূর্ণ হইলে উক্ত দলিল গ্রহণ করা যাইবে না (২১-ধারা দ্রষ্টব্য)।

(ঘ) প্রয়োজনীয় ম্যাপ বা প্ল্যানের কপি দলিলের সহিত সংযুক্ত না করিলে দলিল গৃহীত হইবে না (২১-ধারা দ্রষ্টব্য)।

(ঙ) দলিলে সম্পাদনের তারিখ না থাকিলে দলিল গৃহীত হইবে না (২৩-ধারা দ্রষ্টব্য)।

(চ) নির্ধারিত সময়কালের পরে দলিল দাখিল করিতে চাহিলে দলিলখানি গৃহীত হইবে না (২৩, ২৪, ২৫, ২৬, ৭২ (১), ৭৫ (২) ও ৭৭ (১)-ধারা দ্রষ্টব্য)।

(ছ) অনুপযুক্ত অফিসে দলিল দাখিল করিলে সেই দলিল গৃহীত হইবে না (২৮, ২৯, ৩০-ধারা দ্রষ্টব্য)।

(জ) নাবালক, ইডিয়ট (নির্বাক ব্যক্তি, জড়ধি), পাগলের দ্বারা অথবা যে-ব্যক্তির ৩২-ধারা বা ৪০-ধারামূলে দলিল দাখিল করিবার অধিকার নাই সেই ব্যক্তির দ্বারা দলিল দাখিল করা যাইবে না।

(১৩) যে সকল ক্ষেত্রে দলিলের নিবন্ধীকরণ অগ্রাহ্য হইবে: দলিল যথাযথ দাখিল করা হইলেও নিম্নলিখিত ত্রুটিগুলির যে কোন একটি ত্রুটি থাকিলে দলিল নিবন্ধীকৃত হইবে না। (প্যারা, ৮৮)

(ক) নির্ধারিত পিরিয়ডের মধ্যে হাজির হইয়া সম্পাদনকারী সম্পাদন স্বীকার না করিলে (৩৪-ধারা দ্রষ্টব্য);

(খ) যদি সম্পাদনকারী সম্পাদন অস্বীকার করে (৩৫-ধারা দ্রষ্টব্য);

(গ) অনিবন্ধীকৃত কোন দলিলের সম্পাদনকারীর মৃত্যুর পর যদি সেই সম্পাদনকারীর রিপ্রেজেনটেটিভ বা অ্যাসাইন উক্ত দলিলের সম্পাদন অস্বীকার করে (৩৫-ধারা দ্রষ্টব্য);

(ঘ) যদি সম্পাদনকারী বিকৃতমস্তিষ্ক, ইডিয়ট বা নাবালক ইত্যাদি হয় (৩৫-ধারা দ্রষ্টব্য);

(ঙ) রেজিস্টারিং অফিসার সম্পাদনকারীর পরিচয় সম্পর্কে সন্তুষ্ট না হইলে (৩৫-ধারা দ্রষ্টব্য);

(চ) কোন অনিবন্ধীকৃত দলিলের সম্পাদনকারী মৃত এই সংবাদের সত্যতা সম্পর্কে রেজিস্টারিং অফিসার সন্তুষ্ট না হইলে (৩৫-ধারা দ্রষ্টব্য);

(ছ) যে এজেন্ট কোন দলিলের সম্পাদন স্বীকার করিতে অফিসে হাজির হইয়াছেন সেই এজেন্টের মোক্তারনামা যদি আইনানুগ না হইয়া থাকে অথবা রিপ্রেজেন্‌টেটিভ বা অ্যাসাইন যদি তাঁহাদের স্ট্যাটাস্ প্রমাণ করিতে না পারেন ;

(জ) উইলকারী বা দত্তকগ্রহণ প্রাধিকারপত্রদাতার মৃত্যুর পর যদি রেজিস্টারিং অফিসার দাখিলীকৃত উইলের বা দত্তকগ্রহণ প্রাধিকারপত্রের সম্পাদন সম্পর্কে সন্তুষ্ট না হন (৪১-ধারা দ্রষ্টব্য);

(ঝ) যদি নির্ধারিত ফিস্ বা ফাইন প্রদান করা না হয় (২৫, ৩৪ এবং ৮০-ধারা দ্রষ্টব্য)।

(১৪) **অস্বীকৃত সম্পাদন :** কোন দলিলের সম্পাদন অস্বীকার দুই প্রকারের হইতে পারে—

(i) প্রত্যক্ষ অর্থাৎ যে ক্ষেত্রে সম্পাদনকারী বা রিপ্রেজেন্‌টেটিভ বা অ্যাসাইন খোলাখুলি রেজিস্টারিং অফিসারের নিকট দলিলের সম্পাদন অস্বীকার করে। এরূপ ক্ষেত্রে অবর-নিবন্ধক দলিলখানি প্রত্যাখ্যান করিবেন এবং সেই সঙ্গে জেলা-নিবন্ধককে এ সম্পর্কে রিপোর্ট করিবেন ; জেলা-নিবন্ধক ম্যাজিস্ট্রেটের ন্যায় অনুসন্ধান করিয়া দেখিবেন যে দলিলের সম্পাদন জাল কিনা অথবা সম্পাদনকারী রেজিস্টারিং অফিসারের নিকট মিথ্যা বিবরণ দিয়াছেন কিনা।

(ii) অপর প্রকারের সম্পাদন অস্বীকারকে পরোক্ষ অস্বীকার বলা যাইতে পারে ; সমন পাওয়া সত্ত্বেও যখন সম্পাদনকারী সম্পাদন স্বীকারের জন্য হাজির না হন অথবা যদি পর্দানসীন সম্পাদনকারী রেজিস্টারিং অফিসারের নিকট হাজির না হন বা তাঁহার প্রশ্নের জবাব না দেন অথবা একাধিকবার সম্পাদনকারীর গৃহে যাইয়া যদি সম্পাদনকারীকে বাড়িতে পাওয়া না যায় এবং রেজিস্টারিং অফিসার যদি বুঝিতে পারেন যে সম্পাদনকারী সম্পাদন অস্বীকার করিবার জন্য আত্মগোপন করিতেছে তাহা হইলে রেজিস্টারিং অফিসার উক্তরূপে পরোক্ষ সম্পাদন অস্বীকার করিবার জন্য দলিলখানি প্রত্যাখ্যান করিবেন।

(১৫) **নিবন্ধীকরণ প্রত্যাখ্যান সম্পর্কে :** কোন দলিলে একাধিক সম্পাদনকারী থাকিলে সকলের সম্পাদন প্রত্যাখ্যাত হইবার যোগ্য না হইলে দলিলখানি সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাখ্যান (রিফিউস্) করা হইবে না ; কেবলমাত্র যে ব্যক্তির সম্পাদন প্রত্যাখ্যানযোগ্য সেই ব্যক্তির জন্যই আংশিকভাবে দলিলখানি প্রত্যাখ্যান করা হইবে। ধরুন, একটি দলিলে দুইজন সম্পাদনকারী আছে ; রেজিস্টারিং অফিসারের নিকট উহাদের একজন নাবালক বিবেচিত হইলেও দলিলখানি রেজিস্ট্রী

করা হইবে ; তবে নাবালক সম্পাদনকারীর সম্পাদন প্রত্যাখ্যাত হইবে এবং সেজন্য দলিলখানি আংশিকভাবে নাবালক সম্পাদনকারীর জন্য প্রত্যাখ্যান করা হইবে। আংশিকভাবে যে ব্যক্তির রেজিস্ট্রেসন প্রত্যাখ্যান করা হয় সেই ব্যক্তির নাম উল্লেখে দলিলে প্রত্যাখ্যান সম্পর্কে নোট দিতে হইবে : "শ্রী··· ···এর সম্পর্কে নিবন্ধীকরণ প্রত্যাখ্যাত হইল।' কোন সম্পাদনকারী নাবালক বিবেচিত হইলে তাহার সম্পর্কিত নিবন্ধীকরণ প্রত্যাখ্যাত হয় ; প্রত্যাখ্যানাদেশে নাবালকের আপাতঃ প্রতীয়মান বয়সের উল্লেখ করিতে হইবে। অনুরূপে কোন সম্পাদনকারী ইডিয়ট ইত্যাদি সাব্যস্ত হইলে তাহার দলিলও প্রত্যাখ্যান করা হইবে এবং কি কারণে উক্ত সম্পাদনকারীকে ইডিয়ট ইত্যাদি বিবেচনা করা হইয়াছে তাহা প্রত্যাখ্যানাদেশে লিখিত হইবে।

(১৬) **বোবা এবং কালা সম্পাদনকারী সম্পর্কে :** কোন সম্পাদনকারী বোবা এবং কালা হইলে তাহার দলিল নিবন্ধীকৃত হইতে পারে যদি সেই বোবা-কালা ব্যক্তি কোন প্রকারে দলিলের সম্পাদন স্বীকার করিতে পারে ; কি প্রকারে (অর্থাৎ হাত মুখ নাড়িয়া ইঙ্গিতে বা লিখিয়া) উক্ত ব্যক্তি সম্পাদন স্বীকার করিয়াছেন সে সম্পর্কে রেজিস্টারিং অফিসার দলিলে এনডোর্স করিবেন। আর রেজিস্টারিং অফিসার উক্ত ব্যক্তির সম্পাদন স্বীকার সম্পর্কে সন্তুষ্ট না হইতে পারিলে রেজিস্ট্রেসন আইনের ৩৫ (৩)-ধারা অনুসারে উক্ত দলিলখানি প্রত্যাখ্যান করিবেন।

(১৭) **ইম্‌পাউণ্ড সম্পর্কে :** দাখিলীকৃত কোন দলিলে উপযুক্ত ষ্ট্যাম্প না থাকিলে দলিলখানি ইম্‌পাউণ্ড করিয়া কালেক্টারের নিকট পাঠান হয় ; পূর্বেই এই বিষয়ে লিখিত হইয়াছে (২৮, ২৯-নিয়ম দেখুন) যদি কোন বিশেষ কারণে উক্ত দলিলের সম্পাদনকারীর সম্পাদন স্বীকারোক্তি গ্রহণ করিবার পূর্বেই (অর্থাৎ ৫৮-ধারার এনডোর্সমেন্টগুলি দলিলে লিখিত হইবার পূর্বেই) দলিলখানি কালেক্টারের নিকট পাঠান হয় তবে সে সম্পর্কে দলিলখানি প্রেরণ করিবার সময় কভারিং লেটারে লিখিয়া দিতে হইবে এবং ইহাও লিখিতে হইবে যে দলিলখানি যেন ষ্ট্যাম্প নির্ণয় করিয়া এমন সময়ের মধ্যে ফেরত পাঠান হয় যাহাতে রেজিস্ট্রেসন আইনে প্রদত্ত নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পাদনকারী দলিলের সম্পাদন স্বীকার করিবার সুযোগ পায়। দলিলখানি রেজিস্টার্ড পোষ্টে কালেক্টারের নিকট পাঠাইতে হইবে ; দলিলখানির প্রাপ্তি স্বীকার না করিলে কালেক্টারকে তাগিদ (রিমাইণ্ডার) দিতে হইবে ; যাহাতে কালেক্টার সময় থাকিতে (চার মাস) দলিল ফেরত পাঠাইবার ব্যবস্থা করেন সে বিষয়েও তাগিদ দিতে হইবে। কারণ বিধি-নির্দেশক (লিগাল-রিমেমব্রান্সার) অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে কোন ইম্‌পাউণ্ডকৃত দলিলে কালেক্টারের নিকট ষ্ট্যাম্প নির্ণয়ের জন্য যে অতিরিক্ত সময় লাগে, তাহার জন্য

রেজিস্ট্রেসন আইনের ২৩, ২৪, ২৫, ২৬ এবং ৩৪-ধারায় কোন অতিরিক্ত সময়ের ব্যবস্থা নাই ; সুতরাং দলিলে প্রদত্ত ষ্ট্যাম্পের ন্যায নির্ণয়ের জন্য অতিরিক্ত সময় পাওয়া যায় না।

কালেক্টারকে দলিলখানি প্রেরণ করিবার সময় একটি চিঠিতে দলিলখানি ইম্পাউণ্ড করিবার কারণ এবং সে সম্পর্কে কোন কেস্-ল' থাকিলে সেই কেস্-ল'-এর উল্লেখ করিতে হইবে। দলিলখানিতে কযখানি পৃষ্ঠা আছে, অপ্রত্যয়িত (আন-অ্যাটেস্টেড), অল্টারেশান, ইরেজিং ইত্যাদি সম্পর্কে উক্ত চিঠিতে লিখিতে হইবে। কালেক্টারের অফিস হইতে দলিলখানি ফেরত আসিলে দলিলখানি উক্ত চিঠিতে প্রদত্ত বিবরণের সহিত সযত্নে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে দলিলে কিছু পরিবর্তন করা হইয়াছে কিনা। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে কোন দলিলের নিবন্ধীকরণ কার্য সমাপ্ত হইবার পর সেই দলিল ইম্পাউণ্ড করা যাইবে না। পশ্চিমবঙ্গ এল, আর এই অভিমত দিযাছেন যে নিবন্ধীকরণ সম্পন্ন হইবার পর রেজিস্টারিং অফিসার দলিল ইম্পাউণ্ড করিতে পারেন না। সুতরাং দলিলখানি নকলের পূর্বে ইম্পাউণ্ড করিতে হইবে। ইম্পাউণ্ডকৃত দলিলের সঙ্গে যে চিঠি ও ফরমে দলিল সম্পর্কিত যে বিবরণ প্রেরণ করা হয় তাহার নমুনা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

কভারিং লেটারের নমুনা

... ...জেলার

জেলা-সমাহর্তা মহাশয় সমীপেষু—

মহাশয়,

আমি এই চিঠির সহিত......পৃষ্ঠায় লিখিত একখানি দলিল যাহার নিবন্ধীকরণ কার্য সমাপ্ত হইয়াছে (অথবা যাহার নিবন্ধীকরণ কার্য এখনো সমাপ্ত হয় নাই)—আপনার দ্বারা ষ্ট্যাম্প নির্ণয়ের জন্য পাঠাইতেছি , কারণ আমার ধারণা হয় যে দলিলে লিখিত বিষয়বস্তুর জন্য যথাযথ ষ্ট্যাম্প প্রদান করা হয় নাই। দলিলখানিতে কোন কাটাকুটি, দোবারা ইত্যাদি নাই (বা, ঐ প্রকার কিছু থাকিলে তাহা লিখিয়া দিতে হইবে)।

দলিলখানি সম্পর্কে অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিবরণ ভিন্ন একটি ফরমে প্রদত্ত হইল।

বিশ্বস্ত

... ...অবর-নিবন্ধক

তারিখ... ... ...

ইম্পাউণ্ডকৃত দলিল সম্পর্কে যে বিবরণ কালেক্টারের নিকট পাঠাইতে হইবে তাহার একটি ফরম প্রদত্ত হইল—

(১) সম্পাদনকারীর নাম.........(২) গ্রহীতার নাম.........(৩) সম্পাদনের তারিখ.........(৪) দলিল দাখিল করিবার তারিখ.........(৫) দলিলের প্রকার বা প্রকৃতি (নেচার).........(৬) দলিলে লিখিত সম্পত্তির মূল্য ....(৭) কত টাকার ষ্ট্যাম্প ডিউটি প্রদান করা হইয়াছে.........(৮) অবর-নিবন্ধকের মতে আরো কত টাকার ষ্ট্যাম্প প্রদান করা উচিত........(এখানে ষ্ট্যাম্প আইনের প্রয়োজনীয় ধারার উল্লেখে অতিরিক্ত ষ্ট্যাম্প মাশুল সমর্থন করিতে হইবে)।

(১৭) [ক] ষ্ট্যাম্প খরিদ সম্পর্কে : এককালীন চারিশত টাকা মূল্যের ষ্ট্যাম্প ভেণ্ডারের নিকট হইতে খরিদ করিতে পারা যায়; উহার অধিক মূল্যের ষ্ট্যাম্প সরকারী ট্রেজারী হইতে ক্রয় করিতে হইবে; পশ্চিমবঙ্গ ভিন্ন অন্য রাজ্য হইতে ষ্ট্যাম্প খরিদ করিয়া পশ্চিমবঙ্গে নিদর্শনপত্র লেখা চলিবে না; পশ্চিমবঙ্গে প্রচলিত ষ্ট্যাম্পই কিনিতে হইবে।

(১৮) রেজিস্টার বহির পৃষ্ঠায় দলিল নম্বর : রেজিস্টার বহিতে কোন দলিল নকল করিতে উক্ত রেজিস্টার বহির একাধিক পৃষ্ঠার প্রয়োজন হইলে দলিলের নম্বর বৎসর সহ প্রথম পৃষ্ঠার পর হইতে প্রতি পৃষ্ঠায় বাম উপান্তে নোট রাখিতে হইবে; কারণ, কোন পৃষ্ঠা খুলিয়া গেলে দলিল নম্বর দেখিয়া সেই পৃষ্ঠা যথাস্থানে সংযুক্ত করিবার সুবিধা হইবে।

(১৯) অজ্ঞাত ভাষায় স্বাক্ষরিত দলিল : রেজিস্টারিং অফিসারের এবং অফিসের সকল কর্মচারীর অজানিত ভাষায় লিখিত স্বাক্ষর কোন দলিলে থাকিলে, রেজিস্টারিং পার্টির নিকট হইতে জানিবেন কোন্ ভাষায় স্বাক্ষর করা হইয়াছে এবং এই সম্পর্কে অজানা ভাষায় লিখিত স্বাক্ষরের নিচে পেন্সিলে নোট রাখিতে হইবে। রেজিস্টার বহিতে নকল করিবার সময় ইংরাজী ভাষায় অজানা ভাষায় লিখিত স্বাক্ষরের অনুবাদ লিখিতে হইবে এবং নিচে বন্ধনীর মধ্যে নোট দিতে হইবে : "......ভাষায় মূল দলিলে স্বাক্ষর আছে।"

(২০) দলিল পুনর্নিবন্ধীকরণ : দলিল অনেক সময় পুনর্নিবন্ধীকৃত হয়—

(এ) কোন দলিলে একাধিক সম্পাদনকারী থাকিলে, সকল সম্পাদনকারী একই সঙ্গে দলিলে স্বাক্ষর না করিয়া ভিন্ন ভিন্ন সময়ে সম্পাদন করিয়া সম্পাদন স্বীকার করিতে পারেন। একাধিক দাতার মধ্যে একজনমাত্র সম্পাদনকরতঃ দলিল দাখিল করিয়া উক্ত সম্পাদনকারী সম্পাদন স্বীকার করিলে দলিলখানি কেবলমাত্র উক্ত ব্যক্তির সম্পর্কে নিবন্ধীকৃত হইবে। দলিলখানির নিবন্ধীকরণ কার্য সম্পূর্ণ হইবার পূর্বে অপরাপর সম্পাদনকারীরা আসিয়া সম্পাদন করিয়া স্বাক্ষর করিলে বিনা ফিস্

প্রদানে দলিলখানি রেজিস্ট্রী করাইতে পারেন। এইরূপ ক্ষেত্রে পুনর্নিবন্ধীকরণের প্রয়োজন হয় না। কিন্তু যদি নিবন্ধীকরণ সম্পূর্ণ হইবার পর (অর্থাৎ দলিলখানি নকল হইবার পর) অন্যান্য দাতা দলিলখানিতে সম্পাদন স্বরূপে স্বাক্ষর করিয়া উক্ত দলিলখানি পুনরায় রেজিস্ট্রী করাইতে চাহেন, তাহা হইলে পুনরায় ফিস্-আদি প্রদান করিয়া পুনর্নিবন্ধীকরণের ব্যবস্থা করিতে হইবে। এরূপ ক্ষেত্রে প্রত্যেক সম্পাদনকারী যে তারিখে সম্পাদন স্বরূপে স্বাক্ষর করেন সেই তারিখ হইতে চারি মাস গণনা করিতে হইবে।

(বি) রেজিস্টারিং অফিসারের দ্বারা সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাখ্যাত কোন দলিল যদি পরে ৭২, ৭৫ অথবা ৭৭-ধারামূলে নিবন্ধক বা দেওয়ানী আদালত দ্বারা পুনরায় নিবন্ধীকরণের আদেশ লাভ করে তাহা হইলে রেজিস্টারিং অফিসার পুনরায় ফিস্ আদি গ্রহণ করিয়া উক্ত দলিল পুনরায় রেজিস্ট্রী করিতে বাধ্য হইবেন। উহা ফি-বহিতে পুনরায় ক্রমিক নং দ্বারা এনট্রী করিতে হইবে। কিন্তু রেজিস্টারিং অফিসারের দ্বারা আংশিক প্রত্যাখ্যাত কোন দলিল যদি ৭২ বা ৭৫-ধারামূলে নিবন্ধকের বা ৭৭-ধারামূলে দেওয়ানী আদালতের নিকট হইতে পুনর্নিবন্ধীকরণের আদেশ লাভ করে, তাহা হইলে রেজিস্টারিং অফিসার পুনরায় ক্রমিক নম্বর দ্বারা উক্ত দলিল ফি-বহিতে এনট্রী করিবেন এবং পুনরায় রেজিস্টার বহিতে নকল করিবার ব্যবস্থা করিবেন। পূর্বে যে সকল এনডোর্সমেণ্ট লিখিত হইয়াছিল তাহা দ্বিতীয়বার নকলের সময় ধারাবাহিকভাবে দলিলের অংশস্বরূপে পৃষ্ঠার বডিতে নকল করিতে হইবে। তবে আংশিক প্রত্যাখ্যাত দলিল পুনরায় নিবন্ধীকরণের সময় কোন ফিস্-আদি গ্রহণ করা যাইবে না।

উপরিলিখিত (বি)-অংশের ন্যায় পুনর্নিবন্ধীকরণের ক্ষেত্রে দলিল দাখিলের এনডোর্সমেণ্টে 'প্রেজেনটেড্' শব্দের স্থলে 'রি-প্রেজেনটেড্' লিখিতে হইবে এবং ৫৮-ধারামূলে এনডোর্সমেণ্টের স্থলে ৮-পরিশিষ্টের ২নং ফরমে রি-এনডোর্সমেণ্ট লিখিতে হইবে। (প্যারা ১০৮)

(২১) **দলিল ডেলিভারি :** নিবন্ধীকরণের জন্য দলিল দাখিল করা হইলে ৫২-ধারা অনুসারে দাখিলকারীকে একখানি রসীদ প্রদান করা হয় ; দলিলখানি ফেরত লইবার সময় পুনরায় রেজিস্ট্রেসন অফিসে উক্ত রসীদ দাখিল করিতে হয় ; দলিলদাখিলকারী স্বয়ং রসীদ দাখিল করিলে দলিল ডেলিভারি পাইবেন। কিন্তু তিনি স্বয়ং না আসিয়া রসীদের বিপরীত পৃষ্ঠায় নির্দিষ্ট স্থানে অপর কোন ব্যক্তিকে দলিলখানি ফেরত লইবার জন্য বরাত দিতে পারেন ; দলিলদাখিলকারী যে ব্যক্তিকে বরাত দিবেন সেই ব্যক্তির নাম দাখিলকারী স্বহস্তে লিখিয়া আপন নাম স্বাক্ষর করিয়া দিবেন। তবে দলিলদাখিলকারী লিখিতে না জানিলে দলিল রেজিস্টারির সময় যে ব্যক্তি তাঁহার নাম 'ব-কলমে' লিখিয়াছিলেন সেই ব্যক্তি সাধারণতঃ তাঁহার নাম

'ব-কলমে' বিপরীত রসীদের পৃষ্ঠায় স্বাক্ষর করিবেন। ইহাই সাধারণ নিয়ম; তবে উক্ত নিয়ম পালিত না হইলেও রেজিস্টারিং অফিসার বিবেচনা করিয়া দলিল ডেলিভারি দিতে পারেন। কোন দলিলদাখিলকারী রসীদে কোন ব্যক্তিকে 'বরাত' না লিখিয়া দিয়া ইহলোক ত্যাগ করিলে মৃত ব্যক্তির বৈধ বা বিধিসংগত প্রতিনিধি রসীদ দাখিল করিয়া দলিলখানি ডেলিভারি লইতে পারেন। অবশ্য এরূপ ক্ষেত্রে দলিলখানি ডেলিভারি দিবার পূর্বে রেজিস্টারিং অফিসার নিঃসন্দেহ হইবেন যে এইরূপ দলিল ডেলিভারিতে প্রতারিত হইবার সম্ভাবনা নাই; সেজন্য এরূপ ক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা নিরাপদ পন্থা হইতেছে এই যে, যে ব্যক্তি দেওয়ানী আদালত হইতে দলিলখানি ফেরত লইবার অর্ডার গ্রহণ করেন তাঁহাকেই দলিলখানি ডেলিভারি প্রদান করা।

কোন দলিলদাখিলকারী দলিলখানি ফেরত লইবার জন্য কোন ব্যক্তিকে মনোনীত করিবার পর মনোনীত ব্যক্তি দলিল ডেলিভারি লইবার পূর্বে ইহলোক ত্যাগ করিলে মনোনীত ব্যক্তির বৈধ প্রতিনিধিকে দলিলদাখিলকারীর লিখিত সম্মতি ব্যতিরেকে দলিলখানি ফেরত দেওয়া যাইবে না।

কোন দলিল ডেলিভারি না দিবার জন্য দেওয়ানী আদালত আসেধাজ্ঞা (ইন্‌জাংসান) ইসু করিলে রেজিস্টারিং অফিসার উক্ত আসেধাজ্ঞা অমান্য করিয়া কোন ব্যক্তিকেই দলিলখানি ডেলিভারি দিবেন না।

(২২) ৫২-ধারা অনুসারে প্রদত্ত রসীদ বিনাশ এবং দলিল ফেরত লইবার প্রণালী: রসীদখানি যে হারাইয়া গিয়াছে এবং দলিলখানি যে ফেরত দিতে হইবে—এই মর্মে লিখিতভাবে রেজিস্টারিং অফিসারের নিকট একখানি দরখাস্ত করিতে হইবে; যে ব্যক্তি দলিলখানি দাখিল করিয়াছিলেন (অর্থাৎ দলিলখানি নিবন্ধীকরণের জন্য গ্রহণ করিবার সময় যে ব্যক্তিকে রসীদখানি প্রদান করা হইয়াছিল) তিনিই উক্ত দরখাস্ত করিবেন। দরখাস্ত প্রাপ্ত হইয়া রেজিস্টারিং অফিসার দাখিল-কারীর সনাক্ত গ্রহণ করিবেন এবং মূল রসীদখানি যে হারাইয়া গিয়াছে সে সম্পর্কে প্রমাণাদি গ্রহণ করিবেন। যদি দলিলদাখিলকারী দলিলের গ্রহীতা না হয় তাহা হইলে দরখাস্তকারীর ব্যয়ে দলিলের গ্রহীতাকে রেজিস্টারিং অফিসার ডাকযোগে একখানি নোটিশ দিবেন। গ্রহীতাকে অফিসে হাজির হইয়া সাক্ষ্য প্রমাণাদি দিবার জন্য উক্ত নোটিশ প্রদানের পরে যথেষ্ট সময় প্রদান করা হইবে। যথেষ্ট সময় উত্তীর্ণ হইবার পর, উক্ত দলিলের নিবন্ধীকরণ কার্যবিধি সম্পন্ন না হইয়া থাকিলে একখানি ডুপ্লিকেট রসীদ দরখাস্তকারীকে প্রদান করা হইবে; কিন্তু দলিলখানির নিবন্ধীকরণ কার্য সমাপ্ত হইয়া থাকিলে ডুপ্লিকেট রসীদের পরিবর্তে দলিলখানি দরখাস্তকারীকে ফেরত দিতে হইবে। রেজিস্টারিং অফিসার রসীদ বহিতে উক্ত রসীদের প্রতিপত্রের

(কাউন্টার ফয়েলে) সহিত একখানি সাদা কাগজে নিম্নলিখিত সার্টিফিকেট লিখিয়া কাগজখানি আঁটিয়া রাখিবার ব্যবস্থা করিবেন।

"এতদ্বারা প্রমাণিত করা যাইতেছে যে মূল রসীদ বিনষ্টের সত্যতা আমার নিকট প্রতিপাদিত হইয়াছে, দলিলদাখিলকারী যথাযথ সনাক্তকৃত হইয়াছে এবং অপর পৃষ্ঠায় প্রদত্ত গ্রাহকের স্বাক্ষরমূলে গ্রাহককে দলিলখানি প্রত্যর্পণ করা হইয়াছে।"

তারিখ অবর-নিবন্ধক

দরখাস্তকারী যদি দলিলদাখিলকারী না হয় তবে রেজিস্টারিং অফিসার ডুপ্লিকেট রসীদ বা দলিল কিছুই দিবেন না; অবশ্য তিনি যদি সন্তুষ্ট হন যে, এ বিষয়ে প্রতারিত হইবার কোন সম্ভাবনা নাই তাহা হইলে দলিল ডেলিভারি দেওয়া যাইতে পারে।

আমরা জানি যে দলিলের নিবন্ধীকরণ সম্পূর্ণ হইয়া থাকিলে ডুপ্লিকেট রসীদ না দিয়া দলিলখানি উপরিলিখিত নিয়মানুসারে ফেরত দিতে হইবে। দলিল ফেরত দিতে হইলে ফিস্-টেবলের এফ (১) (i) বা (ii) আর্টিকেল অনুসারে ১ টাকা তল্লাস ফিস্ ধার্য করিতে হইবে; ফিস্ উক্ত সাদা কাগজে নোট করা থাকিবে। পেন্ডিং বা অসমাপ্ত দলিলের ক্ষেত্রে ডুপ্লিকেট রসীদ দিবার কথা উপরে উল্লেখ করা হইয়াছে। এরূপ ক্ষেত্রে কোন ফিস্আদি লইবার প্রযোজন নাই।

এই বিষয়ের জন্য ভিন্নভাবে সংরক্ষিত টিপ-বহিতে দরখাস্তকারীর একটি টিপ লইতে হইবে; উক্ত রেজিস্টার বহির ২নং কলমের হেডিং এইরূপে পরিবর্তন করিতে হইবে—"দরখাস্তকারীর স্ট্যাটাস্ (অর্থাৎ দলিলের দাখিলকারী বা গ্রহীতা ইত্যাদি) এবং তাহার নাম ও স্বাক্ষর।" দলিলখানি ফেরত দিবার পূর্বে রেজিস্টারিং অফিসার পূর্বের টিপের সহিত বর্তমান টিপ মিলাইয়া দেখিবেন।

উক্ত বিষয়ে রেজিস্ট্রেসন অফিসে যে দরখাস্ত করিতে হয় তাহা দরখাস্ত সম্পর্কিত পরিচ্ছেদে লিখিত হইয়াছে। ১৩নং দরখাস্ত দেখুন। (প্যারা ১১১)

(২৩) **তল্লাস এবং পরিদর্শনের ফিস্ যে সকল স্থানে দিতে হয় না:** নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে কোন দলিলের নকল লইতে হইলে তল্লাস বা পরিদর্শন ফিস্ দিতে হয় না—

(এ) যে দলিল নিবন্ধীকরণের জন্য গৃহীত হইয়াছে কিন্তু পার্টি উক্ত দলিলের নকলের জন্য যখন দরখাস্ত করেন তখন উক্ত দলিল রজিস্টার বহিতে কপি করা না হইয়া থাকিলে তল্লাস এবং পরিদর্শন ফিস্ দিতে হয় না।

(বি) যে দলিল দাখিল লওয়া হইয়াছে কিন্তু নিবন্ধীকরণের জন্য তখনও যে দলিল অ্যাড্মিট্ করা হয় নাই সেই দলিলের নকল প্রার্থনা করিলে কোন তল্লাস বা পরিদর্শন ফিস্ দিতে হয় না (যেমন পেন্ডিং দলিল)।

(সি) কোন দলিলের নিবন্ধীকরণ প্রত্যাখ্যানের সময় যদি উক্ত প্রত্যাখ্যাত দলিলের নকল প্রার্থনা করা হয় তবে সে ক্ষেত্রে তল্লাস বা পরিদর্শনের জন্য কোন ফিস্ দিতে হয় না।

(২৪) তল্লাসকারী ব্যক্তির কর্তব্য : তল্লাসকারী ব্যক্তি তল্লাসের ফলাফল সম্পর্কে একটি নোট সার্চ রেজিস্টারে দিবেন; অর্থাৎ তল্লাসের উদ্দেশ্য সফল হইল কিনা সে সম্পর্কে নোট দিতে হইবে।

(২৫) তল্লাস বা নকলের রসীদ হারাইলে যে ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হয় : যে ব্যক্তিকে অফিস হইতে প্রথম রসীদ প্রদান করা হইয়াছিল সেই ব্যক্তিকে রসীদ যে হারাইয়া গিয়াছে এই মর্মে লিখিতভাবে রেজিস্টারিং অফিসারের নিকট দরখাস্ত করিতে হইবে। উক্ত দরখাস্তে নিম্নলিখিত সংবাদও পরিবেশন করিতে হইবে—যথা, দরখাস্তকারীর নাম ও ঠিকানা, প্রথম দরখাস্তের (তল্লাস ও নকলের) তারিখ, কোন্ প্রকারের দলিল (বিক্রয়-কোবালা, কি দানপত্র, কি বিনিময় ইত্যাদি), দলিলে দরখাস্তকারীর স্বার্থ (অর্থাৎ দরখাস্তকারী দলিলে দাতা কি গ্রহীতা, কি তৃতীয় পক্ষ তাহার উল্লেখ করিতে হইবে) এবং প্রথম দরখাস্তে দলিল সনাক্তকরণের জন্য এবং (এফ) ও (জি) আর্টিকেলমূলে ফিস্ নির্ধারণের জন্য যে যে বিবরণ প্রদান করা হইয়াছিল ইত্যাদি সকল বিষয় দরখাস্তে লিখিতে হইবে। এই দরখাস্ত প্রাপ্ত হইয়া রেজিস্টারিং অফিসার দরখাস্তকারীর সনাক্তকরণ গ্রহণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইবেন যে, এই ব্যক্তিই নকলপ্রার্থী এবং তিনি দরখাস্তের বিবরণের সহিত এই নকল সম্পর্কে সার্চ রেজিস্টারে লিখিত বিবরণ মিলাইয়া দেখিয়া দরখাস্তে লিখিত বিবরণের সত্যতা সম্পর্কে সন্তুষ্ট হইবেন। দরখাস্তের বিবরণ সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হইলে রেজিস্টারিং অফিসার দরখাস্তকারীকে দলিলের নকলটি প্রদান করিবেন। নকল পাইবার স্বীকৃতি স্বরূপে একখানি সাদা কাগজে দরখাস্তকারীর স্বাক্ষর লইবেন, উক্ত সাদা কাগজে রেজিস্টারিং অফিসার নিম্নলিখিত নোট দিবেন—

"এতদ্বারা প্রমাণিত করা যাইতেছে যে মূল রসীদ বিনষ্টের সত্যতা আমার নিকট প্রতিপাদিত হইয়াছে, দরখাস্তকারী যথাযথ সনাক্তকৃত হইয়াছে এবং বিপরীত পৃষ্ঠায় প্রদত্ত দরখাস্তকারীর স্বাক্ষরমূলে দরখাস্তকারীকে তারিখের নং দলিলের নকল প্রত্যর্পণ করা হইয়াছে।" (প্যারা ১৮৮)

(২৬) আপীল ও আবেদন : অবর-নিবন্ধক কোন দলিলের নিবন্ধীকরণ প্রত্যাখ্যান করিলে পার্টি রেজিস্ট্রেসন আইনের ৭২-ধারামূলে আপীল এবং ৭৩-ধারামূলে জেলা-নিবন্ধকের নিকট দরখাস্ত করিতে পারেন। দরখাস্তকারী বা আপীলকারী সঙ্গে সঙ্গে দলিলখানি জমা দিতে না পারিলে, সময় চাহিয়া আবেদন করিতে পারেন বা সমন ইস্যু করিবার ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারেন। আপীল করিতে হইলে ৭৫

পয়সার কোর্ট-ফি দ্বারা করিতে হয় ; কিন্তু আবেদনের দরখাস্ত সাদা কাগজে করা চলে ; উক্ত আপীল বা আবেদনের দরখাস্তের সহিত প্রত্যাখ্যানাদেশের নকলও দিতে হয়। প্রত্যাখ্যানাদেশের নকল অবর-নিবন্ধক অফিসে বিনা খরচায় পাওয়া যায় ; প্রত্যাখ্যানাদেশের দিন হইতে ত্রিশ দিনের মধ্যে জেলা অফিসে আপীল বা দরখাস্ত করিতে হয়। উক্ত দলিল প্রকৃতই সম্পাদিত হইয়াছে এইরূপ প্রমাণ পাইলে জেলা-নিবন্ধক উহা রেজিস্ট্রী করিবার আদেশ প্রদান করিবেন।

নিবন্ধকের আদেশের বিরুদ্ধে দেওয়ানী আদালতে মোকদ্দমা রুজু করিবার প্রযোজন হইলে পার্টি নিবন্ধকের আদেশের নকল লইয়া যে তারিখে নিবন্ধক আদেশ প্রদান করিয়াছেন সেই তারিখ হইতে ত্রিশ দিনের মধ্যে দেওয়ানী আদালতে মোকদ্দমা রুজু করিতে হইবে। মামলার রায়ে দেওয়ানী আদালত দলিল রেজিস্ট্রী করিবার নির্দেশ প্রদান করিলে রায় প্রকাশের তারিখ হইতে ত্রিশ দিনের মধ্যে উক্ত দলিল অবর-নিবন্ধকের নিকট নিবন্ধীকরণের জন্য দাখিল করিতে হইবে। ত্রিশদিন অতীত হইলে দেওয়ানী আদালতের রায় আর কার্যকরী হইবে না ; ইহার পর আর কোন আপীল চলিবে না।

নিবন্ধকের নিকট ৭২ বা ৭৩-ধারামূলে আপীল বা আবেদনের দরখাস্ত কেবলমাত্র দলিলের দাতা বা গৃহীতা বা তাঁহাদের এজেন্ট করিতে পারিবে (৩৩-ধারায় বর্ণিত মোক্তারনামামূলে নিযুক্ত এজেন্টই কেবলমাত্র গ্রাহ্য)। আপীল বা আবেদনের দরখাস্ত ডাকযোগে প্রেরণ করা যায় না ; করিলেও তাহা গ্রাহ্য হইবে না। (প্যারা ২১১-২১৩)

(২৭) **বিকৃত মস্তিষ্কের সম্পত্তি হস্তান্তর :** বিকৃত মস্তিষ্কসম্পন্ন ব্যক্তির সম্পত্তি কেবলমাত্র আদালত কর্তৃক নিযুক্ত অভিভাবক বা ম্যানেজার আইনসঙ্গতভাবে হস্তান্তর করিতে পারেন ; সুতরাং নাবালকের স্বাভাবিক অভিভাবক যেমন কোর্টের অনুমতি ছাড়াই বৈধভাবে সম্পত্তি হস্তান্তর করিতে পারেন বিকৃত মস্তিষ্কের জন্য এরূপ কোন স্বাভাবিক অভিভাবক নাই। ১৯১২ সালের ভারতীয় বিকৃত মস্তিষ্ক আইনের ৭৫-ধারা দ্রষ্টব্য। তবে যদি কেহ কোর্টের অনুমতি না লইয়া বিকৃত মস্তিষ্কের অভিভাবক স্বরূপে দলিল সম্পাদন করিয়া বিকৃত মস্তিষ্কের সম্পত্তি হস্তান্তরের উদ্দেশ্যে দলিল দাখিল করেন, তবে অন্যান্য শর্ত পূরণ হইলে দলিলখানি গৃহীত হইবে এবং নিবন্ধীকৃত হইবে ; কিন্তু পরিণামে উপর আদালতে ১৯১২ সালের আইনের পরিপ্রেক্ষিতে নাকচ হইয়া যাইবে।

(২৮) **সম্পাদনকারী দলিল পাঠ করিতে অক্ষম হইলে দলিলখানি পাঠ করিয়া শুনাইতে হইবে :** সম্পাদনকারী দলিল পাঠ করিতে অক্ষম হইলে বা সম্পাদনকারী পর্দানশীন মহিলা হইলে দলিল-লেখক বা অপর কেহ—যিনি ভাল লিখিতে পড়িতে পারেন—দলিলখানি পাঠ করিয়া সম্পাদনকারীকে বা পর্দানশীন

মহিলাকে শুনাইবেন; সম্পাদনকারী দলিলের মর্ম ভাল করিয়া উপলব্ধি করিলে সম্পাদনকারীর স্বাক্ষর লওয়া উচিত। দলিল যে সম্পাদনকারীকে পাঠ করিয়া শুনান হইয়াছে সেই মর্মে দলিলপাঠক শেষে নিম্নলিখিতরূপ সার্টিফিকেট দিবেন—

"দলিলখানি সম্পূর্ণ পাঠ করিয়া দাতাকে শ্রবণ করাইলাম এবং দলিলের মর্ম উপলব্ধি করিয়া দাতা স্বেচ্ছায় দলিলে সম্পাদনের স্বাক্ষর করিয়াছেন।"

(২৯) দলিল একাধিক কালিতে লিখিত হইতে পারে: এরূপ ক্ষেত্রে রেজিস্টারিং অফিসার দাখিলকারীকে উক্ত বিষয় সম্পর্কে একটি কৈফিয়ত লিখিয়া দিতে নির্দেশ প্রদান করিবেন।

(৩০) দলিল দাখিলের সময়: দলিল দাখিলের সময় সাধারণতঃ বেলা ১০-৩০ মিঃ হইতে ২টা পর্যন্ত; শনিবার দিন বেলা ১০-৩০ মিঃ হইতে ১২-৩০ মিঃ পর্যন্ত; তবে রেজিস্টারিং অফিসার প্রয়োজন বিবেচনা করিলে নির্ধারিত সময়ের পরেও দূর স্থান হইতে আগত মহিলা, বয়স্ক বা অসুস্থ ব্যক্তির নিকট হইতে দলিল দাখিল লইতে পারেন।

(৩১) স্বল্পমূল্য বিবেচিত সম্পত্তি সংক্রান্ত দলিল: যদিও রেজিস্টারিং অফিসার দলিলে লিখিত সম্পত্তির মূল্য পরীক্ষা করিবার জন্য দায়যুক্ত নহেন তথাপি তিনি প্রয়োজনবোধে এ সম্পর্কে কালেক্টারের নিকট রিপোর্ট করিয়া ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারেন, মূল্য কম বিবেচিত হইলে ষ্ট্যাম্প আইন অনুসারে জরিমানা হইবে। সুতরাং হস্তান্তরিত সম্পত্তির মূল্য কম করিয়া লেখা কখনই উচিত নহে।

(৩২) দলিলের সাক্ষী: দলিলে সাক্ষী আছে কি না তাহা রেজিস্টারিং অফিসার দেখিবার জন্য দায়যুক্ত নহেন; তিনি অনুরোধ করিতে পারেন মাত্র। সম্পত্তি হস্তান্তর আইনে দানপত্র, মর্টগেজ ইত্যাদি দলিলে বাধ্যতামূলকভাবে সাক্ষীর সম্পর্কে বিধান রাখা হইয়াছে; সাক্ষীরা কেমনভাবে প্রত্যয়ন করিবে তাহাও বলা আছে। এ প্রসঙ্গে বিশেষ আলোচনার প্রয়োজন আছে। সম্পত্তি হস্তান্তর আইন দেখুন।

(৩৩) প্রতিনিধি, অ্যাসাইন বা এজেন্ট দ্বারা দলিল দাখিল: কোন প্রতিনিধি বা অ্যাসাইন কোন দলিল দাখিল করিতে চাহিলে তাঁহাকে তাঁহার উক্ত স্ট্যাটাস সম্পর্কে রেজিস্টারিং অফিসারকে সন্তুষ্ট করিতে হইবে।

এ সম্পর্কে একটা বিষয় প্রণিধানযোগ্য। যেখানে এজেন্টই দলিল সম্পাদন করিয়া দলিল দাখিল করেন সেখানে রেজিস্টারিং অফিসারকে এজেন্টের দলিল সম্পাদন করিবার ক্ষমতা সম্পর্কে কোন প্রকার সন্তুষ্ট করিবার বাধ্যবাধকতা নাই। কিন্তু যদি প্রিন্সিপ্যাল দলিল সম্পাদন করেন এবং এজেন্ট উক্ত দলিল দাখিল করেন

তবে রেজিস্ট্রেসন আইনের ৩৩-ধারা অনুসারে পাওয়ারনামা রেজিস্টারিং অফিসারের সন্তুষ্টির জন্য দাখিল করিতে হইবে।

(৩৪) **জরিমানা:** যে প্রকার দলিল রেজিস্ট্রেসন আইনের অন্তর্গত ফিস্ প্রদান হইতে রেহাইপ্রাপ্ত, সে সকল দলিলে ২৫-ধারা এবং ৩৪-ধারা অনুসারে কোন প্রকার জরিমানা প্রদান করিতে হইবে না।

(৩৫) **প্রকাশ্যে সম্পাদন অস্বীকার:** কোন দলিলের সম্পাদন প্রকাশ্যে অস্বীকৃত হইলে অবর-নিবন্ধক তৎক্ষণাৎ ঊর্ধ্বতন জেলা-নিবন্ধককে জানাইবেন। জেলা-নিবন্ধক ম্যাজিস্ট্রেটের ন্যায় অনুসন্ধান কবিবেন যে সম্পাদন-স্বাক্ষর জাল কি না অথবা সম্পাদনকারী মিথ্যা ভাষণ প্রদান কবিয়াছেন কি না। তিনি অন্য ব্যবস্থাও লইতে পারিবেন। (প্যারা ৯০)

(৩৬) **প্রমাণীকৃত মোক্তারনামার সার্টিফায়েড কপি সহযোগে দলিল দাখিল:** নিয়মানুসাবে কোন এজেণ্টকে প্রমাণীকৃত মূল মোক্তারনামাসহ সম্পাদিত দলিল দাখিল করিতে হইবে। কিন্তু ১৮৮২ সালে রচিত মোক্তারনামা আইন ৭-এর ৪(এ) ধারার নির্দেশানুসারে যদি কোন মোক্তারনামা হাইকোর্টে জমা থাকে, তবে সেই মোক্তারনামার সার্টিফায়েড কপি উক্ত আইনের ৪(ডি) ধারানুসারে কোন সম্পাদিত দলিলের সহিত এজেণ্ট দাখিল করিতে পারে।

(৩৭) **নাবালকের দলিল দাখিল করিবার অধিকার:** রেজিস্ট্রেসন আইনেব ৩৫-ধারায় লিখিত আছে যে নাবালক স্বয়ং দলিল সম্পাদন করিতে পারে না, অর্থাৎ নাবালকের দ্বাবা সম্পত্তি হস্তান্তর সিদ্ধ নহে। কিন্তু নাবালক কি দলিলের গ্রহীতারূপে দলিল দাখিল করিতে পারে না? রেজিস্ট্রেসন আইনের ৩২-ধারায় নির্দেশিত আছে কোন্ কোন্ ব্যক্তি দলিল দাখিল করিতে পারেন। ৩৫-ধারায় যেমন পরিষ্কারভাবে লিখিত আছে, নাবালকে দলিল সম্পাদন করিতে পাবে না, ৩২-ধারায় তেমন কিন্তু অদ্ব্যর্থক ভাষায় লিখিত নাই যে নাবালক দলিল দাখিল করিতে পারে না। তবে রেজিস্ট্রেসন ম্যানুয়ালে (১৯৬৩ সংস্করণ, পৃঃ ২৯) লিখিত আছে যে নাবালকের দ্বারা দলিল দাখিল রেজিস্ট্রেসন আইনের অভিপ্রেত নহে; অর্থাৎ নাবালকে দলিল দাখিল করিতে পারে না। কয়েকটি হাইকোর্টের বিচারের রায়ে অনুরূপ অভিমত প্রকাশ করা আছে।

কিন্তু একাধিক হাইকোর্টের বিচারের রায়ে (চেট্টিফার্ম, চিনাম্মি, হেমন্ত ইত্যাদি; ভৌমিক, পৃঃ ১২৮) নির্দেশিত হইয়াছে যে নাবালকে দলিল দাখিল করিতে পারে; কারণ, রেজিস্ট্রেসন আইনে কোন নিষেধ আরোপিত হয় নাই। রেজিস্ট্রেসন ম্যানুয়ালে যে ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে শ্রীভৌমিকের মতে তাহা অশুদ্ধ।

প্রচলিত আইনের দৃষ্টিকোণ হইতে বিচার করিতে হইবে কোন্ বক্তব্যটি অধিকতর গ্রহণযোগ্য। আমরা জানি প্রত্যেক দলিলই মূলতঃ একপ্রকার চুক্তিপত্র। ভারতীয় চুক্তি আইনের ১১-ধারার নির্দেশ—নাবালকের দ্বারা সম্পাদিত কোন প্রকার চুক্তি আইনত অসিদ্ধ (ভয়েড্)। সুতরাং কোন নাবালক দলিলগ্রহীতা হইতে পারে না এবং দলিল দাখিল করিতে পারে না। রেজিস্ট্রেসন আইনের ৩২-ধারা চুক্তি আইনের ১১-ধারা অবজ্ঞা করিয়া ব্যাখ্যা করা যুক্তিযুক্ত নয়।

(৩৮) আইনঘটিত ব্যাপারে সরকারী উকিলের মতামত ঃ গভর্ণমেণ্ট প্লিডার কোন সরকারী অফিসের প্রধানকে (হেড অব অফিসকে) সবকারের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট আইন ঘটিত বিষযে মতামত প্রদান করিয়া থাকেন। সুতরাং, জেলা নিবন্ধক কোন ফিস প্রদান না কবিযা সরকারী উকিলের নিকট হইতে আইন ঘটিত বিষয়ে মতামত গ্রহণ করিবেন। পরে, প্রয়োজন বোধে সরকারী উকিলের মতামত সহ মহা-নিবন্ধ পরিদর্শকের অভিমতের জন্য জেলা নিবন্ধক লিখিতে পারেন (প্যারা ৩৬৪)। উক্তরূপ প্রশাসনিক নির্দেশ হইতে আমরা এরূপ স্থির করিতে পারি যে অবর-নিবন্ধকও অফিস প্রধানরূপে প্রয়োজনে সরকারী উকিলের নিকট হইতে তাঁহার সরকারী কাজে প্রয়োজনীয় মতামত গ্রহণ করিতে পারেন।

(৩৯) একাধিক ষ্ট্যাম্প কাগজ ব্যবহারে সমাহর্তাকে রিপোর্ট প্রদান ঃ কোন একটি নিদর্শনপত্রে একখানি ষ্ট্যাম্প কাগজের পরিবর্তে একাধিক ষ্ট্যাম্প কাগজ করা হইলে অবর-নিবন্ধক সমাহর্তাকে রিপোর্ট করিবেন (নং ১২৩৬-এস, আর, তাং ৭. ৮. ১৯২৩, প্যারা ৩৫৯)। তবে, অনেকগুলি ষ্ট্যাম্প কাগজ জুড়িয়া শেষে 'এক ষ্ট্যাম্পের' সার্টিফিকেট প্রদত্ত হইলে, সেরূপ ক্ষেত্রে রিপোর্ট করিবার প্রয়োজন নাই।

(৪০) অবর-নিবন্ধকের কর্মস্থলে অনুপস্থিতি ঃ অবর-নিবন্ধক জেল-নিবন্ধকের অনুমতি লইয়া কর্মস্থল পরিত্যাগ করিবেন। (প্যারা ৩৬১, ৩৬২)

(৪১) আয়রন সেফের ডুপ্লিকেট চাবি ঃ রেজিস্ট্রেসন অফিসের আয়রন-সেফের ডুপ্লিকেট চাবি এবং বাড়তি তালা ও চাবি ট্রেজারীতে জমা দিতে হইবে। রেজিস্টারিং অফিসার ফরওয়ার্ডিং চিঠিতে চাবি ও তালার নম্বর লিখিয়া ট্রেজারী অফিসারকে পাঠাইবেন। (প্যারা ৩৫২)

(৪২) নিদর্শনপত্রে ডেমি কাগজ ব্যবহার ঃ দলিল লিখিতে ডেমি কাগজ ব্যবহার বিধেয় [সিভিল রুলস এ্যাণ্ড অর্ডার্স, ভল্যুম-১, রুল ১৪ (১)]।

(৪৩) সাকসেশন লিস্ট ঃ প্রত্যেক রেজিস্ট্রেসন অফিসে রেজিস্টারিং অফিসার, করনিক ও মোহরারের জন্য নিয়মিত ভাবে সাকসেশন রেজিস্টার রক্ষিত

হইবে ; এই রেজিস্টারে উক্ত অফিসে অফিসার কতকাল কার্য করিয়াছেন সে বিষয়ে লিখিত থাকিবে। (প্যারা ৩৭২)

(৪৪) **কৃষকের লীজ দলিলে ষ্ট্যাম্প মাশুল** : ষ্ট্যাম্প সিডিউলের ৩৫-আর্টিকেলে কৃষকদিগের কয়েকটি ক্ষেত্রে লীজ দলিলের মাশুল প্রদান হইতে মুক্তি প্রদান করা আছে ; কিন্তু কিরূপ ক্ষেত্রে ? প্রথমত, লীজখানি চাষীর দ্বারা সম্পাদিত হইতে হইবে . দ্বিতীয়ত, চাষের উদ্দেশ্যে বিনা ফাইন বা প্রিমিয়াম প্রদানে লীজ সম্পাদিত হওয়া আবশ্যক, অন্য উদ্দেশ্য সংক্রান্ত লীজ দলিল হইলে তাহাতে ষ্ট্যাম্প দিতে হইবে। এই দুইটি শর্ত পূরণ হইলে এবং নিম্নলিখিত দুইটি শর্তের একটি অন্ততঃ পূরণ হইলে মাশুল লাগিবে না।

(১) লীজের মেয়াদ এক বৎসরের অধিক নহে। অথবা, (২) গড় বাৎসরিক খাজনা একশত টাকার অধিক নহে। লীজের মেয়াদ অনির্দিষ্ট কালের জন্য হইয়াও যদি গড় বার্ষিক খাজনা একশত টাকার অনধিক হয় তবে মাশুল লাগে না। (প্যারা ৩৫৬)

(৪৫) **স্পেশাল পাওয়ার অব এ্যাটর্নি ও ষ্ট্যাম্প মাশুল** : কোন পাওয়ার অব অ্যাটর্নি স্পেশাল হইতে হইলে একটিমাত্র ট্রানজাকসান সম্পর্কিত হইতে হইবে ; নির্দিষ্ট একটি সম্পত্তি বিক্রয় করিতে যে সকল কাজ করিতে হয়, তাহা একটি ট্রানজাকসান রূপে বিবেচিত হইবে ; অর্থাৎ, বায়নাপত্র ও বিক্রয় দলিল এক স্পেশাল পাওয়ার অব অ্যাটর্নি বলে রেজিস্ট্রী করা যাইবে। কিন্তু কোন ডিক্রী বলবৎ করিতে যে সকল ব্যবস্থা অবলম্বন করা দরকার তাহা করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলে উক্ত মোক্তারনামা জেনারেল রূপে গণ্য হইবে। (প্যারা ৩৫৭)

(৪৬) **দরখাস্তে ষ্ট্যাম্প মাশুল** : রেজিস্ট্রেসন আইনের ২৫, ৩১, ৩৩, ৩৪, ৩৬, ৩৮ ধারামতে যে দরখাস্ত করিতে হয় তাহাতে কোন প্রকার ষ্ট্যাম্প শুল্ক প্রদান করিতে হয় না। (প্যারা ৩৫৮)

(৪৭) **কলিকাতা ও হাওড়া পৌর এলাকাস্থ সম্পত্তির হস্তান্তরে প্রতীরণ প্রেরণ** : রুলে প্রতীরণ প্রেরণের নির্দেশ আছে ; মহানিবন্ধ পরিদর্শক এ ব্যাপারে বিশেষ নির্দেশ দিয়াছেন ; প্রথম রিটার্ন [ডি]-রেজিস্টার হইতে, এই রেজিস্টারে যে সকল দলিল ও সেল সার্টিফিকেট রেজিস্ট্রেসন অফিসে নিবন্ধীকৃত হয়, সেগুলি সম্পর্কে বিবরণ থাকে ; সেল সার্টিফিকেট সংক্রান্ত বিবরণ লাল কালিতে লিখিতে হইবে। যে সকল সেল সার্টিফিকেটের কপি রেজিস্ট্রেসন অফিসে সংরক্ষণের জন্য আসে, সেগুলি সম্পর্কে বিবরণ [ই]-রেজিস্টারে রাখিতে হইবে। প্রতিদিনের এনট্রী, রে. অ. পরীক্ষা করিবেন এবং সেই মর্মে সার্টিফিকেট প্রদানে স্বাক্ষর করিবেন। [ডি] ও [ই]-রেজিস্টারের কপি প্রত্যহ, যদি কিছু থাকে, মহানিবন্ধ

পরিদর্শককে পাঠাইতে হইবে; মাসের শেষে এক সপ্তাহের মধ্যে জেলা নিবন্ধককে এবং জেলা নিবন্ধক মাসের পনর তারিখের মধ্যে একটি একীকৃত রিটার্ন [এইচ] ফরমে মহানিবন্ধ পরিদর্শককে প্রেরণ করিবেন। কলিকাতা ও হাওড়া পৌর এলাকাস্থ সম্পত্তি সংক্রান্ত উক্ত তিন প্রকারের হস্তান্তরপত্র পৃথক রেজিস্টার বহিতে রেজিস্ট্রী করিতে হইবে; অনুরূপে, সেল সার্টিফিকেটের কপিও পৃথকভাবে ফাইল করিতে হইবে।

(৪৮) এক্সট্রা-মোহরার ও মোহরারের শিক্ষাগত যোগ্যতা: রেজিস্ট্রেসন অফিসের একস্ট্রা মোহরার ও মোহরারদিগের ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা হইতেছে ম্যাট্রিকুলেশন বা সমতুল পরীক্ষায় পাশ, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হস্তাক্ষর অবশ্য প্রয়োজনীয় (সাইনে কোয়ানন)। (ম্যানুয়াল প্যারা ৩১০, পৃঃ ২৬২-৬৩)

(৪৯) প্রাধিকৃত নহে এমন ব্যক্তি প্রতিনিধিত্ব করিতে পারেন না: উকিল বা ৩৩-ধারার নিয়মানুসারে প্রাধিকৃত এজেন্ট ব্যতীত অপর কেহ ৪১ (২)-ধারার বিধানাধীনে উইল বা দত্তক প্রাধিকারপত্রের অনুসন্ধানে, ৭২-ধারায় আপীল করিতে, ৭৩-ধারায় দরখাস্ত করিতে বা ৭৪-ধারায় অনুসন্ধানের জন্য আবেদন করিতে পারিবেন না। (প্যারা ২১৪)

(৫০) আপীল, অ্যাপ্লিকেশন সংক্রান্ত অন্যান্য নির্দেশ: ৭৩-ধারার দরখাস্তে সম্পাদন প্রমাণিত না হইলে নিবন্ধক রেজিস্ট্রেসন রিফিউস করিতে পারেন, বা প্রয়োজনে মামলা ভবিষ্যতের জন্য স্থগিত রাখিতে পারেন, অনুপস্থিতির জন্য, প্রসেস-ফি প্রভৃতি অনাদায়ের জন্য নিবন্ধক রেজিস্ট্রেসন প্রত্যাখ্যান করিলেও তিনি প্রয়োজন মনে করিলে উক্ত আদেশ পুনর্বিবেচনা করিতে পারেন (রিভিউ); দরখাস্তকারীর দোষে বা বিপরীতপক্ষের অনুপস্থিতিজনিত দোষে যে অর্ডার হয় তাহা রিভিউ হইবে না, এবং আপীল অ্যাপ্লিকেশন পুনরায় গ্রহণ করিতে পারেন। ৭২-ধারায় নিবন্ধক কেবলমাত্র জানিবেন কেন দাতা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে হাজির হয় নাই; অন্য কোন বিষয়ে তাঁহার এক্ষেত্রে জানিবার প্রয়োজন নাই। সম্পাদনকারী হাজির হইয়া বিলম্বের কারণ দর্শাইলে এবং নিবন্ধক উহাতে সন্তুষ্ট হইলে, দলিলখানি নিবন্ধীকরণের আদেশ প্রদান করিবেন। ৭২-ধারার জন্য সাক্ষীর হাজিরাতে নিবন্ধক বলোপধি প্রয়োগ পদ্ধতি (কোআরসিভ প্রসেস) অবলম্বন করিবেন না; স্বেচ্ছা প্রদত্ত সাক্ষীর জবানবন্দী গ্রহণ করিবেন মাত্র। কোন সম্পাদনকারীর দলিল নাবালক, বিকৃত মস্তিষ্ক ইত্যাদি কারণে প্রত্যাখ্যাত হইলে নিবন্ধক ৭২-ধারামূলে আপীলে পুনরায় বিবেচনা করিতে পারেন; যুক্তিযুক্ত মনে করিলে তিনি উক্ত দলিলের নিবন্ধীকরণের আদেশ প্রদান করিতে পারেন। ৭৪-ধারায় এনকোয়ারীতে সাক্ষীর সাক্ষ্য দেওয়ানী প্রক্রিয়া সংহিতায় নির্দেশিত ব্যবস্থায় গ্রহণ করিতে হইবে।

কমিশনে কোন সাক্ষীকে পরীক্ষা করিতে হইলে, দেওয়ানী প্রক্রিয়া সংহিতার ২৬ নং অর্ডার অনুসরণ করিতে হইবে। ৭২, ৭৩, ৭৫, ৭৭ ধারায় নিবন্ধক আদেশ করিবেন অর্থে আদেশ লিখিত এবং পক্ষগণকে জ্ঞাপন উভয়ই বুঝিতে হইবে। (প্যারা ২১৬-২২৫)

(৫১) **উইলের কপি ও মেমো ঃ** উইল, বিভিন্ন এলাকাস্থিত স্থাবর সম্পত্তি সংক্রান্ত হইলেও, কোন কপি বা মেমো পাঠাইতে হয় না, কেননা রেজিস্ট্রেসন আইনের ৬৪ হইতে ৬৭ ধারা নন-টেস্টামেণ্টারী দলিলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। (প্যারা ১২৩)

(৫২) **ইনডেক্স সংক্রান্ত নিয়ম ঃ** সরকারের তরফে বা সরকারের অনুকূলে দলিল হইলে ইনডেক্স-১ এ [জি] বর্ণে এনট্রী হইবে ; ২-নং কলমে সম্পাদনকারী অফিসারের নাম থাকিবে ; কোর্ট অব ওয়ার্ডস [ডবলিউ] বর্ণে হইবে ; অন্যান্য কোর্ট, [সি] বর্ণে ; কোম্পানীর নামে ইনডেক্স হইবে তবে আদ্য-আর্টিকেল ধরা হইবে না, যথা [দি] ...ও মরগীজ ব্যাঙ্ক—[এল] বর্ণে আসিবে, আর্টিকেল [দি] উপেক্ষা করা হইয়াছে। সমবায় সমিতি নামে হইবে ; যথা বারাসাত সমবায় সমিতি [বি, এ] তে হইবে। অ্যাডমিনিস্ট্রেটর জেনারেল, রিসিভার, অফিসিয়াল ট্রাস্টী, শেরিফ অব ক্যালকাটা সংক্রান্ত দলিল হইলে, ১নং ইনডেক্স অ্যাডমিনিস্ট্রেটর জেনারেল ইত্যাদি পদবী দ্বারা হইবে। জেলা পরিষদ, অঞ্চল পরিষদ, মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যানের নামে দলিল হইলে পরিষদ, মিউনিসিপ্যালিটি নামে এনট্রী হইবে ; চেয়ারম্যানের নাম দুই নং কলমে বসিবে। ৩-নং কলমে নিম্নলিখিত শব্দ ব্যবহার করিতে হইবে।

লীজে :—লেসর—লেসী ; পাট্টাতে :—একসিকিউট্যাণ্ট লেসর—ক্লেম্যাণ্ট লেসী ; কবুলিয়তে :—একসিকিউট্যাণ্ট লেসী—ক্লেম্যাণ্ট লেসর। পারপিচুয়াল বুঝাইতে পি, ইনডেফিনাইট বুঝাইতে আই, টার্ম বুঝাইতে টি ব্যবহার করিতে হইবে। বিক্রয়ে :—ভেণ্ডর—ভেণ্ডী ; মরগীজে :—মরগীজর—মরগীজি ; ইউসুফ্রাকচুয়ারী হইলে 'ইউ' মরগীজ শব্দের পূর্বে যুক্ত করিতে হইবে ; রিকনভেয়ানসেস :—রিকনভেয়র—রিকনভেয়ী ; রিলিজে :— রিলিজর—রিলিজী ; দানপত্রে : - ডোনর—ডোনী ; নিরূপণপত্রে :— ডোনর অব সেটেলমেণ্ট—ডোনী অব সেটেলমেণ্ট ; পার্টিশানে :— পার্টিশানার ; অ্যাসাইনমেণ্ট :— অ্যাসাইনর—অ্যাসাইনী ; ডিক্রী ও সেল সার্টিফিকেটে :— ডিক্রী হোল্ডার, জাজমেণ্ট ডেটর এবং অকশান পারচেজার ; ইস্তফাপত্রে :— সারেণ্ডারার—সারেণ্ডারী ; অ্যাওয়ার্ড :— আরবিট্রেটর—পার্টি টু দি অ্যাওয়ার্ড। রিপ্রেজেণ্টেটিভ, গার্জেন ইত্যাদি হইলে নাম এণ্ট্রীর পর উক্ত পদমর্যাদার উল্লেখ করিতে হইবে ; যথা শ্রী ধীমান.........গার্জেন অব মাইনর শ্রী.........ইত্যাদি।

৩ নং ইনডেক্সের ৩ নং কলমে—

উইলে :—টেস্টেটর, টেস্টেট্রিকস, ডিপজির, একজিকিউটর, একজিকিউট্রিকস কাল কালিতে লিখিতে হইবে ; ক্লেম্যাণ্ট, লেগ্যাটি লাল কালিতে।

দত্তকের প্রাধিকারপত্রে :—ডোনর—ডোনী।

৪ নং ইনডেক্সের ৩ নং কলমে—

বণ্ড :—অবলাইজর—অবলাইজী ; ইন্সটলমেণ্ট বণ্ড :—অবলাইজর—অবলাইজী ; বিক্রয় :— ভেণ্ডর—ভেণ্ডী ; রিসীট (রসীদ) :—ডেটর—ক্রেডিটর ; দানপত্র :—ডোনর—ডোনী ; অ্যাসাইনমেণ্ট :— অ্যাসাইনর—অ্যাসাইনী ; ইনসিউর্যান্স-পলিসি :— ইন্‌সিউরার—ইন্‌সিওর্‌ড ; বিল অব এক্সচেঞ্জ (হুণ্ডি), প্রমিজরি নোট :— ড্রয়ার—ড্রয়ী, ও এনডোরসার , ডিক্রী :— ডিক্রী-হোল্ডার—জাজমেণ্ট ডেটর ; ডিভোর্স :— ডিভোরসার—ডিভোরসী ; ব্যক্তিগত সেবার জন্য চুক্তিপত্র :—মাষ্টার—সারভ্যাণ্ট ; রিলিজ :—রিলিজর—রিলিজী ; অ্যাডপশান :— অ্যাডপটার—অ্যাপডটেড।

ইনকেক্স—২ তে সম্পত্তির বর্ণনা থাকে ; সম্পত্তি রাস্তা ও নম্বর দ্বারা চিহ্নিত হইলে, ১নং কলমে রাস্তার নাম ও নম্বর দিতে হইবে ; সম্পত্তির বৈশিষ্ট্যমূলক কোন নাম থাকিলে সেই নাম দিতে হইবে। বৈশিষ্ট্যমূলক কিছু না থাকিলে, মৌজা-ওয়ারী ইনডেক্স করিতে এবং ১নং কলমে মৌজার নাম বসিবে ; রায়তীস্বত্ব বিশিষ্ট বা হোলডিং হইলে তাহার উল্লেখ করিতে হইবে ; রাজস্ব প্রদানকারী বা খাজনা প্রদানকারী বা লাখেরাজ তাহা বলিতে হইবে ; কি প্রকারের স্বত্ব প্রভাবিত হইতেছে দলিলমূলে তাহা বলিতে হইবে। সাভে নম্বর, দাগ নং দিতে হইবে ; একাধিক দাগ নং থাকিলে প্রথম দাগ নং এবং অন্যান্যগুলির সংখ্যা দিতে হইবে ; যেমন, ২১টি প্লটের প্রথমটি ১০৫৩ হইলে লিখিতে হইবে : দাগ নং ১০৫৩ এবং অপর ২০টি। কিন্তু নম্বরগুলি পরপর হইলে—যথা ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪—১০ থেকে ১৪ এইরূপ লিখিতে হইবে।

উইলে, উইলদাতা জীবিত থাকিলে, টেসটেটর এবং একজিকিউটরের নাম ইনডেক্স করিতে হইবে ; গ্রহীতার নাম এরূপক্ষেত্রে ইনডেক্স করিবার প্রয়োজন নাই।

উইলকারীর মৃত্যুর পর উইল দাখিল হইলে গ্রহীতার নাম ইনডেক্স হইবে। উইল-এর সীলকভার খোলা হইলে অনুরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে ; এ ব্যাপারে, উইলসংক্রান্ত আইন ও রুলের বিধানে সবিশেষ লেখা আছে।

কপি ও মেমো ইনডেক্সে, যে অফিসে মূল দলিল রেজিস্ট্রী হইয়াছে, সেই অফিসের নাম দিতে হইবে কোথায় নিবন্ধীকৃত হইয়াছে তাহা নির্দেশ করিবার জন্য। যে অফিসে সেল সার্টিফিকেট ফাইল করা হইয়াছে, ইনডেক্সে সেই অফিসের নাম দিতে

হইবে। নাবালক ও গার্জেন, প্রিন্সিপ্যাল ও এজেন্ট, কিউরেটর কমিটি ও বিকৃত-মস্তিষ্ক উভয়ের নামই ইনডেক্স করিতে হইবে। অভিভাবক, প্রিন্সিপ্যাল এর পদবী নাম এনট্রীসহ দিতে হইবেঃ বিপাসাদেবী, অভিভাবিকা কুমার শাম্ব ইত্যাদি। নাবালকের নাম না থাকিলে, অভিভাবকের নাম ইনডেক্স করিয়া উক্ত বিষয়ে নোট দিতে হইবে। ডুপ্লিকেট, ট্রিপ্লিকেট কপির পুরা ইনডেক্স করিবার প্রয়োজন নাই; কেবলমাত্র, ভলিউম নং, পৃষ্ঠা নং এবং দলিলের নম্বর বসাইতে হইবে। কোন দলিলে কোন সম্পাদনকারীর রেজিস্ট্রেসন প্রত্যাখ্যাত হইলে তাঁহার নাম ইনডেক্স করিবার প্রয়োজন নাই। রি-রেজিস্ট্রেসনের ক্ষেত্রে, যাঁহারা রি-রেজিস্ট্রেসন সম্পাদন করিয়াছেন, তাঁহাদের নাম ইনডেক্স হইবে। যে ব্যক্তি স্বয়ং এবং অন্যের প্রতিনিধিরূপে কোন দলিল রেজিস্ট্রী করেন তাঁহার নাম দুইবার এনট্রি হইবে।

ইনডেক্সের সমস্ত সংশোধনে ইনডেক্স ক্লার্ক-এর ইনিসিয়াল থাকিবে (পরিচ্ছেদ-১২, ইনস্ট্রাকসন ও অর্ডার; প্যারা ১২৪ হইতে ১৩৭)। উপরে সারংশমাত্র প্রদান করা হইয়াছে। তবে কোন উপদেশই সম্পূর্ণ হইতে পারে না। ইনডেক্সের উদ্দেশ্য হইতেছে ব্যক্তি ও সম্পত্তির প্রাথমিক পরিচিতি এবং দলিলের প্রতিলিপি কোন্ রেজিস্টার বহিতে আছে তাহা বাহির করিতে সাহায্য করা। বহু প্রকারের দলিল হইতে পারে: একটি দলিল বহুবিষয় সংক্রান্তও হইতে পারে; বিভিন্ন শর্তের পরিপ্রেক্ষিতে দাতার পদবী যখন ভিন্ন-ভিন্ন হয়, তখন একাধিকবার উক্ত দাতার নাম এনট্রী হইতে পারে; দাতা গ্রহীতার পরিচিতি পদবী (অর্থাৎ, ডোনর, ভেনডর ইত্যাদি) না পাইলে, একসিকিউট্যান্ট, পার্টি ইত্যাদি জেনারেল শব্দের সাহায্যে বুঝাইতে চেষ্টা করিতে হইবে। যেমন, অ্যানুয়িটির ক্ষেত্রে ডোনর অব অ্যানুয়িটি বা অবলাইজর অব অ্যানুইটি ইত্যাদি এবং অ্যানুইট্যান্ট (বৃত্তিগ্রাহী), ডিক্লারেশন, এফিডেভিটের দাতাকে ডিক্লারান্ট বলা যায়; অনুরূপে ট্রাস্টের ডিক্লারান্ট; ট্রাস্টের বিনিফিসিয়ারী ইত্যাদি। একাধিক বিষয় সংক্রান্ত দলিলের ইনডেক্স সময় সাপেক্ষ কেননা বর্তমানে যেভাবে দলিল লেখা হয় তাহাতে দাতা গ্রহীতার যদি একাধিক চরিত্র বা পদবী থাকে তবে দলিল সম্পূর্ণ না পড়িলে বোঝা যায় না। তবে মোটামুটি দলিলে যেভাবে ফিস ও ষ্ট্যাম্প মাশুল প্রদত্ত থাকে, সেই অনুসারে ইনডেক্স ক্লার্ক তাঁহার কাজে অগ্রসর হইতে পারেন। এ ব্যাপারে বর্তমান পদ্ধতির সংস্কারের অবকাশ আছে।

রেজিস্ট্রেসন সংস্থার কর্মচারীদিগের প্রতি

পশ্চিমবঙ্গের শহরে ও গ্রামাঞ্চলে রেজিস্ট্রেসন অফিসগুলি স্থাপিত; জনসাধারণ অনেক সময় অফিসের কর্মচারীদিগের নিকট রেজিস্ট্রেসন আইন এবং দলিলাদি সম্পর্কে

জানিতে চাহেন; বাংলা ভাষায় কোন পুস্তক না থাকায় কর্মচারীদিগের দ্বারা অনেক সময় ইচ্ছা থাকা সত্বেও সঠিক সংবাদ পরিবেশন করা সম্ভব হয় না; এই পুস্তকখানি যত্ন সহকারে পাঠ করিলে তাঁহাদের যে অনেক বিষয়ে জ্ঞান হইবে তাহা নিঃসন্দেহ।

যাঁহারা রেজিস্ট্রেসন অফিসে কর্তব্যরত তাঁহারা জানেন প্রতিদিন বিভিন্ন শ্রেণীর ব্যক্তি রেজিস্ট্রেসন অফিসে স্ব-স্ব কাজে আসেন। তাহাদের আচার-ব্যবহারের উপর সরকারের মর্যাদা ও সুনাম বহুলাংশে নির্ভর করে; সুতরাং কর্মচারীদিগের মার্জিত ব্যবহার একান্ত কাম্য।

আর একটি কথা, কর্মচারীদিগের যে সার্ভিস-বহি থাকে তাহাতে প্রত্যেক এনট্রিতে অফিস-প্রধানের স্বাক্ষরযুক্ত থাকিবে (এস, আর, ২৪৭); সার্ভিস-বহি যথাযথ রক্ষিত হইতেছে কিনা তাহা প্রত্যেক কর্মচারী স্ব-স্ব সার্ভিস-বহি পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন যাহাতে দূর ভবিষ্যতে অসুবিধায় না পড়িতে হয়; সেজন্য প্রত্যেক কর্মচারীর সার্ভিস-বহি দেখিবার অধিকার আছে (এস, আর, ২৫০)।

দলিল-লেখকদিগের প্রতি

দলিল-লেখকদিগের গুরু দায়িত্ব অনস্বীকার্য। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পার্টি দলিল-লেখকদিগের উপর নির্ভর করেন। সাময়িক লাভের মোহে সেই বিশ্বাস হারান কোনমতেই উচিত নহে। গ্রামাঞ্চলে বহু দলিল-লেখকই দলিল এবং বিধান সম্পর্কে যথেষ্ট অবহিত নহেন; সেজন্য অনেকে পার্টির প্রয়োজনমত না লিখিয়া অনেক অবান্তর বিষয় স্ব-স্ব জ্ঞানমত লিখিয়া থাকেন; ভবিষ্যতে ইহার জন্য পার্টি বিপদগ্রস্ত হইতে পারেন। রেজিস্ট্রেসন আইন, ষ্ট্যাম্প আইন, সম্পত্তি হস্তান্তর আইন সম্পর্কে তাঁহাদিগের জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। এই পুস্তকে উক্ত আইনগুলি সম্পর্কে আলোচনা আছে। প্রত্যেক প্রকার দলিলের 'পরিচিতি' পর্যায়ে দলিলের মূল রূপটি প্রকাশ করিতে চেষ্টা করা হইয়াছে। মুসাবিদার সংখ্যা বাড়াইয়া বিশেষ লাভ নাই; এক-একজন পার্টির চাহিদা ও নির্দেশ প্রয়োজন অনুসারে ভিন্ন; পুঁথিগত জ্ঞান এবং চিন্তাশক্তির সমন্বয়ে পার্টির চাহিদামত কাজ করিতে হইবে।

দলিল লিখিতে যে সকল বিষয় সম্পর্কে বিশেষ সচেতন থাকা উচিত তাহা ইতিপূর্বে একাধিক স্থানে আলোচনা করিয়াছি। পুনরায় দু'একটি কথা এখানে বলিতে চাই—সম্পত্তির টাইটল সম্পর্কে রিসাইটালে বিস্তৃত বর্ণনা করা ভাল; টাইটল ঠিকভাবে না লিখিলে দলিলের বিশেষ অঙ্গহানি হইল জানিতে হইবে; দাতা যে সম্পত্তি হস্তান্তর করিতে চলিয়াছেন, সেই সম্পত্তিতে তাঁহার কিরূপ স্বত্ব, কি প্রকারে তিনি ঐ সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী হইলেন তাহার বিস্তৃত বিবরণ দিতে

হইবে ; সম্পত্তি কোন প্রকারে দায়বদ্ধ কিনা তাহা লিখিতে হইবে ; কি প্রকারের দায়বদ্ধ তাহাও লিখিতে হইবে।

সম্পাদনের তারিখ কাটাকুটি না করিয়া লিখিতে হইবে।

দাতা এবং গ্রহীতার নাম ও ঠিকানা পরিষ্কার করিয়া লিখিতে হইবে ; দলিল দেখিয়া পরে ইন্‌ডেক্স করিতে হয়।

পণের টাকা সত্যই সম্পূর্ণ দেওয়া হইয়াছে কি না বা কি ভাবে পণের টাকা পরিশোধিত হইল বা হইবে তাহা খোলাখুলি লেখা প্রয়োজন। পণের টাকা সম্পর্কে কোন প্রকার কারচুপি ভাল নয় ; ভবিষ্যতে মোকদ্দমার সৃষ্টি হয়। বিক্রয়-কোবালার পরিচিতি পর্যায়ে লিখিয়াছি পণের টাকা ভবিষ্যতে দিবার শর্তে বর্তমানে বিক্রয়-কোবলা সম্পাদন করা যায়। সুতরাং চিরাচরিত ধাঁচে "পণের টাকা সমস্ত সাক্ষীগণের সমক্ষে বুঝিয়া পাইয়া অত্র দলিল সম্পাদন করিয়া দিলাম" এইরূপ সর্বদা সর্বক্ষেত্রে লিখিবার কোন যুক্তি নাই।

তপশীলে জমির স্বত্ব, তৌজি নং, জে. এল. নং, খতিয়ান নং, দাগ নং ইত্যাদি লিখিতে হইবে। সকল প্রকার সংখ্যাই অঙ্কে ও কথায় লেখা প্রয়োজন ; অনেকে শুধুমাত্র অঙ্কে লিখিয় কার্য সমাধা করেন ; ইহা অন্যায়। সম্পত্তির চৌহদ্দি দিতে হয় ; ইহা ভাল ব্যবস্থা।

দলিলে যতি-চিহ্ন ব্যবহার করা ভাল। কিন্তু পি, সি, মোঘা বলেন, ভুলভাবে যতি-চিহ্ন (, । ; ? ইত্যাদি) ব্যবহার কর' অপেক্ষা যতি-চিহ্ন মোটে না ব্যবহার করাই অপেক্ষাকৃত ভাল।

কত পৃষ্ঠায় দলিলখানি লিখিত হইল তাহা শেষে লেখা ভাল। দাতাকে দলিল পাঠ করিয়া শুনান দরকার। বিক্রীত সম্পত্তিতে শরিক না থাকিলে সেই মর্মে লিখিত হইবে। দলিলে কত শব্দ আছে তাহা লিখিতে হইবে।

কোন শব্দই দোবারা করা উচিত নহে : কাটিয়া নূতন করিয়া লিখিতে হইবে ; প্রত্যেক কাটা, দোবার, তোলা-পাঠে লিখন সম্পর্কে শেষে কৈফিয়ত দিতে হয়।

দলিলে দাতা গ্রহীতার নাম সিডিউলের সম্পূর্ণ বর্ণনা দলিলের একাধিক স্থানে সন্নিবেশ করা জালিয়াতি নিবারণে শ্রেয়তর। (দেবীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়—দলিল নিবন্ধীকরণের সমস্যা, দলিল বার্তা, বিশেষ সংখ্যা ১৯৮৪)।

দলিল-লেখক নিয়মাবলী সম্পর্কে মহা-নিবন্ধ পরিদর্শকের সার্কুলার

পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় দলিল লেখকের জন্য লাইসেন্স প্রদান সংক্রান্ত পদ্ধতিতে ঐক্য আনয়ন করিবার জন্য, শূন্যপদে উত্তীর্ণ পরীক্ষার্থীদিগকে লাইসেন্স ইস্যু

করিবার জন্য এবং অব্যবস্থা দূরীকরণের জন্য ১৯৮৬ সালে নিম্নলিখিত উপদেশাবলী প্রদান করিয়াছেন পশ্চিমবঙ্গের মহানিবন্ধ পরিদর্শক।

(১) জেলা নিবন্ধক বৎসরের প্রারম্ভে সাধারণত মাচ মাসের মধ্যে তাঁহার অধীনস্থ সাব-অফিসগুলির পূর্ববৎসরের বাৎসরিক দলিল রেজিস্ট্রেসনের সংখ্যা গ্রহণ করিবেন, এবং স্থির করিবেন কোন অফিসের জন্য লাইসেন্স প্রদান করা যাইতে পারে কিনা। কোন অফিসের জন্য সর্বোচ্চ দলিল লেখক সংখ্যা নির্ধারণ করিতে পূর্ববর্তী তিন বৎসরের নিবন্ধীকৃত দলিল সংখ্যার বাৎসরিক গড় দলিল সংখ্যা ধরিতে হইবে, ইহার ব্যতিক্রম করা চলিবে না। এবং ২৪-নিয়মে যে মাপকাঠিব নির্দেশ আছে তাহা কোনক্রমে লঙ্ঘন করা উচিত হইবে না।

(২) উপরিউক্ত নিয়মে কোন অফিসে দলিললেখকের শূন্যপদ থাকিলে, জেলা নিবন্ধক শূন্যপদ সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে প্রচার পূবক দরখাস্ত আহ্বান করিবেন। উক্ত আবেদনপত্র নির্দিষ্ট তারিখে বা নির্দিষ্ট তারিখের পূবে উপযুক্ত অবর-নিবন্ধক মাধ্যমে জেলা নিবন্ধকের নিকট জমা দিতে হইবে।

(৩) পরবর্তী পর্যায়ে পরীক্ষার্থীর তালিকা সম্যক পরীক্ষা পূর্বক, প্রয়োজনীয় ফিসাদি গ্রহণান্তে এবং যথেষ্ট পূবে পরীক্ষার দিন ও স্থান ঘোষণা করিয়, জেলা নিবন্ধক ২৩-নিয়মের নির্দেশানুসারে দলিললেখকের লাইসেন্স প্রদান সংক্রান্ত পরীক্ষা গ্রহণ করিবেন সাধারণত মে-জুন মাসে।

কেবলমাত্র লিখিত পরীক্ষা হইবে, ১০০ নম্বরের একটি প্রশ্নপত্রে পরীক্ষা গৃহীত হইবে।

(৪) উক্ত পরীক্ষার ফলাফলের উপর ভিত্তি করিয়া প্রতি অফিসের জন্য মেরিট অনুসারে উত্তীর্ণ পরীক্ষার্থীর একটি প্যানেল প্রণয়ন করিতে হইবে, ইহাব একটি অনুলিপি এবং উত্তীর্ণ পরীক্ষার্থীর প্রাপ্ত নম্বরের তালিকা ডাইরেক্টরেটে প্রেরণ করিতে হইবে। উক্ত প্যানেল হইতে শূন্যপদের জন্য লাইসেন্স প্রদান করিতে হইবে।

(৫) প্রণীত প্যানেলটি তিন বৎসরের জন্য কার্যকরী থাকিবে, উক্ত সময়কালের মধ্যে যে সকল পদ খালি হইবে সেই সকল শূন্যপদ উক্ত প্যানেল হইতে পূরণ করিতে হইবে।

(৬) তিন বৎসর অন্তে অথবা প্যানেলের অন্তর্ভুক্ত প্রার্থীদিগকে লাইসেন্স প্রদান করা সম্পূর্ণ হইলে (যে অবস্থা প্রথমে সৃষ্ট হইবে), কোন অফিসের জন্য পুনরায় পরীক্ষা গ্রহণ করা হইবে এবং উপরিউক্ত পদ্ধতিতে প্যানেল প্রণয়ন করিতে হইবে।

লাইসেন্স প্রদান সংক্রান্ত নিয়ম, পদ্ধতি, নির্দেশ ইত্যাদি ভঙ্গ করা হইলে, মহানিবন্ধ পরিদর্শক পশ্চিমবঙ্গ (দলিল লেখক) নিয়মাবলী ১৯৮২ এর ২৪ [এ] নিয়মানুসারে লাইসেন্স, সাসপেণ্ড, বাতিল ইত্যাদি করিতে পারেন।

দ্রষ্টব্য ঃ উক্ত সার্কুলার ১১/৪/৮৬ তারিখে বিভিন্ন নম্বরে প্রেরণ করা হইয়াছে [নং ৪২০৭ তাং ১১/৪/৮৬]।

(২) প্যারা-১ এ নির্দেশ আছে, মার্চ মাসের মধ্যে শূন্যপদের সংখ্যা নির্ণয় করিতে হইবে। জেলা নিবন্ধক কোন কারণে শূন্যপদের সংখ্যা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে স্থির করিতে না পারিলে লিখিতভাবে কারণ দর্শাইয়া মহানিবন্ধ পরিদর্শককে জানাইবেন, সার্কুলারের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য এইরূপ অনুমিত হয়।

(৩) ২-প্যারাতে যদিও কেবলমাত্র সাব-রেজিস্ট্রেসন অফিসের উল্লেখ করা হইয়াছে তথাপি উহা সকল শ্রেণীর রেজিস্ট্রেসন অফিসের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য [যথা, জেলা অবর-নিবন্ধক, অতিরিক্ত জেলা অবর-নিবন্ধক প্রভৃতির অফিস বুঝিতে হইবে]। শব্দ গঠনে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন না করিলে জটিলতার সৃষ্টি হইতে পারে।

(৪) প্যারা ৩ এ নির্দেশ আছে, সাধারণত মে-জুন মাসে পরীক্ষা গ্রহণ করিতে হইবে। কোন কারণে নির্দিষ্ট সময়ে পরীক্ষা গ্রহণ করিতে না পারিলে কারণসহ মহানিবন্ধ পরিদর্শককে উক্ত বিষয়ে অবহিত করা বিধেয়।

(৫) কোন বৎসরের পরীক্ষায় যদি উত্তীর্ণ প্রার্থীর সংখ্যা প্রয়োজনানুগ না হয় তবে ঐ বৎসর দ্বিতীয়বার পরীক্ষা গ্রহণ করিবার বিধান নাই। কোন অস্বাভাবিক পরিস্থিতির সৃষ্টি হইলে মহানিবন্ধ পরিদর্শকের নির্দেশানুসারে কার্য করিতে হইবে।

(৬) সার্কুলারের ৬-ধারার দ্বিতীয় অংশে বলা হইয়াছে, মহানিবন্ধ পরিদর্শক ২৪ [এ]-নিয়মানুসারে লাইসেন্স বাতিল, সাসপেণ্ড ইত্যাদি করিতে পারেন যদি জেলা নিবন্ধক নিয়মানুসারে লাইসেন্স না প্রদান করিয়া থাকেন। সমস্ত বিষয়টি স্বাভাবিক ন্যায়পরতার নীতি মান্য করিয়া সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হইবে।

২৪-[এ] নিয়মের বিধান লক্ষ্য করিলে জানা যাইবে, মহানিবন্ধ পরিদর্শক যে কোন কারণে জেলা নিবন্ধকের সিদ্ধান্ত রিভিউ করিবার জন্য গ্রহণ করিতে পারেন। ইহার জন্য আবেদনকারীকে স্বাক্ষর করিয়া লিখিতভাবে অভিযোগ করিতে হইবে, এমন কোন নির্দেশ নাই। মহানিবন্ধ পরিদর্শকের ক্ষমতা প্রয়োগের যাথার্থ্য নির্ণীত হইবে হাইকোর্টে সংবিধানের ২২৬ আর্টিকেলে রিট পিটিশন দ্বারা। সুতরাং মহানিবন্ধ পরিদর্শক কোন জেলা নিবন্ধকের সিদ্ধান্ত রিভিউ করিতে চাহিলে, লিখিত কারণ দর্শাইয়া রিভিউ-এর জন্য অগ্রসর হইবেন এইরূপ বিবেচনা করা যাইতে পারে।

দ্বিতীয়ত জেলা নিবন্ধকের ত্রুটির জন্য, কেন দলিল লেখক কেবলমাত্র শাস্তি পাইবেন, তাহার ব্যাখ্যা প্রয়োজন। ২৪-[এ] নিয়মের নিদের্শাদি জটিলতা সৃষ্টি করিবে মনে হয়।

ষ্ট্যাম্প ডিউটি ও রেজিস্ট্রেসন ফিস সংক্রান্ত মাসিক হিসাব

রেজিস্টারিং অফিসারগণ বৎসরে কোটি কোটি টাকা সরকারী তহবিলের জন্য ষ্ট্যাম্প ডিউটি ও রেজিস্ট্রেসন ফিস মারফত আদায় করেন। সরকার বিভিন্ন কারণে বিভিন্ন প্রকার দলিলের ষ্ট্যাম্প ডিউটি ও রেজিস্ট্রেসন ফিস মুকুব করিয়াছেন; কিন্তু ইহার পরিমাণ কত কেহ বলিতে পারে না; রেজিস্ট্রেসন দপ্তর ষ্ট্যাম্প ডিউটি বাবদ বৎসরে কত টাকা আদায় করেন, তাহা সঠিক নির্ণয়ের ব্যবস্থা অদ্যাবধি নাই। এই সকল ক্রটি নিরসনের জন্য এবং এই ডিপার্টমেণ্টের গুরুত্ব সঠিক যাচাই করিবার উদ্দেশ্যে মহানিবন্ধ পরিদর্শক ২৬/৫/৮৬ তারিখের ৫৮৯০ নং সারকুলার দ্বারা প্রত্যেক রেজিস্ট্রেসন অফিসকে নিম্নলিখিত ভাবে রেজিস্ট্রেসন ফিস ও ষ্ট্যাম্প ডিউটির হিসাব সংরক্ষণের নির্দেশ দান করিয়াছেন।

ষ্ট্যাম্প ডিউটি ও রেজিস্ট্রেসন ফিসের প্রাত্যহিক হিসাব রেজিস্ট্রেসন ফি-বহিতে রাখিতে হইবে। ফি-বহির মন্তব্য কলমে প্রতি দলিলে প্রদত্ত ষ্ট্যাম্প ডিউটির পরিমাণ কাল কালিতে লিখিতে; যেক্ষেত্রে ষ্ট্যাম্প ডিউটি রেহাই করা হইয়াছে সেক্ষেত্রে যে মূল্যের ষ্ট্যাম্প ডিউটি রেহাই করা হইয়াছে তাহার পরিমাণ লাল কালিতে মন্তব্য কলমে লিখিতে হইবে। অনুরূপে রেজিস্ট্রেসন ফিস রেহাই-এর পরিমাণ পেনসিলে নোট করিতে হইবে। দিনের শেষে ফি-বহিতে গৃহীত ষ্ট্যাম্প ডিউটি, রেহাই প্রাপ্ত ষ্ট্যাম্প ডিউটি ও রেহাইপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রেসন ফিসের পরিমাণ লিখিয়া রাখিতে হইবে।

মাসের অন্তে রেজিস্ট্রেসন অফিস জেলা নিবন্ধকের নিকট নিম্নলিখিত প্রোফরমায় একটি রিপোর্ট প্রেরণ করিবেন্।

প্রোফরমা

১। অফিসের নাম—

২। মাস—

৩। প্রদত্ত ষ্ট্যাম্প শুল্কের পরিমাণ—

৪। রেহাই প্রাপ্ত ষ্ট্যাম্প শুল্কের পরিমাণ—

৫। প্রদত্ত রেজিস্ট্রেসন ফিসের পরিমাণ—

৬। রেহাই প্রাপ্ত রেজিস্ট্রেসন ফিসের পরিমাণ—

৭। মন্তব্য—

অফিস প্রধানের স্বাক্ষর।

জেলা নিবন্ধকের অফিস জেলাস্থ অফিসগুলির জন্য একটি কনসোলিডেটেড স্টেটমেণ্ট প্রতিমাসে ডাইরেক্টরেটে পাঠাইবেন।

দ্রষ্টব্য ঃ রেজিস্ট্রেসন অফিস ও জেলা নিবন্ধকের অফিস উক্ত মাসিক স্টেটমেণ্টের অফিস কপি একটি দৃঢ় রেজিস্টারবহিতে লিখিয়া সংরক্ষণের ব্যবস্থা করিবেন। এই বহিকে 'রেভিনিউ রেজিস্টার বহি' নাম প্রদানে ক্যাটালগ নম্বর দিতে হইবে ; ইহাকে ক্যাশবহির ন্যায় গুরুত্ব প্রদান করিতে হইবে ; এবং ক্যাশবহির ন্যায় সংরক্ষণের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

ডাইরেক্টরেটও অনুরূপ রেজিস্টার বহি রাখিবে। এই রেজিস্টার বহিতে জেলা ভিত্তিক ষ্ট্যাম্প ডিউটি ও রেজিস্ট্রেসন ফিস সংক্রান্ত পরিসংখ্যান থাকিবে ; সুতরাং প্রোফরমার ১নং সিরিয়ালে অফিসের নামের পরিবর্তে জেলার নামের উল্লেখ থাকিবে।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

দলিলের আদর্শ

দানপত্র

পরিচিতি ঃ স্থাবর-সম্পত্তি সংক্রান্ত দানপত্র দলিলের নিবন্ধীকরণ বাধ্যতামূলক ; পণ স্বরূপে টাকাকড়ি কিছু গ্রহণ না করিয়া দাতা যদি গ্রহীতার সম্মতিক্রমে কোন সম্পত্তি হস্তান্তর করে তাহা হইলে উহা দানপত্ররূপে বিবেচিত হইবে। যদিও দানপত্রে পণবাহের (কন্‌সিডারেসানের) কোন ব্যবস্থা নাই, দাতা, দানগ্রহীতার নিকট ভরণপোষণের দাবি করিতে পারেন ; অর্থাৎ ভরণপোষণের দাবি পণরূপে স্বীকৃত হইবে না। দাতার জীবিতকালের মধ্যে গ্রহীতাকে দান গ্রহণ করিতে হইবে ; দান গ্রহণের পূর্বে গ্রহীতার মৃত্যু হইলে দানপত্র কার্যকরী হইবে না [১২২-ধারা, সম্পত্তি হস্তান্তর আইন]।

দানপত্রে অন্ততঃ দুইজন সাক্ষী থাকা উচিত। অস্থাবর সম্পত্তি সংক্রান্ত দান-পত্রের নিবন্ধীকরণ বাধ্যতামূলক নহে। দানপত্রের এই সকল বৈশিষ্ট্যগুলি সম্পত্তি হস্তান্তর আইনে লিখিত আছে। সম্পত্তি হস্তান্তর আইনের ১২৪-ধারায় নির্দেশ আছে, যে সম্পত্তি ভবিষ্যতে হইবে সেই সম্পত্তি সংক্রান্ত বর্তমানে রচিত ও নিবন্ধীকৃত দানপত্র অবৈধ।

ষ্ট্যাম্প-শুল্ক ধার্য করিবার জন্য দানকৃত সম্পত্তির বর্তমান আনুমানিক মূল্য দিতে হইবে। ষ্ট্যাম্প শুল্ক ফাঁকি দিবার অভিপ্রায়ে মূল্য কম ধার্য করিলে রেজিস্টারিং অফিসার যথোচিত ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া শাস্তির ব্যবস্থা করিতে পারেন।

দানপত্র ও উইলের মধ্যে পার্থক্য এই যে দানপত্র দ্বারা সম্পত্তিতে সত্ত্ব দখল পাওয়া যায় ; উইলকারীর মৃত্যুর পর সম্পত্তিতে অধিকার জন্মে।

দানপত্র নিবন্ধীকরণের পূর্বে দাতা দানপত্র রহিত করিতে পারেন , সুতরাং সমন দ্বারা দাতাকে তলব করিয়া দানপত্র রেজিস্ট্রী করান বিধানানুগ হইবে ন ।

গ্রহীতা যদি দান গ্রহণ করিতে সম্মত না থাকে অথবা গ্রহীতা যদি দানকৃত সম্পত্তির দখল না লয় তবে দান সিদ্ধ হয় না। সুতরাং দানপত্র দলিলে গ্রহীতার সম্মতিক্রমে যে দান করা হইল সেই মর্মে দলিলে সুন্দর করিয়া লেখা থাকা উচিত। এইজন্য পি, সি, মোঘা অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে দানপত্রে দাতা এবং গ্রহীতা— উভয়েরই সম্পাদনস্বরূপ দস্তখত থাকা বিধেয় ; কেননা, আমরা জানি যে শুধু দান

করিলেই হইল না ; দান গৃহীত হওয়াও প্রয়োজন ; গ্রহীতা যে দান গ্রহণ করিলেন তাহার স্বীকারস্বরূপে দানপত্রে স্বাক্ষর করিবেন।

দানপত্র শর্তসূচক হইতে পারে ; সেজন্য স্বতন্ত্র ষ্ট্যাম্প দিতে হয় না ; কোন দানপত্র দলিলে যদি এরূপ লেখা থাকে "আমি তোমাকে এই দলিলমূলে যে সম্পত্তি দান করিতেছি তাহা কাহাকেও দান-বিক্রয়াদি করিতে পারিবে না ইত্যাদি" তবে তাহা মূল দানপত্রের অঙ্গস্বরূপে গণ্য হইবে ; ভিন্নভাবে এগ্রিমেণ্টের ষ্ট্যাম্প দিতে হয় না, আবার মাসিক বৃত্তি বা কোন প্রকার অর্থাদি নিয়মিত পাইবার শর্তে কাহাকেও কোন সম্পত্তি দান করা যাইতে পারে। উহা সাধারণ দানপত্র দলিলের ন্যায় ষ্ট্যাম্পযুক্ত হইবে।

সম্পত্তি হস্তান্তর আইনের ১২৬ ধারামূলে দানপত্র রহিত করা যায় ; ভবিষ্যতে কিরূপ অবস্থার উৎপত্তিতে দানপত্র রহিত হইবে তাহা দানপত্রে সুস্পষ্টভাবে লিখিত থাকা দরকার ; দাতা এবং গ্রহীতার—উভয়ের সম্মতিও থাকিবে ঐরূপ শর্তে। ১৭-ধারার দ্রষ্টব্য দেখুন। অধিকন্তু ডি. এফ্. মুল্লা এবং বি. এল. মিটার রচিত ভারতীয় রেজিস্ট্রেসন আইন সংক্রান্ত পুস্তকের তৃতীয় অংশের আলোচনা দেখিতে পারেন।

ষ্ট্যাম্প আইনের সিডিউল ১[এ]-এর আর্টিকেল-৩৩ অনুসারে ষ্ট্যাম্প দিতে হইবে ; রেজিস্ট্রেসন ফিস্ আর্টিকেল [এ]-অনুসারে।

দানপত্র—১

গ্রহীতা : নাম.................. পিতা.................. গ্রাম.................. থানা.................. জেলা.................. জাতি .... পেশা.................. ।

দাতা : নাম... .... পিতা.................. গ্রাম.................. থানা.................. জেলা.................. জাতি.................. পেশা .... ।

কস্য শুভ দানপত্রমিদং কার্যঞ্চাগে। আপনি দানগ্রহীতা আমার প্রতিবাসী এবং আত্মীয়ও হইতেছেন। আপনি আমাকে যথেষ্ট ভক্তি-শ্রদ্ধা করেন ; আমিও আপনাকে পরমাত্মীয়বৎ স্নেহ করি। আপনার বসবাসের জন্য উপযোগী কোন বাস্তুজমি না থাকায় আপনার বসবাসের খুব অসুবিধা হইতেছে দেখিয়া আমি আপনার প্রতি দয়াপরবশ হইয়া আমার পৈতৃক স্বত্বদখলী ও ভোগদখলী, জেলা—২৪-পরগণা, অবর-নিবন্ধক—বারাসত, থানা—বারাসত সামিল মৌজা কৃষ্ণপুর গ্রামে নিম্নের তপশীলে বর্ণিত ১৩৬ নং খং ভুক্ত ৮৩৭ নং দাগে ১ বন্দে ভিটাজমি ০·০৮ (আট) শতক সম্পত্তি যাহার বার্ষিক খাজনা কোং ০·৫২ পয়সা, বর্তমান আনুমানিক মূল্য কোং ২০০·০০ (দুই শত টাকা) হইতেছে। এতদভূখণ্ড আমি আপনাকে অত্র দানপত্র দলিলের

দ্বারা আপনার সম্মতিক্রমে দান করিয়া দিলাম এবং দানকৃত সম্পত্তি হইতে আমি মায় ওয়ারিশান স্থলাভিষিক্তগণক্রমে চিরকালের জন্য চিরনিঃস্বত্ব ও দখলহীন হইলাম। আপনি অদ্য হইতে আমার যাবতীয় স্বত্বে স্বত্ববান হইয়া দান-বিক্রয় ইত্যাদি সর্বপ্রকার হস্তান্তরকরণের মালিক হইয়া ধার্য খাজনা ২৪-পরগণা জেলা কালেক্টারে আদায় দিয়া সাবেক নাম খারিজে আবশ্যকমতে নিজ নাম পত্তনে দাখিলাদি গ্রহণে পুত্র-পৌত্রাদি ওয়ারিশান ও স্থলাভিষিক্তগণক্রমে গৃহাদি নির্মাণের দ্বারা বসবাসে ভোগদখলাদি করিতে থাকুন, তাহাতে কস্মিনকালে দানকৃত সম্পত্তির উপর আমি মায় ওয়ারিশানগণ কোন সময়ে কোনপ্রকার ওজর, আপত্তি বা দাবিদাওয়া করিতে পারিব না বা পারিবে না, করিলে তাহা অত্র দলিলমূলে সর্বস্থলে সর্বতোভাবে বাতিল, নামঞ্জুর ও অগ্রাহ্য হইবে। প্রকাশ থাকে যে, উক্ত সম্পত্তি সম্পূর্ণ নির্দায় ও নির্দোষ অবস্থায় আপনাকে দান করিয়া দিলাম। এতদর্থে সুস্থ শরীরে, আপন খুশিতে সরল মনে অন্যের বিনা অনুরোধে এবং বিনা প্ররোচনায় স্বেচ্ছায় অত্র দানপত্রদলিল সম্পাদন করিয়া দিলাম। ইতি—সন ১৩৭১, ১৬ই জ্যৈষ্ঠ, ইং তাং ৩০শে মে, ১৯৬৪ সাল।

তফসিল সম্পত্তি

জেলা ২৪-পরগণা, অবর-নিবন্ধক বারাসত, থানা বারাসতের সামিল মৌজা শিমূলতলা গ্রামে রায়তস্থিতিবান স্বত্বীয় জমি। জে, এল, নং ৭১, রে. সা নং ৬৭১, তৌজি নং..............প্রজার খতিয়ান ১৩৬ (একশত ছত্রিশ)। ৮০৭ (আটশত সাত) নং দাগে ভিটা জমি ০·০৮ (আট শতক) ভূমি মাত্র; খাজনা বার্ষিক কোং ০·৫২ পয়সা ২৪-পরগণা কালেক্টার সরকারের আদায় দিতে হয়। মোট দানকৃত সম্পত্তির পরিমাণ ০·০৮ (আট শতক) মাত্র। অত্র সম্পত্তির পশ্চিমে.................. উত্তরে............................ ......দক্ষিণে............................ পূবে..................................

কৈফিয়ত.............. ইসাদী

সম্পাদনকারীর সাক্ষর সাক্ষীর স্বাক্ষর ১।

দলিল-লেখকের স্বাক্ষর ২।

দানপত্র—২

গ্রহীতা............... দাতা...............

কস্য শুভ দানপত্রমিদং কার্যঞ্চাগে। আমি অতিশয় বৃদ্ধ হইয়াছি—৭০ বৎসরে উপনীত। আমার এই ক্ষণভঙ্গুর জীবনে কখন কি ঘটে বলা যায় না। আমার কোন

কন্যা বা পুত্র নাই ; আমার পত্নী বর্তমান আছে, তাঁহার জীবিকানির্বাহের উপযুক্ত কিছু ভূ-সম্পত্তি তাঁহার অনুকূলে হস্তান্তর করিয়াছি। তুমি দানপত্রগ্রহীতা আমার ভ্রাতুষ্পুত্র হইতেছ। তোমার পিতা ইহলোক ত্যাগ করিবার পর হইতে আমি তোমাকে আপন পুত্রবৎ স্নেহে লালনপালন করিয়া আসিতেছি এবং তুমিও আমাকে এবং আমার পত্নীকে অতিশয় ভক্তি, সেবাযত্নাদি এবং প্রয়োজনে ভরণপোষণাদি করিয়া আসিতেছ ; তোমার প্রতি আমার দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে আমি ও আমার পত্নী যতদিন জীবিত থাকিব, ততদিন তুমি আমাদের ভরণপোষণ ও সেবাযত্নাদি করিবে এবং আমাদের মৃত্যুর পর পারলৌকিক অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া ও যাবতীয় কার্যাদি যথাসাধ্য ব্যয়ে সুসম্পন্ন করিবে। আমি তোমার কাযকলাপে বিশেষরূপে প্রীত ও সন্তুষ্ট হইয় স্নেহের নিদর্শনস্বরূপ আমার নিজ দখলি সম্পত্তি—যাহা আমি......সালের......তারিখে...... অবর-নিবন্ধক অফিসের.........নং দলিলমূলে ক্রয় করিয়া যথারীতি খাজনা ইত্যাদি প্রদানে দীর্ঘ.........বৎসর নির্বিবাদে ভোগদখল করিয়া আসিতেছি—তোমাকে দান করিলাম। উক্ত দানকৃত সম্পত্তি জেলা হুগলী, অবর-নিবন্ধক জনাই, থানা চণ্ডীতলার সামিল বোর পরগণা, মৌজা সাহানা ও ওকরদহ গ্রামে পাঁচ দাগে ০·৬৩ ১/১৫ শতক সুনা পান বরোজ ও বাগান জমি যাহার সময়োচিত আনুমানিক মূল্য কোং ১০০০·০০ (এক হাজার টাকা) হইবে। এতদসম্পত্তি আমি অদ্যকার তারিখে তোমার নাম বরাবর অত্র শুভ দানপত্র দলিলমূলে তোমার সম্মতিক্রমে তোমায় দান করিয়া দিয়া দানকৃত সম্পত্তি হইতে আমি মায় ওয়ারিশানগণক্রমে চিরকালের জন্য চিরনিঃস্বত্ব ও দখলহীন হইয়া তোমাকে খাসদখল দিলাম। তুমি অদ্যকার তারিখ হইতে আমার যাবতায় স্বত্বে স্বত্ববান ও মালিক হইয়া দানকৃত সম্পত্তির ধার্য রাজস্বাদি নিম্ন তপশীলে প্রকাশিত কালেক্টার সরকারে সাবেক নাম খারিজে আপন নাম পত্তনে দাখিল লইয়া পুত্র-পৌত্রাদি ওয়ারিশানগণক্রমে দান, বিক্রয়, হস্তান্তরআদি সর্ব-প্রকারের ক্ষমতাযুক্তে যদৃচ্ছামতে পরম সুখে ভোগদখল করিতে থাক ; তাহাতে কখনো উক্ত দানকৃত সম্পত্তির উপর আমি মায় ওয়ারিশানগণক্রমে কোনপ্রকার ওজর, আপত্তি বা দাবিদাওয়া করিতে পারিব না, করিলে, অত্র দানপত্র দলিলমূলে সবস্থলে সর্বতোভাবে তাহা বাতিল, নামঞ্জুর ও অগ্রাহ্য হইবে। দানকৃত সম্পত্তি আমি তোমাকে অত্র দানপত্র দলিলমূলে দান করিয়া দিয়া সুস্থ শরীরে সরল মনে আপন খুশিতে তোমার নাম বরাবর অত্র শুভ দানপত্র সম্পাদন করিয়া দিলাম। ইতি সন......... সাল.........তারিখ।

তফসিল সম্পত্তি

*　　*　　*

দানপত্র—৩

(প্রতিপালন বিনিময়ে)

তুমি আমার পরম স্নেহভাজন দেবরপুত্র ; আমার বয়স হইয়াছে ; আমার সম্পত্তি-সমূহ দেখাশুনার কার্য করিতে আমি ক্রমশঃ ক্ষমতাহীন হইয়া পড়িতেছি। অতএব আমার নিম্নলিখিত চৌহদ্দিমত যে সমস্ত সম্পত্তি আছে এবং যাহা নিম্নে বিশেষভাবে বিবৃত ও লিখিত হইল তাহা তোমাকে দান করিলাম। তুমি উক্ত সমস্ত সম্পত্তিতে অদ্য হইতে আমার স্বত্বে স্বত্ববান হইয়া ভোগদখল করিতে থাক ; তাহাতে আমার কোনপ্রকার আপত্তি রহিল না। তবে প্রকাশ থাকে যে আমার জীবিতকাল পর্যন্ত তুমি আমার ভরণপোষণ করিবে এবং আমার জীবনাবধি আমার দানকৃত সম্পত্তি আমার ভরণপোষণ জন্য প্রতিভু (চার্জ) স্বরূপ রহিল। আমার মৃত্যুর পর যথাসাধ্য অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাপন করিয়া আমার দানকৃত সম্পত্তিতে দান-বিক্রয়ের স্বত্বাধিকারী হইবে। উক্ত শর্তাধীনে তুমি যে এই দান গ্রহণ করিলে তাহার স্বীকৃতিস্বরূপে তুমিও অত্র দানপত্র দলিল সম্পাদন করিলে। ইতি.........

তফসিল চৌহদ্দি

*　　*　　*

দ্রষ্টব্য ঃ ইহা অ্যানুয়িটি বণ্ড নহে ; কেননা যিনি মাসোহারা দেন তিনি উক্ত খত লিখিয়া দেন ; ইহা সেটেলমেণ্ট নহে ; কেননা দাতা কর্তৃক অপরের অনুকূলে গ্রহীতার ভরণপোষণের জন্য সম্পাদিত হয়। উক্ত দানপত্রে আর্টিকেল-৩৩ অনুসারে সম্পত্তির আনুমানিক মূল্যের উপর ষ্ট্যাম্প ধার্য হইবে।

হেবানামা

পরিচিতি ঃ যে কোন প্রকৃতিস্থ সাবালক মুসলমান হেবা করিতে পারেন। হেবা করিতে হইলে নিম্নলিখিত অনুষ্ঠান কয়টি অবশ্য পালনীয়—

(ক) দানকর্তাকে দান করিবার ইচ্ছা স্পষ্টভাবে প্রকাশ করিতে হইবে।

(খ) দানগ্রহীতার প্রকাশ্যে বা প্রকারান্তরে দান করিবার ইচ্ছা থাকা চাই।

(গ) দানগ্রহীতাকে দানের বস্তুতে কার্যতঃ বা পরোক্ষভাবে দখল নেওয়া চাই।

ভবিষ্যতে ভোগ করিবার শর্তে কোন সম্পত্তি দান করিলে তাহা অসিদ্ধ হইবে। 'ক' কোন সম্পত্তি 'খ'কে এই মর্মে দান করিলেন যে, যতদিন 'ক' বাঁচিয়া থাকিবেন ততদিন তিনি উহার আকর আওলাদ লভ্যাদি ভোগদখল করিবেন, কিন্তু উহা হস্তান্তর করিতে পারিবেন না। 'ক'-এর মৃত্যুর পর 'খ' উহার মালিক হইবেন; এই শর্তযুক্ত দান অসিদ্ধ। কোন ঘটনা ঘটিবার পর দান কার্যকরী হইবে, এইরূপ দান হইতে পারে না, যথা—জীবনস্বত্বে 'ক' কোন সম্পত্তি ভোগ করিবেন; 'ক'-এর মৃত্যুর পর 'ক'-এর কোন পুত্র-সন্তান না থাকিলে উক্ত সম্পত্তি 'খ'তে বর্তাইবে—এইরূপ দান অসিদ্ধ।

সুস্থ ও নীরোগ শরীরে হেবা হওয়া কর্তব্য। পীড়িতাবস্থায় দান করিয়া দাতার মৃত্যু হইলে ঐ হেবা ওসিয়েতনামায় লিখিত হেবার ন্যায় পরিগণিত হইবে।

উক্ত সাধারণ হেবা ব্যতীত দুইপ্রকার হেবা সম্পর্কে মোহম্মদীয় শাস্ত্রে উল্লেখ আছে। কোন বস্তুর বিনিময়ে দানকে 'হেবা-বিল-এওয়াজ' এবং হেবাগ্রহীতা বিনিময়ের শর্ত বা অঙ্গীকার করিলে যে দান হয় তাহাকে 'হেবা-সউ-উল-এওয়াজ' কহে। 'হেবা-বিল-এওয়াজ' সাধারণত বিক্রয়-কোবালার ন্যায় গণ্য করা হয় এবং ষ্ট্যাম্প ও রেজিস্ট্রেসন ফিস্ বিক্রয়-কোবালার ন্যায় প্রদান করিতে হয়। কিন্তু কেহ হয়ত স্নেহ বা প্রেম-প্রযুক্ত অঙ্গুরী, এক থান কাপড় বা অপর কোন সামান্য মূল্যের বস্তুর এওয়াজে কোন মূল্যবান স্থাবর সম্পত্তি হেবা-বিল-এওয়াজ করিতেছেন, তাহা প্রকৃত প্রস্তাবে দানপত্র; অর্থাৎ সামান্য বস্তুটির মূল্যকে পর্বাবহো ধরিয়া ষ্ট্যাম্প মাশুল দিলে চলিবে না; মূল্যবান যে সম্পত্তি হেবা-বিল-এওয়াজ করা হইতেছে তাহার আনুমানিক সমসাময়িক মূল্যের উপর ষ্ট্যাম্প ও রেজিস্ট্রেসন ফিস্ ধার্য হইবে।

যেহেতু হেবানামা দানপত্রের অনুরূপ, সেজন্য কেবলমাত্র হেবা-বিল-এওয়াজ দান অর্থে কিরূপে লিখিত হয় তাহা নিম্নে দেখান হইল।

হেবা-বিল-এওয়াজনামা
(দান অর্থে)

(হেবা-বিল-এওয়াজ সম্পর্কে বিশদ আলোচনা মুল্লা ও মিটারের পুস্তকের তৃতীয় অংশ দেখুন।) কস্য হেবা-বিল-এওয়াজনামা পত্রমিদং কার্যঞ্চাগে। আমার বয়স প্রায় ৮০ হইতে চলিল। শরীর যেরূপ ক্ষীণ-দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে তাহাতে আর অধিককাল জীবনের আশা করা যায় না। তুমি আমার একমাত্র পুত্রের পুত্র হইতেছ। তুমি আমার অত্যন্ত স্নেহের পাত্র, আমার এই বৃদ্ধ বয়সে আমাকে তুমি যেরূপ সেবা-যত্ন করিতেছ তাহাতে আমি পরম প্রীত। তুমি অন্য হাজেরাণ মজলিসে আমাকে এক খণ্ড কোরাণ-সরিফ উপহার দিলে। বৃদ্ধাবস্থায় অসীম করুণাময়

খোদাওন্দ করিমের বাণী শ্রবণ ও পাঠ করিবার অপেক্ষা মূল্যবান বস্তু আর কি হইতে পারে! ইহার পরিবর্তে আমি তোমাকে অদ্য তারিখে নিম্নের তপশীল বর্ণিত জমি যাহা তোমার দানের তুলনায় অতি তুচ্ছ তাহা তোমাকে দান করিয়া নিঃস্বত্ব হইলাম। তুমি অদ্য হইতে আমার স্বত্বে স্বত্ববান ও দখলিকার হইয়া নিজ নাম সরকারী সেরেস্তায় জারীকরতঃ পুত্র-পৌত্রাদি স্থলাভিষিক্তগণক্রমে পরম সুখে দান-বিক্রয়ের ও সর্বপ্রকার হস্তান্তরকরণের মালিক হইয়া চিরকালের জন্য ভোগদখল করিতে থাক, তাহাতে আমি কিংবা আমার ওয়ারিশ বা স্থলাভিষিক্তগণ কেহ কোন প্রকার ওজর-আপত্তি দাবিদাওয়া করিতে পারিব না বা পারিবে না, করিলেও তাহা বাতিল ও নামঞ্জুর হইবে। প্রকাশ থাকে যে, যে সম্পত্তি তোমাকে দান করিলাম তাহা তুমি সানন্দে গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইয়াছ এবং তাহার বর্তমান আনুমানিক মূল্য.........টাকা হইবে। এতদর্থে সরল মনে স্বেচ্ছায় অত্র হেবা-বিল-এওয়াজনামা সম্পাদন করিয়া দিলাম। ইতি সন.........তাং.........

তফসিল সম্পত্তি

* * *

হেবা-বিল-এওয়াজ

(বিক্রয়-কোবালা অর্থে)

কস্য হেবা-বিল-এওয়াজনামা পত্রমিদং কার্যঞ্চাগে। আমি তোমাকে মহম্মদীয় সারানুসারে ২০০০.০০ (দুই হাজার টাকা) দেনমোহর স্বীকার্যে বিবাহ করিয়াছিলাম। উক্ত দেনমোহরের অর্ধাংশ এক হাজার টাকা বিবাহের সময়ই অলংকারাদিতে পরিশোধ করিয়াছিলাম ; অপর অর্ধাংশ এক হাজার টাকা ক্রমে পরিশোধ করিবার ওয়াদা ছিল কিন্তু নানা কারণবশতঃ তাহা এ পর্যন্ত পরিশোধ করিতে পারি নাই। এক্ষণে তুমি উক্ত এক হাজার টাকা তলব করায় এবং উহা নগদে পরিশোধ করিতে অক্ষম বিধায় তদ্বিনিময়ে আমার স্বত্বদখলি নিম্নের তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি তোমার বরাবর সম্পাদন করিয়া দিয়া অঙ্গীকার করিতেছি যে, অদ্য হইতে তুমি এই হেবা-বিল-এওয়াজনামার বলে আমার স্বত্বে স্বত্ববান ও দখলিকার হইয়া নিজ নামপত্তনকরতঃ আমার ন্যায় তুল্য ক্ষমতা পরিচালনে যদৃচ্ছাক্রমে ভোগদখল করিতে থাকিবে ; তাহাতে আমি কি আমার অপর কোন ওয়ারিশান বা স্থলাভিষিক্তগণ কেহ কখনও কোন প্রকার

দাবিদাওয়া করিতে পারিব না বা পারিবে না এবং করিলেও তাহা সর্বতোভাবে বাতিল ও অগ্রাহ্য হইবে। এতদর্থে স্বস্থ চিত্তে অন্যের বিনা অনুরোধে অত্র হেবা-বিল-এওয়াজনামা সম্পাদন করিয়া দিলাম। ইতি সন·· ·· সাল, তারিখ·· ····· ।

তফসিল সম্পত্তি

* * *

বিক্রয়-কোবালা

পরিচিতিঃ বিক্রয়ের ইংরাজী প্রতিশব্দ 'সেল', কিন্তু ইংরাজীতে যাহাকে 'কনভেয়ান্স' বলে 'বিক্রয়' তাহার অন্তর্গত মাত্র; কনভেয়ান্সের বাংলা অর্থ স্বত্বান্তরপত্র, ক্রয়-বিক্রয় লেখ্য বা সমর্পণপত্র বলা যাইতে পারে, ষ্ট্যাম্প আইনে কনভেয়ান্সের যে সংজ্ঞা প্রদান করা আছে তাহা হইতে নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি প্রকাশ পায়, স্বত্বান্তর পত্র অর্থে বিক্রয়মূলে স্বত্বান্তর এবং অংশতঃ যে কোন প্রকার দলিল যাহার দ্বারা স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তি দাতার জীবদ্দশায় হস্তান্তরিত হয় এবং যাহা ষ্ট্যাম্প আইনের সিডিউল [১] বা সিডিউল [১এ]তে অন্য কোন নামে উল্লিখিত হয় নাই। সিডিউল দুইটি পাঠ করিলে দেখা যাইবে বহু প্রকারের দলিলের জন্য ষ্ট্যাম্প শুল্কের কথা লিখিত হইয়াছে। উহাদের মধ্যে কনভেয়ান্স একপ্রকার মাত্র। উপরের সংজ্ঞা হইতে জানিতে পারি যে কোন দলিলের বিষয়বস্তু পাঠে এমন প্রতীয়মান হয় যে উহা এমন এক প্রকারের দলিল যাহা কনভেয়ান্স নহে, বরং অন্য প্রকারের দলিল যাহার সম্বন্ধে সিডিউলে ভিন্নভাবে লিখিত আছে তাহা হইলে সেইরূপ দলিলকে কনভেয়ান্স বা স্বত্বান্তরপত্র বলিব না। দানপত্র, বিনিময়পত্র, হস্তান্তরপত্র ইত্যাদি দলিলমূলে দাতা-গ্রহীতার মধ্যে সম্পত্তি হস্তান্তরিত হইতেছে সত্য কিন্তু তাহা কনভেয়ান্স নহে এই কারণে যে ঐগুলি সম্পর্কে সিডিউলে ভিন্নভাবে লিখিত আছে।

যাহা হউক বিক্রয়-কোবালার স্বরূপ কি তাহা জানিলে আমাদের পক্ষে যথেষ্ট হইবে। সম্পত্তি হস্তান্তর আইনের ৫৪-ধারাতে বিক্রয়ের সংজ্ঞা লিখিত আছে—কোন আর্থিক মূল্যের পরিবর্তে সম্পত্তির মালিকানা হস্তান্তরকে বিক্রয় বলে; এই আর্থিক মূল্য সঙ্গে সঙ্গে প্রদান করা যাইতে পারে, আবার ভবিষ্যতে প্রদান করিবার অঙ্গীকারেও বিক্রয় করা চলে। অথবা বর্তমানে কিছু মূল্য প্রদান করিয়া ভবিষ্যতে বাকি মূল্য পরিশোধ করিবার অঙ্গীকারেও বিক্রয় করা চলে। অনেক ক্ষেত্রে দেখিয়াছি যে পণের টাকা আদান-প্রদান না হওয়া স্বত্বেও দলিল-লেখক মামুলী গৎ হিসাবে লিখিয়া থাকেন—পণের সমস্ত টাকা বুঝিয়া পাইয়া অত্র বিক্রয়-কোবালা সম্পাদন করিয়া দিলাম ইত্যাদি। সত্য সত্যই টাকাকড়ির আদান-প্রদান না হইয়া

থাকিলে এইরূপ লিখিবার কোন যুক্তি নাই। এইরূপ মামুলী লেখার ফলে অনেক ক্ষেত্রে মামলার উৎপত্তি হয়; দলিল-লেখকগণ পার্টিকে ভাল করিয়া বুঝাইয়া পণবাহ সম্পর্কে দলিলে যথাযথ লিখিলে উক্তরূপ মামলার উৎপত্তি হইবার সম্ভাবনা অনেক কমিয়া যায়। ভবিষ্যতে যখন পণের টাকা পরিশোধ করা হইবে তখন রসীদ লিখিয়া লইলে চলিবে; এই রসীদও প্রয়োজনে রেজিস্ট্রী করা যায়।

একশত টাকা বা তাহার অধিক মূল্যের ট্যান্‌জিব্‌ল্ স্থাবর সম্পত্তি বা রিভারসান-ঘটিত সম্পত্তি বা অপরাপর ইন্‌ট্যান্‌জিবল্ সম্পত্তি কেবলমাত্র নিবন্ধীকৃত দলিলমূলে হস্তান্তর করা যায়।

একশত টাকার কম মূল্যের ট্যান্‌জিব্‌ল্ স্থাবর সম্পত্তি রেজিস্ট্রী করা যাইতে পারে; তবে রেজিস্ট্রী না করিলেও চলে। প্রসঙ্গক্রমে,উল্লেখ করিতে হয় যে পশ্চিমবঙ্গ ভূমি সংস্কার আইন ১৯৫৫-এর-৫-ধারাতে নির্দেশ আছে যে রায়ত তাঁহার কোন জোত বা জোতের অংশ হস্তান্তর করিতে চাহিলে নিবন্ধীকৃত দলিলদ্বারা সম্পন্ন করিবেন। ইহা বাধ্যতামূলক, সুতরাং বলা যাইতে পারে যে রায়তি কৃষি জমির হস্তান্তর একমাত্র নিবন্ধীকৃত দলিলমূলে সম্পন্ন করা সম্ভব; অন্যথা অবৈধ।

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য যে চুক্তি বা কনট্রাক্ট করা হয় সেই চুক্তিতে এই শর্ত থাকে যে কতকগুলি শর্তের উপর ভিত্তি করিয়া সম্পত্তি বিক্রয় করা হইবে; কিন্তু এই চুক্তি উক্ত সম্পত্তির উপর কোন 'ইন্‌টারেস্ট' বা 'চার্জ' সৃষ্টি করে না; এই সম্পর্কে বায়নানামার পরিচিতিতে বিশেষভাবে লিখিত আছে। অবশ্য চার্জযুক্ত বায়নানামার চার্জ সৃষ্টি করে এবং সেজন্য ভিন্নভাবে ষ্ট্যাম্প শুল্ক দিতে হয়; এইরূপ দলিলের আদর্শ দেখুন। বিক্রীত সম্পত্তিতে দায় বা দেনা থাকিলে সেই দায় বা দেনা মূল্যস্বরূপ গণ্য করিয়া ষ্ট্যাম্প নির্ধারণ করিতে হইবে।

বিক্রয়-কোবালা দলিলে যদিও সাধারণতঃ লিখিত থাকে ভবিষ্যতে বিক্রীত সম্পত্তি ভোগ-দখলে কোন বিঘ্ন দেখা দিলে আমি মায় ওয়ারিশানগণক্রমে তাহার ক্ষতি পূরণ করিতে বাধ্য থাকিব ইত্যাদি—তথাপি এজন্য কোন অতিরিক্ত ষ্ট্যাম্প মাশুল দিতে হয় না; কারণ উক্ত বিবৃতি ক্ষতি-নিষ্কৃতিরূপে গণ্য হইবে না। পণবাহের উপর ষ্ট্যাম্প মাশুল সিডিউল ১[এ]-এর ২৩ নং আর্টিকেলমতে দিতে হয়, রেজিস্ট্রেসন ফিস্ আর্টিকেল [এ] অনুসারে দিতে হইবে।

বিক্রয়-কোবালা—১

গ্রহীতা............ দাতা............

কস্য নিম্ন তপশীলে বিশেষভাবে বর্ণিত রায়তদখলিস্বত্বীয় সম্পত্তির বিক্রয়-কোবালা পত্রমিদং কার্যঞ্চাগে। জেলা............থানা............অবর-নিবন্ধক...............

মৌজা (বা তালুক).........এর মধ্যস্থিত রায়তদখলিস্বতীয় ভিটা ০'২৩ শতক জমি যাহার বার্ষিক খাজনা.........পয়সা ভূস্বামী পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সেরেস্তায় আদায় দিতে হয়। এই সম্পত্তি আমি ওয়ারিশসূত্রে প্রাপ্ত হইয়া দীর্ঘকাল যাবৎ বিনা আপত্তিতে ভোগদখল করিয়া আসিতেছি। এক্ষণে আমার অর্থের বিশেষ আবশ্যক হওয়ায় আমি উক্ত ০'২৩ শতক ভিটা বিক্রয় করিবার কথা ঘোষণা ও প্রচার করিলে আপনি তাহা অবগত হইয়া উক্ত সম্পত্তি খরিদের প্রস্তাব করেন; আমি বাজার দর যাচাই করিয়া যাচাইসূরতে উক্ত সম্পত্তির সর্বোচ্চ দর কোং ৫০০'০০ (পাঁচ শত) টাকা ধার্যে ও তাহা নগদ গ্রহণে (বা রেজিস্টারিং অফিসারের সম্মুখে লইবার চুক্তিতে অদ্য উক্ত সম্পত্তি আমি আপনাকে বিক্রয় করিলাম। এইরূপে নিঃস্বত্বে সাফ বিক্রয়-কোবালাপত্র লিখিয়া দিয়া স্বীকার ও অঙ্গীকার করিতেছি যে উক্ত সম্পত্তিতে আমার যাহা কিছু স্বত্ব-স্বামিত্ব ও অধিকার ছিল তাহা অদ্য হইতে আমা হইতে লুপ্ত হইয়া আপনাতে ওয়ারিশান ও স্থলাভিষিক্তগণক্রমে বর্তিল। আপনি অদ্য হইতে উক্ত সম্পত্তিতে খরিদসূত্রে মালিক দখলিকার ও স্বত্ববানমতে ধার্য খাজনা তপশীলোক্ত ভূস্বামী সরকারে সন-সন আদায় দিয়া দান-বিক্রয়াদি সর্বপ্রকার হস্তান্তরকরণের মালিক ও ক্ষমতাযুক্তে পুত্র-পৌত্রাদি ওয়ারিশান ও স্থলাভিষিক্তগণক্রমে পরম সুখে ভোগদখল করিতে থাকুন; তাহাতে আমি মায় ওয়ারিশানে কোন প্রকার ওজর-আপত্তি করিতে পারিব না বা পারিবে না; কেহ কোন প্রকার ওজর-আপত্তি করিলে তাহা সর্বত্র বাতিল বা অগ্রাহ্য হইবে। অত্র সম্পত্তি সম্পূর্ণ নির্দায় ও নির্দোষ অবস্থায় আপনাকে বিক্রয় করিলাম; বিক্রীত সম্পত্তির আমিই সম্পূর্ণ মালিক ও দখলিকার। আমি ব্যতীত উক্ত সম্পত্তির আর কেহ সরিক বা ওয়ারিশ নাই এবং উক্ত সম্পত্তি আমি ইতিপূর্বে আর কাহারো নিকট কোনপ্রকার দায়সংযোগ বা হস্তান্তরাদি করি নাই। ভবিষ্যতে আমার স্বত্ব বা দখলের দোষে কি আমার কৃতকার্যের দ্বারা কি আমার সরিক কি ওয়ারিশ কর্তৃক আপনার খরিদা স্বত্বের কোন বিঘ্ন হয়, তাহা হইলে ঐ বিঘ্নজনিত ক্ষতিপূরণের দায়ী আমি, আমার ওয়ারিশ ও স্থলাভিষিক্তগণক্রমে রহিলাম। বিক্রীত সম্পত্তির কাগজপত্রাদিতে আমার অন্যান্য সম্পত্তি সম্পর্কে বিবরণাদি লিখিত থাকায় আপনাকে ঐগুলি দিতে পারিলাম না; আবশ্যক ও তলবমত দিব। এতদর্থে আপন ইচ্ছায় সুস্থ চিত্তে সরল মনে অন্যের বিনা অনুরোধে মূল্যের সমস্ত টাকা নগদ গ্রহণে সাক্ষীগণের সাক্ষাতে বিক্রয়-কোবালাপত্র সম্পাদন করিয়া দিলাম। ইতি সন.........

তফসিল

তফশীলে দাগ নং, খতিয়ান নং, সম্পত্তির পরিমাণ, খাজনার পরিমাণ ইত্যাদি অংকে ও কথায় লিখিয়া দিতে হইবে। প্রত্যেক দলিলের ক্ষেত্রেই এই নিয়ম মানিয়া চলিতে হইবে। বিক্রীত সম্পত্তির স্বত্ব, মৌজার নাম দিতে হইবে; জে, এল, নং অবশ্যই দিতে হইবে। সরিক আছে কিনা তাহা লিখিয়া দিবেন। প্রয়োজনে বিক্রীত সম্পত্তির জায় প্রদান করা যুক্তিযুক্ত। পণবাহা কি প্রকারে প্রদান করা হইয়াছে তাহার একটি সিডিউল থাকিলে ভাল হয়। তাহার পর কৈফিয়ত কিছু থাকিলে দিতে হইবে। সম্পাদনকারী দলিল পাঠ করিতে না জানিলে দলিলখানি পাঠ করিয়া শুনাইতে হইবে। এইরূপ একটি সার্টিফিকেট প্রদান করিয়া পাঠকারী স্বাক্ষর করিবেন: "দলিলখানি সম্পূর্ণ পাঠ করিয়া দাতাকে শ্রবণ করাইলাম এবং দলিলের মর্ম উপলব্ধি করিয়া দাতা স্বেচ্ছায় দলিলে সম্পাদনের স্বাক্ষর করিয়াছেন।" বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ—পি, সি, মোঘা এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন।

স্থাবর সম্পত্তি সংক্রান্ত সকল প্রকার দলিলের ক্ষেত্রে তফশীল সংক্রান্ত নির্দেশগুলি প্রযোজ্য। নিরক্ষর দাতার জন্য সার্টিফিকেট এবং কৈফিয়ত সকল দলিলের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

বিক্রয়-কোবালা—২
উত্তরাধিকারী স্বত্ব বিক্রয়-কোবালা

পূর্বে আইনের ধারা আলোচনাকালে ভেস্‌টেড ও কন্‌টিনজেণ্ট ইন্‌টারেস্ট সম্পর্কে আলোচনা করা হইয়াছে। ভবিষ্যতে উত্তরাধিকার সূত্রে যে সম্পত্তি পাওয়া যাইবে তাহা বর্তমানে বিক্রয় করা যাইতে পারে, যেমন 'ক' একখানি উইলমূলে 'গ'-কে 'ক'-এর সম্পত্তির মালিক করিয়া গিয়াছে; উইলে ইহা লিখিত আছে যে 'গ'-এর অবর্তমানে উক্ত সম্পত্তির মালিক হইবে 'চ'; সম্পত্তিতে 'চ'-এর স্বত্ব হইতেছে 'ভেস্‌টেড'; এই ভেস্‌টেড স্বত্ব যাহা 'গ'-এর অবর্তমানে 'চ' ভবিষ্যতে পাইবে তাহা আজ বর্তমানে 'চ' অন্যকে মূল্যের বিনিময়ে বিক্রয় করিতে পারে।

এই বিষয়বস্তু বিক্রয়-কোবালার আকারে লিখিত হইবে।

পুস্তক-স্বত্ব বিক্রয়-কোবালা—৩

ঈশ্বরীপ্রসাদ একখানি পুস্তক লিখিয়াছেন, কিন্তু এককালীন অর্থের প্রয়োজন হওয়ায় তিনি সন্ধ্যাদেবীকে পুস্তকের কপিরাইট ৫০০০ টাকা মূল্যে বিক্রয় করিলেন এবং পুস্তকের স্বত্ব-স্বামিত্ব হইতে বঞ্চিত হইলেন; পুস্তকে গ্রন্থ-প্রণেতারূপে

ঈশ্বরীপ্রসাদের নাম থাকিবে বটে, কিন্তু পুস্তক-প্রচার, বিক্রয় প্রভৃতির সকল প্রকার দা.স্বত্বই সন্ধ্যাদেবীর। ৪নং রেজিস্টার বহিতে নকল হইবে। ফি ও ষ্ট্যাম্প সাধারণ বিক্রয়কোবালার ন্যায়।

এইরূপ বিক্রয়-কোবালার বিশেষত্ব এই যে ইহাতে পণের টাকা এককালীন না প্রদান করিয়া মাসে মাসে বা নির্ধারিত কিস্তিতে কিস্তিতে পণের মূল্য দিবার ব্যবস্থা থাকে। এইরূপ বিক্রয়-কোবালার পণবাহা অ্যান্যুয়িটি হওয়ার জন্য ষ্ট্যাম্প মাশুল অ্যান্যুয়িটির ন্যায় ষ্ট্যাম্প আইনের ২৫-ধারামতে নির্ধারণ করিতে হইবে। বৃত্তি চিরস্থায়ী হইলে—অর্থাৎ একজনের জীবদ্দশায় সীমিত না হইলে—২০ বৎসরে মোট যতটাকা বৃত্তি প্রদেয় হয় তাহার উপর আর্টিকেল-২৩ অনুসারে ষ্ট্যাম্প দিতে হয়; আর কিস্তির কাল কোন ব্যক্তি বিশেষের জীবনের সহিত শেষ হইলে ১২ বৎসরে মোট প্রদেয় বৃত্তির উপর ২৩-আর্টিকেল অনুসারে ষ্ট্যাম্প মাশুল দিতে হয়; তৃতীয়তঃ কোন নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত যদি বৃত্তি প্রদানের ব্যবস্থা থাকে তবে মোট যত টাকা বৃত্তি প্রদেয় হয় সেই টাকার উপর ২৩-আর্টিকেল অনুসারে ষ্ট্যাম্প মাশুল দিতে হয়। রেজিস্ট্রেসন ফিস্ আর্টিকেল-[এ] অনুসারে দিতে হয়।

সাধারণ বিক্রয়-কোবালার ন্যায় দলিল লিখিয়া পণবাহা সম্পর্কে উক্তরূপ লিখিতে হইবে। সাধারণতঃ কতকগুলি শর্তও যুক্ত থাকে—যথা, অ্যান্যুয়িটির টাকা যথাযথ প্রদান না করিলে আইনের আশ্রয় লইয়া টাকা আদায় করা যাইবে; ক্রেতা যদি উক্ত সম্পত্তি বিক্রয় করেন তাহা হইলেও অ্যান্যুয়িটির শর্ত উল্লেখে বিক্রয় করিবেন; অথবা এইরূপ শর্তও থাকিতে পারে যে অ্যান্যুয়িটির টাকা পর পর কয়েক মাস বা বৎসর (কত কিস্তি তাহা উল্লেখ করিতে হইবে) বাকি পড়ে, তাহা হইলে ক্রেতা বিক্রীত সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হইবেন।

বলা নিষ্প্রয়োজন, উক্ত শর্তগুলি লিখিবার জন্য ভিন্নভাবে ষ্ট্যাম্প মাশুল দিতে হইবে না।

সম্মতি সূত্রে বিক্রয়-কোবালা—৪

ক্রেতা.........   বিক্রেতা.........

১। ....মূল

২। ....সম্মতিদাতা

বিক্রয়-কোবাল' পত্রমিদং। নিম্নের তপশীলে বিশেষভাবে বর্ণিত সম্পত্তি মায় দ্বিতল ইমারত, ড্রেন, পায়খানা, গ্যাস ও ইলেকট্রিক ফিটিং ইত্যাদি যাহা আছে সেই সমস্ত ইজমেণ্ট রাইট টাইটেল ও ইণ্টারেস্ট প্রভৃতি যে কিছু স্বত্ব-স্বামিত্ব ও

অধিকার আমার আছে সেই সমস্ত স্বত্বের দরবস্ত হকুক আপনাকে ৩০,০০০ (ত্রিশ হাজার) টাকায় বিক্রয় করিলাম।

উক্ত সম্পত্তি আমার পিতা......মহাশয় স্বোপার্জিত অর্থে প্রস্তুত করিয়া বিগত.........সালের.........মাসে পরলোক গমন করিলে আমি তাহার কৃত উইলের নির্দেশানুসারে তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি দীর্ঘ.........বৎসরকাল নির্ব্যূঢ় স্বত্বে স্বত্বাবান হইয়া দখলিকার আছি। অন্য কাহারো তাহাতে স্বত্ব নাই। কিন্তু তৎসত্ত্বেও আপনি আমার ভ্রাতা শ্রী.........কে সম্মতিজ্ঞাপক পক্ষরূপে (কন্‌সেন্‌টিং পার্টি) দলিলখানিতে সম্পাদনস্বরূপে স্বাক্ষর না করিলে উক্ত সম্পত্তি ক্রয় করিতে অস্বীকার করায় আমার ভ্রাতা এবং আমি দলিলখানি আপনার অনুকূলে সম্পাদন করিয়া দিলাম। উক্ত সম্পত্তিতে আমাদের যে কোন অধিকার বা স্বত্ব ছিল তাহা রহিত হইয়া উত্তরাধিকার বা অ্যাসাইনি প্রভৃতি সূত্রে তৎসমস্ত আপনাতে বর্তিল। আমার বা আমাদের উত্তরাধিকার বা অ্যাসাইনি প্রভৃতি ভবিষ্যতে উক্ত সম্পত্তিতে কোন প্রকার দাবিদাওয়া করিবে না। আপনি এই দলিলের বলে আপন নাম খারিজ করাইয়া পুত্রপৌত্রাদিক্রমে ভোগ দখল করিতে থাকুন। ইতি.................. ....

তফসিল চৌহদ্দি

* * * *

পণবাহার জায়

* * * *

মোট ত্রিশ হাজার টাকা মাত্র

* * মূল দাতার স্বাক্ষর

দ্রষ্টব্য ঃ কন্‌সেন্‌টিং পার্টি থাকিবার জন্য কোন প্রকার বেশি ষ্ট্যাম্প দিতে হইবে না এবং পণবাহা প্রাপ্তি স্বীকারে কন্‌সেন্‌টিং পার্টির স্বাক্ষর অনাবশ্যক।

অংশীদারের অংশ বিক্রয়—৫

(বিক্রয়-কোবালা, রিলিজ নহে)

কস্য না-দাবি পত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে। আমি শ্রী....................আমার উভয় পুত্র শ্রী.........................ও শ্রী.........................এর সহিত একত্রে ও একযোগে পরস্পরে মূলধন বিনিয়োগে কারবার চালাইয়া আসিতেছিলাম। কিন্তু

এক্ষণে আমার আর ব্যবসায় কার্য করিবার আদৌ ইচ্ছা না থাকায় উক্ত কারবারে আমার যে স্বত্বলভ্য ছিল ও ঐ কারবারের লভ্যাংশ হইতে স্থাবর সম্পত্তি ক্রয় করা হইয়াছে সেই সমুদয় আমার পুত্রদ্বয়ের অনুকূলে অত্য নগদ.........টাকা পাইয়া ত্যাগ করিলাম। এক্ষণে এই না-দাবি পত্র লিখিয়া দিয়া অঙ্গীকার করিতেছি যে উক্ত কারবারে ও তৎসংক্রান্ত সম্পত্তিতে ভবিষ্যতে আর কোন দাবিদাওয়া করিব না। ইতি............

দ্রষ্টব্য ঃ উক্ত দলিলখানি 'না-দাবি' নামকরণে লিখিত হইয়াছে; কিন্তু দলিলখানির বিষয়বস্তু পাঠে বুঝিতে অসুবিধা হয় না যে দলিলখানি বিক্রয়-কোবালা ভিন্ন অপর কিছুই নহে। একটা নাম দিলে দলিলের ভাবান্তর হইতে পারে না। মূল কথা এই যে যেখানে 'আমার স্বত্বে স্বত্ববান' কথা লেখা থাকে সেখানে স্বত্বান্তর করা হয়, সুতরাং তাহা বিক্রয়-কোবালা আর যেখানে 'আমার দাবিদাওয়া নাই' লেখা থাকে তখন না-দাবি দলিলের বিষয়বস্তু পাঠ করিয়া বুঝিতে হইবে তাহা কি দলিল, নাম দেখিয়া নহে।

অস্থাবর সম্পত্তির হস্তান্তর উল্লেখে স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়—৬

এই বিক্রয়-কোবালা দ্বারা আমি উল্লেখ করিতেছি যে সন.........সালের.. ....তারিখে খাট, বিছানা, টেবিল, চেয়ার, আলমারী প্রভৃতি 'ক' তপশীলে উল্লিখিত অস্থাবর সম্পত্তি আপনাকে............টাকা মূল্যে বিক্রয় করিয়া তাহা আপনাকে ডেলিভারি দিয়া স্বত্বত্যাগী হইয়াছি এবং আপনি সেই অবধি উক্ত সম্পত্তিসমূহ ভোগদখল করিয়া আসিতেছেন। ঐ সকল আসবাবপত্র আমার নিম্নলিখিত চৌহদ্দিস্থিত 'খ' তপশীলভুক্ত গৃহে ছিল ও এখনও আছে। আপনি এযাবৎকাল ভাড়াটিয়া সূত্রে তাহা দখল করিয়া আসিতেছেন, কিন্তু এক্ষণে উক্ত গৃহ আমার বিক্রয় করা আবশ্যক এবং আপনিও ক্রয় করিতে ইচ্ছুক হওয়ায় সময়োচিত মূল্য............টাকায় বিক্রয় করিয়া ওয়ারিশান ও স্থলাভিষিক্তক্রমে স্বত্বত্যাগী হইলাম। আপনিও আমার স্বত্বে নির্ব্যূঢ় স্বত্বে স্বত্ববান হইয়া উত্তরাধিকারক্রমে ও ওয়ারিশান সূত্রে ভোগবান ও দখলিকার হইলেন, তাহাতে ভবিষ্যতে আমার বা আমার ওয়ারিশান প্রভৃতি কাহারো কোন ওজর-আপত্তি খাটিবে না। ইতি সন.........

দ্রষ্টব্য ঃ অস্থাবর সম্পত্তির বিক্রয় যাহা পূর্বে সম্পন্ন হইয়াছে এখানে তাহার পুনরাবৃত্তি (রেসিটেশন) মাত্র; সুতরাং উহার জন্য ষ্ট্যাম্প কসুম দিতে হয় না।

ইজমেণ্ট স্বত্বের হস্তান্তর—৭

লিখিতং শ্রী...... ....১নং দলিলদাতা এবং শ্রী... .... ২নং দলিলদাতা। কস্য বায়ু, আলোক ও পথ চলাচলের ইজমেণ্ট রাইট হস্তান্তর-পত্রমিদং কার্যঞ্চাগে আমি ১নং দলিলদাতা ১২নং লীলাবতী রোডস্থিত বাটীর মালিক হইতেছি ও আমি ২নং দলিলদাতা ১৩নং লীলাবতী রোডস্থিত বাটীর মালিক হইতেছি। এক্ষণে ১২নং লীলাবতী রোডস্থিত বাটীর পশ্চিম পার্শ্বে আমি ১নং দলিলদাতা আমার যে মেথর খাটিবার পথ, জানালা, বায়ু ও আলোক যাতায়াতের পথ বহুকাল হইতে বর্তমান আছে, উহা আপনি ২নং দলিলদাতা আপনার ১৩নং বাটীর পার্শ্বস্থ পতিত জমির পূর্বদিকে অবস্থিত বিধায় আপনি সে সমস্ত জোরপূর্বক বন্ধ করিয়া দেন এবং আমি ১নং দলিলদাতা আমার বাটীর পশ্চিম পার্শ্বে আর জায়গা না থাকায় আমিও বাধ্য হইয়া আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করি, সেজন্য আপনাতে ও আমাতে বহুদিন যাবৎ মনোমালিন্য ও মামলা-মোকদ্দমা চলিতেছিল এবং তজ্জন্য আমাদের উভয়েরই বহু ক্ষতি হইতেছিল, সেই সকল কারণে আমরা অদ্য তারিখে এই এগ্রিমেণ্টপত্র দ্বারা উভয়ে উভয়ের নিকট মায় ওয়ারিশান ও স্থলাভিষিক্তগণক্রমে এইরূপ শর্তে আবদ্ধ হইতেছি যে, আমি ১নং দলিলদাতা অদ্য আপনাকে নগদ ৩০০০ টাকা দিলাম এবং ২নং দলিলদাতা আপনার নিকট হইতে উক্ত ৩০০০ টাকা প্রাপ্ত হইয়া স্বীকার ও অঙ্গীকার করিতেছি যে আপনার যে সমস্ত জানালা ও আলো-বায়ু গমনাগমনের এবং মেথর খাটিবার পথ বর্তমান আছে তাহা চিরকাল মায় ওয়ারিশান ও স্থলাভিষিক্তগণ ক্রমে কখনও বন্ধ করিয়া দিতে পারিব না বা এরূপ কার্য কখনও করিব না যাহাতে আপনার কোনরূপ ক্ষতি হয় এবং আমি ১নং দলিলদাতা অঙ্গীকার করিতেছি যে আমার যে সমস্ত জানালা আলো-বায়ু গমনাগমনের এবং মেথর যাতায়াতের পথ বর্তমান আছে তাহা ছাড়া আর নূতন জানালা ও আলো গমনাগমনের পথ ইত্যাদি বাড়াইতে বা তৈয়ার করিতে পারিব না। এতদর্থে আমরা ১নং ও ২নং দলিলদাতা এই এগ্রিমেণ্টপত্র লিখিত, পঠিত ও স্বাক্ষরযুক্তে সম্পাদন করিয়া দিলাম। ইতি............

দ্রষ্টব্য: দাতাদ্বয় সহি সম্পাদন করিবেন। উক্ত দলিলের ষ্ট্যাম্প কোবালার ন্যায় ২৩-আর্টিকেল অনুসারে প্রদেয়। কিন্তু দলিলে পণের উল্লেখ না থাকিলে এবং গ্রহীতার উক্ত সম্পত্তিতে স্বত্ব না রহিলে, তাহা হইলে একরারের ন্যায় ৫-আর্টিকেল অনুসারে ষ্ট্যাম্প মাশুল দিতে হইবে। পার্থক্য হইতেছে এই যে কোবালায় স্বত্ব হস্তান্তরিত হয় কিন্তু একরারনামায় তাহা হয় না; এবং প্রকৃত ইজমেণ্টে গ্রহীতা সম্পত্তিতে দখল পায়না; পাইলে তাহা লীজ বা ঐপ্রকার কিছু হইবে। সম্পত্তি হস্তান্তর আইনের ১০৫ ধারা দেখুন।

বিক্রয়-কোবালা—৮
(হেবা-বিল-এওয়াজ)

বিক্রয়-কোবালা অর্থে হেবা-বিল-এওয়াজ দলিল কেমন হইবে তাহা পূর্বে লিখিত হইয়াছে। আমরা জানি বিবাহের সময় দেনমোহরের প্রাপ্য কিছু টাকা প্রদান করা হয়; বাকি টাকা পরবর্তীকালে প্রদান করিবার সময় টাকার পরিবর্তে স্থাবর সম্পত্তি স্ত্রীর অনুকূলে সম্পাদন করিলে সেই হেবা বিক্রয়-কোবালারূপে গণ্য হয়। কিন্তু পরবর্তীকালে প্রদেয় মোট টাকার পরিবর্তে যদি নগদে কিছু টাকা এবং অবশিষ্ট টাকার পরিবর্তে সম্পত্তি হস্তান্তর করা হয়, তবে যে টাকার বিনিময়ে সম্পত্তি হস্তান্তরিত হয় সেই টাকার উপর বিক্রয়-কোবালার ষ্ট্যাম্প দিতে হয়। অর্থাৎ যদি দলিলে এইরূপ লিখিত হয় যে, "আমার নিকট ২৫০০ টাকা তোমার পাওনা, তন্মধ্যে ২০০০ টাকা মূল্যের পরিমাণ......শতক সম্পত্তি হেবা করিলাম এবং বক্রী ৫০০ টাকা নগদ দিলাম, ইত্যাদি" তাহা হইলে ৫০০ টাকার জন্য কোন ষ্ট্যাম্প দিতে হয় না।

বিক্রয়-কোবালা—৯
(কিস্তিতে পণের টাকা দিবার চুক্তিতে বিক্রয়)

সাধারণতঃ সম্পত্তি বিক্রয়ের সময় বা পূর্বে পণের টাকা এককালীন প্রদান করা হইয়া থাকে। কিন্তু ভবিষ্যতে নির্দিষ্ট সময় অন্তর টাকা প্রদানের চুক্তিতেও বিক্রয়-কোবালা সম্পাদন ও নিবন্ধীকরণ সম্ভব। দলিলে এই বিষয়ে লিখিত হইবে। ইহা একপ্রকার অ্যান্যুয়িটি। মোট মূল্যের উপর আর্টিকেল ২৩ অনুসারে মাশুল দিতে হইবে। অ্যান্যুয়িটির কথা লিখিত থাকিলেও ভিন্নভাবে মাশুল দিতে হইবে না। এ সম্পর্কে ষ্ট্যাম্প আইনের ২৫ ধারা এবং 'মাসোহারা' সম্পর্কিত দলিলের পরিচিতি পর্যায় দেখুন।

একরারনামা

পরিচিতি ঃ একরারনামা বহু প্রকারের এবং অনেক বিষয় সংক্রান্ত হইতে পারে। একরারের কি শর্ত এবং একরারের কি শর্ত নহে তাহা লইয়াও মতবিরোধ হওয়া অস্বাভাবিক নহে, তবে একরারনামা সাধারণতঃ নিম্নলিখিত রূপে ব্যাখ্যা করা হইয়া থাকে; একরারনামা হইতেছে বিধিমতে এমনই কাজ যাহাতে একাধিক ব্যক্তি তাহাদের মধ্য হইতে এক বা একাধিক জনের সুবিধার্থে কোন কাজ করিতে বা কোন কাজ হইতে নিবৃত্ত থাকিতে সম্মতি জ্ঞাপন করে; অথবা একরারনামা হইতেছে এই

যে, একাধিক ব্যক্তির মধ্যে কোন বিষয় সম্পর্কে চুক্তিপত্র ; তবে লীজ হইতে ইহার পার্থক্য সম্পর্কে সচেতন হইতে হইবে; ধরুন, কোন ব্যক্তি দুই বৎসরের জন্য অপর এক ব্যক্তির নিকট হইতে বাড়ি ভাড়া লইয়া মাসে মাসে ভাড়া বাবদ নির্দিষ্ট পরিমাণ ভাড়া দিবার অঙ্গীকারে যে দলিল সম্পাদন করিয়া দেয়, তাহা যদ্যপি একরারনামারূপে লিখিত হয় তবুও তাহা লীজরূপে গণ্য করিতে হইবে। তবে বায়নানামা সরকারী লাইসেন্স প্রাপ্তির বিনিময়ে সরকারের অনুকূলে শর্ত প্রতিপালনের স্বীকারোক্তি সম্পর্কিত দলিল সকলই একরারনামার অন্তর্গত ,

আবার কতকগুলি দলিল আছে যাহা সম্পাদিত ও নিবন্ধীকৃত হইবার পূর্বে সেই সম্পর্কে একরারনামা সম্পাদিত ও নিবন্ধীকৃত হইবার ব্যবস্থা আছে ; এইগুলির ক্ষেত্রে ভবিষ্যতে যে মূল দলিল সম্পাদিত ও নিবন্ধীকৃত হইবে তাহারই প্রদেয় ষ্ট্যাম্প একরারনামায় সংযুক্ত করিতে হয়. যথা লীজের একরারে লীজের ষ্ট্যাম্প (আর্টিকেল-৩৫), সেটেলমেন্টের একরারে সেটেলমেন্টের ষ্ট্যাম্প (আর্টিকেল-৫৮) এবং বণ্টননামার একরারে বণ্টননামার ষ্ট্যাম্প দিতে হয়। তবে এম্, এন্, বাসুর ষ্ট্যাম্প আইনে (পৃঃ ২৭৯), এই প্রসঙ্গে উল্লেখ আছে যে পার্টিসানের একরারনামায় একরার-নামার ষ্ট্যাম্প ক্ষেত্র বিশেষে চলে। যেমন, মাদ্রাজ হাইকোর্ট মত প্রকাশ করিয়াছেন যে একখানি পার্টিসান লিস্ট্-এ বণ্টনের ব্যবস্থা না করিয়া যদি চুক্তিবদ্ধ শর্তে ভবিষ্যতে বণ্টনের কথা উল্লেখ থাকে তবে তাহা একরারনামা বিবেচিত হইবে [গংগ্য বনাম চিনা-লিংগ্য, ১৯১৩, এ, আই, আর ১৬২ (মাদ্রাজ)]।

প্রয়োজনবোধে একরারনামায় দাতা-গ্রহীতা উভয়েই দলিলে সম্পাদনস্বরূপে স্বাক্ষর করিয়া থাকেন। ' একরারনামায় ষ্ট্যাম্প (বণ্টননামা, সেটেলমেণ্ট বা লীজের একরারনামা ব্যতীত) সিডিউল ১ [এ]-এর আর্টিকেল-৫ অনুসারে প্রদেয়।

রেজিস্ট্রেসন ফিস্ টেবলের আর্টিকেল-[ই] অনুসারে ৬ টাকা ফিস্ দিতে হয় , তবে কোন ব্যক্তির নিকট চাকরি করিবার শর্ত সম্পর্কিত একরারনামায় আর্টিকেল-[ডি] অনুসারে ২ টাকা ফিস্ দিতে হয়, ৫০০ টাকা বেতন পর্যন্ত। বেতন ৫০০ টাকার উর্ধ্বে হইলে ফিস্ ৫·০ টাকা প্রদেয়।

একরারনামা—১

(বিক্রীত সম্পত্তি ফেরত পাইবার)

কস্য ফেরত একরারনামা পত্রমিদং কার্যঞ্চাগে। হুগলী জেলার অন্তর্গত মৌজা আকুনি গ্রামে অবস্থিত রায়ত দখলিস্বত্ববিশিষ্ট দুই দাগে শালি জমি ০·৫২ শতক যাহার বার্ষিক খাজনা ২·৪৫ (দুই টাকা পঁয়তাল্লিশ পয়সা) ভূস্বামী পশ্চিমবঙ্গ সরকারের

সেরেস্তায় আদায় দিতে হয়। এই সম্পত্তি যাহার বিশেষ বিবরণ নিম্ন তফসিলে বর্ণিত হইয়াছে আমি অদ্য তারিখে সম্পাদিত এক-কিতা কোবালামূলে কোং ৯০০'০০ (নয় শত টাকা) মূল্যে আপনার নিকট হইতে খরিদ করিয়া এমতে খরিদাসূত্রে ভোগ-দখলকার আছি। উক্ত সম্পত্তি এক্ষণে আপনি মূল্যের টাকা প্রত্যর্পণে একটি নির্দিষ্ট কড়ার মধ্যে ফেরত লইবার প্রস্তাব করিলে আমি তাহাতে সম্মত এবং স্বীকৃত হইয়াছি এবং তন্মূলে আমি অত্র ফেরত একরারপত্র লিখিয়া দিয়া ইহা স্বীকার, অঙ্গীকার ও প্রকাশ করিতেছি যে যদি আপনি মায় ওয়ারিশানে অদ্য হইতে আগামী সন ১৩৭৫ (তেরশত পঁচাত্তর) সালের মাহ ফাল্গুন পর্যন্ত আমার ভোগ-দখলের পর কেবলমাত্র ঐ সনের চৈত্র মাসের মধ্যে পূর্বোক্ত মূল্যের ১০০০'০০ (এক হাজার টাকা) এককালে মায় ওয়ারিশান আমাকে প্রদান করেন তাহা হইলে আমি মায় ওয়ারিশানে বিনা ওজরে তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি দ্বিতীয় কোবালা দ্বারা আপনাকে ফেরত দিব ; ইহাতে কোন ওজর-আপত্তি করিতে পারিব না। মূল্যের টাকা এককালে আদায় দিবেন, কোন কিস্তিবন্দির দাবি করিতে পারিবেন না। উক্ত কড়ার মত টাকা প্রদান করিয়া সম্পত্তি ফেরত লইবেন। কড়ার গত হইলে আমি টাকা গ্রহণ করিতে বা সম্পত্তি ফেরত দিতে বাধ্য থাকিব না। ইহাও প্রকাশ থাকে, যদি আমি উক্ত কড়ারমতে সহজে টাকা গ্রহণ না করি বা সম্পত্তি ফেরত না দিই বা ফেরত দিতে অস্বীকার বা টালবাহানা করিতে থাকি, তাহা হইলে আপনি মায় ওয়ারিশানে মূল্যের সমস্ত টাকা আদালত সাহায্যে প্রদান করিয়া সম্পত্তি ফেরত লইবেন, তাহাতে মায় ওয়ারিশানে কোন ওজর বা দাবি করিতে পারিব না। এতদর্থে আপন ইচ্ছায়, সুস্থ শরীরে, সরল মনে অন্যের বিনা অনুরোধে অত্র দলিলের সকল শর্তে উভয় পক্ষ মায় ওয়ারিশানে তুল্যরূপে বাধ্য থাকিয়া আমি অদ্য ফেরত একরারনামা সম্পাদন করিয়া দিলাম। ইতি সন... ... ...

তফসিল

* * *

দ্রষ্টব্য ঃ দাতা এবং গ্রহীতা উভয়েই সম্পাদনে স্বাক্ষর করিয়া নিবন্ধীকরণের জন্য উভয়েই সম্পাদন স্বীকার করিতে পারেন। এইরূপ একরারনামার কড়ারের কাল আর একখানি একরারনামামূলে বাড়াইয়া লওয়া যাইতে পারে।

একরারনামা—২

কস্য একরারনামা পত্রমিদং কার্যঞ্চাগে। আমি আপনার নিকট হইতে......টাকা ঋণ লইয়া এই অঙ্গীকার করিতেছি যে আমি অদ্য হইতে আপনার কারবারে... ...

কাজে নিযুক্ত হইলাম। আমার পারিশ্রমিক হইতে প্রতি মাসে... ...টাকা করিয়া উক্ত ঋণ পরিশোধার্থে কাটিয়া লইবেন। আপনার সমস্ত টাকা উক্তরূপ হিসাবে পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত আমি অন্য কোথাও কার্য করিতে পারিব না। যদি করি তাহা হইলে আপনি চুক্তিভঙ্গের নালিশ করিয়া আমাকে দণ্ডবিধির আইন অনুসারে দণ্ডনীয় করিতে পারিবেন, তদ্ব্যতীত আপনার কার্যের ক্ষতিপূরণস্বরূপ... ...টাকা অর্থদণ্ড দিব। উক্ত টাকা আমার সম্পত্তি হইতে আদায় করিয়া লইবেন, তাহাতে আমার উত্তরাধিকারী বা স্থলাভিষিক্তের কোন প্রকার ওজর-আপত্তি চলিবে না। সন... ... . .

দ্রষ্টব্য : উক্ত একরারনামাখানি যদি এইরূপে পরিবর্তিত থাকিত যে 'যদি শর্তানুসারে কার্য করিয়া মালপত্র না দিই তাহা হইলে আমার অগ্রিম লওয়া টাকা মায় শতকরা......টাকা হারে সুদ সহ আদায় দিব' তাহা হইলে দুইটি পৃথক বিষয় সংক্রান্ত দলিল হওয়ার জন্য অগ্রিম লওয়া টাকার উপরে তমসুকের (বণ্ড-এর) ষ্ট্যাম্প দিতে হইবে এবং রেজিস্ট্রেসন ফিস্‌ও [এ] এবং [ই] উভয়ই দেয়। কিন্তু এইরূপ শর্ত থাকিলে আর দণ্ডবিধি আইনানুসারে বাধ্য করিয়া কাজ করান যায় না।

নোকরনামা বা চাকরি করিবার একরারনামা—

লিখিতং শ্রী... ... ...। আমার টাকার বিশেষ প্রয়োজন হওয়ায় আপনার নিকট হইতে অদ্য তারিখে......টাকা লইয়া নিম্নলিখিত শর্তে তাহা পরিশোধ করিতে আমি প্রতিজ্ঞা ও অঙ্গীকারবদ্ধ হইতেছি। কোন শর্তের কোন প্রকার অন্যথা সাধন করিতে পারিব না এবং ইচ্ছা করিয়া কোন নিয়মভঙ্গজনিত অপরাধ করিলে দণ্ডবিধি আইনানুসারে আমার নামে চুক্তিভঙ্গের নালিশ করিয়া আমাকে সমস্ত শর্ত পালনে বাধ্য করিতে পারিবেন এবং আমি বিনা আপত্তিতে তাহা করিব এবং উপযুক্ত দণ্ড গ্রহণ করিব।

শর্তাবলী

১। অদ্য হইতে তিন বৎসরের জন্য আপনার নিকট চাকর থাকিবার অঙ্গীকার করিলাম।

২। প্রতিদিন আপনার বাড়িতে উপস্থিত থাকিয়া আপনার নির্দেশানুসারে চাষ-আবাদ বা অন্য যে কোন কার্যে নিয়োজিত করিবেন তাহা সম্পাদন করিব।

৩। আপনার বাড়িতে দুইবেলা আহারাদি করিব এবং বৎসরে চারখানি পরিধেয় বস্ত্র ও চারখানি গামছা পাইব।

৪। কোন কারণে আপনার কার্য ছাড়িয়া অপরের কার্য করিতে পারিব না বা আপনার প্রদত্ত টাকা পরিশোধ করিতে চাহিলে আপনি তাহা লইতে বাধ্য রহিলেন না।

৫। প্রতিমাসে বেতন বাবদ......টাকা হিসাবে পাইব এবং সেই টাকা আপনার অগ্রিম প্রদত্ত টাকায় বাদ যাইবে।

দ্রষ্টব্য: বিশেষ প্রতিকার আইনে বিধান আছে যে অবিচ্ছিন্নভাবে তিন বৎসরের অধিক দিনের জন্য কন্‌ট্রাক্ট হয় না। সুতরাং তিন বৎসরের অধিককালের চুক্তি গ্রাহ্য হইবে না।

রেজিস্ট্রেসন ফিস্ আর্টিকেল-[ডি] অনুসারে দিতে হইবে।

একরারনামা—৪
(দলিল প্রদর্শন করাইবার একরার)

সাধারণতঃ নিয়ম এই যে বিক্রেতা যখন কোন সম্পত্তি ক্রেতাকে বিক্রয় করেন, তখন উক্ত সম্পত্তি সংক্রান্ত সকল প্রকার কাগজপত্র ক্রেতাকে প্রদান করা হয়, কোন কারণে বিক্রেতা বিক্রীত সম্পত্তি সংক্রান্ত কাগজপত্র ক্রেতাকে প্রদান করিতে না পারিলে ক্রেতা বিক্রেতার নিকট হইতে একখানি কভেন্যাণ্টপত্র সম্পাদন করাইয়া লইতে পারেন; এইরূপ একরারনামামূলে বিক্রেতা ক্রেতার প্রয়োজনে বিক্রীত সম্পত্তি সংক্রান্ত সকল প্রকার কাগজপত্র প্রদর্শন করাইতে বাধ্য থাকেন এবং সেই মর্মে কভেন্যাণ্টপত্র লিখিত হইয়া থাকে। যে সকল কাগজপত্র ক্রেতাকে প্রদান করা গেল না তাহার বিবরণ কভেন্যাণ্টপত্রে লিখিত হইবার পর এইরূপ লিখিত থাকিবে—"আমি এই কভেন্যাণ্টপত্র লিখিয়া দিয়া একরার করিতেছি যে ভবিষ্যতে উক্ত কাগজপত্রাদি মায় ওয়ারিশান স্থলাভিষিক্তগণক্রমে আপনাদিগের দেখিবার বা কাহাকেও দেখাইবার বা কোন আদালতে দাখিল করিবার আবশ্যক হইলে আমি মায় ওয়ারিশান ও স্থলাভিষিক্তগণক্রমে তাহা প্রদর্শন করাইতে বা দাখিল করিতে বাধ্য থাকিলাম ও থাকিবে। যদি যথাসময়ে তাহা না করি বা করে তবে যথাযথ ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য রহিলাম বা রহিবে।"

সালিশের একরারনামা—৫
(অচলনামা)

১। শ্রীযুক্ত... ... ... ২। শ্রীযুক্ত... ... ...

লিখিতং শ্রী... ... ...ও শ্রী... ... ...ইত্যাদি।

আমাদের উভয় ভ্রাতার মধ্যে আজ দুই বৎসর ধরিয়া মনোমালিন্যের সূত্রপাত হওয়ায় পৈতৃক বিষয়সম্পত্তির অংশ সম্বন্ধে নানা প্রকার গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছে এবং

সেজন্য একাধিক দেওয়ানী মোকদ্দমা রুজু হওয়ায় আমরা উভয়েই ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছি। এক্ষণে আমরা এই একরারনামা দ্বারা অঙ্গীকারবদ্ধ হইতেছি যে আপনারা উভয়ে এই বিবাদ-বিসম্বাদের যাহা মীমাংসা করিয়া দিবেন তাহাতে আমরা উভয়ে বাধ্য হইব এবং তাহার কোন অন্যথাচরণ করিতে পারিব না। যদ্যপি কেহ আপনাদের মধ্যস্থতায় অমত করেন তাহা হইলে তিনি অপর পক্ষকে ক্ষতিপূরণস্বরূপ... ...টাকা দিতে বাধ্য রহিলেন। যদি না দেন তবে আদালতের সাহায্যে তাহা মায় খরচা আদায় দিতে হইবে। এই অঙ্গীকার সূত্রে আবদ্ধ হইয়া আমরা এই একরারপত্র লিখিয়া দিলাম। ইতি... . . .

ভাড়া খরিদ চুক্তিপত্র—৬
(হায়ার পারচেজ)

কস্য চুক্তিপত্রমিদং কার্যঞ্চাগে। লিখিতং প্রথম পক্ষ মালিক শ্রী .. .. এবং দ্বিতীয় পক্ষ খরিদ্দার শ্রী... ... ...। নিম্নে প্রথম পক্ষকে 'মালিক' এবং দ্বিতীয় পক্ষকে 'খরিদ্দার' নামে লিখিত হইয়াছে। অত্র চুক্তিপত্রমূলে আমরা নিম্নলিখিত শর্তে আবদ্ধ হইলাম—

১। তফসিলে বিশেষভাবে বর্ণিত জিনিসপত্রগুলি মালিক ভাড়া দিয়াছেন এবং খরিদ্দার ভাড়া লইয়াছেন, মাসিক... ...টাকা হারে ভাড়া স্থিরীকৃত হইল এবং অদ্য হইতে আগামী... ...সালের... ...তারিখ পর্যন্ত এই চুক্তিপত্র কার্যকরী থাকিবে।

২। খরিদ্দার ইতিপূর্বে মালিককে... ..টাকা প্রথম মাসের রেণ্ট বা ভাড়া স্বরূপে প্রদান করিয়াছেন; মালিকও এতদ্বারা প্রথম মাসের ভাড়া প্রাপ্তি স্বীকার করেন, পরবর্তীকালে ভাড়া প্রতিমাসের... ...তারিখের মধ্যে... ...টাকা করিয়া মাসিক ভাড়া বাবদ মালিককে খরিদ্দার প্রদান করিবেন।

৩। তফসিলে বর্ণিত জিনিসপত্রগুলি খরিদ্দার সযত্নে ব্যবহার করিবেন এবং সংরক্ষণ করিবেন। অবশ্য 'উইয়ার এবং টিয়ার' জনিত ক্ষয়-ক্ষতির জন্য খরিদ্দার দায়ী হইবেন না, আগুনে পুড়িয়া উক্ত জিনিসপত্রের কোনরূপ ক্ষতি হইলে তাহা পূরণ করিতে খরিদ্দার বাধ্য থাকিবেন, জিনিসপত্রগুলি মালিককে অথবা তাঁহার প্রতিনিধি বা কর্মচারীকে সকল সময় পরিদর্শন করিতে দিতে খরিদ্দার বাধ্য থাকিবেন।

৪। মালিকের লিখিত সম্মতি ব্যতিরেকে খরিদ্দার জিনিসপত্রগুলি বর্তমানে যে ঠিকানায় আছে সেই স্থান হইতে অন্যত্র লইয়া যাইতে পারিবেন না; (জিনিসপত্র-গুলি যে ঠিকানায় আছে সেই ঠিকানা দিতে হইবে) অথবা জিনিসপত্রগুলি উক্ত ঠিকানায় ফিক্স্চার হইতে দিবেন না।

৫। যে স্থানে জিনিসপত্রগুলি রক্ষিত হয় সেই স্থানের জন্য প্রদেয় খাজনা এবং কর খরিদ্দার নিয়মিতভাবে যথাসময়ে প্রদান করিবেন ; যদি না প্রদান করেন তাহা হইলে চুক্তিপত্র বিনা নোটিশে উক্ত কারণে নাকচ হইবে।

৬। খরিদ্দার এই চুক্তিপত্রের কোন শর্ত পালন করিতে অবহেলা করিলে মালিক কোন প্রকার নোটিশ প্রদান না করিয়াই চুক্তির মেয়াদ শেষ করিতে পারেন এবং জিনিসপত্রগুলি তাঁহার দখলে আনয়ন করিতে পারেন এবং সেই উদ্দেশ্যে খরিদ্দার 'লিভ বা লাইসেন্স' দিতেছে যে মালিক বা মালিকের এজেন্ট বা কর্মচারী খরিদ্দারের দখলিকৃত যে কোন গৃহাদিতে অনুসন্ধানেব জন্য প্রবেশ করিয়া উক্ত জিনিসপত্রগুলিতে পুনরায় দখল লইতে পারিবেন , ইহার জন্য মালিক অথবা তাঁহার এজেন্ট বা কর্মচারী অবৈধ প্রবেশের দায়ে দায়ী হইবেন না।

৭। খরিদ্দার যে কোন সময়ে উক্ত জিনিসপত্রগুলি মালিককে ফেরত দিয়া এই চুক্তিপত্রের মেয়াদ শেষ করিতে পারেন।

৮। উপরিউক্ত পরপর তিনটি ক্লজের যে কোন একটিতে চুক্তিপত্রের মেয়াদ শেষ হইলে খরিদ্দার মালিককে চুক্তিভঙ্গের তারিখ পর্যন্ত প্রাপ্য যাবতীয় রেণ্ট পরিশোধ করিয়া দিবেন ; এইরূপ পরিশোধের জন্য খরিদ্দার কোন প্রকার ক্রেডিট অ্যালাউন্স পাইবেন না।

৯। নির্ধারিত মেয়াদের যে কোন সময় খরিদ্দার বক্রী রেণ্ট এবং ভবিষ্যতে প্রদেয় রেণ্ট সকল প্রদান করিয়া উক্ত জিনিসপত্রগুলির মালিক হইতে পারেন ; অবশ্য ইহার জন্য খরিদ্দার কোন ডিস্‌কাউণ্ট পাইবেন না। (যদি ডিস্‌কাউণ্ট দিবার ব্যবস্থা থাকে তবে সেই মর্মে লিখিতে হইবে।)

১০। খরিদ্দার অথবা কোন ব্যক্তি—যাঁহার দখলে জিনিসপত্রগুলি থাকে—কেবলমাত্র 'বেলী'-রূপে গণ্য হইবেন।

উপরিউক্ত শর্তানুসারে জিনিসপত্রগুলি ক্রয় না করিলে অথবা সকল প্রাপ্য সম্পূর্ণ-রূপে পরিশোধ না করিলে উক্ত জিনিসপত্র পুরাপুরি মালিকের সম্পত্তিরূপে পরিচিত থাকিবে।

এতদর্থে সুস্থ শরীরে স্বেচ্ছায় আমরা শ্রী... ... .এবং শ্রী... ... .এই চুক্তিপত্র সম্পাদন করিয়া দিলাম। ইতি সন... ...

তফসিল

* * *

(অস্থাবর সম্পত্তি হইলেও তাহার বিবরণ এখানে দিতে হইবে)

বিবাহ-বিচ্ছেদের চুক্তিপত্র—৭

কস্য বিবাহ-বিচ্ছেদ চুক্তিপত্রমিদং কার্যঞ্চাগে। লিখিতং শ্রী... ... ... (পরে 'পতি'রূপে পরিচিত) প্রথম পক্ষ এবং শ্রীমতী... ... ...(পরে 'পত্নী'রূপে পরিচিত) দ্বিতীয় পক্ষ। উভয়ের মধ্যে বহুকাল যাবৎ কলহ, অশান্তি, মনের অমিল সর্বদা বিরাজ করায় আমরা উভয়ে পৃথকভাবে বসবাস করিতেছি; বর্তমানে বিবাহ-বিচ্ছেদের চুক্তি করিবার মানসে উভয়ে নিম্নলিখিত চুক্তিতে আবদ্ধ হইলাম—

১। উভয় পক্ষ পৃথকভাবে বসবাস করিতে থাকিব; একে অপরের জীবনে ব্যাঘাত সৃষ্টি করিতে পারিবে না এবং দাম্পত্য জীবনের অধিকার পুনরুদ্ধারের অজুহাতে আইনের সাহায্য লইতে পারিবে না।

২। পতি, পত্নীর জীবদ্দশা পর্যন্ত মাসিক... ...টাকা ভাতাস্বরূপ দিবেন এবং পতির ঔরসজাত দুইটি সন্তানের ভরণপোষণের জন্য মাসিক... ... ...টাকা করিয়া দিবেন। অবশ্য যদি উপযুক্ত আদালত দ্বারা এই বিচ্ছেদ চূড়ান্তভাবে স্বীকৃত হয় তবে পতি অত্র চুক্তিপত্রের শর্তানুসারে ভাতা প্রদান করিতে বাধ্য থাকিবেন না।

৩। ১০ বৎসর বয়স্ক পুত্র বিভাস এবং ৮ বৎসর বয়স্ক কন্যা রানী—এই সন্তান দুইটিকে পত্নী উপরের শর্তে লিখিত মাসিক প্রদেয়····· টাকা হইতে রক্ষণাবেক্ষণ এবং বিদ্যাশিক্ষার ব্যবস্থা করিবেন যতদিন না সন্তান দুইটি.........বৎসর বয়সে উপনীত হয়। সন্তান দুইটির জন্য পত্নী অন্য কোন প্রকার ক্ষতিনিষ্কৃতি পতির নিকট দাবি করিতে পারিবেন না।

৪। পতির গৃহ হইতে পত্নী তাঁহার নিজস্ব যাবতীয় গহনাপত্র, ফার্নিচার এবং অপরাপর আসবাবপত্র লইয়া যাইতে পারিবেন।

৫। এই চুক্তিপত্র সম্পাদনের তারিখ হইতে পত্নী যে সকল ঋণ করিবেন তাহা তিনি পরিশোধ করিতে বাধ্য থাকিবেন, এই ঋণের জন্য পতি কোন প্রকার দায়ী হইবেন না; যদি পতিকে উক্তরূপ ঋণ পরিশোধ করিতে হয় তবে তিনি উক্ত মাসিক ভাতা হইতে কাটিয়া লইতে পারিবেন। সন্তান দুইটির রক্ষণাবেক্ষণ বা শিক্ষাদীক্ষা এবং পত্নীর রক্ষণাবেক্ষণের জন্য যদি কোন ব্যয়ভার পতিকে বহন করিতে হয় তবে পতি তাহা উক্ত মাসিক ভাতা হইতে কাটিয়া লইতে পারিবেন।

৬। পতি প্রতি সপ্তাহের রবিবার (বা অন্য কোন সময়ে)......ঘণ্টার জন্য উক্ত সন্তান দুইটির সাহচর্য লাভ করিতে পারিবেন। অবশ্য প্রকাশ থাকে যে ভবিষ্যতে যদি কখনো পতি এবং পত্নী পরস্পর সম্মতিক্রমে স্বামী-স্ত্রীরূপে পুনরায় একসঙ্গে বসবাস করেন তাহা হইলে এই চুক্তিপত্র সেইরূপ অবস্থায় কার্যকরী থাকিবে না এবং পতিকেও উক্তরূপ অর্থ প্রদান করিতে হইবে না।

আরও প্রকাশ থাকে যে পতি অথবা পত্নীর যে কোন একজনের মৃত্যুতে এই চুক্তিপত্র প্রত্যাহৃত হইতে পারিবে। এতদর্থে সরল মনে সুস্থ শরীরে, অন্যের বিনা প্ররোচনায় অত্র চুক্তিপত্র আমরা সম্পাদন করিয়া দিলাম। ইতি সন……

দ্রষ্টব্য ঃ এইরূপ চুক্তিপত্র যে কোন ধর্মের লোক সম্পাদন করিতে পারেন; মুসলমানদিগের ডিভোর্সের যে বিশেষ ব্যবস্থা আছে তাহার সহিত উহার কোন সম্পর্ক নাই।

বায়নানামা

পরিচিতি ঃ বায়নানামা এক প্রকার একরারনামা ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। ভবিষ্যতে কোন সম্পত্তি ক্রয় করিবার জন্য সম্পত্তির মূল্য বাবদ আংশিক অর্থ প্রদানে বর্তমানে যে চুক্তি করা হয় সেই চুক্তিই বায়নানামা।

বায়নানামা সম্পাদনের তারিখ হইতে তিন বৎসরের মধ্যে নালিশ করিয়া বায়নানামাদাতা অথবা তাঁহার স্থলাভিষিক্তগণের নিকট হইতে সম্পত্তি খরিদ করিয়া লইতে অথবা ক্ষতিপূরণের টাকা আদায় করিতে পারা যায়। বায়নানামার সময় নির্দিষ্ট করা না থাকিলে যে তারিখে ক্রেতা জানিতে পারেন যে বিক্রেতা বায়নানামার চুক্তিভঙ্গ করিয়া অপর ব্যক্তিকে সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছে সেই তারিখ হইতে তিন বৎসরের মধ্যে বিক্রেতার বিরুদ্ধে মামলা রুজু করা যাইতে পারে।

একরারনামার ন্যায় বায়নানামাতেও ষ্ট্যাম্প আইনের সিডিউল ১ [এ]-এর আর্টিকেল-৫ অনুসারে ষ্ট্যাম্প মাশুল দিতে হয়।

রেজিস্ট্রেসন ফিস্ আর্টিকেল-[ই] অনুসারে ৬ টাকা দিতে হয়।

বায়নাপত্র—১

কস্য বায়নাপত্রমিদং কার্যঞ্চাগে। জেলা ২৪ পরগণা, থানা ও অবর-নিবন্ধক অফিস বারাসতের অন্তর্গত মৌজে আনারপুর গ্রামস্থিত নিম্নের তফসিলে বিশেষভাবে বর্ণিত ০·৪৩ শতক বাস্তুজমি আমি আপনাকে ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকায় বিক্রয় করিবার চুক্তি করিয়া উক্ত পণের টাকার মধ্যে অদ্য ১৫০০ (পনর শত) টাকা বায়নাস্বরূপ গ্রহণ করিলাম। এইক্ষণে এই বায়নাপত্র দ্বারা স্বীকার ও অঙ্গীকার করিতেছি যে অদ্য হইতে আগামী এক বৎসরের মধ্যে অর্থাৎ………সালের…… … তারিখ মধ্যে আপনি অবশিষ্ট পণের টাকা দিতে প্রস্তুত হইলে আমি উক্ত সম্পত্তি সাফকোবালামূলে আপনাকে বিক্রয় করিতে বাধ্য রহিলাম। কিন্তু আপনি যদি উক্ত সময়ের মধ্যে পণের টাকা দিতে না পারেন তাহা হইলে আমি অপর যে কোন ব্যক্তিকে তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি বিক্রয় করিতে পারিব এবং আপনি বায়নার টাকা

হইতে বঞ্চিত হইবেন। এতদর্থে বায়নার টাকা নগদ পাইয়া এই বায়নাপত্র লিখিয়া দিলাম। ইতি সন......

তফসিল

*　　　*　　　*

দ্রষ্টব্য ঃ এইরূপ বায়নানামায় অন্যান্য শর্তও লিখিত হইতে পারে ঃ যেমন "নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আপনি পণের টাকা দিতে প্রস্তুত থাকা সত্ত্বেও যদি আমি আপনার অনুকূলে বিক্রয়-কোবালা দলিল সম্পাদন করিয়া এবং রেজিস্ট্রী করিয়া না দিই তবে ক্ষতিপূরণস্বরূপ আপনাকে.........টাকা দিতে বাধ্য থাকিব।" আবার, "আপনি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পণের টাকা না দিতে পারিলে আমি অপর ব্যক্তিকে উক্ত সম্পত্তি বিক্রয় করিতে পারিব এবং উপযুক্ত সময়ে টাকা না পাইবার জন্য আমার যে ক্ষতি হইবে তাহার জন্য আপনি দায়ী হইবেন।"

বলা বাহুল্য এই সকল শর্তাবলীর জন্য ভিন্নভাবে কোন ষ্ট্যাম্প মাশুল দিতে হয় না, পাঁচ টাকার ষ্ট্যাম্পেই সকল শর্তাবলী লেখা চলিবে।

বায়নাপত্র—২

নিম্নের চৌহদ্দিস্থিত সম্পত্তি যাহা আমি ওয়ারিশপ্রাপ্ত হইয়া দীর্ঘ পনর বৎসর কাল নির্দায় ও নির্দোষ এবং বিনা আপত্তিতে ভোগ-দখল করিয়া আসিতেছি, উক্ত সম্পত্তি (বিক্রয়ের কারণ দর্শান এখানে) বিক্রয় করা আবশ্যক এবং আপনি উক্ত সম্পত্তি ......টাকা মূল্যে ক্রয় করিতে ইচ্ছুক হওয়ায় আমি অদ্য তারিখে আপনার নিকট বায়নাস্বরূপ টাকা লইয়া নিম্নলিখিত শর্তে আবদ্ধ হইলাম, যথা—

১। অদ্য হইতে.... ....দিনের মধ্যে আপনার নিয়োজিত অ্যাডভোকেটকে (বা অন্য লোককে) উক্ত সম্পত্তি সম্বন্ধে যে কিছু দলিলাদি আছে তাহা রসীদ লইয়া পরীক্ষার্থ দিব।

২। দলিলের টাইটেল ঠিক আছে স্থিরীকৃত হইলে আপনি আমাকে......দিন মধ্যে বিক্রয়-কোবালার মুসাবিদা আমার অনুমোদনের জন্য পাঠাইবেন, আমি তাহাতে আমার অনুমোদনজ্ঞাপক মর্মলিপি স্বাক্ষর করিয়া এক সপ্তাহ মধ্যে ফেরত পাঠাইব।

৩। আপনি মুসাবিদা ফেরত পাইবার পর হইতে.. ......দিন মধ্যে দস্তুরমত ষ্ট্যাম্পে আপনার ব্যয়ে লেখাপড়া ঠিক করিয়া আমায় পাঠাইলে আমি তাহাতে স্বাক্ষরাদি করিয়া নির্দিষ্ট দিনে রেজিস্ট্রেশন অফিসে উপস্থিত হইয়া বক্রী

পণবাহা গ্রহণে দলিলখানি রেজিস্ট্রী করিয়া দিব। রেজিস্ট্রী খরচ প্রভৃতি যাহা হয় তাহা আপনি দিবেন।

৪। যদ্যপি আমার সম্পত্তির টাইটেল ঠিক না থাকার জন্য আপনার আইন উপদেষ্টা আপনাকে এই সম্পত্তি ক্রয় করিতে যুক্তি না দেন তাহা হইলে আমি বিনা ওজর বা আপত্তিতে বায়নার দরুণ প্রাপ্ত.........টাকা ও টাইটেল পরীক্ষার জন্য যাবতীয় উকিল খরচ ফেরত দিব, যদি না দিই আপনি যথাবিধি আইনের সাহায্য লইয়া উক্ত টাকা আদায় করিয়া লইতে পারিবেন এবং তাহাতে আপনার যাহা ব্যয় হইবে তাহা আমি আপনাকে ফেরত দিতে ওয়ারিশ ও উত্তরাধিকারক্রমে বাধ্য রহিলাম।

৫। বিনা কারণে আপনি যদ্যপি উক্ত সম্পত্তি ক্রয় না করেন বা ক্রয় করিতে ইতস্ততঃ করেন তাহা হইলে বায়নার টাকা হইতে আপনি বঞ্চিত হইবেন। অধিকন্তু আপনাকে নোটিশ দিবার.........দিন পরে আর আমার উক্ত সম্পত্তি আপনাকে বিক্রয় করিতে পারিবেন না। ইতি সন.........

তফসিল

*　　　　*　　　　*

বায়নাপত্র—৩

(চার্জযুক্ত বায়না)

সাধারণ বায়নাপত্রের ন্যায় দলিলখানি লিখিত হইবার পর এই অংশটি সংযুক্ত করিতে হইবে: "যতদিন না আপনাকে অত্র বায়নাপত্রানুসারে বিক্রয়-কোবালাপত্র সম্পাদন করিয়া রেজিস্ট্রী করিয়া দিই, ততদিন পর্যন্ত বায়নার টাকা গ্রহণের জন্য তফসিল-বর্ণিত সম্পত্তি আপনার নিকট 'চার্জযুক্ত' রহিল; অর্থাৎ নিম্ন-তফসিলস্থ সম্পত্তি বায়না বাবদ প্রদত্ত টাকার চার্জ স্বরূপে রহিল।"

চার্জযুক্ত বায়নাপত্রে আর্টিকেল-৫ অনুসারে পাঁচ টাকার ষ্ট্যাম্প মাশুল অন্যান্য সাধারণ বায়নাপত্রের ন্যায় প্রদান করা হইয়া থাকে; উপরন্তু চার্জযুক্ত হইবার জন্য মর্টগেজের ন্যায় আর্টিকেল ৪০ (বি) অনুসারে ষ্ট্যাম্প মাশুল প্রদান করা যাইতে পারে এবং রেজিস্ট্রেসন ফিস্ আর্টিকেল-[ই] এবং [এ] অনুসারে লওয়া হইয়া থাকে। ষ্ট্যাম্প আইনের ৫-ধারা অনুসারে পৃথক বিষয় সম্পর্কিত দলিল হইতেছে বলিয়া ষ্ট্যাম্পের ও রেজিস্ট্রেসন ফিসের ঐরূপ ব্যবস্থা। চার্জযুক্ত হওয়ার জন্য আর্টিকেল-৪০ (বি) অনুসারে ষ্ট্যাম্প মাশুল না দিয়া অনেকে আর্টিকেল-৫৭ অনুসারে সিক্যুরিটি বণ্ডের ন্যায় ষ্ট্যাম্প দিয়া থাকেন; রেজিস্ট্রেসন ফিস্ তাহা হইলে ৬ টাকা হইবে।

কারণ সিক্যুরিটি বণ্ডে [ই]-ফিস্ ধার্য হয়। কেহ কেহ অবশ্য উহা পৃথক বিষয় সম্পর্কিত রূপে-জ্ঞান করেন না। কিন্তু সম্পত্তি হস্তান্তর আইনে 'চার্জ' সম্পর্কে যে ব্যাখ্যা প্রদান করা আছে সেই ব্যাখ্যা যে বায়না সম্পর্কিত চুক্তিপত্র হইতে সম্পূর্ণ পৃথক তাহা নিম্নলিখিত আলোচনা হইতে বুঝিতে পারা যাইবে—

'চার্জ' মর্টগেজের ন্যায় প্রতীয়মান হইলেও মূলতঃ উহা পৃথক। মর্টগেজমূলে নির্দিষ্ট স্থাবর সম্পত্তির স্বত্বান্তর হইয়া থাকে; কিন্তু চার্জ হইতেছে সেইরূপ অধিকার যে অধিকার বলে নির্দিষ্ট স্থাবর সম্পত্তি হইতে পূর্ব প্রদত্ত অর্থ ফেরত লওয়া যায়। যেমন, বায়না বাবদ প্রদত্ত অর্থ চার্জযুক্ত বায়নাপত্রে লিখিত তফসিলে বর্ণিত সম্পত্তি হইতে আদায় করা যায়। চার্জযুক্ত সম্পত্তি প্রদত্ত অর্থের একপ্রকার সিকিউরিটিস্বরূপ; চুক্তি অনুযায়ী কার্য নিষ্পন্ন না হইলে প্রদত্ত অর্থ চার্জযুক্ত সম্পত্তি হইতেই উদ্ধার করা যাইবে। মর্টগেজমূলে নির্দিষ্ট সম্পত্তিতে স্বত্বান্তরজনিত অধিকার পায় গ্রহীতা; চার্জমূলে নির্দিষ্ট সম্পত্তিতে কোন স্বত্বান্তরজনিত অধিকার গ্রহীতা পায় না বটে কিন্তু চার্জযুক্ত সম্পত্তি হইতে গ্রহীতা প্রদত্ত অর্থ আদায় করিবার অধিকার পায়। সম্পত্তি হস্তান্তর আইনের ১০০-ধারায় চার্জ সম্পর্কে এই প্রকার ব্যাখ্যা করা হইযাছে (ভৌমিকের রেজিস্ট্রেসন ল'-এর ৬০ পৃষ্ঠা দেখুন)। সুতরাং আর্টিকেল-৪০ অনুসারে 'চার্জযুক্ত' হওয়ার জন্য ষ্ট্যাম্প রুসুম প্রদান করা যাইতে পারে এবং যেহেতু পৃথক বিষয় সম্পর্কিত দলিল সেজন্য [ই]-ফিস্ ও মর্টগেজ-এর জন্য [এ]-ফিস্ কেহ কেহ ধার্য করেন। কিন্তু এই প্রসঙ্গে ভিন্ন মত প্রণিধানযোগ্য। এই মত গ্রহণ করিলে চার্জযুক্ত বায়নাপত্রকে দুইটি পৃথক বিষয় সম্পর্কিত নিদর্শনপত্র জ্ঞান করিবার কারণ নাই। (এই পুস্তকে ষ্ট্যাম্প আইনের ৫-ধারার অন্তর্গত দ্রষ্টব্য পর্যায়ে অংশ দেখুন।)

ঋণ-স্বীকারপত্র

পরিচিতি ঃ ঋণ-স্বীকারপত্র অর্থ লেনদেনের জন্য ব্যবহৃত হয়; যে ব্যক্তি ঋণস্বরূপে অর্থ গ্রহণ করেন তিনিই এই-স্বীকারপত্র লিখিয়া দেন। ঋণ-স্বীকারপত্রের বৈশিষ্ট্য এই যে ইহাতে কোন সাক্ষীর প্রয়োজন নাই। দ্বিতীয়তঃ, এরূপ ক্ষেত্রে ঋণ পরিশোধের কোন প্রতিজ্ঞা থাকিবে না, সুদ দিবার বা কোন প্রকার স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি সমর্পণ করিবার কোন শর্ত থাকিবে না; কেবলমাত্র ঋণ স্বীকার করিয়া খাতক বা খাতকের ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি ঋণ-স্বীকারপত্রে স্বাক্ষর করিবেন। হ্যাণ্ডনোটে এইরূপ লিখিত থাকে যে 'টাকা চাহিবামাত্র দিব,' কিন্তু ঋণ-স্বীকারপত্রে এইরূপ কিছু লিখিত থাকিবে না।

কোন ঋণ-স্বীকারপত্রে কত সুদ দিতে হইবে তাহার উল্লেখ ছিল এবং সাক্ষীও ছিল। হাইকোর্টের বিচারে সাব্যস্ত হয় যে যখন টাকা দিবার অঙ্গীকার নাই তখন ইহা তমসুক নহে, ঋণ-স্বীকারপত্র মাত্র। সুতরাং দেখা যাইতেছে উপরের আলোচনার সহিত হাইকোর্টের রায়ের পার্থক্য আছে।

২০ টাকার অধিক অর্থ সম্পর্কিত ঋণ-স্বীকারপত্র হইলে ২০ পয়সার রেভিনিউ ষ্ট্যাম্প লাগিবে (সিডিউল ১ [এ]-এর আর্টিকেল-১ দেখুন)।

আর্টিকেল-[এ]-এর অনুসারে রেজিস্ট্রেসন ফিস্ দিতে হইবে।

ঋণ-স্বীকারপত্র

আমি অদ্য তারিখে শ্রীযুক্ত··· ··· ··· ··· ···এর নিকট হইতে কোং··· ··· ··· ··· ···টাকা পাইয়া এই রসীদপত্র (ঋণ-স্বীকারপত্র) লিখিয়া দিলাম। ইতি সন··· ··· ···সাল··· ··· ···তারিখ··· ··· ···।

শ্রী··· ··· ··· ··· ··· ··· ···

স্বীকারপত্র

পরিচিতি ঃ (১) ষ্ট্যাম্প আইনে অ্যাক্‌নলেজমেণ্ট সম্পর্কে নিম্নলিখিত বিধান আছে—

খাতক বা খাতকের পক্ষে অন্য কেহ স্বীকারপত্রে লিখিতভাবে ঋণ স্বীকার করেন। ইহাতে ঋণ পরিশোধের কোন স্বীকারোক্তি থাকে না; সুদ প্রদানের কোন উল্লেখ থাকে না; স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তরের কোন উল্লেখ থাকে না।

(২) ভারতীয় লিমিটেশন আইনে বিধান আছে যে পক্ষের স্বাক্ষরযুক্ত স্বীকারপত্রে কোন সম্পত্তি বা অধিকার সংক্রান্ত মোকদ্দমা রুজু করিতে নির্ধারিত সময়ের জন্য লায়াবিলিটি বা দায়িত্ব স্বীকার করা হয়।

(৩) মুসলিম আইনে বিধান আছে যে উত্তরাধিকারের নিমিত্ত যখন সন্তানের বৈধতা বিবাহের দ্বারা নির্ণয় করা সম্ভব হইবে না তখন স্বীকারপত্র সম্পাদন দ্বারা ঐরূপ সন্তানকে বৈধতা প্রদান করা যাইতে পারে। স্বীকারপত্র সম্পাদনের পর প্রত্যর্পণ করা যায় না।

স্বীকারপত্র সাক্ষীর দ্বারা প্রত্যয়িত করা বাধ্যতামূলক নহে; এরূপ দলিলের নিবন্ধীকরণও বাধ্যতামূলক নহে।

ষ্ট্যাম্প মাশুল আর্টিকেল-১ অনুসারে প্রদেয়; রেজিস্ট্রেসন ফিস [ই] ৬ টাকা।

ঋণ-স্বীকারপত্র—১

ইহা স্বীকারপত্র। আমি শ্রী... ... ...পিতা... ... ...নিবাস... ... থানা... ... ...জেলা... ... ...জাতি... ... ...পেশা... ... ...এতদ্দ্বারা স্বীকার ও অঙ্গীকার করিতেছি যে শ্রী... ... ...পিতা... ... ...ইত্যাদির নিকট.. ... ...টাকার জন্য (টাকার পরিমাণ শব্দে ও সংখ্যায় লিখিতে হইবে) দায়বদ্ধ আছি। উক্ত মর্মে এই স্বীকারপত্র স্বেচ্ছায় ও সজ্ঞানে সম্পাদন করিলাম এবং উত্তমর্ণের হেপাজতে ত্যাগ করিলাম। ইতি সন... ... ...

স্বাক্ষর শ্রী ... ...

সন্তান-স্বীকারপত্র—২

ইহা স্বীকারপত্র। আমি... ... ...পিতা... ... ...নিবাস... ... থানা... ... ...জেলা... ... ...জাতি মুসলমান, পেশা... ...। অত্র স্বীকারপত্র সম্পাদনপূর্বক স্বীকার করিতেছি যে... ... ...আমার বৈধ সন্তান, সে আমার আইনসম্মত বিবাহিত পত্নী... ... ...খাতুনের গর্ভজাত সন্তান হইতেছে। আমার উক্ত সন্তান... ... ...মুসলিম আইনানুসারে আমার উত্তরাধিকারীরূপে সর্বপ্রকার অধিকারাদি ভোগ করিতে পারিবে; তাহাতে কাহারও কোনপ্রকার ওজর আপত্তি চলিবে না। এতদর্থে সরল মনে, স্বেচ্ছায়, সজ্ঞানে ও সুস্থ চিত্তে অত্র স্বীকারপত্র সম্পাদন করিলাম। ইতি সন... ...

সাক্ষী স্বাক্ষর... ... ...

(১) ... ...

(২) ... .

দত্তক-গ্রহণ

পরিচিতি: দত্তক-গ্রহণ সম্পর্কে বহুবিধ শাস্ত্রীয় এবং রাষ্ট্রীয় বিধান আছে, নিবন্ধীকরণের জন্য যাহা প্রয়োজন তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল—

দত্তক-গ্রহণ সম্পর্কে তিন/চারি প্রকারের দলিল হইতে পারে। প্রথমতঃ দত্তক গ্রহণ করিবার প্রাধিকারপত্র। এই প্রাধিকারপত্রে স্বামী স্ত্রীকে স্বামীর মৃত্যুর পর দত্তকপুত্র গ্রহণ করিবার প্রাধিকার বা ক্ষমতা প্রদান করেন। ইহা ঠিক উইল-এর ন্যায়; উইলের শর্তাবলী যেমন উইলকারীর মৃত্যুর পর কার্যকরী হইয়া থাকে, দত্তক-গ্রহণ প্রাধিকারপত্রের শর্তও তেমনি প্রাধিকারপত্রদাতার মৃত্যুর পর কার্যকরী হইয়া থাকে। উইলের ন্যায় দত্তক-গ্রহণ প্রাধিকারপত্র ৩ নং রেজিস্টার বহিতে নকল হইয়া

থাকে। তবে এই দুই প্রকার দলিলের পার্থক্যও প্রণিধানযোগ্য। উইলের নিবন্ধীকরণ বাধ্যতামূলক নহে, কিন্তু দত্তক-গ্রহণ প্রাধিকারপত্রের নিবন্ধীকরণ বাধ্যতামূলক ; উইলে ষ্ট্যাম্প মাশুল দিতে হয় না, দত্তক-গ্রহণ প্রাধিকারপত্রে ষ্ট্যাম্প মাশুল দিতে হয় (সিডিউল ১ [এ]-এর আর্টিকেল-৩) ; তবে রেজিস্ট্রেসন ফিস্ উভয়ের ক্ষেত্রে একই প্রকার—আর্টিকেল-[সি]।

দত্তক গ্রহণের প্রাধিকার মৌখিক বা লিখিত হইতে পারে, লিখিতভাবে প্রাধিকার প্রদান করা হইলে উহার নিবন্ধীকরণ বাধ্যতামূলক। তবে কোন উইলের মধ্যে দত্তক গ্রহণ করিবার প্রাধিকার প্রদান করা থাকিলে, যেহেতু উইলের নিবন্ধীকরণ বাধ্যতামূলক নহে সেই হেতু অনিবন্ধীকৃত উইলে লিখিত দত্তক-গ্রহণ প্রাধিকারপত্র আইনগ্রাহ্য।

প্রাধিকারপত্র কাহাকে বলে তাহার একটি উদাহরণ প্রদান করা হইল—শেখর এবং নবীনা স্বামী-স্ত্রী ; কিন্তু তাহাদের কোন সন্তানাদি নাই। শেখর একখানি দত্তক-গ্রহণ প্রাধিকারপত্র নবীনার অনুকূলে সম্পাদন করিয়া রেজিস্ট্রী করিয়া দিল। যেহেতু, এই দলিল প্রাধিকারপত্র মাত্র সেই হেতু ইহাতে লিখিত হইল—"আমার মৃত্যুর পর তুমি দত্তক সন্তান গ্রহণ করিবার অধিকার প্রাপ্ত হইবে।"

দ্বিতীয়তঃ, দত্তক-গ্রহণপত্র—এই দলিল প্রাধিকারপত্র হইতে সম্পূর্ণ পৃথক, ইহার নিবন্ধীকরণ বাধ্যতামূলক নহে। নিবন্ধীকৃত হইলে ইহা ৪ নং রেজিস্টার বহিতে নকল হইয়া থাকে, তবে ষ্ট্যাম্প মাশুল সিডিউল ১ [এ]-এর আর্টিকেল-৩ অনুসারে প্রদান করিতে হয়। দত্তক-গ্রহণপত্রে সন্তান যে দত্তকরূপে গ্রহণ করা হইয়াছে সেই সম্পর্কে উল্লেখ থাকে মাত্র। এইরূপ দত্তক-গ্রহণপত্রে যদি দত্তকপুত্রকে স্থাবর সম্পত্তিতে অধিকার প্রদান করা থাকে এবং সেই স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ প্রদান করা থাকে, তবে সেই দত্তক-গ্রহণপত্র ১নং রেজিস্টার বহিতে নকল করা হইয়া থাকে। দত্তক-গ্রহণপত্রে [ই]-ফিস্ ৬ টাকা দিতে হয়। দত্তক-গ্রহণপত্র যে দত্তক গ্রহণ করিবার দিনেই সম্পাদন করিতে হইবে এমন কোন বাধ্যবাধকতা নাই (লাব সিং বনাম মেহের সিং, ১৯৩২, লাহোর হাইকোর্ট)।

তৃতীয়তঃ, দত্তক গ্রহণে সম্মতিপত্র—এইরূপ দলিলমূলে কোন ব্যক্তি তাহার কোন পুত্রকে অপর ব্যক্তির দ্বারা দত্তক গ্রহণ করিতে সম্মতিপ্রদান করিয়া থাকে। ভূধরবাবু নীলিমা দেবীর বরাবর একটি পুত্র দত্তক গ্রহণে সম্মতিপত্র দলিল সম্পাদন করিয়া দিলেন। ভূধরবাবু সম্মতিপত্রে লিখিবেন—"আমার তৃতীয় পুত্র শ্রীমান গৌরীপ্রসাদ দত্তকে আপনি দত্তকপুত্ররূপে গ্রহণ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করায়, আমি সানন্দে আপনার প্রস্তাবে সম্মতি দিলাম ; আপনি গৌরীপ্রসাদের নাম-গোত্রাদি

পরিবর্তনে দত্তকপুত্রস্বরূপে গ্রহণ করিবেন তাহাতে আমার কোন ওজর-আপত্তি নাই।" ইহা একপ্রকার চুক্তিপত্র।

সুতরাং এইরূপ দলিলের ষ্ট্যাম্প সিডিউল ১ [এ]-এর আর্টিকেল-৫ অনুসারে পাঁচ টাকার মাশুল প্রদান কর উ চিত। রেজিস্ট্রেনন ফিস্ [ই] ৬ টাকা। এইরূপ দলিলের নিবন্ধীকরণ বাধ্যতামূলক নহে।

স্ত্রী বর্তমান থাকিলে স্ত্রীর সম্মতিক্রমে প্রাপ্তবয়স্ক হিন্দু পুরুষ পনর বৎসরের অনধিক হিন্দু পুত্র অথবা কন্যা দত্তক গ্রহণ করিতে পারে। দত্তকগ্রহণকারী পিতা/মাতা অপেক্ষা দত্তক সন্তানকে কমপক্ষে ২১ বৎসরের কনিষ্ঠ হইতে হইবে (অ্যাডপ্‌সান ও মেনটেন্যান্স্ অ্যাক্ট, ১৯৫৬)।

দত্তক-গ্রহণ প্রাধিকারপত্র

ষ্ট্যাম্প মাশুল—সিডিউল-১ [এ], আর্টিকেল-৩ অনুসারে ৫০ টাকা। রেজিস্ট্রেসন ফিস্-[সি] (iii) ১৬ টাকা।

লিখিতং শ্রী....................ইত্যাদি। কস্য দত্তক-গ্রহণ প্রাধিকারপত্রমিদং কার্যঞ্চাগে। আমার সন্তানাদি জন্মগ্রহণ করে নাই এবং ভবিষ্যতেও যে সন্তানাদি জন্মগ্রহণ করিবে এমন সম্ভাবনাও দেখি না; অতএব অত্র প্রাধিকারপত্রমূলে এই ক্ষমতা প্রদান করিতেছি যে যদ্যপি কোন ঔরসজাত পুত্র না রাখিয়া বা স্বয়ং কোন দত্তক-গ্রহণ না করিয়া আমি ইহধাম ত্যাগ করি, তাহা হইলে আমার পত্নী শ্রীমতী শিবানী দেবী আমার ইহলোকান্তে উপযুক্ত দত্তকপুত্র গ্রহণ করিতে পারিবেন এবং সেই দত্তকপুত্র আমার ত্যক্ত যাবতীয় সম্পত্তির অধিকারী হইতে পারিবে। প্রথম দত্তকপুত্রের অকাল বিয়োগ ঘটিলে শিবানী দেবী দ্বিতীয় বা ততোধিক দত্তকপুত্র গ্রহণ করিতে পারিবেন। তবে প্রতিবারে একাধিক পুত্র দত্তক গ্রহণ করা চলিবে না। এতদর্থে সুস্থ শরীরে, সরল মনে অত্র দত্তক-গ্রহণ প্রাধিকারপত্র লিখিয়া দিলাম। ইতি সন.........।

দত্তক-গ্রহণপত্র

ষ্ট্যাম্প মাশুল—৫০ টাকা। রেজিস্ট্রেসন ফিস্-[ই] ৬ টাকা।

শ্রী .... .ইত্যাদি।

লিখিতং শ্রীমতী....................ইত্যাদি। কস্য দত্তক গ্রহণপত্রমিদং কার্যঞ্চাগে। আমার স্বামী ৺.... ....তারিখের........ ....নং দলিলমূলে দত্তক-গ্রহণের অনুমতি প্রদান করিয়া নিঃসন্তান অবস্থায় স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। এক্ষণে আমি আপনার মধ্যম পুত্র শ্রীমান..............কে দত্তকপুত্ররূপে গ্রহণ করিবার আমার

একান্ত বাসনা প্রকাশ করায় এবং আপনি আমার কামনা পূর্ণ করিতে স্বীকার করায় শাস্ত্রাদি অনুসারে আপনার উক্ত মধ্যম পুত্রকে শ্রী... ... ...নামকরণে দত্তকরূপে গ্রহণ করিলাম। এখন হইতে শ্রীমান... ... ...আমার গর্ভজাত সন্তানের ন্যায় সর্বপ্রকারে সর্ববিষয়ের অধিকারী হইল, তাহাতে আমার আত্মীয়-স্বজনের বা অপর কাহারো কোন প্রকার আপত্তি চলিবে না, করিলেও তাহা সর্বপ্রকার অগ্রাহ্য ও নাকচ হইবে। ইতি সন......।

পুত্র দত্তক-গ্রহণে সম্মতিপত্র

ষ্ট্যাম্প মাশুল ৫ টাকা। রেজিস্ট্রেসন ফিস্-[ই]—৬ টাকা।

শ্রী... ... ... ইত্যাদি।

লিখিতং শ্রী... ... ...ইত্যাদি। কস্য দত্তক গ্রহণ সম্মতিপত্রমিদং কার্যঞ্চাগে। আপনি আমার পঞ্চম পুত্র শ্রী... ... ...কে দত্তকরূপে গ্রহণ করিবার অভিলাষ প্রকাশ করায় আমি আপনার প্রস্তাবে সম্মত হইয়া উক্ত শ্রী... ... ...কে আপনাকে দান করিয়া এই মর্মে আমার সম্মতি প্রকাশ করিতেছি যে আপনি তাহাকে যথাবিধি বৈধ ক্রিয়াদি দ্বারা তাহার নাম-গোত্রাদি পরিবর্তন করিয়া দত্তকপুত্ররূপে গ্রহণ করিবেন, তাহাতে আমার কোন ওজর-আপত্তি নাই। শ্রীমান ... ...কুমারে আমার যে অধিকার ও স্বামিত্ব ছিল তাহা অদ্য হইতে আপনাতে বর্তিল। আমার স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তিতে শ্রী... ... ...কুমারের আর উত্তরাধিকার স্বত্ব-স্বামিত্ব রহিল না। আপনার পুত্রস্বরূপে আপনার সম্পত্তির উপর স্বত্ব বর্তিল; এখন হইতে শ্রী......কুমারের সর্বপ্রকার লালনপালনের ভার আপনার উপর অর্পিল। এতদর্থে সরল মনে সুস্থ শরীরে অত্র দত্তক-গ্রহণ সম্মতিপত্র লিখিয়া দিলাম। ইতি সন......।

সাপ্লিমেণ্টারী দলিল

পরিচিতি ঃ ষ্ট্যাম্প আইনের ৪-ধারায় বিধান আছে যে বিক্রয়-কোবালা মর্টগেজ এবং সেটেলমেণ্ট দলিলের জন্য যদি কোন সাপ্লিমেণ্টারী দলিলের প্রয়োজন হয়, তবে এই সাপ্লিমেণ্টারী দলিলে ২ টাকার ষ্ট্যাম্প মাশুল দিলে চলিবে। এই সাপ্লিমেণ্টারী দলিল মূল দলিলের একাংশরূপে গণ্য হইবে। যেমন, একখানি বিক্রয়-কোবালা দলিল নিবন্ধীকৃত হইবার পর দেখা গেল যে কোবালাখানিতে সামান্য ত্রুটি-বিচ্যুতি অসাবধানতাবশতঃ আসিয়া গিয়াছে; এই ত্রুটি অপর একখানি ভ্রম-সংশোধনপত্রমূলে ঠিক করিয়া লওয়া যায়; এখানে ভ্রম-সংশোধনপত্রখানি মূল কোবালার সাপ্লিমেণ্টারী দলিলরূপে বিবেচিত হইবে।

তবে কোবালা মর্টগেজ সেটেলমেণ্ট ভিন্ন অপর কোন দলিলের ক্ষেত্রে ৪-ধারার সুবিধা পাওয়া যাইবে না।

রেজিস্ট্রেসন ফিস্-[ই]—৬ টাকা।

সাপ্লিমেণ্টারী দলিলের সঙ্গে মূল দলিল এবং ১ টাকা ৭৫ পয়সার কোর্ট-ফি ষ্ট্যাম্পযুক্ত উক্ত মর্মে দরখাস্ত দাখিল করিতে হয় ১৬-ধারা অনুসারে ষ্ট্যাম্প ডিনোটেশনের জন্য।

সাপ্লিমেণ্টারী দলিলের তিনটি বিষয় সংক্রান্ত মুসাবিদা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

পূর্ব সম্পাদিত দলিল বাহালকরণপত্র

(কন্‌ফারমেশান ডিড)

গ্রহীতা শ্রী··· ··· ···দাতা শ্রী··· ··· ···।

পূর্ব সম্পাদিত দলিল বাহালকরণপত্র সম্পাদন করিয়া অঙ্গীকার ও প্রকাশ করিতেছি যে আমার পিতা ৺··· ··· ·· মহাশয়··· ··· ·· সালে পরলোক গমন করিলে আমার মাতা শ্রীমতী··· ··· ···আমি নাবালক থাকায় নাবালকের স্বাভাবিক অভিভাবিকাস্বরূপে আমাদের সম্পত্তি দেখাশুনা করেন। আমি নাবালক থাকাকালীন আমার মাতা স্বয়ং এবং নাবালকের স্বাভাবিক গার্জেনস্বরূপে নিম্ন তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি আপনার অনুকূলে সম্পাদন ও রেজিস্ট্রী করিয়া দিয়া উক্ত সম্পত্তি হইতে সম্পূর্ণরূপে নিঃস্বত্ব হন। এক্ষণে আমি সাবালক সাব্যস্ত হওয়ায় আমার মাতা আপনাদের অনুকূলে··· ··· ···রেজিস্ট্রেসন অফিসের··· ··· ···সালের··· ···নং যে বিক্রয়-কোবালা সম্পাদন করিয়া দিয়াছিলেন সেই কোবালার বাহালকরণপত্র আমাকে সম্পাদন ও রেজিস্ট্রী করিয়া দিতে আপনি অনুরোধ করায় আমি সন্তুষ্ট চিত্তে এই কন্‌ফারমেশান দলিল লিখিয়া দিয়া জ্ঞাপন করিতেছি যে আমার মাতা শ্রীযুক্তা ··· ··· ···আপনাকে যে বিক্রয়-কোবালা দলিল··· ··· ···টাকা পণ গ্রহণে সম্পাদন করিয়া দিয়াছেন তাহাতে আমার কোন আপত্তি নাই এবং সেই কোবালা এতদ্বারা আমি কায়েম (বা কন্‌ফারম্) করিলাম অর্থাৎ নিম্নতফসিল বর্ণিত সম্পত্তিতে আমার বা আমার ওয়ারিশান স্থলাভিষিক্ত প্রভৃতি কাহারো কোন প্রকার স্বত্বাধিকার ইত্যাদি কিছুই নাই বা থাকিবে না। এতদর্থে এই ডিড অব্ কন্‌ফারমেশান লিখিয়া দিলাম। ইতি সন··· ··· ···তারিখ··· ··· ···।

তফসিল চৌহদ্দি

* * *

সম্মতিজ্ঞাপকপত্র

(ডিড অব কন্‌সেণ্ট)

কল্যাণ কিছু সম্পত্তি··· ··· ···রেজিস্ট্রেসন অফিসের··· ··· ···সালের ··· ··· ···নম্বর দলিলমূলে এলার নিকট হইতে ক্রয় করিল; কোন কারণে (সম্ভাব্য কারণের উল্লেখ থাকা উচিত) কল্যাণ বুঝিল যে এই হস্তান্তরে নন্দিতার সম্মতি থাকা প্রয়োজন। কল্যাণ নন্দিতাকে অনুরোধ করিল একখানি সম্মতিপত্র সম্পাদন ও রেজিস্ট্রী করিয়া দিতে; নন্দিতা রাজি হইল, কারণ বিক্রীত সম্পত্তিতে তাহার কোন "স্বত্বাধিকার ছিল না বা নাই"।

দলিল সংশোধনপত্র

শ্রীযুক্ত··· ··· ···ইত্যাদি।

লিখিতং শ্রী··· ··· ···ইত্যাদি।

কস্য দলিল সংশোধনপত্র কার্যঞ্চাগে। আমি ইংরাজী··· ··· ··· ··· ··· সালের··· ···তারিখে··· ··· ···রেজিস্ট্রেসন অফিসের··· ···নং রেজিস্ট্রীযুক্ত কোবালা দ্বারা··· ···টাকার স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছি। এক্ষণে দেখিতেছি উক্ত কোবালার... ···দফার সম্পত্তির চৌহদ্দি ভুল হইয়াছে; অতএব এতদ্বারা সেই চৌহদ্দি সংশোধন করিয়া দিলাম। এখন হইতে এই দলিলখানি উক্ত দলিলের অংশস্বরূপে গণ্য হইবে। ইতি সন··· ···।

তফসিল

* * *

এফিডেভিট

পরিচিতি: ষ্ট্যাম্প আইনের সিডিউল-১ [এ]-এর ৪নং আর্টিকেলে এফিডেভিটের যে অর্থ প্রদান করা হইয়াছে সেই অর্থে এফিডেভিট বলিতে প্রতিজ্ঞাপত্র (অ্যাফারমেশান) এবং ঘোষণাপত্র (ডিক্লারেশান) বুঝাইবে। যে সকল ব্যক্তি হলফ করিয়া বা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া কোন বিষয় লিখিয়া দিয়া থাকেন তাহা এফিডেভিট বলা যাইতে পারে। রেজিস্টারিং অফিসার নিবন্ধীকরণ আইনের ৬৩-ধারামতে এফিডেভিট সংক্রান্ত কার্য করিবার অধিকারী। কোন প্রতিজ্ঞাপত্র বা ঘোষণাপত্র ৫ টাকার ষ্ট্যাম্প-কাগজে লিখিয়া রেজিস্ট্রী করাইবার জন্য সম্পাদন করিতে হয়; রেজিস্ট্রেসন ফিস্‌-[ই]—৬ টাকা। এই সকল দলিল দ্বারা কোন প্রতিজ্ঞা জ্ঞাপন করিয়া তদন্যথাচরণ করা যায় না।

একরার ও এফিডেভিট এক নহে। একরার দ্বারা যে প্রতিজ্ঞা করা হয় তাহার অন্যথাচরণ করিলে ক্ষতির দায়িক হইবার কথা থাকে আর এফিডেভিট দ্বারা শুধু প্রতিজ্ঞা জ্ঞাপন করা হয়।

এফিডেভিট—১

লিখিতং শ্রী... ... ...ইত্যাদি। সকলের অবগতির জন্য আমি এতদ্বারা প্রতিজ্ঞাপূর্বক কহিতেছি যে আমার পুত্র শ্রী... ... ...এর বয়স বর্তমানে... ... ...বৎসর; অর্থাৎ শ্রী... ... ...সালের... ...তারিখে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। আমি প্রতিজ্ঞাপূর্বক যাহা উল্লেখ করিলাম তাহা আমার জ্ঞান ও বিশ্বাসমতে সত্য; কোন কথা আমি স্বেচ্ছায় গোপন করি নাই বা মিথ্যা বলি নাই। ইতি সন... ...।

এফিডেভিট—২

শ্রীযুক্ত... ... ...ইত্যাদি।

লিখিতং শ্রী সমীরণ চট্টোপাধ্যায়, পিতা... ... ...ইত্যাদি। কস্য এফিডেভিটপত্র মিদং কার্যঞ্চাগে। আমি এতদ্বারা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া স্বীকার করিতেছি যে আমার পিতা ৺... ... ...ইংরাজী... ... ...সালের... ...তারিখে... ... রেজিস্ট্রেসন অফিসের... ... ...নং দলিল দ্বারা আপনার নামে তাঁহার স্বোপার্জিত সম্পত্তি [সম্পত্তির বিবরণ দিতে হইবে এখানে] বিক্রয় করিয়া নিঃস্বত্ব হইয়াছিলেন এবং তদবধি আপনি উক্ত সম্পত্তি বিনা বাধায় ভোগ-দখল করিয়া আসিতেছেন। এক্ষণে নানা জনে উক্ত সম্পত্তি আপনার নামে বেনামা মাত্র আছে রটনা করায় আমি এই এফিডেভিটপত্র দ্বারা প্রতিজ্ঞাপূর্বক কহিতেছি যে উক্ত সম্পত্তি আমার স্বর্গীয় পিতৃদেব আপনাকে ন্যায্য মূল্য গ্রহণে বিক্রয় করিয়া গিয়াছেন এবং সে সম্পর্কে আমি সম্পূর্ণ অবগত আছি। আমার মাতাও ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। আমি তাঁহার একমাত্র পুত্র; সুতরাং তাঁহার একমাত্র ওয়ারিশ হেতু এতদ্বারা প্রকাশ করিতেছি যে উক্ত সম্পত্তিতে আমার কোন প্রকার দাবিদাওয়া নাই বা থাকিতে পারে না। ইতি... ... ...।

দ্রষ্টব্য ঃ কিন্তু যদি এমন লেখা থাকে যে "উক্ত সম্পত্তিতে আমার যে দাবি-দাওয়া থাকা সম্ভব তাহা আমি ত্যাগ করিলাম" তাহা হইলে ইহা 'না-দাবি' হইবে এবং তদনুসারে ষ্ট্যাম্প দিতে হইবে।

এফিডেভিট—৩

সকলের অবগতির জন্য আমি শ্রী... ... ...ইত্যাদি এতদ্বারা প্রতিজ্ঞাপূর্বক কহিতেছি যে ৺... ... ...পিতা ৺... ... ...ইত্যাদি গত... ...

সালের... ...তারিখে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন; বর্তমানে উক্ত ৺... ... ...এর পরিত্যক্ত যাবতীয় স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির আমিই একমাত্র ওয়ারিশ। এইসকল উক্তি আমার জ্ঞান ও বিশ্বাসমতে সত্য। আমি কোন বিষয় স্বেচ্ছায় গোপন করিলাম না বা মিথ্যা প্রচার করিলাম না। ইতি... ...।

দ্রষ্টব্য : কোন ব্যক্তি কোন দলিল সম্পাদন করিয়াছেন কিন্তু দলিলখানি রেজিস্ট্রী করিয়া দিবার পূর্বে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন; এইরূপ অবস্থায় মৃত সম্পাদনকারীর ওয়ারিশ দলিলখানি রেজিস্ট্রী করিয়া দিতে পারেন; কিন্তু ওয়ারিশান সম্পর্কে এবং সম্পাদনকারীর মৃত্যু সম্পর্কে রেজিস্টারিং অফিসারকে সন্তুষ্ট করিতে হইবে; রেজিস্টারিং অফিসারের সন্তুষ্টির জন্য উপরিউক্ত এফিডেভিট ইত্যাদি দাখিল করিতে হয়।

এফিডেভিট—8

(ট্রেডমার্ক ঘোষণাপত্র)

সকলের অবগতির জন্য প্রচার করা যাইতেছে যে আমি শ্রী... ... ...ইত্যাদি "শাস্তিরস সালসা" নামে একটি আমাশয়ের প্রতিষেধক ঔষধ প্রস্তুত করিয়াছি। আমার দ্বারা প্রস্তুত উক্ত ঔষধের স্বত্ব, স্বার্থ ও অধিকার রক্ষণার্থে নিম্নবর্ণিত ট্রেডমার্ক প্রস্তুত করাইয়া তাহাতে আমার একমাত্র অধিকার স্থাপন মানসে তাহা প্রচার ও প্রকাশ করিলাম। আমার ঔষধের নিম্নলিখিত ট্রেডমার্ক করিলাম; যথা—

'শান্তিরস সালসা'—সাদার উপর একটি পদ্মফুল।

এক্ষণে সাধারণের জ্ঞাতার্থে ইহা প্রচারিত হইল যে, কেহ যদ্যপি আমার ঔষধের ট্রেডমার্ক বা তাহার কোন অংশ বা উহার এমন অনুকরণ করেন যাহাতে লোকে আমার ঔষধ ধারণায় ভ্রমে পতিত হন বা কোনরূপ বিশ্বাস বা আস্থা স্থাপন করেন তাহা হইলে তিনি বা তাঁহারা আইনানুযায়ী দণ্ডনীয় হইবেন।

প্রকাশ থাকে যে উক্ত ঔষধের লেবেলে যে পদ্মফুলের ছবি আছে তাহার কপি সহি করিয়া এতদসহ গাঁথিয়া দিলাম; উহার এক কপি অত্র দলিলের অংশস্বরূপ গণ্য হইবে; অপর কপি রেজিস্ট্রেসন অফিসে দলিলের নকলের সহিত সংযুক্ত করিবার জন্য ব্যবহৃত হইবে। এতদর্থে অত্র ট্রেড ''র্কের ঘোষণাপত্র সম্পাদন করিলাম। ইতি... ...

দ্রষ্টব্য : 'ট্রেডমার্ক'-এর এক কপি ম্যাপ-প্ল্যান ইত্যাদির ন্যায় নকল-বহিতে (8নং রেজিস্টার বহি) সংযুক্ত করিয়া রাখিতে হইবে।

নিয়োগপত্র

পরিচিতি ঃ ষ্ট্যাম্প আইনের সিডিউল ১[এ] ৭নং আর্টিকেলে নিয়োগপত্রের জন্য ষ্ট্যাম্প শুল্ক নির্ধারিত আছে। উক্ত আর্টিকেলমূলে দলিলাদি খুব কমই হইয়া থাকে এবং উহাতে জটিলতাও আছে। সিডিউলের ৬৪-আর্টিকেলে যে ডিক্লারেশান অব্ ট্রাস্টের উল্লেখ আছে তাহার সহিত নিয়োগপত্রের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে; আবার মোক্তারনামার সহিত ইহার পার্থক্য প্রণিধানযোগ্য। মোটামুটি এ সম্পর্কে নিম্নে আলোচিত হইল।

নিয়োগপত্রমূলে নিযুক্ত ব্যক্তিকে (অর্থাৎ নিয়োগপত্র গ্রহীতাকে) ট্রাস্টী নিয়োগ করিবার ক্ষমতা প্রদান করা যাইতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, নিয়োগপত্রমূলে নিয়োগপত্র গ্রহীতাকে স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ, নির্ধারণ, হস্তান্তরাদির ক্ষমতাও প্রদান করা যাইতে পারে। নিয়োগপত্রমূলে নিযুক্ত ব্যক্তিকে অধিকতর ক্ষমতা প্রদান করা হইয়া থাকে; কিন্তু ডিক্লারেশান অব্ ট্রাস্টে ট্রাস্টী মনোনয়ন করিয়া ট্রাস্টীর কাজ দলিলে পরিষ্কারভাবে লেখা থাকে; নিয়োগপত্রে এইরূপ কিছু লিখিবার প্রয়োজন নাই।

ডিক্লারেশান অব্ ট্রাস্টে নির্দিষ্টকালের জন্য অছি নিয়োগ করা হয়; নিয়োগপত্রমূলে যে ক্ষমতা প্রদান করা হয় তাহা নির্দিষ্ট বা অনির্দিষ্টকালের জন্য হইতে পারে। ট্রাস্টী ট্রাস্ট-সম্পত্তির অপব্যবহার করিলে তাহার হিসাবনিকাশ দিতে বাধ্য; নিয়োগপত্রমূলে নিযুক্ত ব্যক্তি সেইরূপ হিসাব নিকাশ দিতে বাধ্য নাও হইতে পারেন। ডিক্লারেশান অব্ ট্রাস্টমূলে ট্রাস্টী তাঁহার ক্ষমতা অপরকে সমর্পণ করিতে পারেন না; কিন্তু নিয়োগপত্রমূলে নিযুক্ত ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে ট্রাস্টীরূপে নিয়োগ করিতে পারেন।

মোক্তারনামার সহিত নিয়োগপত্রের পার্থক্য যথেষ্ট; মোক্তারনামামূলে এজেন্ট মোক্তারনামাদাতার অনুমতি ও অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধে কোন কার্য করিতে পারেন না; নিয়োগপত্রে যেমন নিযুক্ত ব্যক্তিকে ট্রাস্টী নিয়োগ করিবার ক্ষমতা প্রদান করা থাকে, মোক্তারনামায় সেইরূপ কোন ক্ষমতা মোক্তারকে প্রদান করা হয় না। আবার কোন সম্পত্তি দেবোদ্দেশে দান করিয়া তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করিলে তাহা সেটেলমেন্টরূপে গণ্য হইবে; উহা কখনো ডিক্লারেশান অব্ ট্রাস্টরূপে বিবেচিত হইবে না; তবে নিয়োগপত্রমূলে কোন সম্পত্তি দেবসেবায় অর্পণ করিয়া সেবাইত নিযুক্ত করা যায়; পানচ্নামা এইরূপ একপ্রকার নিয়োগপত্র (মহেশচন্দ্র রায় বনাম গোসেন গণপতগীর)। পানচ্নামাতেও আর্টিকেল-৭ অনুসারে ষ্ট্যাম্প মাশুল দিতে হয়। রেজিষ্ট্রেসন ফিস্-[ই] ৬ টাকা।

নিয়োগপত্রের ষ্ট্যাম্প মাশুল সিডিউল ১ [এ]-এর আর্টিকেল-৭ অনুসারে ৩৭ টাকা ৫০ পয়সা, রেজিষ্ট্রেসন ফিস্-[ই]—৬ টাকা।

নিয়োগপত্র—১

লিখিতং শ্রী... ... ...ইত্যাদি। আমি সপরিবারে তীর্থবাস মানসে আমার স্থাবর ও অস্থাবর যাবতীয় সম্পত্তি আমার জীবিতকাল পর্যন্ত কিরূপে পরিচালিত হইবে তাহার বন্দোবস্তপত্র লিখিত-পঠিত করিয়া রেজিস্ট্রী করিয়াছি। কিন্তু সেই সমস্ত ভার কাহার উপর ন্যস্ত হইবে এবং কে সেই সমস্ত কার্যভার সুচারুরূপে পরিচালনে সক্ষম হইবেন বা কে সেই সমস্ত দায়িত্বসূচক ভার গ্রহণে ইচ্ছুক হইবেন তাহা এ পর্যন্ত স্থির করিতে না পারায় ট্রাস্টী নিযুক্ত করিতে পারি নাই। অতএব জেলা... ... ... থানা... ... ...এর অধীন... ... ...গ্রাম নিবাসী ৺... ... ...মহাশয়ের পুত্র আমার পরম সুহৃদ্ শ্রী... ... ...কে এতদ্বারা ক্ষমতা দিতেছি যে তিনি বৈষয়িক কার্যসমূহ সুচারুরূপে পরিচালনের উপযুক্ত লোক মনোনীত করিয়া তাঁহার উপর কার্যভার ন্যস্ত করিবেন। তিনি যাঁহাকে নিযুক্ত করিবেন তাহা আমার পক্ষ হইতে নিযুক্তের ন্যায় গণ্য হইবে এবং তাঁহার নিয়োগপত্র আমার বন্দোবস্তপত্রের অংশস্বরূপ গণ্য হইবে।

পান্চ্‌নামা

(নিয়োগপত্র—২)

লিখিতং (১) শ্রী... ... ... (২) শ্রী... ... ... (৩) শ্রী... ... ...। আমরা ৺... ... কর্তৃক রচিত উইলের নির্দেশানুসারে··· ··· ··· ···ধর্মীয় এনডাউমেণ্টের পান্চ্‌রূপে নিযুক্ত আছি। আমরা একত্রে আপনি শ্রী··· ··· ··· কে··· ··· ··· ··· ···প্রতিষ্ঠানের প্রচলিত রীতিনীতি অনুসারে সেবাইত নিযুক্ত করিলাম। আপনি নিম্নলিখিত প্রকার কার্য প্রত্যহ নিষ্ঠার সহিত সুসম্পন্ন করিবেন।

* * *

[কার্যের বিবরণ দিতে হইবে।]

আপনি কর্তব্যকর্মে অবহেলা করিলে আমরা আপনাকে সেবাইতের পদ হইতে চ্যুত করিয়া নূতন সেবাইত নিযুক্ত করিব।

ডিক্লারেশান অব্ ট্রাস্ট

(ষ্ট্যাম্প আর্টিকেল-৬৪)

পরিচিতি: ট্রাস্ট আইন অনুসারে এই প্রকার দলিল সম্পাদিত হয়। দাতা, গ্রহীতা উভয়ে বা উভয়ের মধ্যে যে কেহ ট্রাস্ট-দলিল সম্পাদন করিতে পারেন; রেজিস্ট্রেসন বাধ্যতামূলক।

অপরের সম্পত্তিতে ট্রাস্টনামার বলে কোন নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত যে অধিকার প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহাই ট্রাস্ট-দলিল। ট্রাস্ট-সম্পত্তির অপব্যবহার করিলে ট্রাস্টী তাহার জন্য দায়ী হইবেন এবং তাহার হিসাব নিকাশ দিতে বাধ্য। ট্রাস্ট-দলিল রহিতকরণ সম্ভব, তবে এ সম্পর্কে দলিলে সুস্পষ্ট ভাষায় লিখিত থাকা যুক্তিযুক্ত।

ট্রাস্ট ও মোক্তারনামার মধ্যে পার্থক্য যথেষ্ট। মোক্তার মোক্তারনামাদাতার আদেশ অনুসারে কার্য করেন, কিন্তু ট্রাস্টী তাহা করেন না; ট্রাস্টীর কার্যে প্রতিবন্ধকতা সাধন করা চলে না।

কোন সম্পত্তি দেবোদ্দেশে দান করিয়া তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করিলে তাহা সেটেল্‌মেণ্ট ট্রাস্টনামা নহে। (এমন দেখা যায় যে 'ট্রাস্টনামা' নামকরণে সম্পত্তি দেবোদ্দেশে দান করিয়া তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করা হইয়াছে; এরূপ ক্ষেত্রে ডিক্লারেশান অব্ ট্রাস্টের ন্যায় ষ্ট্যাম্প মাশুল দিলে ভুল হইবে; সেটেলমেণ্টের ন্যায় ষ্ট্যাম্প মাশুল দিতে হইবে।)

বিশ্বাস স্থাপনার স্বীকারপত্র

শ্রী... ... ...ইত্যাদি।

লিখিতং শ্রী... ... ...। আমি এই বিশ্বাস স্থাপনার স্বীকারপত্র সম্পাদন করিয়া সর্বসাধারণের নিকট প্রকাশ করিতেছি যে নিম্ন তফসিলে বর্ণিত সম্পত্তিতে আমার কোন স্বত্ব বা সংস্রব নাই। আপনি শ্রী... ... ...আমার নামে ঐ সম্পত্তি ক্রয় করিয়া রাখিয়াছেন মাত্র; তাহাতে আমার বা আমার ওয়ারিশান প্রভৃতি কাহারো ভেস্‌টেড্ বা কন্‌টিন্‌জেণ্ট কোন প্রকার স্বত্ব নাই। যদি কখনো কোন প্রকার দাবিদাওয়া করি তবে তাহা সর্বতোভাবে বাতিল ও অগ্রাহ্য হইবে। আপনি বা আপনার অবর্তমানে আপনার ওয়ারিশান বা স্থলাভিষিক্ত যিনি ন্যায়সঙ্গত অধিকারী হইবেন তিনি বা তাঁহারা বলিবামাত্র দখল ছাড়িয়া দিব। উক্ত সম্পত্তি আপনি বা আপনার ওয়ারিশানদিগের নামে যথাবিহিতরূপে হস্তান্তর করিতে স্বয়ং, ওয়ারিশান ও স্থলাভিষিক্তক্রমে বাধ্য রহিলাম। ইতি.........

তফসিল

* * *

দ্রষ্টব্য: ইহা না-দাবি নহে; না-দাবিতে দাবি ত্যাগ করা হয়, কিন্তু ইহাতে তাহা হয় না। বেনামা সম্পত্তি পরের দখলে না-দাবি না লিখাইয়াও এইরূপ দলিল দ্বারা রাখা যায়। এই দলিলে যদি লিখিত থাকিত 'দাবি ত্যাগ করিলাম' তবে না-দাবিরূপে গণ্য হইত।

অছি নিয়োগপত্র

প্রথম পক্ষঃ ১। শ্রী... ... ...ইত্যাদি। ২। শ্রী... ... ইত্যাদি। ৩। শ্রী... ... ...ইত্যাদি।

দ্বিতীয় পক্ষঃ শ্রী... ... ...ইত্যাদি।

যেহেতু আমাদের ট্রাস্টী নিয়োগ করিয়া তাঁহার হস্তে যাবতীয় বৈষয়িক কার্য নির্বাহ ও তদারকির ভার সমর্পণ ভিন্ন আমাদের পৈতৃক সম্পত্তি রক্ষা হইবার উপায়ান্তর নাই, কেননা প্রথম পক্ষের অবিমৃষ্যকারিতা ও অসাবধানতার জন্য অনেক ঋণ হইয়া তাহা ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে, সেইহেতু আমরা প্রথম পক্ষ ওয়ারিশানক্রমে বাধ্য হইয়া এইরূপ অঙ্গীকারবদ্ধ ও নিম্নলিখিত নিয়মাধীনে কার্য করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া দ্বিতীয় পক্ষকে ট্রাস্টী নিযুক্ত করিলাম। এক্ষণে এই দলিল মধ্যে যেখানে প্রথম পক্ষ উল্লিখিত হইবে সেই স্থানে এই দলিল সম্পাদনকারিগণকে বুঝাইবে এবং দ্বিতীয় পক্ষের স্থলে ট্রাস্টী মহাশয়কে বুঝাইবে।

১। এক্ষণে নিয়ম হইল যে, প্রথম পক্ষ তাঁহাদের যাবতীয় স্থাবর সম্পত্তির পরিদর্শন, পর্যবেক্ষণ ও পরিচালনার ভার দ্বিতীয় পক্ষকে অর্পণ করিলেন।

২। এই দলিল সংপাদনের তারিখ হইতে দ্বিতীয় পক্ষ আমাদের পূর্ব কর্মচারীগণকে বহাল রাখিয়া বা নূতন কর্মচারী নিযুক্ত করিয়া যথেচ্ছভাবে সম্পূর্ণ স্বীয় কর্তৃত্ব পরিচালনে সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন।

৩। ট্রাস্টী মহাশয় প্রথম পক্ষের প্রত্যেককে মাসিক......টাকা হিসাবে বৃত্তি দিবেন। তদ্ব্যতীত পুত্রকন্যার বিবাহে প্রতিবারে.........টাকা হিসাবে দিবেন। তদতিরিক্ত কোন টাকা প্রথম পক্ষ পৃথকভাবে দাবি করিবেন না বা দ্বিতীয় পক্ষ দিবেন না।

৪। দুর্গোৎসব প্রভৃতি যে সমস্ত কৌলিক ও পৈতৃক ক্রিয়াকলাপাদি প্রচলিত আছে তাহা নির্বাহার্থ বার্ষিক.........টাকা নির্ধারিত হইল। ট্রাস্টী মহাশয় ঐ টাকায় ঐ সমস্ত পর্বাদি যথাসম্ভব নির্বাহ ও সম্পাদন করিবেন।

৫। যে টাকা আদায় হইবে তাহা হইতে খাজনা ইত্যাদি প্রদানে যাহা উদ্বৃত্ত হইবে তাহা ট্রাস্টী মহাশয় যেরূপে রাখিতে ইচ্ছা করেন রাখিবেন।

৬। যে সকল মোকদ্দমা দায়ের করা আছে বা ভবিষ্যতে রুজ্ হইবে তাহা ট্রাস্টী মহাশয় পক্ষভুক্ত হইয়া চালাইবেন। আমাদের আর কোন প্রকার প্রয়োজন হইবে না।

৭। দ্বিতীয় পক্ষ প্রতি বৈশাখ মাসের মধ্যে পূর্ববর্তী বৎসরের আয়-ব্যয়ের হিসাব দিবেন এবং প্রথম পক্ষ তাহার যাথার্থ্য সম্পর্কে যে ছাড়-সহি করিয়া দিবেন তাহাই

পূর্ণ দাবি রাহিত্য স্বরূপ গণ্য হইবে এবং তাহার বলে আর দ্বিতীয় পক্ষ বা তাঁহার ওয়ারিশ ও অ্যাসাইন প্রভৃতি কেহ কোন প্রকার দায়ী হইবেন না।

৮। ট্রাস্টী মহাশয় ইচ্ছা করিলে আমাদিগকে পূর্বে জানাইয়া আমাদিগের কোন সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া ঋণ পরিশোধ বা ভিন্ন সম্পত্তি ক্রয় করিতে পারিবেন।

৯। ট্রাস্টী স্বীয় পারিশ্রমিক বাবদ মাসিক··· ·· ···টাকা হিসাবে পারিশ্রমিকস্বরূপ প্রাপ্ত হইবেন।

১০। আমাদের কৃত ঋণ যে পর্যন্ত না সমস্ত পরিশোধ হয় সে পর্যন্ত প্রথম পক্ষ দ্বিতীয় পক্ষকে কার্য হইতে অপসারিত করিতে পারিবেন না। অবশ্য শর্ত এই যে, যদি দ্বিতীয় পক্ষ কার্য করিতে অনিচ্ছুক বা অপারগ হয় বা তাঁহার বৈধ কার্যে তঞ্চকতা বা নীতিহীনতা প্রকাশ করেন তাহা হইলে দ্বিতীয় পক্ষ কায হইতে অপসৃত হইবার উপযুক্ত বিবেচিত হইবেন।

এতদর্থে সুস্থ শরীরে স্বচ্ছন্দ চিত্তে প্রথম পক্ষ প্রত্যেকে স্বীয় নাম স্বাক্ষর করিয়া দ্বিতীয় পক্ষকে সমর্পণ করিবেন এবং দ্বিতীয় পক্ষও এই সকল নিয়মাধীনে কার্য করিবার ইচ্ছা জ্ঞাপনস্বরূপে এই দলিলে স্বীয় নাম স্বাক্ষর করিবেন।

মূল্য নির্ধারণপত্র

পরিচিতি : আদালতের আদেশে কোন সম্পত্তির মূল্য নির্ধারিত হইতে পারে ; কিন্তু আদালতের আদেশ ব্যতীতও সম্পত্তির মূল্য বিধানানুসারে নির্ধারিত হইতে পারে এবং সেই নির্ধারণপত্র ষ্ট্যাম্প আইনের সিডিউল-১ [এ]-র আর্টিকেল-৮ অনুসারে ষ্ট্যাম্প কাগজে লিখিতে হয়। যে সম্পত্তির মূল্য সম্পর্কে মত বিরোধ হয়, সেই সম্পত্তির মূল্য নির্ধারণের জন্য বিবদমান পার্টি কোন একজন বা একাধিক নিরপেক্ষ এবং অভিজ্ঞ ব্যক্তিকে একরারনামামূলে মূল্য নির্ধারক নিযুক্ত করিতে পারেন। ধরুন রাম, শ্যাম, যদু তিন ভাই। তাহারা তাহাদের পৈতৃক সম্পত্তি নিজেদের মধ্যে বণ্টন করিতে চায় কিন্তু সম্পত্তির মূল্য সম্পর্কে তাহারা একমত হইতে পারিতেছে না; আর মূল্য নিরূপিত না হইলে বণ্টন সম্ভব নহে ; এরূপ ক্ষেত্রে তাহারা স্থির করিল যে একজন মূল্য নির্ধারক নিয়োগ করিয়া মূল্য নির্ধারক যেরূপ নির্দেশ দিবেন সেইমত তাহারা সম্পত্তির মূল্য ধরিয়া সম্পত্তি বণ্টনের ব্যবস্থা করিবে। ধরুন, তাহারা অভিজ্ঞ ফণীবাবুকে মূল্য নির্ধারক নিয়োগ করিল। ফণীবাবুকে মূল্য নির্ধারক নিয়োগ করিতে হইলে ফণীবাবুকে লিখিতভাবে ক্ষমতা প্রদান করা যুক্তিযুক্ত। ফণীবাবু তাহাদের শর্তে রাজি হইয়া সম্পত্তির মূল্য নির্ধারণ করিয়া দিবেন। তিনি সম্পত্তির যেরূপ মূল্য নির্ধারণ করিবেন সেইরূপ নির্ধারিত মূল্যের উপর আর্টিকেল-৮ অনুসারে প্রদত্ত ষ্ট্যাম্প

কাগজে মূল্য নির্ধারণপত্র লিখিত হয়। ফণীবাবু সম্পত্তির যেরূপ মূল্য নির্ধারণ করিয়া দিবেন রাম, শ্যাম ও যদুকে তাহা মানিয়া লইতে হইবে।

এইরূপ দলিল ৪নং রেজিস্টারে নকল হইয়া থাকে, রেজিস্ট্রেসন ফিস-[ই] ৬ টাকা।

মূল্য নির্ধারণপত্র

১। শ্রী... ... ...ইত্যাদি। ২। শ্রী... ... ...ইত্যাদি। ৩। শ্রী... ... ..ইত্যাদি।

মহাশয়গণ বরাবরেষু—

লিখিতং শ্রী... ... ...ইত্যাদি। কস্য মূল্য নির্ধারণপত্রমিদং কার্যঞ্চাগে। আপনারা আমাকে আপনাদের যাবতীয় স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির মূল্য নির্ধারণ করিবার জন্য অ্যাপ্রেজার নিযুক্ত করিয়াছেন। এক্ষণে আমি আপনাদের অভিপ্রায়মত একরারনামার বলে ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়া আপনাদের সম্পত্তির মূল্য নির্ধারণ করিয়াছি; আমার জ্ঞান ও বিশ্বাসমতে নিম্নলিখিত মূল্য নির্ধারণ যথার্থ। সমস্ত স্থাবর সম্পত্তি তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া তিনটি ভিন্ন তফসিলে ক, খ, গ রূপে মূল্য সহ দেখান হইল। অস্থাবর সম্পত্তিও চ, ছ, জ—এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া মূল্য সহ দেখান হইল—

(এখানে ভিন্ন ভিন্ন তফসিলগুলি লিখিয়া মূল্য সহ স্থাপন করুন)

এতদর্থে সুস্থ শরীরে, সরল মনে অত্র মূল্য নির্ধারণপত্র লিখিয়া দিলাম। ইতি সন... ...তারিখ... ...।

শিক্ষানবিশি চুক্তিপত্র

পরিচিতি ঃ ষ্ট্যাম্প আইনের সিডিউলের ৯নং আর্টিকেল দেখুন; শিক্ষানবিশি আইনমূলে যে সকল ছাত্র কোন ট্রেড, ক্র্যাফ্ট ইত্যাদি শিক্ষা লাভ করেন তাঁহাদের এইরূপ চুক্তিপত্র সম্পাদন করিয়া দিতে হয়। শিক্ষানবিশ সাবালক হইলে চুক্তিপত্রখানি নিবন্ধীকৃত হইতে পারে। রেজিস্ট্রেসন ফিস্-[ই]—৬ টাকা। ষ্ট্যাম্প আইনের সিডিউলে ১১-আর্টিকেলে যে "আর্টিকেল্স্ অব ক্লার্কসিপের" সম্পর্কে উল্লেখ আছে তাহার সহিত শিক্ষানবিশির চুক্তিপত্রের কোন সম্পর্ক নাই। ১১-আর্টিকেলমূলে ২৫০ টাকার ষ্ট্যাম্প কাগজে "আর্টিকেল্স্ অব্ ক্লার্কসিপ" লিখিত হয়। যিনি হাইকোর্টের এটর্নী হইতে চাহেন তাঁহাকে প্রথমে ক্লার্করূপে কর্ম করিবার চুক্তিপত্র সম্পাদন করিতে হয়; এই চুক্তিপত্র 'আর্টিকেল্স্ অব ক্লার্কসিপ'। শিক্ষানবিশি চুক্তিপত্রের সহিত ইহার কোন সম্পর্ক নাই।

শিক্ষানবিশি চুক্তিপত্র

শ্রী··· ··· ···ইত্যাদি।

ম্যানেজার··· ···ওয়ার্কশপ

(ঠিকানা)

লিখিতং শ্রী··· ··· ··· ···ইত্যাদি। আমি এতদ্বারা স্বীকার ও অঙ্গীকার করিতেছি যে আমি আপনার দ্বারা পরিচালিত উক্ত কারখানায় ওয়েল্‌ডিং কার্য শিক্ষার জন্য নিম্নলিখিত চুক্তিতে আপনার নিকট আবদ্ধ রহিলাম—

(১) আগামী··· ···তারিখ হইতে দুই বৎসর পর্যন্ত আপনার কারখানায় নিয়মিত প্রত্যহ উপস্থিত থাকিব এবং নির্দেশমত হাতে-কলমে কার্য শিক্ষা করিব।

(২) নির্ধারিত দুই বৎসরকালের মধ্যে আমি অন্য কোথাও শিক্ষা অসমাপ্ত রাখিয়া যাইব না; যদি যাই তবে বিধানানুসারে দণ্ডনীয় হইব।

(৩) কাজকর্ম কিয়ৎপরিমাণে শিক্ষালাভান্তে আপনি বিবেচনা করিয়া আমার পারিশ্রমিক নির্ধারণ করিয়া দিবেন, আপনার সিদ্ধান্তই চূড়ান্তরূপে গণ্য হইবে।

(৪) শারীরিক অসুস্থতার জন্য উপযুক্ত প্রমাণ দাখিল করিয়া আমি অনুপস্থিত থাকিতে পারিব।

এতদর্থে সুস্থ শরীরে স্থির মস্তিষ্কে অত্র চুক্তিপত্র লিখিয়া দিলাম। ইতি সন ··· ···তারিখ··· ···।

অ্যাওয়ার্ড বা বিনির্ণয়

পরিচিতি : অ্যাওয়ার্ড শব্দটির একাধিক প্রতিশব্দ বাংলায় প্রচলিত—যথা, বিনির্ণয়, রোয়েদাদ ইত্যাদি। সুতরাং আমরা লিখিতে পারি বিনির্ণয়পত্র, রোয়েদাদনামা প্রভৃতি। ষ্ট্যাম্প আইনের অন্তর্গত সিডিউলের ১২-আর্টিকেলে বলা হইয়াছে যে বিনির্ণয় অর্থে দুই প্রকার মীমাংসা হইতে পারে; যথা—কোন মধ্যস্থের (আরবিট্রেটর) দ্বারা লিখিতভাবে কোন বিষয়ের নিষ্পত্তি বা কোন সালিশের (আমপায়ার) দ্বারা লিখিতভাবে কোন বিষয়ের নিষ্পত্তি। অ্যাওয়ার্ডের আরও বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহা কোন পার্টিশান সংক্রান্ত হইবে না। পার্টিশান সংক্রান্ত অ্যাওয়ার্ড হইলে ৪৫-আর্টিকেল অনুসারে পার্টিশানের ষ্ট্যাম্প শুল্ক দিতে হয় এবং মামলা সংক্রান্ত কোন অ্যাওয়ার্ড যেন কোন আদালতের নির্দেশে গঠিত না হয়; অর্থাৎ সম্পত্তি পার্টিশান সংক্রান্ত নহে এমন কোন বিষয়ের নিষ্পত্তির জন্য কোর্টের নির্দেশ ব্যতিরেকে অ্যাওয়ার্ড গঠিত হয়। সেই অ্যাওয়ার্ডের মীমাংসাপত্র ১২-আর্টিকেলের ন্যায় ষ্ট্যাম্পযুক্ত হইবে।

রেজিস্ট্রেসন ফিস্ [ই]—৬ টাকা। কিন্তু যে অ্যাওয়ার্ডমূলে সম্পত্তি বণ্টন করা হয় সেই অ্যাওয়ার্ডের ক্ষেত্রে রেজিস্ট্রেসন ফিস্ আর্টিকেল-[এ] অনুসারে দিতে হইবে।

অ্যাওয়ার্ড—১

১। শ্রী... ... ...ইত্যাদি। ২। শ্রী... ... ...ইত্যাদি।

লিখিতং শ্রী... ... ...ইত্যাদি এবং শ্রী... ... ...ইত্যাদি।

কস্য বিনির্ণয়পত্রমিদং কার্যঞ্চাগে। আপনারা উভয়ে একযোগে একরারনামামূলে আমাদিগকে সালিশ মান্য করায় আমরা মধ্যস্থতা করিতে রাজি হই ; নিরপেক্ষভাবে আমরা উভয়ে আপনাদের মৌখিক বক্তব্য এবং দলিলাদি পরীক্ষা করিয়াছি। এক্ষণে আমরা একমত হইয়া আপনাদের মতবিরোধ নিম্নলিখিতভাবে মীমাংসা করিয়া দিলাম—

[যে সকল বিষয়ের মীমাংসা করা হইল তাহার বিবরণ এখানে দিতে হইবে।]

আমরা যেরূপে বিবাদের নিষ্পত্তি করিয়া দিলাম তাহাতে আপনারা কেহ কখনও কোন আপত্তি করিতে পারিবেন না বা করিলেও তাহা উক্ত একরারনামার শর্তানুসারে নাকচ ও অগ্রাহ্য হইবে। ইতি সন... ...।

অ্যাওয়ার্ড—২

(সম্পত্তি বণ্টন সংক্রান্ত)

১। শ্রী... ... ...ইত্যাদি ২। শ্রী... ... ...ইত্যাদি।

লিখিতং শ্রী... ... ...ইত্যাদি এবং শ্রী... ... ...ইত্যাদি।

কস্য সালিশের মীমাংসাপত্রমিদং কার্যঞ্চাগে। আপনারা দুই ভগ্নীতে আপোষে আপনাদিগের পৈতৃক সম্পত্তি আপনাদিগের মধ্যে বণ্টন করিয়া লইতে অপারগ হইয়া একযোগে আমাদিগকে আপনাদিগের সম্পত্তি বিভাগ ও বণ্টন করিয়া দিবার জন্য... ...রেজিস্ট্রেসন অফিসের... ...নং একরারনামামূলে আমাদিগের সম্মতি লইয়া আমাদিগকে মধ্যস্থ মানিয়াছেন। এক্ষণে আমরা আপনাদের সমগ্র পৈতৃক সম্পত্তি সম্পর্কে দলিলাদি পরীক্ষা করিয়া এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রের সম্পত্তির মূল্যাদি জ্ঞাত হইয়া নিম্নলিখিতরূপে উহা আপনাদিগের মধ্যে বিভাগ করিয়া দিলাম। আপনারা সকলে ওয়ারিশান ও স্থলাভিষিক্তগণক্রমে আমাদিগের মধ্যস্থতার নিষ্পত্তি যেমনভাবে এই দলিলে লিখিত হইল তেমনভাবে মানিয়া লইতে বাধ্য রহিলেন।

কেহ কোনরূপ অন্যথা করিলে তাহা আদালতে সম্পূর্ণরূপে অগ্রাহ্য ও বাতিল হইবে। ইতি সন... ...।

* * *

'ক' তফসিল

এই তফসিলে বর্ণিত সম্পত্তি শ্রী... ... ...পাইবেন।

'খ' তফসিল

এই তফসিলে বর্ণিত সম্পত্তি শ্রী... ... ...পাইবেন।

* * *

দ্রষ্টব্য ঃ যেহেতু উপরিউক্ত বিনির্ণয়পত্র সম্পত্তি পার্টিশান সংক্রান্ত সেজন্য ৪৫-আর্টিকেল অনুসারে পার্টিশানের ষ্ট্যাম্প ক্রয় দিতে হইবে। রেজিস্ট্রেসন ফি আর্টিকেল-[এ] অনুসারে প্রদেয়।

বণ্ড বা তমস্সুক

পরিচিতি ঃ নির্দিষ্ট শর্তে সুদ প্রদানের অঙ্গীকারে টাকা প্রদানের জন্য সাক্ষীর মোকাবিলায় যে ঋণপত্র (বা খত বা মুচলেকা বা প্রতিজ্ঞাপত্র) লেখা হয় তাহা সাধারণ বণ্ডের অন্তর্গত। ষ্ট্যাম্প আইনেব ২-ধারায় বণ্ডের সংজ্ঞা লিখিত আছে, বণ্ড অর্থে নিম্নলিখিত যে কোন প্রকার হইতে পারে—(ক) বণ্ড হইতেছে সেই প্রকারের চুক্তিপত্র যাহার মূলে কোন এক ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তিকে অর্থ প্রদান করেন এই শর্তে যে কোন নির্দিষ্ট কাজ করা হইলে অথবা না করা হইলে (দলিলে এ সম্পর্কে লিখিত থাকিবে) উক্ত অর্থ প্রদানের দায়িত্ব আর থাকিবে না; (খ) চাহিবামাত্র অথবা বাহকের নিকট দেয় নহে এবং সাক্ষীর স্বাক্ষরিত এমন যে চুক্তিপত্র দ্বারা কোন ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে টাকা দিবার চুক্তিতে আপনাকে আবদ্ধ করেন তাহা বণ্ডের অন্তগত; (গ) বণ্ড হইতেছে সেই প্রকারের দলিল যাহাতে সাক্ষীর স্বাক্ষর যুক্ত আছে এবং যাহার মূলে এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তির নিকট শস্য অথবা কৃষিজাত দ্রব্য প্রদান করিতে আবদ্ধ বা বাধ্য থাকেন। সুতরাং বণ্ড টাকা লইয়া হয় এবং শস্যাদি লইয়াও হয়। শস্যাদি লইলে যেদিন শস্যাদি লওয়া হয় সেই দিনের বাজার দর অনুসারে মোট হস্তান্তরিত শস্যের মূল্যের উপর ষ্ট্যাম্প মাশুল ধার্য হইবে। সুদ শস্যে প্রদান করা চলে। কেবলমাত্র টাকা প্রাপ্তির স্বীকারোক্তি থাকিলে চলিবে না, কারণ শুধু স্বীকারোক্তি হ্যাণ্ডনোটের পর্যায়ে পড়ে। টাকা ধার লওয়া

হইল—ইহা সাধারণ বণ্ডে স্পষ্টভাবে লিখিত থাকা দরকার, তমসুকেও সাক্ষীর স্বাক্ষর থাকা দরকার। আবার ঋণ করিয়া সম্পত্তি বন্ধক রাখিলে তাহা মর্টগেজের পর্যায়ে পড়িবে।

সাধারণ বণ্ডে ষ্ট্যাম্প রুস্থম সিডিউলের ১৫-আর্টিকেল অনুসারে প্রদেয়; অন্যান্য বণ্ডের ষ্ট্যাম্প মাশুস সম্পর্কে যথাস্থানে লিখিত হইয়াছে; রেজিষ্ট্রেসন ফিস্ আর্টিকেল-[এ] অনুসারে প্রদেয়।

অনেক সময় সাধারণ বণ্ডে এইরূপ লিখিত থাকে যে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ঋণ পরিশোধ করিতে না পারিলে পূর্বাপেক্ষা অধিকতর হারে বা নির্দিষ্ট সময় অন্তে চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ দিতে বাধ্য থাকিব। কিন্তু বণ্ডের মধ্যে এইরূপ শর্ত আইনানুগ নহে; কন্ট্রাক্ট আইনের ৭৪-ধারায় এইরূপ নির্দেশ আছে। আমাদের সুপ্রীম কোর্ট ১৯৫৩ সালে কোন কেস সংক্রান্তে উক্তরূপ শর্ত দণ্ডমূলক নির্দেশ দিয়াছেন। কন্ট্রাক্ট আইনের ৭৪-ধারা এড়াইবার জন্য অনেকে বণ্ডের প্রথমে উচ্চতর সুদের হার উল্লেখের পরে এইরূপ শর্তের উল্লেখ করেন যে নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে কোন নির্দিষ্ট সময় মধ্যে ঋণ পরিশোধ করিতে পারিলে স্বল্পতর সুদে ঋণ পরিশোধ করা যাইবে। পি, সি, মোঘা বলেন, এইরূপ ক্ষেত্রে ঋণদাতারও সহি সম্পাদন থাকা যুক্তিযুক্ত।

উপরে ষ্ট্যাম্প আইনে 'বণ্ড'-এর যে সংজ্ঞা লিখিত হইয়াছে তাহাতে সুদ প্রদান সম্পর্কে কোন উল্লেখ নাই। সুতরাং, শিবেনবাবু যদি ভরণপোষণের জন্য তাঁহার ভগ্নীর অনুকূলে একখানি দলিল দ্বারা সাক্ষীগণের সমক্ষে নিজেকে নিম্নলিখিতভাবে দায়াবদ্ধ রাখেন তবে তাহা বণ্ডরূপে বিবেচিত হইবে এবং বণ্ডের ন্যায় ষ্ট্যাম্পযুক্ত হইবে—এগ্রিমেণ্ট হইবে না।

শিবেনবাবু লিখিলেন—আপনি আমার পরম আত্মীয়া। আমি অত্র দলিল দ্বারা বৎসরে……কুইনটাল ধান্য এবং……টাকা আপনার ভরণপোষণের নিমিত্ত প্রদান করিতে বাধ্য রহিলাম ইত্যাদি। [বিশেষ বিবরণের জন্য 'ডোনো'র ষ্ট্যাম্প আইন পুস্তক দেখিতে পারেন।]

বণ্ড—১

কস্য ঋণপত্রমিদং কার্যঞ্চাগে। আমার টাকার বিশেষ প্রয়োজন হওয়ায় আমি আপনার নিকট হইতে ১০০০ (এক হাজার) টাকা ঋণ গ্রহণ করিয়া নিম্নলিখিত শর্তে আবদ্ধ রহিলাম—

(১) শতকরা দুই টাকা হারে মাসিক সুদ দিব।

(২) আগামী··· ··· ···সালের··· ··· ···মাসের মধ্যে সুদসহ ঋণের সমুদয় টাকা পরিশোধ করিব। যদি উক্ত সময়ের মধ্যে ঋণের সমুদয় টাকা পরিশোধ করিতে না পারি, তবে চুক্তিভঙ্গের দায়ে দণ্ডনীয় হইব।

(৩) যখন যে টাকা আদায় দিব তাহা প্রথমে সুদের পাওনা ওয়াশীল হইয়া যাহা অবশিষ্ট থাকিবে তাহা আসলে ওয়াশীল যাইবে।

(৪) এই টাকা যখন যেরূপ আদায় দিব সেইমত এই তমসুকের পৃষ্ঠে ওয়াশীল পাড়াইয়া দিব।

এতদর্থে সুস্থ শরীরে সরল মনে ১০০০ (এক হাজার) টাকা ঋণ গ্রহণে এই ঋণপত্র লিখিয়া দিলাম। ইতি·········

বণ্ড—২

কস্য খতপত্রমিদং কার্যঞ্চাগে। আমার সাংসারিক অভাব-অনটনের জন্য আপনার নিকট ১৬ শত কিলোগ্রাম ধান্য ধার লইবার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করায় আপনি তাহাতে সম্মত হন। মোট ধান্যের উপর প্রতি বর্ষে··· ···কিলোগ্রাম ধান্য সুদ স্বরূপ দিব; আগামী··· ···সালের··· ···মাসের মধ্যে সুদসহ সমস্ত ধান্য পরিশোধ করিব। যদি উক্ত সময়ের মধ্যে ধান্যের ঋণ পরিশোধ করিতে না পারি তাহা হইলে যে পর্যন্ত ঋণ পরিশোধ না হয় সেই পর্যন্ত উক্ত হিসাবে সুদ দিতে বাধ্য থাকিব। অদ্য তারিখে উক্ত ধান্যের বাজার দর প্রতি ৪০ কিলোর দাম ২০ টাকা। ধান্য দ্বারা ঋণ পরিশোধ করিতে না পারিলে অর্থ দ্বারা ঋণ পরিশোধ করিব। এতদর্থে সুস্থ শরীরে সরল মনে নিম্ন সাক্ষরিত সাক্ষীগণের সমক্ষে ধান্য গ্রহণ করিয়া এই খতপত্র লিখিয়া দিলাম। ইতি··· ···

বণ্ড—৩

যদি এইরূপ লিখিত হয় যে, "আমি আপনার নিকট অদ্য তারিখে ৫০০ (পাঁচ শত) টাকা ধার লইলাম। উক্ত ঋণের সুদ বাবদ আমি ৪০০ (চারি শত) টাকা দিব; সুদে আসলে মোট ৯০০ (নয় শত) টাকা পরিশোধ করিতে বাধ্য রহিলাম। উক্ত টাকা আমি আগামী··· ···বৎসরের মধ্যে পরিশোধ করিব ইত্যাদি"—তাহা হইলে উক্ত ৯০০ টাকার উপর ষ্ট্যাম্প মাশুল দিতে হইবে। কেননা, এই বণ্ডমূলে উক্ত ৯০০ টাকা সিকিওর করা হইতেছে। রেজিস্ট্রেসন ফিস্‌ও ৯০০ টাকার উপর ধার্য হইবে;

বণ্ড—৪

(কিস্তিবন্দি খতপত্র)

কস্য কিস্তিবন্দি খতপত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে। আমি... ...সালের... ...মাসে বিশেষ প্রয়োজনে বণ্ডমূলে বার্ষিক শতকরা... ...টাকা সুদে... ...টাকা কর্জ লইয়াছিলাম। কিন্তু এযাবৎ নানা কারণে উক্ত ঋণ পরিশোধ করিতে পারি নাই। উক্ত টাকার সুদ সমেত যে টাকা আপনার প্রাপ্য হইয়াছিল তাহার মধ্যে নগদ আদায় ও ছাড-রফা বাদে এক্ষণে... ...টাকা আমার দেনা আছে এইরূপ স্থিরীকৃত হইল। উক্ত টাকা এক্ষণে এককালীন পরিশোধ করিবার ক্ষমতা না থাকায় এই কিস্তিবন্দিপত্র লিখিয়া দিয়া স্বীকার ও অঙ্গীকার করিতেছি যে নিম্নলিখিত কিস্তিবন্দি অনুসারে আপনার প্রাপ্য টাকা আদায় দিব। যদি কিস্তিমত ঋণের টাকা পরিশোধ করিতে অবহেলা প্রদর্শন করি বা কোন এক কিস্তি খেলাপ করি তাহা হইলে সমুদয় কিস্তি খেলাপ বিবেচিত হইয়া নালিশের কারণ হইবে এবং কিস্তি খেলাপের তারিখ হইতে আদায়ের কালতক খেলাপী কিস্তির টাকার উপর মাসিক শতকরা...... টাকা হারে সুদ দিতে বাধ্য থাকিব এবং আপনি উপযুক্ত আদালতে নালিশ করিয়া আমার স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক-নিলাম দ্বারা বিক্রয় করিয়া আপনার পাওনা টাকার আদায় লইবেন। প্রকাশ থাকে যে, যখন যে টাকা দিব তাহা এই খতপত্রের পৃষ্ঠে ওয়াশীল পাডাইয়া দিব। পৃষ্ঠের ওয়াশীল ব্যতীত অপর কোন প্রকার ওয়াশীলের আপত্তি করিতে পারিব না, যদি করি তবে তাহা অগ্রাহ্য হইবে। এতদর্থে সুস্থ চিত্তে অত্র কিস্তিবন্দি খত সম্পাদন করিলাম। ইতি সন ......তাং...... ।

কিস্তিবন্দির জায়

* * *

বণ্ড—৫

মহাজনের নিকট হইতে ঋণ করিয়া খাতক ঋণ পরিশোধ করিবার জন্য বণ্ডমূলে কতকগুলি শর্তে আবদ্ধ থাকে ; অনেক সময় খাতকের সঙ্গে সিউরিটি বা জামিনদার বণ্ড সম্পাদন করিয়া ঋণের টাকার দায়িক হয়। এই প্রকার বণ্ডও সাধারণ বণ্ডের অন্তর্গত এবং ১নং বণ্ড ফরমের ন্যায় লিখিত হইবে ; তবে সম্পাদনকারী হইবেন খাতক এবং সিউরিটি (এক বা একাধিক) খাতকের সহিত জামিনদারও ঋণ পরিশোধের শর্তে আবদ্ধ।

বণ্ড—৬

কস্য তমসুকপত্রমিদং কার্যঞ্চাগে। আমি সাংসারিক অভাব-অনটনের জন্য আপনার নিকট হইতে অদ্য তারিখে... ..কুইন্টাল ধান্য কর্জ লইলাম। মোট ধান্যের উপর প্রতি বর্ষে......কিলোগ্রাম ধান্য সুদস্বরূপ দিব। আগামী.. ...মাসে মায় সুদ সমস্ত ধান্য পরিশোধ করিব। যদি না করি তাহা হইলে যে পর্যন্ত পরিশোধ না হয় উক্ত হিসাবে সুদ দিতে বাধ্য থাকিব। তাহাতে আমি বা আমার উত্তরাধিকারী বা ওয়ারিশান প্রভৃতি কেহ কখনও কোন প্রকার ওজর-আপত্তি করিতে পারিব না বা পারিবে না, করিলেও তাহা অগ্রাহ্য হইবে। অদ্য তারিখে উক্ত ধান্যের বাজার দর প্রতি কুইন্টাল......টাকা। ধান্যে যদ্যপি ঋণ পরিশোধ করিতে অসমর্থ হই তবে যখন ঋণ পরিশোধ করিব সেই সময়ের চলতি বাজার দর অনুসারে মূল্য পরিশোধ করিব। এতদর্থে দলিলে লিখিত ধান্য সাক্ষীগণের সাক্ষাতে বুঝিয়া পাইয়া এই তমসুকপত্র সম্পাদন করিয়া দিলাম। ইতি. ......।

দ্রষ্টব্য ঃ তমসুকের টাকা পরিশোধের কড়ারের তারিখ হইতে তিন বৎসর অন্তে তামাদি হয়।

ক্ষতিনিষ্কৃতিপত্র

পরিচিতি ঃ ক্ষতিনিষ্কৃতিপত্র এক প্রকারের বণ্ড। ষ্ট্যাম্প আইনে তিনটি অর্থে বণ্ড শব্দটি ব্যবহৃত হইয়াছে। সাধারণ বণ্ডের পরিচিতি পর্যায়ে সে সম্পর্কে আলোচনা করা হইয়াছে। ক্ষতিনিষ্কৃতিপত্র প্রথম প্রকারের বণ্ড (সাধারণ বণ্ডের পরিচিতি দেখুন)। ইহার বিশেষত্ব এই যে, চুক্তি অনুযায়ী কার্য না হইলে ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থার কথা ইহাতে লিখিত হয় এবং একজন অপরের জন্য দায়াবদ্ধ থাকিতে পারেন। ধরুন বিভাসকুমার সুচরিতা দেবীর নিকট হইতে সম্পত্তি বন্ধক রাখিয়া কিছু টাকা ধার লইলেন। সুচরিতা দেবীর সন্তুষ্টির জন্য বিভাসের আত্মীয় কনকবাবু সুচরিতা দেবীর অনুকূলে একখানি ক্ষতিনিষ্কৃতিপত্র সম্পাদন করিয়া দিয়া ঋণের টাকা পরিশোধের জন্য দায়ী থাকিতে পারেন এবং প্রয়োজন হইলে কনকবাবু তাঁহার সম্পত্তি ঐ ক্ষতি-নিষ্কৃতিপত্রমূলে সুচরিতা দেবীর নিকট দায়াবদ্ধ রাখিতে পারেন।

ষ্ট্যাম্প আইনের সিডিউলস্থ ৩৪-আর্টিকেল অনুসারে ষ্ট্যাম্প মাশুল দিতে হয়। রেজিস্ট্রেসন ফিস্-[ই]—৬ টাকা।

ক্ষতিনিষ্কৃতিপত্র—১

লিখিতং শ্রী··· ···। কস্য ক্ষতিনিষ্কৃতিপত্রমিদং কার্যঞ্চাগে। আমি··· ···অবর-নিবন্ধক অফিসের··· ···সালের··· ···নং কোবালামূলে কোবালার তফসিলস্থ

সম্পত্তি আপনাকে বিক্রয় করিয়া সম্পূর্ণ নিঃস্বত্ব হইয়াছি। উক্ত সম্পত্তি আপনাকে নির্দায় ও নির্দোষ অবস্থায় বিক্রয় করিয়াছি। তথাপি আপনার ভবিষ্যৎ আশঙ্কা নিরসনের জন্য আমি এতদ্দ্বারা স্বীকার ও অঙ্গীকার করিতেছি যে উক্ত সম্পত্তি লইয়া আমার কৃতকর্মের জন্য ভবিষ্যতে যদ্যপি কোনপ্রকার গোলযোগ হয়, তাহা হইলে আপনার যে ক্ষতি হইবে তাহা পূরণ করিতে আমি মায় ওয়ারিশান ও স্থলাভিষিক্তগণ-ক্রমে বাধ্য রহিলাম।

[উক্ত উদ্দেশ্যে যদি সম্পত্তি আবদ্ধ রাখা হয়, তবে নিম্নলিখিত অংশটিও লিখিতে হইবে—]

আমি সহজে আপনার সমস্ত ক্ষতিপূরণ না করিলে নিম্নতফসিল বর্ণিত সম্পত্তি নিলাম প্রভৃতি করাইয়া আপনার সর্বপ্রকার ক্ষতিপূরণের টাকা আদায় করিয়া লইতে পারিবেন। আবদ্ধ সম্পত্তি হইতে সমস্ত টাকা আদায় না হইলে আমার অপরাপর স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি হইতে আদায় করিয়া লইতে পারিবেন।

এতদর্থে· ...

তফসিল

* * *

ক্ষতিনিষ্কৃতিপত্র—২

কস্য ক্ষতিনিষ্কৃতিপত্রমিদং কার্যঞ্চাগে। আমার স্বামী শ্রী··· ···আমার পুত্রের চিকিৎসার জন্য অনন্যোপায় হইয়া গত... ...সালের... ...তারিখ তাহার... ... মৌজাস্থ... ..শতক সম্পত্তি রেহান রাখিয়া... ...অবর-নিবন্ধক অফিসের... ... সালের .. ..দলিলমূলে মাসিক শতকরা . ...টাকা হারে সুদে... ...টাকা কর্জ লইয়াছেন। এক্ষণে আমি এতদ্দ্বারা স্বীকার ও অঙ্গীকার করিতেছি যে, যদি শ্রী······ উক্ত ঋণকৃত টাকা সুদসহ মেয়াদ মধ্যে পরিশোধ করিতে না পারেন বা তাঁহার রেহানী সম্পত্তি ক্রোক নিলাম দ্বারা আপনার দেয় ঋণের টাকা সুদসহ সম্পূর্ণরূপে পরিশোধ না হয় তাহা হইলে আমি আপনার দেয় কর্জ টাকা মায় সুদ ও অন্যান্য খরচা সমেত পরিশোধ করিব। আপনার টাকা পরিশোধ করিতে কোন প্রকার শৈথিল্য করিলে আপনি উপযুক্ত আদালতে নালিশ করিয়া আমার স্থাবর-অস্থাবর স্বনামী-বেনামী যাবতীয় সম্পত্তি ক্রোক-নিলামকরতঃ আমার নিকট হইতে আপনার ক্ষতিপূরণের টাকা আদায় করিয়া লইতে পারিবেন। আমি মায় ওয়ারিশান ও স্থলাভিষিক্তগণক্রমে উক্ত ক্ষতিপূরণ করিতে বাধ্য থাকিলাম ও থাকিবে। অবশ্য আমার স্বামীর নিকট হইতে আপনার সমস্ত ঋণপ্রদত্ত টাকা আদায় পাইলে, এই

ক্ষতিনিষ্কৃতিপত্রের শর্তসকল রহিত হইবে। অন্যথা অত্র ক্ষতিনিষ্কৃতিপত্রের শর্তসকল বলবৎ রহিবে। এতদর্থে সুস্থ চিত্তে অত্র ক্ষতিনিষ্কৃতিপত্র সম্পাদন করিয়া দিলাম। ইতি সন......তারিখ... ...।

দ্রষ্টব্য ঃ উক্ত ক্ষতিপূরণের শর্তস্বরূপে কোন নির্দিষ্ট সম্পত্তি চার্জ রাখা যায়; সেরূপ ক্ষেত্রে উপরিউক্ত দলিলের যথাযথ পরিবর্তন সাধনে এবং উহার সহিত তফসিলযোগে দলিলখানি লিখিত হইবে।

জামিননামা

পরিচিতি ঃ জামিননামা এক প্রকারের বণ্ড। অবশ্য জামিনস্বরূপে কোন সম্পত্তি আবদ্ধ রাখিলে তখন উহা মর্টগেজের ন্যায় বিবেচিত হইবে। এইপ্রকার দলিল নিম্নলিখিত কারণে সম্পাদিত হইয়া থাকে—

কোন দায়িত্ব বা লায়াবিলিটি সুসম্পন্ন করিবার সিকিউরিটিস্বরূপে এইরূপ দলিল লিখিত হইতে পারে। কোন অফিসের কার্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিবার পরিপ্রেক্ষিতে এইরূপ দলিল সম্পাদিত হইতে পারে বা কোন অফিসে কাজ করিবার হেতু টাকাকড়ি বা অন্যান্য সম্পত্তি যাহা প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহার জবাবদিহি করিবার জন্য এইরূপ দলিল সম্পাদিত হইতে পারে; অথবা কোন চুক্তি অনুসারে যাহাতে কোন কাজ যথাযথভাবে সম্পন্ন হয় তাহার জন্য জামিনদার (সিউরিটি) এইরূপ দলিল সম্পাদন করিতে পারেন। ষ্ট্যাম্প আইনের অন্তর্গত সিডিউলে বর্ণিত আর্টিকেল-৫৭ অনুসারে ষ্ট্যাম্প রুসুম লাগে। রেজিস্ট্রেসন ফিস্-[ই]—৬ টাকা।

জামিননামা—১

মহামহিম শ্রী...... ...... ইত্যাদি।

লিখিতং শ্রী... ... ইত্যাদি। কস্য জামিননামাপত্রমিদং কার্যঞ্চাগে। আপনি আমাকে......তারিখে আপনার দ্বারা পরিচালিত... ... ... কোম্পানীতে ... ... পদে নিয়োগ করিয়াছেন। নিয়োগের শর্তানুসারে আমি অত্র জামিননামা সম্পাদন করিয়া দিয়া স্বীকার ও অঙ্গীকার করিতেছি যে, আমি যতদিন উক্ত পদে বাহাল থাকিব ততদিন নিম্নলিখিত শর্তগুলি মানিয়া চলিতে বাধ্য থাকিব এবং এতদুদ্দেশ্যে তিন শত টাকা সিকিউরিটিস্বরূপ জামিন রাখিলাম। যদি কখনো নিম্নলিখিত শর্ত পালনে অবহেলা প্রদর্শন করি বা কোন শর্ত পালন না করি, তাহা হইলে উক্ত জামিন-রক্ষিত টাকা বাজেয়াপ্ত করিয়া লইতে পারিবেন। উপরন্তু শর্ত-বহির্ভূত এবং শর্ত-বিগর্হিত আমার কোন কৃতকর্মের জন্য যদি ক্ষতির পরিমাণ টাকার হিসাবে উক্ত জামিনের তিন শত টাকার অধিক হয় তবে আমার অপরাপর স্থাবর-অস্থাবর

সম্পত্তি হইতে সেই ক্ষতিপূরণ করিয়া লইতে পারিবেন। তাহাতে আমি মায় ওয়ারিশান ও স্থলাভিষিক্তগণক্রমে কোন আপত্তি করিতে পারিব না বা পারিবে না।

১। আমি যথারীতি আপনার নির্দেশানুসারে কাজকর্ম করিব।

২। আমার অধীনে যে সকল কর্মচারী থাকিবেন তাঁহাদের উপর যথানিয়মে তদারকি করিব। তাঁহাদের কেহ কার্যে অবহেলা বা শৈথিল্য প্রদর্শন করিলে উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা করিব এবং সে-সকল বিষয় আপনার দৃষ্টিগোচর করিব।

৩। অফিসের নিয়মানুসারে প্রদত্ত বেতন ও ভাতা ইত্যাদি ব্যতিরেকে আইন বহির্ভূত অন্য কোন প্রকার অর্থাদি আমি গ্রহণ করিব না।

৪। কোম্পানীর কর্তব্যকর্ম সম্পাদনকালে যে সকল টাকাকড়ি আদায় হইবে তাহার কপর্দকও আপন সুবিধার্থে ব্যয় করিব না এবং কোম্পানীর ঘরে কোম্পানীর নামে প্রাপ্ত মালপত্র এবং টাকাকড়ি যথারীতি জমা দিব।

এতদর্থে সুস্থ শরীরে সাক্ষীগণের সাক্ষাতে অত্র জামিননামা সম্পাদন করিয়া দিলাম। ইতি......

আপোষ-রফাপত্র

পরিচিতি ঃ একাধিক পার্টির মধ্যে কোন ক্লেম বা বিবাদের যে লিখিত নিষ্পত্তি হয় তাহাকে আপোষ-রফাপত্র বা কম্প্রোমাইজ বলা হয়। আমরা জানি যে কোন মামলা সম্পর্কে বিবদমান পক্ষদ্বয় আদালতে সোলেনামা দাখিল করিয়া মামলা তুলিয়া হইতে পারেন বা উক্ত মামলার নিষ্পত্তি করিতে পারেন; কিন্তু আদালতের বিচারাধীন কোন মামলা সম্পর্কিত নহে এমন যে সোলেনামা তাহা দলিলের আকারে লিখিলে রফাপত্র বিবেচিত হইবে এবং উহা রেজিস্ট্রী করা যাইতে পারে তবে এই রফাপত্র যদি স্থাবর সম্পত্তি সংক্রান্ত হয় এবং রেজিস্ট্রেসন আইনের ১৭-ধারার আওতায় পড়ে তবে উহার রেজিস্ট্রেসন বাধ্যতামূলক।

আপোষ-রফাপত্র মূলতঃ একপ্রকার একরারনামা এবং ষ্ট্যাম্প আইনের অন্তর্গত সিডিউলে বর্ণিত আর্টিকেল-৫ অনুসারে ষ্ট্যাম্প রুসুম দিতে হয়। রেজিস্ট্রেসন ফিস্-[ই]—৬ টাকা।

আপোষ-রফাপত্র

প্রথম পক্ষ... ... ...দ্বিতীয় পক্ষ ... ...

কস্য আপোস-রফাপত্রমিদং কার্যঞ্চাগে।... ... ...বিষয় লইয়া আমাদের মধ্যে গত... ... ...সাল হইতে যে মনোমালিন্য এবং বিবাদ চলিতেছে তাহা

আমাদের উভয়কে প্রভূত ক্ষতিগ্রস্ত করিয়াছে এবং এইরূপ চলিতে থাকিলে উভয় পক্ষই ক্ষতিগ্রস্ত হইতে থাকিব; সুতরাং উভয়ের মঙ্গলার্থে আমরা নিম্নলিখিত উপায়ে এবং শর্তে আমাদের বিবাদের নিষ্পত্তি করিলাম—

[এখানে প্রয়োজনীয় শর্তগুলির উল্লেখ করুন এবং কিভাবে বিবাদের নিষ্পত্তি হইল তাহাও লিখুন।]

পারিবারিক বন্দোবস্ত-(বা রফা) পত্র

পরিচিতি ঃ পারিবারিক বন্দোবস্তপত্র একপ্রকার আপোষ-রফাপত্র মাত্র; ইতিপূর্বে যে আপোষ-রফাপত্রের আলোচনা করা হইয়াছে পারিবারিক বন্দোবস্তপত্র তাহার একটি বিশেষ রূপ। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে পারিবারিক বন্দোবস্তপত্র এবং পারিবারিক নিরূপণপত্র দুইটি সম্পূর্ণ পৃথক বিষয় (যদিও এই দুইটি পত্রের ইংরাজি নাম একই—ফ্যামিলি সেটেলমেণ্ট)। পারিবারিক রফাপত্রের ষ্ট্যাম্প মাশুল অপরাপর চুক্তিপত্রের ন্যায় আর্টিকেল-৫ অনুসারে দিতে হয়; আর পারিবারিক নিরূপণপত্রের ষ্ট্যাম্প মাশুল সেটেলমেণ্টরূপে আর্টিকেল-৫৮ অনুসারে দিতে হয়। একই পরিবারভুক্ত লোকজন যদি পারিবারিক সম্পত্তি সম্পর্কিত অথবা এমন কোন সম্পত্তি যাহার উত্তরাধিকার সম্পর্কিত প্রকৃত বিবাদ আপোষ-রফা করিয়া লয় তবে সেই আপোষরফা পারিবারিক বন্দোবস্তপত্ররূপে বিবেচিত হইবে। পারিবারিক বন্দোবস্ত-পত্রের নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি থাকিবে—

(১) পারিবারিক বন্দোবস্তপত্র একই পরিবারের লোকজনদিগের মধ্যে হওয়া প্রয়োজন অথবা একই সম্পত্তির উপর সম্ভাব্য দাবিদারদিগের মধ্যে হওয়া প্রয়োজন।

(২) পারিবারিক সম্মান রক্ষার্থে অথবা পারিবারিক সম্পত্তি রক্ষার্থে অথবা বিবদমান পার্টিগুলিকে মামলা হইতে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে পারিবারিক বন্দোবস্তপত্র রচিত হওয়া প্রয়োজন।

পরিবারের সকল ব্যক্তিকেই যে মিলিতভাবে বন্দোবস্ত করিতে হইবে এমন কোন বাধ্যবাধকতা নাই, কেহ কেহ থাকিলে চলিবে।

এই আপোষনামামূলে এক পার্টির দ্বারা অপর পার্টিকে কোন স্বত্ব বা অধিকার হস্তান্তরিত হয় না; প্রত্যেকেরই পারিবারিক সম্পত্তিতে যে স্বাধীন স্বত্ব বা অধিকার (টাইটেল) থাকে তাহা প্রত্যেকের অংশ অনুসারে প্রত্যেকের দ্বারা স্বীকৃতি পায় এবং দখলিকৃত হয়।

১০০ (একশত) টাকার অধিক মূল্যের স্থাবর সম্পত্তি সংক্রান্ত হইলে এইরূপ বন্দোবস্তপত্রের নিবন্ধীকরণ বাধ্যতামূলক। ষ্ট্যাম্প মাশুল আর্টিকেল-৫ অনুসারে প্রদেয়; রেজিস্ট্রেসন ফিস্-[ই]—৬ টাকা।

এইপ্রকার দলিল সম্পর্কে বিস্তৃত বিবরণের জন্য পি, সি, মোঘা'র "দি ইন্ডিয়ান কনভেয়্যানসার" পুস্তক দেখিতে পারেন।

পারিবারিক বন্দোবস্তপত্র

লিখিতং প্রথম পক্ষ শ্রী... ... ...ইত্যাদি, দ্বিতীয় পক্ষ শ্রী... ... ...ইত্যাদি এবং তৃতীয় পক্ষ শ্রী... ... ...ইত্যাদি। কস্য পারিবারিক বন্দোবস্তপত্রমিদং কার্যঞ্চাগে। নিম্ন 'ক', 'খ' এবং 'গ' তফসিলে বর্ণিত সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী মালিক হইতেছেন... ... ...। তিনি... ...সালের... ...তারিখে ইহলোক ত্যাগ করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর হইতে প্রথম পক্ষ নিম্ন 'ক', 'খ', 'গ' তফসিল বর্ণিত সমস্ত সম্পত্তি মৃতের দত্তকপুত্ররূপে দাবি করেন; কিন্তু অপর পক্ষদ্বয় উক্ত দাবি অস্বীকার করেন এই অর্থে যে উক্ত প্রথম পক্ষ মৃতের দত্তকপুত্র নহে। দ্বিতীয় পক্ষ অনুরূপে মৃতের ভ্রাতারূপে তফসিলত্রয়ে বর্ণিত সকল সম্পত্তি দাবি করেন; কিন্তু উক্ত দাবিও অপর পক্ষদ্বয় দ্বারা অস্বীকৃত। তিন পক্ষের প্রত্যেকেই মৃতের তফসিল বর্ণিত সম্পত্তির কিছু অংশ দখল হইয়া তফসিলত্রয়ে বর্ণিত সমস্ত সম্পত্তি স্ব-স্ব নাম মিউটেশানের জন্য (অর্থাৎ নাম খারিজের জন্য) দরখাস্ত করিয়াছে।

পরস্পরের মধ্যে সম্পত্তি সম্পর্কিত বিবাদের ফলে যে মামলা-মোকদ্দমার সম্ভাবনা দেখা দিতেছে তাহাতে তিন পক্ষেরই প্রভূত আর্থিক ক্ষতি হইবে; এমতাবস্থায় আত্মীয়-স্বজনের হিতোপদেশে আইনজ্ঞ ব্যক্তিদিগের সহিত আলোচনা করিয়া আমরা পক্ষত্রয় আমাদের বিবাদ-বিসম্বাদ নিম্নলিখিত শর্তে পারিবারিক বন্দোবস্তপত্রমূলে মিটমাট করিয়া লইলাম—

'ক' তফসিলে বর্ণিত সম্পত্তির নির্ব্যূঢ় স্বত্বে মালিক হইবেন প্রথম পক্ষ শ্রী··· ··· ··· ···; 'খ' তফসিলে বর্ণিত সম্পত্তির নির্ব্যূঢ় স্বত্বে মালিক হইবেন দ্বিতীয় পক্ষ শ্রী··· ··· ···; এবং 'গ' তফসিলে বর্ণিত সম্পত্তির নির্ব্যূঢ় স্বত্বে মালিক হইবেন তৃতীয় পক্ষ শ্রী··· ··· ··· ···।

(প্রয়োজনীয় অন্যান্য শর্তাবলী যোগ করিতে পারেন।)

দ্বিতীয় পক্ষ পরদানশীন মহিলা বিধায় অত্র পারিবারিক বন্দোবস্তপত্রের সকল বিষয় আমি আমার উপদেষ্টা শ্রী··· ··· ··· ···এর দ্বারা ভালভাবে বুঝিয়া লইয়াছি; সকল বিষয় বুঝিয়া লইয়া অত্র বন্দোবস্তপত্র স্বেচ্ছায় সম্পাদন করিয়াছি। (শ্রীমোঘা বলেন পরদানশীন মহিলা দলিলের সম্পাদনকারী হইলে এইরূপ শর্তোল্লেখ যুক্তিযুক্ত এবং এই নিয়ম সকল দলিলের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।)

এতদর্থে সুস্থ শরীরে, স্বেচ্ছায়, সরল মনে আমরা পক্ষত্রয় অত্র পারিবারিক বন্দোবস্তপত্র সম্পাদন করিয়া দিলাম। ইতি সন··· ···তারিখ··· ··· ···।

বন্দোবস্তপত্র

পরিচিতি ঃ ষ্ট্যাম্প আইনের ২২টি আর্টিকেলে কম্পোজিসান ডিড্ বা বন্দোবস্তপত্রের ষ্ট্যাম্প ক্রস্থম সম্পর্কে লিখিত আছে। বন্দোবস্তপত্র অর্থে নিম্নলিখিত দলিল বুঝিতে হইবে—

(১) বন্দোবস্তপত্র অর্থে আমরা সেইরূপ দলিল বুঝিব যে দলিল খাতকের দ্বারা সম্পাদিত হয় এবং যে দলিলমূলে খাতক তাহার সম্পত্তি হস্তান্তর করে মহাজনের হিতার্থে বা সুবিধার্থে।

(২) বন্দোবস্তপত্র অর্থে সেই দলিল বুঝিতে হইবে যে দলিল খাতক দ্বারা সম্পাদিত হয় এবং যে দলিলমূলে মহাজন কর্তৃক প্রদত্ত ঋণের টাকার উপর প্রদেয় লভ্যাংশ টাকা বা চুক্তি অনুযায়ী প্রদেয় টাকা মহাজনকে প্রদান করিবার সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থা করা হয়। (মহাজন খাতককে ঋণ প্রদান করে। মহাজন খাতকের মধ্যে চুক্তি অনুসারে ঋণের টাকার উপর মহাজনকে টাকা দিবার ব্যবস্থা থাকে; যদি চুক্তি থাকে ঋণের টাকার উপর খাতকের ব্যবসা হইতে প্রাপ্ত লভ্যাংশ লওয়া হইবে তাহা হইলে দলিলে সেই সম্পর্কে লিখিত থাকিবে। আর যদি বিশেষ চুক্তি অনুসারে ঋণের টাকার উপর খাতকের দ্বারা মহাজনকে অর্থ দিবার ব্যবস্থা থাকে তাহা হইলে সেইরূপ লিখিত থাকিবে।)

(৩) বন্দোবস্তপত্র অর্থে আমরা সেইরূপ দলিল বুঝিব যে দলিল খাতক দ্বারা সম্পাদিত হয় এবং যে দলিলে মহাজনের সুবিধার্থে কোন পরিদর্শকের তত্ত্বাবধানে অথবা লেটার অব লাইসেন্সমূলে খাতকের ব্যবসা চালু রাখিবার শর্তাদি লিখিত হয়। (লেটার অব্ লাইসেন্স—ইহার অর্থ ষ্ট্যাম্প আইনের ৩৮-আর্টিকেলে প্রদান করা হইয়াছে। ইহা খাতক-মহাজনের মধ্যে একপ্রকার চুক্তিপত্র। এই চুক্তিপত্র অনুসারে মহাজন নির্দিষ্টকালের জন্য তাঁহার দাবি স্থগিত রাখেন এবং খাতক স্ব-ইচ্ছায় তাহার ব্যবসায় উক্ত নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত চালাইয়া যায়।)

ষ্ট্যাম্প আইনে বন্দোবস্তপত্রের উক্তরূপ তিন ভাগে ব্যাখ্যা করা না হইলেও সুবিধার জন্য উক্তরূপ করা হইয়াছে। উক্ত তিন প্রকারের যে কোন এক প্রকার সম্পর্কে লিখিত দলিল বন্দোবস্তপত্ররূপে গণ্য হইবে।

রেজিষ্ট্রেসন ফিস্-[ই]—৬ টাকা।

বন্দোবস্তপত্র

মহামহিম শ্রী··· ··· ··· ··· ···ইত্যাদি।

লিখিতং শ্রী··· ··· ··· ··· ···ইত্যাদি। কস্য বন্দোবস্তপত্রমিদং কার্যঞ্চাগে।

আমি গত··· ···সালের··· ···মাসে আপনার নিকট হইতে শতকরা বার্ষিক··· ··· ··· ···টাকা হার সুদে··· ··টাকা ঋণস্বরূপে গ্রহণ করিয়া··· ···নামে ব্যবসা চালাইতেছিলাম; যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াও ব্যবসায়ে উন্নতি ঘটাইতে সক্ষম হইতেছি না যাহার ফলে ঋণকৃত টাকা পরিশোধ করিতে পারিতেছি না। দিন-দিন ব্যবসায়ের যেরূপ অবস্থা ঘটিতেছে তাহাতে যে কখনো আপনার টাকা পরিশোধ করিতে পারিব এমন আশা করি না। আমি আপনাকে আমার এই নিদারুণ সংকটাবস্থার কথা জানাইলে আপনি দয়াপরবশ হইয়া আমার ব্যবসায়ের সমস্ত দ্রব্যাদি মায় পরিসম্পৎ ও দায়িতা (অ্যাসেট্স্ ও লায়াবিলিটি) এবং প্রতিষ্ঠাধিকার (গুডউইল) লইতে ইচ্ছুক হওয়ায় এবং আমি আপনার হিতার্থে সেই সকল হস্তান্তর করিয়া দিয়া অঙ্গীকার করিতেছি যে তাহাতে আমার আর কোন প্রকার দাবিদাওয়া রহিল না; আমার পরিবর্তে আপনি ওয়ারিশান ও স্থলাভিষিক্তগণক্রমে উক্ত ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের স্বত্বাধিকারী হইয়া যথেচ্ছ ব্যবহারে ভোগদখল করিতে থাকুন। ইতি সন··· ··· ··তারিখ··· ··· ···।

বিবাহবিচ্ছেদনামা

পরিচিতি ঃ ইতিপূর্বে একরারনামা পর্যায়ে বিবাহবিচ্ছেদের চুক্তিপত্র সম্পর্কে লিখিত হইয়াছে। উহার সহিত বিচ্ছেদনামা ডিভোর্সের কোন সম্পর্ক নাই। বর্তমানে ডিভোর্স দলিল কেবলমাত্র মুসলমানগণ করিতে পারেন, স্বামী কর্তৃক ত্যাগসাধনকে 'তালাক' কহে; আর পত্নীর সম্মতিসহকারে যে বিবাহ-বন্ধন বিচ্ছিন্ন হয় তাহাকে 'খুলা' বা 'মুবারতনামা' বলে। 'খুলায়' স্ত্রী আপন প্রাপ্য দাবি ত্যাগ করেন।

স্ত্রী দুশ্চরিত্রা না হইলেও তাহাকে ত্যাগ করা যায়।

ষ্ট্যাম্প আইনের আর্টিকেল-২৯ অনুসারে ষ্ট্যাম্প কুসুম ৫০ টাকা দিতে হয়; রেজিস্ট্রেসন ফিস্-[ই]—৬ টাকা।

তালাকনামা

কস্য তালাকনামাপত্রমিদং কার্যঞ্চাগে। আমি তোমাকে সন··· ··· ···সালের ··· ···তারিখে মহম্মদীয় সারা অনুসারে··· ···টাকা দেনমোহর সাব্যস্তে বিবাহ

করিয়াছিলাম। বিবাহকালাবধি তোমার সহিত একদিনের জন্যও আমি সুখে ঘর সংসার করিতে পারিলাম না। তোমার সহিত আমার স্বামী-স্ত্রী সম্পর্ক একেবারে নাই বলিলেই চলে। আমার প্রতি তুমি সর্বদা কুব্যবহার কর এবং তুমি আমার সম্পূর্ণ অবাধ্য। এই সকল কারণে বাধ্য হইয়া অদ্য তোমাকে তিন তালাক বায়েন করিলাম। অদ্য হইতে তোমার সহিত আমার কোন প্রকারের স্বামী-স্ত্রী সম্পর্ক রহিল না। তুমি নিকা দ্বারা বা তোমার ইচ্ছামত অন্য উপায়ে সুখে-স্বচ্ছন্দে কাল যাপন কর তাহাতে আমি কোনপ্রকার ওজর-আপত্তি করিতে পারিব না। বিবাহের তারিখেই মোহরে-মাওয়াজ্জেলে বাবদ ৪৫০ (চারি শত পঞ্চাশ) টাকা গহনা ইত্যাদিতে পরিশোধ করিয়াছিলাম, অদ্য বক্রী মোহরে-মাওয়াজ্জেলে বাবদ ৪৫০ (চারি শত পঞ্চাশ) টাকা ও তিন মাস দশ দিনের খোরাকি বাবদ··· ··· ·· টাকা নগদ পরিশোধ করিয়া দিলাম। তুমি অদ্য হইতে আমার নিকট অন্য কিছু দাবি-দাওয়া করিতে পারিবে না। আমি আর তোমার খোরপোষের জন্য দায়ী হইব না। এতদর্থে অন্যের বিনানুরোধে নিজ হিতার্থে অত্র তালাকনামা সম্পাদন করিয়া দিলাম। ইতি সন··· ···তারিখ··· ···।

খুলানামা

(স্ত্রী কর্তৃক স্বামী ত্যাগ)

লিখিতং শ্রীমতী··· ··· ··· ···ইত্যাদি। কস্য খুলানামাপত্রমিদং কার্যঞ্চাগে। আজ হইতে প্রায় দুই বৎসর পূর্বে আপনি আমাকে মোহম্মদীয় সারা মতে বিবাহ করিয়া জওজিয়াতে আনিয়াছিলেন, কিন্তু আপনার গৃহে আসিবার পর হইতেই কি জানি কেন আপনি আমার সহিত অত্যন্ত কুব্যবহার করিয়া আমার যথেষ্ট মনোবেদনার কারণ হইয়াছেন। এ পর্যন্ত কাবিননামাব কোন শর্তই পালন করেন নাই, সুতরাং আপনাকে আমি আর কোনক্রমে স্বামীরূপে গ্রহণ করিতে পারি না। অতএব, আমি এতদ্দ্বারা আপনাকে ত্যাগ করিলাম এবং আপনিও তাহাতে সম্মত হওয়ায় এতদ্বারা স্থির হইল যে আমার সহিত আর আপনার স্বামী-স্ত্রী সম্পর্ক রহিল না। গহনাপত্র যাহা দিয়াছিলেন তাহা আমারই রহিল, তবে মোহরে-মাওয়াজ্জেলে বাবদ আমার যে... ...টাকা পাওনা আছে তাহা এ পর্যন্ত আপনি পরিশোধ করেন নাই, আমি ঐ টাকার সমস্ত দাবি ত্যাগ করিলাম। ইতি সন······

বিনিময়পত্র

পরিচিতি ঃ সম্পত্তি হস্তান্তর আইনের ১১৮-ধারায় 'বিনিময়'-এর ব্যাখ্যা প্রদান করা আছে। বিনিময় অর্থে আমরা বুঝি—যখন দুই ব্যক্তি একটি জিনিসের

মালিকানা অপর একটি জিনিসের মালিকানার পরিবর্তে পরস্পরে হস্তান্তর করে, তখন সেইরূপ হস্তান্তরকে বিনিময় বলা হয়; অবশ্য শর্ত এই যে উক্ত জিনিস দুইটির কোনটিই বা উভয়ই কেবলমাত্র অর্থ হইতে পারিবে না।

উপরোক্ত সূত্র হইতে আমরা বিনিময়ের কি কি বৈশিষ্ট্য পাই? জিনিসের পারস্পরিক হস্তান্তর যখন, তখন যে কোনপ্রকার সম্পত্তি—স্থাবর, অস্থাবর যাহাই হউক না কেন—বিনিময়যোগ্য। সুতরাং স্থাবর সম্পত্তির বিনিময়ে অস্থাবর সম্পত্তির বিনিময় সিদ্ধ; স্থাবর সম্পত্তির বিনিময়ে স্থাবর সম্পত্তির বিনিময় সিদ্ধ এবং অস্থাবর সম্পত্তির বিনিময়ে অস্থাবর সম্পত্তির বিনিময়ও সিদ্ধ। কিন্তু জমি 'স্থাবর' সম্পত্তি এবং অর্থ বা টাকাকড়ি 'অস্থাবর' সম্পত্তি; তাহা হইলে স্থাবর সম্পত্তির বিনিময়ে অস্থাবর সম্পত্তির বিনিময় যদি সিদ্ধ হয়, তবে টাকার বিনিময়ে জমির বিনিময় কি সিদ্ধ নয়? সিদ্ধ বটে, কিন্তু তাহা বিনিময়রূপে সিদ্ধ নহে—বিক্রয়রূপে সিদ্ধ। সূত্রটি লক্ষ্য করিলে দেখিবেন যে লেখা আছে "জিনিস দুইটির কোনটিই বা উভয়ই কেবলমাত্র টাকা হইতে পারিবে না", সুতরাং টাকা ভিন্ন অন্য প্রকার অস্থাবর সম্পত্তির বিনিময়ে স্থাবর সম্পত্তির বিনিময় সম্ভব ('টাকা বা অর্থ' শব্দে নোট, গিনি, কোম্পানীর কাগজ এবং অন্যান্য মুদ্রা প্রভৃতি বুঝাইবে)।

দ্বিতীয়তঃ, সূত্রে বলা হইয়াছে দুইটি জিনিসের কোনটিই বা উভয়ই কেবলমাত্র টাকা বা অর্থ হইতে পারে না; সুতরাং কেবলমাত্র অর্থ না হইয়া যদি কতক টাকা এবং কতক সম্পত্তির বিনিময়ে সম্পত্তি বিনিময় হয়, তাহা উক্ত বিনিময়গ্রাহ্য; অর্থাৎ ধরুন, বিভাস তাহার ৫০০ টাকা মূল্যের সম্পত্তি সুব্রতর ৪০০ টাকা মূল্যের সম্পত্তির সহিত বিনিময় করিতে চাহিল; কিন্তু যেহেতু সম্পত্তির মূল্য সমান-সমান হইল না, সেজন্য সুব্রত ৪০০ টাকা মূল্যের সম্পত্তি এবং ১০০ টাকা প্রদানে রামের ৫০০ টাকা মূল্যের সম্পত্তির সহিত বিনিময় করিল; ইহা বিধানসম্মত।

দুখানি দলিল দ্বারা বিনিময় সম্পন্ন হইতে পারে, কিন্তু একখানি বিনিময়পত্রে' দুই পক্ষ স্বাক্ষর করিয়াই সাধারণতঃ বিনিময়পত্র সম্পাদন করেন। প্রয়োজনে ডুপ্লিকেট বিনিময়পত্র রেজিস্ট্রী করা যাইতে পারে; ষ্ট্যাম্প আইনের ২৪-আর্টিকেলমূলে ডুপ্লিকেটের ষ্ট্যাম্প সর্বক্ষেত্রে পাঁচ টাকা দিতে হয়। মূল দলিলের অবিকল নকল হইবে ডুপ্লিকেট। যে দুইটি সম্পত্তি বিনিময় করা হয় তাহাদের মূল্য সমান হইবে আশা করা যায়; যদি তাহা না হয় তবে যে ব্যক্তির সম্পত্তির মূল্য কম সে ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে বাকি মূল্য অর্থ দ্বারা বা অন্য কোন জিনিস দ্বারা পূরণ করিয়া দিতে পারে; এরূপ ক্ষেত্রে যে কোন এক পক্ষের সম্পত্তির মূল্যের উপর ষ্ট্যাম্প দিতে হইবে (কারণ উভয় পক্ষই সমান মূল্যের সম্পত্তি আদান-প্রদান করিতেছে)। কিন্তু যদি এমন হয় যে রাম তাহার ৫০০ টাকা মূল্যের সম্পত্তির সহিত শ্যামের ৪০০ টাকা

মূল্যের সম্পত্তি বিনিময় করিতে রাজি হয় তাহা হইলে ৫০০ টাকার উপর ষ্ট্যাম্প ও রেজিস্ট্রেসন ফিস্ দিতে হইবে; অর্থাৎ যে সম্পত্তির মূল্য উচ্চতম তাহার উপর ষ্ট্যাম্প ও ফিস্ দিতে হইবে।

বিনিময় দলিলে উভয় পক্ষই সম্পাদনস্বরূপে স্বাক্ষর করিয়া দলিল রেজিস্ট্রী করিবেন।

ষ্ট্যাম্প আইনের ৩১-আর্টিকেল অনুসারে ষ্ট্যাম্প দিতে হইবে। রেজিস্ট্রেসন ফিস্ আর্টিকেল-[এ] অনুসারে প্রদেয়।

বিনিময়পত্র

প্রথম পক্ষ শ্রী··· ··· ··· ইত্যাদি। দ্বিতীয় পক্ষ·· ··· ··· ইত্যাদি।

আমরা উভয়ে যথাক্রমে 'ক' ও 'খ' তফসিল বর্ণিত সম্পত্তির মালিক আছি; আমি প্রথম পক্ষ শ্রী··· ··· 'ক' তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি এবং আমি দ্বিতীয় পক্ষ শ্রী··· ··· ··· ··· 'খ' তফসিলে বর্ণিত সম্পত্তি পুরুষানুক্রমে নির্বিবাদে ভোগ-দখল করিবা আসিতেছি। আমাদের উভয়ের উক্ত স্ব স্ব সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের অসুবিধা হওয়ার আমরা উক্ত সম্পত্তি বিনিময় করিতে সাব্যস্ত করি। 'ক' তফসিলে বর্ণিত সম্পত্তির মূল্য আনুমানিক ১৫০০ (পনর শত) টাকা এবং 'খ' তফসিলে বর্ণিত সম্পত্তির আনুমানিক মূল্য ১২০০ (বার শত) টাকা হইবে, কিন্তু ৩০০ টাকা মূল্যের তারতম্য হওয়া সত্ত্বেও আমরা পরস্পর সম্পত্তি বিনিময় করিতে সম্মত হই। (ঘাটতি ৩০০ টাকা নগদে দিতে হইলে সেই মর্মে লিখিতে হইবে। ইহার জন্য অতিরিক্ত ষ্ট্যাম্প কুসুম দিতে হয় না; উচ্চতম ১৫০০ টাকার উপর ষ্ট্যাম্প ও রেজিস্ট্রেসন ফিস্ দিতে হইবে।) উক্ত সম্পত্তিদ্বয় পরস্পরের সুবিধার জন্য বিনিময় করা আবশ্যক বিধায় আমরা নিম্নলিখিতরূপে বিনিময় করিলাম—

আমি প্রথম পক্ষ শ্রী··· ··· ··· ··· 'ক' তফসিলভুক্ত সম্পত্তি পৈতৃকসূত্রে প্রাপ্ত হইয়া নির্দায় ও নির্দোস অবস্থায় ভোগদখলিকার আছি; বিনিময়করণের ফলে অদ্য হইতে আপনি দ্বিতীয় পক্ষ শ্রী··· ··· ··· পুত্র-পৌত্রাদি, ওয়ারিশান ও স্থলাভিষিক্তগণক্রমে উক্ত 'ক' তফসিল বর্ণিত সম্পত্তিতে আমার স্বত্বে স্বত্ববান হইয়া দান-বিক্রয় প্রভৃতি হস্তান্তরকরণাদির মালিক হইলেন। অনুরূপে আমি দ্বিতীয় পক্ষ শ্রী··· ··· ··· ··· 'খ' তফসিলভুক্ত সম্পত্তি ওয়ারিশসূত্রে প্রাপ্ত হইয়া নির্দায় ও নির্দোষ অবস্থায় ভোগদখলিকার আছি। বিনিময়করণের ফলে অদ্য হইতে আপনি প্রথম পক্ষ শ্রী··· ··· ··· ··· ··· পুত্র-পৌত্রাদি ওয়ারিশান ও

স্থলাভিষিক্তগণক্রমে উক্ত 'খ' তফসিল বর্ণিত সম্পত্তিতে আমার স্বত্বে স্বত্ববান হইয়া দান-বিক্রয় প্রভৃতি হস্তান্তরাদির মালিক হইলেন।

আমরা উভয়ে এতদ্বারা স্বীকার ও অঙ্গীকার করিতেছি যে, উক্ত সম্পত্তিদ্বয় সকল প্রকার দায়মুক্ত; যদি ভবিষ্যতে কাহারো সম্পত্তি দায়সংযুক্তরূপে প্রকাশিত হয় তাহা হইলে পরস্পরের নিকট ক্ষতিপূরণের জন্য দায়ী রহিলাম। আমরা অত্র বিনিময়পত্র দ্বারা যে অঙ্গীকারে আবদ্ধ হইলাম তাহাতে আমাদের উত্তরাধিকারী ও স্থলাভিষিক্তগণ সম্পূর্ণরূপে বাধ্য থাকিবে; ভবিষ্যতে কাহারো কোন আপত্তি চলিবে না, করিলেও তাহা গ্রাহ্য হইবে না।

এতদর্থে সুস্থ শরীরে সরল মনে অন্যের বিনা প্ররোচনায় আমরা এই বিনিময়পত্র সম্পাদন করিয়া দিলাম। মূল বিনিময়পত্রখানি প্রথম পক্ষ শ্রী··· ··· ··· ··· এর নিকট রহিল এবং ইহার প্রতিলিপি দ্বিতীয় পক্ষ শ্রী ··· ··· ··· ···এর নিকট রহিল। প্রকাশ থাকে যে প্রথম পক্ষ দ্বিতীয় পক্ষের প্রয়োজনে দ্বিতীয় পক্ষকে মূল বিনিময়পত্রখানি দেখাইতে এবং দিতে বাধ্য রহিলেন। ইতি সন··· ··· তারিখ··· ···।

'ক' তফসিল 	'খ' তফসিল

* * * 	* * *

বন্ধকনামা (মরগীজ)

পরিচিতি : সম্পত্তি হস্তান্তর আইনের ৫৮-ধারায় বলা হইয়াছে যে, কোন নির্দিষ্ট স্থাবর সম্পত্তির স্বত্ব (স্বার্থ বা ইন্টারেস্ট) যদি ঋণ গ্রহণের জামিনস্বরূপে হস্তান্তর করা হয় তাহা হইলে উক্ত হস্তান্তরকরণ মর্টগেজরূপে বিবেচিত হইবে। উক্ত হস্তান্তরের ফলে যে অধিকার সৃষ্টি হইল তাহা অবশ্য ঋণ পরিশোধ করিবার অধিকারের আনুষঙ্গিক (অ্যাক্সেসরি)।

বণ্ড, মরগীজ এবং প্রমিসরি নোটের পার্থক্য প্রণিধানযোগ্য; বণ্ডমূলে কর্জকৃত টাকা পরিশোধ করিতে বাধ্য থাকে; মর্টগেজে ঋণ পরিশোধ করিতে বাধ্য থাকার সহিত টাকা না দিলে আবদ্ধ সম্পত্তি হইতে আদায় দিবার শর্ত থাকে; আর হ্যাণ্ডনোটে টাকা পরিশোধ করিবার অঙ্গীকার থাকে মাত্র।

বন্ধকনামার নিবন্ধীকরণ বাধ্যতামূলক। ইহাতে অন্ততঃ দুই জন সাক্ষী থাকা উচিত।

বিভিন্ন প্রকার মরগীজ সম্পর্কে নিম্নে আলোচনা করা হইল।

(১) **সাধারণ মরগীজ :** ইহাতে দখল হস্তান্তরিত হয় না, কিন্তু বন্ধকদাতা ঋণের টাকা এবং সুদ পরিশোধ করিতে বাধ্য থাকে এবং যদি বন্ধকদাতা ঋণ

পরিশোধ করিতে অক্ষম হয় তবে বন্ধকগ্রহীতা বন্ধকী সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া ঋণ প্রদত্ত টাকা আদায় লইতে পারিবার শর্তও থাকে।

(২) খাইখালাসী বন্ধকনামা (ইউজিউফ্রাকচুয়ারি মরগীজ): ইহাতে বন্ধকগ্রহীতাকে বন্ধকী সম্পত্তিতে ঋণ পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত দখল দেওয়া হইয়া থাকে। বন্ধকগ্রহীতা সুদের পরিবর্তে অথবা আংশিক আসলের পরিবর্তে বা কিছু সুদ এবং কিছু আসলের পরিবর্তে বন্ধকী সম্পত্তির আয় ভোগ করিবার অধিকার পান; বন্ধকদাতা ব্যক্তিগতভাবে ঋণ পরিশোধের জন্য দায়ী থাকেন না এবং বন্ধকের টার্মের মধ্যে বন্ধকগ্রহীতা বন্ধকী টাকা দাবি করিতে পারেন না। অবশ্য ক্ষেত্র বিশেষে এইরূপ বন্ধকনামায ঋণ পরিশোধের ব্যক্তিগত চুক্তির কথা লিখিত থাকে; এইরূপ ক্ষেত্রে বন্ধকগ্রহীতা বন্ধকী টাকা দাবি করিতে পারেন এবং প্রয়োজনে বন্ধকী সম্পত্তি বিক্রয়ও করিতে পারেন।

(৩) কট-কোবালা (বিক্রয় শর্তে বন্ধক): ইহাতে সম্পত্তি বিক্রয় করা হয় এই শর্তে যে, নির্দিষ্ট তারিখে বন্ধকী টাকা পরিশোধ করিতে না পারিলে উক্ত বিক্রয় শর্তশূন্য বিক্রয বলিয়া বিবেচিত হইবে অথবা নির্দিষ্ট তারিখে বন্ধকী টাকা পরিশোধ করিতে পারিলে উক্ত বিক্রয় নাকচ হইবে অথবা এইরূপে টাকা পরিশোধ করিলে গ্রহীতা দাতাকে সম্পত্তি হস্তান্তর করিবে। বন্ধকগ্রহীতার দখলে বন্ধকী সম্পত্তি থাকে এবং বন্ধকদাতা চুক্তি ভঙ্গ করিলে বন্ধকগ্রহীতা বন্ধকী সম্পত্তি (বন্ধকদাতার দ্বারা) উদ্ধার করিবার অধিকার হরণের (অথবা ফোরক্লোজারের) জন্য মোকদ্দমা করিতে পারেন। বিচারালয় যে সময় নির্দিষ্ট করেন সেই সময়ের মধ্যে বন্ধকদাতা বন্ধকী টাকা পরিশোধ করিতে পারিলে সম্পত্তি বন্ধকদাতার অনুকূলে হস্তান্তর করা হয়, অন্যথা বন্ধকগ্রহীতা বন্ধকী সম্পত্তির নিরঙ্কুশ মালিক হইবেন।

(৪) ইংলিশ মরগীজ: ইহাতে বন্ধকী টাকা নির্ধারিত দিনে পরিশোধ করিবার চুক্তি থাকে এবং সম্পত্তি শর্ত রহিতে মরগীজ গ্রহীতাকে এই শর্তে হস্তান্তর করা হয় যে, চুক্তি অনুযায়ী বন্ধকদাতা টাকা পরিশোধ করিলে বন্ধকগ্রহীতা বন্ধকী সম্পত্তি বন্ধকদাতাকে পুনরায় হস্তান্তর করিবেন।

(৫) ইকুইটেবল মরগীজ: ইহাকে টাইটেল দলিল গচ্ছিত দ্বারা মরগীজ বলা যাইতে পারে; ইহাতে বন্ধকদাতা তাঁহার টাইটেল দলিল জামিনস্বরূপে জমা রাখিয়া টাকা ধার লহেন।

(৬) অ্যানোম্যালাস মরগীজ: উপরোক্ত ফর্মগুলির যে কোন একপ্রকার নহে এমন যে মরগীজ সেই মরগীজকে অ্যানোমেলাস মরগীজ বা অতিক্রান্ত মরগীজ বলে।

ষ্ট্যাম্প আইনের আর্টিকেল-৪০ এবং ৪১ অনুসারে প্রয়োজনমত ষ্ট্যাম্প মাশুল দিতে হইবে। রেজিস্ট্রেসন ফিস্-আর্টিকেল-[এ] অনুসারে প্রদান করিতে হইবে।

ভূমি সংস্কার আইন (১৯৫৫)-এর ৭-ধারায় মরগীজ নিবন্ধীকরণ সম্পর্কে যে বিধি-নিষেধ আছে তাহা মান্য করিয়া মরগীজ রেজিস্ট্রী করিতে হইবে (পূর্বে লিখিত ভূমি-সংস্কার আইন দেখুন)।

সাধারণ বন্ধকনামা—১

কস্য বন্ধকনামাপত্রমিদং কার্যঞ্চাগে। আমার পুরাতন বাড়িখানি মেরামতের জন্য টাকার প্রয়োজন হওয়ায় অদ্য তারিখে আপনার নিকট নিম্নতফসিল বর্ণিত ওয়ারিশ-সূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তি বন্ধক রাখিয়া ১০০০ (এক হাজার) টাকা কর্জ লইয়া এই বন্ধকনামা লিখিয়া দিয়া অঙ্গীকার করিতেছি যে, উল্লিখিত ১০০০ টাকার সুদ মাসিক··· ··· টাকা হারে আদায় কালতক দিব। টাকা পরিশোধের ওয়াদা আগামী··· ··· ··· সালের··· ···মাস পর্যন্ত রহিল। যদি উক্ত মেয়াদ মধ্যে টাকা পরিশোধ না করি তবে উক্ত মেয়াদগতে সমস্ত টাকা আদায় না হওয়া পর্যন্ত উপরোক্ত হারে সুদ দিব। প্রতি·· ·· অন্তর সুদের টাকা পরিশোধ করিব। সুদের টাকা বাকী থাকিলে আসলে ওয়াশীল পাইব না। যখন যে টাকা দিব তখন বন্ধকনামার পৃষ্ঠে ওয়াশীল লিখাইয়া দিব। পৃষ্ঠের ওয়াশীল ব্যতীত অন্য কোনপ্রকারের ওয়াশীলের আপত্তি করিতে পারিব না।

নিম্নতফসিল বর্ণিত সম্পত্তির বার্ষিক খাজনা··· ···যাহা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কালেক্টার বাহাদুরে আদায় দিতে হয়; উক্ত খাজনা পূর্বের ন্যায় আমিই প্রদান করিব।

বন্ধকনামায় লিখিত সম্পত্তি সম্পূর্ণ নির্দায় ও নির্দোষ অবস্থায় আছে। ইতিপূর্বে উক্ত সম্পত্তি কোন স্থানে কোন প্রকারে হস্তান্তর বা দায়াবদ্ধ করি নাই। সম্পূর্ণ নির্দায় ও নির্দোষ অবস্থায় আপনার নিকট আবদ্ধ রাখিলাম। আপনার নিকট দায়বদ্ধ থাকাকালীন উক্ত সম্পত্তি কোনপ্রকারে হস্তান্তর বা দায়সংযুক্ত করিব না, যদি খাজনা বাকি পড়ার জন্য উক্ত সম্পত্তি নীলাম বিক্রয় হয় তাহা হইলে আপনি সময়ের অপেক্ষা না করিয়া আমার নামে উপযুক্ত আদালতে পাওনা টাকার নালিশ করিতে পারিবেন। নীলামে খাজনা বাদে যে পণ ফাজিলের টাকা উদ্বৃত্ত থাকিবে তাহা হইতে আপনার বন্ধকী টাকার মায় সুদসহ আদায় লইতে পারিবেন। আপনার টাকা পরিশোধ হইয়া যদি পণ ফাজিলের টাকা উদ্বৃত্ত থাকে তবে তাহা আমি পাইব। যদি উক্ত সম্পত্তি হইতে আপনার পাওনা টাকার সঙ্কুলান না হয় তাহা হইলে আপনি আমার অন্যান্য স্থাবর, অস্থাবর, স্বনামী ও বেনামী সম্পত্তি হইতে আদায় করিয়া লইবেন। এই বন্ধকনামার সমুদয় শর্তে আমি ও আমার এবং ওয়ারিশ স্থলাভিষিক্তগণও বাধ্য থাকিব ও থাকিবে। প্রকাশ থাকে যে বন্ধকী সম্পত্তি বর্তমানে

আমার নিজ দখলে রহিল। এতদর্থে সুস্থ শরীরে সরল মনে আপন হিতার্থে অত্র বন্ধকনামা সম্পাদন করিলাম। ইতি সন… …তারিখ… …।

তফসিল চৌহদ্দি

* * * *

খাইখালাসী বন্ধকনামা—২

কস্য খাইখালাসী বন্ধকনামাপত্রমিদং কার্যঞ্চাগে। আমার টাকার বিশেষ প্রয়োজন বিধায় আপনার নিকট হইতে… …টাকা বার্ষিক… ·· টাকা সুদে কর্জ লইলাম। আপনার সহিত চুক্তি অনুসারে… …সালের মাস… ·· হইতে নিম্নতফসিল বর্ণিত সম্পত্তি আপনার দখলে ছাড়িয়া দিয়া ঋণ হইতে মুক্ত হইলাম। উক্ত জমি আপনি আপনার খাস দখলে রাখিয়া এবং যদৃচ্ছাক্রমে বন্দোবস্ত করিয়া উহার খাজনা ও উৎপন্ন লভ্য হইতে আসলে ও সুদে ওয়াশীল দিবেন। মায় সুদসহ আপনার যাবতীয় বন্ধকী টাকা পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত আপনি ঐ সম্পত্তি ভোগদখল করিতে পারিবেন। ঐ সম্পত্তি হইতে আপনার টাকা মায় সুদসহ পরিশোধ হইয়া গেলে আপনি উক্ত বন্ধকী সম্পত্তি আমাকে ফেরত দিতে বাধ্য থাকিবেন। এতদর্থে এই খাইখালাসী বন্ধকনামা সম্পাদন করিয়া দিলাম। ইতি সন·· …তারিখ……

তফসিল

* * *

দ্রষ্টব্য ঃ (১) পরিচিতি পর্যায়ে খাইখালাসী বন্ধকনামার ব্যাখ্যা প্রদান করা হইয়াছে। বিভিন্ন শর্তে সম্পত্তি বন্ধক রাখা যাইতে পারে; প্রয়োজন অনুসারে উপরিলিখিত নমুনার পরিবর্তন করিতে হইবে।

(২) রেজিস্ট্রী করা আবদ্ধ সম্পত্তির উপর দাবি বার বৎসর পর্যন্ত থাকে। সুতরাং কোন নির্ধারিত সময়ের উল্লেখ না থাকিলে বার বৎসর কাল সর্বোচ্চ মেয়াদ ধরিতে হইবে।

কট্-কোবালা—৩

লিখিতং শ্রী… … … …ইত্যাদি। কস্য কট্-কোবালাপত্রমিদং কার্যঞ্চাগে। আমি নানাভাবে ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছি, সেই সমস্ত ঋণ যথাশীঘ্র পরিশোধ করা নিতান্ত কর্তব্য বিবেচনা করিয়া আপনার নিকট কোং… …টাকা ঋণ গ্রহণ করিয়া নিম্নতফসিল বর্ণিত সম্পত্তি আবদ্ধ রাখিলাম। আগামী… … সালের… … …

মাস মধ্যে শতকরা বার্ষিক·········টাকা হারে সুদ সহ আপনার প্রাপ্য সমস্ত বন্ধকী টাকা পরিশোধ করিব। যদি না করিতে পারি তবে নিম্নতফসিল বর্ণিত আবদ্ধ সম্পত্তিসমূহ হইতে আমি ওয়ারিশান ও স্থলাভিষিক্তগণক্রমে স্বত্বরহিত হইব এবং আপনি ওয়ারিশান ও স্থলাভিষিক্তগণক্রমে আমার স্বত্বে স্বত্ববান হইবেন ; তাহাতে আমার বা ওয়ারিশান বা স্থলাভিষিক্তের কোন ওজর আপত্তি খাটিবে না। যদি আমার কৃত কোন ত্রুটিবিচ্যুতির ফলে কটের সম্পত্তি কোনপ্রকারে নষ্ট হয় বা আমি কোনপ্রকার ক্ষতিজনক কার্য করি অথবা আবদ্ধ সম্পত্তিতে আমার স্বত্বের কোন দোষ থাকা বা ঐ সম্পত্তি কোনপ্রকারে দায়সংযুক্ত থাকা প্রকাশ পায়, তাহা হইলে মেয়াদের অপেক্ষা না করিয়া আপনি নালিশ দ্বারা আমার যে কোন সম্পত্তি হইতে আপনার মায় সুদ প্রাপ্য বেবাক টাকা আদায় করিয়া লইতে পারিবেন। এতদর্থে এই কট্-কোবালা সম্পাদন করিয়া দিলাম। ইতি সন······তারিখ·· ······।

তফসিল চৌহদ্দি

* * *

ইংলিশ মরগীজ—৪

(কট্-কোবালা)

শ্রী··· ··· ··· ···ইত্যাদি।

লিখিতং শ্রী·· ··· ··· ··· ···ইত্যাদি। কস্য কট্-কোবালাপত্রমিদং কার্যঞ্চাগে। আমার টাকার বিশেষ প্রয়োজন হওয়ায় আমার স্বত্বদখলি নিম্নতফসিল চৌহদ্দিস্থিত··· ···শতক জমি অদ্য তারিখে আপনার নিকট হইতে··· ···টাকা গ্রহণে অত্র কট্-কোবালামূলে বিক্রয় করিলাম। অদ্য হইতে উক্ত সম্পত্তি আপনার দখলিভুক্ত হইল এবং আপনি উক্ত সম্পত্তিতে আমার স্বত্বে স্বত্ববান হইলেন। তবে শর্ত রহিল এই যে আগামী··· ···সালের······মাসের··· ···তারিখে আপনার দেয়··· ···টাকা মায় বার্ষিক··· ···টাকা হিসাবে সুদসহ যদ্যপি আদায় দিই তাহা হইলে আপনি উক্ত সম্পত্তি আমাকে প্রত্যর্পণ করিবেন—কোনপ্রকার ওজর-আপত্তি করিতে পারিবেন না। যদি ঐ তারিখে টাকা পরিশোধ করিতে না পারি, আপনি নিম্নতফসিল বর্ণিত সম্পত্তি যেমন দখলিকার ও স্বত্বাধিকারী হইলেন তেমনি থাকিবেন এবং ঐ সম্পত্তিতে আমার কোন দাবিদাওয়া থাকিবে না। যদি কোন-প্রকার দাবিদাওয়া করি তাহা হইলে তাহা বাতিল ও অগ্রাহ্য হইবে। আপনি ওয়ারিশান ও স্থলাভিষিক্তগণক্রমে উক্ত সম্পত্তির দান বিক্রয়ের মালিক হইবেন এবং আমার ও আমার ওয়ারিশান ও স্থলাভিষিক্তের স্বত্ব লোপ হইবে ; এতদর্থে পণের

লিখিত... ...টাকা নগদে বুঝিয়া পাইয়া এই কট্‌-কোবালাপত্র লিখিয়া দিলাম। ইতি সন... ...

তফসিল চৌহদ্দি

* * *

দ্রষ্টব্য ঃ উপরে পর পর দুইখানি কট্‌-কোবালার নমুনা প্রদত্ত হইয়াছে; ইংরাজীতে উক্ত দুই প্রকার দলিলের ভিন্ন নাম পরিচয় থাকিলেও বাংলায় উভয়ই কট্‌-কোবালা নামে পরিচিত, কিন্তু ঐ দুই প্রকারের পার্থক্য প্রণিধানযোগ্য; পরিচিতি পর্যায়ে ৩নং ও ৪নং বন্ধকনামা পাঠ করুন।

ইকুইটেবল মরগীজ—৫

শ্রী... ... ...ইত্যাদি।

লিখিতং শ্রী... ... ... ইত্যাদি। কস্য ইকুইটেবল বন্ধকপত্রমিদং কার্যঞ্চাগে। আমার পৈতৃক সম্পত্তি শহর কলিকাতার... ... ... রোডস্থ ... ...নং বাটীর কোবালাপত্র আপনার নিকট গচ্ছিত রাখিয়া... ...টাকা নিম্নলিখিত তফসিল অনুযায়ী নোট ও নগদে বুঝিয়া পাইয়া অঙ্গীকার করিতেছি যে আমি আপনাকে অদ্য তারিখে প্রাপ্ত... ... ... টাকার শতকরা সুদ মাসিক ... ...হারে আদায় দিব এবং তারিখ হইতে... ... .. মাসের মধ্যে সমস্ত টাকা পরিশোধ করিব। যদি পরিশোধ না করি মায় সুদ বেবাক টাকা আমার নিকট হইতে প্রচলিত আইনানুসারে আদায় হইবে। তাহাতে আমি বা আমার স্থলাভিষিক্ত বা অ্যাসাইনি কাহারো কোন আপত্তি চলিবে না; যে পর্যন্ত আমার সমস্ত টাকা পরিশোধ না করিতে পারি সে পর্যন্ত উক্ত সম্পত্তি কোনপ্রকারে দায় সংযোগ করিব না। এতদর্থে এই ইকুইটেবল বন্ধকনামা সম্পাদন স্বাক্ষর ও সমর্পণ করিলাম। ইতি সন... ...

দ্রষ্টব্য ঃ ইকুইটেবল মর্টগেজে ষ্ট্যাম্প সিডিউলের আর্টিকেল-৬ অনুসারে ষ্ট্যাম্প কসুম দিতে হইবে।

বন্ধকনামা—৬

(ক্রমে ক্রমে বন্ধকী টাকা পাইবার শর্ত সংযুক্ত)

লিখিতং শ্রী... ... ...। কস্য বন্ধকনামাপত্রমিদং কার্যঞ্চাগে।

আমার গৃহনির্মাণ কার্যের জন্য... ... ... সহস্র টাকার আবশ্যক হওয়ায় এবং আপনি উক্ত... ... ...সহস্র টাকা বার্ষিক শতকরা... ... টাকা হার সুদে

ঋণ প্রদান করিতে সম্মত হওয়ায় নিম্নতফসিল বর্ণিত... ... সহস্র টাকা মূল্যের সম্পত্তি আপনার নিকট আবদ্ধ রাখিয়া... ... সহস্র টাকা কর্জ করিলাম এবং শর্ত রহিল এই যে আমি উক্ত... ...সহস্র টাকার মধ্যে অদ্য তারিখে মাত্র... ... ... হাজার টাকা গ্রহণ করিলাম এবং বক্রী... ... ...হাজার টাকা আপনার নিকট জমা রহিল ; আমার তলবমত আপনি বক্রী টাকা দিতে বাধ্য রহিলেন। যখন যত টাকার আবশ্যক তাহা লইবার সপ্তাহ পূর্বে আপনাকে আমি লিখিত নোটিশ দিব এবং সেই টাকা আপনি আমাকে প্রদান করিয়া স্বতন্ত্র রসীদ গ্রহণ করিবেন। উহাতে শৈথিল্য করিলে বা পুনর্বার টাকা দিতে ত্রুটি করিলে আমার যে কিছু ক্ষতি খেসারত হইবে তাহা আপনি পূরণ করিতে বাধ্য রহিলেন। আমি উক্তরূপে টাকা যখন যাহা গ্রহণ করিব, তাহার বার্ষিক শতকরা··· ··· ···টাকা হিসাবে সুদ সেই দিন হইতে চলিবে। এইভাবে বন্ধকনামায় লিখিত··· ··· ···সহস্র টাকা প্রদত্ত হইবে এবং আমি এই দলিল সম্পাদনের তারিখের··· ··· ·· বৎসর পরে আসল সুদ সমস্ত টাকা পরিশোধ করিব ; যদি না করি তবে উক্ত টাকা আদায়ের জন্য আপনি যে কোন বৈধ ক্রিয়াদি অবলম্বন করিয়া উক্ত টাকা আদায় করিতে পারিবেন ; সেজন্য যে কিছু খরচপত্র হইবে তাহা আমি আদায় দিতে ওয়ারিশান ও স্থলাভিষিক্তক্রমে বাধ্য রহিলাম। আরও প্রকাশ থাকে যে যত টাকা লওয়া হইবে কেবল তাহার সুদ চলিতে থাকিবে এবং সেই সুদ আমি প্রতি মাসে আদায় দিব। যদি না দিই তাহা হইলে তিন মাস অতিক্রান্ত হইলে আইনের সাহায্য লইয়া উহা আদায় লইতে পারিবেন।

এতদর্থে সুস্থ শরীরে সরল মনে অত্র বন্ধকনামা সাক্ষীগণের সাক্ষাতে সম্পাদন করিয়া দিলাম। ইতি সন··· ···

ফসল বন্ধকনামা—৭

কস্য ফসল বন্ধকনামাপত্রমিদং কার্যঞ্চাগে। আমি বর্তমান সালের··· ···মাসে নিম্নতফসিল বর্ণিত প্রায়··· ··· পরিমাণ জমিতে ধান্য রোপণ করিয়াছি ; কিন্তু অর্থের অসচ্ছলতার জন্য নিড়ান-কার্য সুচারুরূপে নিষ্পন্ন করিতে সক্ষম হইতেছি না ; সেজন্য উক্ত জমিস্থ ধান্য আপনার নিকট বন্ধক রাখিয়া অদ্য আপনার নিকট হইতে··· ··· টাকা কর্জ লইলাম। উক্ত টাকার মাসিক সুদ··· ··· ···টাকা করিয়া দিব। আগামী পৌষ মাসে ধান্য পাকিলে উক্ত টাকা সুদসহ আদায় দিব। যদি মেয়াদ মধ্যে ঋণকৃত টাকা মায় সুদ পরিশোধ করিতে না পারি তাহা হইলে আপনি উপযুক্ত আদালতে আমার নামে নালিশ করিয়া নিম্নতফসিল বর্ণিত সম্পত্তির উপরিস্থ ধান্য ক্রোক-নীলাম দ্বারা বিক্রয় করিয়া আপনার পাওনা টাকা মায় সুদ ও

খরচাসহ আদায় করিয়া লইবেন তাহাতে আমি কি আমার ওয়ারিশান ও স্থলাভিষিক্তগণ কোনপ্রকার ওজর-আপত্তি করিতে পারিব না বা পারিবে না, করিলেও তাহা সর্বতোভাবে বাতিল ও অগ্রাহ্য হইবে। প্রকাশ থাকে যে অদ্য হইতে বার মাস মধ্যে আপনার কর্জ টাকা পরিশোধের ওয়াদা থাকিল। এতদর্থে সুস্থ চিত্তে অন্যের বিনা প্ররোচনায় অত্র ফসল বন্ধকনামা লিখিয়া দিলাম। ইতি সন... ... ...

দ্রষ্টব্য: ষ্ট্যাম্প সিডিউলের ৪১-আর্টিকেল অনুসারে ফসল বন্ধকনামায় ষ্ট্যাম্প কুসুম দিতে হয়; রেজিস্ট্রেসন ফিস্ আর্টিকেল-[এ] অনুসারে প্রদেয়। ১৮ মাসের অতিরিক্ত মেয়াদে ফসল বন্ধকনামা কার্যকরী নহে।

অস্থাবর সম্পত্তির বন্ধকনামা—৮

কস্য অস্থাবর সম্পত্তির বন্ধকনামাপত্রমিদং কার্যঞ্চাগে। আমার টাকার বিশেষ প্রয়োজন, কিন্তু আমার এমন কোন স্থাবর সম্পত্তি নাই যাহা বন্ধক রাখিয়া বর্তমানে টাকার চাহিদা মেটাই; আমার বর্তমান পরিস্থিতির বিষয় আপনাকে জানাইলে আপনি অনুগ্রহপূর্বক নিম্নতফসিলে বর্ণিত অস্থাবর সম্পত্তি বন্ধক রাখিয়া আমাকে... ...শত টাকা কর্জ দিতে রাজি হন; সেই হেতু অদ্য তারিখে নিম্নতফসিল বর্ণিত অস্থাবর সম্পত্তি আপনার নিকট বন্ধক রাখিয়া বার্ষিক শতকরা... ...টাকা সুদে... ...টাকা কর্জ লইলাম। উক্ত টাকা পরিশোধের ওযাদা সন... ... ...সালের মাস... ... ...পর্যন্ত রহিল। যদি মেয়াদ মধ্যে সমস্ত টাকা পরিশোধ করিতে না পারি তাহা হইলে যখন যে টাকা দিব তাহা বন্ধকনামার পৃষ্ঠে ওযাশীল লিখিয়া দিব। খতের পৃষ্ঠের ওয়াশীল ব্যতীত অন্য কোনপ্রকারের ওয়াশীলের আপত্তি করিতে পারিব না। যতদিন আপনার টাকা পরিশোধ করিতে না পারি ততদিন তফসিল বর্ণিত অস্থাবর সম্পত্তি কাহারো নিকট কোনপ্রকারে হস্তান্তর বা দায়াবদ্ধ করিতে পারিব না, করিলেও তাহা আইনতঃ দণ্ডনীয় হইবে। যদি মেয়াদ মধ্যে আপনার টাকা মায় সুদ পরিশোধ করিতে না পারি তাহা হইলে আপনি ইচ্ছা করিলে আমার নামে আদালতে নালিশ করিয়া উক্ত বন্ধকী সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া আপনার প্রাপ্য সমস্ত টাকা মায় সুদ আদায় করিয়া লইতে পারিবেন এবং উহাতে কর্জকৃত টাকা সম্পূর্ণরূপে পরিশোধিত না হইলে আমার অন্যান্য সম্পত্তি হইতে আদায় করিয়া লইবেন। এতদর্থে অত্র বন্ধকনামার সমস্ত টাকা বুঝিয়া পাইয়া এই বন্ধকনামা লিখিয়া দিলাম। ইতি... ... ...

অস্থাবর সম্পত্তির দায়

*   *   *

দ্রষ্টব্য ঃ সম্পত্তি হস্তান্তর আইনে স্থাবর সম্পত্তির বন্ধক সম্পর্কে লিখিত হইয়াছে; পরিচিতি পর্যায়ে দেখুন; অস্থাবর সম্পত্তির বন্ধকনামাও লিখিত হইতে পারে; রেজিস্ট্রী করা পক্ষের ইচ্ছাধীন।

পুনঃদায়সংযুক্তিপত্র

(ফারদার চার্জ)

পরিচিতি ঃ বন্ধকী সম্পত্তি পুনর্বার বন্ধক দেওয়াকে ফারদার চার্জ বলে। প্রথম বন্ধকদাতা বা অন্যকেও পুনর্বার বন্ধক দেওয়া যাইতে পারে। রেজিস্ট্রেসন সিডিউলের আর্টিকেল-৩২ অনুসারে ষ্ট্যাম্প মাশুল দিতে হয়, ষ্ট্যাম্প ফিস্ আর্টিকেল-[এ] অনুসারে প্রদেয়।

পুনঃদায়সংযুক্তিপত্র

কস্য বন্ধকী সম্পত্তির পুনর্বার দায়সংযুক্তিকরণপত্রমিদং কার্যঞ্চাগে। আমি গত সন... ...সালের... .. ...মাসের... ...তারিখে... ...রেজিস্ট্রেসন অফিসের ... ...নং বন্ধকনামা দ্বারা জেলা... ...থানা... ...এর অন্তর্গত... ...গ্রামের ... ...শতক জমি আপনার নিকট বন্ধক রাখিয়া··· ···টাকা কর্জ লইয়াছিলাম। পুনরায় আমার টাকার বিশেষ প্রয়োজন হওয়ায় সেই সম্পত্তি—যাহার তফসিল চৌহদ্দি নিম্নে প্রদত্ত হইল—তাহাই পুনরায় অদ্য আপনার নিকট বন্ধক রাখিয়া··· ···টাকা কর্জ লইলাম। বার্ষিক শতকরা··· ··টাকা হারে আদায়কাল পর্যন্ত সুদ দিব। বন্ধকী সম্পত্তি হইতে যদ্যপি আপনার পাওনা সমস্ত টাকা আদায় না হয় তাহা হইলে আমার অন্যান্য স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় দ্বারা আপনার টাকা সুদসহ সমস্ত আদায় করিয়া লইতে পারিবেন। তাহাতে আমার বা আমার ওয়ারিশান কাহারো কোন ওজর-আপত্তি চলিবে না, কোনপ্রকার আপত্তি করিলেও তাহা সর্বত্র সর্বতোভাবে বাতিল ও অগ্রাহ্য হইবে। এতদর্থে সুস্থ শরীরে সরল মনে অত্র ফারদার চার্জপত্র সম্পাদন করিয়া দিলাম। ইতি সন··· ···তারিখ··· ···।

তফসিল

*   *   *

পুনঃসমর্পণপত্র
(রিকন্‌ভেয়ান্স)

পরিচিতি ঃ বন্ধকনামার পরিচিতি পর্যায়ে আমরা দেখিয়াছি যে কয়েক-প্রকারের বন্ধকনামায় বন্ধকী সম্পত্তিতে দখল বন্ধকগ্রহীতার অনুকূলে ত্যাগ করা হয়, কিন্তু ইহাও লিখিত থাকে যে অমুক সালের অমুক মাসে সমস্ত প্রাপ্য টাকা পরিশোধ করিতে পারিলে বন্ধকী সম্পত্তি বন্ধকদাতার অনুকূলে পুনঃসমর্পিত হইবে ; যথা ইংলিশ মরগীজ।

আবার যে সকল বন্ধকনামামূলে বন্ধকী সম্পত্তিতে বন্ধকগ্রহীতাকে দখল দেওয়া হয় না, সে সকল বন্ধকনামার ক্ষেত্রে শর্তানুযায়ী কর্জের টাকা সুদসহ বন্ধকদাতা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পরিশোধ করিলে বন্ধকগ্রহীতা বন্ধকদাতার অনুকূলে না-দাবি-পত্র সম্পাদন করিয়া দিয়া থাকেন। ইহা না-দাবির মত লিখিত হইলে রেজিস্ট্রেসন ফিস্ আর্টিকেল-[ই] অনুসারে দিতে হয়। না-দাবি পর্যায়ে পুনরায় এ সম্পর্কে আলোচিত হইয়াছে।

যাহা হউক এখন বন্ধকী সম্পত্তির পুনঃসমর্পণপত্র সম্পর্কে আলোচনা করা হইবে। তাহা হইলে আমরা বলিতে পারি যে, যে সকল বন্ধকনামায় সম্পত্তির দখল দেওয়া হয় তাহার টাকা পরিশোধকালে রিকন্‌ভেয়ান্স লিখাইয়া লইতে হয়।

ষ্ট্যাম্প সিডিউলের আর্টিকেল-৫৪ অনুসারে ষ্ট্যাম্প রুসুম দিতে হয় ; রেজিস্ট্রেসন ফিস্-[ই]—৬ টাকা।

পুনঃসমর্পণপত্র

কস্য রিকন্‌ভেয়ান্সপত্রমিদং কার্যঞ্চাগে। আপনি··· ···সালের··· ···তারিখে নিম্নতফসিল চৌহদ্দিস্থিত সম্পত্তি··· ··· ···রেজিস্ট্রেসন অফিসের··· ···নং বন্ধক-নামামূলে আমার নিকট আবদ্ধ রাখিয়া বার্ষিক শতকরা··· ···সুদে··· ···টাকা ঋণ করিয়াছিলেন। অদ্য সেই টাকা মায় সুদ সমস্ত বুঝিয়া পাইয়া লিখিয়া দিতেছি যে বন্ধকী সম্পত্তিতে আর আমার কোনপ্রকার দাবিদাওয়া নাই ; আপনার অনুকূলে নিম্নতফসিলে বর্ণিত সম্পত্তির সম্পূর্ণ দখল ও স্বত্বাধিকার ছাড়িয়া দিলাম। আপনি পূর্বের ন্যায় তাহাতে দান, বিক্রয় প্রভৃতি সর্বপ্রকার হস্তান্তরকরণের মালিক হইয়া যদৃচ্ছাক্রমে ও পুত্র-পৌত্রাদি ও ওয়ারিশানক্রমে ভোগদখল করিতে থাকুন। আমার নিকট সম্পত্তি বন্ধক দিবার সময় যে সমস্ত দলিলাদি দিয়াছিলেন তাহা ফেরত দিলাম। এতদর্থে সুস্থ শরীরে সরল মনে অন্যের বিনা প্ররোচনায় অত্র পুনঃসমর্পণ-পত্র সম্পাদন করিয়া দিলাম। ইতি সন··· ··· ···তারিখ··· ···।

তফসিল

* * *

না-দাবি বা মুক্তিপত্র

পরিচিতি ঃ কোন সম্পত্তিতে বা ব্যক্তির উপর যখন কোনপ্রকার দাবিদাওয়া থাকে না, সেরূপ ক্ষেত্রে দলিলের আকারে উক্ত দাবিদাওয়া না থাকার কথা লিখিতে হইলে তাহা না-দাবি দলিলরূপে লিখিতে হইবে। দুই প্রকার বিষয় সম্পর্কে সাধারণতঃ না-দাবি লিখিত হয়। প্রথমতঃ, আমরা জানি যে কয়েক প্রকার বন্ধক-নামার দাবি ত্যাগ করা হয় না-দাবিপত্রমূলে ; রিকন্‌ভেয়ান্সের পরিচিতি পর্যায়ে এ সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছি। এইরূপ না-দাবিপত্রে রেজিস্ট্রেসন ফিস্ আর্টিকেল-[ই] অনুসারে দিতে হয়।

দ্বিতীয়তঃ, অন্যান্য প্রকার না-দাবিপত্র ঃ এই প্রকার না-দাবিপত্রমূলে কোন সম্পত্তিতে বা কোন ব্যক্তির উপর যে কোনপ্রকার দাবিদাওয়া নাই তাহা লিখিত থাকে ; এরূপ ক্ষেত্রে রেজিস্ট্রেসন ফিস্ আর্টিকেল-[এ] অনুসারে দিতে হয়।

সকল প্রকার না-দাবিতেই ষ্ট্যাম্প সিডিউলের আর্টিকেল-৫৫ অনুসারে ষ্ট্যাম্প কুসুম দিতে হয়।

না-দাবি—১

কস্য মুক্তিপত্রমিদং কার্যঞ্চাগে। আপনি গত··· ···সালের··· ···তারিখে··· ··· ···রেজিস্ট্রেসন অফিসের······নং বন্ধকনামামূলে আপনার রাসবিহারী রোডস্থিত দ্বিতল বাটী আমার নিকট··· ··· ···হাজার টাকায় বন্ধক রাখিয়াছিলেন। অদ্য তারিখে আপনি সুদসহ আমার মোট প্রাপ্য··· ··· ···টাকা পরিশোধ করায় আমি এই মুক্তিপত্র লিখিয়া দিয়া অঙ্গীকার করিতেছি যে নিম্নতফসিলে বর্ণিত সম্পত্তিতে আমার বা আমার ওয়ারিশান প্রভৃতি কাহারো কোন দাবিদাওয়া নাই বা রহিল না। আপনি পূর্ববৎ উক্ত সম্পত্তিতে নির্ব্যূঢ়স্বত্বে মালিক হইলেন। আমার উক্ত সম্পত্তিতে বন্ধকীসূত্রে যে অধিকার বা দায় সৃষ্ট হইয়াছিল তাহা সম্পূর্ণরূপে রহিত হইল। ইতি··· ··· ···

তফসিল

* * *

দ্রষ্টব্য ঃ উক্ত না-দাবিপত্রখানির জন্য রেজিস্ট্রেসন ফিস্-[ই]—৬ টাকা দিতে হইবে, কিন্তু নিম্নলিখিতগুলির জন্য আর্টিকেল-[এ] অনুসারে রেজিস্ট্রেসন ফিস্ দিতে হইবে।

না-দাবি—২

নিম্নতফসিল বর্ণিত আনুমানিক পাঁচ শত টাকা মূল্যের··· ··· ···শতক সম্পত্তি যাহা ভুলক্রমে আমার নামে রেকর্ড করা হইয়াছে তাহাতে আমার কোন স্বত্ব-স্বামিত্ব কোন কালে ছিল না বা নাই। এতদর্থে অত্র না-দাবি সম্পাদন করিয়া দিলাম। ইতি... ...

তফসিল

* * *

না-দাবি—৩

আপনি নিম্নতফসিল বর্ণিত সম্পত্তি আমার নামে বেনাম খরিদ করিয়া রাখিয়াছিলেন, এক্ষণে আপনি উক্ত সম্পত্তি আপনার অনুকূলে সম্পাদন করিয়া দিতে বলায় আমি সুস্থ শরীরে অন্যের বিনা প্ররোচনায় অত্র না-দাবিপত্র আপনার অনুকূলে সম্পাদন করিয়া দিয়া স্বীকার ও অঙ্গীকার করিতেছি যে উক্ত সম্পত্তি আমি কখনো ভোগদখল করি নাই এবং উক্ত সম্পত্তিতে আমার কোন স্বত্ব-স্বামিত্ব ছিল না বা নাই। এতদর্থে অত্র না-দাবিপত্র সম্পাদন করিয়া দিলাম। সম্পত্তির আনুমানিক মূল্য··· ···টাকা। ইতি··· ···

তফসিল

* * *

না-দাবি—৪

কস্য না-দাবিপত্রমিদং কার্যঞ্চাগে। আমি আপনার একমাত্র কন্যা হইতেছি। মহম্মদীয় সারা অনুসারে আপনার অবর্তমানে আমি আপনার সম্পত্তির কিয়দংশের উত্তরাধিকারী হইব। কিন্তু আপনার বাসনা এই যে আমি যেন উক্ত সম্পত্তিতে ভবিষ্যতে কোনপ্রকার দাবি না করি ; আপনার ইচ্ছা উক্ত সম্পত্তি আমার ভ্রাতাত্রয় লাভ করুক ; কারণ তাহাতে ভ্রাতাত্রয়ের খুবই সুবিধা হইবে। আপনার মনোবাসনা আমার নিকট প্রকাশ করায় আমি তাহা পূরণ করিতে সম্মত হই ; এতদুদ্দেশ্যে আপনি আমার··· ···টাকা প্রদান করায় আমি এতদ্বারা অঙ্গীকারাবদ্ধ হইয়া প্রকাশ করিতেছি যে আপনার অবর্তমানে আপনার ত্যক্ত সম্পত্তিতে আমার কোনপ্রকার অধিকার বা দাবি সৃষ্ট হইবে না। যাহা কিছু দাবি বা অধিকার সৃষ্টি হইবার সম্ভাবনা

ছিল সেই সকল ভাবী স্বত্ব আমি স্বেচ্ছায় আপনার অনুকূলে পরিত্যাগ করিলাম। ভবিষ্যতে আমি বা আমার উত্তরাধিকারী বা স্থলাভিষিক্ত কেহ কখন উহাতে কোন-প্রকার দাবিদাওয়া করিতে পারিবেন না; দাবিদাওয়া করিলেও তাহা আদালতে সর্বতোভাবে অগ্রাহ্য ও বাতিল হইবে। এতদর্থে সুস্থ শরীরে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া এই না-দাবিপত্র লিখিয়া দিলাম। ইতি

দ্রষ্টব্য ঃ উক্ত না-দাবিপত্রখানি ৪নং রেজিস্টারে নকল করিতে হইবে।

না-দাবি—৫

আমার পিতা উইলমূলে আমাকে ৫০০০ টাকা মূল্যের সোনার গহনা ইত্যাদি দান করিয়া ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। কিন্তু উক্ত গহনাদি এযাবৎ কাল তুমি আমার ভ্রাতা তোমার দখলেই আছে। আমি উহা আদৌ ভোগদখল করি নাই এবং পাই নাই। উক্ত সম্পত্তি তুমি পূর্ববৎ ভোগদখল করিবার বাসনা প্রকাশ করায় এবং আমারও তাহাতে কোন আপত্তি না থাকায় অদ্য তারিখে তোমার নিকট হইতে ১৫০০ টাকা গ্রহণ করিয়া উক্ত অস্থাবর সম্পত্তিতে আমার যে অধিকার জন্মিয়াছিল তাহা রহিত হইল। এতদর্থে এই না-দাবিপত্র লিখিয়া দিয়া অঙ্গীকার করিতেছি যে উক্ত সম্পত্তিসমূহে আমার বা আমার ওয়ারিশ বা আমার স্থলাভিষিক্ত প্রভৃতি কাহারো কোন দাবিদাওয়া রহিল না। তুমি সে সমস্তের মালিক হইয়া ভোগদখল করিতে থাক। ইতি......

দ্রষ্টব্য ঃ ৪নং রেজিস্টার বহিতে উক্ত না-দাবিপত্রখানি নকল করিতে হইবে। ১৫০০ টাকার উপর ষ্ট্যাম্প শুল্ক ও রেজিস্ট্রেসন-[এ] ফিস্ দিতে হইবে, ৫০০০ টাকার উপর নহে। কারণ দাতা ১৫০০ টাকা পাইয়া সম্পত্তির উপর অধিকার ত্যাগ করিতেছে।

বণ্টননামা

পরিচিতি ঃ অবিভক্ত সম্পত্তির একাধিক স্বত্ব-দখলিকার মালিকগণ যখন উক্ত সম্পত্তি পরস্পরের সুবিধার্থে বিভাগ করিয়া লহেন তখন উহা বণ্টননামার আকারে লিখিত হয়। যৌথভাবে দখলিকৃত সম্পত্তির মালিকগণের যে কোন একজন মালিক ইচ্ছা করিলে সম্পত্তি বণ্টন করিয়া লইতে পারেন যদিও অপর মালিকগণ ইচ্ছা করেন যে সম্পত্তি যৌথভাবে ভোগদখল করা হউক; এরূপ ক্ষেত্রে সম্পত্তি দুইটি ভাগে পৃথক করা হয়; যিনি বণ্টন চাহেন তাঁহার অংশ যৌথ সম্পত্তি হইতে পৃথকীকৃত হইল এইরূপ

দেখান হয়। ধরুন রাম, শ্যাম, যদু ও মধু কোন সম্পত্তি যৌথভাবে ভোগদখল করে; রাম চাহে যে সম্পত্তি পৃথক করা হউক; কিন্তু শ্যাম, যদু ও মধু যৌথভাবে থাকিতে চাহে; এরূপ ক্ষেত্রে সম্পত্তিতে রামের অংশ পৃথক করিয়া দেখান হয়। বাকি অংশ অবিভক্ত অবস্থায় অপর তিনজনের নামে দেখান হয়।

মৌখিক বা লিখিত চুক্তি অনুসারে অথবা আদালত বা অ্যাওয়ার্ডের মাধ্যমে পার্টিশান কার্য নিষ্পন্ন হইতে পারে।

যৌথ সম্পত্তিতে পক্ষগণের টাইটেলের স্বরূপ সম্পর্কে রিসাইটাল থাকা উচিত; আর থাকা উচিত পক্ষগণের শেয়ার সম্পর্কে এবং উক্ত পার্টিশান করিবার ইচ্ছা বা চুক্তি সম্পর্কে। কি প্রকারে অবিভক্ত সম্পত্তি শেয়ার অনুসারে বিভক্ত করা হইল সে সম্পর্কে রিসাইটাল থাকিতে পারে। উক্ত বিষয়গুলি সম্পর্কে রিসাইটাল বিবেচনা করিয়া লিখিতে হইবে। ইহার পরে যে ভাবে বিভাগ করা হইল সেই সম্পর্কে লিখিত হইবে।

পার্টিশানের সমতা রাখিবার জন্য অনেক সময় এক পক্ষকে কমপেন্‌সেসানস্বরূপে অপর পক্ষকে টাকা দিতে হইতে পারে। এই টাকা প্রদান করা হইয়া থাকিলে বা ভবিষ্যতে প্রদান করিবার চুক্তি থাকিলে সে সম্পর্কে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় লিখিতে হইবে। পার্টিশানের সময়ও প্রদান করা যাইতে পারে; এক পক্ষকে অপর পক্ষ দ্বারা এই কমপেন্‌সেসানের টাকা প্রদানের জন্য ভিন্নভাবে কোনরূপ ষ্ট্যাম্প মাশুল দিতে হয় না। ধরুন, দুই অংশে সম্পত্তি বণ্টিত হইল; এক অংশের মূল্য ২০০০ টাকা, অপর অংশের মূল্য ১৫০০ টাকা, যিনি প্রথম অংশ লইলেন তিনি দ্বিতীয় পক্ষকে কমপেন্‌সেসান স্বরূপে ৫০০ টাকা দিলেন; দলিলেও তাহা লিখিত হইল; ২০০০ টাকার উপর পার্টিশানের ষ্ট্যাম্প দিতে হইবে। প্রতি অংশের মূল্য ভিন্নভাবে দেখাইতে হইবে।

সকল পক্ষই দলিলের সম্পাদনকারী হইবেন; নাবালকের পক্ষে গার্জেন পক্ষ হইতে পারেন। সাধারণতঃ এই বিষয়ে গার্জেনের কৃতকর্ম নাবালক ভবিষ্যতে মানিয়া লইবেন, অবশ্য যদি উক্ত পার্টিশান নাবালকের সুবিধার্থে ন্যায্য এবং পক্ষপাতশূন্য হয়; যদি তাহা না হয় তবে নাবালক সাবালক হইয়া তাহার অধিকার লইয়া মামলা করিতে পারে।

যে পক্ষ সম্পত্তির অংশ পাইবেন সেই অংশ সংক্রান্ত টাইটেল দলিল তিনি আপন হেফাজতে রাখিবেন; যদি প্রত্যেক পক্ষের জন্য ভিন্ন ভিন্ন টাইটেল দলিল না থাকে তবে সর্বসম্মতিক্রমে একজনের নিকট উক্ত দলিল রাখা চলিবে; যে পক্ষের নিকট টাইটেল দলিল থাকিবে তিনি উহা অন্য পক্ষকে দেখাইতে এবং কপি লইতে দিতে বাধ্য থাকিবেন; উক্ত বিষয়গুলি ভালভাবে পার্টিশানে লিখিত থাকা উচিত।

বণ্টননামার অনুলিপি রেজিস্ট্রী হইতে পারে; অনুলিপির জন্য সর্বক্ষেত্রে ৫ টাকা ষ্ট্যাম্প দিতে হয় আর্টিকেল-২৫ অনুসারে। এরূপক্ষেত্রে ৭৫ পয়সার কোর্ট-ফি ষ্ট্যাম্প-যোগে ডিনোটেশনের জন্য দরখাস্ত দিতে হয়।

পার্টিশানে ষ্ট্যাম্প মাশুল দিতে হয় ষ্ট্যাম্প সিডিউলের আর্টিকেল-৪৫ অনুসারে। যৌথ সম্পত্তি যতগুলি অংশে বিভাগ করা হয়, সেই ভাগগুলির মধ্য হইতে বৃহত্তম ভাগের মূল্য মোট বণ্টিত সম্পত্তির মূল্য হইতে বিয়োগ করিয়া যে মূল্য অবশিষ্ট থাকে তাহার উপর ৪৫-আর্টিকেলের নির্দেশ অনুসারে ষ্ট্যাম্প দিতে হয়। ধরুন কোন সম্পত্তি বণ্টননামামূলে তিন অংশে বিভক্ত হইবে; প্রথম পক্ষ যে সম্পত্তি পাইবে তাহার মূল্য ধরা হইল ৪০০০ টাকা, দ্বিতীয় পক্ষ যাহা পাইবে তাহার মূল্য হইল ৩০০০ টাকা আর তৃতীয় পক্ষ যাহা পাইবে তাহার মূল্য ২০০০ টাকা। মোট বণ্টিত সম্পত্তির মূল্য হইতেছে ৪০০০ টাকা + ৩০০০ টাকা + ২০০০ টাকা = ৯০০০ টাকা; এই মোট মূল্য হইতে বৃহত্তম অংশ ৪০০০ টাকা বিয়োগ করিয়া যাহা থাকিবে তাহার উপর ষ্ট্যাম্প দিতে হইবে; সুতরাং ৯০০০ টাকা – ৪০০০ টাকা = ৫০০০ টাকার উপর ষ্ট্যাম্প কুসুম এবং রেজিস্ট্রেসন ফিস্ আর্টিকেল-[এ] অনুসারে দিতে হইবে। আবার কোন সম্পত্তি দুইজনের মধ্যে পার্টিশান হইলে বৃহত্তম অংশটি বা দুইটি অংশের মূল্য সমান হইলে যে কোন একটি অংশ বাদ দিয়া অবশিষ্ট মূল্যের উপর ষ্ট্যাম্প কুসুম ও রেজিস্ট্রেসন ফিস্ দিতে হইবে।

যৌথ সম্পত্তির পার্টিশান সম্পত্তি হস্তান্তর আইনের ১১৮-ধারার আওতায় আসে না; সুতরাং পার্টিশান কার্য মৌখিকও হইতে পারে, কিন্তু দলিলের আকারে লিখিলে এবং বণ্টিত স্থাবর সম্পত্তির মূল্য ১০০ টাকার অধিক হইলে রেজিস্ট্রেসন বাধ্যতামূলক।

পার্টিশান সংক্রান্ত একরারনামায় পার্টিশানের ষ্ট্যাম্প দিতে হইবে কি একরারে ষ্ট্যাম্প দিতে হইবে এ সম্পর্কে মতভেদ আছে। একরারনামার পরিচিতি পর্যায়ে আমরা লিখিয়াছি যে সাধারণতঃ পার্টিশানের একরারনামায় পার্টিশানের ন্যায় আর্টিকেল-৪৫ অনুসারে ষ্ট্যাম্প মাশুল দিতে হইবে। কিন্তু ভবিষ্যতে পার্টিশান দলিল করিবার চুক্তিতে বর্তমানে যে পার্টিশান লিস্ট সংক্রান্ত চুক্তিপত্র রচিত হয় তাহাতে একরারনামার ষ্ট্যাম্প দিলেও চলে; ইহা মাদ্রাজ হাইকোর্টের রায়। এম, এন, বাসুর ষ্ট্যাম্প আইনের আর্টিকেল-৫ সংক্রান্ত আলোচনা দেখুন (পৃঃ ২৭৯)। কিন্তু ভবিষ্যতে বণ্টন করিবার চুক্তিতে বর্তমানের চুক্তিপত্রে যে পার্টিশানের ষ্ট্যাম্প দিতে হইবে সে সম্পর্কে একাধিক বিচারের রায়ে বলা হইয়াছে (যেমন, রাজঙ্গম আয়ার বনাম রাজঙ্গম আয়ার; তেজ প্রতাপ সিং বনাম চম্পকলি কাউর ইত্যাদি)। এই প্রসঙ্গে বিস্তৃত

বিবরণের জন্য ডোনোর ষ্ট্যাম্প আইন পুস্তকে ২ (১৫)-ধারা সংক্রান্ত আলোচনা পাঠ করিতে পারেন।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে ভারতীয় ষ্ট্যাম্প আইনে [২ (১৫)]-ধারাতে পার্টিশানের যে সংজ্ঞা আছে তাহাতে পার্টিশান অর্থে অন্যান্যর মধ্যে 'পার্টিশানের চুক্তি'ও ধরা হইয়াছে। সুতরাং আইনের জটিলতা এড়াইবার জন্য পার্টিশানের চুক্তিপত্রে পার্টিশানের ষ্ট্যাম্প প্রদান বিধেয়। দ্বিতীয়বার যখন দলিল করা হইবে তখন নির্ধারিত ষ্ট্যাম্প মাশুল হইতে প্রথমে প্রদত্ত ষ্ট্যাম্প মাশুল বাদ দিতে হইবে। এ সম্পর্কে আর্টিকেল-৪৫ দেখুন।

ভূমি সংস্কার আইনের (১৯৫৫) ১৪ নং ধারাতে নির্দেশ প্রদান করা হইয়াছে যে, নিবন্ধীকরণের সময় বণ্টননামার সহিত নির্ধারিত কর্তৃপক্ষকে নোটিশ দিতে হইবে।

বণ্টননামা

প্রথম পক্ষ শ্রী... ... ...ইত্যাদি; দ্বিতীয় পক্ষ শ্রী... ... ...ইত্যাদি; তৃতীয় পক্ষ শ্রী... ... ...ইত্যাদি।

কস্য বণ্টননামাপত্রমিদং কার্যঞ্চাগে। আমরা তিন সহোদরে আমাদিগের পৈতৃক ও স্বোপার্জিত যে সকল সম্পত্তি আমরা অদ্যাবধি যৌথভাবে ভোগদখল করিয়া আসিতেছি, এক্ষণে আমাদের স্ব স্ব সংসার বৃহত্তর হইতে থাকায় পরস্পরের সুবিধা ও আবশ্যকবশতঃ বিভাগ বণ্টন করিয়া নিজ নিজ অংশানুযায়ী সম্পত্তি লইবার জন্য আমরা এই বণ্টননামা লিখিয়া দিয়া স্বীকার ও অঙ্গীকার করিতেছি যে নিম্নের 'ক', 'খ' এবং 'গ' তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি যথাক্রমে প্রথম পক্ষ, দ্বিতীয় পক্ষ এবং তৃতীয় পক্ষের অংশরূপে নির্দিষ্ট হইল; 'ক' তফসিলস্থ সম্পত্তির আনুমানিক মূল্য... ...টাকা, 'খ' তফসিলস্থ সম্পত্তির আনুমানিক মূল্য... ...টাকা এবং 'গ' তফসিলস্থ সম্পত্তির আনুমানিক মূল্য...........টাকা। আমাদের নির্দিষ্ট তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি আমরা পুরাপুরি রকম ভোগদখল করিতে থাকিব, তাহাতে অপর পক্ষ বা পক্ষগণের কাহারো কোন প্রকার দাবিদাওয়া বা ওজর-আপত্তি চলিবে না এবং করিলেও আইনতঃ বাতিল ও অগ্রাহ্য হইবে। এই সকল সম্পত্তির মালেকান খাজনা আমরা আমাদের নিজ নিজ অংশ অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গ সরকারে আদায় দিব। এই বণ্টননামায় লিখিত সম্পত্তি ইতিপূর্বে কোন স্থানে কোন প্রকারে হস্তান্তরিত বা দায়াবদ্ধ নাই বা কোন দেনার দায়ে ক্রোকাবদ্ধ নাই। সম্পূর্ণ নির্দায় ও নির্দোষ অবস্থায় আমরা বিভাগ-বণ্টন করিয়া লইলাম। পক্ষগণের মধ্যে যদি কাহারো ব্যক্তিগত ঋণের জন্য মহাজন নালিশ করেন

তাহা হইলে যে পক্ষের দেনা হইবে সেই পক্ষের সম্পত্তি হইতে টাকা আদায় হইবে, অপর পক্ষ বা পক্ষগণ তাহার জন্য দায়ী হইবেন না।

আমাদিগের এজমালি সম্পত্তি সংক্রান্ত কাগজপত্র, ফাইনাল পর্চা, খাজনার দাখিলা এবং অন্যান্য টাইটেল দলিলপত্রাদি যাহা ছিল তাহা প্রথম পক্ষের নিকট থাকিল (প্রয়োজনে উক্ত কাগজপত্রাদির একটি তালিকা এখানে দিতে পারেন)। দ্বিতীয় ও তৃতীয় পক্ষের আবশ্যকমতে ঐ সকল কাগজপত্র প্রথম পক্ষ দ্বিতীয় ও তৃতীয় পক্ষকে দেখাইতে বা যথাস্থানে দাখিল করিতে বাধ্য থাকিবেন।

অত্র পার্টিশানের মূল কপিটি প্রথম পক্ষের নিকট থাকিবে; ডুপ্লিকেট এবং ট্রিপ্লিকেট যথাক্রমে দ্বিতীয় ও তৃতীয় পক্ষের নিকট থাকিবে; দ্বিতীয় ও তৃতীয় পক্ষের প্রয়োজনে প্রথম পক্ষ মূল পার্টিশান দলিলখানি দ্বিতীয় ও তৃতীয় পক্ষকে দেখাইবেন।

এতদর্থে আমরা সকলে স্বেচ্ছায় সুস্থ চিত্তে নিজ নিজ হিতার্থে ও সুবিধা বিবেচনায় এই পার্টিশান দলিল সম্পাদন করিয়া দিলাম। ইতি

'ক' তফসিল: এই তফসিলে বর্ণিত সম্পত্তি প্রথম পক্ষ শ্রী...........এর জন্য নির্দিষ্ট হইয়াছে; সম্পত্তির মূল্য......টাকা।

* * *

'খ' তফসিল: এই তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি দ্বিতীয় পক্ষ শ্রী... ... ...এর জন্য নির্দিষ্ট হইয়াছে; সম্পত্তির মূল্য......টাকা।

* * *

'গ' তফসিল: এই তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি তৃতীয় পক্ষ শ্রী... ... ...এর জন্য নির্দিষ্ট হইয়াছে; সম্পত্তির মূল্য......টাকা।

অংশনামা

পরিচিতি: ভারতীয় পার্টনারশিপ আইনের ৪-ধারায় বলা হইয়াছে যে একাধিক ব্যক্তি কোন কারবার বা ব্যবসায়ে যৌথভাবে সমষ্টির উদ্দেশ্যে নিযুক্ত হইলে অংশীদারগণ কে কিরূপ লভ্যাংশ পাইবে মুখ্যতঃ সেই বিষয় সংক্রান্ত যে দলিল লিখিত হয় তাহাকে অংশনামা বলা যাইতে পারে। সুতরাং কোন কারবারের লাভ অংশীদারগণের মধ্যে শেয়ার করিবার চুক্তি পার্টনারশিপের একটি অবশ্য প্রয়োজনীয় অঙ্গ; সেজন্য উক্ত আইনের ৫-ধারায় লিখিত হইয়াছে পার্টনারশিপের সম্পর্ক 'কনট্রাক্ট্ বা চুক্তি' অনুসারে—'ষ্ট্যাটাস' অনুসারে নহে। সুতরাং কোন সম্পত্তির

যৌথ মালিকগণ সম্পত্তির লাভ নিজেদের মধ্যে ভাগ করিয়া লইলে তাহা পার্টনারশিপরূপে বিবেচিত হইবে না। যদিও পার্টনারশিপ মৌখিক চুক্তি দ্বারা সম্ভব তথাপি ভাবী বিবাদ এড়াইবার জন্য লিখিতভাবে হওয়া নিরাপদ। ইহা চুক্তিপত্রের আকারে লিখিত হইবে; সকল অংশীদার দলিল সম্পাদন করিবেন; যে সকল শর্তে কারবারের কাজ পরিচালিত হইবে তাহা লিখিতে হইবে; কারবারের প্রকৃতি, মূলধন লাভ-ক্ষতিতে অংশীদারদিগের শেয়ার ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে দলিলে লিখিত থাকিবে। কোন কারবারের অংশীদার ২০ জনের অধিক হইলে এবং সুদি কারবারের (ব্যাংকিং বিজনেস) অংশীদার ১০ জনের অধিক হইলে ভারতীয় কোম্পানী আইনের ৪০-ধারা অনুসারে রেজিস্ট্রী হওয়া অবশ্য কর্তব্য।

পার্টনারশিপ চালু থাকাকালে নূতন অংশীদার গ্রহণ করা যাইতে পারে এবং কোন অংশীদার কারবার ত্যাগ করিতে পারে। কি শর্তে অংশীদার গ্রহণ করা যাইবে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় দলিলে তাহা লিখিত থাকিবে। নাবালক পার্টনার হইতে পারে না তবে নাবালক পার্টনারশিপের সুবিধা ভোগ করিতে পারে। সাবালক হইয়া তিনি নোটিশ দিবেন—তিনি পার্টনার হইতে চাহেন কি না চাহেন; সাবালকত্ব প্রাপ্ত হইবার ছয় মাসের মধ্যে অথবা যে দিন তিনি প্রথম জানিবেন যে উক্ত পার্টনারশিপের তিনি একজন সুবিধাভোগী সেইদিন হইতে ছয় মাসের মধ্যে (যে দিনটি পরে হইবে) নোটিশ দিতে হইবে। কোন ফার্ম অংশীদার হইতে পারে না। কারবারের মেয়াদ পূর্ব হইতে নির্ধারণ করিবার কোন প্রয়োজন নাই; দলিলে পরিষ্কার করিয়া লিখিতে হইবে কারবার বর্তমানে চালু আছে কি নূতন কোন কারবার আরম্ভ করা হইবে। কারণ কোন কারবার বাস্তবে রূপায়িত হইবার পূর্বে সেই কারবার সংক্রান্ত কোন পার্টনারশিপ থাকিতে পারে না এবং কোন কারবারের উদ্যোগীদিগের মধ্যে সম্পর্ক নিরূপিত হয় চুক্তির সাধারণ নিয়মানুসারে—পার্টনারশিপের বিধানানুসারে নহে।

কারবার সম্পর্কে বিবরণ থাকিবে; ইহা যেন নীতি বিগর্হিত (ইম্‌মরাল) বে-আইনী অথবা সরকারী নীতির (পাবলিক পালসি) প্রতিকূল না হয়।

যে নামে অংশীদারী কারবার চলে তাহাকে 'ফারম্ নেম' বলে।

কোন্ পার্টনারশিপে কি কি টার্ম থাকিবে তাহা কারবার বিশেষে ভিন্ন হইবে। তবে সাধারণতঃ নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্পর্কে লিখিত থাকে—(১) কারবারের প্রকৃতি, মেয়াদ এবং ফার্মের নাম; (২) অংশীদারের শেয়ার; (৩) মূলধন সম্পর্কে ব্যবস্থা এবং মূলধনের সুদ; (৪) ফার্মের ব্যাংক অ্যাকাউণ্ট; (৫) চেক-সহি করিবার এবং অ্যাকাউণ্ট হইতে টাকা তুলিবার ক্ষমতা; (৬) অ্যাকাউণ্ট রাখিবার পদ্ধতি এবং বাৎসরিক অ্যাকাউণ্ট বা ব্যালান্স শীট প্রণয়ন করিবার প্রণালী; (৭) কারবারের

কাজকর্ম পরিচালন ; (৮) অংশীদারদিগের পরস্পরের প্রতি কর্তব্য ; (৯) ব্যয় ও লাভ ; (১০) অংশীদারী কারবার ভঙ্গ হইলে অথবা কোন অংশীদারের মৃত্যু হইলে ব্যবস্থা ; (১১) অংশীদারের অবসরগ্রহণ (রিটায়ারমেণ্ট) এবং বিতাড়ন (এক্স্‌পালশান) ; (১২) কারবার গুটানো ; (১৩) নোটিশ সার্ভিসের ধরন ; (১৪) সালিশী ব্যবস্থা (আর্‌বিট্রেশান)।

অংশীদারগণ ইচ্ছা করিলে অংশনামা রহিত করিতে পারেন, তবে অংশনামা আংশিক রহিত করা চলে না।

কোন অংশীদার যদি তাঁহার অংশ টাকা লইয়া ছাড়িয়া দেন তাহা হইলে উহা বিক্রয়-কোবালারূপে গণ্য হইবে।

ষ্ট্যাম্প আইনের অন্তর্গত সিডিউলের ১ [এ]-র ৪৬-আর্টিকেল অনুসারে ষ্ট্যাম্প শুল্ক দিতে হয়।

রেজিস্ট্রেসন ফিস্‌ আর্টিকেল-[ই] অনুসারে ৪ টাকা দিতে হইবে।

অংশনামা

লিখিতং প্রথম পক্ষ শ্রী... ... ...দ্বিতীয় পক্ষ শ্রী— ... ...এবং তৃতীয় পক্ষ শ্রী... ... ...ইত্যাদি। কস্য অংশনামাপত্রমিদং কার্যঞ্চাগে। আমি প্রথম পক্ষ শ্রী... ... ...টাকা লগ্নি করিয়া, আমি দ্বিতীয় পক্ষ শ্রী... ...ইত্যাদি... ... টাকা লগ্নি করিয়া আমরা একযোগে জেলা... ...থানা... ...এর এলাকাধীন... ... অঞ্চলে একটি... ...কারখানা (বা দোকান ইত্যাদি) খুলিয়াছি। উক্ত কারখানার নাম... ... ... দেওয়া হইয়াছে। বর্তমানে আমরা তিনজনে উক্ত কারবারের অংশীদার আছি। আমাদের এই কারবারে আর নূতন কোন অংশীদার লইব না। মাল খরিদ-বিক্রী যাহা কিছু প্রয়োজন হইবে তাহা... ... ...পক্ষ করিবেন। কারখানার কাজকর্মের তত্ত্বাবধান করিবেন... ... ...পক্ষ এবং দৈনন্দিন হিসাব-নিকাশ রক্ষা করিবেন... ... ...পক্ষ। কারবারের টাকা... ... ...ব্যাঙ্কে জমা থাকিবে ; প্রয়োজনে... ...পক্ষ টাকা উঠাইয়া মালপত্র খরিদ করিবার ব্যবস্থা করিবেন। উক্ত ব্যাঙ্কের পাশ বহিতে... ... পক্ষের নামধাম ইত্যাদি থাকিবে। তাঁহার উপরই টাকা জমা রাখিবার ও উঠাইবার ভার থাকিবে। তিনজন অংশীদারের মধ্যে দুইজন যে দিকে ভোট দিবেন সেই হিসাবেই কারবার চলিতে থাকিবে। কারবারের কোন কর্মচারীকে নিযুক্ত বা বরখাস্ত করিতে হইলে উপরোক্ত হিসাবে মত লইয়া কার্য করিতে হইবে। প্রতি চৈত্র মাসের শেষে বাৎসরিক কারবারের লাভ-লোকসানের হিসাব প্রস্তুত হইবে। প্রথম পক্ষ শ্রী... ... ...লাভের... ...

অংশ পাইবেন, দ্বিতীয় পক্ষ শ্রী··· ··· ···লাভের··· ···অংশ পাইবেন এবং তৃতীয় পক্ষ শ্রী... ... ...লাভের··· ...অংশ পাইবেন।

প্রকাশ থাকে যে আমরা কেহই প্রথম বৎসরের লভ্যাংশ হইতে কিছুই লইতে পারিব না, প্রথম বৎসরের লভ্যাংশ রিজার্ভ ফাণ্ডে জমা থাকিবে। এতদর্থে উপরোক্ত শর্তসমূহে আমরা তিনজনেই বাধ্য থাকিয়া অত্র অংশনামা পত্র লিখিয়া দিলাম। ইতি... ... ...।

মোক্তারনামা

পরিচিতি : মোক্তারনামা সম্পর্কে একাধিক স্থানে এই পুস্তকে আলোচনা করা হইয়াছে, সেগুলি বিশেষভাবে পাঠ করা প্রয়োজন। মোক্তারনামা এমন এক প্রকার নিদর্শনপত্র যাহাতে এক বা একাধিক নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে মোক্তারনামাদাতার এজেণ্ট হইয়া কাজকর্ম করিবার ক্ষমতা প্রদান করা থাকে। মোক্তারনামা দুই প্রকার—খাসমোক্তারনামা এবং আমমোক্তারনমো। খাসমোক্তারনামায় মোক্তারকে একটিমাত্র ক্ষমতা প্রদান করা থাকে। একখানি খাসমোক্তারনামাবলে একখানি দলিল রেজিস্ট্রী করা চলিবে, তবে যদি কোন কারণবশতঃ একটি কার্যের জন্য একাধিক দলিল লেখাপড়ার আবশ্যক হয় তাহা হইলে সেই সমস্ত দলিলের রেজিস্ট্রী কার্য একখানি মোক্তারনামা দ্বারাই হইতে পারে। আবার একটি দলিলের পাঁচ ছ'খানি অনুলিপি থাকিতে পারে; সেগুলির রেজিস্ট্রী কার্য একখানি খাসমোক্তারনামামূলে চলিবে। যদি কোন ডিক্রীর টাকা মাসিক কিস্তি অনুসারে আদালত হইতে আদায় করিতে হয় তাহা হইলেও তাহা খাসমোক্তারনামার বলে হইবে। কেননা উহা একটি কার্য মাত্র; এক টাকাই মাসে মাসে আদায় হইতেছে।

আমমোক্তারনামামূলে মোক্তারকে একাধিক ক্ষমতা প্রদান করা হইয়া থাকে।

মোক্তারনামার দুইটি রূপ—প্রামাণিক (অথেন্টিকেটেড) মোক্তারনামা এবং নিবন্ধীকৃত (রেজিস্টারড্) মোক্তারনামা। সকল প্রকারের মোক্তারনামাই নিবন্ধীকৃত হইতে পারে; কিন্তু প্রামাণিককৃত মোক্তারনামা কেবলমাত্র দলিলের সম্পাদন সংক্রান্ত, যে মোক্তারনামায় মোক্তারকে সম্পাদিত দলিল দাখিল করিয়া সম্পাদন স্বীকার ও রেজিস্ট্রেসনের জন্য অন্যান্য কাজকর্ম করিবার ক্ষমতা প্রদান করা আছে কেবলমাত্র সেই মোক্তারনামা অথেন্টিকেট করা যাইবে। এ সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণের জন্য রেজিস্ট্রেসন আইনের প্রয়োজনীয় ধারা এবং নিয়মগুলি পাঠ করুন। কোন মোক্তারনামায় অথেন্টিকেশান রুজ থাকিলে প্রথমে উহা অথেন্টিকেট করিতে

হয়, ইহা বাধ্যতামূলক ; পার্টি ইচ্ছা করিলে উক্ত মোক্তারনামা রেজিস্ট্রীও করিতে পারে।

মোক্তারনামার বলে উইল বা ডিক্লারেশান অব্ ট্রাস্ট রেজিস্ট্রী হয় না। মোক্তারনামার বলে উইল দাখিল পর্যন্ত করা চলে না। তবে উইল ডিপোজিট দেওয়া চলে।

যদি মোক্তারনামামূলে একাধিক মোক্তার নিয়োগ করা হইয়া থাকে তবে মোক্তারনামার খোলাখুলিভাবে লিখিত থাকা উচিত যে মোক্তারগণ একযোগে বা পৃথকভাবে কাজ করিতে পারেন কি না, যদি এ সম্পর্কে সুস্পষ্ট কিছু লেখা না থাকে তবে ধরা হইবে মোক্তারগণ কেবলমাত্র জয়েণ্টলি বা সমষ্টিগতভাবে কাজ করিতে পারিবেন।

ষ্ট্যাম্প সিডিউলের আর্টিকেল-৪৮ অনুসারে ষ্ট্যাম্প মাশুল দিতে হইবে।

মোক্তারনামা অথেনটিকেশানের জন্য—(১) খাসমোক্তারনামায় [এল] (i)—৬ টাকা, (২) আমমোক্তারনামায় [এল] (ii)—১২ টাকা, মোক্তারনামা নিবন্ধীকরণের জন্য [ই]—৬ টাকা।

বিস্তৃত আলোচনার জন্য ডোনের, বাসু এবং মোল্লার ষ্ট্যাম্প আইন পুস্তক দেখিতে পারেন। নিম্নে জটিল প্রশ্ন সম্পর্কে সামান্য আলোচনা করা হইল।

ডোনে অভিমত পোষণ করেন যে, ষ্ট্যাম্প আইনের দুই ধারার অন্তর্গত ২১নং ক্লজে পাওয়ার-অব-অ্যাটর্নির যে সূত্র প্রদান করা হইয়াছে এবং ৪৮নং আর্টিকেলে যে ক্লাসিফিকেসন করা হইয়াছে তাহা হইতে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে ষ্ট্যাম্প মাশুল নির্ণয়ের জন্য আইনসভা পাওয়ার-অব-অ্যাটর্নি সম্পাদনকারীর সংখ্যার উপর কোন প্রকার গুরুত্ব প্রদান করেন নাই। নিযুক্ত এজেন্টের সংখ্যা এবং এজেন্টকে প্রদত্ত ক্ষমতাই ষ্ট্যাম্প মাশুল নির্ণয়ের মাপকাঠি (যোগীরাম বনাম রফী, ডোনে পৃঃ ৪৮১)।

কয়েকজন ব্যক্তি সরকারের নিকট হইতে কিছু টাকা ফেরত পাইবেন। তাহারা একত্রে 'ক'-এর অনুকূলে টাকা লইবার জন্য এবং তাঁহাদের পক্ষে রিফাণ্ড বিলে স্বাক্ষর করিবার জন্য একখানা নিদর্শনপত্র সম্পাদন করিলেন। 'ক' কোন কোর্টের উকিল বা মোক্তার নহেন। উক্ত নিদর্শনপত্র মোক্তারনামারূপে স্বীকৃত হইয়াছে।

ভারতের বাহিরে কোন মোক্তারনামা লিখিত হইবার পরে যদি ভারতে ষ্ট্যাম্প যুক্ত হয় তবে উক্ত মোক্তারনামা যথোচিত ষ্ট্যাম্পযুক্ত হইয়াছে বিবেচিত হইবে—এই অভিমত প্রকাশ করেন কলিকাতা হাইকোর্ট।

আরথার পল বেনথল কেস-এর রায় বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কোন ব্যক্তি বিভিন্ন ক্ষমতাবলে (বিভিন্ন ক্যাপাসিটিতে) যে সকল স্বত্ব-স্বার্থের অধিকারী (যথা,

এক্‌জিকিউটর, অ্যাড্‌মিনিস্ট্রেটর, ট্রাস্টী এবং ডিরেক্টর) সে সম্পর্কে তিনি একখানি মোক্তারনামা সম্পাদন করিলেন। প্রধান বিচারপতি চক্রবর্তী এবং বিচারপতি দাসের মতে উক্ত আমমোক্তার একটি বিষয় সম্পর্কিত; কিন্তু বিচারপতি এস্‌ আর. দাশগুপ্ত অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে নিদর্শনপত্রখানির প্রকৃতি একপ্রকার (অর্থাৎ আমমোক্তার) হইলেও উহা একাধিক বিষয় সম্পর্কিত। কারণ, সাধারণভাবে উক্ত আমমোক্তারদাতা একজন ব্যক্তি বিবেচিত হইলেও আইনের চক্ষে উক্ত ব্যক্তি এক্‌জিকিউটর, অ্যাড্‌মিনেস্ট্রেটর, ট্রাস্টী ইত্যাদি রূপে একাধিক এবং যতগুলি ক্ষমতাবলে তিনি এজেন্ট নিয়োগ করিয়াছেন উক্ত আমমোক্তারনামাখানিকে ততগুলি আমমোক্তারনামার সমষ্টি বিবেচনা করিতে হইবে ; অর্থাৎ ষ্ট্যাম্প আইনের পাঁচ ধারা অনুসারে পৃথক বিষয় সম্পর্কিত বিবেচনা করিতে হইবে এবং প্রয়োজনীয় ষ্ট্যাম্প মাশুল দিতে হইবে।

এই প্রসঙ্গে আমাদের বক্তব্য এই যে, বিচারপতি দাশগুপ্তের অভিমত গ্রহণযোগ্য নহে। কারণ ২(২১)-ধারা এবং ৪৮নং আর্টিকেলে মোক্তারনামাদাতার সংখ্যার সম্পর্কে কোনপ্রকার গুরুত্ব আরোপ করা হয় নাই। আইনসভার এরূপই ছিল অভিপ্রেত ; এ সম্পর্কে পূর্বেই লিখিয়াছি। সুতরাং উক্ত আমমোক্তারদাতাকে আইনের চক্ষে একাধিক বলিয়া গণ্য করা হইলেও পৃথক বিষয়সম্পর্কিত আমমোক্তার-নামা বিবেচনা করিবার কারণ নাই। সাধারণভাবে রাম, শ্যাম, যদু, মধু একত্রে হরিকে আমমোক্তার নিযুক্ত করিলে যদি একটি বিষয় সংক্রান্ত আমমোক্তার হয় তবে একজন ব্যক্তি আইনের চক্ষে একাধিক বিবেচিত হইবার জন্য উক্ত আমমোক্তারখানি বিভিন্ন বিষয় সংক্রান্ত আমমোক্তার হইবে তাহা উপলব্ধি করা দুরূহ হইয়া পড়ে।

এলেন বনাম মরিসন বিচারের রায় গুরুত্বপূর্ণ—কোন পারস্পরিক ইনস্যুরর‍্যান্স ক্লাবের সদস্যগণ একখানি আমমোক্তারনামামূলে প্রত্যেক সদস্য পৃথক পৃথকভাবে এজেন্টকে ক্ষমতা প্রদান করিলেন এই মর্মে যে এজেন্টগণ সদস্যদিগের পক্ষে ক্লাব পলিসি স্বাক্ষর করিবেন। এইরূপ নিদর্শনপত্র একখানি আমমোক্তারনামা বিবেচনা করিয়া ষ্ট্যাম্প মাশুল দিতে হইবে।

খাসমোক্তারনামা (অথেন্‌টিকেটকৃত)

জেলা··· ··· ···থানা··· ···এর অধীন··· ·· ··গ্রামের·· ··জাতির ব্যবসাজীবী আমি শ্রী··· ··· ··· ···পিতা··· ··· ·· ···এই দলিল রেজিস্ট্রী করিবার খাসমোক্তারনামা লিখিয়া দিয়া জ্ঞাপন করিতেছি যে·· ··সালের·· ···

......মাসের... ...তারিখে জেলা... ...থানা... ...এর অধীন... ... ... গ্রামের অধিবাসী ৺... ... ...এর কন্যা শ্রী... ... ...এর অনুকূলে... ... মৌজাস্থ আমার স্বত্বদখলি... ... ...শতক জমি পণবাহা... ... ...টাকা গ্রহণে একখানি বিক্রয়-কোবালা লিখিয়া দিয়াছি। কিন্তু......রেজিষ্ট্রেসন অফিসে উপস্থিত অসুবিধাজনক বোধে... ... গ্রাম নিবাসী শ্রী... ... ...এর পুত্র... ...জাতীয় চাকুরিজীবী শ্রী... ... মহাশয়কে খাসমোক্তার নিযুক্ত করিলাম। তিনি... ... রেজিষ্ট্রেসন অফিসে উপস্থিত হইয়া উক্ত দলিল ও আমার সম্পাদন স্বীকারে তাহা রেজিস্ট্রী করিয়া দিবেন ও রেজিস্ট্রী করিবার জন্য যে কোন কায করা আবশ্যক তাহা করিবেন এবং রসিদে স্বাক্ষর করিয়া দলিল ফেরত লইবেন। মোক্তার মহাশয়ের কৃতকর্ম আমার স্বীয় কৃতকর্মের ন্যায় সর্বাংশে গণ্য হইবে। ইতি সন... ...

দ্রষ্টব্য ঃ উক্ত খাসমোক্তারনামাখানি অথেনটিকেট করিতে হইবে। কারণ, বলা হইয়াছে "আমার দ্বারা সম্পাদিত দলিলখানি মোক্তার দাখিল করিয়া রেজিস্ট্রী কার্য সম্পন্ন করিবেন।"

খাসমোক্তারনামা—১
(নিবন্ধীকৃত)

লিখিতং শ্রী... ...পিতা... ...নিবাস... ...থানা... ...জেলা... ... জাতি... ... ...পেশা... ...কস্য খাসমোক্তারনামাপত্রমিদং কার্যঞ্চাগে। আমি এতদ্দ্বারা শ্রী... ...পিতা... ...সাকিন... ...থানা... ...জেলা... ...জাতি... পেশা... ...কে খাসমোক্তার নিয়োগ করিয়া প্রকাশ করিতেছি যে, নিম্নের তফসিল বর্ণিত... ...শতক জমি বিক্রয় করিবার ঘোষণা দেওয়ায় জেলা... ...থানা... ... এর এলাকাধীন... ...গ্রাম নিবাসী... ...জাতীয় মৃত... ...এর পুত্র চাকুরিজীবী শ্রী... ...সর্বোচ্চ... ...টাকা পণবাহে উক্ত সম্পত্তি খরিদ করিতে সম্মত হওয়ায় উক্ত খাসমোক্তার শ্রী... ...আমার পক্ষে খাসমোক্তারস্বরূপে উক্ত বিক্রয় মূল্য... ... টাকা গ্রহণে উক্ত ক্রেতার বরাবর উপযুক্ত বিক্রয়-কোবালা লিখিত পঠিত করিয়া উহাতে আমার নাম স্ব-কলমে দস্তখতকরতঃ সম্পাদন করিয়া দিবেন এবং... ... রেজিষ্ট্রেসন অফিসে উহা দাখিল করিয়া যথারীতি রেজিস্ট্রী করিয়া দিবেন। উক্ত মোক্তার উক্ত বিক্রয়-কোবালা সম্পাদন, দাখিল ও রেজিস্ট্রী করিতে যাহা করিবেন তাহা আমার স্বীয় কৃতকর্মের ন্যায়ই কবুল ও গ্রাহ্য হইবে। এতদর্থে নিজ হিতার্থে অত্র খাসমোক্তারনামা সম্পাদন করিলাম। ইতি...

দ্রষ্টব্য ঃ উক্ত খাসমোক্তারনামাখানি নিবন্ধীকৃত হইবে, রেজিষ্ট্রেসন ফিস্-[ই] —৬ টাকা।

খাসমোক্তারনামা—২

লিখিতং শ্রী... ... ...ইত্যাদি। কস্য খাসমোক্তারনামাপত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে। বাগানবাটী বিক্রয় করিবার আবশ্যক •বিধায় আমি... ...কে খাসমোক্তার নিযুক্ত করিয়া ক্ষমতা দিতেছি যে তিনি উপযুক্ত খরিদ্দার স্থির করিয়া উক্ত সবৃক্ষাদি বাগানবাটী বিক্রয় করিবেন। বিক্রয়লব্ধ টাকা আমার নামে ব্যাঙ্কে জমা দিবেন এবং বিক্রয়-কোবালা আমার হইয়া স্বীয় নাম ব-কলমে সহি করিয়া... ...অবর-নিবন্ধক অফিসে দাখিল করিয়া রেজিস্ট্রী করিয়া দিবেন। রসীদে আপন নাম সহি করিয়া ফেরত লইবেন বা লইবার ক্ষমতা দিবেন এবং উক্ত বাগানবাটী বিক্রয় করিবার জন্য অন্যবিধ যে কোন কার্য করিতে হয় তাহা করিবেন। ইতি......

তফসিল চৌহদ্দি

* * *

খাসমোক্তারনামা—৩

(প্রামাণিক)

লিখিতং শ্রী... ... ...ইত্যাদি। কস্য খাসমোক্তারনামাপত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে। জেলা... ...থানা... ...এর অন্তর্গত... ...গ্রাম নিবাসী... ... ...জাতীয় কৃষিজীবী... ...এর পুত্র শ্রী... ... ...সন... ... সালের... ...তারিখে আমার নিকট হইতে... ...টাকা পণবাহা গ্রহণে আমার অনুকূলে এক কিতা বিক্রয়-কোবালা লিখিয়া দেন। আজকাল করিয়া উহা রেজিস্ট্রী করিয়া দিতে বিলম্ব করায় আমি...... অবর-নিবন্ধক অফিসে উক্ত দলিলকরতঃ উক্ত দলিলের দাতা শ্রী... ... ...এর উপর সমনজারীর প্রার্থনা করি। সমনের তারিখে উক্ত সম্পাদনকারী রেজিস্ট্রী অফিসে হাজির না হওয়ায় অবর-নিবন্ধক মহাশয় উক্ত দলিলে রেজিস্ট্রী অগ্রাহ্য করিয়াছেন। এক্ষণে উক্ত প্রত্যাখ্যানাদেশের বিরুদ্ধে জেলা-নিবন্ধক মহাশয়ের আদালতে আপীল-আবেদন করা আবশ্যক বিধায় জেলা... ...থানা... ...এর অন্তর্গত... ... ...গ্রাম নিবাসী... ...জাতীয় চাকুরিজীবী শ্রী... ...এর পুত্র শ্রী... ... ...কে খাসমোক্তার নিযুক্ত করিয়া এতদ্বারা ক্ষমতা দিতেছি যে, উক্ত মোক্তার উক্ত... ...অবর-নিবন্ধক অফিস হইতে উক্ত প্রত্যাখ্যানাদেশের নকল লইয়া... ...জেলা-নিবন্ধকের আদালতে আমার পক্ষ হইতে উক্ত অগ্রাহ্য দলিল ও প্রত্যাখ্যানাদেশের নকল দাখিল করিয়া আবেদন দায়ের করিবেন এবং উক্ত মোকদ্দমায় অ্যাডভোকেটাদি নিযুক্ত ও সওয়াল

জবাব করিতে, আপীলের অজুহাতে সত্য পাঠে ও আবেদন সংক্রান্ত যে কোন কাগজেতে আমার নাম ব-কলমে সহি করিতে পারিবেন এবং ঐ মোকদ্দমা সংক্রান্ত যাহা যাহা করা প্রয়োজন তাহা আমার পক্ষ হইতে করিতে পারিবেন। মোকদ্দমার নিষ্পত্তি হইবার পর উক্ত রেজিস্ট্রী আদালত হইতে উক্ত দলিল ফেরত ও আদালতের রায় গ্রহণ করা প্রভৃতি যে কোন কার্য করিবেন তাহা আমার স্বীয় কৃতকর্মের ন্যায় কবুল ও মঞ্জুর হইবে। ইতি সন— ...।

দ্রষ্টব্য ঃ ইহা প্রামাণিক (অথেন্‌টিকেট) করাইতে হইবে, রেজিস্ট্রী করাইলে চলিবে না।

আমমোক্তারনামা—৪

লিখিতং শ্রী— ... ...পিতা— —সাং... —থানা— জেলা... ...জাতি— ... —পেশা ... ...। কস্য আমমোক্তারনামাপত্রমিদং কার্যঞ্চাগে। ভারত ইউনিয়নের মধ্যে আমার যে সমস্ত স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি ও বাণিজ্য ব্যবসাদি আছে বা ভবিষ্যতে হইবে তৎসংক্রান্ত কার্যসমূহ সুশৃঙ্খলায় নির্বাহের জন্য আমি (১) জেলা— এর অন্তর্গত থানা... ... এর সামিল— —গ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত— ... ...এর পুত্র শ্রী— ... ...জাতি— ..পেশা— ...ও (২) ... ... (৩) ... ... (৪) ... ... (৫) ... ... ইত্যাদি এই পাঁচজনকে আমমোক্তার নিযুক্ত করিয়া স্বীকার করিতেছি যে উক্ত আমমোক্তারগণ একযোগে বা তাহাদের মধ্যে যে কেহ আমার পক্ষ হইতে ভারতের যে কোন স্থানে যে সকল সরকারী কর্মচারী আছেন বা ভবিষ্যতে হইবেন তাঁহাদিগের নিকট যে কোন কার্য করিতে পারিবেন।

যে কোন হাইকোর্টের আদিম ও আপীল বিভাগে চিফ্ কোর্টে, জজ বা সাবজজ আদালতে, রেভিনিউ বোর্ডে ম্যাজিষ্ট্রেট বা তদধীনস্থ যে কোন ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকটে এবং মুন্সেফ, রেজিষ্ট্রার, ডিষ্ট্রিক্ট সাবরেজিষ্ট্রার, সাবরেজিষ্ট্রার, চীফ কমিশনার ও ডিভিসন্যাল কমিশনার প্রভৃতির নিকট অর্থাৎ যে সকলপ্রকার দেওয়ানী বা ফৌজদারী বা রেভিনিউ আদালতে বা অফিসাদিতে এবং মিউনিসিপ্যালিটি ও পুলিস অফিস বা পুলিস কর্মচারী সমীপে যে সরেনাও বা আপীল বা মোতফর্কা মামলা-মোকদ্দমা উপস্থিত আছে বা ভবিষ্যতে হইবে তৎসম্বন্ধে সর্বশ্রেণীর বিচারপতি, কার্যকারক, সালিস, পঞ্চায়েৎ সদস্য বা কমিশনারের সমক্ষে আমার পক্ষ হইতে যে সকল আর্জি, বর্ণনাপত্র, দরখাস্ত ও ষ্টেটমেণ্ট প্রভৃতি দাখিল করা আবশ্যক হইবে, সেই সকল সত্যপাঠে লিখিবেন এবং আমার নাম ব-কলম দস্তখতে দরখাস্ত করিয়া উপযুক্ত আদালতে দাখিল করিবেন।

রাজিনামা, সোলেনামা, সফিনামা ইত্যাদি আমার নাম ব-কলমে দস্তখত করিয়া দাখিল করিতে পারিবেন এবং যে কোন মোকদ্দমায় আমার পক্ষ হইতে সালিশ মান্য করিতে পারিবেন।

অ্যাডভোকেট প্রভৃতি আমার পক্ষ হইতে নিযুক্ত করিবেন এবং ওকালতনামায় আমার নাম সহি করিয়া স্ব স্ব ব-কলম দিবেন।

যে কোন আদালতে আমার পক্ষ হইতে কোনপ্রকার এফিডেভিট করিবার আবশ্যক হইলে তাহা এবং ডিক্রিজারী প্রভৃতি যে কোন কার্য করিবার আবশ্যক হয় তাহা করিবেন। আদালতে টাকা আমানত করা বা আবশ্যকবোধে তাহা ফেরত বা আমানতি টাকা বাহির করা প্রভৃতি সকলপ্রকার কার্য করিবেন।

আদালতে যে কোন প্রকার দলিল-দস্তাবেজ দাখিল করিবেন এবং আবশ্যকমত ফেরত লইবেন। আমার দেয় খাজনা বা ডিক্রি ইত্যাদি বাবদ কোন দেনার টাকা দাখিল করিবার প্রার্থনা করিবেন এবং দাখিল করিবেন। প্রাপ্য খাজনা বা ডিক্রি বা বন্ধকি তমস্থক ইত্যাদি বাবদ পাওনা টাকা উপযুক্ত ষ্টাম্পে রসীদ দিয়া আমার নাম আপন-আপন ব-কলমে দস্তখত করিয়া আদায় লইবেন। যদি ঐ সকল প্রাপ্য টাকা আদালতে জমা থাকে, উপযুক্তরূপ দরখাস্তাদি দ্বারা আদায় লইতে পারিবেন।

সকলপ্রকার মামলা মোকদ্দমার তদ্বির করিবেন এবং আমার নামের সমন, নোটিশ ও সকলপ্রকার পরোয়ানা আমার পক্ষ হইতে রসীদ দিয়া গ্রহণ করিবেন। সর্বপ্রকার ফিস্, মেয়াদ ও সাক্ষী প্রভৃতির খারবরদারি প্রভৃতি দাখিল করিবেন ও ফেরৎ লইবেন। কোর্ট-ফি বা নন্‌জুডিসিয়াল ষ্টাম্পের মূল্য কালেক্‌টারি হইতে আমার পক্ষ হইতে ফেরৎ লইবেন এবং তৎসংক্রান্ত যে কোন রসীদাদি দিতে হয় দিবেন।

দেওয়ানী, ফৌজদারী, কালেক্‌টারি প্রভৃতি যে কোন আদালতের ও কর্মচারীর সর্বপ্রকার প্রকাশ্য নীলামে আমার হইয়া স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি খরিদ করিবেন ও নীলামী টাকা আমানত করিবেন এবং নীলামী সার্টিফিকেট বাহির করা ও সম্পত্তিতে দখল লওয়া প্রভৃতি যে কোন কার্য করিতে হয় তৎসমুদয় করিবেন। নীলাম খরিদা সম্পত্তিতে দখল লইবেন ও দখলের রসীদ দিবেন। ডিক্রিজারির নীলামে খাস ডাকে খরিদ করিবার প্রার্থনা ও খাস ডাকে খরিদ ও পণের টাকা ডিক্রির পাওনা মুসমা পাইবার সর্বপ্রকার প্রার্থনাদি যাহা কিছু কর্তব্য তৎসমুদয় করিবেন। ঈশ্বর না করুন, দৈবদুর্ঘটনাবশতঃ আমার কোন সম্পত্তি যদ্যপি উক্ত কোনপ্রকার নীলামে বিক্রয় হয়, তাহা হইলে সেগুলি উদ্ধার করিবার জন্য যে কোন কার্য করা আবশ্যক তাহা করিবেন বা আবশ্যকবোধে পণফাজিলের টাকা ফেরৎ লইবেন। ইনকাম ট্যাক্স,

লাইসেন্স ট্যাক্স, রোড সেস, পাবলিক ওয়ার্কসের বা মিউনিসিপ্যাল ট্যাক্স সম্বন্ধীয় ষ্টেটমেণ্ট ও কাগজাদি আবশ্যকমত সত্যপাঠাদিসহ দাখিল করিবেন ও তৎসংক্রান্ত দরখাস্ত ও আপীলাদি অপরাপর প্রয়োজনীয় কাজকর্ম করিবেন। আমার প্রাপ্য সর্বপ্রকার আমানতি টাকা, হুণ্ডি, ড্রাফ্ট, চেক, সেভিংস ব্যাঙ্ক ইত্যাদির সুদের টাকা আমার পক্ষে লইবার নিমিত্ত রসীদ লিখিয়া দিবেন ও ঐ সকল টাকা লইবেন। খাতকদিগের নিকট হইতে আমার প্রাপ্য টাকা লইবেন ও রসীদ দিবেন এবং আমার মহাজন ও অপর পাওনাদারদিগকে আমার দেয় সর্বপ্রকারের টাকা দিবেন ও টাকা দিয়া রীতিমত রসীদ লইবেন।

যে কোন রেজিস্ট্রেসন অফিসে দলিলাদি নিবন্ধীকরণের জন্য সকলপ্রকার দলিল দাখিল করিবেন, উইল ডিপজিট করিবেন ও আমার সম্পাদিত দলিলের সম্পাদন স্বীকার করিয়া রেজিস্ট্রী করাইয়া দিবেন এবং দলিল সম্পাদন স্বীকার বা তছদিকের নিচে আমার নাম আপন ব-কলমে দস্তখত করিবেন, আমার বরাবর অন্যের দ্বারা সম্পাদিত দলিল দাখিল করিয়া সমন প্রভৃতির দরখাস্ত করিবেন ও আবশ্যক হইলে রেজিস্ট্রারী কার্যকারকের সমক্ষে দলিলে লিখিত পণবাহের টাকা লইবেন। সবপ্রকার দলিল ও আদর্শের নকল লইবেন, রেজিস্টারিং অফিসারের প্রত্যাখ্যানাদেশের বিরুদ্ধে আপীল ও আবেদন করিবেন এবং আপীল ও আবেদনের দরখাস্তে সত্যপাঠ লিখিবেন আমার এজেণ্টরূপে সহি করিবেন, দলিলের কাটাকুটি ইত্যাদির কৈফিয়ৎ লিখিবেন এবং আমার হইয়া স্বাক্ষর করিবেন। দলিলে নিবন্ধীকরণ কার্য সমাপ্ত হওয়ার পর দলিল ফেরৎ লইবেন বা ফেরৎ লইবার জন্য বরাত রসীদ লিখিয়া দিবেন। এতদ্ব্যতীত রেজিস্ট্রেসন সম্বন্ধীয় যে কোন আবশ্যকীয় কার্য অথবা ঐ বিষয়ে আইন ও নজির সঙ্গত যে কোন কার্য আমার পক্ষ হইতে করিবেন তৎসমুদায় আমার নিজ কৃতের ন্যায় গণ্য হইবে এবং তৎদ্বারা আমি বাধ্য হইব।

প্রকাশ থাকে যে উক্ত মোক্তারগণ একত্রে অথবা এককভাবে আমার এজেণ্টরূপে আমার হইয়া আমার হিতার্থে সকল প্রকার কার্য করিতে পারিবেন।

এতদর্থে এই আম-মোক্তারনামা লিখিয়া দিলাম। ইতি সন--- ... ---দলিল-লেখকের স্বাক্ষর

নাম ও নিশান দিন

* * *

সাক্ষী (১) স্বাক্ষর ও ঠিকানা

(২) স্বাক্ষর ও ঠিকানা ইত্যাদি।

ঠিকানা অর্থে অ্যাডিসান বুঝিবেন এবং পিতার নাম, গ্রাম, থানা, জেলা, পেশা, জাতি ইত্যাদি দিবেন।

দ্রষ্টব্য ঃ এইরূপ আমমোক্তারনামা নিবন্ধীকরণের জন্য একটিমাত্র [ই]-ফিস্ ও অথেনটিকেশানের জন্য একটি [এল]-ফিস্ দিতে হইবে। ফিস্-টেবলের আর্টিকেল-[এল] ও উহার অন্তর্গত নোটগুলি দেখুন।

রহিতকরণ অযোগ্য আমমোক্তারনামা—৫

আমরা জানি মোক্তারনামা রহিত করা যায়; প্রামাণিককৃত আমমোক্তারনামার রহিতকরণ রেজিস্টারিং অফিসারের নিকট সাদা কাগজে দরখাস্ত করিয়া করিতে হয়। এ সম্পর্কে অন্যত্র এই পুস্তকে লিখিয়াছি। নিবন্ধীকৃত মোক্তারনামা রহিত করিতে হইলে সাধারণ রহিতকরণের জন্য নির্ধারিত ষ্ট্যাম্প পেপারে লিখিত হয়; ষ্ট্যাম্প আইনের সিডিউলস্থ আর্টিকেল-[১০] অনুসারে ষ্ট্যাম্প রুসুম দিতে হয়।

কিন্তু অনেক সময় মোক্তারনামায় এমন শর্ত আরোপ করা থাকে যে কোন নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত বা কোন বিষয়ের নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত মোক্তারনামা রহিত করা যাইবে না। মোক্তারনামাতে এই রহিতকরণের অযোগ্যতা সম্পর্কে কোন শর্ত থাকিলে ভিন্নভাবে কোন ষ্ট্যাম্প বা ফিস্ প্রদান করিতে হয় না। যে মোক্তারনামা রহিত করা যায় না তাহাকে বাংলায় অসংহৃত মোক্তারনামা বলা হয়। নানা কারণে এই অসংহৃত মোক্তারনামা হইতে পারে। পরে একটি আদর্শ প্রদান করা হইয়াছে।

আমমোক্তারনামা—৬

লিখিতং শ্রী আশাবরী... ...ইত্যাদি। আমার নানাপ্রকার কাজকর্ম আমার পক্ষে সম্পন্ন করিবার জন্য নিম্নলিখিত ব্যক্তিত্রয়কে মোক্তার নিযুক্ত করিলাম—

(১) শ্রীহিন্দোল... ...ইত্যাদি।

(২) শ্রীবিভাস.......ইত্যাদি।

(৩) শ্রীহাম্বীর........ইত্যাদি।

হিন্দোল কুমার ১নং, ২নং এবং ৩নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত কার্যগুলি আমার পক্ষে সম্পন্ন করিবেন।

বিভাস কুমার ৪নং এবং ৫নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত কার্যগুলি আমার পক্ষে সম্পন্ন করিবেন।

হাস্বীরদেব ৬নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত দলিল নিবন্ধীকরণ সংক্রান্ত যাবতীয় কার্য করিবেন এবং ৭নং, ৮নং ৯নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত অন্যান্য কার্যগুলিও সম্পন্ন করিবেন।

১। ... ...

২। ... ...

৩। ... .

৪। ... .

৫। ... ...

৬। ... .

৭। ... .

৮। ... .

৯। .. .. ..

(মোক্তারনামার বিষয়গুলি উক্তরূপ ১নং, ২নং ইত্যাদি অনুচ্ছেদ লিখিতে হইবে।)

দ্রষ্টব্য ঃ এইরূপক্ষেত্রে মোক্তারনামাখানি নিবন্ধীকরণের জন্য তিনটি [ই]-ফিস্ অর্থাৎ ১৮ টাকা দিতে হইবে। কেননা, ইহা তিনটি পৃথক বিষয় সম্পর্কিত মোক্তার-নামা। তবে মোক্তারনামাখানি অথেন্টিকেশানের জন্য একটিমাত্র [এল্]-ফিস্-চার্জ করিতে হইবে। ফিস্-টেবলের অনুচ্ছেদ [এল্] এবং আনুষঙ্গিক নোটগুলি দেখুন।

হ্যাণ্ডনোট

(বচনপত্র)

পরিচিতি ঃ প্রমিসরি নোট (বা বচনপত্র) এবং হ্যাণ্ডনোটের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। হ্যাণ্ডনোটে সাধারণতঃ কোন সাক্ষী থাকে না। অবশ্য যদি এইরূপ শর্ত লেখা থাকে যে "আপনার প্রেরিত ব্যক্তিকে মায় সুদ সমস্ত টাকা দিব" তাহা হইলে সেইরূপ হ্যাণ্ডনোটে সাক্ষী থাকতে পারে। 'কর্জ লইলাম বা ঋণ লইলাম' এইরূপ হ্যাণ্ডনোট লেখা চলে না ; তমসুকে এইরূপ কথা লিখিত থাকে। হ্যাণ্ডনোট টাকা প্রদান করিবার একপ্রকার অঙ্গীকার মাত্র।

হ্যাণ্ডনোট

আমি নিম্নলিখিত স্বাক্ষরকারী, শ্রী··· ··· ··· পিতা··· ··· ···গ্রাম··· ··· থানা··· ···জেলা··· ··জাতি······পেশা··· ··মহাশয়ের নিকট হইতে নগদে

৩০০০ (তিন হাজার) টাকা গ্রহণে এতদ্বারা স্বীকার ও অঙ্গীকার করিতেছি যে, তিনি বা তাঁহার আদেশমত যে কোন ব্যক্তি চাহিবামাত্র অদ্য হইতে আদায় পর্যন্ত বার্ষিক শতকরা ১০ (দশ) টাকা সুদে পরিশোধ করিতে বাধ্য থাকিব। ইতি সন......

শ্রী... .. ..

পিতা... ... ...গ্রাম... ... ..

থানা... ..জেলা... ...জাতি

পেশা ...তারিখ... ...।

বচনপত্র

(প্রমিসরি নোট)

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী শ্রী.. ... ... ইত্যাদি এর নিকট হইতে ৩০০০ (তিন হাজার) টাকা লইয়া অঙ্গীকার করিতেছি যে অদ্য হইতে আগামী ছয় মাস পরে উক্ত প্রাপ্ত তিন হাজার টাকা মায় বার্ষিক শতকরা ১০ (দশ) টাকা সুদসহ শ্রী... ... ... কে প্রত্যার্পণ করিতে বা তাহার আদেশমত ইহার পৃষ্ঠলিপিক্রমে ও অনুজ্ঞা মত যে কোন ব্যক্তিকে দিতে বাধ্য রহিলাম। ইতি.. ..

শ্রী.. ... .

রিনিউকৃত হ্যাণ্ডনোট

গ্রহীতা শ্রী... ... ... ইত্যাদি।

দাতা শ্রী... ... ...ইত্যাদি।

আমি ১৯৬৪ সালের ৫ই জুলাই তারিখে আপনার অনুকূলে একখানি হ্যাণ্ডনোট লিখিয়া দিয়া এই মর্মে বাধ্য ছিলাম যে আপনাকে বা আপনার আজ্ঞাপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে মায় বার্ষিক শতকরা ১০ টাকা হিসাবে সুদসহ তিন হাজার টাকা পরিশোধ করিব। উল্লিখিত টাকা পরিশোধ করিবার সময় প্রায় শেষ হইতে চলিয়াছে; কিন্তু বর্তমান অবস্থায় উক্ত টাকা পরিশোধ করিতে অক্ষম বিধায় উক্ত আসল ৩০০০ (তিন হাজার) টাকা গত এক বৎসরের মোট সুদ ৪২০ টাকা একুনে ৩৪২০ (তিন হাজার চারিশত কুড়ি) টাকা উক্তরূপ বার্ষিক শতকরা দশ টাকা হিসাবে সুদ দিবার অঙ্গীকারে অত্র রিনিউকৃত হ্যাণ্ডনোটপত্র লিখিয়া দিলাম। ইতি......

রসীদপত্র

পরিচিতি ঃ কোন টাকার প্রাপ্তি স্বীকারপত্রকে রসীদপত্র বলা হয়; কুড়ি টাকার অধিক টাকা লিখিতভাবে প্রাপ্তি স্বীকার করিতে হইলে ষ্ট্যাম্প সিডিউলের ৫৩-আর্টিকেলমূলে ২০ পয়সার রেভিনিউ ষ্ট্যাম্প লাগাইতে হয়; স্বাক্ষর রেভিনিউ ষ্ট্যাম্পের উপর করিতে হয়। রেভিনিউ ষ্ট্যাম্পের নিচে স্বাক্ষর করিলে ষ্ট্যাম্পখানিকে '×' চিহ্ন দ্বারা দাগাইয়া দিতে হয়।

রসীদপত্রে কেবলমাত্র টাকা প্রাপ্তির স্বীকার করা চলিবে; অন্য কোন শর্তাদি যুক্ত করা চলিবে না। ধরুন আপনি কোন রেডিও ব্যবসায়ীকে একটি রেডিওর অর্ডার দিলেন, রেডিওর মূল্য ১২০০ টাকা ধার্য হইল, অগ্রিম আপনি ৪০০ টাকা দিলেন; আপনি রসীদপত্র লিখাইয়া লইবেন, ব্যবসায়ী রসীদপত্র লিখিয়া দিবেন।

রসীদপত্র

মহামান্য শ্রী... ... ...

লিখিতং শ্রী... ... .. ইত্যাদি। কস্য রসীদপত্রমিদং কার্যঞ্চাগে। আপনার ফরমাস মত আপনাকে ১২০০ (বার শত) টাকা মূল্যের একটি রেডিও প্রস্তুত করিয়া দিবার অঙ্গীকারে অগ্রিম ৪০০ (চারি শত) টাকা গ্রহণে এই রসীদপত্র লিখিয়া দিলাম। ইতি সন... ..

ষ্ট্যাম্প

স্বাক্ষর... ... ...।

দ্রষ্টব্য ঃ উক্ত নিদর্শনপত্র রসীদপত্র; কিন্তু যদি এমন শর্ত আরোপ করা হয় যে—'আমার দ্বারা তৈয়ারী রেডিওতে যদি কোন তঞ্চকতা বা গলদ প্রকাশ পায় তাহা হইলে আপনার যে ক্ষতি হইবে তাহা পূরণ করিব' অথবা যদি এরূপ শর্ত আরোপ করা হয় যে—'রেডিওটি আগামী... ...মাসের... ...তারিখের মধ্যে আপনাকে ডেলিভারী দিব, যদি না দিই তাহা হইলে মূল্যের..... টাকা কম পাইব, ইত্যাদি ইত্যাদি', তাহা হইলে উহা একরারনামার ন্যায় পাঁচ টাকার নন্‌জুডিসিয়াল ষ্ট্যাম্পে লিখিতে হইবে; কারণ ঐরূপ শর্ত আরোপে উক্ত রসীদপত্র মূলতঃ একরারনামা হইয়া যাইতেছে।

আবার কোন সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া বিক্রয়মূল্য ভিন্ন একটি রসীদমূলে প্রদান করা যায়; যদি বিক্রয়-কোবালা রেজিস্ট্রী করা হইয়া থাকে তবে ঐ সংক্রান্ত রসীদপত্রের রেজিষ্ট্রেসনের জন্য ফিস্ লাগিবে আর্টিকেল-[বি] অনুসারে; আর বিক্রয়-কোবালা

পূর্বে নিবন্ধীকৃত না হইয়া থাকিলে আর্টিকেল-[এ] অনুসারে ফিস্ দিতে হইবে ; ষ্টাম্প কিন্তু মাত্র ২০ পয়সার লাগিবে।

যেহেতু স্থাবর সম্পত্তির হস্তান্তরপত্রের নিবন্ধীকরণ বাধ্যতামূলক, সেইহেতু হস্তান্তরকালে মূল্য প্রদান বাকি থাকিলে পরে রসীদপত্রমূলে যখন উহা প্রদান করা হয় তখন উক্ত রসীদপত্র রেজিস্ট্রী করিতে চাহিলে রেজিস্ট্রেসন ফিস্ আর্টিকেল-[বি] অনুসারে দিতে হইবে।

রসীদপত্র

গ্রহীতা শ্রী... ... ...ইত্যাদি।

লিখিতং শ্রী... ... ...ইত্যাদি। কস্য রসীদপত্রমিদং কার্যঞ্চাগে আমি আপনাকে যে হাসকিং মেসিনটি বিক্রয় করিয়াছি তাহার মূল্য বাবদ ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) টাকা বুঝিয়া পাইয়া টাকার প্রাপ্তি স্বীকারস্বরূপ এই রসীদপত্র লিখিয়া দিলাম। ইতি সন......

স্বাক্ষর... ... ...

(রেভিনিউ ষ্টাম্প)

লীজ

পরিচিতি ঃ ষ্ট্যাম্প আইনে লীজের অর্থ নিম্নলিখিতরূপ করা হইয়াছে—লীজ অর্থে স্থাবর সম্পত্তির লীজ বুঝিতে হইবে, সুতরাং অস্থাবর সম্পত্তির কোনপ্রকার লীজ হয় না। (এ) পাট্টা; (বি) কবুলিয়ত অথবা লীজের প্রতিলিপি (কাউণ্টার পার্ট) নহে এমন কোন অঙ্গীকারপত্রে কোন স্থাবর সম্পত্তি চাষ করিবার, দখল করিবার বা যাহার জন্য খাজনাদি প্রদান করিবার উল্লেখ থাকে ; (সি) যে নিদর্শনপত্রমূলে উপশুল্ক (টোল) ইত্যাদি আদায় করিয়া ভোগ করিবার অধিকার প্রদান করা হয় ; (ডি) লীজের জন্য যদি কোন দরখাস্ত করা হয় এবং উক্ত দরখাস্তের উপর লিখিতভাবে যদি উক্ত দরখাস্ত গ্র্যাণ্ট করা হয় তবে সেই দরখাস্ত লীজরূপে গণ্য হইবে। রেজিস্ট্রেসন আইনের ২-ধারাতেও লীজের সম্পর্কে লিখিত হইয়াছে। এখানে বলা হইয়াছে, লীজ অর্থে প্রতিলিপি কবুলিয়ত, চাষ করিবার বা ভোগদখল করিবার অঙ্গীকারপত্র এবং লীজ প্রদান করিবার চুক্তিপত্র বুঝিতে হইবে।

সম্পত্তি হস্তান্তর আইনের ১০৫-ধারায় লীজের সূত্র প্রদান করা আছে—স্থাবর সম্পত্তির লীজ হইতেছে উক্ত সম্পত্তি ভোগ করিবার অধিকার সম্পর্কিত হস্তান্তরকরণ ;

এইরূপ ভোগানুমতি নির্দিষ্টকালের জন্য বা চিরকালের জন্যও হইতে পারে, এইরূপ ভোগানুমতির জন্য মূল্যস্বরূপে টাকা, শস্য বা সেবা নির্ধারিত সময় অন্তর লীজদাতাকে লীজগ্রহীতা প্রদান করিবেন। সম্পত্তি হস্তান্তরকারীকে বলা হয় লীজদাতা এবং সম্পত্তি গ্রহণকারীকে বলা হয় লীজগ্রহীতা। এককালীন যে দাম প্রদান করা হয় তাহাকে প্রিমিয়াম বলে এবং যে অর্থ, শস্যাংশ, সেবা বা অন্যান্য জিনিস নির্ধারিত সময় অন্তর প্রদান করা হয় তাহাকে খাজনা বা রেণ্ট বলে। সুতরাং কোন লীজের বৈশিষ্ট্যগুলি নিম্নলিখিতভাবে ভাগ করা যাইতে পারে—(১) হস্তান্তরকরণ (ট্রান্সফার), (২) মেয়াদকাল (পিরিয়ড), (৩) পণ (কন্‌সিডারেশান)। হস্তান্তরকরণ অর্থে বুঝিব যে লীজদত্ত স্থাবর সম্পত্তির উপর দখল এবং ভোগ লীজগ্রহীতার উপর বর্তিয়াছে, কিন্তু লীজদত্ত সম্পত্তির মালিকানা (ওনারশিপ) লীজদাতারই রহিয়াছে। 'বিক্রয়' হইতে 'লীজের' পার্থক্য এইখানেই, কোন সম্পত্তি বিক্রয় করিলে উক্ত সম্পত্তির মালিকানা এবং ভোগদখল সকলই গ্রহীতায় বর্তায়, কিন্তু লীজে লীজদত্ত স্থাবর সম্পত্তির দখল ও ভোগ গ্রহীতায় বর্তাইলেও উক্ত সম্পত্তির ওনারশিপ বা মালিকানা লীজদাতারই রহিয়া যায়। অর্থাৎ বিক্রীত সম্পত্তি ফেরৎ পাইবার কোন অধিকার বিক্রেতার থাকে না, কিন্তু লীজদত্ত সম্পত্তি নির্দিষ্ট কাল পরে ফেরত পাইবার অধিকার লীজদাতার থাকে।

মেয়াদ কাল: স্থাবর সম্পত্তি লীজ প্রদান করা হইয়া থাকে কোন নির্দিষ্ট কালের জন্য, অথবা অনির্দিষ্ট কালের জন্য (এ ক্ষেত্রে লীজগ্রহীতার জীবৎকাল পর্যন্ত ধরিতে হইবে) বা চিরকালের জন্যও (এরূপ ক্ষেত্রে সাধারণতঃ নির্দিষ্ট সময় অন্তর লীজ রিনিউ করা হইয়া থাকে) হইতে পারে, তবে লীজ কোন্ সময় হইতে কার্যকরী হইবে তাহা নির্দিষ্ট করিয়া দিতে হইবে। কোন লীজ বর্তমান কাল হইতে অথবা ভবিষ্যতের কোন নির্ধারিত তারিখ হইতে কার্যকরী হইতে পারে। যদি লীজে কোন তারিখের উল্লেখ না থাকে তবে লীজ সম্পাদনের তারিখ হইতে লীজ কার্যকরী হইয়াছে বুঝিতে হইবে।

মূল্য: মূল্য অর্থে প্রিমিয়াম এবং খাজনা উভয়ই হইতে পারে। অবশ্য কেবলমাত্র প্রিমিয়াম অথবা কেবলমাত্র খাজনাও হইতে পারে। জেরিপেশ্‌গী লীজে প্রিমিয়ামের বিনিময়ে সম্পত্তি লীজ প্রদান করা হয়। বন্ধকনামার সহিত ইহার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। টাকা ঋণ লইয়া যেমন সম্পত্তি বন্ধক রাখা হয়, তেমনি প্রিমিয়ামস্বরূপ চুক্তি অনুসারে অর্থ লইয়া সম্পত্তি ভোগের অধিকার নির্দিষ্টকালের জন্য জেরিপেশ্‌গী লীজ মাধ্যমে প্রদান করা হইয়া থাকে। সেজন্য অনেকে বলিয়া থাকেন যে বর্তমানে জেরিপেশ্‌গী লীজ মূলতঃ খাইখালাসী বন্ধকনামা, সুদ গ্রহণ আইনানুসারে নিষিদ্ধকরণের জন্য খাইখালাসী বন্ধকনামার পরিবর্তে জেরিপেশ্‌গী

লীজ করা হইয়া থাকে (ভৌমিকের রেজিস্ট্রেসন ল' দেখুন)। লীজমূলে যে খাজনা প্রদত্ত হইবে তাহা নির্দিষ্ট হওয়া আবশ্যক এবং খাজনার হার যদি লীজের মেয়াদকাল মধ্যে পরিবর্তিত হয়, তাহা হইলে সে সম্পর্কেও খোলাখুলি ভাবে লিখিতে হইবে। যদি কোন লীজে এমন চুক্তির কথা লেখা থাকে যে লীজদাতা যেমনই খাজনা ধার্য করুন না কেন তাহাই প্রদত্ত হইবে এবং লীজে কিরূপ খাজনা ইত্যাদি প্রদান করা হইবে তাহার কোন উল্লেখ না থাকে তাহা হইলে সেইরূপ লীজ আইনানুসারে কাযকরী হইবে না। অবশ্য নিষ্কর লীজ হইতে পারে।

এখন পাট্টা, প্রতিলিপি বা কাউণ্টারপার্ট, কবুলিয়ত কাহাকে বলে সে সম্পর্কে কিছু আলোচনা করিব।

পাট্টা ঃ ইহা একপ্রকার লীজ। ইহাতে লীজগ্রহীতা শর্তশূন্যে লীজদত্ত সম্পত্তি ভোগ করে।

প্রতিলিপি ঃ ইহা একপ্রকার কবুলিয়ত। লীজগ্রহীতা ইহা সম্পাদন করে। নির্ধারিত খাজনাদি প্রদান করিবার চুক্তি স্বীকার করে, সুতরাং প্রতিলিপি পূর্ব সম্পাদিত কোন লীজ-দলিলের পরিপ্রেক্ষিতে হইতে পারে, যেমন পাট্টার প্রতিলিপি হইতেছে কবুলিয়ত।

কবুলিয়ত ঃ কবুলিয়ত সেইরূপ স্বীকারোক্তিপত্র যাহাতে লেসী (লীজগ্রহীতা) নির্ধারিত খাজনা প্রদান করিতে সম্মত হয়। সুতরাং লীজগ্রহীতাই কবুলিয়ত সম্পাদন করিবে। অবশ্য যেহেতু কবুলিয়তের শর্তে লীজদাতারও সম্মতি থাকা প্রয়োজন, সেজন্য সম্পত্তি হস্তান্তর আইনের ১০৭ ধারায় নির্দেশ আছে যে লীজদাতাও কবুলিয়তে সম্পাদনস্বরূপে স্বাক্ষর করিবে। কেবলমাত্র লীজগ্রহীতা কবুলিয়ত সম্পাদন করিলে উক্ত কবুলিয়ত লীজরূপে গণ্য হইবে না. তবে দখলের প্রকৃতি প্রমাণ করিবার জন্য উক্ত কবুলিয়ত (যে কবুলিয়তে কেবলমাত্র লীজগ্রহীতা সম্পাদন করিয়াছে) আইনে গ্রাহ্য হইবে (ভৌমিকের রেজিস্ট্রেসন ল' দেখুন)।

সম্পত্তি হস্তান্তর আইনের ১০৭-ধারায় নির্দেশ আছে যে লীজমাত্রেই দাতা এবং গ্রহীতা উভয়েরই সম্পাদনস্বরূপে স্বাক্ষর থাকা প্রয়োজন, অন্যথা উহা লীজরূপে আইনে গ্রাহ্য হইবে না (পি, সি, মোঘা রচিত 'ইন্‌ডিয়ান কনভেয়্যান্সার' পুস্তকের লীজ সংক্রান্ত অধ্যায় দেখিতে পারেন), তবে কেবলমাত্র লীজদাতা বা লীজগ্রহীতা লীজ দলিল সম্পাদন করিয়া রেজিস্ট্রী করিতে পারেন। এইরূপ দলিল লীজের চুক্তিরূপে আইনে গণ্য হইবে এবং কৃষি সংক্রান্ত লীজে সম্পত্তি হস্তান্তর আইনের ১১৭-ধারা অনুসারে যে কোন একপক্ষ, দাতা বা গ্রহীতা লীজ সম্পাদন করিতে পারেন। এইরূপ কৃষিকার্য সংক্রান্ত লীজ যদিও একপক্ষ দ্বারা সম্পাদিত তথাপি লীজরূপে আইনে গ্রাহ্য হইবে (ভৌমিকের রেজিস্ট্রেসন ল' দেখুন)

আমলনামা এবং লাইসেন্সের সহিত লীজের পার্থক্য প্রণিধানযোগ্য।

আমলনামামূলে জমিদার গ্রহীতাকে সম্পত্তিতে দখল লইতে সম্মতি দেন। আর লাইসেন্সমূলে গ্রহীতাকে নির্দিষ্ট শর্তে সম্পত্তি ব্যবহার করিবার অধিকার প্রদান করা হয়। বিনা লাইসেন্সে গ্রহীতার উক্ত অধিকার বে আইনী বিবেচিত হইবে। তবে এই অধিকার ইজমেণ্ট নহে বা লাইসেন্সদত্ত সম্পত্তিতে গ্রহীতার কোন স্বত্ব সৃষ্টি হয় না, লীজে লীজদত্ত সম্পত্তির স্বত্ব হস্তান্তর হয়, কিন্তু লাইসেন্সে এইরূপ কোন স্বত্ব হস্তান্তরিত হয় না। লাইসেন্সমূলে অবশ্য অনেক সময় সম্পত্তিতে স্বত্ব সৃষ্টি হইতে দেওয়া হয়, যেমন জমি দিয়া যাইবার অনুমতি এবং পুষ্করিণীর জল ব্যবহার করিবার অনুমতি ইত্যাদি।

লাইসেন্স সাধারণতঃ উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্য নহে বা ইহা হস্তান্তরযোগ্যও নহে, সাধারণ প্রমোদ স্থানে যোগদান করিবার লাইসেন্স অবশ্য হস্তান্তরযোগ্য। যেহেতু লাইসেন্স সাধারণতঃ হস্তান্তরযোগ্য নহে সেহেতু বিপরীত কোন চুক্তি থাকিলে তাহা নিদর্শনপত্রে উল্লেখ করিয়া লিখিত হইবে। যখন শ্যামলকে একটি লাইসেন্সমূলে কোন অধিকার প্রদান করা হইয়াছে, কিন্তু শ্যামলকে প্রদত্ত লাইসেন্সমূলে অধিকার শ্যামলের কর্মচারী বা এজেন্ট ব্যবহার করিতে পারিবে না, যদি লাইসেন্সে উক্ত মর্মে স্পষ্ট কিছু লেখা না থাকে।

বিক্রয়-কোবালা, লীজ ইত্যাদি দলিলে লাইসেন্সের কোন শর্তাদি সংক্রান্ত শর্ত থাকিলে তাহার জন্য ভিন্নভাবে কোন ষ্ট্যাম্প কলম অতিরিক্ত দিতে হয় না, তবে লাইসেন্স সংক্রান্ত দলিল ভিন্নভাবে করিলে তাহাতে ষ্ট্যাম্প শিডিউলের আর্টিকেল-৫ অনুসারে ষ্ট্যাম্প মাশুল দিতে হয়। রেজিস্ট্রেশন ফিস্ আর্টিকেল [ই] অনুসারে পড়ে (পি, সি, ঘোষের পুস্তক দেখুন)।

যাহা হউক, লীজ সম্পর্কে অপরাপর জ্ঞাতব্য বিষয় নিম্নে লিখিত হইল—

চিরস্থায়ী মোকররি মৌরসি বন্দোবস্তে পুত্রপৌত্রাদিক্রমে ভোগদখলের অধিকার খাজনার কমবেশি না হইবার কথা একান্ত আবশ্যক। শুধু মৌরসি (হেরিডিটারী) বা মোকররি (ফিক্সড্ রেট) হইলে চিরস্থায়ী বলা যাইবে না। চিরস্থায়ী স্বত্বে ঐ উভয়বিধ অধিকারের সংযোগ হওয়া আবশ্যক।

কতক খাজনা অগ্রিম দিলে তাহা সেলামীরূপে বিবেচিত হইবে না এবং উক্ত অগ্রিম দেয় টাকার জন্য কোন ষ্ট্যাম্প দিতে হয় না। অর্থাৎ অগ্রিম প্রদত্ত খাজনা প্রিমিয়াম ও ফাইন হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। একটি বিচারের রায় দ্বারা বিষয়টি পরিষ্কার হইয়াছে। বাৎসরিক ১৫ টাকা খাজনায় চারি বৎসরের জন্য একখানি লীজ সম্পাদিত হইল; লীজের শর্তানুসারে চারি বৎসরের জন্য প্রদেয় খাজনা ১৫ টাকা × ৪

টাকা = ৬০ টাকা ; এখন লীজে লিখিত হইল যে প্রথমেই এককালীন ৫০ টাকা খাজনা অগ্রিম দিতে হইবে এবং চারি বৎসরান্তে দশ টাকা খাজনা প্রদানে সম্পত্তি পুনসমর্পিত হইবে। এই অগ্রিম প্রদত্ত ৫০ টাকা ফি ফাইন বা প্রিমিয়ামরূপে গণ্য করা যাইতে পারে? মাদ্রাজ হাইকোর্টের রুলিং—উক্ত পঞ্চাশ টাকা প্রিমিয়াম বা ফাইন নহে, উহা খাজনা মাত্র। সুতরাং অগ্রিম প্রদত্ত খাজনার জন্য ভিন্নভাবে কোন ষ্ট্যাম্প মাশুল দিতে হইবে না (৭ মাদ্রাজ, ২০৩, এফ্ বি,)। বিশেষ আলোচনার জন্য এম্, এন্, বাসু মহাশয়ের ইনডিয়ান্ ষ্ট্যাম্প অ্যাক্ট (পৃঃ ৩৫৩) এবং ডোনোব পুস্তকের (পৃঃ ৪৪৭) প্রযোজনীয় অংশ দেখিতে পারেন। খাজনা অগ্রিম প্রদান না করিলে যেমন বাৎসরিক খাজনার উপর ষ্ট্যাম্প মাশুল নিরূপিত হয়, এ ক্ষেত্রেও সেইরূপ ষ্ট্যাম্প দিতে হইবে।

লীজ এবং বন্ধকনামার পার্থক্যও প্রণিধানযোগ্য। বন্ধকনামার সমস্ত টাকা পরিশোধের জন্য দলিলদাতা বাধ্য, কিন্তু লীজে অর্থাৎ ভোগানুমতিপত্রে কোন নির্দিষ্টকালের জন্য সম্পত্তি ভোগ করিতে দেওয়া হয় মাত্র। যদি কোন দলিলে লিখিত থাকে "তোমায় পাঁচ বৎসরের জন্য এই সম্পত্তিটি এত টাকা পাইয়া ভোগ করিতে দিলাম এবং এই দলিল সম্পাদন দ্বারা টাকা পরিশোধের দায় হইতে অব্যাহতি পাইলাম" তাহা হইলে এইরূপ দলিল জেরিপেশগী লীজ বা একপ্রকার ভোগানুমতিপত্র বিবেচিত হইবে। খাজনা আদায় হউক বা না হউক, শস্য উৎপন্ন হউক বা না হউক, ইহার জন্য দাতার আর কোন দায় রহিল না। কিন্তু যেখানে সদখল বন্ধক দেওয়া যায় সেখানে প্রকারান্তরে মাধ সুদ সমস্ত টাকা পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত দায়িত্ব যায় না।

ষ্ট্যাম্প সিডিউলের ৩১-আর্টিকেল অনুসারে লীজের ষ্ট্যাম্প কুসুম ধার্য হয়, রেজিস্ট্রেসন ফিস আর্টিকেল-[এ] অনুসারে দিতে হয়, ফিস্ টেবল দেখুন।

পাট্টা ও কবুলিয়ত একত্রে দাখিল করা হইলে দুইটির জন্য রেজিস্ট্রেসন ফিস্ লইবার বৈশিষ্ট্য প্রণিধানযোগ্য, কেবলমাত্র পাট্টাখানি দাখিল করিলে যে ফিস্ ধার্য হইত, পাট্টা ও কবুলিয়ত একই সময় দাখিল করিবার জন্য তাহার অর্ধেক ফিস্ পাট্টার ক্ষেত্রে ধার্য হইবে; আর কবুলিয়তের জন্য উক্ত পাট্টায় প্রদেয় ফিস্ প্রদান করিতে হইবে; দ্বিতীয়তঃ, কৃষিকার্যের জন্য লীজ (কবুলিয়ত বা পাট্টা) দলিলের ক্ষেত্রে ষ্ট্যাম্প ডিউটি সম্পর্কে বিশেষত্ব এই যে এক বৎসরের জন্য বা একশত টাকা অপেক্ষা অধিক নহে, এইরূপ লীজে কোন ষ্ট্যাম্প দিতে হয় না। অর্থাৎ যদি দলিলমূলে কৃষিকার্যের জন্য সম্পত্তিতে প্রদত্ত লীজের মেয়াদ এক বৎসরের অধিক না হয় তবে কোন ষ্ট্যাম্প শুল্ক দিতে হয় না। কিন্তু সকল ক্ষেত্রেই রেজিস্ট্রেসন ফিস্

দিতে হইবে। এই সুবিধা ভোগ করিতে হইলে নিম্নলিখিত শর্তগুলি পালিত হওয়া আবশ্যক—যথা, চাষের জন্য সম্পত্তি লীজ দিতে হইবে; চাষীর দ্বারা লীজ সম্পাদিত হইবে এবং উক্ত লীজে ফাইন বা প্রিমিয়াম প্রদানের কোন ব্যবস্থা থাকিবে না। লীজের মেয়াদ হয় এক বৎসরের অধিক হইবে না অথবা খাজনার পরিমাণ একশত টাকার অধিক হইবে না। এখানে খাজনা অর্থে ভাগ-ফসল বা ভাগ-ফসলের মূল্যস্বরূপ প্রদেয় অর্থ বুঝিতে হইবে। ফাইন বা প্রিমিয়াম অর্থে 'অগ্রিম প্রদত্ত অর্থ' ধরিতে হইবে (রেহিরী ডেপুটী কালেক্টার বনাম ডেনমল পি. জে. ১১; ১৮৮৩ সাল। এম্. এন. বাসু—ষ্ট্যাম্প আইন, পৃঃ ৩৫৩)।

লীজ সম্পর্কে আরও আলোচনা ১৭-ধারার শেষে দ্রষ্টব্য অংশে দেখুন; সম্পত্তি হস্তান্তর আইনেও লীজ সম্পর্কে আলোচনা আছে।

মোকররি পাট্টা
(পারপিচুয়াল লীজ)

কস্য মোকররিপট্টকপত্রমিদং কার্যঞ্চাগে। জেলা ২৪ পরগণা, থানা হাস্নাবাদ সামিল কালুতলা মৌজায় আমার পৈতৃকসূত্রে প্রাপ্ত স্থাবর সম্পত্তি আছে। উক্ত সম্পত্তি হইতে নিম্নতফসিল বর্ণিত ১·২২ শতক (এক একর বাইশ শতক) জমি আপনার নিকট হইতে ১০০০ (এক হাজার) টাকা সেলামী গ্রহণে প্রতি ০·৩৩ (তেত্রিশ শতকে) ৩ (তিন) টাকা খাজনা ধার্যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিলাম। কোন কালেও উক্ত নির্ধারিত খাজনার তারতম্য করিতে পারিব না; উক্ত খাজনা ব্যতীত অপরাপর সেসাদি যাহা উক্ত সম্পত্তিতে ধার্য আছে বা ভবিষ্যতে ধায হইবে তাহাও আপনাকে দিতে হইবে। কিস্তি অনুসারে কার্য না করিলে বার্ষিক শতকরা ৫ (পাঁচ) টাকা হিসাবে কিস্তি খেলাপী সুদ দিতে বাধ্য থাকিবেন। আপনি নিম্নলিখিত কিস্তিমত খাজনা আদায় দিয়া উক্ত জমিতে জোত-আবাদ, গৃহ নির্মাণ, পুষ্করিণী খনন, বাগান-বাগিচা যথেচ্ছাক্রমে দান-বিক্রয়ের মালিক হইয়া ভোগদখল করিতে থাকুন, তাহাতে আমি বা আমার উত্তরাধিকারী, স্থলাভিষিক্ত বা আসাইনি প্রভৃতি কেহ কখনো কোন প্রকার আপত্তি করিতে পারিবে না; সরকারী কার্যের জন্য তফসিলে বর্ণিত সম্পত্তি বা তাহার কোন অংশ গৃহীত হইলে আইনানুসারে আমার অংশের ক্ষতিপূরণ পাইব এবং সেই পরিমাণে জমা কমাইয়া দিব। আমার কোন স্বত্বের দোষে বা কৃতকর্মে বা কোন ত্রুটিতে উক্ত জমিতে আপনার স্বত্ব দখলের কোন ক্ষতি হইলে আপনার নিকট ক্ষতিপূরণের জন্য দায়ী হইব; এতদর্থে কবুলতি গ্রহণে এই মোকররি পাট্টা লিখিয়া দিলাম। ইতি সন.........

তফসিল

* * *

দ্রষ্টব্য ঃ উক্ত লীজে কত হারে সুদ প্রদান করিতে হইবে তাহা লিখিত হইয়াছে ; উক্তরূপ লিখিবার জন্য ভিন্নভাবে কোন ষ্ট্যাম্প দিতে হয় না। খাজনা এবং সেলামীর যোগে ষ্ট্যাম্প ধার্য হইবে।

জেরিপেশ্গী লীজ—১

শ্রী… … .. ইত্যাদি বরাবরেষু।

লিখিতং শ্রী… … … …ইত্যাদি। কস্য জেরিপেশ্গী কবুলতিপত্রমিদং কার্যঞ্চাগে। আপনি বর্ধমান জেলাস্থিত কাটোয়া থানা ও মৌজার অন্তর্গত নিম্নতফসিল বর্ণিত তিন একর সম্পত্তি ইজারা-বিলি করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করায় আমি তৎপ্রার্থী হইয়া আপনার নিকট উপস্থিত হইলে আপনি আমার নিকট হইতে ৬০০০ (ছয় হাজার) টাকা অগ্রিম গ্রহণে নিম্নলিখিত শর্তে আমাকে তাহা বিলি করিয়া দিলেন ; নিম্নতফসিল বর্ণিত সম্পত্তি পাঁচ বৎসরের জন্য আমার ভোগদখলে থাকিবে। উক্ত সম্পত্তি আমার ভোগদখলভুক্ত থাকাকালীন সকল প্রকার মামলা মোকদ্দমা এবং তৎসংক্রান্ত সকল প্রকার খরচপত্রাদি আমিই চালাইব। (অন্যান্য প্রকার শর্তাদি প্রয়োজন অনুসারে লিখিতে হইবে।)

উপসংহারে আমি প্রতিজ্ঞাপূর্বক জ্ঞাপন করিতেছি যে আমি উল্লিখিত সমস্ত শর্তে বাধ্য থাকিয়া এই কবুলতিপত্র সম্পাদন করিয়া দিলাম ; আপনি ও অত্র কবুলিয়ত সম্পাদন করিলেন। ইহার সমস্ত শর্তে আমি ও আমার উত্তরাধিকারী ও স্থলাধিকারী-ক্রমে বাধ্য রহিলাম ও আপনি রহিলেন। ইতি - ……

তফসিল চৌহদ্দি

* * *

ভাগ কবুলতি—২

কস্য দুই-সন মেয়াদী ভাগ কবুলতিপত্রমিদং কার্যঞ্চাগে। নিম্নতফসিল বর্ণিত সম্পত্তির আপনি মালিক হইতেছেন। উক্ত সম্পত্তি আমি ভাগে চাষ আবাদ করিবার প্রার্থনা করিলে আপনি তাহাতে সম্মতি জ্ঞাপন করিয়াছেন। আগামী ………সালের………মাহা পর্যন্ত এই দুই বৎসর উক্ত সম্পত্তিতে ভাগে চাষ-আবাদ

করিব। এতদর্থে এই ভাগ কবুলতি লিখিয়া দিয়া স্বীকার ও অঙ্গীকার করিতেছি যে উক্ত সম্পত্তিতে নিজ পরিশ্রমে যে কোন ফসল উৎপন্ন করিব তাহার রকম অর্ধাংশ ফসল আপনাকে দিব ও তাহার রসীদ লইব। বিনা রসীদে অর্ধাংশ ফসল আদায় দিবার মুসমা পাইব না। বক্রী অর্ধাংশ ফসল আমি ভোগ করিব। যদি প্রতি সন উৎপন্ন ফসলের অর্ধাংশ ফসল আপনাকে আদায় না দিই, তবে তাহার মূল্যস্বরূপ বাৎসরিক কোং... ... ...টাকা আদায় দিব। সহজে আদায় না দিলে, আপনি আইনের সাহায্যে আপনার প্রাপ্য আদায় করিয়া লইবেন। জমি মজকুরা সাবেকমত বজায় রাখিয়া প্রতি সন দস্তুরমত ফসল উৎপন্ন করিয়া তাহার অর্ধাংশ আপনাকে আদায় দিয়া মেয়াদভোর চাষ-আবাদ দ্বারা ভোগদখল করিব। মেয়াদগতে বিনা নোটিশে জমির দখল ছাড়িয়া দিব। আপনি খাস দখল লইয়া যদৃচ্ছা ব্যবহার করিবেন। তাহাতে আমার ওজর-আপত্তি চলিবে না।

আরো প্রকাশ থাকে যে বপন, রোপণ, কর্ষণ সম্বন্ধে যাহা কিছু ব্যয় হইবে তাহা সমস্ত আমার, আপনার কোন দায়িত্ব নাই। আপনার প্রাপ্য ধান্য ও খড় তোলাই-ঝাড়াই করিয়া আমি স্বয়ং বা আমার লোক দ্বারা আপনার বাটীতে পৌছাইয়া দিব, অনুরূপে অপরাপর ফসল যাহা উৎপন্ন হইবে তাহার অর্ধেক আপনার বাসস্থলে যথাসময়ে পৌছাইয়া দিতে কোন ত্রুটি করিব না।

এতদর্থে সুস্থ শরীরে সরল মনে স্বেচ্ছায় অত্র দুই সনের ভাগ কবুলতি পত্র লিখিয়া দিলাম। ইতি সন... ... ...

তফসিল

* * *

ভাড়াটিয়া কবুলতি—৩

কস্য এক সনের মেয়াদে ভাড়াটিয়া কবুলতিপত্রমিদং কার্যঞ্চাগে। জেলা হুগলী, অবর-নিবন্ধক অফিস হরিপাল, থানা হরিপালের অধীন বালিয়া পরগণা মৌজে কৃষ্ণরামপুর গ্রামে নিম্নতফসিল বর্ণিত একবন্দে বাস্তু জমি মায় গৃহাদিসহ ০.০৪ (চার শতক) সম্পত্তি। এতৎ সম্পত্তি অদ্যকার তারিখে আপনাকে বিক্রয় করিয়া চিরতরে নিঃস্বত্ব ও দখলহীন হইয়াছি। এক্ষণে আমি উক্ত গৃহে বসবাস করিবার জন্য আপনার নিকট হইতে মেয়াদি ভাড়ায় বন্দোবস্ত লইবার প্রস্তাব করায় আপনি তাহাতে সম্মত হইলে পর আমি আপনার নাম বরাবর উক্ত সম্পত্তি মায় গৃহাদির বর্তমান সনের আশ্বিন মাহা হইতে আগামী ১৩৭২ সনের ভাদ্র মাহা পর্যন্ত এই এক বৎসরের

মেয়াদি ভাড়াটিয়া কবুলতি মাসিক কোং ৬ (ছয়) টাকা হিসাবে বাৎসরিক কোং ৭২ (বাহাত্তর) টাকা ভাড়ায় অত্র এক সনের মেয়াদি কবুলতি লিখিয়া দিয়া স্বীকার ও অঙ্গীকার করিতেছি যে ধার্যকৃত ভাড়ার টাকা প্রতি মাসে আপনাকে আদায় দিয়া তাহার রসীদ লইব; বিনা রসীদে ভাড়ার টাকা আদায়ের মুসমা পাইব না; যদি ভাড়ার টাকা মাসে মাসে আদায় না দিই তাহা হইলে মাসিক শতকরা... ...হারে সুদ দিব। বাটীর অবস্থার পরিবর্তনকর কোন কার্য করিব না বা দরজা জানালা প্রভৃতি কোনপ্রকারে নষ্ট করিব না। যদি আমার কৃতকর্মের জন্য বা অসতর্কতায় আপনার কোনপ্রকার ক্ষতি হয়, সেই ক্ষতি পূরণ করিতে বাধ্য থাকিলাম। বাটীর আবশ্যকীয় মেরামত আপনি করিয়া দিবেন, না দিলে আমি স্বয়ং তাহা করিয়া লইব এবং আপনার প্রাপ্য ভাড়া হইতে তাহা বাদ যাইবে।

বাটীর মিউনিসিপ্যাল ট্যাক্সআদি যাহা আমার দেয় তাহা আমি দিব, আপনার দেয় ট্যাক্স আপনি দিবেন।

মেয়াদগতে বিনা নোটিশে গৃহাদির দখল ছাড়িয়া দিব, আপনি খাস দখলে লইয়া যদৃচ্ছা ব্যবহার করিবেন; তাহাতে আমার মায় ওয় রিশানগণের কোন ওজর-আপত্তি বা দাবিদাওয়া চলিবে না, করিলে তাহা আদালতাদি সর্বস্থানে সর্বতোভাবে বাতিল ও অগ্রাহ্য হইবে, এতদর্থে আপন খুশিতে সুস্থ শরীরে অত্র মেয়াদি ভাড়াটিয়া কবুলতিপত্র লিখিয়া দিলাম। আপনি শর্ত পালনে স্বীকৃত হইয়া অত্র লীজপত্র সম্পাদন করিলেন। ইতি সন... ...তারিখ... ...।

তফসিল

* * *

লীজ—৪

(পাট্টা ও কবুলতি একত্রে)

যেহেতু আমি শ্রী... ... ...ইত্যাদি প্রথম পক্ষ এবং আমি শ্রী... ... ... ইত্যাদি দ্বিতীয় পক্ষ।

আমরা উভয়ে পরস্পরে ও একত্রে নিম্নলিখিত শর্তে আবদ্ধ রহিলাম এবং দলিলে অপ্রাসঙ্গিক, অনিয়মিত বা অর্থশূন্য বোধ না হইলে পুনরুল্লেখ স্থলে আমাদের নামের পরিবর্তে পর্যায়ক্রমে প্রথম পক্ষ ও দ্বিতীয় পক্ষ মাত্র উল্লিখিত হইবে এবং প্রথম পক্ষ ও দ্বিতীয় পক্ষ শব্দের দ্বারা উক্ত পক্ষদ্বয়ের স্থলাভিষিক্ত, উত্তরাধিকারী ও অ্যাসাইনি প্রভৃতিও বুঝাইবে।

নিম্নতফসিলে বিশেষভাবে বর্ণিত জেলা ২৪-পরগণা বারাসত টাউনে... ... ... রোডস্থ পাকা দ্বিতল ইমারত যাহার স্বত্বাধিকারী প্রথম পক্ষ, তাহা উক্ত প্রথম পক্ষ মাসিক··· ··· ···টাকা ভাড়ায় দ্বিতীয় পক্ষকে··· ··· ···বৎসরের জন্য ভাগবিলি করিলেন।

দ্বিতীয় পক্ষ প্রতি মাসের··· ··· ···তারিখে বিল লইয়া প্রথম পক্ষকে ভাড়া আদায় দিবেন। মিউনিসিপ্যাল ট্যাক্স··· ···টাকার অর্ধেক যাহা জমিদারের দেয় তাহা প্রথম পক্ষ দিবেন। প্রজার দেয় দ্বিতীয় পক্ষ দিবেন। সময়মত ভাগ আদায় না দিলে দ্বিতীয় পক্ষকে উচ্ছেদ করা হইবে।

দ্বিতীয় পক্ষ বাটী অপর কাহাকেও ভাড়া-বিলি করিতে পারিবেন কিন্তু এমন ভাড়াটিয়াকে স্থান দিবেন না যাঁহারা জটলা করিয়া প্রতিবাসীর অসন্তুষ্টি সাধন করে বা ভারত ইউনিয়নের বিপক্ষে কোন বিদ্রোহ বা তদনুরূপ কার্য করে বা করিবার প্রয়াস পায়।

দ্বিতীয় পক্ষ বাটীর দরজা-জানালা প্রভৃতি বজায় রাখিয়া বসবাস করিবেন অর্থাৎ বাটীর হানিকর কোন কায করিবেন না।

এই দলিল সম্পাদনের তারিখ হইতে চুক্তির মেয়াদ· ·বৎসর গণ্য হইবে, কিন্তু দ্বিতীয় পক্ষ যদি এই চুক্তিপত্রের সমস্ত শর্ত বজায় রাখেন তাহা হইলে তিনি সময় অন্তে আরো·········বৎসরের জন্য উক্ত বাটীতে উক্ত নিয়মাধীনে বসবাস করিতে পারিবেন। সময় গত হইলে দ্বিতীয় পক্ষ বিনা ওজরে বাটীর অধিকার ত্যাগ করিবেন, তাহাতে কোন ওজর-আপত্তি করিতে পারিবেন না।

এতদর্থে সুস্থ শরীরে আমরা উভয়পক্ষে অত্র চুক্তিপত্র সম্পাদন করিয়া দিলাম। ইতি·········

তফসিল

* * *

ফলকর কবুলিয়ত—৫

লিখিতং শ্রী... ... ...ইত্যাদি।

এই ফলকর কবুলতিপত্র সম্পাদন করিয়া স্বীকার ও অঙ্গীকার করিতেছি যে—

১। অদ্য হইতে দুই বৎসরের জন্য নিম্নতফসিল বর্ণিত বাগান ইজারা লইলাম; বার্ষিক খাজনা···········টাকা ধার্য হইল এবং দুই বৎসরের খাজনার জন্য দায়ী রহিলাম।

২। খাজনার টাকা নিম্নলিখিত কিস্তিমত আদায় দিয়া আপনার নিকট হইতে রসীদ গ্রহণ করিব। সময়মত খাজনা দিতে ক্রটি করিলে, যে খাজনা বকেয়া পড়িবে তাহার উপর বার্ষিক শতকরা...........হারে সুদ দিব।

৩। বৃক্ষাদিতে যে সকল ফল হইবে তাহার হেফাজতি ভার আমার। তলস্থ জমি বা পুষ্করিণীআদিতে আমার কোন সম্বন্ধ নাই।

৪। ফলকর বজায় রাখিতে বৃক্ষাদির শাখা-প্রশাখা যে পরিমাণে কর্তনাদি করিতে হয় তাহাই করিব, তাহার অতিরিক্ত কোন কাযের জন্য কোন বৃক্ষ শুষ্ক হইলে তাহার জন্য আমি দায়ী হইব।

৫। কোন শুষ্ক বৃক্ষ আমি কর্তন করিতে পারিব না। তবে গাছের গোড়ায় জঙ্গল হইলে তাহা পরিষ্কার করিবার ভার আমার রহিল।

৬। নির্ধারিত খাজনা ব্যতীত আপনাকে প্রতি বৎসর.........নারিকেল বোম্বাই আম ইত্যাদি দিব। যদি না দিই বা দিতে না পারি তাহা হইলে ঐ সকলের মূল্য বাবদে.........টাকা দিব। ইতি......

তফসিল

* * *

দ্রষ্টব্য ঃ উপরিলিখিত ফলকর কবুলতিপত্রখানি অনেকের মতে লীজ, কিন্তু আমরা পরিচিতি পর্যায়ে আলোচনা করিয়াছি যে কেবলমাত্র স্থাবর সম্পত্তি সম্পর্কে লীজ হইতে পারে, কিন্তু ফল যেহেতু স্থাবর সম্পত্তি নহে, সেজন্য ফলকর কবুলতি-পত্রকে লীজের অন্তর্ভুক্ত করা ঠিক হইবে না মনে হয়। নাম ফলকর কবুলতি হইলেও মূলতঃ ইহা একপ্রকার বণ্ড, ষ্ট্যাম্পও আর্টিকেল-১৫ অনুসারে দিতে হইবে। রেজিস্ট্রেসন ফিস্ আর্টিকেল-[এ] অনুসারে প্রদেয়।

কবুলতি—৬

তিন বৎসরের জন্য এই কবুলতিপত্র দেওয়া গেল, কিন্তু আমি ইচ্ছা করিলে আরো দুই বৎসরের জন্য এই সম্পত্তি নির্দিষ্ট খাজনায় ভোগ করিতে পারিব।

দ্রষ্টব্য ঃ উক্তরূপ লিখিত থাকিলেও পাঁচ বৎসরের খাজনার উপর ষ্ট্যাম্প মাশুল ধার্য হইবে না; কবুলতিদাতা আরো দুই বৎসর সম্পত্তি দখল করিবেন কি না তাহা অনিশ্চিত। সুতরাং অতিরিক্ত দুই বৎসর সম্পত্তি দখল করিবার কথা সম্ভাব্য চুক্তিমাত্র; ইহার জন্য ষ্ট্যাম্প দিতে হয় না বা অতিরিক্ত রেজিস্ট্রেসন ফিস্ও দিতে হয় না।

কবুলতি—৭
(অগ্রিম ভাড়ার)

আমি আপনার.........রোডস্থ.........নং বাটী মাসিক......টাকা হিসাবে............বৎসরের জন্য ভাড়া লইলাম। প্রতিমাসে ভাড়ার টাকা দিব এবং অন্য এক মাসের ভাড়া হিসাবে.........টাকা অগ্রিম দিলাম। শেষ মাসে অর্থাৎ যখন দুই বৎসর পূর্ণ হইবে তখন অগ্রিম প্রদত্ত টাকা পরিশোধ হইবে। এতদর্থে আমি অত্র কবুলতিপত্র সম্পাদন করিলাম; আপনিও উক্ত শর্ত স্বীকারে অত্র কবুলতিপত্র সম্পাদন করিলেন। ইতি.....

দ্রষ্টব্য ঃ অগ্রিম ভাড়ার টাকা দিবার জন্য কোনপ্রকার অতিরিক্ত ষ্ট্যাম্প মাশুল ব রেজিস্ট্রেসন ফিস্ দিতে হয় না। যেহেতু কৃষিকার্য সংক্রান্ত কবুলিয়ত নহে, সেজন্য দাতা এবং গ্রহীতা উভয়কেই সম্পাদন করিতে হইবে।

হাটের ইজারার কবুলতি—৮

লীজগ্রহীতা শ্রী... ... ...ইত্যাদি; লীজদাতা শ্রী... ... ...ইত্যাদি।

কস্য হাটের মেয়াদি ইজারা বন্দোবস্তের কবুলিয়তপত্রমিদং কার্যঞ্চাগে। জেলা... ... .অবর-নিবন্ধক অফিস... ... ...থানা ... ...এর এলাকাধীন মহাশয়ের... .. ...গ্রামে নিম্নতফসিল বর্ণিত... ... ... একর... ...শতক জমিস্থিত নামসাক... ... ...হাটের মেয়াদি বন্দোবস্তের মোহরত দেওয়ায় আমি উক্ত হাট তিন বৎসরের জন্য মেয়াদি ইজারা লওয়ার প্রার্থনা করায় আপনি আমার প্রার্থনা মঞ্জুরকরতঃ বার্ষিক... ... ...টাকা খাজনা ধার্যে তিন বৎসরের জন্য বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া আমার নিকট কবুলিয়ত তলব করায় আমি উক্ত বন্দোবস্তে স্বীকৃত হইয়া অত্র ইজারা কবুলিয়ত লিখিয়া দিয়া অঙ্গীকার করিতেছি যে ইহার কোন নিয়ম ভঙ্গ করিলে মহাশয় হাট মজকুর খাসদখল লইতে পারিবেন।

নিয়ম

১। হাটের বার্ষিক খাজনা... ...টাকা সাব্যস্ত হইল; ইহার কম-বেশির ওজর-আপত্তি তুলিতে পারিব না।

২। খাজনা ভিন্ন পথকর ও পাবলিক ওয়ার্ক-সেস যাহা আইনসঙ্গতরূপে প্রচলিত আছে তাহা দিব।

৩। খাজনা তিনটি সমান কিস্তিতে আদায় দিব, ত্রুটি করিলে টাকাপ্রতি প্রতি-মাসের জন্য... ...পয়সা হিসাবে সুদ দিব।

৪। হাটস্থিত জমিতে পুষ্করিণী খনন, ইমারত প্রস্তুত বা অন্য কোনপ্রকারে তাহার বর্তমান অবস্থার কোন পরিবর্তন করিতে পারিব না।

৫। ইজারার স্বত্ব কোনপ্রকারে হস্তান্তর করিতে পারিব না এবং সীমানা সরহদ্দ বজায় রাখিব।

৬। ক্রেতা বিক্রেতার নিকট হইতে অবধারিত হার অনুসারে কর আদায় করিব এবং তাহাদের প্রতি যাহাতে কোনপ্রকার অত্যাচার উৎপীড়ন না হয় তৎপ্রতি সর্বদা দৃষ্টি রাখিব।

৭। যে সকল চালা, ঘর ইত্যাদি বর্তমান আছে তাহার যথাবিহিত সংস্কারকার্য করিব।

৮। হাট দস্তুরমত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিব। কোথাও কোনপ্রকার ময়লা-আবর্জনা রাখিব না।

৯। এই কবুলতির কোন শর্ত পালন করিতে ত্রুটি করিলে মহাশয় হাট খাসদখল লইতে পারিবেন। প্রকাশ থাকে যে, আমরা উভয়ে ও আমাদিগের উত্তরাধিকারী ও স্থলাভিষিক্তগণ উপরোক্ত শর্তসমূহে বাধ্য থাকিলাম ও থাকিবে। এতদর্থে অত্র ইজারা কবুলিয়ত আমরা উভয়পক্ষই সম্পাদন করিলাম। ইতি··· ... ...

হাটের জমির তফসিল চৌহদ্দি

* * *

দ্রষ্টব্য ঃ কবুলিয়তদাতা এবং কবুলিয়তগ্রহীতাকে একযোগে আপন আপন নাম সহিকরতঃ সম্পাদন করিতে হইবে। কারণ ইহা কৃষিকার্য সংক্রান্ত লীজ নহে; কৃষিকার্য সংক্রান্ত লীজ কেবলমাত্র দাতা সম্পাদন করিলেই চলে; সম্পত্তি হস্তান্তর আইনের ১০৭-ধারায় এইরূপ ব্যবস্থা নির্দেশিত হইয়াছে। পরিচিতি পর্যায় দেখুন।

বাজারে বসতি প্রজার কবুলতি—৯

আমি মহাশয়ের············বাজারের নিম্নলিখিত চৌহদ্দিভুক্ত·········মাপের············বর্গ হাত জমিতে অস্থায়ী গৃহ নির্মাণ করিয়া স্বেচ্ছাধীন প্রজাস্বরূপ বসবাসের জন্য প্রজাশ্রেণীভুক্ত হইয়া স্বেচ্ছাক্রমে এই কবুলতি লিখিয়া দিয়া অঙ্গীকার করিতেছি—

১। চৌহদ্দিভুক্ত জমির জন্য মোট বার্ষিক খাজনা·········টাকা তিন কিস্তিতে প্রতিকিস্তি·········টাকা হিসাবে দিব। কিস্তি খেলাপ করিলে খেলাপি টাকার উপর প্রতিমাসে···············পয়সা হিসাবে সুদ দিব। খাজনার টাকা ব্যতীত রোড-সেস ইত্যাদি যে সকল কর প্রচলিত আছে তাহা বিনা আপত্তিতে আদায় দিব।

২। উক্ত জমিতে দোকান-ঘর নির্মাণ করিয়া বাস করিব। ভাড়া বিলি বা অন্য কোনপ্রকারে হস্তান্তর করিবার ক্ষমতা আমার রহিল না।

৩। উক্ত জমি মহাশয়ের যে কোন সময়ে আবশ্যক হইলে আমাকে একমাস পূর্বে নোটিশ দিলে আমি বিনা ওজর-আপত্তিতে উঠিয়া যাইতে বাধ্য রহিলাম। আমি উক্ত এক মাস সময় মধ্যে ঘর-দরজা, মালমসলা উঠাইয়া লইব অথবা মহাশয় ইচ্ছা করিলে উপযুক্ত মূল্য দিয়া তাহা গ্রহণ করিতে পারিবেন।

৪। বাজারের উন্নতিকল্পে মহাশয় যে সমস্ত নিয়ম করিবেন তাহা আমি পালন করিতে বাধ্য রহিলাম।

৫। আমি বাজারের অন্যান্য বসতি দোকানদারের বা অন্য লোকের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, স্বাস্থ্য বা ধর্মের ব্যাঘাতজনক কোন ব্যবসা করিতে পারিব না।

৬। আমি আমার তৈয়ারী দোকানঘর কাহারো নিকট ভাড়ায় খাটাইতে পারিব না এবং উক্ত ঘর ও জমি কাহারো নিকট কোনপ্রকারে দায়াবদ্ধ বা হস্তান্তর করিতে পা[illegible] না। দায়াবদ্ধ বা হস্তান্তর করিলেও তাহা বাতিল ও অগ্রাহ্য হইবে।

৭। উপরোক্ত কোন শর্ত ভঙ্গ করিলে মহাশয় আমাকে যে কোন সময়ে উঠিয়া যাইতে বাধ্য করিবেন। তাহাতে আমার কোনপ্রকার ওজর-আপত্তি গ্রাহ্য হইবে না। এতদর্থে আমরা উভয়ে অত্র কবুলতিপত্র সম্পাদন করিয়া দিলাম। ইতি সন…… ..

দ্রষ্টব্য ঃ যেহেতু উপরোক্ত লীজ কৃষিকার্য সম্পর্কিত নহে সেজন্য লীজদাতা এবং লীজগ্রহীতা উভয় পক্ষকেই সম্পাদন করিতে হইবে।

ফেরিঘাটের কবুলতি—১০

মহামহিম পশ্চিমবঙ্গ সরকারের রাজ্যপাল

মহাশয় বরাবরেষু… ….. .. .. ।

লিখিতং শ্রী… … … …ইত্যাদি। জেলা বর্ধমানের অন্তর্গত… …থানার স্বনামখ্যাত… … …গুজারঘাট দুই বৎসরের মেয়াদি বন্দোবস্ত করিয়া লইয়া লিখিয়া দিতেছি যে নিম্নলিখিত শর্ত অনুসারে বার্ষিক নির্দিষ্ট কর… … …টাকা নিম্নলিখিত কিস্তিতে সরকার বাহাদুরে কিস্তি আদায় দিয়া দাখিলা লইব। ত্রুটি করিলে আইনানুসারে দণ্ডিত হইব। এই কবুলতি লিখিত নিয়মানুসারে আমরা পরস্পর একত্রে এবং পৃথকভাবে ওয়ারিশান ও স্থলাভিষিক্তগণক্রমে বাধ্য রহিলাম।

ঘাটের উভয় পারে ছাউনি করিয়া দিব; দিবারাত্র মনুষ্য ও পশু পারাপারের জন্য লোক মোতায়েন রাখিব। পারাপারের জন্য চারিখানি মজবুত নৌকা রাখিব এবং তাহার উপযুক্ত পাটাতন করিব।

লোকজনের নৌকায় উঠিবার সুবিধার জন্য উভয় পারে নিজ ব্যয়ে ঘাট বাঁধিয়া দিব। যে নৌকায় যেরূপ বোঝাই লইবার আদেশ দিবেন সেইমত বোঝাই লইব। আমাদের ত্রুটিতে অতিরিক্ত মাল বোঝাই করিবার জন্য বা অন্য কোন কারণে নৌকাডুবি হইলে তাহার জন্য সম্পূর্ণ দায়ী হইব।

কোন সরকারী কর্মচারী বা মাল পারাপারের জন্য কোন মজুরী পাইব না, সরকারী ডাক যথাসময়ে পার করিব, কোন ত্রুটি হইলে তাহার জবাবদিহি করিবার দায়িত্ব আমাদের রহিল।

সাধারণের নিকট হইতে পারাপারের জন্য নিম্নলিখিত হার অনুযায়ী কর আদায় করিব, তাহার অতিরিক্ত কিছু লইতে পারিব না।

কর আদায়ের হার

প্রতিটি মানুষ পিছু··· ·· · পয়সা।

গো-মহিষাদি প্রত্যেকটি··· ·· ···পয়সা।

রিক্সা, সাইকেল ইত্যাদি প্রত্যেকটি·· ··· ·পয়সা।

ট্রাক, মোটর ইত্যাদি প্রত্যেকটি··· ··· ···টাকা।

মাল প্রতি মণ... ... ...পয়সা।

দ্রষ্টব্য: কৃষিকার্য সম্পর্কিত কবুলিয়ত নহে বলিয়া উভয়পক্ষই সম্পাদন করিবেন।

জলকরের কবুলতি—১১

কস্য জলকরের মেয়াদি জমা বন্দোবস্তপত্রমিদং কার্যঞ্চাগে। অনুগ্রহপূর্বক আপনি আমাকে নিম্নলিখিত জলকরের ইজারা বন্দোবস্ত করিয়া দিতে স্বীকৃত হওয়ায় আমি নিম্নলিখিত নিয়মে তিন বৎসরের জন্য ইজারা বন্দোবস্ত করিয়া লইয়া উত্তরাধিকারী ও স্থলাভিষিক্তক্রমে আবদ্ধ রহিলাম। অর্থাৎ প্রতি বর্ষে বার্ষিক... ...টাকা খাজনা নিম্নলিখিত কিস্তিবন্দিমত আদায় দিব এবং ইহা ব্যতীত পথকর ও পাবলিক ওয়ার্কস কর যাহা প্রচলিত এবং ভবিষ্যতে যে সকল নূতন কর প্রবর্তিত হইবে তাহা বিনা ওজরে আদায় দিব। কিস্তি অনুসারে খাজনা দিতে ত্রুটি করিলে কিস্তি খেলাপি টাকার উপর বার্ষিক শতকরা... ...টাকা হিসাবে সুদ দিব।

খাজনা আদায়ের ক্ষেত্রে হাজা, শুকা, মৎস্য অজন্মা, বালিভরাটি ইত্যাদি কোন ওজর-আপত্তি করিলে তাহা গ্রাহ্য হইবে না।

জলকরে নৌকা ইত্যাদি গমনাগমনের কোন ব্যাঘাত যাহাতে না জন্মায় তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিয়া মৎস্য শিকার করিব। জলকরের তলস্থ ভূমির সহিত আমার কোন সংস্রব থাকিবে না। সর্বসাধারণের জল ব্যবহারে কোন আপত্তি করিব না।

কিস্তিবন্দির টাকা আদায় দিবার পূর্বে যদি মৎস্য ধরিবার সময় উপস্থিত হয় তাহা হইলে প্রথমে কিস্তির খাজনা আদায় দিয়া তবে মৎস্য ধরিব। যদি খাজনা না দিই তবে মহাশয় আমার কাযে বাধা দিবেন বা আমি যে মৎস্য ধরিব তাহা আটক ও বিক্রয় করিয়া আপনার প্রাপ্য খাজনা আদায় করিয়া লইবেন।

ইজারার কাল উত্তীর্ণ হইলে যে সকল মৎস্য জলে থাকিবে তাহার সহিত আমার কোন সংস্রব থাকিবে না। যদি অন্যথা করি তাহা হইলে আপনাকে ক্ষতিপূরণ করিতে বাধ্য রহিলাম। এই কবুলতির কোন শর্ত প্রতিপালন করিতে অন্যথা করিলে আপনি বিনা নোটিশে খাসদখল লইতে পারিবেন।

লাইসেন্স

পরিচিতি ঃ লীজ দলিলের পরিচিতি অংশে লীজের সঙ্গে লাইসেন্সের পার্থক্য সম্পর্কে আলোচনা করা হইয়াছে। এখন লাইসেন্স সম্পর্কে আলোচনা করিব।

ভারতীয় ইজমেণ্ট আইনের ৫২-ধারায় লাইসেন্স সম্পর্কে বিবরণ আছে। যখন কোন ব্যক্তি অপর এক বা একাধিক ব্যক্তিকে প্রথম ব্যক্তির স্থাবর সম্পত্তিতে কোন কিছু করিবার অধিকার প্রদান করে এবং যে অধিকার প্রদান না করিলে দ্বিতীয় ব্যক্তির উক্ত সম্পত্তিতে কোন কিছু করা অবৈধ হইত এবং যে অধিকার কোনপ্রকার ইজমেণ্ট নয় অথবা উক্ত সম্পত্তিতে কোন অধিকার নয় সেই প্রকার কোন কিছু করিবার অধিকারকে লাইসেন্স বলে।

লাইসেন্সের বৈশিষ্ট্যগুলি নিম্নলিখিত রূপ—

(১) লাইসেন্স দ্বারা স্থাবর সম্পত্তির কোনপ্রকার অধিকার হস্তান্তর হয় না।

(২) লাইসেন্স কোন ব্যক্তিকে বিশেষ স্থাবর সম্পত্তি ব্যবহারের অনুমতি প্রদান করে মাত্র। লাইসেন্সদাতা অর্থাৎ গ্রান্টর ইচ্ছামত লাইসেন্স রিভোক বা নাকচ করিতে পারেন।

(৩) লাইসেন্স অবৈধ কাজকে বৈধতা দান করে।

(৪) ইহা হস্তান্তরযোগ্য নহে এবং ইহা ওয়ারিশ সূত্রে লাভ করা যায় না।

(৫) লাইসেন্স দ্বারা কোন স্থাবর সম্পত্তিতে কোন কিছু করিবার অধিকার প্রদান করা হয়।

লাইসেন্স মৌখিক অথবা লিখিতভাবে প্রদান করা যাইতে পারে।

ভারতীয় ইজমেণ্ট আইনের ৫৪-ধারায় লিখিত আছে যে, লাইসেন্স প্রকাশিত বা অপ্রকাশিতভাবে (এক্সপ্রেস বা ইমপ্লায়েড) হইতে পারে। ইজমেণ্ট আইনের ৫৪-ধারায় আনুষঙ্গিক বা অ্যাক্সেসরী লাইসেন্সের কথা বলা আছে। লাইসেন্সমূলে যে

অধিকার প্রদান করা হয় সেই অধিকার ভোগের জন্য যে সকল অধিকার ভোগ স্বাভাবিকভাবে আসিয়া পড়ে সেই অধিকার বা অধিকার সমষ্টিকে অ্যাক্সেসরী লাইসেন্স বলে।

সাধারণতঃ লাইসেন্স হস্তান্তরযোগ্য নহে। চুক্তির শর্ত সাপেক্ষে লাইসেন্সকারী লাইসেন্স নাকচ করিতে পারেন। আর্টিকেল-৫ অনুসারে ষ্ট্যাম্প মাশুল দিতে হইবে। রেজিস্ট্রেসন ফিস আর্টিকেল [ই] অনুসারে প্রদেয়।

লাইসেন্স সম্পর্কে আরও আলোচনা ১৭ ধারার শেষ দ্রষ্টব্য অংশে দেখুন।

অনুমতিপত্র

প্রথম পক্ষঃ শ্রী.. ... ... পিতা... ... ...নিবাস. ...জাতি ... ...পেশা... . . ..।

দ্বিতীয় পক্ষঃ শ্রী... ... ...পিতা... ... নিবাস. . .জাতি ... ...পেশা... ... ...।

আমি প্রথম পক্ষ এতদ্বারা স্বীকার করিতেছি যে নিম্ন তফসিলে বর্ণিত কূপ হইতে অত্র দলিল সম্পাদনের তারিখ হইতে এক বৎসরের জন্য আপনি দ্বিতীয় পক্ষ, আপনার পার্শ্ববর্তী জমিতে জলসেচের নিমিত্ত নিম্নের শর্তাবলী সাপেক্ষে জল গ্রহণ করিতে পারিবেন।

শর্তাবলী : (১) দ্বিতীয় পক্ষ প্রথম পক্ষতে যে মূল্য দিবে তাহার উল্লেখ থাকিতে পারে, (২) প্রত্যহ কোন্ কোন্ সময়ে জল ব্যবহার করা যাইবে তাহার উল্লেখ থাকিতে পারে, (৩) কিরূপ পরিস্থিতিতে অনুমতিপত্র নাকচ হইতে পারে ইত্যাদি বিষয়ের উল্লেখ থাকিতে পারে।

প্রথম পক্ষের স্বাক্ষর··· ··· ·· ···

দ্বিতীয় পক্ষের স্বাক্ষর··· ·· ·· ···

তফসিল

* * *

নিরূপণপত্র

(সেটেলমেণ্ট)

পরিচিতি : সেটেলমেণ্টে রেজিস্ট্রেসন ফিস্ আর্টিকেল-[এ] অনুসারে দিতে হয়। ষ্ট্যাম্প আইনের অন্তর্গত সিডিউল ১ (এ)-র ৫৮-আর্টিকেলমূলে ষ্ট্যাম্প মাশুল দিতে হয়। ষ্ট্যাম্প আইনের-২-ধারায় (২৪) নং-এ নিরূপণপত্রের সংজ্ঞা প্রদান করা আছে। এই প্রকার দলিলে লিখিতভাবে স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তির নিরূপণ করা

হয়। উইলের সহিত নিরূপণপত্রের পার্থক্য এই যে উইল কার্যকরী হয় উইলদাতার মৃত্যুব পর, নিরূপণপত্র কার্যকরী হয় নিরূপণপত্র সম্পাদনের অব্যবহিত পর হইতেই। নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্পর্কে নিরূপণপত্র রচিত হয়—(ক) বিবাহের যৌতুকাদি সম্পর্কে; (খ) নিরূপণপত্রদাতার সংসারের ব্যক্তিদের মধ্যে নিরূপণপত্রদাতার দ্বারা সম্পত্তি বিভাগ-বণ্টন সম্পর্কে (পারিবারিক নিরূপণপত্র, ইহা কিন্তু পূর্বে লিখিত পারিবারিক বন্দোবস্তপত্র হইতে পৃথক) অথবা যে সকল ব্যক্তির মধ্যে নিরূপণপত্র-দাতা তাঁহার সম্পত্তি বণ্টন করিতে চান সেই সম্পর্কে অথবা নিরূপণপত্রদাতার উপর নির্ভরশীল এমন কোন ব্যক্তির জন্য সম্পত্তির ব্যবস্থা সম্পর্কে অথবা (গ) ধর্মার্থে বা পরোপকারার্থে উৎসর্গীকৃত সম্পত্তি সম্পর্কে। উক্ত বিষয়গুলি সম্পর্কিত কোন একরার নামাও নিরূপণপত্ররূপে গণ্য হইবে। কোন ট্রাস্ট দলিলেও উপরোক্ত শর্তাদির কোন একটি থাকিলে তাহাও নিরূপণপত্ররূপে গণ্য হইবে।

জীবনস্বত্বে নিরূপণপত্রে স্পষ্ট লিখিত থাকিবে যে ভরণপোষণের শর্তে সম্পত্তি প্রদত্ত হইতেছে, ও. দাতার সমস্ত সম্পত্তি এই উদ্দেশ্যে নিরূপণ করা যায় না। কোন হিন্দু বিধবা তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি একজন আত্মীয়কে সমর্পণ করেন, শর্ত ছিল এই যে, সেই আত্মীয় বিধবার প্রতিপালনের ভার লইবেন—ইহা দানপত্ররূপে সাব্যস্ত হইয়াছে। কোন সম্পত্তি একজনকে তাহাব জীবিতকাল পর্যন্ত দান করিয়া যদি লেখা হয় যে গ্রহীতাব মৃত্যুর পর আবার তাহা দাতার এস্টেটভুক্ত হইবে তবে তাহা নিরূপণপত্র হিসাবে বিবেচিত হইবে।

নিরূপণপত্র রহিত করা যায়, তবে সাধারণতঃ সম্পত্তিতে দখল পাইবার পূর্বে এই রহিতকরণ কায সম্পন্ন করিতে হয়।

নিরূপণপত্র—১

(জীবনস্বত্বে)

কস্য জীবনস্বত্বে নিরূপণপত্রমিদং কার্যঞ্চাগে। জেলা পশ্চিম দিনাজপুর, অবর-নিবন্ধক অফিস ও থানা ইসলামপুরের অন্তর্গত বালিয়া পরগণা মৌজে মেটেখাল গ্রামে এক দাগে পুকুর মায় সজল, স্থল, পাহার, বাঁশ ও সবৃক্ষাদির অংশসহ ০·৭৫ শতক জমি যাহা আমি খরিদমূলে প্রাপ্ত হইয়া উহাতে ভোগদখলে কায়েম আছি। আপনি দলিলগ্রহীতা আমার পিসিমা হইতেছেন, আপনি আমাকে যথেষ্ট স্নেহ করেন, আপনার ভরণপোষণের যাহাতে কিঞ্চিত সুব্যবস্থা হয় সেজন্য কিছু ব্যবস্থা করা ন্যায়তঃ ধর্মতঃ কর্তব্য বিবেচনা করিয়া আমার খরিদা উক্ত সম্পত্তি আপনাকে অদ্য তারিখে আপনার জীবনস্বত্বে বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া আপনার নাম বরাবর অত্র

জীবনস্বত্বের নিরূপণপত্র লিখিয়া দিয়া স্বীকার ও অঙ্গীকার করিতেছি যে আপনি যতদিন জীবিত থাকিবেন ততদিন ঐ সম্পত্তি দান-বিক্রয় ইত্যাদি সর্বপ্রকার হস্তান্তরকরণাদির ক্ষমতা রহিতে কেবলমাত্র আপনি আপনার জীবনাবধি নিম্নতফসিল বর্ণিত সম্পত্তির আয়উপস্বত্ব ভোগ করিবেন। তাহাতে আমার মায় ওয়ারিশান ও স্থলাভিষিক্তগণের কোন ওজর-আপত্তি চলিবে না, ওজর-আপত্তি করিলেও অত্র দলিলমূলে তাহা সর্বস্থানে সর্বতোভাবে বাতিল ও অগ্রাহ্য হইবে। আপনার মৃত্যুর পর নিম্নতফসিল বর্ণিত সম্পত্তি পুনরায় আমার এস্টেট ভুক্ত হইবে; তাহাতে আপনার ওয়ারিশান বা আপনার স্থলাভিষিক্তগণের কোনপ্রকার ওজর-আপত্তি ইত্যাদি চলিবে না। আর প্রকাশ থাকে যে অত্র সম্পত্তির খাজনা আমি নিজ হইতে সরকার বাহাদুর বরাবর আদায় দিব। এই সম্পত্তি সম্পূর্ণ নির্দায় ও নির্দোষ অবস্থায় আছে। অত্র বন্দোবস্তকৃত সম্পত্তির আনুমানিক বর্তমান বাজার মূল্য ৬০০০ টাকা। এতদর্থে সুস্থ শরীরে, সরল অন্তঃকরণে, স্বেচ্ছায় অত্র জীবনস্বত্বের নিরূপণপত্র লিখিয়া দিলাম। ইতি সন... ... ...

তফসিল চৌহদ্দি

* * *

দ্রষ্টব্য ঃ কোন নোটিশ দিতে হইবে না।

নিরূপণপত্র—২

কস্য জীবনস্বত্বের নিরূপণপত্রমিদং কার্যঞ্চাগে। আমার বয়স ৫৫ বৎসর হইবে। আমার পত্নী ও একমাত্র বিবাহিতা কন্যা আছে। আমার দুর্ভাগ্যক্রমে আমার একমাত্র পুত্র আরসাদ আলী অকালে পরলোক গমন করিয়াছে, তুমি উক্ত আরসাদ আলীর পত্নী অর্থাৎ আমার বিধবা পুত্রবধূ হইতেছ। তোমার কোন সন্তানসন্ততি নাই; তুমি আমার বাটীতে আমার আশ্রয়ে থাকিয়া এ যাবৎ তোমার বৈধব্য জীবন যাপন করিয়া আসিতেছ এবং ঐ ভাবে আমার বাটীতে থাকিয়া জীবন অতিবাহিত করিতে মনঃস্থ করিয়াছ। আমার জীবিতকাল পর্যন্ত তোমার গ্রাসাচ্ছাদনাদির কোন অসুবিধা হইবে না, কিন্তু আমার ইহলোকান্তে যাহাতে তোমার জীবিকা নির্বাহের ও বসবাসের কোন অসুবিধা না হয় তাহার সুব্যবস্থা করা আমার কর্তব্য; সেহেতু আমি আমার স্বত্বদখলি স্বনাম-বেনাম খরিদা প্রাপ্ত পৈতৃক সম্পত্তির মধ্যে জেলা... ... ... অবর-নিবন্ধক... ... ...থানা... ... ...এর অন্তর্গত মৌজে... ...গ্রামে নিম্নের তফসিলে বিশেষভাবে বর্ণিত চৌহদ্দিস্থিত পাঁচ বন্দে শালি-সুনা বাস্তু ও ডোবা

পুষ্করিণীর অংশ সজলস্থল মায় সবৃক্ষাদি... ...শত সম্পত্তি মায় বাস্তুস্থিত একখানি কাঁচা ঘর সমেত যাহার মূল্য কোং... ...হাজার টাকা হইবে—অতঃ সম্পত্তিসকল তোমাকে আজীবন জীবনস্বত্বে ভোগদখলের অধিকার দিয়া এতদ্দ্বারা স্বীকার করিতেছি যে যদ্যপি তুমি নিকাহাদি না করিয়া আমার বাটীতে অদ্যাবধি যে ভাবে বৈধব্য জীবন যাপন করিতেছ তদ্রূপভাবে তোমার স্বামীর মর্যাদা রক্ষা করিয়া আমার বাটীতে অবস্থানপূর্বক তোমার পবিত্র বৈধব্য জীবন যাপন কর তাহা হইলে তুমি উপরোক্ত সম্পত্তিসকল আজীবন জীবনস্বত্বে ভোগদখল করিবে ও খাজনাপত্রাদি সরকারে আদায় দিবে ; তাহাতে তোমার জীবনস্বত্বে প্রাপ্ত সম্পত্তির উপর আমার বা আমার ওয়ারিশান বা স্থলাভিষিক্তগণের কাহারো কোনপ্রকার দাবিদাওয়া চলিবে না। উক্ত সম্পত্তি কাহারো নিকট কোনপ্রকার দায়সংযোগ বা হস্তান্তরাদি করিতে পারিবে না, দায়সংযোগ বা হস্তান্তরাদি করিলেও তাহা সর্বতোভাবে বাতিল ও অগ্রাহ্য হইবে। কিন্তু যদ্যপি অবস্থাগতিকে তুমি দ্বিতীয় নিকাহ কর অথবা আমার বাটিতে না থাকিয়া তোমার পিত্রালয়ে বা অন্যত্র বসবাস কর তাহা হইলে উক্ত সম্পত্তি হইতে তুমি বঞ্চিত হইবে এবং ঐ প্রকার অবস্থায় উক্ত সম্পত্তিসকল আমার বা আমার ওয়ারিশান বা স্থলাভিষিক্তগণের স্বত্বাধিকারে আসিবে। উপরোক্ত শর্তগুলি যথারীতি পালন করিয়া তফসিল বর্ণিত সম্পত্তিসকল আজীবন জীবনস্বত্বে ভোগদখল করিবে। তোমার জীবনান্তে উক্ত সম্পত্তিসকল আমার বা আমার ওয়ারিশান বা স্থলাভিষিক্তগণেব কাহারো কোনপ্রকার দাবিদাওয়া চলিবে না। উপরোক্ত সম্পত্তিসকল সম্পূর্ণ নির্দায় ও নির্দোষ অবস্থায় আছে। এতদর্থে আমি তফসিলোক্ত সম্পত্তিসকল তোমাকে জীবনস্বত্বে ভোগদখলের অধিকার দিয়া আপন খুশিতে সুস্থ শরীরে স্বেচ্ছায় সাক্ষিগণের সাক্ষাতে অত্র নিরূপণপত্র সম্পাদন করিয়া দিলাম। ইতি সন... ... ...

তফসিল

* * *

দ্রষ্টব্য ঃ নোটিশ দিতে হইবে ; নানাবিধ শর্ত সাপেক্ষে সম্পত্তি বন্দোবস্ত করা হইলেও উহার জন্য ভিন্নভাবে কোন ষ্ট্যাম্প মাশুল দিতে হয় না।

নিরূপণপত্র—৩

কস্য নিরূপণপত্রমিদং কার্যঞ্চাগে। আমার পুত্র শ্রী... ... ...এর সহিত তোমার শুভ বিবাহ হইয়াছে ; তুমি আমার পুত্রবধূ হইতেছ ; সেজন্য বিবাহের

যৌতুকস্বরূপে নিরূপণপত্র দ্বারা নিম্নলিখিত তফসিল বর্ণিত স্থাবর, অস্থাবর সম্পত্তি তোমায় সমর্পণ করিলাম। তুমি অদ্য হইতে উক্ত সম্পত্তিতে আমার সত্বে স্বত্ববান হইয়া সন্তানাদি ওয়ারিশানগণক্রমে পরম সুখে ভোগদখল করিতে থাক, তাহাতে আমি মায ওয়ারিশান ও স্থলাভিষিক্তগণক্রমে কোনপ্রকার আপত্তি করিতে পারিব না, আপত্তি করিলেও তাহা সম্পূর্ণরূপে অগ্রাহ্য হইবে।

তফসিল

* * *

নিরূপণপত্র—৪

তুমি আমার পিসতুতো ভাই হইতেছ; আমার পিসিমা, পিসেমহাশয়ের মৃত্যুর পর আমার অন্নে প্রতিপালিত হইয়া বিদ্যাশিক্ষা লাভ করিতেছ। তোমার স্বভাব-চরিত্র প্রশংসনীয়; আমার প্রতি তোমার শ্রদ্ধা ও অনুরক্তি প্রগাঢ়; ভবিষ্যতে তোমার জীবনযাত্রা নির্বাহে যাহাতে কোনরূপ অসুবিধা না হয় এই উদ্দেশ্যে নিম্নতফসিল বর্ণিত আমার স্থাবর সম্পত্তি হইতে সামান্য অংশ তোমায় দিলাম। তুমি উক্ত সম্পত্তিতে আমারে স্বত্বে স্বত্ববান হইয়া পুত্র-পৌত্রাদি ওয়ারিশান ও স্থলাভিষিক্ত-গণক্রমে মালিক হইলে। উহাতে আমার যে স্বত্ব বা অধিকার ছিল তাহা অদ্য হইতে বিলুপ্ত হইয়া তোমাতে বর্তিল। এতদর্থে সুস্থ শরীরে সরল মনে স্বেচ্ছায় নিরূপণপত্র লিখিয়া দিলাম। ইতি... ... ...

তফসিল

* * *

নিরূপণপত্র—৫

শ্রীশ্রী৺... ... ...সেবায়েত... ... ...শ্রীচরণ-কমলেষু... ... ...লিখিতং শ্রী... ...। আমি নিম্নতফসিল বর্ণিত সম্পত্তির মালিক হইতেছি। ধর্মার্থে আমার বিষয়-সম্পত্তির কিছু অংশ নিবেদন করিবার অভিপ্রায়ে নিম্নতফসিল বর্ণিত সম্পত্তি... ...দেবীকে অর্পণ করিলাম। অদ্য হইতে উহাতে আমার স্বত্বাধিকার লোপ পাইয়া উক্ত দেবীর এস্টেটের অন্তর্গত হইল। আপনি উক্ত দেবীর সেবায়েত মহারাজ হইতেছেন; দেবীর অন্যান্য সম্পত্তি যেভাবে তত্ত্বাবধান করিয়া দেবীর সেবাদি কার্য নির্বাহ করিয়া থাকেন আমার দ্বারা অর্পিত সম্পত্তিরও তদ্রূপ করিবেন। আমি, আমার ওয়ারিশ বা উত্তরাধিকারী কেহ কখনো উক্ত

সম্পত্তিতে কোনপ্রকার দাবিদাওয়া করিতে পারিব না, দাবিদাওয়া করিলেও তাহা সম্পূর্ণরূপে অগ্রাহ্য হইবে। ইতি···

তফসিল

* *

নিরূপণপত্র—৬

জলপাইগুড়ি জেলা স্কুলবোর্ডের সম্পাদক মহাশয়

বরাবরেষু—

লিখিতং শ্রী··· ··· ··· ···

আমাদের·········গ্রামে যে প্রাথমিক বিদ্যালয়টি আছে তাহা স্থানাভাবে অবলুপ্ত হইবার অবস্থায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে। গ্রামস্থ পঞ্চজন আমায় অনুরোধ করায় নিম্নতফসিল বর্ণিত ০·৬৬ শতক সম্পত্তি এই নিরূপণপত্র দ্বারা বিদ্যালয়টির মঙ্গলার্থে অর্পণ করিলাম। আপনি স্থলাভিষিক্তক্রমে উক্ত জমিতে ইমারতাদি নির্মাণ করাইয়া উক্ত কার্যের জন্য ব্যবহার করিবেন। আমার বা আমার ওয়ারিশানদিগের উক্ত সম্পত্তিতে আর কোনপ্রকার দাবিদাওয়া রহিল না। তবে উল্লেখ রহিল যে ভবিষ্যতে কোন কারণে উক্ত বিদ্যালয় উঠিয়া যাইলে উক্ত সম্পত্তি আমার এস্টেটভুক্ত হইবে। প্রতিষ্ঠানের যে গৃহ ইত্যাদি থাকিবে তাহা আপনি স্থলাভিষিক্তক্রমে ভাঙ্গিয়া লইতে পারিবেন ; তাহাতে আমি মায় ওয়ারিশান কোন আপত্তি করিব না ; আপত্তি করিলেও তাহা কোনক্রমে বলবৎ হইবে না। এতদর্থে স্বচ্ছন্দ মনে সুস্থ দেহে এই নিরূপণপত্র লিখিয়া দিলাম। ইতি······ সন······

তফসিল

* * *

নিরূপণপত্র—৭

(পারিবারিক)

গ্রহীতা—(১) শ্রী··· ··· ··· ···ইত্যাদি ; (২) শ্রী··· ··· ···ইত্যাদি ; (৩) শ্রী··· ··· ···ইত্যাদি ; (৪) শ্রী··· ···ইত্যাদি।

লিখিতং শ্রী··· ··· ···ইত্যাদি। কস্য পারিবারিক নিরূপণপত্রমিদং কার্যঞ্চাগে। তোমরা আমার কন্যা ও পুত্র হইতেছ। আমি নিম্ন চারিটি তফসিলে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তির মালিক। তোমরা আমাকে যথারীতি পিতার সম্মানে সম্মান কর,

ভক্তিশ্রদ্ধা কর, ভালবাস। আমার যাহাতে কোনরূপ অসুবিধা না হয় তৎপ্রতি যথেষ্ট লক্ষ্য রাখ। তোমাদের শ্রদ্ধা-ভালবাসা, স্নেহ এবং সেবাযত্ন আমার বর্তমান বৃদ্ধাবস্থার সকল জীর্ণতা ভুলাইয়া রাখিয়াছে। আমি যতদিন জীবিত থাকিব ততদিন তোমাদের নিকট হইতে এইরূপ ব্যবহার পাইব এ বিশ্বাস আমার আছে। কিন্তু তোমাদের কাহাকে আমার উক্ত স্থাবর সম্পত্তির কোন্ অংশ দিব তাহা আমি স্বেচ্ছায় নির্দিষ্ট করিয়া দিবার অভিপ্রায়ে অত্র নিরূপণপত্রমূলে সরল মনে সুস্থ শরীরে অন্যের বিনা প্ররোচনায় তাহা সাব্যস্ত করিয়া দিলাম। আমার স্বত্বে স্বত্ববান হইয়া তোমরা উক্ত সম্পত্তি সুখে-স্বচ্ছন্দে পুত্র-পৌত্রাদি ওয়ারিশান ও স্থলাভিষিক্তগণক্রমে ভোগদখল করিতে থাক; তাহাতে কাহারো কোন ওজর-আপত্তি চলিবে না—ওজর-আপত্তি করিলেও তাহা সর্বতোভাবে নাকচ ও অগ্রাহ্য হইবে।

(১) শ্রী... ... ...'ক' তফসিলে বর্ণিত সম্পত্তির মালিক ও স্বত্বাধিকারী হইবে। (২) শ্রী... ... ...'খ' তফসিলে বর্ণিত সম্পত্তির অধিকারী হইবে। (৩) শ্রী... ... 'গ' তফসিলস্থ সম্পত্তির স্বত্বদখলিকার হইবে। (৪) শ্রী... ... ...'ঘ' তফসিলভুক্ত সম্পত্তি পাইবে।

এতদর্থে অত্র পারিবারিক নিরূপণপত্র সম্পাদন করিয়া দিলাম। ইতি· ...

তফসিল

(ক) ... ...আনুমানিক মূল্য ২০০০ টাকা, (খ) .. ... আনুমানিক মূল্য ৩০০০ টাকা; (গ) ... , ...আনুমানিক মূল্য ২০০০ টাকা; (ঘ) ... ...আনুমানিক মূল্য ২৫০০ টাকা।

দ্রষ্টব্য: মোট সম্পত্তির মূল্য ২০০০ টাকা+৩০০০ টাকা+২০০০ টাকা+২৫০০ টাকা=৯৫০০ টাকা; আর্টিকেল-৫৮ অনুসারে ইহার ষ্ট্যাম্প মাশুল দিতে হইবে; রেজিস্ট্রেসন ফিস্‌ও অনুরূপে ৯৫০০ টাকার উপর দিতে হইবে; কিন্তু একই দলিলে নামে-নামে সম্পত্তি দান করিলে বা বিক্রয় করিলে প্রতি তফসিলের মূল্যের উপর ষ্ট্যাম্প মাশুল ও রেজিস্ট্রেসন ফিস্ দিতে হইবে এবং সেরূপ ক্ষেত্রে ফিস্ আদির পরিমাণ বেশি হইবে।

নিরূপণপত্র—৮

(অর্পণনামা ; ট্রাষ্টনামা)

শ্রীশ্রী ৺রাধাশ্যাম জীউ বরাবরেষু—

লিখিতং শ্রী... ...ইত্যাদি। কস্য অর্পণনামাপত্রমিদং কার্যঞ্চাগে। আমি··· সালে আমার গৃহে উপরোক্ত বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়াছি এবং যাহাতে তাঁহার সেবা

অর্চনাদির কার্য শৃংখলার সহিত নির্বাহ হয় তাহার জন্য আমার নিম্নতফসিল বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি তাঁহাকে অদ্য অর্পণ করিলাম। ঐ সমস্ত সম্পত্তিতে আমার যাহা কিছু স্বত্ব, স্বামিত্ব, অধিকারাদি ছিল তাহা অদ্য হইতে লোপ পাইল। উক্ত সম্পত্তির বাৎসরিক আয় আনুমানিক... ...টাকা। উক্ত আয় হইতে প্রতিদিন পূজা, আরতি ও দরিদ্রনারায়ণের সেবার জন্য বাৎসরিক... ...টাকা ব্যয় হইবে। পূজার ব্রাহ্মণ প্রতিমাসে......টাকা হিসাবে পাইবেন (অন্যান্য বিধি-ব্যবস্থার কথা প্রয়োজনানুসারে লিখুন)।

উপরোক্ত বিধি-ব্যবস্থার জন্য বর্তমানে আমি ট্রাস্টী থাকিলাম; আমার অবর্তমানে আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রী... ...সেবায়েত হইবেন; তাহার মৃত্যুর পর তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র ট্রাস্টী হইবেন। এইরূপে বংশানুক্রমে ট্রাস্টী হইতে থাকিবেন। যদি জ্যেষ্ঠ পুত্রের বংশ লোপ পায় বা কেহ কুলধর্মবর্জিত হন তাহা হইলে তাঁহার অপেক্ষা বয়ঃকনিষ্ঠ যে কেহ আমার কুলধর্মী হইবেন, তিনিই উপরোক্ত প্রকারে দেবসেবার কার্যাদি চালাইয়া যাইবেন। উপরোক্ত বন্দোবস্তের কেহ কখনও কোনপ্রকার রদ-বদল করিলে তিনি সেবায়েতচ্যুত হইবেন।

এই অর্পণনামায় বর্ণিত সম্পত্তি ইতিপুর্বে কোন স্থানে কোন রকমে হস্তান্তর বা দায়সংযোগ করি নাই; উক্ত সম্পত্তি সম্পূর্ণ নির্দায় ও নির্দোষ অবস্থায় আছে। এই অর্পণনামায় লিখিত সম্পত্তির আনুমানিক মূল্য.........টাকা হইবে। এতদর্থে আমি স্বেচ্ছায় সুস্থ চিত্তে অন্যের বিনানুরোধে অত্র অর্পণনামা সম্পাদন করিলাম। ইতি সন.........তারিখ.........

তফসিল

* * *

দ্রষ্টব্য ঃ উক্ত প্রকার দলিলের ষ্ট্যাম্প আর্টিকেল-৫৮ অনুসারে দিতে হইবে; কিন্তু অনেকে বলেন যে যেহেতু সেবায়েতের কোনপ্রকার পারিশ্রমিক ইত্যাদি লইবার ব্যবস্থা নাই সেজন্য উক্ত দলিল ট্রাস্টনামা বিবেচনা করিয়া আর্টিকেল-৬৪ অনুসারে ষ্ট্যাম্প মাশুল দিতে হইবে; বিখ্যাত বাংলা পুস্তক 'রেজিস্টারি কার্যবিধি' প্রণেতা ৺তারকনাথ বিশ্বাস মহাশয় এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন।

নিরূপণপত্রের একরার—৯

গ্রহীতা শ্রী... ... ...ইত্যাদি।

লিখিতং শ্রী... ... ...ইত্যাদি। কস্য নিরূপণপত্রের একরারনামাপত্রমিদং কার্যঞ্চাগে। অত্র একরারনামা দ্বারা আমি স্বীকার ও অঙ্গীকার করিতেছি যে

নিম্ন-তফসিল বর্ণিত ০'৭৪ শতক জমি, তুমি আমার ভ্রাতুষ্পুত্র, তোমার ভরণপোষণ নির্বাহের জন্য প্রদান করিব। কিন্তু বর্তমানে কতকগুলি অসুবিধার জন্য নিরূপণ-পত্রমূলে উক্ত সম্পত্তি তোমার অনুকূলে সমর্পণ করা সম্ভব হইতেছে না। চূড়ান্ত নিরূপণপত্র সম্পাদন করিয়া রেজিস্ট্রী করিয়া দিবার পূর্বে আমার মৃত্যু ঘটিলে এবং আমার কন্যা, পুত্র যদ্যপি উক্ত সম্পত্তি তোমাকে দিতে অনিচ্ছুক হয় তাহা হইলে তুমি এই একরারনামার বলে উক্ত সম্পত্তি আদালতের সাহায্যে গ্রহণ করিতে পারিবে। এতদর্থে সুস্থ শরীরে সরল মনে অত্র নিরূপণপত্রের একরারনামা লিখিয়া দিলাম। ইতি সন... ... ...

তফসিল

*   *   *

সম্পত্তির আনুমানিক মূল্য... ... ...টাকা।

দ্রষ্টব্য ঃ নিরূপণপত্রের একরারনামায় আর্টিকেল-৫৮ অনুসারে সম্পত্তির মূল্যের উপর ষ্ট্যাম্প মাশুল দিতে হইবে। পরবর্তীকালে যখন নিরূপণপত্র সম্পাদিত হইবে তখন তাহাতে ৫ টাকার ষ্ট্যাম্প দিয়া নিরূপণপত্র সম্পাদন ও রেজিস্ট্রী করিতে হইবে।

ওয়াক্‌ফনামা

পরিচিতি ঃ ইসলাম ধর্মানুসারে কোন ধর্ম, পুণ্য বা দাতব্য কার্যের উদ্দেশ্যে কোন সম্পত্তি চিরস্থায়ীভাবে উৎসর্গকারীকে ওয়াক্‌ফ বলে।

প্রত্যেক প্রকৃতিস্থ সাবালক মুসলমান তাহার স্থাবর-অস্থাবর উভয়বিধ সম্পত্তিই ওয়াক্‌ফ করিতে পারেন।

উইল দ্বারা বা মৃত্যু ব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়া মৃত্যুর পূর্বে ওয়াক্‌ফ করিতে হইলে ওয়ারিশগণের সম্মতি ব্যতিরেকে ১/৩ অংশের অধিক সম্পত্তি ওয়াক্‌ফ করিতে পারা যায় না; তবে ওয়ারিশগণ সম্মতি দিলে ১/৩ অংশের অধিকও ওয়াক্‌ফ করা যায়। কোন সম্পত্তির অবিভক্ত অংশ (মুশারা) কোন সমাধি বা মসজিদের অনুকূলে ওয়াক্‌ফ করা যায় না।

একবার ওয়াক্‌ফ করিলে তাহা আর রদ করা যায় না তবে উইলে ওয়াক্‌ফ করিলে ওয়াক্‌ফকর্তা তাঁহার মৃত্যুর পূর্বে উইল রদ করিতে পারেন এবং সঙ্গে সঙ্গে ওয়াক্‌ফও রদ হইয়া যায়।

ওয়াক্‌ফনামায় মতোয়াল্লী সম্পর্কে সুস্পষ্টভাবে লিখিত থাকা প্রয়োজন; ওয়াক্‌ফ-দাতাও মতোয়াল্লী হইতে পারেন; স্ত্রীলোক মতোয়াল্লী হইতে পারেন; তবে

নাবালকে বা পাগলে মতোয়াল্লী হইতে পারে না। মতোয়াল্লী ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি তিন বৎসরের অধিক মিয়াদে বা প্রকৃত খাজনার কমে ইজারা দিতে পারেন না।

ওয়াক্‌ফনামায় ষ্ট্যাম্প ও রেজিষ্ট্রেসন ফিস্‌ নিরূপণপত্রের ন্যায়।

ওয়াক্‌ফনামা

লিখিতং শ্রী··· ··· ··ইত্যাদি। কস্য ওয়াক্‌ফনামাপত্রমিদং কার্যঞ্চাগে। নিম্নলিখিত তফসিল চৌহদ্দিস্থিত আনুমানিক... ... ...টাকা মূল্যের সম্পত্তি জেলা... ..থানা... ..এর অধীন......গ্রামস্থিত......মসজিদে অর্পণ করিয়া আমি উক্ত সম্পত্তি হইতে উত্তরাধিকারক্রমে নিঃস্বত্ব হইলাম। কস্মিনকালে আমি কিম্বা আমার উত্তরাধিকারী বা স্থলাভিষিক্ত বা অ্যাসাইন কোনপ্রকার দাবিদাওয়া করিতে পারিব না, দাবিদাওয়া করিলেও তাহা বাতিল ও অগ্রাহ্য হইবে। আমার বা আমার উত্তরাধিকার প্রভৃতির ঋণের দায়ে এই সম্পত্তি কস্মিনকালে বিক্রয় হইবে না। বর্তমানে এই ওয়াক্‌ফকৃত সম্পত্তির বাৎসরিক আয় প্রায়··· ···টাকা হইবে। উক্ত আয় হইতে মসজিদের আলোকদান, আজান, আহাকাম, নামাজপাঠ, প্রতি শুক্রবারে কোরাণ সরিফ পাঠ এবং মুসলমান রাহি মোসাফেরগণের আহারাদির বন্দোবস্তের জন্য বাৎসরিক . ...টাকা ব্যয় হইবে। ঈদুজ্জোহা ও ইদলফেতর পর্ব উপলক্ষে বিশেষ করিয়া গরীব মিসকিনদিগকে বাৎসরিক... ...টাকা দান করিতে হইবে। মসজিদের মেরামত কার্যাদির জন্য... ... ...টাকা পর্যন্ত প্রতি বৎসরে ব্যয় করা যাইবে। মতোয়াল্লী পাইবেন প্রতিমাসে... ... ...টাকা হিসাবে। ঈশ্বর না করুন আমার উত্তরাধিকারীগণ যদ্যপি দরিদ্র হইয়া পড়ে এবং তাহাদের খরচপত্রের নিতান্ত অভাব হয় তাহা হইলে তাহাদিগের প্রত্যেককে সম্পত্তির আয় হইতে মাসিক... ...টাকা করিয়া বৃত্তি দেওয়া হইবে। সমস্ত খরচপত্র বাদে যে টাকা উদ্বৃত্ত হইবে তাহা মসজিদের নামে স্থাবর সম্পত্তি ক্রয় করা হইবে এবং সেই ক্রীত সম্পত্তিও এই ওয়াক্‌ফকৃত সম্পত্তির অংশমধ্যে পরিগণিত হইবে।

ওয়াক্‌ফকৃত সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ ও বিধি-ব্যবস্থার জন্য আমার জীবদ্দশা পর্যন্ত আমি মতোয়াল্লী থাকিলাম। আমার অবর্তমানে আমার পত্নী শ্রীমতী··· ·· বিবি ইহার মতোয়াল্লী হইবেন। তাহার পর হইতে আমার পুত্র-পৌত্রাদি যিনি সর্বজ্যেষ্ঠ ও ধর্মশীল হইবেন তিনিই মতোয়াল্লী হইবেন। এই ওয়াক্‌ফনামার সম্পত্তি ইতিপূর্বে কোন স্থানে কোনপ্রকারে হস্তান্তর বা দায়াবদ্ধ করি নাই, ইহা সম্পূর্ণ নির্দোষ ও নির্দায় অবস্থায় আছে এবং ভবিষ্যতেও কোন মতোয়াল্লী উক্ত সম্পত্তি কোনপ্রকারে হস্তান্তর কি দায়সংযুক্ত করিতে পারিবে না। এতদর্থে আপন খুশিতে সুস্থ চিত্তে

অন্যের বিনানুরোধে নিম্নলিখিত সাক্ষিগণের সমক্ষে অত্র ওয়াক্‌ফনামা সম্পাদন করিয়া দিলাম। ইতি সন... ...

তফসিল চৌহদ্দি

* * *

কাবিননামা

পরিচিতি : ইহা একপ্রকার নিরূপণপত্র; মুসলমানদিগের মধ্যে বিবাহের যৌতুকাদি এইরূপ দলিল দ্বারা হস্তান্তর করা হয়; স্বামী স্ত্রীর অনুকূলে কাবিননামা সম্পাদন করিয়া দিয়া থাকেন। দেনমোহরের চুক্তি অনুসারে প্রদেয় টাকাকড়ির অংশ কাবিননামামূলে স্বামী স্ত্রীকে অর্পণ করেন।

কাবিননামায় সম্পত্তি দান বা খোরপোষের জন্য মাসোহারা প্রদানের উল্লেখ থাকিলেও তাহার জন্য কোন ষ্ট্যাম্প দিতে হইবে না।

কাবিননামামূলে যত টাকারই সম্পত্তি হস্তান্তরিত হউক না কেন ইহাতে কোন ষ্ট্যাম্প মাশুল দিতে হয় না। তবে রেজিস্ট্রেসন ফিস্ দেনমোহর ইত্যাদির টাকার উপর আর্টিকেল-[এ] অনুসারে দিতে হয়।

কাবিননামা—১

লিখিতং শ্রী... ... ...ইত্যাদি। কস্য কাবিননামাপত্রমিদং কার্যঞ্চাগে। মৌলবী শ্রীযুক্ত... ... ...মুসলমানদিগের বিবাহ-রেজিস্ট্রার দ্বারা এবং সাক্ষী (১) শ্রী... ... ...; (২) শ্রী... ... ... এবং (৩) শ্রী... ... ... এর সম্মুখে তোমার সহিত আমার শুভ পরিণয় হেতু... ... ...টাকা 'মোহর' ধার্য হইল। তুমি উহাতে সম্মত হইয়া আমাকে স্বামীরূপে স্বীকার করায় আমি তাহাতে সম্পূর্ণ অনুমোদন করিলাম এবং তোমাকে আমার সহধর্মিণী স্ত্রীরূপে স্বীকার করিয়া বিবাহ করিলাম। অদ্য হইতে তুমি আমার পরিণীতা স্ত্রীরূপে গণ্য হইলে এবং আমাদের মধ্যে স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধ বদ্ধমূল হইল।

বিবাহের চুক্তি অনুযায়ী যৌতুকের অর্ধেক 'মুয়াজ্জল' অর্থাৎ যাহা সদ্য দেয় তাহা নিম্নলিখিত অলঙ্কারাদি দ্বারা পরিশোধ করিলাম। অপরাংশ 'মুওয়াজ্জেল' মহম্মদীয় যে নিয়মানুসারে দেয় তাহা দিতে বাধ্য রহিলাম। ইতি... ...

কাবিননামা—২

গ্রহীতা শ্রীমতী... ... ...ইত্যাদি।

লিখিতং শ্রী... ... ...ইত্যাদি। কস্য শুভ বিবাহের কাবিননামাপত্রমিদং কার্যঞ্চাগে। তোমার পক্ষের উকিল শ্রী... ... ...ইত্যাদি (নাম ও ঠিকানা লিখুন) ও তৎসম্বন্ধে দুইজন সাক্ষী—(১) শ্রী... ... ...ইত্যাদি (নাম ও ঠিকানা লিখুন) এবং (২) শ্রী... ... ...ইত্যাদি (নাম ও ঠিকানা লিখুন)। সাক্ষীদ্বয়ের সাক্ষাতে উক্ত উকিলের এজনদিহিমতে হাজিরান বিবাহের মজলিসে কোং... ... ...টাকা দেনমোহর ধার্যে তোমাকে বিবাহ করিয়া আপন জওজিয়াতে আনিলাম এবং উক্ত দেনমোহরের টাকার মধ্যে অর্ধেকাংশ টাকা 'মুয়াজ্জল' অর্থাৎ তোমার তলবমাত্রই দিব ও বক্রী অর্ধেকাংশ টাকা 'মওয়াজ্জেল' অর্থাৎ উক্ত বিবাহ সাব্যস্ত থাকাকালতক সুবিধা মত পরিশোধ করিব। নিম্নলিখিত শর্তগুলি যাহা শাস্ত্রমতে প্রচলিত আছে তাহাতে সম্পূর্ণভাবে আবদ্ধ রহিলাম।

১। উভয়ে একত্রে থাকিয়া সংসার জীবন যাপন করিব, কখনো তোমাকে অন্ন-বস্ত্রাদির কষ্টমাত্র দিব না। তুমি যদি কোন দোষ কর তাহা হইলে শাস্ত্রের বিপরীত কোন শাস্তির ব্যবস্থা করিব না।

২। তোমার মাতা, পিতা এবং আত্মীয়াদির বাটীতে উৎসবে-অনুষ্ঠানে এবং যখন তোমার মাতা-পিতাকে দেখিবার একান্ত ইচ্ছা হইবে তখন দেশস্থ চল অনুসারে আসা-যাওয়াতে বাধা দিব না, বিনা আপত্তিতে তোমাকে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিব।

৩। তোমার অনুমতি ব্যতীত অন্য বিবাহ, নিকাহ-আদি করিব না বা কোন উপপত্নী রাখিব না এবং তোমার মাতা-পিতার দেওয়া সোনা-রূপার অলঙ্কার ও অন্যান্য মূল্যবান দ্রব্যাদি যাহা কিছু তোমাকে জেহাজা দিয়াছেন ও পরে যাহা দিবেন তাহা আমি কোনরূপে নষ্ট বা হস্তান্তর করিতে পারিব না।

৪। যদি কোন কারণে আমার পরিবারবর্গের সহিত তোমার স্থায়িভাবে মনোমালিন্য সৃষ্টি হয়, তাহা হইলে তোমার মনোনীত স্থানে বাটী প্রস্তুত করিয়া দিব এবং তোমার উপযুক্ত ভরণপোষণ এবং অপরাপর দৈনন্দিন ব্যয় নির্বাহের জন্য মাসিক সর্বোচ্চ... ...টাকা মাসোহারাস্বরূপ দিতে বাধ্য থাকিব। তুমি যখন পিত্রালয়ে বা অন্য কোন স্থানে থাকিবে তখনও তোমাকে ঐ হিসাবে মাসোহারা দিতে বাধ্য থাকিব।

৫। যদি কোন কর্ম উপলক্ষে ভবিষ্যতে আমি স্থানান্তরে বা বিদেশে গমন করি তাহা হইলে তোমার খোরপোষের রীতিমত ব্যবস্থা করিয়া দিয়া যাইব। যদি আমার প্রত্যাগমন করিতে বিলম্ব হয় তাহা হইলে তুমি ঋণ করিয়া দিনাতিপাত করিবে এবং

যে ঋণ করিবে তাহা আমি আসিয়া পরিশোধ করিব এবং ঐ দেনার দায়ী হইব। এতদর্থে সুস্থ শরীরে স্বেচ্ছায় অত্র বিবাহের কাবিননামাপত্র লিখিয়া দিলাম। ইতি... ...

ইস্তফানামা

পরিচিতি ঃ লীজের স্বত্ব লীজগ্রহীতার দ্বারা লীজদাতার অনুকূলে প্রত্যর্পণ করাই ইস্তফানামা। সম্পত্তি হস্তান্তর আইনে নির্দেশিত হইয়াছে যে আংশিক ইস্তফা হয় না। ষ্ট্যাম্প সিডিউলের আর্টিকেল-৬১ মতে ষ্ট্যাম্প মাশুল দিতে হয়, মৌখিক কবুলতি সংক্রান্ত ইস্তফার জন্য কোন ষ্ট্যাম্প ডিউটি দিতে হয় না এবং যে সকল লীজে কোন ষ্ট্যাম্প ডিউটি দিতে হয় না, সেই সকল লীজের ইস্তফানামাতেও কোন ষ্ট্যাম্প ডিউটি দিতে হইবে না। অর্থাৎ এই সকল ক্ষেত্রে সাদা ডেমি কাগজে উক্ত ইস্তফা সম্পাদিত হইবে।

রেজিস্ট্রেসন ফিস্-[ই]—৬ টাকা।

লীজের কাল শেষ হইবার পূর্বেই যদি লীজগ্রহীতা লীজ-স্বত্ব লীজদাতার অনুকূলে ত্যাগ করে এবং কাল শেষ হইবার পূর্বে স্বত্ব ত্যাগ করিবার জন্য যদি লীজগ্রহীতা ক্ষতিপূরণস্বরূপ কোন অর্থ গ্রহণ করে তাহা হইলে তাহা ইস্তফানামাতে লিখিত হইবে, কিন্তু সেজন্য ভিন্নভাবে কোন ষ্ট্যাম্প শুল্ক দিতে হইবে না।

কিন্তু টাকা লইয়া লীজদাতা ভিন্ন অপর কাহারো অনুকূলে লীজের স্বত্ব ত্যাগ করিলে তাহা লীজের হস্তান্তররূপে গণ্য হইবে।

ইস্তফানামা—১

গ্রহীতা শ্রী... ... . .ইত্যাদি।

লিখিতং শ্রী... .. ...পিতা... ... ...ইত্যাদি।

কস্য ইস্তফানামাপত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে। আমি... ... ..সালে তিন বৎসরের জন্য নিম্নতফসিল বর্ণিত সম্পত্তি ভাগে চাষ-আবাদ করিবার জন্য লীজ লইয়াছিলাম। মেয়াদ শেষ হওয়ায় এবং এক্ষণে আমি উক্ত জমি আর চাষ-আবাদ করিতে অনিচ্ছুক হওয়ায় অত্র ইস্তফানামা দ্বারা লিখিয়া দিতেছি যে উক্ত জমিতে আমার কোন স্বত্ব রহিল না। আপনি অন্য ব্যক্তিকে উক্ত জমি চাষ-আবাদ করিবার জন্য বিলিব্যবস্থা করিতে পারেন বা খাসে রাখিতে পারেন বা আপনার ইচ্ছামত ব্যবস্থা করিতে পারেন। উক্ত সম্পত্তিতে আমি আর কোনপ্রকার দাবিদাওয়া করিতে পারিব না। এতদর্থে সুস্থ শরীরে সরল মনে অত্র ইস্তফানামা লিখিয়া দিলাম। ইতি সন...

তফসিল চৌহদ্দি

* * *

ইস্তফানামা—২

শ্রী… … … …ইত্যাদি।

লিখিতং শ্রী… …ইত্যাদি। নিম্নতফসিল বর্ণিত এক একর জমি ভাগে চাষ-আবাদ করিবার জন্য আপনি আমায় তিন বৎসরের জন্য লীজ দিয়াছিলেন ; কিন্তু লীজের মেয়াদ শেষ হইবার পূর্বেই আপনি উক্ত লীজে ইস্তফা দিতে অনুরোধ করায় আপনার নিকট হইতে ১০০ (একশত) টাকা লইয়া ইস্তফানামা সম্পাদন করিয়া দিলাম। এখন হইতে উক্ত সম্পত্তি আপনার খাসে আসিল। ইতি সন… …

তফসিল

* * *

দ্রষ্টব্য ঃ উক্ত দলিলে সাধারণ ইস্তফার ন্যায় ষ্ট্যাম্প দিতে হইবে। ১০০ টাকা লইবার জন্য অতিরিক্ত কোন ষ্ট্যাম্প দিতে হইবে না।

হস্তান্তরপত্র

পরিচিতি ঃ ষ্ট্যাম্প সিডিউলের ৬২-আর্টিকেল অনুসারে ষ্ট্যাম্প দিতে হয়। ইহা বিক্রয়-কোবালার অনুরূপ হইলেও ইহার ব্যাপকতা নামেই প্রকাশিত হইতেছে। স্থাবর বা অস্থাবর যে কোনপ্রকারের সম্পত্তি মূল্য লইয়াই হউক বা মূল্য না লইয়াই হউক তাহা হস্তান্তরপত্রের অন্তর্গত হইতে পারে। ধরুন, দামোদর ভ্যালী করপোরেশনের সহিত পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এই মর্মে একটি চুক্তি হইল যে, পশ্চিমবঙ্গ সরকার দামোদর ভ্যালী করপোরেশনের জন্য প্রয়োজনীয় সম্পত্তি অধিকার করিয়া উক্ত করপোরেশনকে হস্তান্তর করিবে ; চুক্তি অনুসারে পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রয়োজনীয় জমি দখল লইয়া হস্তান্তরপত্রমূলে উক্ত করপোরেশনকে দখলিকৃত সম্পত্তি হস্তান্তর করিল। হস্তান্তরিত সম্পত্তির মূল্য দেওয়া থাকিলে [এ]-ফিস্ লইতে হইবে ; সম্পত্তির মূল্য না থাকিলে [এ]-(২) অনুসারে ফিস্ লইতে হইবে।

হস্তান্তরপত্র—১

(মর্টগেজের পাওনা স্বত্বের হস্তান্তরপত্র)

কস্য হস্তান্তরপত্রমিদং কার্যঞ্চাগে। জেলা… …থানা… …এর অন্তর্গত… … গ্রাম নিবাসী শ্রী… … …এর পুত্র শ্রী… … …নিম্নের তফসিল বর্ণিত……শতক

রায়তস্থিতিবান স্বত্ববিশিষ্ট সম্পত্তি আমার নিকট বন্ধক রাখিয়া... ...রেজিস্ট্রেসন অফিসের... ...সালের... ...তারিখে... ...নং নিবন্ধীকৃত এককিতা মর্টগেজনামা দ্বারা আমার নিকট হইতে... ...শত টাকা বার্ষিক শতকরা... ...হার সুদে কর্জ লইয়াছিলেন, কিন্তু অদ্যাবধি তিনি আমাকে উক্ত টাকা পরিশোধ করিতে পারেন নাই। উক্ত হার সুদে আজ পর্যন্ত... ...টাকা সুদ পাওনা হইয়াছে। অর্থাৎ সুদে-আসলে তাঁহার নিকট আমার... ...টাকা পাওনা হইয়াছে। তাঁহার নামে আদালতে নালিশ করিয়া উক্ত মর্টগেজের পাওনা টাকা আদায় করা আমার পক্ষে বিশেষ অসুবিধা বিবেচনা করিয়া উক্ত বন্ধকীপত্রের পাওনা... ...টাকা মধ্যে ছাড়-রফা বাদে অদ্যকার তারিখে আপনার নিকট হইতে... ...টাকা নগদ লইয়া উক্ত বন্ধকনামার পাওনা স্বত্ব আপনার নিকট হস্তান্তর করিলাম। অদ্য হইতে এই হস্তান্তরপত্রের বলে আপনি উক্ত মর্টগেজের স্বত্ব-স্বামিত্বের অধিকারী হইলেন এবং আমি উহার পাওনা স্বত্ব হইতে নিঃস্বত্ব হইলাম। আপনি আপোষে বা উপযুক্ত আদালতে নালিশ করিয়া বন্ধকী সম্পত্তি ক্রোক-নীলাম দ্বারা উক্ত মর্টগেজের সমস্ত পাওনা টাকা মায় সুদ ও খরচা আদায় করিয়া লইবেন, তাহাতে আমি কি আমার উত্তরাধিকারী বা স্থলাভিষিক্তগণ কেহ কোনপ্রকার ওজর-আপত্তি বা দাবিদাওয়া করিতে পারিব না বা পারিবে না, ওজর-আপত্তি বা দাবিদাওয়া করিলেও তাহা অগ্রাহ্য হইবে। অদ্য উক্ত মর্টগেজনামাখানি এতদসহ আপনাকে দিলাম। এতদর্থে সুস্থ শরীরে সরল মনে নিজ হিতার্থে অন্যের বিনা প্ররোচনায় এই হস্তান্তরপত্র সম্পাদন করিলাম। ইতি সন... ....তারিখ... ...।

ডিক্রী হস্তান্তরপত্র—২

লিখিতং শ্রী... ... ইত্যাদি। কস্য ডিক্রীবিক্রয়-কোবালাপত্রমিদং কার্যঞ্চাগে। জেলা... ..থানা... ...এর অধীন... ...গ্রামের... ...এর পুত্র শ্রী... ... ... সালের... ...তারিখে এককিতা রেজিস্ট্রী খতমূলে আমার নিকট হইতে বার্ষিক শতকরা... ...টাকা হার সুদে... ...টাকা কর্জ লইয়া কড়ারকাল মধ্যে টাকা পরিশোধ করিতে না পারায় উক্ত... ...মুন্সেফী আদালতে মায় সুদ... ...টাকার দাবিতে আমি নালিশ করিয়া ইং সন... ...সালের... ...তারিখে মায় খরচায় ৪২৫ টাকার ডিক্রী হাসিল করিয়াছি। এক্ষণে আমার টাকার প্রয়োজন হওয়ায় আমি উক্ত ডিক্রী আপনাকে ৩১০ টাকায় বিক্রয় করিয়া অদ্যকার তারিখ হইতে উহাতে সম্পূর্ণরূপে নিঃস্বত্ব হইলাম, উহার যাবতীয় স্বত্ব-স্বামিত্ব আপনার হইল। আপনি অবস্থাক্রমে আপোষে বা ডিক্রীজারী দ্বারা সমস্ত টাকা আদায় লইবেন, ইহাতে আমার

উত্তরাধিকারী ও স্থলাভিষিক্তগণের কাহারো কোন দাবিদাওয়া রহিল না, দাবিদাওয়া করিলে তাহা সর্বত্র সর্বতোভাবে অগ্রাহ্য হইবে। এইসকল শর্তে ৩১০ টাকা বুঝিয়া লইয়া সুস্থ দেহে স্বেচ্ছায় এই ডিক্রী হস্তান্তরপত্র সম্পাদন করিয়া দিলাম। ইতি... সন......

দ্রষ্টব্য ঃ উক্ত দলিলখানি বিক্রয় কোবলা এবং ইহার ষ্ট্যাম্পও কোবালার ন্যায়।

প্রজাইস্বত্বের হস্তান্তরপত্র—৩

পরিচিতি ঃ প্রজাইস্বত্বের হস্তান্তরপত্রের ষ্ট্যাম্প ৬৩-আর্টিকেলমতে প্রদান করিতে হয়। রেজিস্ট্রেশন ফিস্ আর্টিকেল-[এ]-মতে দিতে হয়। লীজগ্রহীতা মূল্য লইয়া তাহার প্রজাইস্বত্ব তৃতীয় ব্যক্তিকে হস্তান্তর করিলে এইরূপ দলিলমূলে তাহা করিতে হয়। আমরা জানি ইস্তফানামামূলে প্রজাইস্বত্ব লীজগ্রহীতা লীজ-দাতার অনুকূলে ত্যাগ করেন, কিন্তু প্রজাইস্বত্বের হস্তান্তরপত্রের দ্বারা লীজগ্রহীতা মূল্য লইয়া অপর ব্যক্তিকে লীজের স্বত্ব হস্তান্তর করেন, ইহার কিন্তু খাজনার সহিত কোন সম্পর্ক নাই; যথারীতি লীজদাতাই খাজনা পাইয়া যাইবে। সমীরণবাবু রেল কোম্পানীর নিকট হইতে... ...টাকা খাজনায়... ...শতক সম্পত্তি... ...বৎসরের লীজ লইলেন, এখানে লীজদাতা রেল কোম্পানী এবং লীজগ্রহীতা সমীরণবাবু; এখন লীজের মেয়াদ শেষ হইবার পূর্বেই উক্ত লীজের প্রজাইস্বত্ব হাবুলবাবুকে... ... টাকা মূল্যস্বরূপ লইয়া হস্তান্তর করিলেন, হাবুলবাবু অবশিষ্টকালের জন্য প্রজাইস্বত্ব ভোগদখল করিবেন এবং খাজনা যথারীতি রেল কোম্পানীকে প্রদান করিবেন।

উইল

পরিচিতি ঃ ভারতীয় উত্তরাধিকার আইনের ২ (এইচ) ধারায় বলা আছে যে উইল হইতেছে টেস্টেটরের সম্পত্তি সম্পর্কে টেস্টরের বৈধ ঘোষণা। উইল সম্পর্কে একাধিক স্থানে বিশেষভাবে আলোচনা করিয়াছি, সেগুলি অনুধাবন করিলে উইল লিখিবার এবং রেজিস্টারী করাইবার পক্ষে যথেষ্ট হইবে। নিম্নলিখিত বিষয়গুলি অধিকতর জ্ঞানের জন্য সন্নিবেশিত হইল—

যে কোন সাবালক ও প্রকৃতিস্থ ব্যক্তি উইল সম্পাদন করিতে পারেন, উইলকারী লিখিতে সক্ষম হইলে স্বয়ং দস্তখত করিবেন, অন্যথা ব-কলমে স্বাক্ষর করিবেন। অন্ততঃ দুইজন লিখনক্ষম ব্যক্তি উইলে সাক্ষীরূপে স্বাক্ষর করিবেন। উইলে পোষ্যপুত্র গ্রহণের ক্ষমতা প্রদান করা যাইতে পারে, কিন্তু তাহার জন্য কোন ষ্ট্যাম্প শুল্ক দিতে

হয় না। উইলে সম্পত্তির চৌহদ্দি না দিলেও চলে। উইলে এক্‌জিকিউটর থাকে; এক্‌জিকিউটরের নাম, পিতার নাম, গ্রাম, জাতি, পেশা ইত্যাদি সম্পূর্ণ অ্যাডিসান দিতে হইবে; উইল দ্বারা সম্পত্তি ধর্মার্থেও উৎসর্গ করা যাইতে পারে। যে নিদর্শন-পত্র দ্বারা কোন মূল উইলের কোন অংশ পরিবর্তন করা হয় সেই নিদর্শনপত্রকে মূল উইলখানির ক্রোড়পত্র বা কডিসিল বলা হয়—অর্থাৎ লিখিত কোন উইলের কোন অংশ পরিবর্তন করা প্রয়োজন হইলে উক্ত মূল উইল রহিত না করিয়াও একখানি ক্রোড়পত্রমূলে উক্ত পরিবর্তনের কাজ সম্পন্ন করা যায়। ক্রোড়পত্র সর্বপ্রকারে উইলের ন্যায় নিবন্ধীকৃত হইয়া থাকে; ক্রোড়পত্র মূল উইলের একাংশরূপে গণ্য হয়।

উইল রহিত করা যাইতে পারে। উইল যেমন সাদা কাগজে লিখিত হয়, উইলের রহিতকরণও তেমনি সাদা কাগজে লিখিত হয়। উইলে, ক্রোড়পত্রে বা উইলের রহিতকরণপত্রে কোনপ্রকার ষ্ট্যাম্প মাশুল দিতে হয় না। নিবন্ধীকৃত উইলের রহিতকরণপত্রও রেজিস্ট্রী করিতে হইবে। রেজিস্ট্রেসন ফিস্‌ সকল ক্ষেত্রে [সি] ১৬ টাকা দিতে হয়।

উইল নিবন্ধীকরণের জন্য স্বয়ং উইলকারীকে নিবন্ধক অফিসে উইল দাখিল ও সম্পাদন স্বীকারের জন্য হাজির হইতে হয়। এজেণ্ট বা অন্য কাহারো দ্বারা এই কার্য সাধিত হয় না। যেহেতু উইলকারী ভিন্ন অপর কোন ব্যক্তি উইল দাখিল করিতে পারে না, সেজন্য উইলকারী রেজিস্ট্রেস অফিসে আসিতে অক্ষম হইলে আর্টিকেল-[জে] অনুসারে রেজিস্ট্রেসন ফিস্‌আদি দাখিল করিয়া কমিশনের দরখাস্ত করিতে হয়; উইলকারীর গৃহেই উইল দাখিল হইবে। আর্টিকেল-[কে] অনুসারে ফিস্‌ প্রদানে উইলের জন্য কমিশন প্রার্থনা করা যায় না।

উইলকারীর মৃত্যুর পর অবশ্য এক্‌জিকিউটর উইলখানি নিবন্ধীকরণের জন্য দাখিল করিতে পারে (রে. আর.-এর ৪০ ও ৪১-ধারা দেখুন)।

সীলমোহরাঙ্কিত খামে সংরক্ষিত উইল অবশ্য এজেণ্ট মারফত নিবন্ধকের অফিসে গচ্ছিত (ডিপজিট) রাখিবার জন্য প্রেরণ করা যাইতে পারে। (৪২ হইতে ৪৬-ধারা দ্রষ্টব্য।) সীল কভারে গচ্ছিত রাখিবার জন্য রেজিস্ট্রেসন ফিস্‌ প্রদেয়—২৫ টাকা।

উইল একাধিকবার করা যাইতে পারে। কিন্তু প্রথমবার ব্যতীত দ্বিতীয়বার হইতে যতবার উইল করা হইবে ততবারই এই মর্মে উইল লেখা আরম্ভ করিতে হইবে যে, ইতিপূর্বে সম্পাদিত উইল রহিতে বর্তমান উইলের নির্দেশাবলী কার্যকরী হইবে। এইরূপ লিখিবার জন্য স্বতন্ত্র কোন রেজিস্ট্রেসন ফিস্‌ দিতে হয় না। অনেকে এইরূপ ধারণা করিতে পারেন যে যেহেতু রহিতকরণপত্র এবং উইলপত্র একই দলিলে লিখিত হইতেছে সেহেতু দুইটি [সি]-ফিস্‌ লইতে হইবে, কিন্তু ধারণা নিতান্ত অমূলক; একটিমাত্র [সি]-ফিস্‌ ১৬ টাকা লইতে হইবে।

রেজিস্ট্রেসন আইনের ২৭-ধারায় এইরূপ লিখিত হইয়াছে যে উইল নিবন্ধীকরণের জন্য বা উইল আমানতের জন্য যে কোন সময় উইল দাখিল করা যাইতে পারে। অর্থাৎ চারিমাসগতেও উইল নিবন্ধীকরণের জন্য দাখিল করা যায়।

মুসলমান ধর্মাবলম্বীও উইল বা অছিয়ৎনামা সম্পাদন করিতে পারেন; মুসলমানদিগকে উইল সম্পর্কে যে বিশেষ নিয়ম পালন করিতে হয় তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল—

যে কোন প্রকৃতিস্থ সাবালক মুসলমান অছিয়ৎনামা করিতে পারেন।

সমাধির ব্যয়, ভৃত্যের তিন মাসের বেতন এবং অপরাপর ঋণ পরিশোধ করিয়া যে সম্পত্তি অবশিষ্ট থাকিবে তাহার এক-তৃতীয়াংশ উইল করা যাইতে পারে। এক-তৃতীয়াংশের অধিক সম্পত্তি উইলমূলে হস্তান্তর করিতে হইলে ওয়ারিশগণের সম্মতি লইতে হয়, অন্যথা উক্ত অছিয়ৎনামা অসিদ্ধ বিবেচিত হইবে। অবশ্য ওয়ারিশ না থাকিলে যে কোন ব্যক্তিকে সমস্ত সম্পত্তি উইল দ্বারা দান করা যায়।

যাঁহাকে উইলমূলে সম্পত্তি দান করা হয় তিনি যদি উইলকর্তার জীবিতকালেই মারা যান তবে উক্ত উইল স্বাভাবিকভাবে বাতিল হইয় যাইবে এবং উইলে লিখিত সম্পত্তি উইলকর্তারই রহিয়া যাইবে।

হিন্দুদিগের উইল মৌখিক হইতে পারে না। মুসলমানদিগের উইল মৌখিক হইতে পারে।

উইল প্রমাণ বা প্রোবেট দান ঃ উইলকারীর মৃত্যুর পর জজ সাহেবের নিকট উইল সম্পাদন প্রমাণ করিয়া প্রমাণপত্র (প্রোবেট) বা কার্য নির্বাহ নিয়োগপত্র লইতে হয়। উইল সম্পাদন প্রমাণ অর্থাৎ উইলকারীর সাবালক এবং প্রকৃতিস্থ অবস্থায় উইল করিবার পরে মৃত্যু হওয়ার প্রমাণ করিলেই প্রোবেট প্রদত্ত হয়।

উইলকারীর জীবনান্তে কে সম্পত্তি পাইবে উইলে কেবলমাত্র তাহাই লিখিত হইবে। উইলগ্রহীতার মৃত্যুর পর কে সম্পত্তির অধিকারী হইবে তাহা বর্তমান উইলপত্রে লেখা অবান্তর (ঠাকুর বনাম ঠাকুর)।

উইল—১

লিখিতং শ্রী... ... ...পিতা ৶ ... ...ইত্যাদি। কস্য উইলপত্রমিদং কার্যঞ্চাগে। বৎসরাবধি নানাপ্রকার রোগ যন্ত্রণায় শরীর ক্ষীণ ও অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে। এই সকল জটিল ব্যাধির হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইব সে আশা পোষণ করি না। অতএব আমার সম্পত্তিসমূহের ভোগাধিকার ও কার্যপ্রণালী নির্বাহের সুবন্দোবস্ত এই সময় হইতে করা বিধেয় বলিয়া নিম্নলিখিতরূপে ব্যবস্থা

করিলাম। আমার জীবনান্তে আমার উত্তরাধিকারী ও অপরাপর লিগেটিগণ এই উইলের শর্তে স্বত্ববান হইবেন।

[এখানে উইলকর্তার সম্পত্তি কাহাদের মধ্যে কিরূপে বণ্টন করা হইবে তাহার বিবরণ দিতে হইবে, তাহার বর্ণনা দিতে হইবে ; যেহেতু অবস্থা বিশেষে ইহা বিভিন্ন ভাবে লিখিত হইয়া থাকে সেজন্য তাহা লিখিত হইল না।]

অত্র উইলের একজিকিউটর নিম্নলিখিত ব্যক্তিদ্বয়কে নিয়োগ করিলাম—

(ক) শ্রী... ... ...পিতা... ... ...গ্রাম... ...থানা... ...জেলা... . . জাতি... ...পেশা... ...।

(খ) শ্রী... ... ...পিতা ... ...ইত্যাদি।

এতদর্থে স্বেচ্ছায় অন্যের বিনা প্ররোচনায় এই উইলপত্র লিখিয়া দিলাম এবং ইহাই আমার শেষ চূড়ান্ত উইলরূপে গণ্য হইবে। ইতি—

সাক্ষী (১) ... ...
(২) ... ...

উইল—২

(সর্বপ্রকার প্রয়োজনীয় বিষয় লিখুন) প্রথমে যে ব্যক্তি একজিকিউটর থাকিবেন তাঁহার নাম ও ঠিকানা নিম্নে প্রদত্ত হইল—

শ্রী... ... ...পিতা... ... ...ইত্যাদি।

প্রথম একজিকিউটরের অবর্তমানে নিম্নলিখিত ব্যক্তি একজিকিউটরের কাজ করিবেন—

শ্রী... ... ...পিতা... ... ...ইত্যাদি।

[উইলকারী ইচ্ছা করিলে উইলের মধ্যে একজিকিউটরের জন্য মাসিক পারিশ্রমিকের ব্যবস্থাও করিতে পারেন] "একজিকিউটর ইচ্ছা করিলে প্রতিমাসে পারিশ্রমিকস্বরূপ... ...টাকা লইতে পারিবেন"।

উইল—৩

কস্য উইলপত্রমিদং কার্যঞ্চাগে। আমি বৃদ্ধ হইয়াছি। আমার শরীর নানাপ্রকার রোগে জরাজীর্ণ। হঠাৎ মৃত্যু হইতে পারে এই আশঙ্কায় আমার যে সকল স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি আছে এবং আমার জীবিতকালে আর যাহা কিছু অর্জিত হইবে তাহার একটি সুব্যবস্থা করা আবশ্যক মনে করিয়া আমি সজ্ঞানে এই উইল লিখিয়া

দিয়া জানাইতেছি যে আমার কোন সন্তানাদি নাই। আমার নিকট আত্মীয়-স্বজন যাঁহারা আছেন তাঁহারা কেহই আমার এই দুর্দিনে আমার পাশে আসিয়া দাঁড়ান নাই। তুমি শ্রী... ... ... পিতা... ... ...ইত্যাদি আমার এই দুঃখের দিনে পরম আত্মীয়ের ন্যায় পুত্রবৎ সেবা-যত্ন করিতেছ। তোমার ও তোমার স্ত্রী শ্রীমতী... ... ...এর সেবা-যত্নে আমি অদ্যাবধি বাঁচিয়া আছি এবং তোমরা যে আমাকে চিরদিন এইরূপ সেবা-যত্ন করিবে ইহাতে আমার দৃঢ় বিশ্বাস আছে। এমতাবস্থায় আমার আত্মার পরিতৃপ্তির জন্য আমি এইরূপ প্রকাশ করিতেছি যে আমার জীবনান্তে আমার ত্যক্ত যাবতীয় স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি তুমি ও তোমার স্ত্রী উভয়ে তুল্যাংশে প্রাপ্ত হইবে এবং আমার তুল্য ক্ষমতায় দান, বিক্রয়, বন্ধক ইত্যাদি যাবতীয় প্রকার হস্তান্তরকরণের ক্ষমতাযুক্ত হইয়া পুত্রপৌত্রাদি ওয়ারিশান ও স্থলাভিষিক্তগণক্রমে পরম সুখে ভোগদখল করিতে থাকিবে। তাহাতে আমার অন্য কোন ওয়ারিশ, উত্তরাধিকারী বা স্থলাভিষিক্তগণ কাহারো ওজর-আপত্তি বা দাবি-দাওয়া গ্রাহ্য হইবে না। আমার বর্তমানে কোন ঋণ নাই, কিন্তু আমার জীবৎকাল মধ্যে যদি কোন ঋণ পরিশোধ না করিয়া ইহলোক ত্যাগ করি তবে তোমরা উহা পরিশোধ করিয়া আমাকে ঋণের দায় হইতে মুক্ত করিবে এবং যদি আমার কিছু প্রাপ্য থাকে তাহা আদায় করিয়া লইতে পারিবে। আমার জীবনান্তে যথাসম্ভব ব্যয় দ্বারা আমার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াদি এবং শ্রাদ্ধাদি কার্য সম্পন্ন করিবে। আমি ইতিপূর্বে আর কোন উইল করি নাই। ইহাই আমার শেষ উইল এবং এই উইলের লিখিত কার্য সকল আমার জীবনান্তে বলবৎ ও ফলবান হইবে। এতদর্থে আমি স্বেচ্ছায়, সুস্থ চিত্তে, অন্যের বিনা অনুরোধে, নিজ হিতার্থে নিম্নস্বাক্ষরকারী সাক্ষিগণের সম্মুখে উইলের মর্ম বিশেষরূপে অবগত হইয়া সজ্ঞানে এই উইল সম্পাদন করিয়া দিলাম। ইতি সন... ...

অছিয়ৎনামা—৪

লিখিতং শ্রী... ... ...ইত্যাদি। কস্য অছিয়ৎনামাপত্রমিদং কার্যঞ্চাগে। আমার বয়স প্রায়... ...বৎসর হইয়াছে। গত এক বৎসর যাবৎ শারীরিক অসুস্থতার মধ্যে দিনাতিপাত করিতেছি এবং আমার মনোবলও ভাঙিয়া পড়িতেছে। সুতরাং আমার যে সমস্ত স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি বর্তমানে আছে এবং আমার জীবিতকালে আর যাহা কিছু অর্জিত হইবে তাহার একটি সুব্যবস্থা করা বিশেষ আবশ্যক মনে করায় আমি সজ্ঞানে এই অছিয়ৎনামা দ্বারা নিম্নলিখিত ব্যবস্থা করিলাম। ইহা আমার জীবনান্তে বলবৎ ও কার্যকরী হইবে। আমার মৃত্যুর পর আমার কাফনদাফনের খরচের জন্য (সমাধিস্থ করিবার ব্যয়ের জন্য) এবং গরীব মিস্‌কিনদিগকে দান করিবার

জন্য... ...টাকা ব্যয় করিতে হইবে; চাকর-বাকরদিগের সমস্ত মাহিনা পরিশোধ করিতে হইবে। বর্তমানে আমার প্রায়... ...টাকা ঋণ হইয়াছে, তাহা পরিশোধ করিতে হইবে। এই সকল ব্যয় নির্বাহ করিয়া এবং ঋণ পরিশোধ করিয়া যাহা অবশিষ্ট থাকিবে তাহার এইরূপ ব্যবস্থা হইবে—

আমার পুত্র শ্রী... ...আমার জীবিতাবস্থায় একটি পুত্রসন্তান রাখিয়া পরলোক গমন করিয়াছে, তাহার পুত্র শ্রীমান... ...মহম্মদীয় আইনানুসারে আমার সম্পত্তির ওয়ারিশ হইতে বঞ্চিত। সে আমার বিশেষ স্নেহের পাত্র। তাহার পিতার মৃত্যুর পর হইতেই সে এযাবৎকাল আমার নিকট থাকিয়া লালিত-পালিত হইতেছে এবং আমার এই জরাজীর্ণ শরীরের প্রতি যথেষ্ট দৃষ্টি রাখিয়া আমার সেবাশুশ্রূষা করিতেছে। এই সমস্ত কারণে আমি তাহাকে তাহার ভরণপোষণের জন্য আমার স্বত্বদখলি... ... ভূমি দিবার ব্যবস্থা করিলাম। প্রকাশ থাকে যে আমার পৌত্র শ্রীমান... ... ...কে যে সম্পত্তি দিবার ব্যবস্থা করিলাম তাহা আমার মোট সম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশের কম হইবে।

উপরোক্ত ব্যয় ইত্যাদি করিয়া যে সমস্ত স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি অবশিষ্ট থাকিবে তাহা আমার তিন পুত্র, দুই কন্যা এবং পত্নী মহম্মদীয় করায়েজ অনুসারে বিভাগ করিয়া লইবে। ইহারা ব্যতীত আমার অন্য কোন ওয়ারিশ নাই।

আমার পত্নী শ্রীমতী... ... ...কে একজিকিউট্রিক্স নিযুক্ত করিয়া গেলাম। আমার মৃত্যুর পর তিনি এই অছিয়ৎনামার নির্দেশ মত আমার ত্যক্ত সম্পত্তির ব্যবস্থা করিবেন। ইতিপূর্বে আমি কোন অছিয়ৎনামা সম্পাদন করি নাই। ইহাই আমার শেষ অছিয়ৎনামা। এতদর্থে সজ্ঞানে, অন্যের বিনানুরোধে আপন কর্তব্য বিবেচনা করিয়া এই অছিয়ৎনামা সম্পাদন করিলাম। ইতি সন... ...তারিখ... ...।

উইল—৫

কস্য উইলপত্রমিদং কার্যঞ্চাগে। আমি......সালের......তারিখে... ...অবর-নিবন্ধক অফিসের......নং দলিলমূলে একখানি উইল রেজিস্ট্রী করিযাছিলাম; কিন্তু যাহাদের হিতার্থে আমি উক্ত উইল করিয়াছিলাম তাহাদের ব্যবহার অত্যন্ত রূঢ় এবং দুর্বিনীতের ন্যায় হওয়ায় আমি গভীর চিন্তার পর এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি যে উক্ত উইল নাকচ করিয়া নূতন করিয়া উইল প্রণয়ন করিব। অত্র উইলমূলে উক্ত উইল নাকচ ও রদ করিয়া নিম্নলিখিতভাবে শেষ ও চূড়ান্ত উইল লিখিয়া দিলাম। আমার মৃত্যুর পর এই উইলের নির্দেশ কার্যকরী হইবে।

(এখন শর্তাবলী এবং উইলের বিষয় লিপিবদ্ধ করুন।)

দ্রষ্টব্য ঃ একটিমাত্র রেজিস্ট্রেসন ফিস্ আর্টিকেল-[সি] (iii) অনুসারে ১৬ টাকা লইতে হইবে।

উইলের ক্রোড়পত্র—৬

লিখিতং শ্রী... ... ...ইত্যাদি। কস্য উইলের ক্রোড়পত্রমিদং কার্যঞ্চাগে। আমি... ...সালের... ...তারিখে একখানি উইলপত্র লিখিয়া রেজিস্ট্রী করিয়া দিয়া আমার জীবনান্তে আমার স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির ভোগাধিকার ও কার্যপ্রণালী নির্বাহের বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছি। এক্ষণে উক্ত উইলে নিম্নলিখিত কয়েকটি বিষয় সংযোজন করা গেল।

আমার ভ্রাতা শ্রী... ... এর হঠাৎ মৃত্যু হওয়ায় তাহার সংসার অভাব অনটনের মধ্যে চলিতেছে। আমার তিরোধানের পর তাহার কন্যা শ্রীমতী... ... ...এর বিবাহ হইলে বিবাহের খরচ-খরচা এবং যৌতুকস্বরূপ আমার এস্টেট হইতে......টাকা দিতে হইবে এবং আমার ভ্রাতার পুত্র শ্রী... ... ...জেলা... ...থানা... ...এর অধীনে... ...গ্রামে আমাদের যে পৈতৃক বাগানবাড়ি আছে সেই বাগানবাড়িতে আমার যে অংশ তাহা শ্রী... ... ...পাইবে।

এই উইলের ক্রোড়পত্র আমার পূর্বলিখিত উইলের অংশস্বরূপ গণ্য হইয়া পঠিত হইবে। ইতি... ...

মাসোহারাপত্র
(বৃত্তিপত্র)

পরিচিতি ঃ ইংরাজীতে ইহাকে অ্যানুয়িটি বলে। ষ্ট্যাম্প আইনের ২৫-ধারাতে এইপ্রকার নিদর্শনপত্র সম্পর্কে আলোচনা আছে। যে নিদর্শনপত্র দ্বারা কোন বার্ষিক বৃত্তির ব্যবস্থা করা হয় বা নির্দিষ্ট সময় অন্তর নির্ধারিত অর্থ প্রদানের ব্যবস্থা করা হয় তাহাকে অ্যানুয়িটি বণ্ড বলে ; অথবা যদি কোন কোবালার পণবাহা বার্ষিক বৃত্তিরূপে প্রদান করা হয় বা কোন নির্দিষ্ট সময় অন্তর উক্ত মূল্য কিছু কিছু করিয়া প্রদান করা হয় তাহা হইলেও উহা অ্যানুয়িটির অন্তর্গত হইবে। অ্যানুয়িটির মূল্য নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে নির্ধারিত হইবে।

বৃত্তি যদি নির্দিষ্ট কালের জন্য প্রদান করিবার ব্যবস্থা থাকে তাহা হইলে মোট বৃত্তি কত প্রদান করা হইবে তাহা পূর্ব হইতেই জানা যাইবে। সুতরাং এরূপ ক্ষেত্রে মোট বৃত্তির উপর ষ্ট্যাম্প নির্ধারণ করিতে হইবে। ধরা যাক, পাঁচ বৎসর কোন ব্যক্তিকে বৃত্তি বা মাসোহারা দিতে হইবে। ঠিক হইল প্রতি বৎসর ১০০০ টাকা

করিয়া বৃত্তি দিতে হইবে ; যেহেতু পাঁচ বৎসরকাল উক্ত বৃত্তি প্রদান করিতে হইবে সেজন্য মোট বৃত্তির পরিমাণ এ ক্ষেত্রে হইতেছে ১০০০ টাকা × ৫ = ৫০০০ টাকা। এই পাঁচ হাজার টাকার উপর ষ্ট্যাম্প শুল্ক দিতে হইবে।

দ্বিতীয়ত, বৃত্তি যদি চিরকালের জন্য বা অনির্দিষ্টকালের জন্য হয় এবং যদি ব্যক্তির জীবনাবসানের সহিত উক্ত কালের সমাপ্তি না ঘটে তাহা হইলে প্রথম বৃত্তি প্রদান হইতে কুড়ি বৎসর পর্যন্ত মোট যে বৃত্তি প্রদান করা হইবে তাহার উপর ষ্ট্যাম্প শুল্ক ধার্য করিতে হইবে, ইহাকে সাধারণতঃ চিরস্থায়ী মাসোহারা বলা হইয়া থাকে। তৃতীয়ত, বৃত্তি অনির্দিষ্টকালের জন্য প্রদেয় হইলেও যদি উক্ত বৃত্তি প্রদান ব্যক্তির জীবনাবসানেই সমাপ্ত হয় তাহা হইলে প্রথম বৃত্তি প্রদান হইতে আগামী বার বৎসর পর্যন্ত মোট যে বৃত্তি প্রদান করা হইবে সেই মোট বৃত্তির উপর ষ্ট্যাম্প ধার্য করিতে হইবে। ইহাকে সাধারণতঃ জীবনস্বত্বে মাসোহারা বলে।

যাহা হউক, মাসোহারাপত্রের উপরোক্ত নিয়মে মূল্য নির্ধারণের পর উক্ত মূল্যের উপর সিডিউল [১ এ]-র প্রয়োজনীয় আর্টিকেল অনুসারে যথা কোবালা, নিরূপণপত্র প্রভৃতির ন্যায় ষ্ট্যাম্প দিতে হইবে।

রেজিস্ট্রেসন ফিস্ আর্টিকেল-[এ] অনুসারে দিতে হইবে।

মাসোহারাপত্র—১

লিখিতং শ্রী... ... ...ইত্যাদি। তোমার আচরণ ও ব্যবহারে আমি অতীব প্রীত। আমার প্রতি তোমার শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা আমায় মুগ্ধ করিয়াছে। তোমার পৈতৃক অবস্থা ভাল নহে এবং তুমি উপার্জনক্ষমও নহ। তুমি আমার উপর একান্তভাবে নির্ভরশীল। কিন্তু তোমাকে এখনো দীর্ঘ পাঁচ বৎসর যাবৎ পড়াশুনা করিতে হইবে। তোমার একটি মাসিক বৃত্তির ব্যবস্থা করিবার মানসে এ মাসোহারা-পত্রমূলে স্বীকার ও অঙ্গীকার করিতেছি যে আগামী ১৯৬০ সালের ১লা জানুয়ারী হইতে ১৯৬৫ সালের ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত প্রতিমাসে আমার এস্‌টেট হইতে ৫০ টাকা করিয়া মাসোহারা বা বৃত্তি পাইবে। প্রতি ইংরাজী মাসের ১লা তারিখে এই বৃত্তি দেওয়া হইবে। যদ্যপি আমি বা আমার ওয়ারিশান বা স্থলাভিষিক্ত কেহ কখনও এই বৃত্তি প্রদান করিতে তাচ্ছিল্য বা শৈথিল্য করি বা করে, তাহা হইলে আইনের সাহায্য গ্রহণ করিয়া তুমি তোমার প্রাপ্য বৃত্তি মায় খরচা আদায় করিয়া লইতে পারিবে। এতদর্থে সুস্থ শরীরে, সরল মনে এই বৃত্তিপত্র সম্পাদন করিয়া দিলাম। ইতি সন... ...

দ্রষ্টব্য : উক্ত দলিলে নির্দিষ্টকালের জন্য মাসোহারা প্রদানের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। মোট বৃত্তির উপর ষ্ট্যাম্প ধার্য হইবে। যেহেতু প্রতিমাসে ৫০ টাকা

করিয়া বৃত্তি প্রদানের ব্যবস্থা আছে, সুতরাং ১২ মাসে মোট বৃত্তি হইবে ৫০ টাকা × ১২ = ৬০০ টাকা। পাঁচ বৎসরকাল বৃত্তি প্রদেয়। সুতরাং পাঁচ বৎসরে সর্বমোট ৬০০ টাকা × ৫ = ৩০০০ টাকা বৃত্তি প্রদেয়। এই ৩০০০ টাকার উপর ষ্ট্যাম্প শুল্ক ও রেজিস্ট্রেসন ফিস্ দিতে হইবে। ষ্ট্যাম্প অর্পণনামার ন্যায় আর্টিকেল-৫৯ অনুসারে প্রদান করিতে হইবে।

চিরস্থায়ী মাসোহারাপত্র—২

পরম কল্যাণীয়া শ্রী... ... ...ইত্যাদি।

লিখিতং শ্রী... ... ...ইত্যাদি। কস্য চিরস্থায়ী মাসোহারাপত্রমিদং কার্যঞ্চাগে। তুমি আমার পালিতা কন্যা হইতেছ। তখন আমার ঔরসজাত কোন সন্তানাদি ছিল না; কোন সন্তান লাভ করিবার সম্ভাবনাও ছিল না; সেই সময় হইতে আমি তোমায় গ্রহণ করিয়া কন্যাবৎ লালনপালন করিয়া আসিতেছি। পরবর্তী কালে প্রকৃতির খেয়ালে আমি এখন তিনটি সন্তানের পিতা। আমি দীর্ঘকাল পীড়ায় কষ্ট পাইতেছি; জানি না ঈশ্বরের কি ইচ্ছা। কিন্তু ইহধাম ত্যাগ করিবার পূর্বে তোমার এবং তোমার উত্তরাধিকারীর জন্য একটি সুবন্দোবস্ত করিয়া যাওয়া আমার কর্তব্য। এতদর্থে অত্র চিরস্থায়ী মাসোহারাপত্রমূলে আমি স্বীকার ও অঙ্গীকার করিতেছি যে তুমি ও তোমার অবর্তমানে তোমার সন্তানাদি ও ওয়ারিশানগণ চিরকালের জন্য আগামী... ...সালের··· ···মাস হইতে প্রতিমাসে (বা বৎসরে) আমার আয়-উপস্বত্ব হইতে ১০০ টাকা পাইবে। এই বৃত্তি নিয়মমত প্রদান করিতে আমি পুত্র-পৌত্রাদি ওয়ারিশান এবং স্থলাভিষিক্তগণক্রমে বাধ্য রহিলাম। ইহাতে কোনপ্রকার অন্যথা করিলে তুমি বৈধ উপায়ে তাহা আদায় করিতে ক্ষমতাবতী হইবে। তোমার অবর্তমানে তোমার উত্তরাধিকারী ও স্থলাভিষিক্তগণও অনুরূপ ক্ষমতার অধিকারী হইবে।

প্রতি ইংরাজী মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে অর্থাৎ ৭ই তারিখের মধ্যে বৃত্তি পাইবে। বৃত্তি প্রদানে শৈথিল্য প্রকাশ পাইলে আইনের সাহায্য গ্রহণ করিয়া বৃত্তির টাকা আদায় করিয়া লইতে পারিবে। অবশ্য শর্ত রহিল যে, তুমি বা তোমার কোন ওয়ারিশান ও স্থলাভিষিক্ত কেহ এই বৃত্তির স্বত্ব দান, বিক্রয় বা কোনপ্রকার হস্তান্তর করিতে পারিবে না; যদি কর তাহা হইলে আমি বা আমার উত্তরাধিকারী কেহ সেই টাকা আদায় দিতে বাধ্য হইব না বা হইবে না; এতদর্থে সুস্থ শরীরে সরল মনে এই চিরস্থায়ী মাসোহারাপত্র লিখিয়া দিলাম। ইতি সন··· ···

দ্রষ্টব্য ঃ কুড়ি বৎসরে যে মোট বৃত্তি প্রদত্ত হইবে তাহার উপর ষ্ট্যাম্প শুল্ক ও রেজিস্ট্রেসন ফিস্ ধার্য হইবে ; আর্টিকেল-৫৮ অনুসারে ষ্ট্যাম্প দিতে হইবে।

জীবনস্বত্বে মাসোহারাপত্র—৩

পরম পূজনীয়া শ্রীযুক্তা··· ··· ···ইত্যাদি।

লিখিতং শ্রী··· ··· ··· ···ইত্যাদি। আপনি আমার মাসীমা হইতেছেন। আপনি অকালে বিধবা হইয়া আমাদের সংসারে পরম আপনজনের ন্যায় জীবনযাপন করিতেছেন। আপনার কোন সন্তানাদি নাই এবং আমার শৈশবকাল হইতে আপনি আমায় পুত্রবৎ স্নেহ করিতেছেন। আমার অবর্তমানে যদি আমার সন্তানগণ আপনাকে আমার ন্যায় ভক্তিশ্রদ্ধা না করে এবং আপনার ভরণপোষণের ব্যয়ভার বহন করিতে কুণ্ঠিত হয় তাহা হইলে বৃদ্ধাবস্থায় আপনি হয়ত দুঃখকষ্ট পাইতে পারেন এই আশঙ্কায় আমি ব্যবস্থা করিলাম যে আপনি যতদিন জীবিত থাকিবেন ততদিন আমার এস্টেট হইতে মাসিক ৩০ টাকা হিসাবে বৃত্তি পাইবেন। প্রতি বাংলা মাসের সাত তারিখের মধ্যে এই বৃত্তির টাকা আপনাকে দেওয়া হইবে। আমি বা আমার ওয়ারিশান কেহ কখনো উক্ত বৃত্তি প্রদান করিতে শৈথিল্য প্রদর্শন করিলে আপনি আইনের সাহায্য গ্রহণ করিয়া আপনার প্রাপ্য বৃত্তি আদালত খরচা সহ আদায় করিয়া লইতে পারিবেন। (এমনও লেখা যাইতে পারে—আপনার বৃত্তি পাইতে অত্যধিক বিলম্ব হইলে বিলম্বিতকালের জন্য বার্ষিক শতকরা··· · হারে সুদ পাইবেন অথবা নিম্নতফসিল বর্ণিত সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া বৃত্তির টাকা লইতে পারিবেন। ইহার অর্থ এই যে বৃত্তির জন্য সম্পত্তি আবদ্ধ রাখা হয়। যদি বৃত্তির টাকা প্রদান না করা হয় তাহা হইলে আবদ্ধ সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া বৃত্তির টাকা লওয়া যায়। সম্পত্তি আবদ্ধ রাখিলে এইরূপ লিখিতে হইবে—এই মাসো-হারার টাকার মাতব্বরি জন্য আমার নিম্নলিখিত সম্পত্তি আবদ্ধ রহিল। আপনি যতদিন জীবিত থাকিবেন ততদিন উক্ত সম্পত্তি আমি বা আমার কোন উত্তরাধিকারী কেহ কখনো কোনপ্রকারে দায়সংযোগ বা হস্তান্তর করিতে পারিবে না। বৃত্তি না পাইলে উক্ত সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া মাসোহারা লইতে পারিবেন।) এতদর্থে সুস্থ শরীরে অন্যের বিনা প্ররোচনায় এই জীবনস্বত্বের মাসোহারা লিখিয়া দিলাম। ইতি সন··· ···

দ্রষ্টব্য ঃ যেহেতু মাসোহারা জীবনাবসানে শেষ হইবে, সেহেতু ১২ বৎসরে যে মোট বৃত্তি প্রদত্ত হইবে তাহার উপর ষ্ট্যাম্প ও রেজিস্ট্রেসন ফিস্ ধার্য হইবে। আর্টিকেল-৫৮ অনুসারে ষ্ট্যাম্প দিতে হইবে।

বৃত্তিত্যাগপত্র

পরিচিতি ঃ আমরা পূর্বে দেখিয়াছি যে নির্দিষ্টকালের জন্য জীবনস্বত্বে বা চিরস্থায়ীভাবে মাসোহারা বা বৃত্তির ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। এখন নির্দিষ্টকাল শেষ হইবার পূর্বে, জীবনাবসানের পূর্বে বা চিরস্থায়ী বৃত্তির ক্ষেত্রে যে কোন সময়ে এই মাসোহারা ভোগের স্বত্ব দাতার অনুকূলে ত্যাগ করা যায়; যেহেতু এইরূপ দলিলে দাবি বা স্বত্ব ত্যাগ করা হয় মাত্র সেজন্য এইরূপ দলিলে না-দাবি বা মুক্তিপত্রের ন্যায় ষ্ট্যাম্প দিতে হইবে। অর্থাৎ বৃত্তিত্যাগপত্রে সিডিউল [১এ]-র ৫৫-আর্টিকেল অনুসারে ষ্ট্যাম্প শুল্ক দিতে হইবে। রেজিস্ট্রেসন ফিস্-[ই]—৪ টাকা। নিচে একপ্রকার মাসোহারাত্যাগপত্রের উদাহরণ প্রদত্ত হইল—

চিরস্থায়ী মাসোহারাত্যাগপত্র

গ্রহীতা শ্রী··· ··· ···ইত্যাদি।

দাতা শ্রী ··· ···ইত্যাদি।

কস্য চিরস্থায়ী বৃত্তিত্যাগপত্রমিদং কার্যঞ্চাগে। আপনি আমার অনুকূলে ইং সন··· ···সালের··· ···তারিখে একখানি চিরস্থায়ী মাসোহারাপত্র সম্পাদন করিয়া আমাকে এবং আমার উত্তরাধিকারিগণকে বার্ষিক··· ···টাকা হিসাবে বৃত্তি প্রদান করিতে অঙ্গীকারাবদ্ধ আছেন। কিন্তু আমার এককালীন ৫০০০ টাকার বিশেষ প্রয়োজন হওয়ায় আমি আপনার নিকট হইতে ৫০০০ টাকা লইয়া এতদ্বারা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইতেছি যে অদ্য হইতে উক্ত চিরস্থায়ী বৃত্তির সকলপ্রকার দাবি ও স্বত্ব চিরকালের জন্য ত্যাগ করিলাম। ভবিষ্যতে আর কোনপ্রকার বৃত্তির জন্য আপনাকে বা আপনার ওয়ারিশান ও স্থলাভিষিক্তগণকে কোনপ্রকারে দায়ী করিতে পারিব না। আপনার উপর উক্ত চিরস্থায়ী মাসোহারার জন্য যে দাবিদাওয়া স্বত্ব বা অধিকার প্রভৃতি যাহা কিছু ছিল তাহা এই মাসোহারা না-দাবিপত্রমূলে রহিত হইল। ইতি সন··· ···

দ্রষ্টব্য ঃ লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, এক্ষেত্রে যে ব্যক্তি মাসোহারা দিতে বাধ্য ছিলেন তাহার অনুকূলে মাসোহারাত্যাগপত্র সম্পাদিত হইতেছে এবং সেইজন্য ত্যাগপত্রদাতা কিছু অর্থও পাইতেছেন। কিন্তু দাতা যদি ঐরূপ অর্থ লইয়া মাসোহারা-প্রদানকারী ব্যক্তি ভিন্ন অপর কোন ব্যক্তিকে ঐ মাসোহারার দাবি ত্যাগ করিতেন, তবে তাহা মূলতঃ বিক্রয়-কোবালা হইত। কেননা মাসোহারার স্বত্ব হস্তান্তরের ফলে যে ব্যক্তি উক্ত স্বত্ব লাভ করিত সেই ব্যক্তি মাসোহারাদাতার নিকট হইতে অনুরূপ মাসোহারা আদায় করিতে পারিত; সুতরাং তাহা না-দাবির আকারে লিখিত হইলেও বিক্রয়-কোবালারূপে গণ্য হইত।

রহিতকরণপত্র

পরিচিতি ঃ অনেক প্রকার দলিলই রেজিস্ট্রেসনের পর পুনরায় রহিত করা যায়। তবে সাধারণতঃ যে সকল দলিল দ্বারা স্বত্ব-স্বামিত্ব ও অধিকার হস্তান্তর করা হয় তাহা রহিত করা যায় না। অবশ্য ব্যতিক্রমও আছে। যেমন দানপত্র—বিশেষ ক্ষেত্রে দানপত্র রহিত করা যাইতে পারে ; সম্পত্তিতে দখল না দেওয়া পর্যন্ত তাহাতে দাতার অধিকার থাকে। সুতরাং দানকৃত সম্পত্তি গ্রহীতার দখলে না আসা পর্যন্ত তাহা রহিত করা যায়।

ষ্ট্যাম্প আইনের সিডিউল [১এ]-র ১৭-আর্টিকেল রহিতকরণপত্রের ষ্ট্যাম্প শুল্ক সম্পর্কে নির্দেশ প্রদান করা আছে। যে সকল রহিতকরণপত্রের জন্য সিডিউলে বিশেষ ব্যবস্থা নাই সেই সকল রহিতকরণপত্রের জন্য ২৫ টাকা ষ্ট্যাম্প শুল্ক ১৭-আর্টিকেলমতে দিতে হইবে। নিরূপণপত্র রহিতকরণ, অছি নিযোগ রহিতকরণ, অংশনামা রহিতকরণ প্রভৃতির জন্য ষ্ট্যাম্প শুল্ক ষ্ট্যাম্প আইনের সিডিউলের বিশেষ ব্যবস্থা অনুযায়ী প্রদেয়। অর্থাৎ কোন দলিল রহিতকরণের জন্য কত ষ্ট্যাম্প রুসুম দিতে হইবে তাহা নির্দেশিত দানপত্র রহিতকরণ আছে।

আমি··· ···সালের··· ··· তারিখে··· ··· রেজিস্ট্রেসন অফিসের··· ···নং দলিলমূলে নিম্নতফসিল বর্ণিত সম্পত্তি তোমাকে দান করিয়াছিলাম, কিন্তু তুমি এ পর্যন্ত উক্ত সম্পত্তি দখল না করায় এবং সম্পত্তি হস্তান্তর আইনের বিধানমতে তাহা অসিদ্ধ গণ্য হওয়ায় আমি এতদ্বারা উক্ত দানপত্র রহিত করিলাম এবং নিম্নতফসিল বর্ণিত সম্পত্তি যেমন আমার দখলে আছে তেমনি রহিল। উক্ত সম্পত্তিতে তোমার বা তোমার উত্তরাধিকারী বা ওয়ারিশান কাহারো কোনপ্রকার দাবিদাওয়া রহিল না। এতদর্থে সুস্থ শরীরে অত্র দানপত্র রহিতকরণপত্র সম্পাদন করিয়া দিলাম। ইতি সন······

তফসিল

* * *

দ্রষ্টব্য ঃ উক্ত দানপত্রের রহিতকরণপত্রে বা যে কোনপ্রকার দানপত্রের রহিত-করণপত্রে ষ্ট্যাম্প আইনের সিডিউল [১এ]-র ১৭-আর্টিকেলমতে ২৫ টাকা ষ্ট্যাম্প দিতে হইবে। রেজিস্ট্রেসন ফিস্-[ই]—৬ টাকা।

নিবন্ধীকৃত মোক্তারনামা রহিতকরণপত্র

লিখিতং শ্রী··· ···ইত্যাদি। আমি··· ···সালের··· ···তারিখে··· ··· অবর-নিবন্ধক অফিসের··· ···নং মোক্তারনামা রেজিস্ট্রী করিয়া (১) শ্রী··· ···

এবং (২) শ্রী··· ···কে আমার এজেণ্টরূপে নানাবিধ কাজ করিবার ক্ষমতা প্রদান করিয়াছিলাম। কিন্তু বিশেষ কতকগুলি কারণে আমি তাঁহাদিগকে অ্যাটর্নীরূপে রাখিতে চাহি না। সুতরাং অত্র রহিতকরণপত্রমূলে আমি উক্ত মোক্তারনামা রহিত করিলাম। এখন হইতে উক্ত ব্যক্তিদ্বয় আমার নিযুক্তকরূপে কোনপ্রকার কার্য করিতে পারিবেন না। এতদর্থে এই মোক্তারনামা রহিতকরণপত্র সম্পাদন করিয়া দিলাম।

দ্রষ্টব্য ঃ ষ্ট্যাম্প আর্টিকেল-১৭ অনুসারে ২৫ টাকা, রেজিস্ট্রেসন ফিস্ ৬ টাকা প্রদেয়।

(অথেন্‌টিকেটেড) মোক্তারনামা রহিতকরণ

অথেন্‌টিকেটেড মোক্তারনামা রহিত করিতে হইলে কোন দলিল দ্বারা রহিত করিবার প্রয়োজন নাই। সাদা কাগজে রহিতকরণ সম্পর্কে বক্তব্য লিখিয়া মোক্তার-নামাসহ অবর-নিবন্ধকের নিকট দরখাস্তখানি দাখিল করিতে হয়। (দরখাস্তের অধ্যায়ে দরখাস্তখানির নমুনা দেখুন।) এ সম্পর্কে অন্যত্র আলোচনা দেখুন।

দত্তকগ্রহণ প্রাধিকারপত্র রহিতকরণপত্র

লিখিতং শ্রী··· ···ইত্যাদি। তুমি আমার স্ত্রী হইতেছ। তখন আমার ঔরসজাত কোন সন্তানাদি ছিল না ; আমি কঠিন রোগে আক্রান্ত হওয়ায় তোমাকে আমার মৃত্যুর পর দত্তকপুত্র গ্রহণ করিবার অধিকার দিয়াছিলাম ; কিন্তু রোগমুক্ত হইয়া আমি পরমেশ্বরের কৃপায় কিছুকাল যাবৎ সম্পূর্ণ সুস্থ দেহে জীবনযাপন করিতেছি। গত··· ···সালের··· ···মাসে তুমি একটি সন্তানের জননী হইয়াছ ; সুতরাং দত্তক গ্রহণ করিবার এখন আর কোন প্রয়োজন দেখিতেছি না। সেজন্য অত্র রহিনকরণপত্রমূলে আমি··· ··· ···সালের··· ···তারিখে··· ···অবর-নিবন্ধক অফিসের··· ···নং দলিলমূলে যে দত্তক গ্রহণ করিবার পত্র তোমার অনুকূলে সম্পাদন করিয়া দিয়াছিলাম তাহা রহিত ও নাকচ করিয়া দিলাম। আমার অবর্তমানে তুমি কোন দত্তক গ্রহণ করিতে পারিবে না। ইতি সন··· ···।

দ্রষ্টব্য ঃ আর্টিকেল-১৭ অনুসারে ২৫ টাকা ষ্ট্যাম্প মাশুল ; রেজিস্ট্রেসন ফিস্-[ই] ৬ টাকা প্রদেয়।

নিরূপণপত্র রহিতকরণ

লিখিতং শ্রী··· ···ইত্যাদি। ইং সন··· ···সালের··· ···তারিখে··· ··· রেজিস্ট্রেসন অফিসের··· ···নং দলিল দ্বারা আমি একখানি নিরূপণপত্র সম্পাদন করিয়া দিয়াছিলাম। যাহাদের অনুকূলে আমি উক্ত নিরূপণপত্র সম্পাদন করিয়া

দিয়াছিলাম তাহারা উক্ত নিরূপণপত্রে বর্ণিত সম্পত্তিতে কোনপ্রকার অধিকার বা দখল এখনো পায় নাই; উক্ত সম্পত্তি আমারই দখলে আছে। ইতিমধ্যে আমি ভিন্নরূপ মনঃস্থ করায় উক্ত নিরূপণপত্র রহিত করা যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করি। এতদর্থে নিম্নলিখিত কারণে আমি উক্ত নিরূপণপত্র এই রহিতকরণপত্রমূলে রহিত ও নাকচ করিলাম এবং নিম্নতফসিল বর্ণিত সম্পত্তি যেমন আমার দখলে আছে তেমনি রহিল।

(যে সকল কারণে উক্ত নিরূপণপত্র রহিত করা হইতেছে তাহা লিখিতে হইবে।)

সুস্থ শরীরে সরল মনে অত্র নিরূপণপত্রের রহিতকরণপত্র সম্পাদন করিয়া দিলাম। ইতি সন…

দ্রষ্টব্যঃ ষ্ট্যাম্প আর্টিকেল-৫৮ [বি] অনুসারে, রেজিস্ট্রেসন ফিস্-[ই]—৬ টাকা প্রদেয়।

অছিনামা রহিতকরণপত্র

লিখিতং (১) শ্রী… … …ইত্যাদি। (২) শ্রী… … …ইত্যাদি। আমাদের বিষয়-সম্পত্তি দেখাশুনার অভাবে নানা প্রকারে দায়গ্রস্ত হওয়ায় আমাদের হিতার্থে আপনাকে যথানিয়মে… …সালের… …তারিখে রেজিস্ট্রেসন অফিসের… …নং দলিলমূলে অছি নিয়োগ করিয়া আপনার উপর আমাদের যাবতীয় স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি সংক্রান্ত কার্যভার ন্যস্ত করিয়াছিলাম। কিন্তু আপনি উক্ত অছিনামার শর্তানুসারে কার্য করিতেছেন না এবং উক্ত অছিনামার নিম্নলিখিত ধারাগুলির অপব্যবহার করিয়াছেন। আপনাকে পুনঃ পুনঃ সতর্ক করা সত্ত্বেও আপনি সতর্কতা অবলম্বন করেন নাই।

[যে সকল ধারার অপব্যবহার করা হইয়াছে তাহা এখানে লিখিতে হইবে।]

অতএব স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, আপনাকে আর উক্ত দায়িত্বপূর্ণ কাজে নিযুক্ত রাখিলে আমাদের সমূহ ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা। এতদর্থে আমরা অত্র রহিতকরণ-পত্রমূলে উক্ত অছিনিয়োগপত্র রহিত করিয়া আমাদের সম্পত্তি সংক্রান্ত আপনার সকল প্রকার ক্ষমতা লোপ করা হইল। এই রহিতকরণপত্র সম্পাদনের পর আপনি আমাদের এস্টেট সংক্রান্ত কোন কার্য করিতে পারিবেন না, কোন কার্য করিলেও আর আমরা কোনক্রমে তাহা মানিতে বাধ্য হইব না এবং আইনেও আপনার উক্ত কার্য অসিদ্ধ গণ্য হইবে। এতদর্থে এই অছিনামা রহিতকরণপত্র সম্পাদন করিয়া দিলাম। ইতি সন……

দ্রষ্টব্যঃ আর্টিকেল-৬৪ [বি] অনুসারে ষ্ট্যাম্প, রেজিস্ট্রেসন ফিস্-[ই]—৬ টাকা প্রদেয়।

অংশনামা রহিতকরণপত্র

পরিচিতি ঃ অংশনামা রহিত করিতে হইলে ষ্ট্যাম্প আইনের সিডিউল [১এ]-র ৪৬ [বি] আর্টিকেল অনুসারে ২৫ টাকার ষ্ট্যাম্প দিতে হয়; রেজিষ্ট্রেসন ফিস্- [ই]—৬ টাকা। একটি বিষয় প্রণিধানযোগ্য—ধরুন রাম, শ্যাম, যদু তিনজনে একটি কারবার আরম্ভ করিল। তাহারা একটি অংশনামা দলিল করিল—তাহাতে বিবৃত হইল কাহার কিরূপ অংশ, কাহার কোন্ কাজ, কে কিরূপ লভ্যাংশ পাইবে ইত্যাদি ইত্যাদি। এখন কিছুকাল কারবার চালাইবার পর হয়ত কোন কারণে যদু উক্ত কারবারে তাহার যে অংশ ছিল তাহা অপর দুই অংশীদারের অনুকূলে ত্যাগ করিল; মূল্যস্বরূপ কিছু পণের টাকাও লইল এবং যদু উক্ত কারবার হইতে সংস্রবশূন্য হইল। যেহেতু কারবারটি রাম, শ্যাম, যদু এই তিন ব্যক্তিকে লইয়া আরম্ভ হইয়াছিল, সেহেতু যদু চলিয়া যাওয়ায় কারবারের মূল রূপটিও পাল্টাইয়া গেল। এ ক্ষেত্রে রাম ও শ্যাম নূতন নামে কারবার গঠন করিতে পারে। সুতরাং যদু তাহার যে অংশ রাম ও শ্যামের নিকট বিক্রয় করিল তাহার ফলে মূল অংশনামা রহিত হইল বটে কিন্তু তাহা মূলতঃ বিক্রয়-কোবালা ভিন্ন আর কিছুই নহে। কারণ যদু তাহার কারবারের অংশ অপর দুই অংশীদারের নিকট বিক্রয় করিল মাত্র। এইরূপ দলিলের নামকরণ যদিও 'অংশনামা রহিতকরণপত্র' হয় তথাপি উহা বিক্রয়-কোবলা জ্ঞানে ২৩-আর্টিকেল অনুসারে কোবালার ষ্ট্যাম্প দিতে হইবে। ২৫ টাকার ষ্ট্যাম্প কাগজে কেবলমাত্র তখনই অংশনামা রহিত করা যাইবে যখন উক্ত তিন ব্যক্তি একত্রে রহিতকরণপত্র সম্পাদন করিবে এবং যে কারবার গঠিত হইয়াছিল তাহা সম্পূর্ণরূপে ভাঙিয়া দেওয়া হইয়াছে এইরূপ বুঝিতে হইবে। যেমন—

অংশনামা রহিতকরণপত্র

প্রথম পক্ষ... ... ...দ্বিতীয় পক্ষ... ... ...তৃতীয় পক্ষ... ... ...ইত্যাদি।

কস্য অংশনামা রহিতকরণপত্রমিদং কার্যঞ্চাগে। আমরা তিনজনে একত্রে... ... ...নামে একটি... ...কারবার... ... ...অঞ্চলে প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলাম। আমাদের উক্ত অংশীদারী কারবার সম্পর্কে... ...সালের... ... ...তারিখে... ... রেজিষ্ট্রেসন অফিসের... ...নং দলিল রেজিস্ট্রী করিয়াছিলাম। আমরা এতদিন একত্রে কারবার করিয়া আসিতেছিলাম; কিন্তু পরস্পরের মধ্যে নানা বিষয়ে মতবিরোধ দেখা দেওয়ায় আমরা উক্ত কারবার ভাঙিয়া দিতে মনঃস্থ করিয়াছি। এতদর্থে অত্র রহিতকরণপত্রমূলে উক্ত অংশনামা রহিত করিলাম; কারবারের যে মালপত্র আছে তাহা আমরা নিম্নলিখিতভাবে পাইব বা কারবারের মালপত্র বিক্রয়

করিয়া যে টাকা হইয়াছে তাহা নিম্নলিখিতহারে লইয়া আমরা উক্ত কারবার তুলিয়া লইলাম।

(কে কিরূপভাবে কারবারের অবশিষ্ট মালপত্র পাইবে তাহা লিখিতে হইবে।)

এতদর্থে সুস্থ শরীরে আমরা অংশনামা রহিতকরণপত্র সম্পাদন করিয়া দিলাম। ইতি সন...

উইল রহিতকরণপত্র

আমরা জানি উইল প্রণয়ন করিয়া রেজিস্ট্রী করিতে হইলে উইলের জন্য কোন ষ্ট্যাম্প মাশুল দিতে হয় না, অনুরূপে উইলের রহিতকরণপত্র সাদা কাগজে লিখিতে হয়। উইল রহিতকরণপত্রের জন্য [সি] (iii) আর্টিকেলমতে ১৬ টাকা রেজিস্ট্রেসন ফিস্ দিতে হয়।

লিখিতং শ্রী... ... ...ইত্যাদি। কস্য উইল রহিতকরণপত্রমিদং কার্যঞ্চাগে। আমি ইং সন... ...সালের... .. তারিখে... .. রেজিস্ট্রেসন অফিসে একখানি উইল রেজেস্ট্রী করি। উক্ত অফিসের... ...নং দলিলরূপে তিন নং রেজিস্টার বহিতে উহা নকল করা আছে। এক্ষণে আমার মনোভাবের পরিবর্তন হেতু উক্ত উইলের শর্তসকল যাহাতে আমার মৃত্যুব পর কার্যকরী না হয় তাহার জন্য এই রহিতকরণপত্র লিখিতেছি। আমার মৃত্যুর পর উক্ত উইলের কোন শর্ত কাযকরী করা যাইবে না, কারণ, অত্র রহিতকরণপত্র দ্বারা আমি উক্ত উইল সম্পূর্ণরূপে নাকচ ও রহিত করিলাম। আমি যদি ইহার পরে অন্য কোন উইল সম্পাদন করি তাহা হইলে সেই ভাবী উইলের শর্তানুসারে আমার সম্পত্তিসমূহের ভোগাধিকার ও কার্য-প্রণালীর নির্বাহভার নির্দিষ্ট হইবে। আর যদি সেরূপ দ্বিতীয়বার কোন উইল প্রণয়ন না করি তবে প্রচলিত আইনানুসারে বিনা উইলকারীর সম্পত্তিসমূহ ওয়ারিশানক্রমে যেরূপভাবে ন্যস্ত হইয়া থাকে আমার সম্পত্তিসমূহও ওয়ারিশানগণ সেইরূপে প্রাপ্ত হইবে। অতদর্থে সুস্থ শরীরে, সরল মনে এই রহিতকরণপত্র লিখিয়া দিলাম। ইতি সন.. ..

গ্যারাণ্টি

পরিচিতি ঃ গ্যারাণ্টি চুক্তি বা কনট্রাকটের পর্যায়ভুক্ত। গ্যারাণ্টি প্রদান করা হয় কোন প্রতিজ্ঞা পালনের জন্য অথবা তৃতীয় ব্যক্তি তাঁহার দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হইলে সেই দায়িত্ব পালনের জন্য। যে ব্যক্তি গ্যারাণ্টি প্রদান করে তাহাকে সিউরিটি, প্রতিভূ বা গ্যারাণ্টর নামে উল্লেখ করা হয়।

যে ব্যক্তির ব্যর্থতার জন্য গ্যারান্টি প্রদান করা হয় তাঁহাকে প্রধান খাতক বা প্রিন্সিপ্যাল খাতক বলে। যে ব্যক্তিকে গ্যারান্টি প্রধান করা হয় তাঁহাকে ক্রেডিটর বা উত্তমর্ণ বলে। দীর্ঘ সময় ব্যাপিয়া যে সকল চুক্তি সম্পাদিত হইবার ব্যবস্থা থাকে সেই সকল চুক্তি সংক্রান্ত গ্যারান্টিকে চলমান গ্যারান্টি বা কনটিনিউইং গ্যারান্টি বলে।

প্রতিভূর অদায়িতা (সিউরিটি ইনডেম্নিফায়েড) ঃ ভারতীয় কনট্রাক্ট আইনের ১৪৫ ধারাতে এইরূপ বিধান আছে যে গ্যারান্টির চুক্তি অনুসারে প্রতিভূ যাহা ন্যায়সঙ্গতভাবে ব্যয় করিয়াছে তাহা গ্যারান্টর প্রধান খাতকের নিকট হইতে আদায় করিতে পারিবে। প্রধান খাতকের ইহা একপ্রকার উহ্য প্রতিজ্ঞা (ইম্প্লায়েড প্রমিজ)। প্রতিভূকে আর্থিক দায় হইতে বিমুক্ত রাখিবার জন্য এইরূপ ব্যবস্থা।

সহ-প্রতিভূর দায়িত্ব ঃ এক বা একাধিক চুক্তিমূলে দুই বা ততোধিক সহ-প্রতিভূ ভিন্নরূপ চুক্তি না থাকিলে সমানভাবে ঋণ বা অনাদায়ী ঋণের জন্য মিলিতভাবে অথবা স্বতন্ত্রভাবে দায়ী থাকিবেন। ইহা ভারতীয় কনট্রাক্ট আইনের ১৪৬ ধারা বিধান। কনট্রাক্ট আইনের ১৪৭ ধারায় এইরূপ নির্দেশ আছে যে যদি সহ-প্রতিভূগণ ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণ টাকার জন্য দায়ী থাকেন তবে তাঁহারা সমানভাবে ঋণ পরিশোধের জন্য দায়ী থাকিবেন, কিন্তু এই শর্তে যে কোন সহ-প্রতিভূকে তাঁহার দায়ের সর্বোচ্চ সীমা অপেক্ষা অধিক টাকা দিতে হইবে না। কনট্রাক্ট আইনের ১২৪ ধারায় ক্ষতিনিষ্কৃত সংক্রান্ত চুক্তি সম্পর্কে লিখিত আছে। যে চুক্তিমূলে যখন কোন পার্টি অপর কোন ব্যক্তিকে ক্ষতিপূরণ করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ থাকে প্রতিজ্ঞাকারী ব্যক্তি অথবা অপর কোন ব্যক্তির আচরণের জন্য, তখন সেইরূপ চুক্তিকে ক্ষতিনিষ্কৃতির চুক্তিপত্র বলে।

কনট্রাক্ট আইনের ১৩০ ধারায় বিধান আছে যে আইনসম্মতভাবে গ্যারান্টি চুক্তিপত্র সম্পাদিত হইবার পর রিভোক বা নাকচ করা যায় না। কিন্তু চলমান গ্যারান্টির চুক্তি ভাবী লেন-দেনের ক্ষেত্রে রিভোক করা যায়। ভারতীয় কনট্রাক্ট আইনের ১৪২, ১৪৪ প্রভৃতি ধারায় বিধান আছে, কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে গ্যারান্টিপত্র কার্যকরী হইবে না। ভুল তথ্য পরিবেশন দ্বারা, আবশ্যকীয় অবস্থা সম্পর্কে নীরবতা অবলম্বন করিয়া যে গ্যারান্টিপত্র রচিত হয় তাহা স্বীকারযোগ্য নহে। সহ-প্রতিভূর যোগদান সাপেক্ষে যে গ্যারান্টি প্রদান করা হয় সেই গ্যারান্টি সহ-প্রতিভূ চুক্তি অনুসারে যোগদান না করা পর্যন্ত স্বীকারযোগ্য নহে (ভা. ক. আ.-১৪৪)। গ্যারান্টি-পত্রের রেজিস্ট্রেসন বাধ্যতামূলক নহে। গ্যারান্টিপত্রে কমপক্ষে দুইজন সাক্ষী থাকিবে।

ষ্ট্যাম্প ডিউটি ঃ সাধারণ গ্যারান্টিপত্রে একরারনামার ন্যায় আর্টিকেল-৫ অনুসারে মাশুল দিতে হইবে। কিন্তু গ্যারান্টিপত্রে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রদানের দ্বারা

ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা থাকিলে ক্ষতিনিষ্কৃতিপত্রের ন্যায় আর্টিকেল-৩৪ অনুসারে মাশুল দিতে হইবে। গ্যারান্টিপত্রে চুক্তি পালনের জন্য সম্পত্তি দায়বদ্ধ থাকিলে দায়বদ্ধ সম্পত্তির মূল্যের উপর মর্টগেজের ন্যায় আর্টিকেল-৪০ [বি] অনুসারে ষ্ট্যাম্প মাশুল প্রদান করিতে হইবে। গ্যারান্টিপত্রের ষ্ট্যাম্প মাশুল সম্পর্কে উপরোক্ত আলোচনা অনুসারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হইবে। সর্বক্ষেত্রে একরারনামার ন্যায় গ্যারান্টিপত্রে ষ্ট্যাম্প ডিউটি দিলে ভুল হইবে। ভারতীয় কনট্রাক্ট আইনে বিধান আছে যে সকল প্রকার কনট্রাক্টই এগ্রিমেণ্ট, কিন্তু সকলপ্রকার চুক্তিপত্রেই একরারনামার ন্যায় ষ্ট্যাম্প ডিউটি প্রদান করা যায় না। তাহা ছাড়া ভারতীয় ষ্ট্যাম্প আইন ১৮৯৯-এর ৬ ধারাতে এইরূপ নির্দেশ প্রদান করা আছে যে, কোন নিদর্শনপত্র একাধিক আর্টিকেলের অন্তর্ভুক্ত হইলে যে আর্টিকেল অনুসারে সর্বাপেক্ষা অধিক ষ্ট্যাম্প মাশুল প্রদেয়—সেই আর্টিকেল অনুসারে মাশুল দিতে হইবে। এইরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর স্থির করিতে হইবে নিদর্শনপত্রটি একটি বিষয় সম্পর্কিত অথবা ভিন্ন ভিন্ন বিষয় সম্পর্কিত। রেজিস্ট্রেসন ফিস্ আর্টিকেল (ই) অনুসারে প্রদেয়।

গ্যারান্টিপত্র

এতদ্বারা প্রতিভূ শ্রী··· ··· ···পিতা··· ···নিবাস··· ··· ···জেলা··· ··· জাতি··· ··· ···পেশা··· ···১নং অনুচ্ছেদে বিশেষভাবে বর্ণিত ব্যাঙ্ককে ২নং অনুচ্ছেদে বিশেষভাবে বর্ণিত প্রধান ঋণকারীর তরফে নিম্নলিখিত শর্তে সর্বোচ্চ ··· ···টাকা ঋণদানের জন্য গ্যারান্টি প্রদান করিতেছে—

(১) ··· ···ব্যাঙ্ক লিমিটেড যাহা ভারতীয় কোম্পানী আইন, ১৯৫৬-এর নিয়মানুসারে নিবন্ধীকৃত এক জয়েণ্ট ষ্টক কোম্পানী। ইহার হেড অফিস··· ···। শাখা অফিস বিভিন্ন স্থানে ; ঋণগ্রহণের শাখা অফিস··· ··· (ঠিকানা)।

(২) ঋণগ্রহীতা শ্রী··· ··· ···পিতা··· ···ইত্যাদি। ১নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত ব্যাঙ্কের··· ··· ···শাখাতে ঋণগ্রহীতার অ্যাকাউন্ট নং··· ···। ঋণগ্রহীতার বর্তমান বয়স··· ···।

(৩) উক্ত ব্যাঙ্ক উক্ত ঋণগ্রহীতাকে বিভিন্ন প্রয়োজনে যথা··· ··· (প্রয়োজনের উল্লেখ করা দরকার) উক্ত ঋণগ্রহীতাকে সর্বোচ্চ··· ···টাকা বার্ষিক··· ···সুদ হারে প্রদান করিতে স্বীকৃত হইয়াছে।

(৪) উক্ত ঋণগ্রহীতা··· ···সময়ের মধ্যে বাৎসরিক··· ···কিস্তিতে উক্ত ঋণ পরিশোধ করিতে বাধ্য থাকিবে।

(৫) গ্যারাণ্টর ঋণ পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত উক্ত ঋণের জন্য উক্ত ব্যাঙ্কের নিকট সর্বপ্রকারে দায়ী থাকিবে।

(৬) উক্ত ব্যাঙ্কের গঠনতন্ত্রে কোনপ্রকার পরিবর্তন সাধিত হইলেও অত্র গ্যারান্টি-পত্রের শর্তাবলীর কোনপ্রকার পরিবর্তন হইবে না।

(৭) ঋণগ্রহীতা শর্তানুসারে ঋণ পরিশোধ করিতে না পারিলে উক্ত ব্যাঙ্ক উক্ত গ্যারাণ্টরকে চুক্তি অনুসারে ঋণ পরিশোধে বাধ্য করিতে পারিবে এবং ঋণ পরিশোধার্থে গ্যারাণ্টরকে যোগ্য আদালতে অভিযুক্ত করিতে পারিবে।

(প্রয়োজন মত অন্যান্য শর্তের উল্লেখ করা চলিবে।) উপরিলিখিত শর্তাবলী পাঠ করিয়া উহার মর্ম উপলব্ধি করিয়া সরল ও সুস্থ মনে, অন্যের বিনা প্রয়োচনায় নিম্নলিখিত সাক্ষীগণের সম্মুখে উক্ত গ্যারাণ্টর বা প্রতিভূ বা সিউরিটি শ্রী... ... অত্র গ্যারান্টিপত্র স্বহস্তে সম্পাদন করিলেন। ইতি সন... ...।

স্বাক্ষর... ... ...প্রতিভূ

সাক্ষী :

(১) শ্রী... ... ...পিতা... ... ...
নিবাসী... ... ...ইত্যাদি।

(২) শ্রী... ... ...পিতা... ... ...
নিবাস... ... ...ইত্যাদি।

নালিশযোগ্য দাবি

পরিচিতি : সাধারণতঃ ঋণ পরিশোধের শর্ত হিসাবে স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তি দায়বদ্ধ রাখা হয় ; এই সকল দলিল মর্টগেজ, বণ্ড ইত্যাদি রূপে লেখা হয়। এইরূপে আবদ্ধযুক্ত নয় এমন ঋণের দাবি সম্পর্কে যদি দেওয়ানী আদালত দাবিদারকে কোন-প্রকার স্বীকৃতি প্রদান করে তবে সেইরূপ দাবি নালিশযোগ্য দাবি বা অ্যাকশন্‌এব্‌ল ক্লেমরূপে গণ্য হইবে (সম্পত্তি হস্তান্তর আইন, ধারা-৩)।

অ্যাকশন্‌এব্‌ল ক্লেম লিখিত নিদর্শনপত্র সম্পাদনের মারফত হস্তান্তর করা যায় [সম্পত্তি হস্তান্তর আইন, ধারা ১৩০ (১)]।

আর্টিকেল-২৩ অথবা আর্টিকেল-৬২ অনুসারে ষ্ট্যাম্প মাশুল প্রদেয়। রেজিস্ট্রেসন ফিস্‌ আর্টিকেল [এ] অনুসারে প্রদেয়। রেজিস্ট্রেসন বাধ্যতামূলক নহে।

দাবি হস্তান্তরপত্র—১

অত্র চুক্তিপত্র ১৯৭৯ সালের... ...মাসের... ...তারিখে সম্পাদিত হইল নিম্ন-লিখিত পক্ষ দ্বয়ের দ্বারা।

প্রথম পক্ষ : শ্রী... ... ...পিতা... ... ...নিবাস... ...জাতি... ... পেশা... ... ..., অ্যাসাইনর।

দ্বিতীয় পক্ষ। শ্রী... ... ...পিতা... ... ...ইত্যাদি, অ্যাসাইনী।

যেহেতু অ্যাসাইনর শ্রী··· ···, ··· ···আদালত হইতে··· ···নং কেস্‌মূলে শ্রীশৈবালের নিকট হইতে··· ···টাকা প্রাপ্তির ডিক্রী লাভ করিয়াছেন; যেহেতু শ্রীশৈবাল নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আপীল না করায় উক্ত ডিক্রী চূড়ান্ত হইয়াছে; যেহেতু উক্ত অ্যাসাইনর তাহার অনুপস্থিতির জন্য উক্ত ডিক্রী কার্যকরী করিতে অক্ষম; যেহেতু উক্ত ডিক্রী··· ··· ···তারিখের মধ্যে একজিকিউট না করিলে আইনতঃ বাতিল হইয়া যাইবে; যেহেতু খরচ, মূলধন, সুদ ইত্যাদি বাবদ সর্বসাকুল্যে··· ··· টাকা উক্ত ডিক্রীমূলে পাওনা হইয়াছে এবং যেহেতু প্রথম পক্ষ উক্ত অ্যাসাইনর শ্রী··· ··· ···দ্বিতীয় পক্ষ উক্ত অ্যাসাইনী শ্রী··· ···কে··· ···টাকা পণমূল্যে হস্তান্তর করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন সেইহেতু অত্র চুক্তিপত্রমূলে প্রথম পক্ষ দ্বিতীয় পক্ষকে··· ··· টাকা মূল্যের বিনিময়ে উক্ত ডিক্রীর স্বত্বাদি হস্তান্তর করিলেন। দ্বিতীয় পক্ষ অত্র চুক্তিপত্রবলে উক্ত ডিক্রীর আয়-উপস্বত্বাদি দায়-দায়িত্বসহ ভোগ-দখল করিবেন; তাহাতে কাহারও কোন ওজর-আপত্তি চলিবে না।

চুক্তির নজিরস্বরূপে প্রথম পক্ষ শ্রী··· ··· ···এবং দ্বিতীয় পক্ষ শ্রী··· ··· ···, ১৯৭৯ সালের··· ··· ···মাসের··· ··· ···তারিখে অত্র নিদর্শনপত্রে নিম্নলিখিত সাক্ষীদ্বয়ের সহি-স্বাক্ষর করিলেন। ইতি—

সাক্ষী—

(১) শ্রী··· ··· ···
পিতা··· ··· ···
নিবাস··· ··· ···

(২) শ্রী··· ··· ···
পিতা··· ··· ···
নিবাস··· ··· ···

(১) প্রথম পক্ষ : শ্রী··· ··· ···
অ্যাসাইনর।

(২) দ্বিতীয় পক্ষ : শ্রী··· ··· ···
অ্যাসাইনী।

নিদর্শনপত্র প্রস্তুতকারক... ... ...(অ্যাডভোকেট)।

দাবি হস্তান্তরপত্র—২

দাতা শ্রী... ... ...

গ্রহীতা শ্রী... ... ...

কস্য দাবি হস্তান্তরপত্রমিদং কার্যঞ্চাগে। আমি মদনপুর নিবাসী শ্রী... ...এর পুত্র শ্রী... ... ...এর নিকট... ... ...টাকা পাইব। ইহা বারাসাত রেজিস্ট্রেসন

অফিসের... ...সালের... ...নং বণ্ডমূলে স্বীকৃত। বিশেষ কারণে আমার টাকার প্রয়োজন হওয়ায় এবং আপনি উক্ত বণ্ডের স্বত্বাদি খরিদ করিতে স্বীকৃত হওয়ায় আমি স্বেচ্ছায়, সরল মনে, অন্যের বিনা প্রয়োচনায়... ...টাকা পণস্বরূপে গ্রহণ করিয়া উক্ত বণ্ডের স্বত্বাদি আপনার অনুকূলে ত্যাগ করিলাম।

এতদুদ্দেশ্যে অত্র দাবি হস্তান্তরপত্র স্বেচ্ছায় সম্পাদন করিলাম। ইতি সন... ...

অ্যাড্‌মিনিস্ট্রেশন বণ্ড

কোন মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কাহাকেও নিয়োগ করিবার প্রয়োজন হইলে ভারতীয় উত্তরাধিকার আইনের বিধানানুসারে নিযুক্ত উক্ত ব্যক্তি আদালত হইতে 'লেটারস্ অফ অ্যাড মিনিস্ট্রেশন' লাভ করিলে কাজ করিবার ক্ষমতা অর্জন করেন। এই 'লেটারস্ অফ অ্যাড্‌মিনিস্ট্রেশন' লাভ করিবার পূর্বে জেলা-বিচারকের নিযুক্ত ব্যক্তি যে লিখিত বিশেষ বণ্ড প্রদান করে তাহাকে অ্যাড্‌মিনিস্ট্রেশন বণ্ড বলে। অ্যাড্‌মিনিস্ট্রেশন বণ্ড সম্পর্কে আরও আলোচনা পরে আছে; এবং দলিলের বয়ান প্রদান করা হইয়াছে।

চার্জ

পরিচিতি: আইনের প্রয়োগের ফলে অথবা পক্ষদ্বয়ের কার্যপ্রণালীর দ্বারা কোন স্থাবর সম্পত্তি ঋণ পরিশোধের জামিনস্বরূপ হাইপথিকেট করা হয়। যদি উক্ত ট্রান্‌জাকশন মর্টগেজরূপে বিবেচিত না হয় তাহা হইলে যে পক্ষের অনুকূলে উক্ত সম্পত্তি হাইপথিকেট করা হইয়াছে সেই পক্ষের নিকট উক্ত সম্পত্তি চার্জরূপে আবদ্ধ আছে বিবেচিত হইবে।

সম্পত্তি হস্তান্তর আইনের ১০০-ধারায় বিধান আছে যে সাধারণ মর্টগেজের জন্য সম্পত্তি হস্তান্তর আইনে যে সকল বিধান আছে সেই সকল বিধান চার্জনামার ক্ষেত্রেও প্রযুক্ত হইবে। সুতরাং চার্জনামায় আর্টিকেল-৪০ [বি] অনুসারে ষ্ট্যাম্প মাশুল এবং আর্টিকেল-(এ) অনুসারে রেজিস্ট্রেসন ফিস প্রদানই যুক্তিযুক্ত।

চার্জনামা

প্রথম পক্ষ... ... ...নাম, ঠিকানা ইত্যাদি।

দ্বিতীয় পক্ষ... ... ...নাম, ঠিকানা ইত্যাদি।

কেন ঋণ লওয়া হইতেছে, কত টাকা লওয়া হইতেছে, সুদের হার, পরিশোধের নিয়ম, ঋণগ্রহীতার আনুষঙ্গিক পালনীয় কর্তব্য যেমন চাজযুক্ত সম্পত্তির ইনসিওর অথবা খাজনা ইত্যাদি প্রদান সম্পকে সবিস্তারে লিখিতে হইবে।

তফসিল

চার্জযুক্ত সম্পত্তির বিবরণ

*　　*　　*

সাক্ষী—

(১) ..　..　...　　　　(১) প্রথম পক্ষ··　...　...

(২) ..　.　...　　　　(২) দ্বিতীয় পক্ষ··　.　...

গ্রন্থস্বত্ব হস্তান্তরপত্র

গ্রন্থস্বত্ব হস্তান্তরপত্র। দাতা শ্রী... ... ...পিতা... ... . .নিবাস... ... থানা... ...জেলা... .. জাতি... ...পেশা... ...। এই দলিলে দাতা প্রথম পক্ষ রূপে পরিচিত। গ্রহীতা শ্রী .. ..পিতা... ... ...নিবাস... ... থানা... ...জেলা... ...জাতি... ...পেশা . ...। এই দলিলে গ্রহীতা দ্বিতীয় পক্ষরূপে পরিচিত।

প্রথম পক্ষ শ্রী... ... ...বাংলা ভাষায় একখানি উপন্যাস লিখিয়াছেন; বইখানির নাম... ....। এই পুস্তকখানি প্রথম পক্ষ শ্রী... ...প্রকাশ করিতে বাসনা করেন। কিন্তু নানা কারণে প্রথম পক্ষ উক্ত পুস্তক প্রকাশ করিতে অক্ষম, দ্বিতীয় পক্ষ শ্রী... ... ...প্রথম পক্ষের পরম সুহৃদ। দ্বিতীয় পক্ষ শ্রী... ...উক্ত পুস্তক... ...প্রকাশ করিবার দায়িত্ব গ্রহণ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন প্রথম পক্ষের নিকট। প্রথম পক্ষ উক্ত প্রস্তাব সানন্দে গ্রহণ করিয়া দ্বিতীয় পক্ষকে সম্মতি প্রদান করেন। প্রথম পক্ষ শ্রী... ...এতদ্বারা অত্র নিদর্শনপত্রমূলে দ্বিতীয় পক্ষ শ্রী .. ..কে কপিরাইট আইন ১৯৫৭-এর বিধানাধীনে উক্ত পুস্তক প্রকাশের সর্বপ্রকার দায়িত্ব অর্পণ করিয়া নিঃস্বত্ব হইলেন। দ্বিতীয় পক্ষ কপিরাইট আইনের বিধানাধীনে উক্ত পুস্তকের সর্বপ্রকার ব্যবহার করিতে পারিবেন এবং আয় উপস্বত্ব ভোগ করিবেন। তবে, পুস্তকের নাম, ভাষা, বিষয়বস্তু প্রথম পক্ষের লিখিত অনুমতি ব্যতীত দ্বিতীয় পক্ষ পরিবর্তন করিতে পারিবেন না। প্রথম পক্ষ পুস্তক প্রকাশের কোন প্রকার ব্যয়ভার বহন করিবেন না এবং লোকসান হইলেও প্রথম পক্ষ দ্বিতীয় পক্ষের নিকট কোনপ্রকারে দায়ী হইবেন না। পুস্তক প্রকাশ করিয়া যদি লাভ হয় তাহা একান্তভাবে দ্বিতীয় পক্ষের হইবে, তাহাতে প্রথম পক্ষ কোন প্রকার

দাবী করিতে পারিবেন না। এতদর্থে সরল মনে, সুস্থ শরীরে দলিলের মর্ম বুঝিয়া পক্ষদ্বয় অদ্য ... ...তারিখে দলিল সম্পাদন করিলেন। ইতি সন... ...

সাক্ষী : সম্পাদনকারীর স্বাক্ষর

(১)... ... ... (১)... ... ...

(২)... ... ... (২)... ... ...

দলিললেখক/অ্যাডভোকেটের স্বাক্ষর... ... ...

লাইসেন্স নং... ...

... ...অফিস

দ্রষ্টব্য : উক্ত দলিলে ষ্ট্যাম্প মাশুল লাগিবে না ; আর্টিকেল ২৩ দেখুন। ফিস আর্টিকেল [এ] (২) অনুসারে ৫০ টাকা প্রদেয় অনুমিত হয়।

মুক্তিপত্র

মুক্তিপত্র সংক্রান্ত নিদর্শনপত্র। দাতা শ্রীমতী... ... ...স্বামী... ... ... নিবাস... ...থানা... ... জেলা... ...জাতি... ... পেশা... ...।

গ্রহীতা শ্রী... ... ... পিতা... ... ...নিবাস... ...থানা... ...জেলা... ... জাতি... ...পেশা... ...।

আমি অত্র মুক্তিপত্রের দাতা শ্রীমতী... ... ...এতদ্বারা স্বীকার ও অঙ্গীকার করিতেছি যে নিম্নতফসিল বর্ণিত সম্পত্তি যাহা প্রসাদপুর মৌজার... ... ... খতিয়ান ভুক্ত... ...দাগে অবস্থিত এবং যাহার জে, এল, নং... ... রে. সা. নং... ...আমার স্বামী ৺... ... ...এর উইলমূলে জীবনস্বত্বে ভোগদখলীকার আছি।

তুমি গ্রহীতা শ্রী... ... ...আমার একমাত্র পুত্রসন্তান হইতেছ ; তোমার পিতা ৺... .. ...উক্ত উইলমূলে তফসিল বর্ণিত সম্পত্তিতে নির্ব্যূঢ় স্বত্বের অধিকারদানে ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। উক্ত উইলের যথারীতি প্রবেট লওয়া হইয়াছে... ...সালের... ...নং কেসের সিদ্ধান্তে। পিতার মৃত্যুর পর হইতে উক্ত সম্পত্তি তুমি দেখাশুনা করিয়া আসিতেছ এবং দখল করিতেছ। তাহাতে আমার আপত্তি করিবার কোন কারণ হয় নাই।

বর্তমানে উক্ত তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি তোমার বন্ধক রাখিবার প্রয়োজন হওয়ায়, তুমি আমাকে মুক্তিপত্র লিখিয়া দিতে বলায় আমি তাহাতে সানন্দে সম্মতি দান করি। উক্ত সম্পত্তিতে আমার জীবনস্বত্ব ভিন্ন অন্য কোন প্রকার অধিকার নাই।

আমার এই বৃদ্ধ বয়সে তুমি আমায় সযত্নে দেখাশুনা করিতেছ, পরিচর্যা করিতেছ। তোমার দায়িত্ব-কর্তব্যে আমার সম্পূর্ণ আস্থা আছে।

যেহেতু তুমি তফসিল বর্ণিত সম্পত্তির প্রকৃত মালিক, আমি জীবনস্বত্বের অধিকারীমাত্র, সেহেতু সরল মনে, সুস্থ শরীরে, অন্যের বিনা প্ররোচনায় অত্র মুক্তিপত্র লিখিয়া দিয়া স্বীকার ও অঙ্গীকার করিতেছি যে তফসিল বর্ণিত সম্পত্তিতে আমার যে জীবনস্বত্ব আছে তাহা অদ্য··· ···তারিখ হইতে সম্পূর্ণরূপে তোমার অনুকূলে ত্যাগ করিয়া অত্র দলিল সম্পাদন করিলাম। সবপ্রকার দায়বদ্ধহীনভাবে তুমি তফসিল বর্ণিত সম্পত্তির পূর্ণ স্বত্বের অধিকারী ও ভোগ দখলীকার। ইতি···

··· ··· ·· ···

সাক্ষী··· ··· ···তফসিল ·· ··· ··· সম্পাদনকারীর স্বাক্ষর

দলিল লেখক/অ্যাডভোকেটের স্বাক্ষর··· ···

দ্রষ্টব্যঃ যেহেতু সম্পত্তির মূল্য প্রদান করা হয় নাই সেজন্য, আর্টিকেল ৫৫ বি অনুসারে মাশুল দিতে হইবে। রেজিস্ট্রেসন ফিস [এ] (২) অনুসারে দিতে হইবে। উপরিউক্ত দলিল মুক্তিপত্ররূপে গণ্য হইবে; কেননা মাদ্রাজ হাইকোর্ট কোন এক বিচারের সিদ্ধান্ত দিয়াছেন যে যদিও 'রিলিজ' টাইটেল সৃষ্টি করিতে পারেনা, তথাপি রিলিজ টাইটেলকে ব্যাপকতর করিতে পারে। বর্তমান ক্ষেত্রে টাইটেল সৃষ্টি করা হয় নাই, কেননা গ্রহীতাই সম্পত্তির মালিক; অত্র মুক্তিপত্রমূলে গ্রহীতার স্বত্ব ব্যাপকতর করা হইয়াছে মাত্র। তবে উক্ত সম্পত্তি ল্যাণ্ডসিলিং আইনের এলাকাভুক্ত ভ্যাকাণ্টল্যাণ্ড হইলে কমপিটেণ্ট অথরিটিকে ২৬-ধারানুসারে নোটিশ করিতে হইবে।

দলিল প্রাপ্তি স্বীকারপত্র

এতদ্দ্বারা স্বীকার করা যাইতেছে যে··· ···নং বিক্রয় কোবালা যাহা শ্রী··· ··· ···এর দ্বারা সম্পাদিত এবং শ্রী··· ··· ···এর অনুকূলে সম্পাদিত ও নিবন্ধীকৃত তাহা শ্রী··· ··· ···নিকট হইতে নিম্ন স্বাক্ষরকারী টাইটেল পরীক্ষার জন্য গ্রহণ করিয়াছে। উক্ত দলিল এক সপ্তাহের মধ্যে অথবা চাহিবামাত্র প্রত্যর্পণ করা হইবে।

এতদ্দ্বারা অঙ্গীকার করা যাইতেছে যে উক্ত দলিল (নং··· ···) নিরাপদে সংরক্ষণের যথাযথ ব্যবস্থা করা হইবে।

··· ··· ···

তাং··· ··· ম্যানেজার,

গৌড়গ্রামীন ব্যাঙ্ক, মালদা

দ্রষ্টব্য ঃ ইহা একপ্রকার অ্যাকনলেজমেণ্ট। তবে ইহা ষ্ট্যাম্প আইনের বিধানাধীনে অ্যাকনলেজমেণ্ট নয়, লিমিটেশন আইনের ১৮-ধারার অধীনে অ্যাকনলেজমেণ্ট হইতে পারে। আর্টিকেল ৪ অনুসারে মাশুল প্রদেয় এবং ফিস আর্টিকেল [ই] যদি নিবন্ধীকৃত হয়।

পথাধিকার-নিবৃত্তি স্বীকারপত্র

এতদ্বারা আমি শ্রী··· ··· ··· ··· পিতা··· ··· ··· নিবাস··· ··· থানা··· ··· জাতি··· ··· ···পেশা··· ··· ···স্বীকার করিতেছি যে শ্রী··· ··· ··· ···পিতা··· ···নিবাস··· থানা··· ···জেলা··· ···জাতি··· ···পেশা··· ··· মহাশয়ের আমার বাটীস্থ উত্তর পার্শ্বে ···নং দাগে (হোল্ডিং নং··· ···) যে খোলা জায়গা আছে তাহার উপর দিয়া দ্বিতীয় পক্ষ শ্রী ··· ··· ···আমার গাড়ি যাতায়াতের অনুমতি দিয়াছেন মাত্র। উক্ত খোলা জায়গায় আমি কোন প্রকার পথাধিকার লাভ করি নাই। দ্বিতীয় পক্ষ শ্রী··· ··· ··· ···যে কোন সময় ইচ্ছামত আমার গাড়ি যাতায়াত বন্ধ করিয়া দিতে পারেন। ইতি···

তারিখ··· ··· স্বাক্ষর··· ··· ···

দ্রষ্টব্য ঃ লিমিটেশন আইনের ১৮ ধারানুসারে স্বীকার পত্র। এমনি সাদা কাগজে লিখিত হইলেও এভিডেন্স আইনের বিধানাধীনে গ্রাহ্য হইবে। তবে রেজিস্ট্রী করিতে হইলে ষ্ট্যাম্প আইনের আর্টিকেল—৪ অনুসারে মাশুল দিতে হইবে; কেননা, মাশুল দিতে হইবে না এই মর্মে কোন স্পষ্ট নির্দেশ নাই। আর্টিকেল [ই] অনুসারে ফিস দিতে হইবে।

ঋণ পরিশোধের গ্যারাণ্টিপত্র

দাতা শ্রী··· ···ইত্যাদি। গ্রহীতা শ্রী··· ··· ···ইত্যাদি প্রত্যাভূতিপত্র। এতদ্বারা দাতা আমি শ্রী··· ··· ···স্বীকার ও অঙ্গীকার করিতেছি যে গ্রহীতা আপনি শ্রী··· ···আমার সুহৃদ শ্রী··· ··· ···পিতা··· ··· নিবাস··· ··· ··· থানা··· ···জেলা··· জাতি··· পেশা··· ··· ···কে আমার অনুরোধে অদ্য তারিখে ··· ···টাকা ঋণ-দান করিয়াছেন। আমি দাতা শ্রী··· ··· ···উক্ত ঋণ পরিশোধের গ্যারাণ্টররূপে অত্র নিদর্শনপত্র আপনার অনুকূলে সম্পাদন করিলাম। আমি দাতা স্বীকার করিতেছি যে যতদিন না উক্ত ঋণ আমার সুহৃদ খাতক

শ্রী... ... ...আপনাকে পরিশোধ করেন ততদিন আমি আপনার নিকট উক্ত ঋণ পরিশোধে বাধ্য রহিলাম।

যদি খাতক শ্রী... ... ...উক্ত ঋণের টাকা মায় বাৎসরিক... ...% হারে সুদসহ আপনাকে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অর্থাৎ... ...সালের... ..তারিখের মধ্যে পরিশোধ না করেন, তবে আমি উক্ত ঋণের... ...টাকা ও বাৎসরিক.. ...% হারে সুদের টাকা আপনাকে পরিশোধ করিবার শর্তে অত্র প্রত্যাভূতিপত্র সম্পাদন করিলাম।

এই প্রত্যাভূতিপত্র লিখিবার জন্য উক্ত খাতকের নিকট হইতে বা তাঁহার সম্পত্তি হইতে জামিনদার হিসাবে আমার প্রাপ্য আদায়ে কোন প্রকার হানি হইবে না। ইতি সন... ...

সাক্ষী :— ... ...

(১) সাক্ষীর নাম ও ঠিকানা প্রত্যাভূতি প্রত্রদাতার স্বাক্ষর

(২) সাক্ষীর নাম ও ঠিকানা

দ্রষ্টব্য : ইহা এক প্রকার জামিননামা; আর্টিকেল—৫৭ অনুসারে ষ্ট্যাম্প মাশুল এবং আর্টিকেল [ই] অনুসারে রেজিস্ট্রেসন ফিস প্রদেয়।

মালের দামের প্রত্যাভুতিপত্র

প্রত্যাভূতিপত্র। দাতা শ্রী... ... ...পিতা... ... ...নিবাস.. ...থানা ... ... জেলা... ... জাতি... ...পেশা... ...; অত্র নিদর্শনপত্রের সম্পাদক গ্যারাণ্টর। গ্রহীতা শ্রী... ... ...পিতা... ... . নিবাস... ...থানা... ...জেলা ... ...জাতি.. ..পেশা... ...।

আপনি গ্রহীতা শ্রী... ... .ক্রেডিটর বা উত্তমর্ণ হইতেছেন। আপনি গ্রহীতা আমি দাতা শ্রী... ... ...আমার অনুরোধে এবং আমার আশ্বাসবাণীতে বিশ্বাসী হইয়া শ্রী.. ... ...পিতা.. ...নিবাস.. ...থানা... ...জাতি... ... পেশা.. ...কে ধারে শ্রী... ... ...এর ব্যবসায় কার্যে নিম্নলিখিত মাল যোগান দিতে অঙ্গীকার করিয়াছেন।

উক্ত মাল যথাক্রমে... ... ...(মালের বিবরণ)।

উক্ত মালের মূল্য... ...

আমি শ্রী... ... ...শ্যুয়রটিরূপে এতদ্বারা স্বীকার ও অঙ্গীকার করিতেছি যে বাৎসরিক... ...% সুদসহ... . .টাকা পরিশোধের জন্য দায়াবদ্ধ রহিলাম। খাতক

শ্রী··· ··· ···দিনের মধ্যে উক্ত মূল্য পরিশোধ না করিলে আমি চাহিবামাত্র উপরিউক্ত হারে সহ মালের মূল্য পরিশোধ করিতে বাধ্য রহিলাম। উক্ত খাতকের নিকট হইতে মালের মূল্য আদায় লইবার জন্য আপনি গ্রহীতা শ্রী··· ··· ··· আপনাকে কোন প্রকার আইনের বা বিচারালয়ের আশ্রয় লইতে হইবে না। এতদর্থে সরল মনে, সুস্থ শরীরে, অন্যের বিনা প্ররোচনায় অত্র প্রত্যাভূতিপত্র সম্পাদন করিলাম। ইতি—

··· ··· ··· ···

সাক্ষীর স্বাক্ষর প্রত্যাভূতিদাতার স্বাক্ষর

দুইজন সাক্ষীর (১) ··· ··· ···

নাম ও ঠিকানা (২) ··· ··· ···

অ্যাডভোকেটের স্বাক্ষর··· ··· ···

দ্রষ্টব্যঃ ষ্ট্যাম্প মাশুল—আ. ৫৭ ; রে. ফিস—আ. [ই]

ব্যাঙ্ক গ্যারাণ্টিপত্র

কোন মামলায় পক্ষের নিকট হইতে আদালত ব্যাঙ্ক গ্যারান্টি দাবী করে নানা কারণে ; মামলায় কোন পক্ষকে আদালতে নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা জমা রাখিয়া তাহা তুলিয়া লইতে অথবা নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ কোর্টে জমা রাখিতে হইলে পক্ষের তরফে আদালতকে উক্ত টাকার জন্য সাধারণত, এক বৎসর করিয়া ব্যাঙ্ক তাহার ক্লায়েণ্টের তরফে জামিনস্বরূপ থাকে যে ক্লায়েন্ট আদালতে বিচারাধীন কোন মামলায় পক্ষ।

ষ্ট্যাম্প মাশুল আ. ৫৭ অনুসারে এবং রে. ফিস আ. [ই] অনুসারে প্রদেয়।

দাতা (১) শ্রী··· ··· ···ম্যানেজার, সাগর গ্রামীণ ব্যাঙ্ক··· ··(ঠিকানা)। (২) শ্রী··· ··· ···অ্যাকাউণ্ট্যাণ্ট, সাগর গ্রামীণ ব্যাঙ্ক··· ···(ঠিকানা)। গ্রহীতা শ্রী··· ··· ···জেলা জজ/রেজিষ্ট্রার,··· ···আদালত··· ···(ঠিকানা)। আমরা এতদ্বারা স্বীকার ও অঙ্গীকার করিতেছি—

(১) সাগর গ্রামীণ ব্যাঙ্কের অফিস... ...ঠিকানায় অবস্থিত।

(২) আমরা ব্যাঙ্ক ম্যানেজার ও অ্যাকাউণ্ট্যাণ্ট, ব্যাঙ্কের মেমোর‍্যাণ্ডাম ও আর্টিকেলস অব অ্যাসোসিয়েশনের নিয়মাধীনে গ্যারাণ্টররূপে অত্র নিদর্শনপত্রে ব্যাঙ্কের তরফে সম্পাদনে স্বাক্ষর করিতে প্রাধিকৃত।

(৩) শ্রী... ...এর আমাদের ব্যাঙ্কে অ্যাকাউন্ট আছে এবং তিনি এই ব্যাঙ্কের একজন সুনামী ক্লায়েন্ট।

(৪) ... ...আদালতের... ...নং মামলায় তিনি বিবাদীপক্ষ।

(৫) মহামান্য আদালত উক্ত মামলার পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের ক্লায়েন্ট শ্রী… … …কে… …টাকা আদালতে বা কোন সিডিউল্ড ব্যাঙ্কে গচ্ছিত রাখিতে নির্দেশ প্রদান করিয়াছেন।

(৬) আমাদের ক্লায়েন্ট শ্রী… … …মহামান্য আদালতের নিকট সাগর গ্রামীণ ব্যাঙ্কের সিকিউরিটি গ্রহণ করিতে আবেদন করায় মহামান্য আদালত তাহাতে অনুমতি প্রদান করিয়াছেন।

(৭) মহামান্য আদালতের নির্দেশক্রমে অত্র গ্যারান্টিপত্র সাগর গ্রামীণ ব্যাঙ্কের তরফে সম্পাদন করিয়া অঙ্গীকার করিতেছি যে—

শ্রী… … …তরফে সাগর গ্রামীণ ব্যাঙ্ক… ..টাকার জন্য… …আদালতের নিকট… …তারিখ হইতে .. …তারিখ পর্যন্ত (সাধারণতঃ এক বৎসর) জামিন স্বরূপ রহিল।

(৮) বিবাদী শ্রী… …জামিনের কাল শেষ হইবার ১৪ দিন পূর্বে আবেদন করিলে এই গ্যারান্টিপত্র রিনিউ করা যাইবে।

(৯) যতদিন মামলার নিষ্পত্তি না হয় ততদিন ব্যাঙ্কের এই দায়িত্ব অব্যাহত থাকিবে।

(১০) ব্যাঙ্কের দায়িত্ব… …টাকার জন্য মাত্র।

(১১) এই গ্যারান্টিপত্র - …তারিখ পযন্ত কার্যকরী থাকিবে।

(১২) গ্যারান্টি কাল শেষ হইবার ১৪ দিন পূর্বে বিবাদী শ্রী… . … গ্যারান্টিপত্র রিনিউয়ালের জন্য দরখাস্ত না করিলে এবং উক্ত সময়ের মধ্যে মামলার নিষ্পত্তি না হইলে.. …ব্যাঙ্ক আদালতে জামিনের… …টাকা স্বেচ্ছায় জমা দিতে বাধ্য থাকিবে।

এতদর্থে অত্র গ্যারান্টিপত্র সম্পাদিত হইল। ইতি—

সাক্ষীর স্বাক্ষর	স্বাক্ষর
সাক্ষীর নাম .. … .	(১) ম্যানেজার… … … …
ঠিকানা… … …	(২) অ্যাকাউন্ট্যান্ট… … …
দলিল লেখক/অ্যাডভোকেটের	
নাম ও স্বাক্ষর .. … …	

সোল সেলিং এজেন্ট নিয়োগের চুক্তিপত্র

সোল সেলিং এজেন্ট কোম্পানী আইনের বিধানাধীনে নিয়োগ করা হয়। তবে, কোম্পানী আইনে সোল সেলিং এজেন্টের ব্যাখ্যা প্রদান করা নাই। ব্যবসায়-বাণিজ্যের জগতে ইহার অর্থ হইতেছে কোন চুক্তিমূলে কেবলমাত্র নির্দিষ্ট এজেন্টের

মাল বিক্রয়ের অধিকার প্রদান করা হয় সোল সেলিং এজেন্সী মারফত। এই চুক্তি লিখিতভাবে সম্পন্ন হয় নির্মায়ক এবং এজেন্টের মধ্যে। এই চুক্তি কোম্পানীর সকল প্রকার পণ্যের জন্য একজন এজেন্টের সঙ্গে নাও করা যাইতে পারে। কোন এজেন্ট এক বা একাধিক পণ্যের একমাত্র এজেন্ট কোন নির্দিষ্ট এলাকার জন্য হইতে পারেন (এন, এস বিন্দ্রা...কনভেয়্যান্সিং... ...ভ. ১, ১৯৮০ সং, পৃ. ২৪৫)।

এই চুক্তিপত্র......সালের......তারিখে... ...কোম্পানী (পরে নির্মায়ক হিসাবে অত্র নিদর্শনপত্রে উল্লেখিত হইয়াছে) প্রথম পক্ষ এবং শ্রী... ... ...পিতা... ... ইত্যাদি (পবে সোল এজেন্ট হিসাবে অত্র নিদর্শনপত্রে উল্লেখিত হইয়াছে) দ্বিতীয় পক্ষ-এর মধ্যে নিম্নলিখিত শর্ত সাপেক্ষে সম্পাদিত হইল :—

(১) প্রথম পক্ষ নির্মায়ক দ্বিতীয় পক্ষ শ্রী... ... ...পিতা... ... ...ইত্যাদি কে প্রথম পক্ষ নির্মায়ক দ্বারা উৎপাদিত পণ্যদ্রব্য... ...অঞ্চলে (যথা, দুর্গাপুর, বহরমপুর ইত্যাদি এলাকার নাম দিতে হইবে) বিক্রয়েব জন্য সোল সেলিং এজেন্ট নিযুক্ত করিল। দ্বিতীয় পক্ষ সোল এজেন্ট হিসাবে উক্ত এলাকায় প্রথম পক্ষের পণ্যদ্রব্য বিক্রয়ের একচেটিয়া অধিকার লাভ করিল।

(২) বোর্ড অব ডাইরেক্টরস এই নিয়োগপত্র প্রদান করিল এই শর্তে যে নিয়োগপত্র প্রদানেব পরে কোম্পানীর যে প্রথম সাধারণ অধিবেশন হইবে তাহাতে উক্ত নিয়োগ অনুমোদিত না হইলে উক্ত নিযোগপত্র অবৈধ বিবেচিত হইবে। প্রকাশ থাকে যে কোম্পানী আইনের ২৯৪-ধারার বিধানাধীনে উক্ত নিয়োগপত্র কোম্পানীর সাধারণ অধিবেশনে অবশ্যই অনুমোদিত হইতে হইবে।

(৩) এই চুক্তিপত্র সম্পাদনের তারিখ হইতে পাঁচ বৎসর কাল এই চুক্তিপত্র বৈধ থাকিবে। প্রকাশ থাকে যে, কোম্পানী আইনের ২৯৪ (১) ধারার বিধানাধীনে কোন এজেন্ট একত্রে পাঁচ বৎসরেব অধিককাল এজেন্সী লাভ করিতে পারিবে না।

(৪) উভয় পক্ষ সম্মত হইলে কোম্পানী আইনের ২৯৪ (১) ধারার বিধানাধীনে পাঁচ বৎসরান্তে পুনরায় পক্ষদ্বয়ের মধ্যে উক্ত এজেন্সী বিষয়ে চুক্তিপত্র সম্পাদিত হইতে পারে ; তবে শর্ত এই যে চুক্তির মেয়াদ এককালীন কখনই পাঁচ বৎসরের অধিক হইবে না।

(৫) নির্মায়ক নিম্নলিখিত খুচরা দামের কমে তাঁহাদের পণ্যদ্রব্য খুচরা বিক্রয় করিবেন না।

(৬) অত্র চুক্তিপত্রেব ৫-নং কলমে যে খুচরা দামের উল্লেখ আছে, উক্ত সোল এজেন্ট ঐ খুচরা দামের কমে কোম্পানীর পণ্যদ্রব্য বিক্রয় করিতে পারিবে না।

(৭) বর্তমান বাজারদর ভিত্তিতে সোল এজেন্ট নির্মায়ককে নিম্নলিখিত দাম দিতে বাধ্য থাকিবেন।

(৮) সোল এজেন্ট বিক্রয়মূল্যের উপর শতকরা ৩·৫০ টাকা করিয়া কমিশন পাইবে।

(৯) মাল ডেলিভারী লাভের পর সোল এজেন্ট ২০ দিন অন্তে মালের দাম পরিশোধ করিবেন।

(১০) নির্মায়ক সোল এজেন্টের জন্য নির্দিষ্ট এলাকায় কোন প্রকার সরাসরি বিক্রয় কার্যে নিযুক্ত হইবে না; উক্ত এলাকা সংক্রান্ত যাবতীয় অর্ডার ইত্যাদি নির্মায়ক সোল এজেন্টের নিকট প্রেরণ করিবে।

(১১) সোল এজেন্ট তাঁহার জন্য নির্দিষ্ট এলাকায় সাব-এজেন্ট এবং রিপ্রেজেনটেটিভ নিয়োগ করিতে পারিবেন। নির্মায়ক ঐ সকল সাব-এজেন্ট বা রিপ্রেজেনটেটিভদের সহিত প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোনপ্রকার যোগাযোগ বা লেনদেন করিতে পারিবেন না।

(১২) সোল এজেন্ট পণ্যদ্রব্যের জন্য যে চাহিদা স্থাপন করিবেন নির্মায়ক পণ্যদ্রব্যের স্টক অনুসারে তাহা যোগান দিতে বাধ্য থাকিবেন।

(১৩) কোম্পানী আইন ১৯৫৬-এর ২৯৪ (৫) (সি)-ধারার বিধানাধীনে কেন্দ্রীয় সরকার যদি নিয়োগের শর্তাবলীর কোন পরিবর্তন সাধন করেন, তবে অত্র নিয়োগপত্রের শর্তাবলী কেন্দ্রীয় সরকারের উক্ত নির্দেশানুসারে পরিবর্তিত হইয়াছে বিবেচিত হইবে।

উপরিউক্ত শর্তাবলী মান্য করিবার চুক্তিতে উভয়পক্ষ সরল মনে, সুস্থ শরীরে, অন্যের বিনা প্ররোচনায় এই চুক্তিপত্র নিম্নলিখিত সাক্ষীগণের সম্মুখে সম্পাদন করিল।

সাক্ষীর নাম, ঠিকানা ও স্বাক্ষর ... ...

... ... সম্পাদনকারীদ্বয়ের স্বাক্ষর

অ্যাডভোকেট/দলিল লেখকের

নাম, ঠিকানা ও স্বাক্ষর

দ্রষ্টব্য : ইহা এ৽প্রকার চুক্তিপত্র; ষ্ট্যাম্প আইন ৫ অনুসারে মাশুল দিতে হইবে। কিন্তু কোম্পানীর পণ্যদ্রব্য বিক্রয়ের বিশেষ ও একচেটিয়া ক্ষমতা মোক্তার-নামাও বটে। সুতরাং, ষ্ট্যাম্প আইনের আ. ৪৮ অনুসারে ষ্ট্যাম্প দিতে হইবে; রেজিস্ট্রেসন ফিস্ আ. [ই] অনুসারে দুই দফায় দিতে হইবে।

সোল এজেন্ট ও সাব-এজেন্টের চুক্তিপত্র

অত্র চুক্তিপত্র··· ···কোম্পানীদ্বারা নিযুক্ত শ্রী··· ···পিতা··· ···ইত্যাদি প্রথম পক্ষ সোল এজেন্টের সহিত শ্রী··· ···পিতা··· ···ইত্যাদি দ্বিতীয় পক্ষ

সাব-এজেন্টের মধ্যে সম্পাদিত হইল··· ···সালের··· ···তারিখে নিম্নলিখিত শর্তে :—

(১) প্রথম পক্ষ সোল এজেন্ট··· ···কোম্পানীদ্বারা··· ···তারিখে··· ··· এলাকার জন্য সোল সেলিং এজেন্ট নিযুক্ত হইয়াছেন।

(২) ব্যবসায় কার্য সুপরিচালনার জন্য প্রথম পক্ষ সোল সেলিং এজেন্টের সাব-এজেন্ট নিয়োগের একান্ত প্রয়োজন।

(৩) এই উদ্দেশ্যে, প্রথম পক্ষ সোল এজেন্ট দ্বিতীয় পক্ষ সাব-এজেন্টকে··· ··· তারিখ হইতে··· ···এলাকার জন্য··· ···কোম্পানীর পণ্যদ্রব্য বিক্রয়ের জন্য নিয়োগ করিলেন।

(৪) সাব-এজেন্সীর এলাকায় যে পণ্যদ্রব্য বিক্রয় হইবে সেই বাবদ প্রাপ্ত কমিশনের অর্ধেক প্রথম পক্ষ দ্বিতীয় পক্ষকে প্রদান করিতে বাধ্য থাকিবেন।

(৫) প্রথম পক্ষ দ্বিতীয় পক্ষের এলাকায় অপর কোন সাব-এজেন্ট নিয়োগ করিবেন না।

(৬) কোম্পানীর নিকট হইতে যে সকল নির্দেশাদি প্রথম পক্ষ লাভ করিবেন তাহা প্রথম পক্ষ দ্বিতীয় পক্ষকে জানাইতে বাধ্য থাকিবেন এবং দ্বিতীয় পক্ষ উক্ত উপদেশাদি পালন করিতে বাধ্য থাকিবেন।

(৭) অন্য কোম্পানী দ্বারা নির্মিত একই ধরনের পণ্যদ্রব্য সাব-এজেন্ট বিক্রয় করিতে পারিবেন না।

(৮) সাব-এজেন্ট কোম্পানীর সহিত কোন প্রকার প্রত্যক্ষ সম্পর্ক স্থাপন করিবে না।

(৯) সাব-এজেন্সীর এলাকায় সোল এজেন্ট কোন প্রকার ব্যবসায় প্রত্যক্ষভাবে লিপ্ত হইবেন না।

(১০) পক্ষদ্বয়ের ইচ্ছাধীনে এই চুক্তি কার্যকরী থাকিবে ; এবং কোন পক্ষ··· ··· দিনের নোটিশ প্রদানে এই চুক্তির অবসান ঘটাইতে পারেন।

নিম্নলিখিত সাক্ষীগণের সম্মুখে পক্ষদ্বয় সজ্ঞানে, সুস্থ শরীরে, সরল মনে, অন্যের বিনা প্ররোচনায় এই চুক্তিপত্র সম্পাদন করিলেন।

সাক্ষীগণের নাম, ঠিকানা ও স্বাক্ষর ··· ··· ···

··· ··· ··· ··· পক্ষদ্বয়ের স্বাক্ষর

দ্রষ্টব্য : ষ্ট্যাম্প আইনের আ. ৪৮ অনুসারে মাশুল আ. [ই] অনুসারে রে. ফিস প্রদেয়।

হোলসেল ডিলারদিগের চুক্তিপত্র

ভূরিবিক্রয়ীর চুক্তিপত্র। এই চুক্তিপত্র অদ্য··· ···সালের··· ···তারিখে শ্রী··· ··· ···পিতা··· ···ইত্যাদি প্রথম পক্ষ নির্মাযক এবং শ্রী··· ··· ···ইত্যাদি দ্বিতীয় পক্ষ ডিলারের মধ্যে সম্পাদিত হইল নিম্নলিখিত শর্তে।

১। নির্মাযক তাঁহার পণ্যদ্রব্য ডিলারকে বিক্রয়ের জন্য প্রদান করিবেন।

২। নির্মায়কের দ্বারা যোগানদত্ত পণ্যদ্রব্য ডিলার নির্ধারিত দামে খুচরা বিক্রেতাদিগের কাছে বিক্রয় করিবেন। মোট বিক্রীত মূল্য হইতে বহন খরচ বাদ দিয়া/না বাদ দিয়া (যেমন চুক্তি হইবে)···% হারে ডিলার কমিশন পাইবেন।

৩। পণ্যদ্রব্যের যে অংশ ডেলিভারী তারিখ হইতে··· ·· দিন পর্যন্ত অবিক্রীত থাকিবে তাহা নির্মাযক ফিরত লইতে বাধ্য থাকিবেন।

৪। চুক্তি কার্যকরী থাকাকালে নির্মায়ক অনুরূপ দ্রব্যের জন্য অপর কোন ডিলার নিয়োগ করিতে পারিবেন না।

৫। উভয় পক্ষের যে কেহ··· ···দিনের লিখিত নোটিশে এই চুক্তিপত্র রহিত করিতে পারিবেন। ইতি—

সাক্ষীর নাম, ঠিকানা ও স্বাক্ষর	পক্ষদ্বয়ের নাম ঠিকানা ও স্বাক্ষর
··· ··· ··· ···	··· ··· ··· ···

দলিল লেখকের নাম ও স্বাক্ষর

··· ·· ··· ···

দ্রষ্টব্য ঃ এই প্রকার চুক্তিপত্রকে মোক্তারনামার অধীনে চিন্তা করা বিধেয় নহে ; কেননা, ষ্ট্যাম্প আইনের জন্য উক্ত আইনে মোক্তারনামার যে ব্যাখ্যা প্রদান করা আছে তাহাতে বলা আছে এজেন্ট কার্য করবে প্রিন্সিপ্যালের তরফে এবং প্রিন্সিপ্যালের নামে। বর্তমান ক্ষেত্রে ডিলার মাল বিক্রয় করিবার চুক্তি করিয়াছেন মাত্র, অন্যান্য মালের সহিত তিনি উক্ত চুক্তিবদ্ধ মালও বিক্রয় করিবেন। এরূপ চুক্তিপত্রকে ষ্ট্যাম্প আইনের আ. ৫-এর অধীনে মাশুল প্রদান করিলে চলিতে পারে ; রে. ফিস আ. [ই] অনুসারে প্রদেয়।

সম্পত্তি বিক্রয়ের নিযুক্তক নিয়োগপত্র

লিখিতং শ্রী··· ··· ···পিতা··· ···নিবাস··· ···থানা·· ·· জাতি··· ··· পেশা··· ···। আমি এতদ্বারা আমায় জলপাইগুড়ি শহরস্থ স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য নিম্নলিখিত ব্যবস্থার বিষয় ঘোষণা করিতেছি—

(১) জলপাইগুড়ি মিউনিসিপ্যাল শহরের ৫নং ওয়ার্ডের অন্তর্গত ৩৭নং হোল্ডিংভুক্ত দশ শতক জমি আমি শ্রী· ·· ·পিতা·· ··নিবাস··· ··· থানা··· ··এর নিকট হইতে··· ·টাকা মূল্যে খরিদ করিয়াছিলাম; উক্ত কোবালা কলিকাতা রেজিস্ট্রেসন অফিসের... ...১৯৬০ সালের... ...নং দলিলরূপে নিবন্ধীকৃত হইয়াছিল। আমি উক্ত সম্পত্তি নিজ নামে সরকারী রেকর্ডে এনট্রি করাইয়া পূর্ণ শর্তে ভোগদখল করিয়া আসিতেছি।

(২) ১নং ক্লজে বর্ণিত সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য আমি জলপাইগুড়ি শহর নিবাসী শ্রী.. · ...পিতা. ...জাতি· ·পেশা... ....কে আমার উক্ত সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য এজেন্ট নিয়োগ করিলাম।

(৩) উক্ত এজেন্ট উক্ত সম্পত্তি··· ·টাকার কম মূল্যে বিক্রয় করিবেন না।

(৪) বিক্রয়ের জন্য তৎপর হওয়া সত্ত্বেও যদি উক্ত এজেন্ট ৩নং ক্লজে নির্দেশিত মূল্যে উক্ত সম্পত্তি বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিতে না পারেন, তবে তিনি আমাকে জানাইবেন; আমি লিখিতভাবে হ্রাসপ্রাপ্ত মূল্যে সম্পত্তি বিক্রয়ের অনুমতি প্রদান করিলে তিনি আমার তরফে অত্র প্রাধিকার পত্রমূলে উক্ত সম্পত্তি বিক্রয় করিবেন।

(৫) বিক্রয়কার্য সম্পূর্ণ হইবার পর এজেন্ট আমাকে পণের সমুদয় টাকা বুঝাইয়া দিবেন।

(৬) নিযুক্তক এই কার্য সম্পূর্ণ করিবার জন্য বিক্রয়মূল্যের আমার নিকট...% টাকা কমিশন পাইবেন। ইতি..

... · ... ...

প্রিন্সিপাল এবং এজেন্টের সম্পাদন

দ্রষ্টব্যঃ (১) ইহা একপ্রকার পাওয়ার অব্ অ্যাটর্নী এবং ষ্ট্যাম্প আইনের ৪৮ আ. অনুসারে মাশুল প্রদেয়। একটি ট্রানজাক্শনে বিক্রয় কার্য সম্পন্ন হইলে খাসমোক্তারনামারূপে বিবেচিত হইবে, একাধিক ট্রানজাক্শানে বিক্রয় কার্য সম্পন্ন হইলে আমমোক্তার বিবেচিত হইবে। একটি ট্রানজাকশান এবং একই ক্লাসের ট্রানজাকশানের মধ্যে বিচারালয় পার্থক্য করিয়াছেন (কে. কৃষ্ণমূর্তি—ইণ্ডিয়ান ষ্ট্যাম্প আইন পৃ. ৫৬৩)। রে. ফিস আ. [ই] অনুসারে।

(২) যদি এজেন্টের সহিত খরিদ্দার খুঁজিয়া বিক্রয়ের বন্দোবস্ত সংক্রান্ত চুক্তি হইত এবং বিক্রেতা স্বয়ং পরে উক্ত প্রথম চুক্তি অনুসারে দলিল সম্পাদন করিয়া রেজিস্ট্রী করিতেন এবং সেজন্য এজেন্টকে কমিশন দিতেন, তবে সেরূপ চুক্তিপত্রে ষ্ট্যাম্প আইনের আ. ৫ অনুসারে মাশুল প্রদান করিলে চলিত।

সন্তানের মঙ্গলার্থে চুক্তিপত্র

চুক্তিপত্র। প্রথম পক্ষ শ্রী... ... ...ইত্যাদি। দ্বিতীয় পক্ষ শ্রী... ... ... ইত্যাদি। উভয় পক্ষ নিম্নলিখিত শর্তে চুক্তিতে আবদ্ধ হইল।

(১) প্রথম পক্ষের... ...বৎসর বয়স্ক একটি নাবালক পুত্রসন্তান আছে; পুত্রসন্তান বর্তমানে··· ···নামে পরিচিত।

(২) প্রথম পক্ষের গত কয়েক বৎসর যাবৎ চরম আর্থিক দুরবস্থার মধ্যে দিনাতিপাত হইতেছে; শিশুটিকে লালন-পালন করিবাব ক্ষমতা বিলুপ্তপ্রায়।

(৩) দ্বিতীয় পক্ষ প্রথম পক্ষের ঘনিষ্ঠ আত্মীয় এবং দীর্ঘকাল যাবৎ উভয় পরিবারের মধ্যে প্রীতির সম্পর্ক বিরাজমান।

(৪) প্রথম পক্ষ দ্বিতীয় পক্ষের নিকট উক্ত সন্তানের লালন-পালনের অনুরোধ জানাইলে, দ্বিতীয়পক্ষ তাহাতে সানন্দে সম্মতি জ্ঞাপন করে।

(৫) ... ···সালের... ...তারিখ হইতে প্রথম পক্ষের... ···নামীয় সন্তান দ্বিতীয় পক্ষের নিকট স্থায়ীভাবে জীবনযাত্রা নির্বাহ করিবে।

(৬) দ্বিতীয় পক্ষ উক্ত সন্তানকে পুত্রবৎ লালন-পালন করিবেন।

(৭) ভবিষ্যতে প্রথম পক্ষ সন্তান ফিরত চাহিলে দ্বিতীয় পক্ষের সম্মতি সাপেক্ষে প্রথম পক্ষ সন্তান ফিরিয়া পাইবেন।

(৮) প্রথম পক্ষ সন্তান ফেরত লইলে শিশুটির ভরণ-পোষণের জন্য দ্বিতীয় পক্ষ যাহা ব্যয় করিয়াছেন, সেই অর্থ প্রথম পক্ষ দ্বিতীয় পক্ষকে দিতে বাধ্য থাকিবেন।

(৯) ভরণ-পোষণ বাবদ প্রতি মাসের জন্য··· ···টাকা হিসাবে দ্বিতীয় পক্ষের নিকট অবস্থানকালীন সময়ের জন্য সমুদয় অর্থ পুত্র ফিরত লইবার সময় প্রথম পক্ষ দ্বিতীয় পক্ষকে প্রদান করিতে বাধ্য থাকিবেন।

এতদর্থে সরল মনে, সুস্থ শরীরে, অন্যের বিনা প্ররোচনায় পক্ষদ্বয় অত্র দলিল সহি সম্পাদন করিলেন। ইতি সন··· ···

সাক্ষীর নাম ও ঠিকানা এবং স্বাক্ষর — স্বাক্ষর : (১) ··· ··· ···

··· ··· ··· ··· — (২) ··· ··· ···

দলিল লেখকের নাম··· ··· ···

লা. ন. অফিসের নাম ও স্বাক্ষর

··· ··· ··· ···

দ্রষ্টব্য : উক্ত দলিল একরারনামা মাত্র অ্যাডপসান নহে (পাতিল আমথা ব. গোর্জি কেওয়াল চাঁদজী); সুতরাং ষ্ট্যাম্প মাশুল আ.-৫ অনুসারে এবং রে. ফিস আ-[ই] অনুসারে।

মধ্যস্থতার চুক্তিপত্র

কোন বিষয় লইয়া দুই বা ততোধিক পক্ষের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইলে বিষয়টি পক্ষগণের সম্মতিক্রমে মধ্যস্থতার জন্য কোন আরবিট্রেটরের নিকট প্রেরণ করা যাইতে পারে। পক্ষগণ এই ব্যাপারে যে নিদর্শনপত্র প্রণয়ন করিবেন তাহাতে আরবিট্রেটরের নাম-ধাম ইত্যাদি থাকিবে; যে বিষয় লইয়া মধ্যস্থতা করিতে হইবে তাহাও নিদর্শনপত্রে সুস্পষ্ট ভাষায় উল্লেখ করিতে হইবে। এই মধ্যস্থতা আইনে গ্রাহ্য (আরবিট্রেশন আইন, ১৯৪০)। আরবিট্রেটরের পারিশ্রমিকেরও উল্লেখ থাকিতে পারে।

এইরূপ নিদর্শনপত্রে ষ্ট্যাম্প মাশুল আর্টিকেল-৫ অনুসারে; রেজিস্ট্রেসন ফিস্-[ই] আর্টিকেল অনুসারে।

অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বণ্ড

লিখিতং শ্রী... ...পিতা... ...ইত্যাদি (অ্যাডমিনিস্ট্রেটর) এবং শ্রী... ... পিতা... ...(স্যুয়রটি)। অদ্য... ...সালের... ...তারিখে অত্র বণ্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেটর ও স্যুয়রটি দ্বারা সম্পাদিত ও স্বাক্ষরিত হইল নিম্নলিখিত শর্তে—

(১) পরিচালক ও জামিনদার পৃথকভাবে এবং যৌথভাবে... ...আদালতের মহামান্য... ...বিচারকের নিকট... ...টাকার জন্য আবদ্ধ রহিল।

(২) উক্ত বৈধ টাকা পরিচালক ও জামিনদার পৃথকভাবে ও যৌথভাবে উক্ত আদালতের মহামান্য বিচারক শ্রী... ...কে বা তাঁহার পদে স্থলাভিষিক্ত বিচারককে প্রদান করিতে বাধ্য রহিলেন।

উক্ত পরিচালক ও জামিনদার তাঁহাদের প্রত্যেকে এবং তাঁহাদের প্রত্যেকের ওয়ারিশ, একজিকিউটর, পরিচালক বা অ্যাসাইন উক্ত বৈধ টাকার জন্য উক্ত বিচারক বা তাঁহার পদে স্থলাভিষিক্ত বিচারকের নিকট আবদ্ধ রহিলেন।

(৪) প্রকাশ থাকে যে, ভারতীয় উত্তরাধীকার আইনের বিধানাধীনে... ... আদালতের বিচারক মহামান্য... ...সালের... ...তারিখে উক্ত শ্রী... ...কে স্বর্গগত... ...এর এস্টেটের অ্যাডমিনিস্ট্রেটর নিযোগ করিয়াছেন এই শর্তে যে উক্ত পরিচালক একজন জামিনদার সহ... ...টাকার একটি সিকিউরিটি প্রদান করিবেন এবং

(৫) উক্ত শ্রী... ...উক্ত শ্রী... ...পরিচালকের জামিনদার হইতে আদালতের সম্মতিতে সম্মত হইয়াছেন।

(৬) এই বণ্ডের শর্তানুসারে পরিচালক শ্রী··· ···লেটার্স অব অ্যাডমিনিস্ট্রেসন লাভ করিবার পর আদালত নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে স্বর্গগত ·· ··এর সমগ্র সম্পত্তির একটি তালিকা প্রণয়ন করিবেন, তিনি স্বর্গগত··· ···এর অন্যান্য যে সকল অ্যাসেটস এবং বাহিরে পাওনা আছে, যে সকল ঋণ প্রভৃতি আছে তাহার একটি পূর্ণ তালিকা উক্ত এস্টেট পরিচালনা কালে প্রণয়ন করিবেন। উক্ত তালিকা সকল আদালতে এক্সহিবিট করিতে বাধ্য থাকিবেন। আদালত নির্ধারিত সময়ের মধ্যে উক্ত পরিচালক স্বর্গগতের সম্পত্তির একটি পূর্ণ হিসাব আদালতে এক্সহিবিট করিতে বাধ্য থাকিবেন।

(৭) যতদিন না স্বর্গগতের সমস্ত সম্পত্তির ও দেনা-পাওনার হিসাব-নিকাশ বিচারালয়ের সন্তুষ্টিতে সম্পূর্ণ হইতেছে ততদিন পরিচালকের এই বণ্ডের বিধানানুসারে দায়িত্ব হইতে অব্যাহতি হইবে না এবং জামিনদারও মুক্ত হইতে পারিবেন না।

· ··· ···

সাক্ষীর স্বাক্ষর অ্যাডমিনিস্ট্রেটর ও স্যুরেটির
······ ······· স্বাক্ষর

দ্রষ্টব্য : ভারতীয় উত্তরাধিকার আইনের ২৯১ ধারা অনুসারে এই প্রকার বণ্ড করা হইয়া থাকে, বণ্ডে স্যুরটি না থাকিতেও পারে (কুট-প্রবেট প্র্যাকটিস); তবে, উক্ত ২৯১ ধারায় সাক্ষীর নির্দেশ আছে। স্ট্যাম্প আইনের আ.—২ অনুসারে মাশুল প্রদেয় টাকার পরিমাণের উপর, স্যুরটি থাকিলে অ.—৫৭ অনুসারে, নিবন্ধীকৃত হইলে অ. [এ] অনুসারে, সিকিউরিটির জন্য অ. [ই] অনুসারে।

অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বণ্ড (সাকসেশন সার্টিফিকেটের জন্য)

লিখিতং শ্রী··· ··· ···ইত্যাদি (প্রিন্সিপ্যাল) শ্রী · ·· ·· ইত্যাদি (১নং স্যুরটি), শ্রী··· ·· ইত্যাদি (২নং স্যুরটি)।

১। যেহেতু··· ·· আদালতে মহামান্য·· ···বিচারকের নিকট স্বর্গগত··· ·· এর সম্পত্তির বিষয়ে শ্রী... . পিতা .. ...ইত্যাদি... ... নং দরখাস্ত মূলে সাকসেশন সার্টিফিকেটের জন্য আবেদন করিয়াছেন।

যেহেতু বালুরঘাটস্থিত জেলা আদালত হইতে... ... . তারিখে ভারতীয় উত্তরাধিকার আইনের ৩৭৩ ধারার বিধানাধীনে শ্রী... ...পিতা... ...নিবাস... ... থানা... ...জাতি··· ...পেশা... ...কে স্বর্গগত... ...এর এস্টেটের উপর...... টাকা মূল্যের ঋণ ও জামিন সম্পর্কে সাকসেশন সার্টিফিকেট প্রদানের ব্যাপারে নির্দেশ

দিয়াছেন সেহেতু মহামান্য আদালত ভারতীয় উত্তরাধিকার আইনের ৩৭৫ ধারানুসারে সার্টিফিকেট প্রদানের পূর্ব শর্তানুসারে নির্দেশ প্রদান করিয়াছেন যে আমি শ্রী... ... দুইজন স্যুয়রটি সহ (একজনও হইতে পারে) যেন উক্ত বিচারক মহাশয়ের অনুকূলে একটি বণ্ডপত্র সম্পাদন করি এই মর্মে যে উক্ত ঋণ এবং সিকিউরিটির হিসাব প্রদান করিতে এবং পাওনাদারদিগের ক্ষতিপূরণের জন্য দায়ী থাকিব। এক্ষণে, আমি প্রিন্সিপ্যাল শ্রী... ...পিতা... ...নিবাস... ...থানা... ...জেলা... ...জাতি ......পেশা...... ২। স্যুয়রটি শ্রী......পিতা... ...ইত্যাদি। ৩। স্যুয়রটি শ্রী... ...ইত্যাদি।

আমরা যৌথভাবে এবং পৃথকভাবে... ...বিচারক বা তাঁহার স্থলাভিষিক্ত বিচারকের নিকট... টাকার জন্য দায়ী রহিলাম এবং উক্ত টাকা উক্ত বিচারক বা তাঁহার স্থলাভিষিক্ত বিচারককে অথবা উক্ত বিচারকের অ্যাসাইনীকে প্রদেয় হইবে। এই বণ্ডের শর্ত এই যে যদি আমি উক্ত ঋণ এবং সিকিউরিটি সংক্রান্ত ব্যাপারে যথাযথ হিসাব প্রদান করি এবং পাওনাদারদিগকে প্রাপ্য মিটাইবার দায়িত্ব পালন করি এবং বণ্ড সংক্রান্ত সকল বিষয়ে বিচারালয়ের সন্তুষ্টিতে কার্য করেন, তবে অত্র তমসুকের অন্তর্গত বিচারালয়কে প্রদত্ত অবলিগেশন বলবৎ করিবার প্রয়োজন হইবে না অন্যথা হইবে।

সাক্ষীর নাম, ঠিকানা ও স্বাক্ষর	প্রিন্সিপ্যাল... ...
১।	১। স্যুয়রটি... ...
২।	২। স্যুয়রটি... ...
	স্বাক্ষর।

চাকরি-সংক্রান্ত বণ্ড

কোন ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানে কোন ব্যক্তি কর্মে নিযুক্ত হইলে কর্মচারীর নিকট হইতে সুষ্ঠু কর্ম সম্পাদনের দাবীতে এম্পলয়ার বণ্ড লিখিয়া লইতে পারেন। ইহা একপ্রকার সিকিউরিটি বণ্ড এবং তদানুসারে আ. ৫৭ অনুসারে স্টাম্প মাশুল এবং আ. [ই] অনুসারে রেজিস্ট্রেসন ফিস প্রদেয়। সাধারণতঃ এইরূপ বণ্ডে এক বা একাধিক স্যুয়রটি—

লিখিতং শ্রী... ...পিতা... ...ইত্যাদি... ...নং প্রেমিসেস কলিকাতা-১২ তে অবস্থিত... ...ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে... ...টাকা মূল্যের বণ্ডপত্র সম্পাদন করিয়া দিতেছেন। দাতা শ্রী... ...উত্তরাধিকার, ওয়ারিশানগণক্রমে উক্ত... ... ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের নিকট, বা উক্ত প্রতিষ্ঠানের উত্তরাধিকার অ্যাসাইনের নিকট

উক্ত বণ্ডের টাকার জন্য দায়ী থাকিবেন ; যেহেতু উপরে লিখিত ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান প্রথম পক্ষ শ্রী... ...কে চাকরিতে নিয়োগ করিতে সম্মত হইয়াছেন এবং এতদুদ্দেশ্যে প্রথম পক্ষকে উক্ত প্রতিষ্ঠানের ক্যাশিয়ার পদে নিয়োগ করিয়াছেন।

যেহেতু নিয়োগ ও কর্মের শর্তাবলী অদ্য তারিখে ভিন্ন একটি চুক্তিপত্রে লিখিত ও সম্পাদিত হইয়াছে এবং যেহেতু উক্ত প্রথম পক্ষ কর্মচারী দ্বিতীয় পক্ষ ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানকে উপরিউক্ত টাকার জন্য অত্র বণ্ডমূলে দায়ী আছেন, সেহেতু এক্ষণে অত্র বণ্ডের শর্ত হইতেছে এই যে যতদিন পর্যন্ত প্রথম পক্ষ কর্মচারী দ্বিতীয় পক্ষ ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানে বর্তমান পদে, ভবিষ্যতে উচ্চতর পদে বা পরিবর্তিত পদে বিশ্বস্ততার সহিত কোন প্রকার ক্ষতি না করিয়া বা সর্বপ্রকার ক্ষতি পূরণ করিয়া কার্য করিতে থাকেন তবে বণ্ডজনিত দায় হইতে উক্ত প্রথম পক্ষ কর্মচারী বিমুক্ত থাকিবেন অন্যথা উহা কার্যকরী থাকিবে। এতদর্থে সরল মনে, সুস্থ শরীরে, অন্যের বিনা প্ররোচনায় অত্র বণ্ডপত্র সম্পাদিত হইল। ইতি সন......

সাক্ষীর নাম, ঠিকানা ও স্বাক্ষর

(১) ... ...

(২) ... ...

... ...

সম্পাদনকারী কর্মচারী স্বাক্ষর

বটমরী বণ্ড

ভারতীয় ষ্ট্যাম্প আইনের আ.—১৬ অনুসারে এই প্রকার নিদর্শনপত্রে মাশুল দিতে হয়, আ.—১৬ অনুসারে আমরা বলিতে পারি যে বটমরী বণ্ড এমন একপ্রকার নিদর্শনপত্র যাহা দ্বারা সমুদ্রগামী জাহাজের মাস্টার জাহাজের জামিনে টাকা ধার করে জাহাজটি রিপেয়ার ইত্যাদি দ্বারা রক্ষা করিবার জন্য বা যাত্রা সম্পূর্ণ করিবার জন্য। আ.—[এ] অনুসারে রেজিস্ট্রেসন ফিস প্রদান করিতে হয়। নিম্নে এক প্রকার নিদর্শনপত্রের ধরন প্রদান করা হইল।

লিখিতং শ্রী.. ... ...পিতা... ...ইত্যাদি, মাস্টার... ...পোবটস্থ... ... নামীয় জাহাজ যাহার অফিসিয়াল নং... ... ।

যেহেতু, উক্ত জাহাজ সমুদ্রযাত্রার জন্য রিপেয়ার করিবার প্রয়োজন আছে।

যেহেতু, জাহাজের মালিক সিপার ও কনসাইনিজগণ জাহাজ সারাইবার ব্যয়ভার বহন করিতে অক্ষম, যেহেতু, উক্ত জাহাজ আশু সংস্কারসাধন করিবার আবশ্যিক প্রয়োজন আছে।

যেহেতু, উক্ত জাহাজ সারাইবার জন্য... ...টাকার প্রয়োজন।

যেহেতু উক্ত টাকা বাৎসরিক… …% সুদে শ্রী… … …পিতা… … নিবাস… …থানা… …জেলা… …জাতি… …পেশা… …ঋণ হিসাবে প্রদান করিতে নিম্নলিখিত শর্তে সম্মত হইয়াছেন।

সেহেতু এক্ষণে, আমি শ্রী… … …ইত্যাদি… …জাহাজের মাস্টার শ্রী… … …এর নিকট হইতে… …টাকা ঋণ লইবার জন্য অদ্য তারিখে… …অত্র বটমরী বণ্ড সম্পাদন করিয়া স্বীকার ও অঙ্গীকার করিতেছি যে… …টাকার জন্য আমি মায় ওয়ারিশানগণক্রমে শ্রী… … …এর নিকট এবং তাঁহার উত্তরাধিকার, একজিকিউটর, অ্যাডমিনিস্ট্রেটর এবং অ্যাসাইনের নিকট দায়ী রহিলাম; অতিরিক্ত সিকিউরিটি হিসাবে… …নামীয় জাহাজ যাহার অফিসিয়াল নং… …এবং তৎসহ উক্ত জাহাজের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি আধেয় (প্লেজ, বন্ধকের ন্যায়) স্বরূপ রাখিলাম এবং অত্র বণ্ডের অন্তর্গত ঋণের টাকা সুদসহ পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত উক্ত জাহাজ এবং দ্রব্যাদি অন্যত্র বন্ধক রাখিতে পারিব না। এই বণ্ডের শর্ত হইতেছে এই যে যদি আমি, জাহাজের মাস্টার, জাহাজ……পোর্টে পৌঁছাইবার পর ত্রিশ দিনের মধ্যে ঋণের টাকা মায় সুদসহ উক্ত উত্তমর্ণকে পরিশোধ করি তবে এই বণ্ডের অন্তর্গত অবলিগেশন ও প্লেজ কার্যকরী হইবে না, অন্যথা হইবে। ইতি সন…

সাক্ষীদিগের নাম ঠিকানা ও স্বাক্ষর … … …

… … … জাহাজের মাস্টারের স্বাক্ষর

দলিল প্রস্তুতকারকের নাম, ঠিকানা ও স্বাক্ষর

… … …

দ্রষ্টব্য: ষ্ট্যাম্প ডিউটি আ.—১৬ অনুসারে ঋণের টাকার উপর প্রদান করিতে হইবে; সুদের জন্য কোন প্রকার অতিরিক্ত মাশুল প্রদান করিতে হইবে না; কেননা, ষ্ট্যাম্প আইনের ২৩ ধারায় স্পষ্ট বিধান আছে সুদ প্রদানের জন্য সুদের টাকার উপর কোন প্রকার মাশুল দিতে হয় না।

অ্যাপ্রেনটিস্‌সিপ

ইতিপূর্বে শিক্ষানবিশী চুক্তিপত্র সম্পর্কে আলোচনা করা হইয়াছে। এখানে অতিরিক্ত আলোচনা করা হইল। শিক্ষানবিশী চুক্তি মূলতঃ ব্যক্তিগত সারভিসের চুক্তি; সাধারণত ইহা নিদর্শনপত্রমূলে কার্যকরী করা হইয়া থাকে। তবে লিখিত নিদর্শনপত্র আবশ্যিক নহে। অ্যাপ্রেনটিস তাঁহার সম্মতি প্রদান করিবেন; তবে অ্যাপ্রেনটিস নাবালক হইলে, অ্যাপ্রেনটিসের অভিভাবক এই সম্মতি প্রদান করিবেন; নাবালকের ক্ষেত্রে মালিকের সহিত অভিভাবকের চুক্তি সম্পাদিত হয়। যেহেতু চুক্তি পারসোনাল সারভিসের জন্য, সেজন্য উভয় পক্ষের যে কোন

একপক্ষের স্থায়ী অক্ষমতা বা মৃত্যুর জন্য চুক্তির অবসান ঘটিবে। চুক্তি নির্দিষ্ট কালের জন্য হইলে, নির্দিষ্ট সময় অন্তে চুক্তির অবসান ঘটে এবং কোন পক্ষের আর দায়িত্ব থাকে না। মূল অ্যাপ্রেনটিসসিপ আইন ১৮৫০ সালে রচিত হয়; ১৯৬১ সাল হইতে নূতন অ্যাপ্রেনটিসসিপ আইন (নং ৫২) প্রচলিত আছে। এই আইনের ৪-ধারায় বলা আছে যে ডেসিগনেটেড ট্রেডে কোন ব্যক্তিকে অ্যাপ্রেনটিস নিয়োগ করিতে হইলে, উক্ত ব্যক্তির সহিত, উক্ত ব্যক্তি নাবালক হইলে তাহার অভিভাবকের সহিত, এমপ্লয়ারকে চুক্তি করিতে হইবে এবং অ্যাপ্রেনটিসসিপ অ্যাডভাইসারের নিকট উক্ত চুক্তি নিবন্ধীকৃত করিতে হইবে। (কেন্দ্রীয় সরকার অ্যাপ্রেনটিসসিপ আইন ১৯৬১-এর জন্য কোন কোন ট্রেডকে ডেসিগনেটেড রূপে উল্লেখ করিতে পারেন)। চুক্তিপত্রে এমন কোন শর্ত থাকিতে পারিবে না যাহা উক্ত আইনে বিধিসঙ্গত নহে।

শিক্ষানবিশী চুক্তিপত্র এবং চাকরির চুক্তিপত্রের মধ্যে পার্থক্য আছে। চাকরির চুক্তিপত্রে মাস্টার কোন ট্রেড শিক্ষা দিতে বাধ্য নহেন, কিন্তু শিক্ষানবিশীর চুক্তিপত্রে মাস্টার শিক্ষানবিশকে কোন ট্রেড শিখাইতে বাধ্য। সুতরাং, শিক্ষানবিশীর চুক্তিপত্রে অসদাচরণ ইত্যাদি বিষয়ে বরখাস্তের শর্ত না থাকিলে, অ্যাপ্রেনটিসকে বরখাস্ত করা যায় না, কিন্তু চাকুরিয়াকে অনুরূপ কারণে বরখাস্ত করা যায় (এন, এস, বিন্দ্রার—কনভেয়্যানসিং...ভ.-৩, ১৯৮০ সং. পৃ. ২২২৯)। এরূপ চুক্তিপত্রে সাক্ষী থাকে (ডিসুজা—কনভেয়ানসিং, পৃ. ৬৪৭)।

অত্র শিক্ষানবিশী চুক্তিপত্র অদ্য... ...সালের... ...তারিখে নিম্নপক্ষগণের মধ্যে নিম্নলিখিত শর্তে সম্পাদিত হইল।

১। পক্ষগণ যথাক্রমে শ্রী... ...পিতা... ...নিবাস... ...থানা... ...জেলা... ...জাতি... ...পেশা...প্রথমপক্ষ এমপ্লয়ার বা মাস্টার; শ্রী... ...পিতা... ... নিবাস... ...থানা... ...জেলা... ...জাতি... পেশা...দ্বিতীয়পক্ষ শিক্ষার্থীর পিতা; শ্রী... ...পিতা... ...নিবাস... ...থানা... ...জেলা... ...জাতি... ... পেশা... ...বয়স... ...তৃতীয়পক্ষ শিক্ষার্থী।

২। অ্যাপ্রেনটিস স্বেচ্ছায় তাহার পিতার সম্মতিক্রমে প্রথমপক্ষ মাস্টারের নিকট ট্রেড শিক্ষা ও ট্রেনিংলাভের জন্য অত্র নিদর্শনপত্রমূলে নিয়মিত শিক্ষানবিশী থাকিবার অঙ্গীকার করিতেছে। অ্যাপ্রেনটিস মাস্টারের অধীনে... ...সালের...... তারিখ হইতে... ...বৎসরের জন্য শিক্ষার্থীরূপে থাকিবে।

৩। অ্যাপ্রেনটিসকে প্রায়োগিক শিক্ষা দিবার প্রতিদানে শিক্ষার্থীর পিতা মাস্টারকে... ...টাকা প্রিমিয়ামস্বরূপ প্রদান করিয়াছেন যাহা মাস্টার অত্র নিদর্শনমূলে স্বীকার করিয়াছেন।

৪। মাস্টার অত্র নিদর্শনমূলে পিতা দ্বিতীয়পক্ষ এবং শিক্ষার্থী তৃতীয়পক্ষের সহিত যৌথভাবে এবং পৃথকভাবে নিম্নলিখিত শর্তে চুক্তি করিতেছেন—

(ক) মাস্টার উক্ত শিক্ষাপ্রদানের কালে তাঁহার জ্ঞানমতে শিক্ষার্থীকে শিক্ষাদান করিবেন উপরিউক্ত··· ···ট্রেডে এই শর্তে যে শিক্ষার্থী নিয়মিত নির্ধারিত সময়ে মাস্টারের নিকট উপস্থিত হইবেন, সর্বপ্রকার ট্রেড সংক্রান্ত কাজ করিবেন, মাস্টারের সকল বৈধ আদেশ পালন করিবেন, বিশৃংখলার সৃষ্টি করিবেন না এবং চুক্তির কোন শর্ত ভঙ্গ করিবেন না।

(খ) অ্যাপ্রেনটিসসিপ চলা কালে শিক্ষার্থীকে প্রতিমাসে/প্রতি সপ্তাহে (যেমন প্রয়োজন) মাস্টার... ...টাকা করিয়া অধিদেয় (অ্যালাউয়্যান্স) স্বরূপ প্রদান করিবেন।

(গ) ট্রেনিং চলাকালে মাস্টার শিক্ষার্থীকে থাকা-খাওয়ার জন্য বোর্ডিং বা অনুরূপ ব্যবস্থা করিয়া দিবেন, কাজ শিখিবার জন্য সকল সাজ-পাট যন্ত্রাদি দিতে বাধ্য থাকিবেন, শিক্ষার্থী অসুস্থ হইলে চিকিৎসার ব্যবস্থা করিবেন।

(ঘ) অ্যাপ্রেনটিসকে রবিবারে ও অন্যান্য পাবলিক হলিডেতে কাজ করিতে হইবে না এবং প্রতি পূর্ণকাজের দিনে··· ···ঘণ্টার বেশি এবং অর্ধ দিবসে··· ·· ঘণ্টার বেশি কাজ করিতে হইবে না।

৫। শিক্ষার্থীর পিতা মাস্টারের সহিত নিম্নলিখিত চুক্তিতে অত্র নিদর্শনপত্রমূলে আবদ্ধ হইতেছে—

(ক) শিক্ষার্থীর পিতা ট্রেনিং চলাকালে শিক্ষার্থীর পোশাক-পরিচ্ছদ এবং অন্যান্য জিনিসপত্র-এর বন্দোবস্ত করিবেন ; তবে তাঁহাকে শিক্ষার্থীর থাকা-খাওয়া, চিকিৎসা, কাজের যন্ত্রপাতির জন্য কোন প্রকার ব্যবস্থা করিবার প্রয়োজন হইবে না।

(খ) (কিস্তিতে প্রিমিয়ামের টাকা প্রদেয় হইলে) শিক্ষার্থীর পিতা নিম্নলিখিত-ভাবে প্রিমিয়ামের টাকা পরিশোধ করিবেন। ... ...(এখানে কিস্তি সম্পর্কে লিখিতে হইবে)।

৬। পুনশ্চ, পিতা এবং অ্যাপ্রেনটিস যৌথভাবে এবং পৃথকভাবে মাস্টারের সহিত নিম্নলিখিত চুক্তি সম্পন্ন করে—

(ক) অ্যাপ্রেনটিসসিপ চলাকালে উক্ত ট্রেডে শিক্ষার্থী মাস্টারকে নিষ্ঠার সহিত এবং বিশ্বস্ততার সহিত কাজে সাহায্য করিবেন ; মাস্টারের সকল বৈধ এবং যুক্তিসঙ্গত নির্দেশ পালন করিবেন এবং সর্বপ্রকারে সৎ, ন্যায়পরায়ণ ও পরিশ্রমী হইবেন।

(খ) শিক্ষার্থী সর্বদা মাস্টার প্রদত্ত যন্ত্রপাতি সাবধানতার সহিত ব্যবহার করিবেন এবং কোন সম্পত্তি স্বেচ্ছায় সরাইবেন না বা নষ্ট করিবেন না ; ট্রেড সংক্রান্ত গোপন বিষয় কাহাকেও জানাইবেন না ; ট্রেডে মাস্টারের ক্ষতি হয় এমন কোন কাজ করিবেন

না; ছুটি ব্যতীত অনুপস্থিত হইবেন না; হঠাৎ অসুস্থতার জন্য অনুপস্থিত হইলে শিক্ষার্থী মাস্টারকে নোটিশ দিবেন।

(গ) প্রশিক্ষণ চলাকালে শিক্ষার্থী অন্য কোথাও চাকরি করিতে পারিবেন না বা কোন কাজ করিতে পারিবেন না।

(ঘ) শিক্ষার্থীর অনুপস্থিতি, অবহেলা বা অসদাচরণহেতু মাস্টারের যে ক্ষতি হইবে, মাস্টার তাহা শিক্ষার্থীকে প্রদেয় অধিদেয় হইতে কাটিয়া লইতে পারিবেন।

৭। উপরে লিখিত শর্তাবলী সত্ত্বেও নিম্নলিখিত চুক্তিগুলি যাহা অত্র নিদর্শন-পত্রমূলে উক্ত পক্ষগণের দ্বারা স্বীকৃত ও সম্পাদিত হইতেছে, কার্যকরী হইবে—

(ক) মাস্টার এক সপ্তাহের নোটিশ প্রদানে এই চুক্তিপত্র সম্পর্কে সিদ্ধান্ত লইতে পারেন যদি শিক্ষার্থী স্পষ্টত অবহেলা, অসদাচরণ বা কর্তব্যকর্মে অবহেলা করেন, প্রিমিয়ামের কিস্তি ঠিকমত প্রদত্ত না হইলে মাস্টার উক্তরূপ অবস্থা অবলম্বন করিতে পারেন।

(খ) চুক্তির পিরিয়ডের মধ্যে মাস্টার বা শিক্ষার্থী যে কেহ ইহলোক ত্যাগ করিলে বা স্থায়ীভাবে অক্ষম হইলে বা মাস্টার উক্ত ট্রেডের কাজ করা বন্ধ করিলে মাস্টার ব তাহার একজিকিউটর বা অ্যাডমিনিস্ট্রেটর শিক্ষার্থীর পিতাকে প্রিমিয়ামের আনুপাতিক অংশ প্রত্যার্পণ করিবেন এবং এই চুক্তিপত্রের অধীনে পক্ষগণের যে দায়-দায়িত্ব ছিল তাহা ওয়ারিশানগণক্রমে নিষ্পত্তি হইল বিবেচনা করিতে হইবে।

এতদর্থে সুস্থ শরীরে সরল মনে... ... ...

.. ..

সাক্ষীগণের নাম ঠিকানা ও স্বাক্ষর

... ...

প্রথম পক্ষ, দ্বিতীয় পক্ষ ও তৃতীয় পক্ষের স্বাক্ষর

প্রক্সি

প্রক্সি বা প্রতিনিধিপত্র দ্বারা ভোটদান করিবার অধিকার প্রদান করা হয়। প্রতিনিধি ভোটদাতার তরফে ভোট প্রদান করেন। স্ট্যাম্প আইনের অ.—৫২ অনুসারে এই প্রকার প্রতিনিধিপত্রে মাশুল দিতে হয়। নিবন্ধীকৃত হইলে রেজিস্ট্রেসন ফিস আ. [ই] অনুসারে প্রদেয়। সকল ক্ষেত্রে ৫২-অ.-এর সুবিধা লাভ করা যায় না; ষ্ট্যাম্প আইনের ৫২-আ.-এ বলা আছে যে জেলা বা লোকাল বোর্ডের সদস্য নির্বাচনের জন্য ভোট অথবা মিউনিসিপ্যাল কমিশনারদিগের নির্বাচনের জন্য ভোট অথবা কোন নিগমিত কোম্পানী বা বডি করপোরেটের সদস্যদিগের মিটিং-এ ভোট প্রদান, কোন স্থানীয় প্রতিষ্ঠানের (লোকাল বাড) মিটিং-এর জন্য ভোট

অথবা যে কোন প্রকার প্রতিষ্ঠানের প্রোপ্রাইটর, সভ্য বা দাতাগণের মিটিং-এর জন্য ভোট প্রদান এইরূপ প্রতিনিধিপত্র মারফত ভিন্ন ব্যক্তির দ্বারা করা যাইতে পারে। ষ্ট্যাম্পবিহীন প্রক্সিপত্রমূলে ভোট প্রদান বা ভোট প্রদান করিতে চেষ্টা করা দণ্ডনীয় অপরাধ ষ্ট্যাম্প আইনের ৬২ (সি) ধারা অনুসারে।

আর্টিকেল—৫২-এর ক্ষেত্র ভিন্ন অন্য ক্ষেত্রের প্রক্সির জন্য যে প্রতিনিধিপত্র রচিত হয় তাহাতে আ.—৪৮ অনুসারে মোক্তারনামার মাশুল দিতে হয়।

আর্টিকেল ৫২-এর প্রাক্সপত্রে অবশ্যই মিটিং-এর তারিখ উল্লেখ করিতে হইবে; তারিখের উল্লেখ না করিলে মোক্তারনামার ন্যায় আ.—৪৮ অনুসারে মাশুল দিতে হইবে (কে. কৃষ্ণমূর্তি, ভারতীয় ষ্ট্যাম্প আইন, পৃ. ৫৬৯-৫৭০)।

আর্টিকেল অব অ্যাসোসিয়েশনে বিশেষ নির্দেশ না থাকিলে প্রক্সিপত্রে সাক্ষী না দিলেও চলে।

কোম্পানী আইন, ১৯৫৬-এর বিধান হইতেছে এই যে প্রক্সী সংক্রান্ত বিষয় লিখিত নিদর্শনপত্র মাধ্যমে সম্পন্ন করিতে হইবে (বিন্দ্রা—কনভেয়্যান্সিং... ভ. ২, পৃ: ১২১৮)

আমি শ্রী... ...পিতা... ...নিবাস... ...ইত্যাদি... ...ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের সদস্য হইতেছি। আমি অত্র প্রক্সিপত্রমূলে শ্রী... ... ...পিতা... ... নিবাস... ...কে এবং শ্রী... ... ...অসমর্থ হইলে শ্রী... ...পিতা... ... নিবাস ...ইত্যাদিকে আমার পক্ষে প্রতিনিধি নিয়োগ করিয়া অঙ্গীকার করিতেছি যে উক্ত প্রতিনিধি... ...কোম্পানীর বাৎসরিক জেনারেল মিটিং-এ, যাহা... ...সালের... ...তারিখে বিকাল... ...ঘটিকায়... ...স্থানে অনুষ্ঠিত হইবে, ভোটদান করিবেন। উক্ত প্রতিনিধি উক্ত জেনারেল মিটিং সংক্রান্ত স্থগন সভাতেও ভোটদান করিতে পারিবেন।

এতদর্থে সরলমনে, সুস্থ শরীরে অত্র প্রক্সিপত্র সাক্ষীগণের সম্মুখে সহি সম্পাদন করিলাম। ইতি সন...

সাক্ষীর নাম ঠিকানা ও স্বাক্ষর ... ...

... ... ভোটদাতার স্বাক্ষর

অসংবদ্ধ মোক্তারনামা

আমি শ্রী... ... ...পিতা... ... ... নিবাস... ...থানা... ...জেলা ... জাতি... ...পেশা... ...অদ্য... সালের... ...তারিখে অত্র মোক্তারনামা সম্পাদন করিয়া শ্রী... ... ...পিতা... ... ...নিবাস... ...থানা... ...জেলা... ... জাতি... ...পেশা... ...কে আমার এজেন্ট নিযুক্ত করিলাম।

যেহেতু অদ্য তারিখে উক্ত শ্রী... ... ...(অত্র দলিলে এজেন্টরূপে বর্ণিত হইয়াছে)-এর নিকট হইতে... ...টাকা ঋণ গ্রহণ করিয়াছি।

যেহেতু, বাৎসরিক শতকরা ১২ টাকা সুদে উক্ত ঋণ পরিশোধ করিবার চুক্তি হইয়াছে।

যেহেতু... ...রোডস্থ আমার বাটি উক্ত এজেন্টকে বিক্রয় করিবার অধিকার প্রদান করিতে অঙ্গীকারাবদ্ধ আছি।

যেহেতু উক্ত বাড়ি বিক্রয় করিয়া যে মূল্য লাভ হইবে তাহা হইতে উক্ত ঋণের টাকা মায় সুদসহ এজেন্টকে পরিশোধের চুক্তিতে আমি আবদ্ধ আছি এবং উক্ত প্রকারে ঋণের টাকা মায় সুদসহ গ্রহণ করিয়া এজেন্ট আমাকে ঋণিতা হইতে মুক্ত করিবেন।

সেহেতু এক্ষণে উক্ত কারণে আমি শ্রী... ... ...এতদ্বারা শ্রী... ... ...কে আমমোক্তার নিযুক্ত করিয়া স্বীকার ও অঙ্গীকার করিতেছি যে শ্রী... ... ... আমার এজেন্টরূপে... ...রোডস্থ আমার বাটী বিক্রয় করিবার জন্য খরিদ্দারের সহিত যোগাযোগ করিবেন; বাটীর সর্বোচ্চ যে মূল্য পাইবেন তাহা আমাকে জানাইবেন; আমার লিখিত সম্মতি গ্রহণে এজেন্ট উক্ত বাটী বিক্রয়ের সর্বপ্রকার ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন, দলিল লেখক বা অ্যাডভোকেট নিয়োগ করিবেন, ল্যাণ্ডসিলিং অফিসে প্রয়োজনে নোটিশ প্রদান করিবেন, দলিল লিখাইয়া আমার স্বাক্ষরের জন্য আমার নিকট প্রেরণ করিবেন; আমি লিখিত পৃথকভাবে সম্মতি জ্ঞাপন করিলে, এজেন্ট উক্ত দলিল আমার নাম ব-কলমে সহি-সম্পাদন করিয়া নিবন্ধী-করণের যাবতীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন এবং ক্রেতার নিকট হইতে পণের টাকা বুঝিয়া লইবেন।

আমার ঋণিতার জন্য এজেন্ট সুদসহ যে টাকা বিক্রয়-আগম পাইবেন তাহা গ্রহণ করিয়া আমায় ঋণ হইতে মুক্ত করিবেন। ঋণ পরিশোধের পর এবং অন্যান্য খরচ-পত্রাদির পর বিক্রয় আগমের যাহা উদ্বৃত্ত থাকিবে তাহা আমায় প্রদান করিতে বাধ্য থাকিবেন।

এতদর্থে সরল মনে, সুস্থ শরীরে, অন্যের বিনা প্ররোচনায় অত্র মোক্তারনামা-মূলে এজেন্ট শ্রী... ... ...আমার তফসিল বর্ণিত বাটী বিক্রয় করিতে যে কোন কার্য বৈধভাবে করিবেন তাহা আমার কার্যরূপে গণ্য হইবে।

প্রকাশ থাকে যে উপরোক্ত শর্তে উক্ত এজেন্ট বৈধভাবে যথাযথ আমার তরফে কার্য করিবেন এই শর্তে এই অসংহৃত মোক্তারনামা সম্পাদন করিয়া দিলাম। ইতি......

তফসিল

বাটীর পরিচয়

* * *

... ...

সাক্ষীগণের নাম, ঠিকানা ও স্বাক্ষর ... ...

প্রিন্সিপ্যালের স্বাক্ষর

... ...

দলিল লেখক/অ্যাডভোকেট-এর
নাম, ঠিকানা ও স্বাক্ষর

ইচ্ছা করিলে উক্ত মোক্তারনামায় এজেণ্টও সহি সম্পাদন করিতে পারেন ; এবং এরূপ ক্ষেত্রে তাহা শ্রেয়তর ব্যবস্থা অনুমিত হয়।

কোবালা রহিতকরণপত্র

প্রথমপক্ষ ক্রেতা শ্রী... .. ...ইত্যাদি। দ্বিতীয়পক্ষ বিক্রেতা শ্রী... ... ...ইত্যাদি। অত্র ইণ্ডেনচারপত্র... ...সালের... ...তারিখে সম্পাদিত হইল। যেহেতু... ..অবরনিবন্ধকের অফিসে... ...সালের... ...তারিখে ১নং রেজিস্টার বহি.. ..নং ভল্যুমে.. ...নং দলিলরূপে পৃঃ নং... ...হইতে.. ..পৃষ্ঠায় নকলাকৃত হইয়াছে।

যেহেতু বিক্রেতা যথারীতি পণের টাকা গ্রহণ করিয়া এক কেতা-কোবালা-দলিল প্রথম পক্ষ ক্রেতার অনুকূলে আইন-মোতাবেক সম্পাদন করিয়া দিয়াছেন।

যেহেতু বিক্রেতা প্রথম পক্ষ এই প্রকার কোবালায় স্বত্ব হস্তান্তরের যে সকল নির্দেশাদি থাকে সেই সকল নির্দেশাদিসহ ক্রেতাকে উক্ত কোবালায় বর্ণিত সম্পত্তিতে নির্ব্যূঢ় স্বত্বের স্বামিত্বে ওয়ারিশানগণক্রমে ভোগ দখলের অধিকার লিখিতভাবে প্রদান করিয়াছেন।

যেহেতু উক্ত কোবালায় বিক্রয়ের প্রচলিত শর্তাবলী নির্দেশিত আছে।

কিন্তু যেহেতু বিক্রেতা ক্রেতাকে বিক্রীত সম্পত্তিতে অদ্যাবধি দখল প্রদান করিতে পারেন নাই।

যেহেতু বিক্রীত সম্পত্তিতে কয়েকজন ব্যক্তি জবর-দখল করিয়া আছে।

এবং যেহেতু উপরিউক্ত কারণে ক্রেতা বিক্রীত সম্পত্তিতে দখল লইতে পারেন নাই,

এবং যেহেতু উপরিউক্ত কারণে উক্ত বিক্রয় কোবালা কার্যকরী হয় নাই।

এবং যেহেতু পক্ষদ্বয় আপোষে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন যে পরস্পরে পরস্পরকে উক্ত বিক্রয়জনিত দায় হইতে অব্যাহতি প্রদান করিবেন উক্ত কোবালাদলিল রহিতকরণের দ্বারা এবং পণের টাকা প্রত্যার্পণের দ্বারা,

এবং যেহেতু উক্ত ক্রেতা উক্ত বিক্রয় কোবালা দলিল 'রহিতকৃত' হইয়াছে এই প্রকার পৃষ্ঠলিপি করিয়া দলিলখানি বিক্রেতাকে প্রত্যার্পণ করিয়াছেন।

এবং যেহেতু বিক্রেতা ক্রেতাকে পণের সমুদয় অর্থ প্রত্যার্পণ করিয়াছেন যাহার প্রাপ্তি ক্রেতা অত্র রহিতকরণে স্বীকার করিতেছেন।

সুতরাং অত্রচুক্তিপত্রে ইহা প্রমাণিত হইল যে উক্ত বিক্রয় কোবালা অবিলম্বে বাতিল হইল; আইনের দরবারে এইরূপ বিক্রয়কোবালার অবস্থান কখনে স্বীকৃত হইবে না; বিক্রয়কোবালায় বর্ণিত সম্পত্তিতে ক্রেতার কোন প্রকার স্বত্ব, স্বার্থ, দাবী কোনদিন ছিল না বা নাই বিবেচিত হইবে। উক্ত সম্পত্তি সর্বপ্রকারে বিক্রেতার স্টেটের অন্তর্ভুক্ত বিবেচিত হইবে।

এতদ্বারা সরল মনে সুস্থ শরীরে অন্যের বিনা প্ররোচনায় পক্ষদ্বয় নিম্ন বর্ণিত সাক্ষীগণের সম্মুখে অত্র রহিতকরণপত্র সম্পাদন করিলেন। ইতি সন

সম্পত্তির বিবরণ

* * * *

সাক্ষী:

(১) ... ...   প্রথম পক্ষ... ... ...

(২) ... ...   দ্বিতীয় পক্ষ... ... ...

(৩) ... ...

নোট: এই প্রকার রহিতকরণ সিলিং এলাকাভুক্ত সম্পত্তি সংক্রান্ত হইলেও কোন প্রকার নোটিশ ইত্যাদি প্রদানের প্রয়োজন নাই, কেননা, এখানে, মূলতঃ কোনপ্রকার হস্তান্তর হইতেছে না।

বায়না রহিতকরণপত্র

অত্র রহিতকরণ পত্র... ...সালের... ...তারিখে শ্রী... ...ইত্যাদি প্রথম পক্ষ এবং শ্রী... ...পিতা... ...দ্বিতীয় পক্ষ দ্বারা যৌথভাবে সম্পাদিত হইল।

যেহেতু প্রথম পক্ষ... ...সালের... ...তারিখে দ্বিতীয় পক্ষের অনুকূলে... ... মৌজাস্থ··· ···খতিয়ানভুক্ত··· ···দাগের··· ···শতক সম্পত্তি বিক্রয়ের অঙ্গীকারে

... ...টাকা বায়নাস্বরূপ অগ্রিম গ্রহণ করিয়া একখানি বায়নাপত্র সম্পাদন করিয়াছিলেন।

যেহেতু উক্ত বায়নাপত্র... ...অবর-নিবন্ধকের অফিসে... ...সালের... ...তারিখে... ...নং দলিলরূপে নিবন্ধীকৃত হইয়াছে।

যেহেতু উক্ত বায়নাপত্রের শর্তাবলী এখনও কার্যকরী।

যেহেতু বিশেষ অসুবিধার জন্য পক্ষগণ বায়নাপত্রখানি রহিতকরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন।

যেহেতু প্রথম পক্ষ দ্বিতীয় পক্ষকে নিম্ন স্বাক্ষরিত সাক্ষীগণের সমক্ষে বায়নার টাকা দ্বিতীয় পক্ষের সম্মতিতে প্রত্যার্পণ করিয়াছেন এবং দ্বিতীয় পক্ষ উক্ত সাক্ষীগণের সমক্ষে প্রথমপক্ষকে মূল বায়নাপত্রখানি ফিরাইয়া দিয়াছেন।

সেইহেতু পক্ষদ্বয় অত্র চুক্তিপত্র দ্বারা স্বীকার ও অঙ্গীকার করিতেছেন যে... ...সালের... ...তারিখে... ...নং দলিল দ্বারা শ্রী... ...এবং শ্রী... ...পক্ষদ্বয়ের মধ্যে যে চুক্তিপত্র সম্পাদিত ও নিবন্ধীকৃত হইয়াছিল তাহা অত্র রহিতকরণপত্রমূলে সর্বতোভাবে নাকচ, রহিত ও বাতিল হইল। অত্র রহিতকরণপত্র দ্বারা স্বীকার ও অঙ্গীকার করিতেছেন যে নিম্নতফসিল বর্ণিত সম্পত্তিতে তাহার কোনপ্রকার দাবী নাই। এতদর্থে সরল মনে, সুস্থ শরীরে, পক্ষদ্বয় সাক্ষীগণের সমক্ষে অত্র রহিতকরণ-পত্র সম্পাদন করিলেন। ইতি...

তফসিল

* * *

সাক্ষী—

(১) ... ...

(২) ... ...

অ্যাডভোকেট বা

দলিললেখকের স্বাক্ষর... ...

টাইপকারকের স্বাক্ষর... ...

স্বাক্ষর—

(১) প্রথম পক্ষ... ... ...

(২) দ্বিতীয় পক্ষ... ... ...

দ্রষ্টব্য ঃ অনেকে মনে করিতে পারেন যে যেহেতু বায়নাপত্রে একরারনামার ন্যায় ষ্ট্যাম্প শুল্ক প্রদান করা হয়, সেহেতু বায়নাপত্রের রহিতকরণেও অনুরূপে একরারনামার ন্যায় ষ্ট্যাম্প শুল্ক প্রদান করা যাইতে পারে। কিন্তু ইহা যুক্তিযুক্ত নহে মনে হয়; বায়নাপত্রদ্বারা সম্পত্তিতে চার্জ সৃষ্টি হয়। সুতরাং, রহিতকরণের জন্য

যে ষ্ট্যাম্প মাশুল স্থির করা আছে, সেইরূপ ষ্ট্যাম্প প্রদান করা এবং প্রয়োজনে না-দাবির ষ্ট্যাম্প মাশুল যুক্ত করা বিধেয় ; কেননা, বায়নার টাকা ফিরত দিবার কালে অন্যান্য খরচ এমনকি সুদের জন্য অতিরিক্ত অর্থ ফিরত দিবার কথা রহিতকরণে লিখিত হইতে পারে। এক্ষেত্রে একটি কথা বিশেষ ভাবে মনে হইতেছে: বায়নাপত্রে আমরা একরারনামার ন্যায় ষ্ট্যাম্প মাশুল দিই কেন ; দীর্ঘকাল আমরা যখন বায়নাপত্রে একরারনামার ন্যায় মাশুল দিতেছি, তখন সেইরূপই দিতে হইবে। তবে, হাইকোর্ট, সুপ্রীমকোর্ট বা আইনসভা বায়নাপত্রকে চার্জনামার অন্তর্ভুক্ত বিবেচনা করিলে, অবস্থা ভিন্নরূপ হইবে। এই বায়নাপত্রের সুযোগে সরকার লক্ষ লক্ষ টাকার রাজস্ব হইতে বঞ্চিত হইতেছে। সরকারী মহলে যাঁহাদের উপর এই সকল বিষয় ন্যস্ত তাঁহাদের জ্ঞান ও নিষ্ঠার অভাব অনুমিত হয়।

নালিশযোগ্য দাবির স্বত্ব-নিয়োগপত্র

সম্পত্তি হস্তান্তর আইন আলোচনা কালে নালিশযোগ্য দাবির ব্যাখ্যা কর হইয়াছে। সম্পত্তি হস্তান্তর আইনের ১৩০-ধারাতে বলা হইয়াছে যে নালিশযোগ্য-দাবি মূল্যবান সম্পত্তি যাহার স্বত্ব নিয়োগ লিখিতভাবে দাতার স্বাক্ষর যুক্তে সম্পন্ন হইবে। নালিশযোগ্য দাবির স্বত্ব-নিয়োগ বা হস্তান্তর পণের বিনিময়ে অথবা বিনা-পণে সম্পন্ন হইতে পারে। তবে সাক্ষীর দ্বারা প্রত্যায়ন অবং নিবন্ধীকরণ বাধ্যতামূলক নহে।

লেখ-স্বত্বের হস্তান্তর (অ্যাসাইনমেন্ট অব্ কপিরাইট) কপিরাইট আইন ১৯৫৭ দ্বারা পরিচালিত। এই আইনের ২২-ধারাতে বলা আছে যে লেখকের মৃত্যুর পরের বৎসর হইতে পঞ্চাশ বৎসর পর্যন্ত লেখ-স্বত্ব বলবৎ থাকিবে। এবং এই আইনের ১৮-ধারায় স্বত্ব-নিয়োগের পদ্ধতি সম্পর্কে বলা আছে, স্বত্ব-নিয়োগকারীর দ্বারা স্বাক্ষরযুক্ত হইতে হইবে, এবং উক্ত স্বত্বান্তরপত্র লিখিত হইতে হইবে।

কৃতিস্বত্ব (পেটেন্ট) ও পণ্যচিহ্ন (ট্রেডমার্ক) স্বত্বান্তর পেটেন্ট ও ডিজাইন আইন ১৯১১, এবং ট্রেড ও মারচ্যানডাইস মার্ক আইন ১৯৫৮ দ্বারা পরিচালিত।

পেটেন্ট সাধারণত ১৬ বৎসর কাল কার্যকরী থাকে ; বিশেষ ক্ষেত্রে আরও দশ বৎসর কার্যকরী রাখা যাইতে পারে, কোন পেটেন্ট স্বত্বান্তরপত্র ও বিক্রয়ের হস্তান্তরে বিশেষ পার্থক্য নাই। ট্রেডমার্কের স্বত্বনিয়োগও পেটেন্ট বা গুডউইল স্বত্ব-নিয়োগের অনুরূপ।

হস্তান্তরযোগ্য লেখ্য (নেগশিয়েবল ইনস্ট্রুমেণ্টস) সরকারী প্রমিসরী নোট, স্টক, শেয়ার ডিবেঞ্চার এবং বাণিজ্য-দলিল বিশেষ আইন দ্বারা পরিচালিত হয় : এসকল ক্ষেত্রে সম্পত্তি হস্তান্তর আইনের কোন প্রয়োগ হয় না। নেগশিয়েবল ইনস্ট্রুমেণ্টস পৃষ্ঠলেখদ্বারা বা ডেলিভারীদ্বারা হস্তান্তরিত হইতে পারিবে (সম্পত্তি-হস্তান্তর আইন, ধারা-১৩৭, নেগশিয়েবল ইনস্ট্রুমেণ্টস আইন, ধারা ৪৭ ও ৪৮)। অবশ্য, সম্পত্তি হস্তান্তর আইনের ১৩০ ধারানুসারে পার্টি ইচ্ছা করিলে লিখিতভাবে হস্তান্তর করিতে পারে।

দুইটি ক্ষেত্রে পার্থক্য এই যে সম্পত্তি হস্তান্তর আইনের বিধানাধীনে যে স্বত্বান্তর হয় তাহাতে দাতার দায়-দায়িত্ব গ্রহীতাতে বর্তায় ; কিন্তু নিগশিয়েবল ইনস্ট্রুমেণ্টস আইনের বিধানাধীনে যে হস্তান্তর হয় তাহাতে দাতার দায়িত্ব গ্রহীতায় বর্তায় না। কোম্পানী আইনের বিধানানুসারে শেয়ার একপ্রকার হস্তান্তরযোগ্য সম্পত্তি (১০৮ ধারা হইতে ১১২ ধারা, কোম্পানী আইন, ১৯৫৬)।

(১) ঋণপত্রের স্বত্ব-নিয়োগ

অত্র স্বত্ব-নিয়োগপত্র শ্রী অমল বসু পিতা... ...ইত্যাদি এবং শ্রীমতী পরিণীতা দেবী পিতা... ...ইত্যাদির দ্বারা... ...সালের... ...তারিখে সম্পাদিত হইল। অত্র দলিলে প্রথমপক্ষ শ্রী অমল বসু স্বত্বনিয়োজক (অ্যাসাইনর) এবং দ্বিতীয়পক্ষ শ্রী পরিণীতা দেবী স্বত্বনিয়োগী (অ্যাসাইনী) রূপে পরিচিত।

যেহেতু শ্রী পারমিতা দেবী... ...সালের... ...তারিখে শ্রী অমল বসুর অনুকূলে একখানি ঋণপত্র সম্পাদন করিয়া... ...টাকা এবং সুদ ইত্যাদি সহ পরিশোধের জন্য দায়বদ্ধ আছেন।

যেহেতু উক্ত ঋণপত্র আইনানুসারে এখনও সম্পূর্ণ কার্যকরী আছে ;

যেহেতু বর্তমানে সুদ ও আসল সহ... ...টাকা পাওনা হইয়াছে ;

যেহেতু প্রথমপক্ষ স্বত্বনিয়োজক উক্ত ঋণপত্র দ্বিতীয়পক্ষ স্বত্বনিয়োগীকে... ...টাকায় হস্তান্তর করিতে সম্মত হইয়াছেন,

সেহেতু অত্র দলিলে স্বীকৃত হইতেছে যে উক্ত... ...টাকা পণের মূল্যে প্রথমপক্ষ শ্রী অমল বসু দ্বিতীয়পক্ষ শ্রী পরিণীতা দেবীর অনুকূলে উক্ত ঋণপত্রের স্বত্ব-স্বামিত্ব হস্তান্তর করিতেছেন। ইহার ফলে, পরিণীতা দেবী আসল বাবদ... ...টাকা, অদ্যাবধি সুদ বাবদ... ...টাকা এবং ভবিষ্যতে ঋণ পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত সুদের সমুদয় টাকা এবং সকল প্রকার অধিকার স্বত্ব-স্বামিত্ব, দাবী ইত্যাদিসহ উক্ত

ঋণপত্রের স্বত্ব-নিয়োগীরূপে স্বীকৃত হইলেন। অত্র হস্তান্তরপত্র বলে পরিণীতা দেবী ঋণপত্রের সমুদয় অর্থ আদায় করিবার পূর্ণ অধিকারী হইলেন।

শ্রী অমল বসু অত্র হস্তান্তরপত্রে ইহা স্বীকার ও ঘোষণা করিতেছেন যে উক্ত ঋণপত্র নির্দোষ অবস্থায় সম্পূর্ণ কার্যকরী আছে এবং স্বত্ব নিয়োজক শ্রী বসু উক্ত সমুদয় আসল... ..টাকা এবং সুদের ..টাকার আইনসঙ্গতভাবে অধিকারী। এবং উক্ত স্বত্ব নিয়োজক শ্রী বসুর সম্পূর্ণ ও নির্ব্যূঢ় অধিকার ও ক্ষমতা আছে উক্ত বণ্ডের স্বত্বাদি হস্তান্তর করিবার।

এতদর্থে সরলমনে, সুস্থ শরীরে, অত্র স্বত্বনিয়োগপত্র সম্পাদিত হইল। ইতি—

স্বাক্ষর... ..

(২) কোম্পানী শেয়ার স্বত্বনিয়োগপত্র

অত্র স্বত্বনিয়োগপত্র শ্রী অশনিকুমার পিতা... ...ইত্যাদি এবং শ্রীনরেশকুমারের পিতা.. ...ইত্যাদি দ্বারা.. ...সালের... ...তারিখে সম্পাদিত হইল।

অত্র নিদর্শনপত্রে শ্রীঅশনিকুমার প্রথমপক্ষ স্বত্বনিয়োজক রূপে পরিচিত এবং শ্রীনরেশকুমার দ্বিতীয়পক্ষ স্বত্বনিয়োগী রূপে পরিচিতি।

যেহেতু শ্রীঅশনিকুমারের... ...কোম্পানী লিমিটেডের.. ...শেয়ার ক্রয় করা আছে,

যেহেতু উক্ত শেয়ারগুলি কোম্পানীর রেজিস্টার বহিতে শ্রীঅশনিকুমারের নামে সিদ্ধরূপে এনট্রি করা আছে;

যেহেতু প্রথমপক্ষের ব্যবসায় সম্প্রসারণের জন্য অর্থের প্রয়োজন আছে,

যেহেতু দ্বিতীয়পক্ষ ...কোম্পানীর... ...গুলি শেয়ার হস্তান্তরের বিনিময়ে ... ..টাকা পণস্বরূপে প্রথম পক্ষকে প্রদান করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন;

যেহেতু প্রথমপক্ষ অত্র নিদর্শনপত্রদ্বারা... ...টাকা প্রাপ্তি স্বীকার করিয়া তাঁহার ... ...কোম্পানীর ...গুলি শেয়ার দ্বিতীয় পক্ষের অনুকূলে হস্তান্তর করিলেন,

যেহেতু দ্বিতীয় পক্ষ উক্ত শেয়ারগুলি উক্ত কোম্পানীর পরিমেল নিয়মাবলী ও পরিমেল বন্ধ-এর নিয়মাধীনে গ্রহণ করিতে সম্মত আছেন এবং অত্র নিদর্শনপত্রে স্বীকার করিতেছেন।

সেহেতু অত্র নিদর্শনপত্র দ্বারা প্রথম পক্ষ দ্বিতীয় পক্ষকে... ...টাকা পণস্বরূপে গ্রহণ করিয়া... ...কোম্পানী লিমিটেডের.. ...গুলি শেয়ার হস্তান্তর করিলেন।

অদ্য তারিখ হইতে দ্বিতীয় পক্ষ উক্ত শেয়ারগুলির স্বত্বাধিকারী হইলেন।

এতদর্থে সুস্থ শরীরে ইত্যাদি... ...

স্বাক্ষর... ...

(৩) বর্ধমান শস্যের স্বত্ব-নিয়োগপত্র

অত্র স্বত্ব-নিয়োগপত্র… …সালের… …তারিখে শ্রীধীমানকুমার পিতা… … ইত্যাদি এবং শ্রীমঙ্গলকুমার পিতা… …ইত্যাদি দ্বারা সম্পাদিত হইল।

প্রথম পক্ষ শ্রীধীমানকুমার বিক্রেতারূপে এবং দ্বিতীয় পক্ষ শ্রীমঙ্গলকুমার ক্রেতারূপে অত্র দলিলে পরিচিত হইল।

যেহেতু বিক্রেতা প্রথম পক্ষের… …মৌজায়… …নং খতিয়ানভুক্ত… …নং দাগে… …শতক কৃষিজমি আছে;

যেহেতু প্রথম পক্ষ দ্বিতীয় পক্ষকে উক্ত সম্পত্তিতে উৎপাদিত শস্য এবং ঘাস বিক্রয় করিতে সম্মত হইয়াছেন;

যেহেতু উক্ত সম্পত্তিতে অবস্থিত বর্ধমান শস্য এবং ঘাসের মূল্য… …টাকা স্থিরীকৃত হইয়াছে;

যেহেতু বিক্রেতা অত্র দলিল মারফত উক্ত পণের… …টাকা প্রাপ্তি স্বীকার করিতেছেন।

সেহেতু অত্র দলিলদ্বারা বিক্রেতা… …টাকা পণস্বরূপে গ্রহণ করিয়া স্বীকার ও অঙ্গীকার করিতেছেন যে প্রথম পক্ষ বিক্রেতা দ্বিতীয় পক্ষ ক্রেতাকে তফসিল বর্ণিত সম্পত্তিতে বর্ধমান শস্য ও ঘাস বিক্রয় ও হস্তান্তর করিয়া উক্ত ফসল হইতে নিঃস্বত্ব হইলেন।

ক্রেতা মজুর, কর্মচারী, যানবাহন ইত্যাদি নিয়োগ করিয়া উক্ত ফসল আগামী… …দিনের মধ্যে তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি হইতে লইয়া যাইতে পারিবেন তাহাতে বিক্রেতা বা বিক্রেতার কোন প্রতিনিধি কোন প্রকার বাধা সৃষ্টি করিতে পারিবেন না।

এতদর্থে সুস্থ শরীরে, সরল মনে স্বত্ব নিয়োগপত্র সম্পাদিত হইল। ইতি—

তফসিল

* * *

স্বাক্ষর… …

(৪) ভাড়া স্বত্ব-নিয়োগপত্র

অত্র স্বত্বনিয়োগপত্র… …সালের… …তারিখে প্রথম পক্ষ বিক্রেতা শ্রী… … পিতা… …ইত্যাদি এবং দ্বিতীয় পক্ষ ক্রেতা শ্রী… …পিতা… …ইত্যাদি দ্বারা সম্পাদিত হইল।

যেহেতু ...সালের... ...তারিখে খানাকুল রেজিস্ট্রেসন অফিসে... নং দলিলদ্বারা প্রথম পক্ষ দ্বিতীয় পক্ষকে... টাকা পণরূপে গ্রহণ করিয়া নিম্নতফসিল বর্ণিত সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া সম্পূর্ণরূপে নিঃস্বত্ব হইয়াছেন,

যেহেতু উক্ত সম্পত্তিতে অবস্থিত দ্বিতল বাটীতে তিন ঘর ভাড়াটিয়া আছে,

যেহেতু সম্পত্তি খরিদের তারিখ হইতে ভাড়াটিয়াগণ ক্রেতাকে বাড়ি ভাড়া দিবেন স্থির হইয়াছে,

যেহেতু সমুদয় বক্রী ভাড়া দ্বিতীয় পক্ষ আদায় করিয়া লইবেন,

যেহেতু প্রথম পক্ষ পণস্বরূপ· টাকা গ্রহণ করিয়া এতদ্বারা স্বীকার করিতেছেন যে ক্রেতা দ্বিতীয় পক্ষ সমুদয় বক্রী ভাড়া আদায় লইবেন,

যেহেতু প্রথম পক্ষ ভাড়াটিয়াগণকে উক্ত মর্মে আইনমোতাবেক নোটিশ প্রদান করিয়াছেন।

সেহেতু অত্র দলিল সম্পাদন দ্বারা বিক্রেতা প্রথম পক্ষ স্বীকার ও অঙ্গীকার করিতেছেন যে ক্রেতা দ্বিতীয়পক্ষ তফসিল বর্ণিত সম্পত্তিতে খরিদের তারিখ হইতে নিব্যূঢ় স্বত্বের স্বামিত্বলাভ করিয়াছেন এবং নিম্নবর্ণিত ভাড়াটিয়াগণ দ্বিতীয় পক্ষ ক্রেতার অধীনস্থ ভাড়াটিয়ারূপে সর্বোতভাবে গণ্য এবং নিম্নে বর্ণিত সময়কাল হইতে দ্বিতীয়পক্ষ ক্রেতাকে ভাড়াদি যথাযথ প্রদান করিতে আইনত বাধ্য।

ভাড়াটিয়ার তালিকা

ক্রমিক নং	ভাড়াটিয়ার নাম	মাসিক ভাড়ার পরিমাণ	যে মাস হইতে ভাড়া প্রদেয়	মোট প্রদেয় ভাড়া	মন্তব্য

* * * *

তফসিল সম্পত্তি

* * * *

এতদর্থে সরল মনে, সুস্থ শরীরে অত্র হস্তান্তর পত্র সম্পাদিত হইল। ইতি ·

স্বাক্ষর · ·

(৫) গ্রন্থ লেখস্বত্ব হস্তান্তরপত্র

পূর্বে এই প্রকার দলিল সম্পর্কে আলোচনা করা হইয়াছে। এই প্রকার দলিলে নিম্নলিখিত শর্ত সাধারণত সংযুক্ত করা শ্রেয়তর। আমরা জানি কপিরাইট আইন

১৯৫৭-এর ১৪ ধারাতে 'লেখস্বত্ব' শব্দের ব্যাখ্যা প্রদান করা আছে, যাহা আমরা স্বত্বান্তরপত্র পরিচিতি প্রসঙ্গে উল্লেখ করিয়াছি। সুতরাং এই প্রকার দলিলে শর্ত থাকা উচিত যে লেখক অত্র দলিল দ্বারা প্রকাশককে... ..পুস্তকের 'লেখ স্বত্ব' (যেমন কপিরাইট আইন ১৯৫৭-এর ১৪ ধারাতে ব্যাখ্যা প্রদান করা আছে) হস্তান্তর করিলেন। প্রকাশক উক্ত আইনের বিধানাধীনে উক্ত পুস্তকের লেখস্বত্ব নিব্যূঢ় স্বত্বে বিধি-নির্দেশিত সময়ের জন্য ভোগ দখল করিবেন। প্রকাশক বৎসরে কতবার লেখককে হিসাব প্রদান করিতে বাধ্য থাকিবেন, সে সম্পর্কে দলিলে নির্দেশ থাকিতে পারে; সাধারণত বৎসরে একবার বা দুইবার হিসাব দাখিল করা হইয়া থাকে। এই হিসাবে কত কপি বই ছাপা হইয়াছে, প্রকাশ করা হইয়াছে, বিক্রয় হইয়াছে, স্টকে আছে, বিনামূল্যে বিতরণ করা হইয়াছে ইত্যাদি উক্ত পুস্তক সম্পর্কে তথ্য লেখকের অবগতির জন্য সন্নিবেশিত থাকে। রয়ালটি প্রদানের নিয়ম সম্পর্কে লিখিত থাকিবে; পুস্তক বিক্রীত মূল্যের উপর শতকরা হারে রয়ালটি প্রদত্ত হইতে পারে; লাভের অংশও লেখক পাইতে পারেন যদি প্রকাশক গ্রন্থস্বত্ব হস্তান্তর করেন। কত সময়ের মধ্যে লেখক পুস্তক সংশোধন ইত্যাদি করিয়া দিতে বাধ্য থাকিবেন, তাহা লিখিত থাকে। ম্যানুস্ক্রিপ্ট লাভ করিবার পর কতদিনের মধ্যে প্রকাশক পুস্তক ছাপাইতে বাধ্য থাকিবেন সে সম্পর্কে লিখিত থাকিবে। পুস্তক প্রকাশের পর যদি উক্ত পুস্তক অপর কোন প্রকাশিত পুস্তকের কপিরাইট স্বত্বের অধিকার হরণ করে তবে লেখক দায়ী হইবেন এবং লেখক সবপ্রকার ক্ষতিপূরণ করিতে বাধ্য থাকিবেন। লেখক ও প্রকাশকের মধ্যে কোন বিষয়ে মতবিরোধ হইলে, অত্র দলিলের কোন অংশের ব্যাখ্যা লইয়া দ্বিমত হইলে, উভয়পক্ষ মধ্যস্থ নিয়োগ করিতে পারেন, একাধিক মধ্যস্থের মধ্যে মতবিরোধ হইলে বিষয়টি সালিশে প্রদান করা যাইতে পারে।

(৬) কৃতি-স্বত্বের স্বত্ব-নিয়োগ-পত্র

অত্র স্বত্বনিয়োগপত্র... . সালের.. ...তারিখে শ্রীঅসিত... ...পিতা.. ... ইত্যাদির দ্বারা শ্রীপ্রভাত... ... ...পিতা.. ...এর অনুকূলে সম্পাদিত হইল।

অত্র দলিলে শ্রীঅসিত প্রথম পক্ষ স্বত্ব নিয়োজক এবং শ্রীপ্রভাত দ্বিতীয় পক্ষ স্বত্ব-নিয়োগীরূপে পরিচিত।

পক্ষদ্বয় ওয়ারিশানগণক্রমে অত্র চুক্তিপত্রমূলে আবদ্ধ।

যেহেতু প্রথমপক্ষ নিম্নবর্ণিত মেশিন আবিষ্কার করিয়াছেন,

যেহেতু প্রথমপক্ষ-উক্ত মেশিনের পেটেন্টি হইতেছেন ;

যেহেতু মেশিনটি এই প্রকারের হইতেছে (এখানে পেটেন্টের অর্থাৎ বর্তমান ক্ষেত্রে মেশিনটির বর্ণনা ও ব্যবহার লিখিতে হইবে)।

যেহেতু প্রথমপক্ষ পেটেন্টি উক্ত পেটেন্ট · ···সালের··· ···তারিখে· ·· পেটেন্ট অফিসে··· ·· নং পেটেন্টরূপে রেজিস্ট্রী করিয়াছেন যাহার ফলে প্রথমপক্ষ পেটেন্টির উক্ত মেশিনে নিয়মিত ফিস্ প্রদানের শর্তাধীনে·· ···বৎসরের জন্য একচেটিয়া বিধিসঙ্গত অধিকার ও ক্ষমতা জন্মিয়াছে ,

এবং যেহেতু উক্ত প্রথম পক্ষ··· ···টাকা পণের মূল্যে উক্ত আবিষ্কৃত মেশিন ও পেটেন্ট হস্তান্তর করিতে সম্মত হইয়াছেন এবং উক্ত দ্বিতীয় পক্ষ উক্ত শর্তে উক্ত মেশিন ও পেটেন্ট-স্বত্ব গ্রহণ করিতে সম্মত হইয়াছেন ;

সেহেতু অত্র হস্তান্তরপত্রমূলে পণের সম্পূর্ণ প্রাপ্তি স্বীকার করতঃ প্রথম পক্ষ সরল মনে সুস্থ শরীরে অন্যের বিনা প্ররোচনায় দ্বিতীয় পক্ষের অনুকূলে সম্পাদন করিলেন

প্রকাশ থাকে যে ভারতীয় পেটেন্ট এবং ডিজাইন আইন, ১৯১১ এর বিধানাধীনে অত্র হস্তান্তরপত্র নিবন্ধীকরণের প্রয়োজন হইলে প্রথম পক্ষ তাহা সম্পন্ন করিতে বাধ্য থাকিবেন। ইতি···

সন··· ··· তাং ইং··· ···।

পদবী পরিবর্তনপত্র

আমি শ্রী··· ··· ···পিতা··· ···নিবাস··· ···থানা··· ···জেলা··· ··· জাতি··· ··পেশা··· ···এতদ্বারা ঘোষণা করিতেছি যে এখন হইতে আমি আমার পৈতৃক পদবী··· ···চিরতরে পরিত্যাগপূর্বক··· ··· পদবী গ্রহণ করিলাম। এবং এই পৈতৃক পদবীর পরিত্যাগের স্বাক্ষ্য স্বরূপে আমি সর্বত্র সর্বক্ষেত্রে পরিবর্তিত পদবী··· ···দ্বারা পরিচিত হইব।

আমি এতদ্বারা সকলকে আমি ও আমার ওয়ারিশানগণকে আমার পরিবর্তিত পদবা দ্বারা উল্লেখ করিতে ও সম্বোধন করিতে প্রাধিকার প্রদান করিতেছি।

এতদ্বারা অত্র পরিবর্তনপত্র সম্পাদন করিলাম।

··· ··· ··· ··· ···

মূল পদবীসহ স্বাক্ষর

··· ··· ··· ··· ···

পরিবর্তিত পদবীসহ স্বাক্ষর

পার্টিশান

পার্টিশান বা বণ্টননামা সম্পর্কে পূর্বে আলোচনা করিয়াছি। এখানে আরো কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সন্নিবেশ করা হইল।

যৌথ স্বামিত্বের অবসান ঘটান হয় বণ্টননামা দ্বারা। যৌথ স্বামিত্বের দুইটি অংশ—মালিকানা ও দখল। বণ্টননামা দ্বারা মালিকানা ও দখল—এই উভয়েরই বণ্টন করা হয়। অর্থাৎ যে সম্পত্তি যৌথ ছিল তাহা বণ্টনের ফলে পৃথক হইল এবং প্রত্যেক অংশীদার সম্পত্তির একটি নির্দিষ্ট অংশের মালিক হইল।

যেহেতু যৌথ সম্পত্তির প্রতি অংশে প্রত্যেকেরই একপ্রকার বৈধ কাল্পনিক (নোশানাল) অধিকার থাকে, সেহেতু অংশনামাতে এরূপ ক্লজ থাকা বিধেয় যে প্রত্যেক অংশীদারের মধ্যে একের অপরের সম্পত্তিতে যে নোশানাল অধিকার ছিল তাহা অত্র অংশনামামূলে রহিত হইল। ইহা একপ্রকার স্বত্ব সীমিতকরণ। ইহাতে অসীমিত স্বত্বের পরিবর্তে সীমিত স্বত্ব স্বীকার করিয়া লওয়া হয়। বিভিন্ন প্রশ্ন এই প্রসঙ্গে উঠিতে পারে—পার্টিশান হস্তান্তর কিনা; পার্টিশান বিনিময় কিনা। সম্পত্তি হস্তান্তর আইনের ৫-ধারানুসারে পার্টিশান ট্রান্সফার নহে; সম্পত্তি হস্তান্তর আইনের ১১৮-ধারানুসারে ইহা বিনিময়ও নহে; ইহা একপ্রকার সম্পত্তির অধিকারের ইস্তফা ও স্বত্বান্তর। আয়কর আইনের (১৯৬১) ২৩০-এ ধারানুসারে পার্টিশান দলিল নিবন্ধীকরণের জন্য ট্যাক্স ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেটের প্রয়োজন হয় না। অনুরূপে, আরবান ল্যাণ্ড (সীলিং অ্যাণ্ড রেগুলেশন) আইন, ১৯৭৬ অনুসারে পার্টিশান দলিল নিবন্ধীকরণের জন্য কমপিটেন্ট অথরিটিকে নোটিশ প্রদান করিবার প্রয়োজন নাই; সীলিং লিমিটের অধিক সম্পত্তি হইলেও রেজিস্ট্রারিং অথরিটির এরূপ ক্ষেত্রে করণীয় কিছু নাই। তবে কোন পক্ষ তাহার প্রাপ্য অংশের অধিক সম্পত্তি বণ্টনপত্র মূলে লাভ করিলে প্রাপ্য অংশের অতিরিক্ত লব্ধ সম্পত্তি ট্রান্সফাররূপে বিবেচিত হইবে, এবং উক্ত অতিরিক্ত অংশের জন্য কমপিটেন্ট অথরিটির নিকট ২৬-ধারার বিধানাধীনে নোটিশ প্রদান করিতে হইবে (ভারত সরকার সার্কুলার নং ২০৩১/৭৬-ইউ, সি, ইউ, তাং ১০/৯/৭৯)। উক্ত সার্কুলারে বলা আছে যে কোন পক্ষের 'শেয়ার' তাঁহার প্রাপ্য অংশের অতিরিক্ত হইলে অতিরিক্ত অংশটুকুমাত্র ট্রান্সফাররূপে বিবেচিত হইবে। এই প্রকার সার্কুলার জটিলতার সৃষ্টি করে। মনে করুন, রাম ও শ্যাম তিন শতক সম্পত্তির বণ্টন করিবে নিজেদের মধ্যে; সম্পত্তির অবস্থান এমনই যে ২ শতক ও ১ শতক-এ বিভক্ত করিতে হইবে; যদিও প্রত্যেকের শেয়ার ১.৫০ শতক করিয়া। এরূপ ক্ষেত্রে কি হইবে? মনে করুন, প্রতি শতকের মূল্য ১০০ টাকা; ২০০ : ১০০ টাকা বণ্টিত হইলে, একপক্ষ অপর পক্ষকে ওয়েলটি

অর্থ প্রদানে শেয়ার সমান করিতে পারেন, কিন্তু তথাপি বলিতে হইবে, মূল্য সমান-সমান হইলেও সম্পত্তি সমান-সমান হইল না। সমস্যা সুদূর প্রসারী।

বণ্টননামা দ্বারা যৌথ অধিকারকে ভাঙিয়া পৃথক-পৃথক অধিকারকে নির্দিষ্ট করা হয়। যেহেতু, সম্পত্তি হস্তান্তর আইনের বিধানাধীনে পার্টিশান হস্তান্তর নহে, সেহেতু পার্টিশান মৌখিক সম্পন্ন হইতে পারে। কিন্তু লিখিতভাবে সম্পন্ন করা হইলে, এবং সম্পত্তি একশত টাকার অধিক মূল্যের হইলে, তাহার নিবন্ধীকরণ বাধ্যতামূলক। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে ভূমি সংস্কার আইন ১৯৫৫ এর ১৪-ধারায় নির্দেশ আছে যে শরিকী রায়তদিগের মধ্যে সম্পত্তি বণ্টন করিতে হইলে আদালতের নির্দেশে বা নিবন্ধীকৃত দলিলের দ্বারা সম্পন্ন করিতে হইবে। সুতরাং, রায়তদিগের যৌথ সম্পত্তি মৌখিক সম্পন্ন হইতে পারিবে না।

নবম পরিচ্ছেদ

উপদেশাবলী

সংশোধনপত্র সম্পর্কে মন্তব্য

ষ্ট্যাম্প আইনের ৪-ধারা আলোচনার সময় দেখিয়াছি যে, বিক্রয়-কোবালা মর্টগেজ এবং সেটেলমেন্ট দলিলের সংশোধন করা প্রয়োজন হইলে ষ্ট্যাম্প আইনের ৪-ধারা অনুসারে ২ টাকা ষ্ট্যাম্প মাশুল দিতে হইবে, এই তিন প্রকার দলিল ভিন্ন অন্য প্রকার দলিলের সংশোধন প্রয়োজন হইলে মূল দলিলের ন্যায় পুরা ষ্ট্যাম্প মাশুল দিতে হইবে, কারণ ৪-ধারায় কেবলমাত্র উক্ত তিন প্রকার দলিলের জন্য সাপ্লিমেণ্টারি দলিলের বিধান আছে।

কেহ কেহ অবশ্য এইরূপ অভিমত পোষণ করেন যে, সংশোধনপত্র একপ্রকার একরারনামামাত্র, একরারনামায় যেমন আর্টিকেল-৫ অনুসারে ষ্ট্যাম্প মাশুল দিতে হয় যে কোন প্রকার দলিলের সংশোধনপত্রেও তেমনি ষ্ট্যাম্প মাশুল দিতে হয়। নিবন্ধীকৃত একখানি লীজের কথাই ধরুন। লীজখানি রেজিস্ট্রী হইবার পর উহাতে কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি দৃষ্ট হইল। লীজের এই সামান্য ত্রুটি সংশোধনের জন্য একখানি সংশোধনপত্র রেজিস্ট্রী করা প্রয়োজন। এই সংশোধনপত্রে আর্টিকেল-৫ অনুসারে একরারনামার ন্যায় ৫ টাকার ষ্ট্যাম্প মাশুল দিতে হইবে। ইহা বোর্ড অব্ রেভিনিউ-এর সিদ্ধান্ত।

কাবিন্‌নামা সম্পর্কে একটি বিশেষ জ্ঞাতব্য বিষয়

মুসলমানদিগের মধ্যে বিবাহের কারণে যে কাবিন্‌নামা সম্পাদিত হয় তাহাতে ষ্ট্যাম্প মাশুল দিতে হয় না (সিডিউল [১এ], আর্টিকেল-৫৮—'রেহাই' অংশ দেখুন)। সাধারণতঃ বিবাহের পূর্বে বা পরে এই কাবিন্‌নামা সম্পাদিত হইলেও এইরূপ দলিলে ষ্ট্যাম্প মাশুল দিতে হইত না, কারণ উক্ত যৌতুকপত্র মুসলমানদিগের বিবাহ সংক্রান্ত কাবিন্‌নামা মাত্র। কিন্তু ১৯৫৯ সালে বোম্বাই হাইকোর্ট কোন কেস সংক্রান্তে রায় দিয়াছেন যে সকল কাবিন্‌নামা বিবাহের সময়ে সম্পাদিত হইয়াছে কেবলমাত্র সেই সকল কাবিন্‌নামায় ষ্ট্যাম্প রুসুম দিতে হইবে না। সুতরাং বিবাহের পূর্বে বা পরে সম্পাদিত কাবিন্‌নামায় নিরূপণপত্রের ন্যায় আর্টিকেল-৫৮ অনুসারে ষ্ট্যাম্প মাশুল

প্রদান করা যুক্তিযুক্ত। কেবল বিবাহের সময়ে সম্পাদিত কাবিন্‌নামায় ষ্ট্যাম্প মাশুল দিতে হয় না।

লীজ সম্পর্কে মন্তব্য

আমরা পূর্বে আলোচনা করিয়াছি যে একাধিক বৎসর সংক্রান্ত লীজে সকল বৎসরগুলির জন্য প্রদেয় খাজনা একত্রে প্রদান করিলে, একত্রে প্রদান না করিলে যেরূপ ষ্ট্যাম্প মাশুল দিতে হইত সেইরূপ দিতে হইবে। মনে করিলাম, পাঁচ বৎসরের একখানি লীজ; বাৎসরিক খাজনা দশ টাকা। সাধারণতঃ বৎসরে দশ টাকা করিয়া খাজনার টাকা প্রদেয়। কিন্তু যদি পঞ্চাশ টাকা খাজনা এককালীন প্রদান করা হয় তাহা হইলে উক্ত টাকা খাজনা বিবেচনা করা হইবে, না অগ্রিমপ্রদত্ত টাকা বিবেচনা করা হইবে সে সম্পর্কে মতবিরোধ আছে। হাইকোর্ট বিচারের রায়ে এমন মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, চল্লিশ টাকা এবং দশ টাকা যদি এই দুই কিস্তিতে খাজনা প্রদান করা হয় তাহা হইলে উহা খাজনা বিবেচনা করিতে হইবে, অগ্রিমপ্রদত্ত টাকা বিবেচনা করিবার কারণ নাই (দি ইন্‌ডিয়ান ষ্ট্যাম্প অ্যাক্ট, এম. এন. দাস—পৃঃ ৩৫৩)।

'খাজনা সংরক্ষিত' অর্থে নির্দিষ্ট সময় অন্তর বা একাধিক কিস্তিতে খাজনার টাকা প্রদান করিতে হইবে এইরূপ বুঝিতে হইবে (সম্পত্তি হস্তান্তর আইন, ধারা-১০৫; ডোনো ৪৪৫)। সুতরাং হাইকোর্ট বা সুপ্রীম কোর্টের নির্দেশিত রায় ব্যতিরেকে একত্রে সমস্ত খাজনার টাকা প্রদান করিয়া দণ্ডের ন্যায় ষ্ট্যাম্প প্রদান করিলে অনেকে অগ্রিমপ্রদত্ত টাকা বিবেচনা করিতে পারেন। সুতরাং খাজনা কমপক্ষে দুইটি কিস্তিতে প্রদান করা বিধেয়।

ডুপ্লিকেট দলিলের জন্য ডিনোটেশনের দরখাস্ত

আমরা জানি কোন ডুপ্লিকেট দলিলে সর্বোচ্চ ষ্ট্যাম্প আর্টিকেল-২৫ অনুসারে প্রদেয়। সেই সঙ্গে ষ্ট্যাম্প আইনের ১৬-ধারা অনুসারে ডুপ্লিকেট দলিলের ষ্ট্যাম্প মাশুল ডিনোটেশনের জন্য ৭৫ পয়সার কোর্ট-ফি প্রদান করিয়া দরখাস্ত করিতে হয়। কিন্তু মূল দলিলে যদি তিন টাকার কম ষ্ট্যাম্প মাশুল প্রদান করা থাকে তাহা হইলে ডুপ্লিকেট দলিলে মূল দলিলের ন্যায় ষ্ট্যাম্প মাশুল দিতে হয়। যেহেতু ডুপ্লিকেট দলিলে মূল দলিল হইতে কম ষ্ট্যাম্প দিতে হইল না, সে জন্য ৭৫ পয়সার কোর্ট-ফি সহযোগে ডিনোটেশনের দরখাস্ত করিবার প্রয়োজন নাই। তবে দলিলখানি

ডুপ্লিকেট কিনা তাহা জানিবার জন্য মূল দলিলখানি প্রদর্শন করাইবার প্রয়োজন আছে।

দলিলের বিভিন্ন অংশ সম্পর্কে বক্তব্য

সাধারণ একটি দলিল দেখিলে মনে হইতে পারে দলিল লেখা সহজ। কিন্তু দলিলের বিভিন্ন অংশ সম্পর্কে জ্ঞান, আইনের জ্ঞান, ভাষার যথাযথ প্রয়োগ-জ্ঞান না থাকিলে উচ্চ স্তরের দলিল লেখা সম্ভব না। 'দলিল-লেখকগণের প্রতি' এই শিরোনামে বাঙলায় দলিলের বিভিন্ন অংশ সম্পর্কে আলোচনা করা হইয়াছে। বর্তমানে ইংরাজী দলিলের অনুকরণে বাঙলায় দলিল লিখিবার প্রবণতা দেখা যায়। ইংরাজী দলিলের বিভিন্ন অংশ সম্পর্কে এখানে আলোচনা করা হইল।

যে কোন দলিলের বিভিন্ন অংশ হইল—(১) দলিলের রকম—অর্থাৎ দানপত্র, কোবালা ইত্যাদি; (২) দলিলের পক্ষগণ—দাতা, গ্রহীতা ইত্যাদি, (৩) রিসাইটল—সম্পত্তির ইতিবৃত্ত, সম্পত্তির মালিকানার রকম, কি কারণে সম্পত্তি হস্তান্তরের প্রয়োজন হইতেছে এবং কোন ধরনের স্বত্ব হস্তান্তরিত হইতেছে। (৪) টেস্টেটাম—এই অংশে মূল্যের কথা লেখা থাকে, বিক্রয়, দান ইত্যাদি ধরনের হস্তান্তরের কথা লেখা থাকে। টেস্টেটাম অংশের অন্তর্গত হইতেছে পারসেল। পারসেল অংশে হস্তান্তরিত সম্পত্তির বিবরণ থাকে। সিডিউল বা তফসিল অংশে সম্পত্তির পূর্ণ বিবরণ লিপিবদ্ধ থাকে, চৌহদ্দি প্রদান করা হয়, প্রয়োজনে নক্সা বা প্ল্যানও সংযুক্ত থাকে। টেস্টেটামের অন্তর্গত আর একটি অংশ হেবেনডাম নামে পরিচিত। যে ধরনের স্বত্ব-স্বার্থ হস্তান্তরিত হইল সে সম্পর্কে একটি অংশে লেখা হয়, অর্থাৎ জীবন স্বত্ব, নিঃস্বত্ব বিক্রয় অথবা ট্রাস্ট ইত্যাদি গঠন। টেস্টেটাম অংশে বিশেষ শর্তাদি সম্পর্কেও লেখা হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে কোন লীজ দলিলে লেসার লীজলব্ধ সম্পত্তি 'সাবলেট' করিবার অধিকার স্বাভাবিকভাবেই স্বীকার করিয়া লওয়া হয়। কোন বিশেষ ক্ষেত্রে এই অধিকার হইতে লেসীকে বঞ্চিত করিতে হইলে 'কভেন্যানটস' অংশে লিখিতে হইবে। (৫) টেস্টিমোনিয়াম—এই অংশে দলিলের পক্ষগণ নির্দিষ্ট দিনে যে সহি সম্পাদন করিয়াছেন এই সম্পর্কে লিখিত থাকে। (৬) স্বাক্ষর—পক্ষগণ দলিলে সাহি সম্পাদন করিবেন। (৭) দলিল প্রণয়নের তারিখ, (৮) অ্যাটেস্টেশান—নিদর্শনপত্র প্রত্যয়নের প্রয়োজন হইলে দুই বা তাহার বেশি সাক্ষীর সাহি যুক্ত করিতে হইবে। (৯) অ্যানিমো অ্যাটেস্ট্যানডি—কেবলমাত্র প্রত্যয়নের উদ্দেশ্যেই দলিলে সাক্ষীগণ স্বাক্ষর করিবে। দলিল

লেখকের স্বাক্ষর অথবা রেজিস্টারিং অফিসারের স্বাক্ষর অ্যাটেস্‌টেশান নহে। (১০) দলিল প্রস্তুতকারকের স্বাক্ষর, টাইপকারকের নাম ও ঠিকানা।

সাক্ষীর দায়িত্ব

দলিলে স্বাক্ষর করিবার সম্পর্কে সাক্ষীর বিশেষ দায়িত্ব আছে। সম্পত্তি হস্তান্তর আইনের ৩-ধারায় অ্যাটেস্‌টেশান সম্পর্কে বিশেষ বিধান আছে। এখানে বলা হইয়াছে যে, কোন নিদর্শন সংক্রান্ত প্রত্যয়ন অর্থে দুই বা ততোধিক সাক্ষীর প্রত্যয়ন বিবেচনা করিতে হইবে। প্রত্যেক সাক্ষী প্রত্যয়নের উদ্দেশ্যে দলিলে স্বাক্ষর করিবে এই জন্য যে, প্রত্যেক সাক্ষী সহি দ্বারা অথবা কোন চিহ্ন দ্বারা সম্পাদনকারীকে দলিল সম্পাদন করিতে দেখিয়াছে অথবা সম্পাদনকারীর উপস্থিতিতে এবং সম্পাদন-কারীর নির্দেশে অপর কোন ব্যক্তিকে দলিলখানি সম্পাদন করিতে দেখিয়াছে অথবা উক্ত সাক্ষীর নিকট সম্পাদনকারী দলিলের সহি-স্বাক্ষর সম্পর্কে ব্যক্তিগতভাবে স্বীকার করিয়াছে। প্রত্যেক সাক্ষীকে দলিল সম্পাদনকারীর সম্মুখে দলিলে স্বাক্ষর করিতে হইবে। তবে একাধিক সাক্ষীকে একসঙ্গে উপস্থিত থাকিবার প্রয়োজন নাই। প্রত্যয়নের জন্য বিশেষ কোন ফর্মের ব্যবস্থা নাই। অ্যানিমো অ্যাটেস্ট্যানডি অর্থাৎ প্রত্যয়নের উদ্দেশ্যেই কেবলমাত্র সাক্ষী দলিলে স্বাক্ষর করিবে। অন্য উদ্দেশ্যে স্বাক্ষর করিলে অ্যাটেস্‌টেশানরূপে বিবেচিত হইবে না।

বিভিন্ন আইনের পরিপ্রেক্ষিতে দলিলের বয়ান

দূর অতীত হইতে দলিল দস্তাবেজ লিখিত হইয়া আসিতেছে। সাধারণতঃ প্রামাণ্য পুস্তক এবং পূর্বে লিখিত দলিলের সাহায্যে বর্তমানে দলিল লেখা হইয়া থাকে। পূর্বে গ্রামীণ বাঙলায় দলিল লেখা তুলনামূলকভাবে সহজ ছিল। বিভিন্ন আইন সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান না থাকিলেও পূর্বে লিখিত দলিলের অনুকরণে দলিল লেখা সম্ভব ছিল। বর্তমানে শহর অঞ্চলে আইনজীবীগণ দলিলের মুসাবিদা করিয়া থাকেন। পুরাতন আইনের বহুধা প্রয়োগ এবং নব নব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে শ্রুতপূর্ব বিশ্লেষণ দলিল লেখায় জটিলতা সৃষ্টি করিয়াছে। সেই হিসাবে রেজিস্ট্রেসন আইন ও নিয়মাবলী, ভারতীয় কনট্রাক্ট আইন, ভারতীয় ষ্ট্যাম্প আইন, সম্পত্তি হস্তান্তর আইন প্রভৃতি বিষয়ে সবিশেষ জ্ঞান না থাকিলে সার্থক দলিল লেখা সম্ভব নয়। জন-কল্যাণমূলক রাষ্ট্রাদর্শ এবং সমাজতান্ত্রিক ভাবাদর্শ বাস্তবায়িত করিবার উদ্দেশ্যে

আইনসভা নব নব আইন প্রণয়ন করিতেছেন। এই সকল আইন দলিল প্রণয়নে জটিলতা সৃষ্টি করিতেছে। আয়কর আইন, গিফট্ ট্যাক্স আইন, প্রত্যক্ষ কর আইন, সম্পদ কর আইন, শহর-সম্পত্তি সংক্রান্ত আইন, ভূমি সংস্কার আইন প্রভৃতি স্বাধীনতা-উত্তর যুগের আইনগুলি রেজিস্টারিং অফিসারদিগের নিকট হইতে অধিকতর যোগ্যতা এবং দলিল মুসাবিদাকারীদিগের নিকট হইতে অধিকতর দক্ষতা দাবি করে।

গ্রামের সাধারণ শিক্ষিত মানুষ দলিল-লেখার কাজে নিযুক্ত। এই পেশার জন্য বর্তমানে কোন পেশাগত যোগ্যতার পরিচয় দিতে হয় না। ফলে সার্থক মুসাবিদার দায়িত্ব অনেকখানি রেজিস্টারিং অফিসারদের যোগ্যতার উপর নির্ভর করে। আইন বিষয়ে এই সকল অফিসারদিগের অধিকতর যোগ্য হওয়া একান্ত প্রয়োজন। দেওয়ানী বিচারের ভিত্তি দৃঢ় করিতে হইলে এই বিষয়ে চিন্তা করা প্রয়োজন। উত্তরপ্রদেশ, বিহার প্রভৃতি রাজ্য সরকার এই বিষয়ে বেশ সচেতন। দ্বিতীয়তঃ বাংলার গ্রামে গ্রামে আইনজীবীর ব্যবস্থা করা সম্ভব নয়। এরূপ ক্ষেত্রে দলিল-লেখার জন্য শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং বিভাগীয় পরীক্ষার ব্যবস্থা সহজেই করা যাইতে পারে। বর্তমানে রেজিস্টারিং অফিসারদিগকে এই সকল ব্যাপারে প্রত্যহ অনেক সময় দিতে হয়। শুধুমাত্র দলিল-লেখকগণ নন, পার্টি স্বয়ং আসিয়া তাহাদের জটিল অবস্থাগুলির কথা বলেন এবং আইনানুগ সুরাহা আশা করেন। রেজিস্ট্রেসন অফিসগুলিতে আইনের বিভিন্ন পুস্তকের অভাবও বেদনাদায়ক। এই সকল বিষয়ে অনতিবিলম্বে সরকারের যথাযথ ব্যবস্থা অবলম্বন করা প্রয়োজন।

বিভিন্ন আইনের প্রয়োজন অনুসারে দলিলের বয়ান লিখিত হইবে। সাধারণ গ্যারান্টিপত্রে ষ্ট্যাম্প মাশুল আর্টিকেল-৫ অনুসারে প্রদেয়। যে ব্যক্তি গ্যারান্টি দিতেছেন যদি তাঁহার বিশেষ স্থাবর সম্পত্তিও এই উদ্দেশ্যে দায়বদ্ধ থাকে তবে আর্টিকেল-৪০ [বি] অনুসারে ষ্ট্যাম্প দিতে হইবে এবং দলিলের বয়ানও সেইমত লিখিত হইবে। কোন দলিল এক বিষয় সম্পর্কিত অথবা একাধিক বিষয় সম্পর্কিত তাহা অনেক সময় দলিলের বয়ানের উপর নির্ভর করে। সেকশান-৫ (ষ্ট্যাম্প আইন) অনুসারে দলিল একাধিক বিষয় সম্পর্কিত হইলে প্রত্যেক বিষয়ের জন্য ষ্ট্যাম্প মাশুল দিতে হইবে।

সম্পত্তি হস্তান্তর আইনে কোন্ অবস্থায় দানপত্র রহিত করা যাইতে পারে তাহার উল্লেখ আছে। দানপত্র দলিল রচনাকালে উক্ত বিশেষ ব্যবস্থার উল্লেখ না থাকিলে পরবর্তীকালে উক্ত দানপত্রের রহিতকরণ বিচারালয়ে গ্রাহ্য না হইবার সম্ভাবনা। সম্পত্তি হস্তান্তর আইনে বলা হইয়াছে যে, যে অবস্থায় দানপত্র রহিত করা যাইবে সেই অবস্থা সম্পর্কে দানপত্রে স্পষ্টভাবে লিখিত থাকা প্রয়োজন এবং দাতা ও গ্রহীতার উক্ত বিষয়ে সম্মতি (কনসেন্ট) থাকা প্রয়োজন।

তফসিল উপজাতির অন্তর্গত কোন রায়ত বিনা অনুমতিতে সম্পত্তি হস্তান্তর করিতে পারে না। তফসিল উপজাতির অন্তর্গত কোন ব্যক্তি রায়ত না হইলে অকৃষি সম্পত্তি হস্তান্তরে কোন অনুমতি লইবার প্রয়োজন নাই। এরূপ ক্ষেত্রে দলিলের বয়ান ঠিক করিয়া লিখিতে হইবে। ভূমি সংস্কার আইনের নির্দেশ মান্য করিয়া দলিলের বয়ান রচনা করিতে হইবে।

আরবান ল্যাণ্ড (সিলিং এবং রেগুলেশান) আইনে কৃষির উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত জমির হস্তান্তরের উপর কোন নিষেধ আরোপিত হয় নাই। স্বতরাং এরূপ দলিলে যদি লেখা যায় যে তফসিলভুক্ত সম্পত্তি কৃষিজমি ; পরচাতে কৃষি জমিরূপে উল্লেখ আছে ; এতাবৎকাল চাষ-আবাদ করিয়া আসা হইতেছে এবং কৃষিকার্য করিবার জন্য গ্রহীতা তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি খরিদ করিতেছে এবং দাতার সহিত একত্রে গ্রহীতা দলিল সম্পাদন করিতেছে তাহা হইলে এই অদ্ব্যর্থক বয়ানের জন্য দলিলখানির রেজিস্ট্রেসনে কোনপ্রকার বাধা আসা উচিত নয়। অবশ্য, রেজিস্টারিং অফিসার এবং দলিল-লেখক পরচাদৃষ্টে দলিল লিখিবেন এবং রেজিস্ট্রী করিবেন, অফিস পরচার নকল সংরক্ষণ করিবেন। সাম্প্রতিক হাইকোর্টের বিচারের পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় গ্রহীতার স্বীকারোক্তি ও সম্পাদনের বাধ্যবাধকতা নাই। অন্যত্র বিশদ আলোচনা দেখুন। যে সকল দলিলের সঙ্গে আয়কর আইনের বিধান অনুসারে গ্রহীতাকে ফরম নং ৩৭ [জি] দাখিল করিতে হয় সেই সকল দলিলের বয়ান ফর্মের প্রয়োজন অনুসারে লিখিতে হইবে। যেমন ফর্মে হস্তান্তরিত সম্পত্তির ফেয়ার মারকেট ভ্যালু সম্পর্কে জানাইতে হইবে। দলিলেও এই বিষয়ে লিখিতে হইবে। যে মূল্যে সম্পত্তি হস্তান্তরিত হইতেছে তাহার সহিত ফেয়ার মার্কেট ভ্যালুর কোন পার্থক্য না থাকিলেও ফেয়ার মার্কেট ভ্যালু সম্পর্কে লিখিতে হইবে। হস্তান্তরিত সম্পত্তি অন্য কাহারো দখলে আছে কি না ফরমে সে বিষয়ে লিখিবার নির্দেশ আছে ; দলিলেও এ বিষয়ে লিখিতে হইবে। হস্তান্তরিত সম্পত্তিতে তৃতীয় ব্যক্তির কোনপ্রকার স্বার্থ আছে কি না সে বিষয়ে সংবাদ পরিবেশনের নির্দেশ ফর্মে আছে (যেমন কে-শেয়ারার, যৌথ সম্পত্তির অংশ বিক্রয় ইত্যাদি) ; এ সম্পর্কে দলিলে এবং ফর্মে পরিষ্কার ভাষায় লিখিতে হইবে।

দলিল ড্রাফ্টিং দিনে দিনে জটিল হইতেছে। রেজিস্টারিং অফিসার এবং এই বিষয়ে অভিজ্ঞ আইনজীবীর পরামর্শক্রমে দলিলের মুসাবিদা প্রণয়ন করা উচিত।

রেজিস্ট্রেসন অফিসে সংরক্ষিত রেজিস্টার বহির তালিকা ও বিনাশকরণ

মহানিবন্ধ পরিদর্শক রেকর্ডপত্র বিনাশ করিবার জন্য রুল প্রণয়ন করিতে পারেন। রাজ্যপাল তাঁহাকে রেকর্ডবিনাশকরণ আইন ১৯১৭-এর ৩(২) (সি) ধারানুসারে এই ক্ষমতা প্রদান করিয়াছেন (প্যারা ৯, স্টাটিউটরি অর্ডার্স ও নোটিফিকেশন)। রাজ্যপালের অনুমতিক্রমে উক্ত রুল কার্যকরী হইবে।

মহানিবন্ধ পরিদর্শকের পূর্ব অনুমতিক্রমে রেজিস্ট্রেসন অফিসের বিনাশযোগ্য রেকর্ডপত্র বিনাশ করা যাইবে। নিম্নলিখিত রেকর্ডগুলি নির্দিষ্ট সময় অন্তে বিনষ্ট হইবে। যে বৎসরের রেকর্ড বিনষ্ট করা হইবে সেই বৎসরের পরের বৎসরের ১লা জানুয়ারী হইতে সংরক্ষণকাল নির্ণয় করিতে হইবে (প্যারা ১০, স্ট্যা. অ. ও নো.)।

পঞ্চাশ (৫০) বৎসরকাল সংরক্ষিত হইবে

১। পাওয়ার অব অ্যাটর্ণী রেজিস্টার।

২। থাম ইম্প্রেসন রেজিস্টার।

পঁয়ত্রিশ (৩৫) বৎসরকাল সংরক্ষিত হইবে

১। অ্যাকুইট্যান্স রোল, ২। বরখাস্ত, পদাবনতি ও সাসপেনশনের বিরুদ্ধে আপীল বিষয়, ৩। নিয়োগপত্র বিষয়, ৪। ইনকামবেন্সীর পরিবর্তন, ৫। স্থায়ী এস্টাবলিশমেণ্ট সংক্রান্ত বিস্তারিত স্টেটমেণ্ট, (৬) ডিপোজিশন সংক্রান্ত ফাইল বুক। (৭) সাব-রেজিস্ট্রার এবং অপর অফিসার [illegible] কার্য প্রসিডিংস। (৮) সিকিউরিটি বণ্ডের রেজিস্টার বহি। (৯) সাব রেজিস্টার এবং অপরাপর স্থায়ী কর্মচারীর পে-বিল। (১০) অফিসারদিগের সাক্সেশন লিস্ট। (১১) অফিসারদিগের সাস্পেনসন। (১২) দলিল লেখকদিগের লাইসেন্সের কাউণ্টার ফয়েল।

বার (১২) বৎসরকাল সংরক্ষিত হইবে

(১) গৃহ নির্মাণের জন্য অ্যাডভান্স। (২) জেনারেল প্রভিডেণ্ড ফাণ্ড হইতে সাবস্ক্রাইবার দ্বারা অ্যাডভান্স গ্রহণ। (৩) জেলার বাৎসরিক রিপোর্ট। (৪) বিল বুক। (৫) বুক বাইণ্ডিং কেসেস। (৬) নিবন্ধীকরণ আইনে নির্দেশিত ২নং বহি।

(৭) গৃহ মেরামত। (৮) ক্যাশ-বহি। (৯) সাব-রেজিস্ট্রার এবং অন্যান্য অফিসারদিগের বিরুদ্ধে অভিযোগ—যে অভিযোগের উপর ভিত্তি করিয়া প্রতিকূল আদেশ প্রদান করা হইয়াছে। (১০) ডিসিপ্লিনাল কেসেস্। (১১) এমবেজেলমেণ্ট কেসেস্। (১২) নিবন্ধীকরণ ফি-বহি। (১৩) টেন্যান্সী আইনের ফি-বহি। (১৪) পাওয়ার অব অ্যাটর্ণী রিভোকেশন সংক্রান্ত ফাইল। (১৫) ফার্নিচার যোগান। (১৬) ইন্সপেকশন রিপোর্ট। (১৭) কলিকাতা ইমপ্রুভমেণ্ট আইনের বিধানাধীনে প্রণীত স্ট্যাম্প ডিউটি সংক্রান্ত মাসিক রিপোর্ট। (১৮) নোট বহি। (১৯) অফিসার-দিগের বদলী সংক্রান্ত নোটিফিকেশন। (২০) প্রসিকিউসন বিষয়। (২১) র‍্যাক বিষয়। (২২) রেকর্ড কিপারের ইস্যু রেজিস্টার। (২৩) নিবন্ধীকরণ আইনের ৭২, ৭৩, ও ৭৪ ধারার বিধানাধীনে প্রণীত রেকর্ড, যথা—(এ) রিটিন স্টেটমেণ্টস্। (বি) সাক্ষীর ডিপোজিশন। (২৪) প্রাপ্ত চিঠির রেজিস্টার। (২৫) প্রেরিত চিঠির রেজিস্টার। (২৬) নিবন্ধীকরণ আইনের ৭২-ধারা মূলে আপীল বিষয়ের রেজিস্টার। (২৭) নিবন্ধীকরণ আইনের ৭৩-ধারা মূলে অ্যাপ্লিকেশান বিষয়ের রেজিস্টার। (২৮) এক্সট্রা এস্টাবলিশমেণ্ট রেজিস্টার। (২৯) রেজিস্টার [ডি]—কলিকাতা ইমপ্রুভমেণ্ট আইনের বিধানানুসারে। (৩০) রেজিস্টার [ই]—কলিকাতা ইমপ্রুভমেণ্ট আইনের বিধানাধীনে। (৩১) আদালত দ্বারা তলবকৃত রেকর্ডের রেজিস্টার। (৩২) অফিসারের রেজিগনেশন। (৩৩) অফিসারদিগের সিকিউরিটি বণ্ড সংক্রান্ত দলিল-দস্তাবেজ। (৩৪) থেপ্ট কেসেস। (৩৫) রেকর্ড ট্রান্সফার। (৩৬) দলিল লেখকদিগের লাইসেন্স সংক্রান্ত রেজিস্টার। (৩৭) সিল রেজিস্টার।

যে রেকর্ড ছয় (৬) বৎসরকাল সংরক্ষিত হইবে

(১) ডুপ্লিকেট রেভিনিউ অর্ডার সিট (কালেক্টর দ্বারা টেন্যান্সি অ্যাক্ট কেস প্রাপ্তি স্বীকার)। (২) অন্যান্য সরকারী কর্মচারীর পে-বিল ও অ্যাকুইট্যান্স রোল।

নোট ১—১৯২৮ সাল পর্যন্ত এস্টাবলিশমেণ্ট পে-বিল অ্যাকুইট্যান্স রোল ৩৫ বৎসর সংরক্ষিত হইবে। নোট ২—কোন পে-বিল ধ্বংস করিবার পূর্বে, টেম্পোরারি ও অফিসিয়েটিং সার্ভিসের কার্যকাল সার্ভিস বুকের সহিত উক্ত পে-বিলের সত্যাখ্যান করিতে হইবে এবং উক্ত সত্যাখ্যান সম্পর্কে অফিস-প্রধান সার্ভিস বহিতে রেকর্ড করিয়া তসদিক (অ্যাটেস্ট) করিবেন।

(৩) পে অ্যাটাচমেণ্ট সংক্রান্ত নথিপত্র।

যে সকল রেকর্ড পাঁচ (৫) বৎসরকাল সংরক্ষিত হইবে

(১) সবিশেষ বাজেট এস্টিমেণ্ট। (২) পেনশন কেসেস (অবসর গ্রহণের পর)। (৩) কন্টিনজেণ্ট এক্সপেণ্ডিচার রেজিস্টার। (৪) সার্ভিস বহি (মৃত্যু বা অবসর গ্রহণ—যেটি প্রথমে সংঘটিত হইবে তাহার পরে)।

যে সকল রেকর্ড তিন (৩) বৎসরকাল সংরক্ষিত হইবে

(১) নিত্য প্রয়োজনের অ্যাকাউণ্ট বিষয়। (২) নথি-পত্র প্রাপ্তির অ্যাক-নলেজমেণ্ট। (৩) সার্ভিস পোস্টেজ স্ট্যাম্পের অ্যাকাউণ্ট। (৪) বিধানাবলীর যোগান। (৫) অ্যাডভাইস লিস্ট ও মনিঅর্ডার কুপন। (৬) সাধারণ প্রকারের ইংরাজী ও ভার্নাকুলার করেসপণ্ডেনস। (৭) করণিক বা অন্য পদের জন্য দরখাস্ত। (৮) কমিশনের দরখাস্ত। (৯) স্ট্যাম্প আইনের ১৬ ধারার বিধানাধীনে ডিনোটেশনের দরখাস্ত। (১০) একস্ট্রা টেম্পোরারি এস্টাবলিশমেণ্টের জন্য দরখাস্ত। (১১) ডিস্ট্রীক্ট সাবরেজিস্ট্রারের পদের জন্য দরখাস্ত। (১২) সার্চ ও কপির দরখাস্ত। (১৩) সাবরেজিস্ট্রার পদের জন্য দরখাস্ত। (১৪) মিউনিসিপ্যাল ট্যাক্স ও ইউনিয়ন বোর্ড রেটের বিল। (১৫) রেজিস্ট্রেসন আইনের ৫৭ ধারায় প্রণীত প্রত্যায়িত নকল যাহা পার্টি দাবী করে নাই। (১৬) চালান বহি। (১৭) চার্জ রিপোর্টস্। (১৮) ক্রনলজিক্যাল টেবল। (১৯) কমিশান বিল। (২০) কমিশান কেসেস। (২১) কন্টিনজেণ্ট এক্সপেণ্ডিচার কেসেস। (২২) রেজিস্ট্রেশন আইনের ৭২, ৭৫, ৭৬(বি)-ধারার বিধানাধীনে আপীল সংক্রান্ত অর্ডারের কপি। (২৩) প্রতিলিপির যোগান। (২৪) কলিকাতা ইমপ্রুভমেণ্ট আইনের বিধানাধীনে ষ্ট্যাম্প ডিউটি সংক্রান্ত ডেলি রিপোর্ট। (২৫) অফিসারের মৃত্যু সংবাদ। (২৬) রেজিস্ট্রেসন অফিসে রক্ষিত ডিফেক্ট রেজিস্টার। (২৭) উত্তরাধিকারের ডিপোজিশান বহি। (২৮) সাব-রেজিস্ট্রারের ডায়রী। (২৯) ডিস্ট্রীবিউশান রেজিস্টার। (৩০) একস্ট্রা এস্টাবলিশ-মেণ্ট কেসেস। (৩১) টেম্পোরারি এস্টাবলিশমেণ্ট কেসেস। (৩২) ফরমের যোগান। (৩৩) অবর-নিবন্ধকের অনারারি ম্যাজিস্ট্রেটরূপে নিয়োগ। (৩৪) হাউস-রেণ্ট বিলস। (৩৫) ফরম বা স্টেশনারীর ইনডেণ্ট। (২৬) আয়রন সেফ যোগান-সংক্রান্ত করেসপণ্ডস। (৩৭) মৃত বা অবসরপ্রাপ্ত নন-গেজেটেড সরকারী কর্মচারীর লিভ-অ্যাকাউণ্ট। (৩৮) লিভ কেসেস। (৩৯) অবলোপনযোগ্য প্রত্যর্পণের তালিকা। (৪০) ম্যাপ যোগান সংক্রান্ত করেসপণ্ডেন্স। (৪১) বিবিধ দরখাস্ত। (৪২) গৌণ বিবিধ বিষয়। (৪৩) সংবাদপত্র যোগান সংক্রান্ত করেসপণ্ডেন্স।

(৪৪) অপ্রয়োজনীয় অর্ডার বহি। (৪৫) পুরাতন স্টোরের বিক্রয় আগম সংক্রান্ত নথিপত্র। (৪৬) পিওন বহি। (৪৭) পার্মানেন্ট অ্যাডভান্সের অ্যাকনলেজমেণ্ট। (৪৮) ফরম ও স্টেশনারী দ্রব্যাদির প্রাইস লিস্ট। (৪৯) পাঙ্ক যোগান। (৫০) রেজিস্ট্রেসন আইনের ৫২-ধারার বিধানাধীনের রসীদ। (৫১) প্রেরিত মেমোরাণ্ডা ও কপির রসীদ। (৫২) মিসলেনিয়াস রসীদ। (৫৩) সার্চ, ইন্সপেক্সন এবং কপির জন্য প্রদত্ত ফিস সংক্রান্ত রসীদ। (৫৪) বেঙ্গল টেনান্সী অ্যাক্টের বিধানাধীনে প্রদত্ত ফীস সংক্রান্ত রসীদ। (৫৫) রেজিস্ট্রেসন আইনের ১২, ১৩ ও ১৪ ধারার বিধানাধীনে রেকর্ডপত্র, যথা—(এ) ওকালতনামা, (বি) প্রসেস-দরখাস্ত, (সি) সাক্ষীর তালিকা, (ডি) অন্যান্য গৌণ নথিপত্র। (৫৬) ঘাটতি ফিস আদায়। (৫৭) রিফাণ্ড কেসেস। (৫৮) সার্চ ও কপি অ্যাপ্লিকেশনের রেজিস্টার। (৫৯) অ্যাডভান্স রেজিস্টার। (৬০) ক্যাজুয়াল লিভ রেজিস্টার। (৬১) দলিল কমপ্লিশান রেজিস্টার। (৬২) অন্য অফিসে কপি ও মেমোরাণ্ডা প্রেরণ সংক্রান্ত রেজিস্টার। (৬৩) অন্য অফিস হইতে প্রাপ্ত কপি, মেমোরাণ্ডা ও সেল-সার্টিফিকেট সংক্রান্ত রেজিস্টার। (৬৪) নিবন্ধীকরণের জন্য পেনডিং দলিল সংক্রান্ত রেজিস্টার। (৬৫) ইম্পাউণ্ডেড ডকুমেন্টস রেজিস্টার। (৬৬) সময়াভাবে প্রত্যর্পিত দলিল সংক্রান্ত রেজিস্টার। (৬৭) রেকর্ডস ডাসটিং ও ক্লিনিং সংক্রান্ত রেজিস্টার। (৬৮) এক্সট্রা এস্টাবলিশমেণ্ট বিল সংক্রান্ত রেজিস্টার। (৬৯) নিবন্ধকরণ আইনের ২৫ ও ৩৪-ধারার বিধানাধীনে ফাইন সংক্রান্ত রেজিস্টার। (৭০) নিবন্ধীকরণ আইনের ৩৬ ও ৭৫ ধারার অন্তর্গত প্রসেস সংক্রান্ত রেজিস্টার। (৭১) মুদ্রিত ফর্মের আয়-ব্যয় সংক্রান্ত রেজিস্টার। (৭২) রিফাণ্ড রেজিস্টার। (৭৩) স্টেশনারী রেজিস্টার। (৭৪) ভিজিট ও কমিশন রেজিস্টার। (৭৫) রিটার্ন সংক্রান্ত মন্তব্য। (৭৬) বাৎসরিক রিপোর্ট সংক্রান্ত মন্তব্য। (৭৭) রিমাইণ্ডারস। (৭৮) বাৎসরিক নহে এমন রিটার্ন ও স্টেটমেণ্টস। (৭৯) রাফ ড্রাফটস স্টেটমেণ্ট। (৮০) প্রাত্যহিক আয়-ব্যয় সংক্রান্ত রাফ ক্যাশ মেমোরাণ্ডাম। (৮১) রাবার ষ্ট্যাম্প যোগান। (৮২) অভিযোগের ফলাফল সংক্রান্ত স্টেটমেণ্ট। (৮৩) সাব-ভাউচার বহি। (৮৪) সমন। (৮৫) ফিস-টেবল যোগান। (৮৬) ট্রান্সফার অ্যাপ্লিকেশন (গভর্ণমেণ্ট অর্ডার প্রাপ্ত ব্যতীত)। (৮৭) সাব-রেজিস্ট্রার ও মিনিস্টেরিয়াল অফিসারদিগের ট্রান্সফার বিষয়। (৮৮) ট্রাভেলিং অ্যালাউয়ান্স বিল ও তৎসংক্রান্ত অ্যাকুইট্যান্স রোল। (৮৯) ট্রাভেলিং অ্যালাউয়ান্স কেসেস। (৯০) দলিল-লেখকদিগের লাইসেন্স প্রদান সংক্রান্ত বিবিধ নথিপত্র। (৯১) পেমেন্ট অব ট্যাক্সেস (সম্পত্তি হস্তান্তর) আইন ১৯৪৯-এর ৩ ধারার বিধানানুসারে ইনকাম ট্যাক্স অফিসার দ্বারা ইস্যুকৃত সার্টিফিকেট)। (৯২) ক্যালকাটা গেজেট। (৯৩) সিভিল লিস্ট।

যে সকল রেকর্ড এক বৎসরকাল সংরক্ষিত হইবে

(১) ডেইলী নোটিশ। (২) সর্ট নোটিশ। (৩) বেঙ্গল টেন্যান্সী আইন ও পশ্চিমবঙ্গ অ-কৃষি টেন্যান্সী আইনের বিধানাধীনে ফাইলকৃত নোটিশ—

রাজ্যসরকারের অনুমতি ক্রমে মহানিবন্ধ পরিদর্শক অন্যান্য রেকর্ড সম্পর্কে নির্দেশ দান করিতে পারেন। (রেজিস্ট্রেসন ডাইরেক্টরেট নোটিফিকেশন নং ৪৭, তাং ২৬ আগস্ট, ১৯৫৪)।

বলা বাহুল্য, উপরিউক্ত তালিকা সম্পূর্ণ নহে ; যেমন, রেজিস্ট্রেসন রুল ১৯৬২-এর ৭ নিয়মের ২১নং আইটেমে আছে দলিলের পেণ্ডিং অ্যাকসেপ্ট্যান্স রেজিস্টার : কতদিন ইহা সংরক্ষিত থাকিবে বলা নাই। আয়কর আইনের বিধানাধীনে প্রদত্ত ৩৭-[জি] ফরমের অফিস কপি কতদিন সংরক্ষিত থাকিবে তাহা বলা নাই ; অ[illegible]ান ল্যাণ্ড (সিলিং ও রেগুলেশন) আইনের বিধানাধীনে ঘরবাড়ি হস্তান্তরের জন্য যে ডিক্লারেশন দাখিল করা হয় তাহা কতদিন সংরক্ষিত হইবে তাহা বলা নাই। ইহা রও অনেক [illegible], অপ্রয়োজনীয় রেকর্ডের পাহাড় জমিতেছে, স্থানাভাব ঘটিতেছে, এসব সংস্কারের জন্য সরকারী অর্থের প্রয়োজন নাই ; প্রয়োজন সঠিক চিন্তা-ভাবনার এবং কাজ করিবার ইচ্ছার।

দলিল লিখিবার কাগজ

সাধারণত দলিল ডেমি কাগজে লিখিত হইয়া থাকে, ইহা আবশ্যিক কিনা অনেকে প্রশ্ন করেন। সিভিল রুলস অ্যাণ্ড অর্ডার্স ভল.-১-এর নি. ১৪ (১)-এ নির্দেশ আছে যে আদালতে কেবলমাত্র ডেমি কাগজ ব্যবহার করিতে হইবে—কোনপ্রকার গ্ল্যাজুয়েরলেড পেপার ব্যবহার করা চলিবে না। এরূপ নির্দেশ সত্ত্বেও আদালতে সর্ববিষয়ে ডেমি কাগজ ব্যবহৃত হয় না, কারণ, ডেমি কাগজ সর্বদা পাওয়া যায় না। আদালতের যখন এই অবস্থা, তখন ডেমি কাগজ না পাওয়া গেলে অন্য প্রকার দীর্ঘস্থায়ী কাগজে দলিল লেখা চলিতে পারে। দলিল দীর্ঘকাল রাখিতে হয় ; সেজন্য, দামী দীর্ঘস্থায়ী কাগজ সর্বদা ব্যবহার করিতে হইবে ; দলিল এক পৃষ্ঠায় লেখা উচিত : কাগজের চারি উপান্তিতে অন্তত দেড় ইঞ্চি ছাড় দিয়া লিখিত বিষয় সন্নিবেশ করিতে হইবে ; দলিলের উভয়দিকে মোটা কাগজের কভার থাকা ভাল।

দুঃখের বিষয়, সরকারের বিভিন্ন ডিপার্টমেণ্ট সাধারণ কাগজে দলিল প্রণয়ন করে ; দুই তিন বৎসরের মধ্যেই এই সকল দলিল ছিঁড়িয়া যাইবার সম্ভাবনা।

দলিল লিখিবার সাধারণ নিয়মগুলিও মানে না; কারণ, অজ্ঞানতা, জানিবার অনীহা। কিন্তু দলিল অক্ষত অবস্থায় ফিরত দিবার দায়িত্ব যখন রেজিস্ট্রেসন ডিপার্টমেণ্টের তখন মহা-নিবন্ধ পরিদর্শক দলিল লিখন সম্পর্কে রুল প্রণয়ন করিয়া তাহার সংস্থাকে সচেতন করিতে পারেন; এবং বাধা পাইলে অন্যান্য ডিপার্টমেণ্টও সচেতন হইবে।

দলিল কপি ও ডেলিভারী

দলিল নিবন্ধীকৃত হয় তিন প্রকার বহিতে—১, ৩ ও ৪। দলিলের প্রথম পৃষ্ঠার দক্ষিণ দিকের শীর্ষদেশে প্রত্যেক বহিস্থ দলিলের অনুক্রমে নম্বর প্রদান করা থাকে। দলিলের শীর্ষদেশে বামদিকে যে নম্বর পেনসিলে থাকে তাহা কোন প্রকারে দলিলের বিধিসঙ্গত অংশ নহে; সেজন্য, ঐ নম্বর পেন্সিলে লিখিবার নির্দেশ আছে। ইহার প্রয়োজনীয়তা এই যে মোট দলিল সংখ্যা এই ক্রমিক নম্বর হইতে সহজে জানা যায়।

রেজিস্ট্রেসন আইনের ৫২-ধারায় নির্দেশ আছে যে তিন শ্রেণীর দলিল যে অর্ডারে গ্রহণ করা হইয়াছে, সেইভাবে নকল করিতে হইবে বা ফাইল করিতে হইবে। এইরূপ নির্দেশ থাকিবার জন্য একটি ভ্রান্ত ধারণা গড়িয়া উঠিয়াছে; বামদিকের ক্রমিক নম্বর অনুসারে দলিল নকল করিতে হইবে বা ফাইল করিতে হইবে। এ ভ্রান্ত ধারণা কোথাও বিশেষ বাধা প্রাপ্ত হয় নাই; কেননা, গ্রাম বাংলার অধিকাংশ দলিলের পৃষ্ঠা সংখ্যা চার পাঁচ পাতার অধিক নহে; ফলে, কোন দিনে যে সকল দলিল নকল বা ফাইল করিবার জন্য লওয়া হয়, তাহা সকলই নকল বা ফাইল হইয়া যায়। কিন্তু, ব্যতিক্রমের কথা চিন্তা করুন; যাহা বর্তমানে দেখা যাইতেছে; দুই একটি দলিল অস্বাভাবিক ভাবে বৃহৎ আকারের। ১ নং বহির ১০নং দলিলের পৃষ্ঠা সংখ্যা ধরা যাউক ১০০; ইহা কোন মাসের ১লা তারিখে নিবন্ধীকরণের জন্য গৃহীত হইল; আবার, ১নং বহির ১১, ১২, ১৩নং দলিলের প্রত্যেকটির পৃষ্ঠা সংখ্যা মনে করুন ৩, এবং ৩নং বহির একখানি উইলের পৃষ্ঠা সংখ্যা ২ ও ৪নং বহির একখানি দলিলের পৃষ্ঠা সংখ্যা ১, যেগুলি উক্ত মাসের ২রা বা পরবর্তী তারিখে নিবন্ধীকরণের জন্য গৃহীত হইল; এরূপ ক্ষেত্রে ২রা তারিখের দলিলগুলির নকল বা ফাইলকার্য উক্ত ১নং বহির ১০নং দলিলের নকল বা ফাইল কার্যের পূর্বেই সম্পন্ন হইতে পারে; এবং ১০নং দলিলের পূর্বেই ঐগুলির ডেলিভারী হইতে পারে। অরক্ষিত, ১নং, ৩নং, ৪নং বহির নকল বা ফাইল কার্য পরস্পর স্বাধীনভাবে সম্পন্ন হইলে কোন দোষের হইবে না। দ্বিতীয়ত, ৫২-ধারায় দলিল নকল বা ফাইল করিবার নির্দেশ প্রদান করা আছে মাত্র; স্বাভাবিকভাবে কোন্ দলিলের

কাজ আগে সম্পন্ন হইবে এবং ডেলিভারীযোগ্য হইবে সেবিষয়ে বলা নাই। এরূপ অবস্থায় পরের দলিল আগে ডেলিভারী হইতে পারে; তাহাতে দোষের কিছু নাই।

আইনের সঠিক ব্যাখ্যা করিয়া আইন প্রয়োগ করিলে দুর্নীতির অবকাশ কমিয়া যায়। এ ব্যাপারে জনসাধারণকে অবহিত করারও প্রয়োজন আছে।

উত্তরাধিকার সূত্র

উত্তরাধিকার সূত্রে পুত্র, কন্যা, স্বামী, স্ত্রী, মাতা, পিতা ইত্যাদি মৃত ব্যক্তির অকৃতেষ্টি (ইনটেস্টেট) সম্পত্তির কে কত অংশ লাভ করিবার অধিকারী তাহা মৃতের পারসোনাল ল অনুসারে আমাদের দেশে নির্ণীত হইয়া থাকে। এই জটিল বিষয়ের আলোচনা এখানে সম্ভব নহে। নিম্নে সামান্যতম আলোকপাত করিবার চেষ্টা করা হইল :

হিন্দু উত্তরাধিকার আইনের (১৯৫৬) ২-ধারায় হিন্দু শব্দের এমন ব্যাপক অর্থ করা হইয়াছে যে মুসলিম, খ্রীস্টান, পারসী, বা জু ব্যতীত ভারতের প্রায় অন্য সকল নাগরিক হিন্দু এবং উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে হিন্দু উত্তরাধিকার আইন দ্বারা পরিচালিত হইবেন।

একজন পুরুষ হিন্দুর মৃত্যুতে তাহার অকৃতেষ্টি সম্পত্তি প্রথমে প্রথমশ্রেণীর উত্তরাধিকারের উপর বর্তাইবে; প্রথম শ্রেণীর উত্তরাধিকার না থাকিলে দ্বিতীয় শ্রেণীর উত্তরাধিকারের উপর বর্তাইবে; তৃতীয়ত, ১ম ও ২য় শ্রেণীর উত্তরাধিকার না থাকিলে মৃতের সগোত্রের কেহ না থাকিলে সমজাতীয় বা কগনেট পর্যায়ের উত্তরাধিকারের উপর বর্তাইবে (ধারা—৮)।

নিয়ম হইতেছে এই যে প্রথম শ্রেণীর উত্তরাধিকারগণ যুগপৎ মৃতের সম্পত্তিতে অধিকারী হইবেন এবং দ্বিতীয় বা পরবর্তী শ্রেণীর কোন উত্তরাধিকার কোন কিছুই পাইবেন না। প্রথম শ্রেণীর উত্তরাধিকার না থাকিলে দ্বিতীয় শ্রেণীর উত্তরাধিকারের তালিকায় যাঁহাদের নাম প্রথম এনট্রিতে আছে তাঁহাদের দাবী দ্বিতীয় এনট্রিস্থ ব্যক্তি অপেক্ষা অগ্রগণ্য হইবে; অনুরূপে, দ্বিতীয় এনট্রির দাবী তৃতীয় এনট্রির দাবী অপেক্ষা অগ্রগণ্য হইবে ইত্যাদি (ধারা-৯).

প্রথম শ্রেণীর উত্তরাধিকারের মধ্যে নিম্নলিখিতভাবে সম্পত্তি বিভক্ত হইবে—

নিয়ম ১ঃ মৃত অকৃতেষ্টির স্ত্রী বা একাধিক স্ত্রী থাকিলে সকল স্ত্রী একত্রে একটি অংশ পাইবে।

নিয়ম ২ঃ পুত্র-কন্যাগণ ও মাতা প্রত্যেকে একটি করিয়া অংশ পাইবে।

নিয়ম ৩ঃ পূর্বে মৃত পুত্র ও কন্যার উত্তরাধিকারগণ একটি করিয়া অংশ পাইবে (তাহাদের মৃত পিতা বা মাতার অংশানুসারে)।

নিয়ম ৪ঃ (i) পূর্বে মৃত পুত্রের স্ত্রী বা একাধিক স্ত্রী একত্রে এবং জীবিত পুত্র ও কন্যা সমহারে প্রাপ্ত হইবে, এবং পূর্বে মৃত পুত্রের উত্তরাধিকার একই অংশ পাইবে।

ii) পূর্বে মৃত কন্যার উত্তরাধিকারগণ সমহারে লাভ করিবে (ধারা-১০)।

কয়েকটি উদাহরণের সাহায্যে উল্লিখিত নিয়মগুলির ব্যাখ্যা করা হইল—

(১) রাম মারা গেল, বীণা, বীণা দুই বিধবা স্ত্রী, মা, দুই পুত্র, দুই কন্যা উত্তরাধিকারী, তাঁহারা সকলেই প্রথম শ্রেণীর, এখানে দুই পুত্র + দুই কন্যা + মা = পাঁচ অংশ + দুই বিধবার অংশ = ৬ ভাগে সম্পত্তি বিভক্ত হইবে, প্রত্যেক পুত্র, প্রত্যেক কন্যা এবং মা ১/৬ অংশ করিয়া পাইবে, দুই বিধবা স্ত্রী একত্রে ১/৬ অংশ পাইবে, অতএব, প্রত্যেক বিধবার ১/১২ অংশ হইবে।

(২) রাম মারা গেল, বিধবা স্ত্রী, এক পুত্র রমেশ, এক কন্যা রোহিণী এবং মৃত জ্যেষ্ঠ পুত্র হরিশের দুই পুত্র ও এক কন্যা ওয়ারিশ। সম্পত্তি চারিভাগ হইবে: এক ভাগ স্ত্রী, এক ভাগ পুত্র, এক ভাগ কন্যা এবং এক ভাগ মৃত পুত্রের দুই পুত্র ও কন্যা পাইবে।

(৩) রাম মারা গেল, ওয়ারিশ রহিল বিধবা স্ত্রী, এক পুত্র, প্রথম মৃত পুত্রের বিধবা স্ত্রী, দ্বিতীয় মৃত পুত্রের বিধবা স্ত্রী, দুই পুত্র, এক কন্যা, এবং মৃত কন্যার এক পুত্র এবং দুই কন্যা। উক্ত ওয়ারিশগণ সকলেই প্রথম শ্রেণীর এবং সকলেই একসঙ্গে মৃতের সম্পত্তিতে ওয়ারিশ হইল। বিধবা স্ত্রী এক অংশ ১নং নিয়মে জীবিত পুত্র ও কন্যা প্রত্যেকে এক অংশ ২নং নিয়মে; মৃত পুত্র ও কন্যার ওয়ারিশগণ এক অংশ করিয়া পাইবে ৩নং নিয়মে, মৃত পুত্রের স্ত্রী তাহার পুত্র কন্যা সহ অংশীদার, কিন্তু মৃত কন্যার পুত্র কেবলমাত্র এক অংশের ওয়ারিশ ৪নং নিয়মে।

আট ধারার অধীনে প্রণীত সিডিউলে প্রথম শ্রেণীর ওয়ারিশ হইতেছে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণঃ

পুত্র; কন্যা, বিধবা স্ত্রী, মা, মৃত পুত্রের পুত্র; মৃত পুত্রের কন্যা, মৃত কন্যার পুত্র, মৃত কন্যার কন্যা; মৃত পুত্রের স্ত্রী, মৃত পুত্রের মৃত পুত্রের পুত্র, মৃত পুত্রের মৃত পুত্রের কন্যা, মৃত পুত্রের মৃত পুত্রের স্ত্রী।

একজন হিন্দু রমণীর মৃত্যুতে তাহার অকৃতেষ্টি সম্পত্তি ১৫-ধারায় বিধানাধীনে নিম্নলিখিতভাবে বণ্টিত হইবে।

(১) (এ) প্রথমে, পুত্র এবং কন্যা, মৃত পুত্র ও কন্যার সন্তানসন্ততি, এবং স্বামী।

(বি) দ্বিতীয়ত, স্বামীর উত্তরাধিকারগণ,

(সি) তৃতীয়ত, মাতা ও পিতা,

(ডি) চতুর্থত, পিতার উত্তরাধিকারগণ,

(ই) পঞ্চমত, মাতার উত্তরাধিকারগণ।

(২) উপরের এই ক্রম নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হইবে না;—কোন রমণীর পুত্র কন্যা বা মৃত পুত্র কন্যার সন্তানসন্ততি না থাকিলে, উক্ত হিন্দু রমণী পিতা মাতার নিকট হইতে যে সম্পত্তি লাভ করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার পিতার ওয়ারিশানে বর্তাইবে।

উক্ত হিন্দু রমণী যে সম্পত্তি তাঁহার স্বামী বা স্বামীর পিতার নিকট হইতে লাভ করিয়াছেন সে সম্পত্তি তাঁহার মৃত্যুতে তাঁহার স্বামীর ওয়ারিশানে বর্তাইবে যদি অবশ্য উক্ত হিন্দু রমণীর কোন পুত্র-কন্যার সন্তান-সন্ততি না থাকে।

১৬ ধারায় ১৫-ধারা প্রয়োগের নিয়ম লিখিত আছে।

নিয়ম ১ঃ ১৫ ধারায় (এ), (বি), (সি) ... ইত্যাদি এনট্রিতে (এ)-এনট্রির ওয়ারিশ (বি)-এনট্রির ওয়ারিশ অপেক্ষা অগ্রাধিকার পাইবে; অনুরূপে, (সি) অপেক্ষা (বি) অগ্রাধিকার পাইবে। প্রত্যেক এট্রির ওয়ারিশ যুগপৎ ওয়ারিশ হইবে। অর্থাৎ, (এ)-এনট্রিতে স্বামী, এক পুত্র, এক কন্যা থাকিলে মৃত হিন্দু রমণীর সম্পত্তি সমান তিনভাগে বিভক্ত হইয়া পুত্র-কন্যা-স্বামীতে বর্তাইবে।

নিয়ম ২ঃ মৃত হিন্দু রমণীর কোন পুত্র বা কন্যা পূর্বে গত হইয়া থাকিলে উক্ত মৃত পুত্র কন্যার সন্তান-সন্ততি তাহাদের পিতামাতার অংশ তাহাদের বর্তাইবে।

নিয়ম ৩ঃ ১৫ ধারার (বি), (ডি) ও (ই)-এনট্রি এবং ২-উপধারায় বর্ণিত ওয়ারিশদিগের লব্ধ সম্পত্তি তাহাদের মৃত্যুতে যেভাবে অর্শাইত বর্তমানে তদ্রূপ অর্শাইবে।

২৩-ধারাতে ডোয়েলিং হাউস বা আবাসস্থল সম্পর্কে বিশেষ বিধান আছে। কোন প্রথম শ্রেণীর মহিলা উত্তরাধিকারিণী বসতবাটীর পার্টিশান দাবী করিতে পারিবেন না, যদি না সকল প্রথম শ্রেণীর পুরুষ উত্তরাধিকারী পার্টিশানে সম্মতি জ্ঞাপন করেন; তবে মহিলা উত্তরাধিকারিণী উক্ত বসতবাটীতে বসবাস করিতে পারিবেন। অনুবিধি এই যে মহিলা উত্তরাধিকারিণী কন্যা হইলে উক্ত কন্যা বসত-বাটীতে বসবাস করিতে পারিবেন যদি তিনি স্বামীর দ্বারা পরিত্যক্ত হইয়া থাকেন, বা অবিবাহিতা থাকেন বা বিধবা থাকেন।

কোন হিন্দু অবশ্য ইচ্ছামত তাঁহার সম্পত্তি দান, বিক্রয়, উইল ইত্যাদি করিতে পারেন; তাহাতে উত্তরাধিকার আইন কোন প্রকার বাধা সৃষ্টি করিতে পারে না।

মুসলিম সম্প্রদায়ের উত্তরাধিকার সূত্র জটিলতর। যদিও মুসলিম আইনের "হিবা' শব্দের অর্থে ইংরাজী 'গিফ্‌ট্' বা বাংলা 'দানপত্র' শব্দ ব্যবহৃত হয়, তথাপি 'হিবা' শব্দ সীমিত অর্থ বহন করে। মুসলিম আইনে হিবার তিনটি শর্ত: (১) দাতার দান করিবার ইচ্ছার প্রকাশ, (২) গ্রহীতার দ্বারা দান গ্রহণ প্রত্যক্ষভাবে বা পরোক্ষভাবে, (৩) গ্রহীতার দ্বারা হিবা সম্পত্তিতে দখল লওয়া।

হিবার বৈধতার জন্য লিখিতকরণের বাধকতা নাই; মুসলিম আইনে মৌখিক দান সিদ্ধ (কামামুন্নেসা বিবি ব. হুসেনী বিবি) সম্পত্তি হস্তান্তর আইনের ১২৯ ধারায় বলা আছে যে উক্ত আইনের সাত অধ্যায় যেখানে দান সম্পর্কে আলোচনা আছে—মুসলিম আইনের বিধানাধীনে দানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নহে। সুতরাং, মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষ যে দান করেন তাহার বৈধতা কেবলমাত্র মুসলিম আইন দ্বারা স্বিরীকৃত হইবে (মোনিরণ ব. মহম্মদ ইশাক, এ, আই, আর ১৯৬৩, পাটনা)।

মুসলিম আইনে হিবা লিখিতভাবে বা মৌখিক হইতে পারে, কেবলমাত্র পূর্বে লিখিত মুসলিম আইনের শর্তগুলি পালিত হইয়াছে কিনা দেখিতে হইবে। শর্তগুলি পালিত হইলে, মৌখিক হিবা সম্পূর্ণ ও বৈধ বিবেচিত হইবে। রহিম তাহার স্থাবর সম্পত্তি অনেক সাক্ষীর সম্মুখে এনায়েতকে হিবা করিবার ঘোষণা করিলেন, এনায়েত দান গ্রহণ করিলেন; এবং রহিম সঙ্গে সঙ্গে এনায়েতকে সম্পত্তির দখল ছাড়িয়া দিলেন। এরূপক্ষেত্রে দান সম্পূর্ণ হইয়াছে ধরিতে হইবে, দলিল লিখিবার প্রয়োজন নাই, নিবন্ধীকরণের ও প্রয়োজন নাই।

তবে উচিত সাক্ষ্যের জন্য হিবা লিখিত হইতে পাবে। লিখিত হিবা দুই প্রকারের—(১) পূর্বে হিবা করা হইয়াছে এমন ঘটনার বিবরণ হিবানামা বর্ণিত হইতে পারে; এরূপ হিবানামার নিবন্ধীকরণ বাধ্যতামূলক নহে। (২) কিন্তু কোন হিবানামার দ্বারা সম্পত্তি দান করা হয় তবে সেরূপ হিবানামার নিবন্ধীকরণ বাধ্যতামূলক। তবে নিবন্ধীকৃত হইলেও হিবার শর্তগুলি যেন যথাযথ পালিত হয়; অন্যথা, হিবা অসম্পূর্ণ বিবেচিত হইবে (এ, এ, এ, ফইজী—আউটলাইনস অব মহামেডান ল. পৃঃ ২২০)। যথা, রহিম কোন স্থাবর সম্পত্তি করিমকে হিবা করিল; হিবানামা নিবন্ধীকৃত হইল; কিন্তু রহিম করিমকে সম্পত্তির দখল দিল না, মুসলিম আইনে উক্ত প্রকার হিবা অসম্পূর্ণ। এত কথা বলা সত্ত্বেও ইহা মনে রাখিতে হইবে যে কোন বিশেষ আইনে যদি নিবন্ধীকরণ সম্পর্কে আবশ্যিক নির্দেশ থাকে, তবে তাহা মান্য করিতে হইবে; সম্পত্তি হস্তান্তর আইনে মুসলিমদিগের মৌখিক হিবা স্বীকৃত হইলেও, রেজিস্ট্রেসন আইনে এই প্রকার কোন ব্যতিক্রম স্বীকৃত হয় নাই, আবার পশ্চিমবঙ্গ সংস্কার আইনে রায়তদিগের যে কোন প্রকার সম্পত্তি হস্তান্তরের নিবন্ধীকরণ বাধ্যমূলক। অনুরূপে, বিহার টেন্যান্সী আইনের বিধানাধীনে কোন

মুসলিম দখলীস্বত্বের মৌখিক হস্তান্তর করিতে পারে না (সারিফান বিবি ব. সালাউদ্দিন, এ, আই. আর, ১৯৬০, পাটনা।)

প্রাপ্তবয়স্ক (১৮ বৎসর পূর্ণ হইয়াছে) সুস্থমনা মুসলমান উইল করিতে পারে। উইলমূলে কোন মুসলমান তাঁহার নেট স্থাবর সম্পত্তির ১/৩ অংশের অধিক দান করিতে পারেন না। তিনি তাঁহার কোন উত্তরাধিকারীকে উইলমূলে সম্পত্তি প্রদান করিতে পারেন না; অবশ্য, অন্যান্য উত্তরাধিকারীর সম্পত্তিক্রমে তিনি কোন উত্তরাধিকারীকে উইলমূলে সম্পত্তি প্রদান করিতে পারেন। সবিশেষ আলোচনার জন্য মুসলিম আইনের আশ্রয় লইতে হইবে। ইসলাম ধর্মের প্রতিকূল কোন বিষয়ে উইলমূলে সম্পত্তি প্রদান করা যায় না।

ইসলাম ধর্মের প্রধান উত্তরাধিকার সূত্রগুলি নিম্নলিখিত রূপ:

১। স্বামী বা স্ত্রী উত্তরাধিকারী।

২। নারী এবং অসগোত্র সপিণ্ড (কগনেট অর্থাৎ রক্তের বা মহিলা মারফত সম্পর্কযুক্ত) উত্তরাধিকারের যোগ্য।

৩। পিতা-মাতা, এবং পূর্বপুরুষ উত্তরাধিকারের অধিকারী পুরুষ বংশধর থাকা সত্ত্বেও।

৪। সাধারণত:, নারী পুরুষের অর্ধাংশ উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করিবার অধিকারী (ফইজী—পৃ. ৩৯০)।

সুন্নী সম্প্রদায়ের মধ্যে নিম্নলিখিতগণ প্রথম শ্রেণীর উত্তরাধিকার:

(১) স্বামী, (২) স্ত্রী, (৩) পিতা, (৪) ট্রু গ্রাণ্ডফাদার, (৫) মাতা, (৬) ট্রু গ্রাণ্ডমাদার, (৭) কন্যা, (৮) কন্যার পুত্র, (৯) ফুল সিস্টার (পিতা-মাতা একই), (১০) কনস্যাঙ্গুইন সিস্টার, (১১) ইউটেরাইন ব্রাদার, (১২) ইউটেরাইন সিস্টার।

উত্তরাধিকারের অংশ: স্বামী ১/৪ অংশ; স্ত্রী ১/৮; পিতা ১/৬; ট্রু গ্রাণ্ড-ফাদার ১/৬; মাতা ১/৬: গ্রাণ্ডমাদার (মায়ের তরফে) ১/৬; কন্যা ১/২ অংশ; দুই বা ততোধিক কন্যা থাকিলে ২/৩ অংশ; পুত্রের কন্যা ১/২ অংশ; দুই বা ততোধিক কন্যার পুত্র থাকিলে ২/৩ অংশ; ফুল সিস্টার ও কনস্যাঙ্গুইন সিস্টার ১/২ অংশ; দুই বা ততোধিকের ক্ষেত্রে ২/৩ অংশ; ইউটেরাইন ব্রাদার ও সিস্টার ১/৬ অংশ; দুই বা ততোধিকের ক্ষেত্রে ১/৩ অংশ।

মুসলিম আইনে অবস্থানভেদে উপরিউক্ত উত্তরাধিকারগণের কেহ কেহ বর্জিত হইতে পারেন; যেমন, স্ত্রী, পিতা ও ভাই উত্তরাধিকার হইলে, ভাই বর্জিত হইবে; স্বামী, পিতা, ভাইএর পুত্র উত্তরাধিকার হইলে ভাই-এর পুত্র বর্জিত হইবে; পিতা,

ফুল সিস্টার, কনস্যাঙ্গুইন সিস্টার, ইউটেরাইন সিস্টার উত্তরাধিকার হইলে, সকল প্রকার ভগ্নীই বর্জিত হইবে।

কয়েকটি উদাহরণ প্রদত্ত হইল :

১। পিতা ও সন্তান-সন্ততি উত্তরাধিকার ; পিতা ১/৬ অংশ, পুত্র-কন্যা ৫/৬ অংশ ; পুত্রগণ কন্যাগণের দ্বিগুণ অংশ লাভ করিবে।

২। স্বামী এবং পিতা ১/২ ও ১/২ অংশ লাভ করে।

৩। বিধবা স্ত্রী ও পুত্র-কন্যা যথাক্রমে ১/৮ ও ৭/৮ অংশ লাভ করে।

মনে রাখিতে হইবে স্বামী বা স্ত্রী সর্বক্ষেত্রেই উত্তরাধিকার।

৪। পিতা ও মাতা উত্তরাধিকার হইলে মাতা ১/৩ অংশ, পিতা ২/৩ অংশ।

৫। পিতা ও কন্যা উত্তরাধিকার হইলে কন্যা ১/২ অংশ, পিতা ১/২ অংশ (কোরাণের বিধানাধীনে ১/৬ অংশ ও রক্ত সম্পর্কে ১/৩ অংশ)।

৬। মাতা, দুই বা ততোধিক ভাই, দুই বা ততোধিক ভগ্নী, থাকিলে মাতা ১/৬ অংশ অবশিষ্ট ৫/৬ অংশ ভাই-ভগ্নী।

৭। মাতা, এক ভাই বা এক ভগ্নী থাকিলে, মাতা ১/৩ অংশ পাইবে।

৮। মাতা, পিতা, স্বামীর ক্ষেত্রে স্বামী ১/২ অংশ, মাতা ১/৬ অংশ, পিতা ১/৩ অংশ।

৯। মাতা, পিতা, স্ত্রীর ক্ষেত্রে স্ত্রী ১/৪ অংশ, মাতা ১/৪ অংশ, পিতা ১/২ অংশ।

শিয়া সম্প্রদায়ের উত্তরাধিকারসূত্র ভিন্ন প্রকার। রাষ্ট্র দ্বারা আইন প্রণয়ন করিয়া উত্তরাধিকারী আইন সরল করা প্রয়োজন—যেমন পাকিস্তান প্রভৃতি মুস্লিম-প্রধান রাজ্যে চেষ্টা চলিতেছে।

রেজিস্ট্রেসনের সংশোধিত ৯১ ধারা

দি ডেলিগেটেড লেজিসলেশন প্রভিসান্স (সংশোধন) আইন ১৯৮৩ (২০নং, ১৯৮৩) দ্বারা কেন্দ্রীয় আইনসভা রেজিস্ট্রেসন আইনের ৯১-ধারা নিম্নলিখিতরূপে সংশোধন করিয়াছে।

ধারা ৯১(১) পরিদর্শন এবং দলিলাদির নকল—রাজ্য সরকার দ্বারা সরকারী ঘোষপত্রে বিজ্ঞাপিত নিয়মাবলীর বিধানাধীনে এবং প্রয়োজনীয় ফি প্রদান সাপেক্ষে ৯০-ধারায় বর্ণিত (এ), (বি), ও (ই) ক্লজের অন্তর্গত দলিলাদি ও ম্যাপ এবং (ডি)-ক্লজে বর্ণিত দলিলের রেজিস্টার বহি দরখাস্তকারীর পরিদর্শনের জন্য উন্মুক্ত থাকিবে এবং উপরিউক্ত শর্তাবলীর বিধানাধীনে দরখাস্তকারীকে দলিলের নকলাদি প্রদান করিতে হইবে।

(২) বর্তমান ধারা অথবা ৬৯-ধারার অধীনে প্রণীত প্রত্যেক নিয়মাবলী যতশীঘ্র সম্ভব রাজ্য আইন সভায় স্থাপন করিতে হইবে। [১৯৮৪ (১) সি, এইচ, এন—স্ট্যাটিউটস্, পৃঃ ৩৪-৩৫]।

রেজিস্ট্রেসন অফিসের কার্যপদ্ধতি

রেজিস্ট্রেসন অফিসগুলির কাজ-কর্ম সরকারী অধিকাংশ অফিস হইতে ভিন্ন এই অর্থে যে এই সংস্থার কর্মীদিগকে প্রত্যহ একটি নির্দিষ্ট মানের কাজ করিতেই হইবে। দ্বিতীয়ত, সত্তর দশকের পূর্ব পর্যন্ত রেজিস্ট্রেসন অফিসগুলিতে কোন বৎসরের দলিল সংক্রান্ত কাজ পরের বৎসরে করা হইত না। অবর-নিবন্ধক কাজের পরিমাণ অনুযায়ী পিস-রেটে কর্মচারী নিয়োগ করিয়া কোন বৎসরের দলিল সংক্রান্ত কাজ সেই বৎসরের মধ্যেই সম্পন্ন করিতেন। এই ব্যবস্থায় জনসাধারণ উপকৃত হইলেও, অনিয়মিত কর্মচারীগণ দীর্ঘকাল কাজ করিয়াও কোন নিরাপত্তা লাভ করিতেন না, তাঁহাদের অবসরজীবন ছিল বেদনা-বিধুর। তাছাড়া, এই ব্যবস্থায় যোগ্য কর্মচারী পাওয়া যাইত না। কাজ-কর্মে জটিলতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যোগ্যকর্মীর অভাব অনুভূত হইতে থাকে।

সত্তর দশকের শুরুতেই সরকার অনিয়মিত নিয়োগ বন্ধ করেন। তবে, পূর্বের ন্যায় এখনও নিয়মিত কর্মচারীকে একটি নির্দিষ্টমানের কার্য করিতে হয়। যেমন, রেজিস্ট্রেসন অফিসের প্রত্যেক নকলনবীশকে প্রত্যহ বার পৃষ্ঠা (৩০০ শব্দ প্রতি পৃষ্ঠা) নকল ও চব্বিশ পৃষ্ঠা কমপেয়ার করিতে হয় [প্যারা-৩০৯ সি, ১৯২৮-বেঙ্গল ম্যানুয়াল]। কলিকাতায় রেজিস্ট্রেসন অফিসের জন্য ব্যবস্থা ভিন্ন: প্রত্যেক নকলনবীশকে প্রত্যহ দশ পৃষ্ঠা নকল এবং কুড়ি পৃষ্ঠা কমপেয়ার করিতে হয় [আই, জি, আর নং ১৩,০০০ তাং ২৮-১১ ২৯]। অনুরূপে, সম্পত্তি ও ব্যক্তির নামের ইনডেক্স করিবার জন্য কাজের মান নির্দিষ্ট আছে।

তথাপি, নানা কারণে বর্তমানে রেজিস্ট্রেসন অফিসগুলিতে আশানুরূপ কাজ হইতেছে না; সরকারী ফরমের অপ্রতুলতা, কাজের অনুপাতে কর্মীসংখ্যার নগণ্যতা, কাজ না করিবার মানসিকতা যাহা প্রতিকূল পরিবেশ দ্বারা প্রভাবান্বিত হইতেছে, প্রশাসনিক দুর্বলতা ইত্যাদি। পূর্বে অবর-নিবন্ধকে অফিসগুলিতে মূলত দলিল-নিবন্ধীকরণ ও সংরক্ষণ সংক্রান্ত কাজগুলি করা হইত, ক্রমশ অফিস প্রধান ও ডি, ডি, ও, হিসাবে অবর-নিবন্ধকের উপর সর্বপ্রকার প্রশাসনিক দায়িত্ব বর্তাইয়াছে। এই কাজের পরিমাণ কতখানি তাহা নির্ণয় করা হয় নাই এবং এই কাজের জন্য অবর-নিবন্ধককে সাহায্য করিতে কোন কর্মচারী নিযুক্ত হয় নাই। এমতাবস্থায়,

রেজিস্ট্রেসন অফিসের জন্য কর্মী নিয়োগের সঠিক মাপকাঠি নির্ধারণ এবং তদনুসারে কর্মীনিয়োগ না করিলে, কাজে সুষ্ঠ অবস্থা আনয়ন করা দুঃসাধ্য হইয়া পড়িয়াছে। সর্বোচ্চ পর্যায়ে এবিষয়ে ভাবনা-চিন্তার যথেষ্ট অবকাশ আছে।

সংশোধিত রেজিস্ট্রেসন ফিস তালিকা

[মূল দেয়ক-তালিকা পুস্তকের-১৯০-২০৭ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত]।

তৃতীয় পরিচ্ছেদে রে. ফিস তালিকা প্রদান করা আছে [পৃ. ১৯০]। এই তালিকা পশ্চিমবঙ্গ সরকার অংশত সংশোধন করে [প্রজ্ঞাপন নং ২৪০৪-রে. তা ১৯/৮/৮৫ এবং প্রজ্ঞাপন নং ৪০৪৫-রে, তাং ২/১/১৯৮৬]। প্র. ২৪০৪-রে. নির্দেশিত ফিস ১৬ ৯/১৯৮৫ হইতে ৩১/১/১৯৮৬ পযন্ত বলবৎ ছিল; প্রয়োগে অসুবিধার জন্য উহা প্র. ৪০৪৫-রে, দ্বারা সংশোধিত হয় এবং বর্তমানে নিম্নলিখিত সংশোধন প্রচলিত আছে। যেহেতু, ২৪০৪-রে. নির্দেশিত সংশোধন স্বল্পকালের জন্য সেজন্য উক্ত সংশোধন এখানে লিখিত হইল না। নিম্নলিখিত সংশোধন ১/২/১৯৮৬ হইতে কার্যকরী আছে।

সংশোধন

উক্ত সারণীতে—

(i) 'সাধারণ ফিস-১' (এ) অনুঃ [এ] এর-(i) (১)-আইটেমে ফিস সংক্রান্ত এনট্রিগুলির পরিবর্তে নিম্নলিখিত এনট্রিগুলি প্রতিকল্পিত হইয়াছে :—

'নিম্নবর্ণিত দলিলের নিবন্ধীকরণে প্রদেয় ফিস নিম্নলিখিত অ্যাডভ্যালোরেম স্কেলে (মূল্যানুসারে) অধিকার, স্বত্ব, ও স্বার্থের মূল্যের উপর নির্ধারণ করিতে হইবে, যদি উক্ত মূল্য দলিলে প্রকাশ করা থাকে।

মূল্য ২৫০ টাকার অনধিক হইলে—২ টাকা

মূল্য ২৫০ টাকার অধিক কিন্তু ৫০০ টাকার অনধিক হইলে—৭ টাকা

মূল্য ৫০০ টাকার অধিক কিন্তু ১০০০ টাকার অনধিক হইলে—৮ টাকা

১০০০ টাকার অতিরিক্ত ৫০০০ টাকা পর্যন্ত প্রতি ১০০০ টাকা বা তাহার অংশের জন্য··· ···৯ টাকা

৫০০০ টাকার অতিরিক্ত প্রতি ১০০০ টাকা বা তাহার অংশের জন্য······১১ টাকা।

(ii) (২)-আইটেমের পরিবর্তে নিম্নলিখিত আইটেম হইবে :—

'(২) যেক্ষেত্রে অধিকার স্বত্ব-স্বার্থের মূল্য সম্পর্কে দলিলে উল্লেখ থাকে না, সেক্ষেত্রে প্রদেয় ফিস হইবে ৫৫ টাকা।'

(বি) অনু. [বি]-এর পরিবর্তে নিম্নলিখিত অনুচ্ছেদ হইবে :—

অনুঃ '[বি]-রেজিস্ট্রেসনের জন্য যদি কোন পৃথক দলিল কোন অর্থের আদান-প্রদানের সম্পর্কে লিখিত হয়, তবে দলিলমূলে যে অর্থ আদান-প্রদান হয়, সেই অর্থকে মূল্য ধরিয়া তাহার উপর [অনু. এ'র] নিয়মানুসারে ফিস ধার্য হইবে। এই অর্থের আদান-প্রদান কোবালাবন্ধকের পণ-স্বরূপ (কনসিডারেশন) বা কোন পাট্টার খাজনা স্বরূপ বা অন্য কোন প্রকার দলিলে উল্লেখিত মূল্য স্বরূপ হইতে পারে।

অনুবিধি এই যে উক্ত অর্থের আদান-প্রদান সম্পর্কিত কোন দলিল পূর্বে নিবন্ধীকৃত হইয়া থাকিলে, উক্ত আদান-প্রদান সম্পর্কিত পৃথক দলিলের ফিস ৯ টাকার অধিক হইবে না।

দ্রষ্টব্য ঃ আইনের দৃষ্টিতে মূল্য, পণ, খাজনা একই বিষয় নহে।

(সি) অনু. [সি]-এর (iii)-আইটেমের পরিবর্তে নিম্নলিখিত আইটেম হইবে।

'(iii) কোন উইল অথবা দত্তক গ্রহণের প্রাধিকারপত্র রেজিস্ট্রেসনের জন্য বা পূর্বে নিবন্ধীকৃত কোন উইল নাকচ করিতে বা রহিত করিতে হইলে ফিস দিতে হইবে ১৮ টাকা।'

(ডি) অনুঃ [ডি] এবং [ই]-এর পরিবর্তে নিম্নলিখিত অনুচ্ছেদ হইবে :—

'অনুঃ [ডি]—ব্যক্তিগত সেবার শর্তে যে একরারনামা দলিল লিখিত হয় তাহাতে নিম্নলিখিত হারে ফিস দিতে হইবে—

বেতন ৫০০ টাকা পর্যন্ত—২ টাকা

বেতন ৫০০ টাকার অধিক হইলে—৬ টাকা।'

দ্রষ্টব্য ঃ বেতন দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক, বাৎসরিক ইত্যাদি নানা প্রকার হইতে পারে। দলিলে যেরূপ শর্তের উল্লেখ থাকিবে, সেই অনুসারে ফিস লইতে হইবে। ইহাতে অনুমান করিবার কোন অবকাশ নাই; যেমন, বেতন সাপ্তাহিক ৫০০ টাকা হইলে বা মাসিক ৫০০ টাকা হইলে ফিসের কোন তারতম্য হইবে না; উভয় ক্ষেত্রে ফিসের পরিমাণ ২ টাকা।

অনুঃ [ই] পূর্বলিখিত অনুচ্ছেদগুলিতে যে সকল দলিলের সম্বন্ধে লিখিত হয় নাই, সে সকল দলিলের জন্য ফিস লাগিবে—৭ টাকা।

(২) "অতিরিক্ত ফিস-২" শিরোনামের অন্তর্গত অনুঃ [এইচ্] ও [আই] নিম্নলিখিতভাবে প্রতিকল্পিত হইয়াছে :—

'[এইচ্] রেজিস্ট্রেসন আইনের ৩০(১) উপধারামূলে জেলা নিবন্ধক [কলিকাতার নিবন্ধক ব্যতীত] যে দলিল রেজিস্ট্রী করেন, সেই দলিলের যাহা সাধারণ ফিস হয়,

সেই পরিমাণে অতিরিক্ত ফিস অথবা অতিরিক্ত ২৮ টাকা—এই দুই এর মধ্যে যে ফিস কম হইবে তাহাই প্রদান করিতে হইবে। [এই অতিরিক্ত ফিস ছাড়াও সাধারণ ফিস যথারীতি প্রদান করিতে হইবে। জেলা নিবন্ধক জেলাস্থিত যেকোন সম্পত্তি সংক্রান্ত দলিল রেজিস্ট্রী করিতে পারেন ; ধারা ৩০, ৬৭ ইত্যাদি দেখুন]।

'[আই]—৩০ (২) উপধারামূলে কলিকাতার নিবন্ধক যদি এমন দলিল রেজিস্ট্রী করেন যে দলিলে বর্ণিত সম্পত্তির কোন অংশও তাঁহার এলাকাস্থিত নহে তাহা হইলে উক্ত দলিলের জন্য অতিরিক্ত ৫৫ টাকা ফিস দিতে হইবে ; [ইহা ছাড়া সাধারণ ফিসও যথারীতি দিতে হইবে]।

পশ্চিমবঙ্গ নিবন্ধীকরণ (অবিকল প্রতিলিপি-ফাইলকরণ সংক্রান্ত) নিয়মাবলীর (১৯৭৯), সংশোধন (১৯৮৫)

[মূল নিয়ম পুস্তকের পৃঃ ১৬৮ হইতে পৃঃ ১৭৭-এ মুদ্রিত]।

দ্রষ্টব্য ঃ পশ্চিমবঙ্গ সরকার বিচার বিভাগ প্রজ্ঞাপন নং ৪০৩২ বে., তাং ৩১.১২.১৯৮৫ দ্বারা নিম্নলিখিত সংশোধন করা হইয়াছে ;

উক্ত নিয়মাবলীতে—

(১) নিয়ম ৩-এর সহিত নিম্নলিখিত অনুবিধি যুক্ত হইবে :—

'অনুবিধি এই যে উদ্বাস্তুদিগকে শহরাঞ্চলে লীজ স্বত্বে এবং গ্রামাঞ্চলে নিষ্কর স্বত্বে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্বাস্তু ত্রাণ ও পুনর্বাসন দফতরের দ্বারা যে জমি বন্দোবস্ত করা হয়, সেই জমি হস্তান্তর সংক্রান্ত দলিল নিবন্ধীকরণের জন্য এই নিয়মে নির্দিষ্ট স্ট্যাণ্ডার্ড ফর্মের পরিবর্তে উক্ত বিভাগদ্বারা নির্দিষ্ট ফর্মে লিখিত অনুলিপিসহ দাখিল করিতে হইবে।'

(২) (৫)-নিয়মের অন্তর্ভুক্ত (১০) উপনিয়মের পর নিম্নলিখিত উপনিয়ম যুক্ত হইবে :—

'(ii) উদ্বাস্তু, ত্রাণ ও পুনর্বাসন বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, এর তরফে লীজ স্বত্বযুক্ত দলিলের সহিত যে প্রতিলিপি প্রদান করা হয় তাহা এই নিয়মের প্রয়োজনে যথাসম্ভব যুক্তিযুক্ত বিবেচিত হইবে।'

(৩) (৮)-নিয়মের অন্তর্গত (৬) উপনিয়মের পর নিম্নলিখিত উপ-নিয়ম যুক্ত করিতে হইবে :—

'(৭) পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্বাস্তু, ত্রাণ ও পুনর্বাসন বিভাগ লীজ-স্বত্বযুক্ত বা নিষ্কর স্বত্বযুক্ত দলিলের যে প্রতিলিপি প্রদান করেন, সেই প্রতিলিপির জন্য পৃথক

রেজিস্টার বহি রক্ষিত হইবে এবং সেজন্য এই নিয়মের নির্দেশাদি যথাসম্ভব পালন করিতে হইবে।'

(৪) (৯)-নিয়মের অন্তর্গত (৮)-উপনিয়মের পর নিম্নলিখিত উপনিয়ম যুক্ত হইবে :—

'(৯) পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্বাস্তু, ত্রাণ ও পুনর্বাসন বিভাগ মূল লীজ-স্বত্ব যুক্ত দলিলের সহিত যে প্রতিলিপি দাখিল করেন তাহা এই নিয়মের প্রয়োগযোগ্য নির্দেশানুসারে প্রমাণীকরণ পূর্বক ফাইল করিতে হইবে।'

এই সংশোধন পশ্চিমবঙ্গ নিবন্ধীকরণ (অবিকল প্রতিলিপি ফাইলকরণ সংক্রান্ত) নিয়মাবলী ১৯৭৯ যে সময়ে কার্যকরী হইয়াছে সেই সময় হইতে প্রচলিত আছে এরূপ বিবেচিত হইবে।

পশ্চিমবঙ্গ নিবন্ধীকরণ (দলিললেখক) নিয়মাবলী, ১৯৮২-এর সংশোধন (১৯৮৬)

মহানিবন্ধ পরিদর্শক ১৯৮৬ সালের ১৭ই ফেব্রুয়ারী তারিখের ৬৭নং প্রজ্ঞাপন দ্বারা ২৯[এ], ৮০[জি] এবং ৬৯ ধারার ক্ষমতাবলে দলিললেখক নিয়মাবলী ১৯৮২-এর নিম্নলিখিত সংশোধন করিয়াছেন।

[মূল নিয়মাবলী এই পুস্তকের পৃঃ ১৪৯ হইতে ১৬৭ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত]।

(১) ১ ডিসেম্বর ১৯৮২-এর ১০১নং প্রজ্ঞাপনে ভারতীয় নিবন্ধীকরণ আইন-এর পরিবর্তে 'নিবন্ধীকরণ আইন' হইবে।

(২) (এ) ২ নিয়মে,

(i) (এ)-ক্লজের 'ভারতীয়' পদ নিরসিত,

(ii) (ই)-ক্লজের 'ভারতীয়' পদ নিরসিত।

(বি) ৬(২) উপনিয়ম নিম্নলিখিতরূপ পড়িতে হইবে :

এই নিয়মের অধীনে লাইসেন্স প্রদান করিতে অস্বীকার করা হইলে, লাইসেন্স প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ লাইসেন্স প্রদান-সংক্রান্ত প্রত্যাখানাদেশ কারণসহ রেকর্ড করিবেন ; এবং তারিখ ও স্বাক্ষর যুক্ত করিয়া প্রত্যাখ্যাত আবেদনকারীর নামের তালিকা অফিস নোটিশ বোর্ডে ঝুলাইয়া দিবেন। যে তারিখে প্রত্যাখ্যাত নামের তালিকা প্রকাশিত হইবে সেই তারিখ প্রত্যাখ্যানাদেশ সরবরাহের তারিখরূপে বিবেচিত হইবে।

দ্রষ্টব্য ঃ ৬(২)-উপনিয়ম উক্তরূপে সংশোধিত হওয়ায় আবেদনকারীর দায়িত্ব বাড়িয়া যাইতেছে ; প্রত্যাখ্যানাদেশ জানিবার পর তিনি পরবর্তী ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারেন।

(সি) ৭-নিয়মে

(i) (২)-উপনিয়মের অন্তর্গত। 'সলিসিটর' পদের পর 'অথবা দলিলের সম্পাদনকারী বা একাধিক সম্পাদনকারীর মধ্যে যে কোন এক সম্পাদনকারী যাঁহার হস্তাক্ষর পরিষ্কার ও পাঠযোগ্য' যুক্ত করিতে হইবে।

দ্রষ্টব্য ঃ এই সংশোধনের দ্বারা দলিলের সম্পাদনকারীকে দলিল লিখিবার ক্ষমতা প্রদান করা হইয়াছে। সুতরাং, দলিলের গ্রহীতা দলিল সম্পাদন করিলে তিনিও উক্ত দলিল লিখিতে পারিবেন।

(১) ৭ নিয়মের অনুবিধি অংশে বডি কর্পোরেটের পর 'নিবন্ধীকৃত সমবায় সমিতি এবং রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাঙ্ক' যুক্ত হইবে।

(২) উক্ত অনুবিধির শেষাংশে নিম্নলিখিতরূপ যুক্ত হইবে : উক্ত ব্যাঙ্ক ও সোসাইটি রেজিস্টারিং অফিসারের নিকট অনধিক তিন ব্যক্তির নামের তালিকা প্রেরণ করিবেন যাঁহারা উক্ত সংস্থার তরফে দলিল লিখিবার জন্য প্রাধিকৃত হইয়াছেন।

(ডি) ৮-নিয়মের 'জেলা নিবন্ধকের নিকট জমা দিতে হইবে' অংশের পর যুক্ত করিতে হইবে : 'অবর-নিবন্ধক প্রয়োজনে উক্ত আবেদনপত্রে মন্তব্য করিয়া জেলা নিবন্ধকের নিকট আবেদনপত্রখানি প্রেরণ করিবেন।'

(ই) (i) ৯-নিয়মে 'সেপ্টেম্বরের' স্থলে 'নভেম্বর' পড়িতে হইবে।

(ii) ৯-নিয়মে 'অবর-নিবন্ধকের জমা দিতে হইবে' অংশের পর নিম্নলিখিত অংশ যুক্ত হইবে :

'উক্তসহ লাইসেন্স প্রাপ্ত ব্যক্তি ১নং ফর্মে একটি ঘোষণা স্বাক্ষরযুক্ত করিয়া জমা দিবেন, অবরনিবন্ধক তাঁহার মন্তব্যসহ (যদি প্রয়োজন করে) জেলা নিবন্ধকের নিকট দরখাস্তখানি প্রেরণ করিবেন।

(এফ) নিয়ম ১০-এর (১)-উপনিয়মের (i) ক্লজ নিম্নলিখিত রূপ পড়িতে হইবে :

(i) যদি অনুজ্ঞাধারী অনুজ্ঞাপত্রের কোন শর্ত পালন করিতে অসমর্থ হইয়া থাকেন অথবা লাইসেন্স রিনিউ করিবার জন্য ফিস জমাদান সংক্রান্ত নির্দেশ যাহা নিয়ম ৯-এ লিখিত আছে অমান্য করেন।

ক্লজ (iii)—নিম্নলিখিতরূপে সংশোধিত হইয়াছে :—

(iii) যদি অনুজ্ঞাধারী শারীরিক অনুপযুক্ততা বা মানসিক অপ্রকৃতিস্থতার জন্য দলিল লেখকের কাজ করিতে অক্ষম হইয়া থাকেন।

(জি) ১১-নিয়মে 'ষাট দিনের' পরিবর্তে 'ত্রিশ দিনের' হইবে।

(এইচ) ১২-নিয়মের (ই)-ক্লজে "কার্বন প্রতিলিপিতে দেয়ক প্রদানকারী পক্ষের রসীদ গ্রহণের সমর্থনে স্বাক্ষর করিতে হইবে। বিষয়টি সংযুক্ত হইল।"

(আই) ১৩-নিয়মের উপনিয়ম (iii) নিরসিত।

(জে) ১৪-নিয়মে 'ভারতীয়' শব্দ নিরসিত।

(কে) ১৫-নিয়মে 'ভারতীয়' শব্দ নিরসিত।

(এল) ১৮ নিয়মে,

(১) (i)-উপনিয়মে 'প্রণয়ন করিবেন'-এর স্থলে 'লিখিবেন' হইবে।

(২) (ii)-উপনিয়মে 'কর্পোরেট বডির' 'পরে "নিবন্ধীকৃত সমবায় সমিতি, রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্ক" যুক্ত হইবে।

(৩) (iii)-উপনিয়ম নিম্নলিখিতরূপে সংশোধিত হইয়াছে :

উকিলের মুসাবিদাকৃত দলিলে উকিলের সম্পূর্ণ নাম ও স্বাক্ষর দলিলখানির শেষ পৃষ্ঠার অন্তে থাকিবে ; আর থাকবে উক্ত উকিলের বারকাউনসিল প্রদত্ত রেজিস্ট্রেসন নম্বর যে বারকাউনসিলে তিনি যুক্ত। যদি দলিলখানি একাধিক শিট যুক্ত হইয়া থাকে, তবে উকিল প্রত্যেক শিটের উপান্তে ইনিশিয়াল করিবেন।

(এম) ২০-নিয়মের (২)-উপনিয়ম নিম্নলিখিতরূপ হইবে : এই নিয়মের কোন ব্যবস্থা কোন দলিললেখক লঙ্ঘন করিলে, জেলা নিবন্ধক উক্ত দোষী দলিললেখকের লাইসেন্স বাতিল করিতে পারেন।

(এন) ২২-নিয়মের—

(i) (১)-উপনিয়মের পর নিম্নলিখিত উপনিয়ম সংযুক্ত হইবে :

"[১ এ] যে রেজিস্টারিং অথরিটির অধীনে ও তত্ত্বাবধানে কোন দলিললেখক কাজ করেন সেই রেজিস্টারিং অথরিটি উক্ত দলিললেখকের লাইসেন্স সাময়িক বাতিল উদ্দেশ্যে জেলা-নিবন্ধকের নিকট—উক্ত দলিললেখক এই রুলের কোন্ কোন্ ব্যবস্থা লঙ্ঘন করিয়াছেন সেই বিবরণ সহ লিখিতে পারেন এবং লাইসেন্স সাসপেণ্ড করিবার জন্য রেকমেণ্ড করিতে পারেন। উক্ত অবর-নিবন্ধকের মন্তব্য (রেকমেনডেশন) যথাযথ বিবেচনা করিয়া যদি জেলা নিবন্ধক এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে অনুজ্ঞাধারীর (লাইসেন্সী) আপাত দোষী, তবে তিনি অবর-নিবন্ধকের নিকট হইতে রিপোর্ট লাভ করিবার তারিখ হইতে এক মাসের মধ্যে (২)-উপনিয়মের বিধানানুসারে বিষয়টির নিষ্পত্তি করিবেন।

(ii) (৩)-উপনিয়মের 'ষাট দিনের' পরিবর্তে 'ত্রিশ দিন' বিবেচনা করিতে হইবে।

(ও) ২৪-নিয়মের পর নিম্নলিখিত নিয়ম যুক্ত হইবে :—

নিয়ম ২৪ [এ] ঃ বিশেষ-বিশেষ ক্ষেত্রে অনুজ্ঞাপত্র সাময়িক বাতিল (সাসপেনসন), রহিত ও / বা প্রত্যাহার—

(১) এই নিয়মাবলীতে অন্য প্রকার লিখিত থাকিলেও, মহা-নিবন্ধ পরিদর্শক, পশ্চিমবঙ্গ স্বেচ্ছায় বা অন্য কারণহেতু লাইসেন্স প্রদান সংক্রান্ত রেকর্ডপত্র তলব করিতে পারেন এবং যদি তাঁহার নিকট ইহা প্রতীয়মান হয় যে এই নিয়মাবলী লঙ্ঘন করিয়া অনুজ্ঞাপত্র প্রদান করা হইয়াছে অথবা যদি তাঁহার নিকট প্রতীয়মান হয় যে লাইসেন্স প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ লাইসেন্স প্রদান করিতে পক্ষপাতিত্ব করিয়াছেন বা প্রভাবান্বিত হইয়াছেন তবে তিনি লিখিত কারণ দর্শাইয়া লাইসেন্স সম্পর্কে সাময়িক বাতিল, রহিত ও/বা প্রত্যাহার সহ যে কোন প্রকার যথোপযুক্ত আদেশ প্রদান করিতে পারেন।

অনুবিধি এই যে, যে বা যেসকল ব্যক্তি উক্ত আদেশের দ্বারা বিঘ্নিত হইবেন তাঁহাদের বক্তব্য না শুনিয়া এবং লাইসেন্স প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের এই বিষয়ে রিপোর্ট না পাইয়া উক্ত আদেশ প্রদান করা যাইবে না।

দ্রষ্টব্য ঃ জেলা-নিবন্ধক লাইসেন্স প্রদান করেন; মহা-নিবন্ধ পরিদর্শক প্রয়োজনে এ সম্পর্কে অনুসন্ধান করিয়া ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারেন; তবে ইহা করিতে প্রথমে তিনি বিঘ্নিত ব্যক্তিদিগের বক্তব্য শুনিবেন; জেলা-নিবন্ধকের রিপোর্ট বিবেচনা করিবেন; তাহার পর কারণ দর্শাইয়া লিখিত ভাবে সিদ্ধান্ত লইবেন। জেলা-নিবন্ধকের কর্মপদ্ধতি ত্রুটি মুক্ত করিবার উদ্দেশ্যে নিয়ম ২৪ [এ]-যুক্ত হইয়াছে। মহা-নিবন্ধ পরিদর্শকের সিদ্ধান্তে জেলা-নিবন্ধক পক্ষপাতদুষ্ট হইলে, জেলা-নিবন্ধকের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইবে কিনা নিয়মে তাহা বলা নাই। বিষয়টি প্রশাসনিক এবং মহা-নিবন্ধ পরিদর্শক তাহা স্থির করিবেন।

(২) এই বিষয়ে মহা-নিবন্ধ পরিদর্শক যে আদেশ দান করিবেন তাহা চূড়ান্ত বিবেচিত হইবে।

দ্রষ্টব্য ঃ তবে আহত ব্যক্তি হাইকোর্টে মহা-নিবন্ধ পরিদর্শকের আদেশের বিরুদ্ধে রিট পিটিশন করিতে পারেন।

(পি) ২৬-নিয়মের শেষে নিম্নলিখিত অংশটি যুক্ত হইবে :

উপরে বর্ণিত সর্বপ্রকার ফিস ট্রেজারী চালান, ডাকযোগে বা ব্যাঙ্ক ড্রাফটে জেলা-নিবন্ধকের নিকট জমা দিতে হইবে; কোন কারণে ফিস নগদে গ্রহণ করা হইবে না।

(কিউ) ২৭-নিয়মে

(i) 'দেয়ক সারনি'র পর 'দলিল লিখিবার জন্য এবং ঐ সংক্রান্ত অন্যান্য কাজ করিবার জন্য' অংশটি যুক্ত করিতে হইবে।

(ii)

(আর) 'পরিশিষ্ট' শব্দ ফরম-১ এব পূর্বে লিখিত থাকিবে।

(এস) (১) ফরম-১ হইতে 'ভাবতীয়' শব্দ নিরসিত।

(২) ১০-নং আইটেমেব পব নিম্নলিখিত অংশ যুক্ত হইবে।

'আবেদনকারীর ঘোষণা :—

পিতা... ... ... গ্রাম ... ... থানা ... ... ইত্যাদি আমি শ্রী... ... ... এতদ্বাবা যথাবিধি শপথ করিতেছি যে উপরে বর্ণিত বিষয়গুলি সত্য এবং আমি কোন লাভজনক কাজে নিযুক্ত নই।'

[২ রুজ (২)-এর অন্তর্গত (ও)-আইটেমেব সংশোধন এই রুল প্রচলিত হইবার তারিখ হইতে প্রচলিত আছে একপ বিবেচিত হইবে]।

———

পরিশিষ্ট

পশ্চিমবংগ সমবায় সমিতি আইন, ১৯৭৩

পশ্চিমবংগ সমবায় সমিতি আইন, ১৯৭৩-এর দুই-একটি ধারা ও আনুষংগিক নিয়মাবলী লইয়া ইতিপূর্বে (পৃঃ ৩৪৬-৩৪৭) সামান্য আলোচনা করা হইয়াছে। নিম্নে আরও দুইটি ধারা সম্পর্কে আলোচনা করা হইল :—

সমবায় সমিতি আইনের ৭২ ধারায় নির্দেশ প্রদান করা আছে যে সমবায় সমিতির কোন সদস্য তাঁহার ভূমির স্বত্ব—যাহা তিনি সমিতির নিকট হইতে লাভ করিয়াছেন—উক্ত সমিতিকে ভিন্ন অপর কাহারো অনুকূলে হস্তান্তর করিতে পারিবেন না। তবে, সমিতির বাই-ল-এর বিধানানুসারে এবং সমিতির অনুমোদনক্রমে, উক্ত সদস্য উক্ত সমিতির অপর সদস্যের অনুকূলে হস্তান্তর করিতে পারেন।

৭২ ধারার এই বিধান সমবায় সমিতি আইন বা প্রচলিত অন্য কোন আইনের সকল প্রকার বিধানকে উপেক্ষা করিয়া বলবৎ থাকিবে।

সমবায় সমিতি আইন, ১৯৭৩-এর ১১৮ ধারায় এই মর্মে নির্দেশ আছে যে রেজিস্ট্রেসন আইন, ১৯০৮-এ অন্য প্রকার কোন নির্দেশ থাকিলেও, কো-অপারেটিভ ল্যাণ্ড ডেভেলপমেণ্ট ব্যাঙ্ক, সেণ্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক, প্রাইমারী কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি, সেণ্ট্রাল কো-অপারেটিভ ল্যাণ্ড ডেভেলপমেণ্ট ব্যাঙ্ক, অ্যাপেক্স হাউসিং সোসাইটি অথবা অপর কোন শ্রেণীর কো-অপারেটিভ সোসাইটির কোন অফিসার বা ট্রাস্টীকে স্বয়ং বা এজেণ্ট দ্বারা কোন দলিল রেজিস্ট্রেসনের জন্য ৫৮ ধারামতে স্বাক্ষর করিবার জন্য রেজিস্ট্রেসন অফিসে হাজির হইতে হইবে না, যদিও উক্ত ট্রাস্টী বা অফিসার অফিসিয়াল ক্ষমতাবলে উক্ত দলিলখানি সম্পাদন করিয়াছেন।

উক্তরূপ দলিল দাখিল হইলে রেজিস্টারিং অফিসার প্রয়োজন বোধ করিলে উক্ত ট্রাস্টী বা অফিসারের নিকট প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহের জন্য জানাইতে পারেন এবং সম্পাদন সম্পর্কে সন্তুষ্ট হইয়া তিনি দলিলখানি নিবন্ধীকরণের ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন।

পশ্চিমবংগ ভূমিসংস্কার আইন
সংশোধন—১৯৮১

পশ্চিমবংগ ভূমি সংস্কার (সংশোধন-১৯৮১) রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ করে ১৯৮৬ সালের মার্চ মাসে। এই সংশোধন দলিল নিবন্ধীকরণ বিষয়ে অনেকখানি পরিবর্তন সাধন করিয়াছে।

ভূমি ও রায়ত শব্দের ব্যাখ্যা : ২(৭) ও ২(১০) ধারায় ভূমি ও রায়তের বর্ণনা আছে।

ভূমি অর্থে যে কোন প্রকার ভূমি বুঝিতে হইবে। কেবলমাত্র কৃষিকার্যে ব্যবহৃত ভূমি নহে ; ভূমি অর্থে ঘর-বাড়ি, পুকুর, মিল, ফ্যাক্টরী, চা বাগান, মাছ চাষের আবাদ, ফেরি, টোল, হাট, বাজার, ভূমি হইতে উদ্ভূত স্বার্থ-স্বত্ব, স্থায়ীভাবে ভূমিতে গ্রথিত সকল প্রকার জিনিস ভূমির অন্তর্গত।

রায়ত অর্থে এমন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান বুঝিতে হইবে যে যে কোন কাজের উদ্দেশ্যে ভূমি হোল্ড করে ; কেবলমাত্র কৃষি উদ্দেশ্যে নহে।

৩[এ] ধারায় নির্দেশিত হইয়াছে যে অকৃষি প্রজা ও কোরফা-প্রজার অকৃষি প্রজা-স্বত্ব আইন ১৯৪৯-এর অধীনস্থ অধিকারাদি রাজ্য সরকারে ন্যস্ত হইবে। উপরিউক্ত পরিবর্তন হইতে এই সিদ্ধান্তে আসা যাইতে পাবে যে ভূমি সংস্কার আইনের ৫-ধারায় ও ১৪ ধারায় যে নোটিশ প্রদানের বিধান আছে তাহা সর্বপ্রকার ভূমি ও বাড়ির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। সুতরাং, অকৃষি প্রজাস্বত্ব আইনের ২৩ ধারার অধীনে পৃথক নোটিশ প্রদান না করিয়া ভূমি সংস্কার আইনের ৫-ধারার অধীনে নোটিশ প্রদান করিতে হইবে। ইহা সর্বপ্রকার ভূমি হস্তান্তরের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

ভূমি সংস্কার আইন (১৯৮১-সংশোধনে) **৪[ই] ধারা** যুক্ত করিয়া কয়েকটি ক্ষেত্রে দলিল নিবন্ধীকরণে নিষেধ আরোপ করা হইয়াছে। এই ধারায় নির্দেশ আছে, আরবান ল্যাণ্ড (সি. ও রে.) আইনের ব্যাখ্যা অনুসারে যে সকল অঞ্চল আরবান অ্যাগ্লো-মারেশনের অন্তর্গত সেই সকল অঞ্চলস্থ কৃষি ও বাগান ভূমি হস্তান্তরের পূর্বে কালেক্টরের লিখিত অনুমতি লইতে হইবে। লিখিত অনুমতি দাখিল করিতে না পারিলে রেজিস্টারিং অফিসার দলিল রেজিষ্ট্রী করিতে পারিবেন না। কালেকটর অনুমতি সংক্রান্ত আবেদনপত্র লাভের পর ষাট দিনের মধ্যে সিদ্ধান্ত জানাইতে বাধ্য থাকিবেন। ষাট দিনের মধ্যে সিদ্ধান্ত না জানাইলে, রায়ত হস্তান্তর সংক্রান্ত দলিল রেজিস্ট্রির জন্য দাখিল করিতে পারিবেন এবং রেজিস্টারিং অফিসার উক্ত দলিল রেজিস্ট্রেসনের জন্য গ্রহণ করিবেন। এ বিষয়ে রেজিস্টারিং অফিসার সাক্ষ্য প্রমাণাদি লইয়া সন্তুষ্ট হইয়া কার্য করিবেন। সাক্ষ্য প্রমাণাদি সম্পর্কে দলিলে স্বাক্ষর দ্বারা নোট রাখিতে হইবে। যে সকল সাক্ষ্য প্রমাণ লওয়া হইবে সে সংক্রান্ত নথিপত্র বা অনুলিপি অফিসে ফাইল করা থাকিবে।

ভূমি সংস্কার (সংশোধন '৮১) আইন দ্বারা **৫ ধারায়** কয়েকটি নূতন শর্ত যুক্ত করা হইয়াছে যেগুলি দলিল প্রস্তুত করিতে ও নিবন্ধীকরণে অবশ্য প্রয়োজনীয়। প্রত্যেক হস্তান্তরে সম্পত্তির বিক্রয়মূল্য দিতে হইবে। যে উদ্দেশ্যে ক্রেতা বা গ্রহীতা সম্পত্তি ব্যবহার করিবে তাহা নিদর্শনপত্রে লিখিতে হইবে। গ্রহীতা যে উদ্দেশ্যে ভূমি ব্যবহার করিবে তাহা যেন উক্ত ভূমি যে উদ্দেশ্যে স্থিরীকৃত হইয়াছিল বা ব্যবহার হইতেছিল তাহা হইতে পৃথক না হয়। সুতরাং, রেজিস্টারিং অফিসারকে নথিপত্র তলব করিয়া পরীক্ষা

করিতে হইবে ভূমির ব্যবহারের রূপান্তর হইতেছে কিনা তাহা বুঝিবার জন্য। এই ব্যাপারে দলিলে ঘোষণা থাকা যুক্তিযুক্ত। দাতার সহিত ক্রেতারও দলিল সম্পাদন করা জরুরী হইতেছে অনুমিত হয়।

১৪ ধারায় কৃষি ও অকৃষি ভূমি, বাড়ি ইত্যাদির বণ্টননামায় নোটিশ দিতে হইবে; মিউনিসিপ্যাল ও পঞ্চায়েত এলাকার জন্য পৃথক কোন ব্যবস্থা আর রহিল না। কৃষি ও অকৃষি ভূমির পার্থক্য থাকিতেছে না।

ভূমি সংস্কার আইন পশ্চিমবংগের সর্বত্র প্রযোজ্য, কেবলমাত্র কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল করপোরেশন আইনের সিডিউল-১ এ যে সকল অঞ্চলের উল্লেখ আছে, সেই সকল অঞ্চল এই আইনের আওতার বাহিরে। তবে, যাদবপুর, সাউথ সাবারবান বা গার্ডেনরিচ মিউনিসিপ্যালিটি ভূমিসংস্কার আইনের অন্তর্গত। পশ্চিমবংগ সরকার সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল আইনের সিডিউল ১-এর অন্তর্গত এলাকা ক্রমে ক্রমে ভূমি সংস্কার আইনের অধীনে আনিতে পারিবে।

নিবন্ধীকরণ নিয়মাবলীর সংশোধন

মহানিবন্ধ পরিদর্শক, পশ্চিমবংগ, ১৯।১১।৮৪ তারিখের প্রজ্ঞাপন দ্বারা নিবন্ধীকরণ নিয়মাবলী, ১৯৬২-এর ৪৯ নিয়মের অধীনস্থ (৬) উপনিয়মের পর নিম্নলিখিত (৭) উপনিয়ম যুক্ত করিয়াছেন নিম্নলিখিত প্রকারে।

(৭) ইতিপূর্বে অন্য কোন প্রকার উল্লেখিত হইলেও, রেজিস্টারিং অফিসার কোন দলিল নিবন্ধীকরণের সময়ে টিপের বহিতে (ফরম নং ৪, অ্যাপেনডিকস্-১, রেজিস্ট্রেসন নিয়মাবলী ১৯৬২) তাঁহার পরিচিত ব্যক্তি ও বা সনাক্তকারী ব্যক্তির স্বাক্ষর গ্রহণ করিবেন। অবশ্য, লিখনক্ষম যে সকল সম্পাদনকারী শারীরিক কারণে স্বাক্ষর করিতে পারেন না, তাঁহাদের ক্ষেত্রে (১) উপনিয়মের অন্তর্গত অনুবিধির বিধানানুসারে কার্য করিতে হইবে [কলিকাতা গেজেট ১৩।৮।১৯৮৬. পৃঃ ১০১৯]।

আয়কর আইন—১৯৮৬ (সংশোধন)

ফিন্যানস আইন, ১৯৮৬ দ্বারা আয়কর আইন, ১৯৬১-তে একটি নূতন অধ্যায়—অধ্যায় [২০ সি]—সংযুক্ত করা হইয়াছে। এই অধ্যায়ে ২৬৯ [ইউ] ধারা হইতে ২৬৯ [ইউ ও] ধারা সংযুক্ত করা হইয়াছে। সংযোজিত অধ্যায়ের ব্যবস্থাদি ১লা অক্টোবর ১৯৮৬ হইতে দেশে কার্যকরী হইয়াছে।

প্রথম পর্যায়ে এই বিধান কলিকাতা, বোম্বাই, দিল্লী, মাদ্রাজ এই চারিটি মেট্রোপলিটান শহরে প্রচলিত হইল। দশ লক্ষ টাকা বা ততোধিক টাকার ট্রানজাকশানের ক্ষেত্রে এই

বিধান প্রযুক্ত। ট্রানজাকশান স্থাবর সম্পত্তি সংক্রান্ত হইতে হইবে। হস্তান্তরের অন্ততঃ তিন মাস পূর্বে পক্ষদ্বয়ের মধ্যে নির্ধারিত ফরমে একটি চুক্তি করিতে হইবে; কেন্দ্রীয় সরকার দ্বারা নির্দেশিত উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট উক্ত পক্ষদ্বয় উক্ত চুক্তি সংক্রান্ত স্টেটমেণ্ট হস্তান্তরের প্রস্তাবিত দিন হইতে তিনমাস পূর্বে জমা দিতে বাধ্য থাকিবেন। স্টেটমেণ্ট প্রাপ্ত হইয়া কর্তৃপক্ষ লিখিতভাবে সিদ্ধান্ত লইতে পারেন যে উক্ত সম্পত্তি আপাত পণের (অ্যাপারেনট কনসিডারেশন) বিনিময়ে কেন্দ্রীয় সরকার গ্রহণ করিতে পারেন। স্টেটমেণ্ট যে মাসে জমা দেওয়া হইয়াছে সেই মাসের শেষদিন হইতে দুইমাসের মধ্যে উক্ত উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ উক্ত প্রকার লিখিত আদেশ প্রদান করিতে বাধ্য। আদেশ প্রদানেব তাবিখ হইতে সম্পত্তি কেন্দ্রীয় সবকাবে বর্তাইবে। এবং সম্পত্তির দখলকারী নোটিশ লাভেব তারিখ হইতে ১৫ দিনের মধ্যে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষেব নিকট সম্পূর্ণ দায়হীন অবস্থায় উক্ত সম্পত্তির দখল ত্যাগ করিতে বাধ্য থাকিবেন। যে মাসে সম্পত্তি কেন্দ্রীয় সবকাবে বর্তাইবে সেই মাসেব শেষদিন হইতে এক মাসের মধ্যে দাতাকে কেন্দ্রীয় সরকার ক্রয়মূল্য প্রদান করিতে বাধ্য থাকিবেন। উক্ত সময়ের মধ্যে পণের টাকা প্রদান করিতে না পারিলে কেন্দ্রীয় সরকার উক্ত সম্পত্তি ক্রয়েব অধিকার হইতে বঞ্চিত হইবে এবং সম্পত্তিব স্বত্ব-দখল মালিকে পুনবায় বর্তাইবে।

আয়কব আইনে **অ্যাপারেন্ট কনসিডারেশনের** ব্যাখা আছে: (১) বিক্রয়ের ক্ষেত্রে দলিলে বর্ণিত পণের টাকা (কনসিডাবেশন), (২) বিনিময়ের ক্ষেত্রে **বাজার মূল্য (মারকেট ভ্যালু**) ধরিতে হইবে, (৩) লীজের ক্ষেত্রে, প্রিমিয়াম যুক্ত/অথবা সামগ্রিক খাজনা (রেনটাল) যুক্ত সেবাজনিত মূল্য।

কোন রেজিস্টারিং অফিসার উক্তপ্রকার হস্তান্তব সংক্রান্ত কোন দলিল রেজিস্ট্রেসন করিবেন না, যদি না উক্ত দলিলেব সহিত দাতা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের দ্বারা 'প্রদত্ত আপত্তি নাই' (নো অবজেকশন) সার্টিফিকেট দাখিল করেন।

সংযোজিত অধ্যায়েব বিধান লংঘন করিলে সর্বোচ্চ দুই বৎসর পর্যন্ত সশ্রম কারাদণ্ড ও জরিমানা হইতে পারিবে।

সংযোজিত অধ্যায়ের বিধান অবশ্য **স্বাভাবিক স্নেহ-ভালোবাসার** কারণে কোন **আত্মীয়ের** অনুকূলে হস্তান্তব করিলে প্রযুক্ত হইবে না। আত্মীয় শব্দ বলিতে আয়কর আইনে যেমন ব্যাখ্যা করা আছে সেইরূপ আত্মীয় বুঝিতে হইবে।

দ্রষ্টব্য: প্রথম স্তরে পশ্চিমবংগের কলিকাতা, হাওড়া, ২৪ পরগণা (উত্তর ও দক্ষিণ) হুগলী ও নদীয়া জেলার অংশবিশেষ সংযোজিত বিধানের আওতাভুক্ত হইল। উক্ত জেলাস্থ যে সকল অ্যাগ্লোমারেশন এরিয়া মেট্রোপলিটান শহরের অন্তর্ভুক্ত করা আছে কেবলমাত্র সেই অঞ্চলের জন্য এই বিধান প্রযোজ্য।

কালোটাকার লেনদেন বন্ধ করিবার উদ্দেশ্যে এই ব্যবস্থা ; সেজন্য নির্ধারিত ফর্মে স্টেটমেণ্ট করিতে হইবে। এই ফতোয়া জারি করায় জনসাধারণের হয়রানি বাড়িবে মনে হয়। সরকার সম্পূর্ণ নির্দায় অবস্থায় সম্পত্তি গ্রহণ করিবে ; মনে হয় দায়াবদ্ধ হস্তান্তরে সরকার হস্তক্ষেপ করিতে পারিবে না। লক্ষণীয় সরকারী অধিগ্রহণের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কোন আপীল করিবার ব্যবস্থা নাই। তবে, হাইকোর্টে রিট পিটিশনের বাধা নাই অনুমিত হয়।

আত্মীয় (রিলেটিভ) আয়কর আইনের ২ [৪২ এ] ধারায় ব্যাখ্যা প্রদান করা আছে : কোন ব্যক্তির সম্পর্কে তাঁহার স্বামী, স্ত্রী, ভাই, ভগ্নী, বা একবংশ সম্ভূত অপর কোন ব্যক্তি বুঝিতে হইবে। এই ব্যাখ্যা অসংবিধানিক নহে [কৃষক ব্যাংক বা আই টি ও (১৯৭৩) ৯১ আই টি আর ৩১৩ (কেরালা)]

নিবন্ধীকরণ আইন (পশ্চিমবঙ্গ সংশোধন) ১৯৮৬
পশ্চিমবঙ্গ আইন—২৬, ১৯৮৬ ;
(কলিকাতা গেজেট, ১৫ই জানুয়ারী, ১৯৮৭)

মূল আইনের পার্ট ১৩ [বি]-এর পর নিম্নলিখিত অংশ যুক্ত হইবে।

অংশ ১৩ [বি বি]—কপি রাইটার সম্পর্কে"

ধাঃ ৮০ [জি জি]—কপিরাইটার সম্পর্কে মহানিবন্ধ পরিদর্শকের ক্ষমতা—রেজিস্ট্রেশন আইনের বিধানানুসারে মহানিবন্ধ পবিদর্শক কপিরাইটারদিগের লাইসেন্স প্রদান সম্পর্কে, লাইসেন্স বাতিল সম্পর্কে, লাইসেন্স প্রদানের শর্তাদি সম্পর্কে, লাইসেন্স প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ সম্পর্কে এবং অন্যান্য আনুষংগিক রেজিস্ট্রেশনের জন্য দলিল নকল সংক্রান্ত বিষয় সম্পর্কে রুল প্রনয়ণ করিতে পারিবেন যাহা অতীত বা ভবিষ্যতের জন্য প্রযুক্ত হইতে পারিবে।

দ্রষ্টব্য ঃ মহানিবন্ধ পরিদর্শক কপিরাইটার সম্পর্কে রুল প্রনয়ণ করিবেন ; আইনে বলা হইতেছে যে এই রুলের বিধান অতীত হইতে (রিট্রসপেকটিভলি) কার্যকরী হইতে পারিবে। এই বিধানে অসংগতি আছে মনে হয়। কেননা, আইনে নির্দেশ আছে সরকারী ঘোষণাপত্রে প্রকাশিত হইবার পর রুল কার্যকরী হইবে। রিট্রসপেকটিভ ব্যবহার সম্পর্কে ম্যাক্সওয়েল-এর ইনটারপ্রিটেশন অব ষ্ট্যাটিউটস পুস্তকের আলোচনা দেখিতে অনুবোধ করা যাইতেছে।

ভিজিট কমিশন সংক্রান্ত সংশোধিত ফিস-তালিকা

১৯৮৭ সালের ১লা জানুয়ারী হইতে ভিজিট-কমিশন বিষয়ে নিম্নলিখিত সংশোধিত ফিস প্রবর্তন করা হইয়াছে।

আর্টিকেল [জে] ক্লজ (২) নিম্নলিখিত সংশোধন করা হইয়াছে। (i) 'ত্রিশ পয়সা প্রতি কিলোমিটার' এর স্থলে 'পঞ্চাশ পয়সা প্রতি কিলোমিটার' পড়িতে হইবে।

(ii) 'সাত পয়সা প্রতি কিলোমিটার' এর স্থলে 'পনর পয়সা প্রতিকিলোমিটার' পড়িতে হইবে।

(iii) বর্তমানে যে অনুবিধি আছে তাহার পরে নিম্নলিখিত অতিরিক্ত অনুবিধি সংযুক্ত করিতে হইবে ঃ

অতিরিক্ত অনুবিধি এই যে রেজিস্টারিং অফিসারের সহিত পিওন পৃথক গাড়িতে ভ্রমণ করিলে, প্রকৃত গাড়িভাড়া পিওন পৃথকভাবে পাইবার অধিকারী। কিন্তু অফিসার য গাড়ি ভাড়া করেন তাহাতে পিওন ভ্রমণ করিলে পৃথক ভাড়া পাইবেন না।

[নোটিফিকেশন নং ৭১১—রেজি. তাং ১২ই মে, ১৯৮৭]

সংশোধিত ষ্ট্যাম্প মাশুল (১৯৮৭)

পশ্চিমবংগ আইনসভা ৮নং বিলদ্বারা (১৯৮৭) কয়েকটি আর্টিকেলের সংশোধন করিয়াছে। এই বিল রাষ্ট্রপতির সম্মতির অপেক্ষায়। আইনে পরিণত হইবার পর কোন্ তারিখ হইতে প্রস্তাবিত মাশুল কার্যকরী হইবে তাহা রাজ্যসরকার সরকারী ঘোষপত্রে প্রজ্ঞাপনের দ্বারা ঘোষণা করিবে।

১। ধারা ৩ [এ এ] নিরসিত হইল।

২। সিডিউল ১ [এ]-এর নিম্নলিখিত আর্টিকেলগুলিতে মাশুল সংশোধন করা হইয়াছে।

আ. ২ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বণ্ড (সরকারী সেভিংস ব্যাঙ্ক আইন, ধারা ৬, অথবা ভারতীয় উত্তরাধিকার আইন, ১৯২৫-এর ধারা ২৯১, ৩৭৫ অথবা ৩৭৬ এর বিধানানুসারে প্রদত্ত বণ্ড সহ)

(এ) টাকার পরিমাণ ১০০০ টাকার অনধিক হইলে—আর্টিকেল নং ১৫ বণ্ডের ন্যায় মাশুল প্রদেয়।

(বি) অন্যান্য ক্ষেত্রে— ৫০ টাকা।

আ. ৪ অ্যাফিডেভিট— ১০ টাকা।

আ. ৫ একরারনামা বা একরারনামার মেমোরানডাম

(এ)
(বি)
(সি) } অপরিবর্তিত।

(ডি) ১০ টাকা।

আ. ৭ নিয়োগপত্র— ৫০ টাকা।

আ. ১২ অ্যাওয়ার্ড

(এ) ১০০০ টাকার অনধিক হইলে — আর্টিকেল ১৫ অনুসারে বণ্ডের ন্যায় মাশুল প্রদেয়।

(বি) ১০০০ টাকার অধিক
৫০০০ টাকার অনধিক হইলে — ৫০ টাকা
৫০০০ টাকার অধিক প্রতি ১০০০ টাকা
বা উহার অংশের জন্য —— এক টাকা করিয়া মাশুল প্রদেয়; তবে সর্বোচ্চ ১০০ টাকার অধিক মাশুল লওয়া যাইবে না।

আ. ১৫ বণ্ড

টাকার পরিমাণ বা মূল্য ৫০ টাকার অনধিক হইলে							—	২ টা.
৫০ টাকার অধিক, কিন্তু				১০০ টাকার অনধিক হইলে			—	৪ টা.
১০০	,,	,,	,,	২০০	,,	,,	,, —	৮ টা.
২০০	,,	,,	,,	৩০০	,,	,,	,, —	১২ টা.
৩০০	,,	,,	,,	৪০০	,,	,,	,, —	১৬ টা.
৪০০	,,	,,	,,	৫০০	,,	,,	,, —	২০ টা.
৫০০	,,	,,	,,	৬০০	,,	,,	,, —	২৪ টা.
৬০০	,,	,,	,,	৭০০	,,	,,	,, —	২৮ টা.
৭০০	,,	,,	,,	৮০০	,,	,,	,, —	৩২ টা.
৮০০	,,	,,	,,	৯০০	,,	,,	,, —	৩৬ টা.

টাকার পরিমাণ বা মূল্য ৯০০ টাকাব অধিক কিন্তু ১০০০ অনধিক হইলে—৪০ টা.

১০০০ টাকার অতিরিক্ত প্রতি ৫০০ টাকা বা ইহাব অংশের জন্য—২০ টাকা।

আ. ১৬. বটমরী বণ্ড—বণ্ড (১৫) এর ন্যায় মাশুল প্রদেয়।

দ্রষ্টব্য ঃ লক্ষণীয় ১৯৮৭-এর সংশোধন প্রচলিত হইলে বণ্ড (১৫) এবং বটমরী বণ্ড (১৬)-এর মধ্যে মাশুলের কোন প্রকার পার্থক্য রহিবে না।

আ. ১৯. সার্টিফিকেট বা অন্য ডকুমেণ্ট

(এ) ৬০ পয়সা

(বি) অপরিবর্তিত।

আ. ২৩. কনভেয়ান্‌স্

দলিলে উল্লেখিত পণের পরিমান বা মূল্য ১০ টা. প্রতি একশত বা উহার অংশের জন্য। ১০০০ টাকার অনধিক হইলে—

... ১০০০ টাকার অধিক কিন্তু ৫০, ০০০ টাকার অনধিক হইলে ,, ,, ,, ৫০ টা. প্রতি পাঁচশতের জন্য বা উহার অংশের জন্য।

দ্রষ্টব্য ঃ লক্ষণীয়, ১০০০ টাকা পণ হইলে মাশুল প্রদেয় শুধুমাত্র শতকরা দশটাকা নহে; ১০০ টাকার অধিক কিন্তু ২০০ টাকার অনধিক পর্যন্ত মাশুল প্রদেয় ২০ টাকা; অর্থাৎ, পণ ১০১, ১০৫, ১১০, ১২২ ইত্যাদি হইলে মাশুল দিতে হইবে ২০ টাকা।

•• তেমনি পণ ১০০০ টাকার অধিক হইলে, প্রতি পাঁচশত বা ইহার অংশের জন্য ৫০ টাকা মাশুল প্রদেয়। অর্থাৎ, ১০০০ টাকার মাশুল ১০০ টাকা; ১১০১ টাকা, ১১০২,

১১৯৯,—১৫০০ টাকার মাশুল ১৫০ টাকা ; আবার ২০০০ টাকাব মাশুল ২০০ টাকা ; ২০০১ হইতে ২৫০০ টাকার মাশুল ২৫০ টাকা।

পণের পরিমাণ বা মূল্য ৫০,০০০ টাকার অধিক কিন্তু ১০০০০০ (এক লক্ষ) টাকার অনধিক হইলে ,, ,,	পাঁচহাজার টাকা এবং ৫০,০০০ টাকার অতিরিক্ত প্রতি ৫০০ টাকা বা ইহার অংশের জন্য ৬০ টাকা মাশুল প্রদেয়।
পণের পরিমাণ মূল্য—১০০০০০ টাকার অধিক কিন্তু ২,০০,০০০ টাকার অনধিক হইলে—	এগার হাজার টাকা এবং ১,০০,০০০ লক্ষ টাকার অতিরিক্ত প্রতি ৫০০ টাকা বা উহার অংশের জন্য ৭০ টাকা মাশুল প্রদেয়।
পণের পরিমাণ বা মূল্য ২,০০,০০০ টাকার অধিক হইলে—	পঁচিশ হাজার টাকা এবং ২,০০,০০০ লক্ষ টাকার অতিরিক্ত প্রতি ৫০০ টাকা বা উহার অংশর জন্য ৮০ টাকা মাশুল প্রদেয়।

দ্রষ্টব্য : যদিও বেশ কয়েক বৎসর পর সিডিউলের ব্যাপক সংশোধন করা হইয়াছে, তথাপি অনুচ্ছেদগুলিতে মাশুলের হার তুলনামূলক ভাবে অধিকতর বৃদ্ধি করা হইয়াছে। তবে, কেন পূর্বের পদ্ধতি পরিত্যাগ করিয়া শতকরা পদ্ধতিতে মাশুল ধার্যের ব্যবস্থা করা হইল, সেবিষয়ে আলোচনা করিবার প্রয়োজন আছে।

আমরা জানি, ষ্ট্যাম্প শুল্ক প্রদান হইতে কিছু পরিমাণে সুবিধা লইবার জন্য যেখানে একখানি দলিল করিলে চলে, সেখানে একাধিক দলিল করা হয়। ইহাতে যেমন দলিলের সংখ্যা বাড়ে, তেমনি সরকারের রাজস্বও কম আদায় হয়। উভয় অবস্থাই অসুবিধা-জনক। অবশ্য ২৮ ধারায় একটি সম্পত্তি একাধিক দলিলে কিনিবার বিধান আছে।

আইনের এই সুযোগ লইয়া ষ্ট্যাম্প মাশুল কম প্রদান করিবার প্রবণতা দৃষ্ট হয়। অনেকে বলিয়াছিলেন, ২৮ ধারার অবলুপ্তি ঘটাইলে মুশকিল আসান হইবে। কিন্তু ২৮ ধারার প্রয়োজন আছে ; মানুষ বেশি টাকায় সম্পত্তি ক্রয় করিলে একাধিক দলিলে যদি সম্পত্তিটি অংশ অংশ খরিদ করা হয় তবে পরবর্তীকালে ক্রেতা প্রয়োজন হইলে একাধিক দলিল পৃথক পৃথক ভাবে বন্ধক রাখিয়া ঋণ করিতে পারেন। সুতরাং স্থির করা হয়,

শতকরা হিসাবে মাশুল গ্রহণ করা হইলে, খণ্ড-খণ্ড করিয়া দলিল করিলেও মাশুল যথাযথ আদায় হইবে। কিন্তু শতকরা হার যেহেতু ক্রমবর্ধিষ্ণু (প্রগ্রেসিভ) নহে, সেহেতু শতকরা হিসাবে হইলেও আবার স্লাবের প্রবর্তন করা হইয়াছে এবং শতকরা হার ধাপে ধাপে বাড়ান হইয়াছে। ফলে, খণ্ড-খণ্ড করিবার প্রবণতা থাকিয়া যাইতেছে। দ্বিতীয়ত, ৫০০ বা উপর অংশের জন্য মাশুল পরিবর্তনের নির্দেশ থাকায় ১০০১ টাকায় যে মাশুল দিতে হইবে, ১৫০০ টাকায়ও সেই মাশুল দিতে হইবে। পূর্বে অবশ্য এইরূপ ৫০০ টাকার স্লাবে মাশুল বাড়াইবার বিধান ছিল। কিন্তু তখন, ১০০০ টাকার অধিক মূল্যকে কয়েকটি স্লাবে বিন্যাস করা হইত না; যাহার ফলে দলিল খণ্ড-খণ্ড করিলেও মাশুল কম হইত না।

যেহেতু মাশুলের হার সবিশেষ বৃদ্ধি করা হইয়াছে সেজন্য বিবেচনা করা যাইতে পারে কলিকাতা ও হাওড়া শহয়াঞ্চলের জন্য অতিরিক্ত শতকরা দুই টাকা মাশুল গ্রহণের প্রয়োজন আছে কিনা। অথবা, আদায়ীকৃত মাশুলের একটি নির্দিষ্ট অংশ জেলা পঞ্চায়েতকে প্রদান করিয়া গ্রামীন উন্নতির জন্য বিশেষ কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করা যায় কি না।

আ. ২৪. কপি বা এক্সট্রাক্ট

(i) দশ টাকা

(ii) দশ টাকা

আ. ২৫. কাউণ্টার পার্ট বা ডুপ্লিকেট

(এ) অপরিবর্তিত

(বি) ৫ টাকা।

আ. ২৬. কাস্টমস বণ্ড

(এ) অপরিবর্তিত

(বি) ৫০ টাকা।

আ. ৩৬. লেটার অব অ্যালট্‌মেণ্ট অব শেয়ার

৬০ পয়সা।

আ. ৪২. নোটারিয়াল অ্যাক্ট— ১০ টাকা।

আ. ৪৪. জাহাজের মাস্টারের প্রটেস্ট নোট— ১০ টাকা।

আ. ৫০. বিল বা নোটের প্রটেস্ট – ১০ টাকা।

আ. ৫১. জাহাজের অধ্যক্ষের প্রটেস্ট— ১০ টাকা।

আ. ৫৪. রিকনভেয়ানস

(এ) অপরিবর্তিত

(বি) ১০০ টাকা

আ. ৫৫. না-দাবি বা রিলিজ

(এ) অপরিবর্তিত

(বি) অন্যান্য ক্ষেত্রে—৫০ টাকা।

আ. ৫৭. জামিন নামা।

(এ) অপরিবর্তিত।

(বি) অন্যান্য ক্ষেত্রে—৫০ টাকা।

প্রস্তাবিত বিলটি কাযকরী হইলে, ১৯৬৫ সালের ভারতীয় ষ্ট্যাম্প আইন (পশ্চিমবঙ্গ সংশোধন—১৭)-এর ৪ ও ৫ ধারা, এবং পশ্চিমবঙ্গ শুল্ক আইন (সংশোধন) ১৯৭৩ দ্বারা ভারতীয় ষ্ট্যাম্প আইনে সন্নিবেশিত ৩ [এ এ] ধারার বিধান আর কার্যকরী রহিবে না। অর্থাৎ, সারচার্জ ও অতিরিক্ত সারচার্জ মাশুলের সহিত যুক্ত করিতে হইবে না।

[কলিকাতা গেজেট, ২০ মে, ১৯৮৭ প্রকাশিত]।

ষ্ট্যাম্প শুলক ও ফিস সম্পর্কে সমবায় বিভাগের সাম্প্রতিক নির্দেশ

আমরা জানি ১৩৯৩ সমবায় তাং ১৭।৮।১৯৫১ এবং ২০৩৩ সমবায় তাং ২২।৫।১৯৭৬ প্রজ্ঞাপন দ্বারা সমবায় সমিতির দ্বারা এবং সমবায় সমিতির অনুকূলে সম্পাদিত দলিলে ষ্ট্যাম্প মাশুল ও রেজিস্ট্রেশন ফিস দিতে হয় না। ১৯৫১ এর প্রজ্ঞাপন রহিত করিয়া ৩১ শে জুলাই ১৯৮৭ সমবায় বিভাগ এক নূতন প্রজ্ঞাপন বলবৎ করিযাছে। এই প্রজ্ঞাপন দ্বারা একটি অনুবিধি যুক্ত করা হইযাছে, কোন বহুতলবিশিষ্ট বাটির অন্তর্গত একলক্ষ পঁচিশ হাজার টাকাব অধিক মূল্যেব কোন ফ্ল্যাট বা অ্যাপারটমেণ্ট কোন সমবায গৃহনির্মাণ সমিতিব সদস্যের অনুকূলে হস্তান্তবিত হইলে তাহাতে ষ্ট্যাম্প শুল্ক লাগিবে।

উল্লেখ থাকে যে পূর্বেব ন্যায় সমবায সমিতিব কোন অফিসাব, সদস্য, বা সমবায সমিতিব দ্বাবা বা তাঁহাদের কাহাবো অনুকূলে সম্পাদিত দলিলে ষ্ট্যাম্প মাশুল দিতে হয না।

যেক্ষেত্রে সমবায সমিতিকে নিবন্ধীকরণ ফিস প্রদান কবিতে হয সেক্ষেত্রে ফিস প্রদান করিতে হইবে না। (নং ৩১৬১ কো অপ/এইচ/২ আর- ৭।৮৭ তাং ১।৭।১৯৮৭)

এই প্রজ্ঞাপণেব নির্দেশ ১লা আগস্ট ১৯৮৭ হইতে পশ্চিমবংগে কার্যকবী হইয়াছে।

———

পরিভাষা

অরিজিনাল জুরিসডিকশান—আদিম ক্ষেত্রাধিকার
অর্ডার—আদেশ, নির্দেশপত্র
অথরিটি—প্রাধিকার
অথেনটিকেট করা—প্রামাণিক করা
অফিসার—আধিকারিক
অ্যাওয়ার্ড—রোয়েদাদ, বিনির্ণয়
অ্যাক্ট—আইন
অ্যাকসানেবল ক্লেম—নালিশযোগ্য দাবি
অ্যাকুইজিশন—গ্রহণ
অ্যাটেস্ট করা—প্রত্যায়ন করা
অ্যাডপসান—দত্তক
অ্যাপিলেট অথরিটি—উত্তর-বিচারকর্তা
অ্যাফারমেশন—প্রতিজ্ঞা
অ্যাবরিভিয়শন—শব্দ-সংক্ষেপ
অ্যামবিগুলেটরি—পরিবর্তনযোগ্য
অ্যারেঞ্জমেণ্ট—বন্দোবস্ত
অ্যাসেট—পরিসম্পৎ
অ্যাসাইনী—স্বত্ব-নিয়োগী
আজ্ঞপ্তি—ডিক্রী
আর্টিকেল—অনুচ্ছেদ
আনক্লেমড্—বেওয়ারিশ
আণ্ডার লীজ—অধীন-পাট্টা, শিকমী পাট্টা
ইণ্টারেস্ট—সুদ, স্বার্থ
ইনডেমনিটি—ক্ষতিপূর্তি
ইনডেমনিটি বণ্ড—ক্ষতিপূরণ খত, অদায়িতা খত
ইস্যু—প্রেরণ, প্রচার
ইন্সপেক্টর—পরিদর্শক
ইন্সট্রুমেণ্ট—নিদর্শনপত্র
ইমপ্লায়েড—উহ্য
ইনটারপোলেশন—প্রক্ষেপ, সন্নিবেশ
ইমমুভেবল—অস্থাবর
উইথড্র—প্রত্যাহার করা
উইল—ইষ্টিপত্র, অসিয়ৎনামা
এজেণ্ট—নিযুক্তক
এস্টিমেটেড—আনুমানিক, প্রাকৃচলিত
ওথ—শপথ
ওয়ারেণ্ট—পরওয়ানা ; আজ্ঞাপত্র
কনটিনজেণ্ট—সাপেক্ষ
কলেটারাল—সহায়ক
কন্‌ভেয়ান্স—স্বত্বান্তরপত্র, সমর্পণপত্র
কডিসিল—ক্রোড়পত্র, উইলের পরিশিষ্ট
কভেন্যাণ্ট—চুক্তি
কম্পোজিসন—আপোষ-রফা
কালেকটর—সমাহর্তা
কোড্—সংহিতা
কোড অব্ ক্রিমিনাল প্রসিডিওর-ফৌজদারী প্রক্রিয়া-সংহিতা
কনক্রীট—মূর্ত , সংঘাত
কো-সিওরিটি—সহ-জামিন, সহ-প্রতিভূ
কনক্লুসিভ—চূড়ান্ত
ক্রেডিটর—উত্তমর্ণ
কনডোন—প্রমার্জন করা
ক্যাসুয়াল—আকস্মিক, নৈমিত্তিক
কো-শেয়ারার—শরিক
গিফ্ট—দান, হেবা
গুড্স্—পণ্যদ্রব্য

ভয়েড—বাতিল

ভ্যালিড—সিদ্ধ, বৈধ

ভেস্‌টেড—কায়েমী

মরগীজ—বন্ধক

মারজিন—উপান্ত, পৃষ্ঠাদেশ

ম্যানডেটরী—আদেশমূলক, আজ্ঞাপক

মুভেবল—অস্থাবর

রিপোর্ট—প্রতিবেদন, প্রতিবেদ

রিফিউজ—প্রত্যাখ্যান, অমত

রিভোক—সংহরণ করা

রিভোকেশন—রহিতকরণ

রিট্রসপেকটিভ—ভূতাপেক্ষ

রিলিজ—না-দাবি, মুক্তি

রিভারসান—উত্তরাধিকার প্রতিস্থাপন

রুল—নিয়ম

রঙ—অবৈধ, অনুচিত, অন্যায্য

রেজিস্ট্রার—নিবন্ধক

রিকুইজিশন—অভিবাদনপত্র

রেজিস্ট্রেসন—নিবন্ধীকরণ

লীজ—ইজারা, পাট্টা

লাইসেন্স—অনুজ্ঞাপত্র

লাইসেন্সী—অনুজ্ঞকারী

সাপ্লিমেণ্টারী—অনুপূরক

সিডিউল—অনুসূচী, তফসিল

স্কেল—ক্রম, মান

লেটার সর অ্যাডমিনিসট্রেশন—পরিপালনাদেশ

ল—বিধান

লিগাল রিমেমব্রানসার—বিধি-নির্দেশক

ষ্ট্যাম্প ডিউটি—মুদ্রাঙ্ক শুল্ক

সাব-রেজিস্ট্রার—অবর-নিবন্ধক

সিভিল প্রসিডিওর কোড—দেওয়ানী প্রক্রিয়া সংহিতা

সাব-লীজ—উপপাট্টা, দরপাট্টা

সারভে—জরীপ, পরিমাপ

সাব-সেক্‌শন—উপধারা

সাক্‌সেসর—উত্তরবর্তী ; উত্তরাধিকারী।

সিওরিটি—জামিন, প্রতিভূ

সেক্‌শন—ধারা

সেটেলমেণ্ট—নিরূপণ

স্ট্যাটিউটরী—সংবিধি প্রতিষ্ঠিত

স্পেশাল পাওয়ার অব অ্যাটর্নী—খাস মোক্তারনামা

স্পেসিফিক—বিনির্দেশিত

হরাইজণ্টাল—অনুভূমিক

হাইকোর্ট—মহাধর্মাধিকরণ

হোয়বফিংগারজেটির মালিক

বর্ণানুক্রমিক সূচীপত্র

[আ.—ষ্ট্যাম্প আর্টিকেল , ধা.—রেজিস্ট্রেশন আইনের ধারা ; ষ্ট্যাম্প আইন ও সিডিউল , নি.—রেজিস্ট্রেশন নিয়ম ।]

আ

ঋ

এ

ঐ

ও

ক

খ

গ

চ

ছ

জ

ট

ঠ

ড

ত

দ

প

ভ

ম

ল

শ

ষ

স

হ

শুদ্ধিপত্র

পৃ. ১—'দলিল নিবন্ধীকরণের জন্য বিধানাবলী যুক্তিকরণের আইন' অংশটি [১৬নং ১৮ই ডিসেম্বর ১৯০৮] এর পর পড়িতে হইবে।

পৃ. ৭—১৯৮৫ সালের মার্চ এপ্রিল হইতে দার্জিলিং ভিন্ন পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত জেলাতেই বিভাগীয় জেলা নিবন্ধকের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

পৃ. ৫৫—২৭ পঙ্‌ক্তি-তে 'অ্যামবিগুলেটারী-এর পরিবর্তে 'অ্যামবিউলেটরী' পড়িতে হইবে।

পৃ. ৮৬—পুরাতন ৮০ [জি] ধারা যাহা পুস্তকে মুদ্রিত আছে তাহা বর্তমানে অপ্রয়োজনীয়।

পৃ. ৮৮—১৪ পঙ্‌ক্তির প্রান্তে ' ; ' এর স্থলে ' , ' হইবে।

পৃ. ৯৮—৫৯-ধারার দ্রষ্টব্য অংশে যুক্ত করিতে হইবে :—তবে এনডোরসমেণ্ট লেখা, স্বাক্ষর করা, রেজিস্ট্রেসনের দিনে সম্পন্ন করিতে হইবে।

পৃ. ৭২-৭৩—৬৬ ধারার অন্তর্গত দ্রষ্টব্য অংশে জেলা নিবন্ধকের কর্তব্য সম্পর্কে আলোচনা করা হইয়াছে, যেখানে সর্বক্ষণের জন্য জেলা নিবন্ধক আছেন সেখানে জেলা নিবন্ধকের বিশেষ ক্ষমতা (ধা. ৬৬, ৬৭, ৬৮, ৭২, ৭৩ ইত্যাদি) জেলা নিবন্ধকের দ্বারা সম্পাদিত হওয়া উচিত ; এজন্য, প্রয়োজনীয় প্রজ্ঞাপনের সংশোধন প্রয়োজন হইলে তাহা করা উচিত এইরূপ অভিমত ব্যক্ত করা হইয়াছে। অনেক ক্ষেত্রে অনবধানবশতঃ ৬৭ ধারা বা অন্যান্য ধারার উল্লেখ করা নাই। জটিলতা কমে ও বাস্তব অবস্থার অনুসারী হয় যদি সদর অবর-নিবন্ধক এবং কলিকাতার অবর নিবন্ধককে অতিরিক্ত নিবন্ধকরূপে সূচিত করা হয়।

পৃ. ১৫৪— ৫ পঙ্‌ক্তিতে চেকমুড়ির পরিবর্তে কার্বণ প্রতিলিপি পড়িতে হইবে।

পৃ. ১৬৮—১৪ পঙ্‌ক্তিতে সচ্চল স্থানে 'সকল' পড়িতে হইবে।

পৃ. ২২৬—২৪ পঙ্‌ক্তিতে আর্টি ২ (বি) প্যারাতে 'সারচাজ দিতে হয় না' বাক্যাংশটি বাদ দিয়ে পড়তে হবে।

পৃ. ২৩৭—১৬ পঙ্‌ক্তিতে ৫৫৫০ এর পরিবর্তে ৭৫০০ হইবে।

পৃ. ২৮০—১৫ পঙ্‌ক্তিতে কোর্টফিস এক টাকার পরিবর্তে চার টাকা পঞ্চাশ পয়সা হইবে।

পৃ. ২৮৪—২০ পঙ্‌ক্তিতে এবং পুকুর ও পড়িবে না' অংশটি অগ্রাহ্য করিতে হইবে।

পৃ. ৩৭০, ৩৭৫—লিমিটেশন আইন অনাবধানবশতঃ পৃথকভাবে সন্নিবেশিত হইয়াছে।

পৃ. ৩৭৯—মহানিবন্ধ পরিদর্শক সরকারী অনুমোদনক্রমে ৭৪৬৫ নং সার্কুলার তাং ১৫।৭।৮৬ দ্বারা কোর্ট ফিস স্ট্যাম্প এব রেজিস্ট্রেসন অফিসে গোলাকার ছেদন ব্যবস্থা বাধ্যতামূলক করিয়াছেন।

পৃ. ৪৪৮—পঙ্‌ক্তি ১২তে ফিস [সি] (iii)—১৬টাকার পরিবর্তে ১৮ টাকা হইবে।

পৃ. ৪৪৭, ৪৪৮, ৪৪৯, ৭৫০, ৪৫৪, ৪৫৯, ৪৬১, ৪৬৬, ৪৬৮, ৪৬৯, ৩৭০, ৪৭২, ৪৭৩, ৪৮৬, ৫৩৬, ৫৭৯, ৫৫০, ৫৫১, ৫৫২-য় যেখানেই [ই] এর উল্লেখ আছে সেখানে ৭ টাকা ফিস বুঝিতে হইবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ পৃ ১৪৯ পঙ্‌ক্তি ১১ ঃ—'রেজিস্ট্রেসন আইন, ১৯০৮'; 'ভারতীয়' শব্দ নিরসিত। দলিলের আদর্শ অংশে বা অন্যত্র 'জাতি' লিখিবার নির্দেশ থাকিলেও জাতি উল্লেখের প্রয়োজন নাই। ২(১) উপধারার অন্তর্গত দ্রষ্টব্য অংশ দেখুন।

পৃ. ২৮৫—৩৭৯ প্রতি দক্ষিণ দিকস্থ পৃষ্ঠার শিরোনাম ভুলক্রমে ভূমি সংস্কার আইন লিখিত হইয়াছে, পৃ ২৮৫ হইতে ৩৭৯ পৃষ্ঠাতে রেজিস্ট্রেশনের জন্য যে সকল আইনের প্রয়োজন হয়, সেগুলির প্রয়োজনীয় অংশ লইয়া আলোচনা করা হইয়াছে। সূচীপত্র অনুধাবন করিলে বুঝিতে অসুবিধা হইবে না।

অ্যাকাডেমিক পাবলিশার্স, ১২/১এ, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০৭৩-এর পক্ষে শ্রীবিমলকুমার ধর কর্তৃক প্রকাশিত এবং অ্যাকাডেমিক বাইণ্ডার্স (প্রিন্টিং ডিভিশন), ১১ পঞ্চানন ঘোষ লেন, কলিকাতা ৭০০০০৯ হইতে মুদ্রিত।